তাফসীর
ইব্ন
কাসীর

অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

মূলঃ
হাফিয ইমাদুদ্দিন ইব্ন কাসীর (রঃ)
অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

Contents

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর

অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

(সূরা ৬ ঃ আন‘আম থেকে সূরা ১০ ঃ ইউনুস)

মূল ঃ হাফিয আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর (রহঃ)
অনুবাদ ঃ ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
(সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পুর্নলিখিত)

Contents

প্রকাশক ঃ
তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি
(পক্ষে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান)
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২

© সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ ঃ
রামাযান ১৪০৬ হিজরী
মে ১৯৮৬ ইংরেজী

সর্বশেষ মুদ্রণ ঃ
জমাদিউল আউওয়াল ১৪৩৫ হিজরী
মার্চ ২০১৪ ইংরেজী

পরিবেশক ঃ
হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
৩৮ নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১-৫৭০৬৩২৩
০১৬৭-২৭৪৭৮৬১

বিনিময় মূল্য ঃ ৳ ৫৫০.০০ মাত্র।

যার কাছে আমি পেয়েছিলাম তাফসীর সাহিত্যের মহতী শিক্ষা এবং যিনি ছিলেন এ সব ব্যাপারে আমার প্রাণ-প্রবাহ, আমার সেই শ্রদ্ধাস্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক আবদুল গনীর নামে আমার এই শ্রম-সাধনা ও অনূদিত তাফসীরের অবিস্মরণীয় অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি জড়িত থাকল।

ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান

সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ

তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন ঃ জনাব ইউসুফ ইয়াসীন

নিরীক্ষণ ও সংশোধন ঃ জনাব মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
কামিল (তাফসীর); এম. এ. (আরবী); ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
লিসান্স (শারী‘আহ), মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

পুনঃ নিরীক্ষণ/পর্যালোচনা ঃ জনাব প্রফ. ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
এম.এ.এম.ও.এল (লাহোর), এম.এম (ঢাকা)
এম.এ. পি.এইচ.ডি (রাজশাহী)
প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সমন্বয়কারী ঃ জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহেদ

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১। ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
বাসা নং ৫৮, সড়ক নং ২৮
গুলশান, ঢাকা ১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

২। মোঃ আবদুল ওয়াহেদ
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮
গুলশান, ঢাকা-১২১২
টেলিফোন ঃ ৮৮২৪০৮০

৩। ইউসুফ ইয়াসীন
২৪ কদমতলা
বাসাবো, ঢাকা ১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৫৫২-৩২৩৯৭৫

৪। মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান
মুজীব ম্যানশন
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী ৬২০৬

৫। মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
সহ-অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া,
যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

Contents

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর (৯ খন্ডে সমাপ্ত)

১। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড

১। সূরা ফাতিহা, ৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ১)
২। সূরা বাকারাহ, ২৮৬ আয়াত, ৪০ রুকু	(পারা ২-৩)

২। চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম খন্ড

৩। সূরা আলে ইমরান, ২০০ আয়াত, ২০ রুকু	(পারা ৩-৪)
৪। সূরা নিসা, ১৭৬ আয়াত, ২৪ রুকু	(পারা ৪-৬)
৫। সূরা মায়িদাহ, ১২০ আয়াত, ১৬ রুকু	(পারা ৬-৭)

৩। অষ্টম, নবম, দশম ও একাদশ খন্ড

৬। সূরা আন‘আম, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকু	(পারা ৭-৮)
৭। সূরা ‘আরাফ, ২০৬ আয়াত, ২৪ রুকু	(পারা ৮-৯)
৮। সূরা আনফাল, ৭৫ আয়াত, ১০ রুকু	(পারা ৯-১০)
৯। সূরা তাওবাহ, ১২৯ আয়াত, ১৬ রুকু	(পারা ১০-১১)
১০। সূরা ইউনুস, ১০৯ আয়াত, ১১ রুকু	(পারা ১১)

৪। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খন্ড

১১। সূরা হুদ, ১২৩ আয়াত, ১০ রুকু	(পারা ১১-১২)
১২। সূরা ইউসুফ, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু	(পারা ১২-১৩)
১৩। সূরা রা‘দ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ১৩)
১৪। সূরা ইবরাহীম, ৫২ আয়াত, ৭ রুকু	(পারা ১৩)
১৫। সূরা হিজর, ৯৯ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ১৪)
১৬। সূরা নাহল, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু	(পারা ১৪)
১৭। সূরা ইসরা, ১১১ আয়াত, ১২ রুকু	(পারা ১৫)

৫। চর্তুদশ খন্ড

১৮। সূরা কাহফ, ১১০ আয়াত, ১২ রুকু	(পারা ১৫-১৬)
১৯। সূরা মারইয়াম, ৯৮ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ১৬)
২০। সূরা তা-হা, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকু	(পারা ১৬)
২১। সূরা আম্বিয়া, ৭ আয়াত, ১ রুকু	(পারা ১৭)
২২। সূরা হাজ্জ, ৭ ৮আয়াত, ১০ রুকু	(পারা ১৭)

৬। পঞ্চদশ খন্ড

২৩। সূরা মু’মিনূন, ১১৮ আয়াত, ৬ রুকু	(পারা ১৮)

২৪ । সূরা নূর, ৬৪ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ১৮)
২৫ । সূরা ফুরকান, ৭৭ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ১৯)
২৬ । সূরা শুআরা, ২২৭ আয়াত, ১১ রুকু (পারা ১৯)
২৭ । সূরা নামল, ৯৩ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ১৯-২০)
২৮ । সূরা কাসাস, ৮৮ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২০)
১৯ । সূরা আনকাবূত, ৬৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২০-২১)
৩০ । সূরা রূম, ৬০ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২১)
৩১ । সূরা লুকমান, ৩৪ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২১)
৩২ । সূরা সাজদাহ, ৩০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২১)
৩৩ । সূরা আহযাব, ৭৩ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২১-২২)

৭ । ষষ্ঠদশ খন্ড

৩৪ । সূরা সাবা, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২২)
৩৫ । সূরা ফাতির, ৪৫ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২)
৩৬ । সূরা ইয়াসীন, ৮৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২২-২৩)
৩৭ । সূরা সাফফাত, ১৮২ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৮ । সূরা সা'দ, ৮৮ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৩)
৩৯ । সূরা যুমার, ৭৫ আয়াত, ৮ রুকু (পারা ২৩-২৪)
৪০ । সূরা গাফির বা মু'মীন, ৮৫ আয়াত, ৯ রুকু (পারা ২৪)
৪১ । সূরা ফুসসিলাত, ৫৪ আয়াত, ৬ রুকু (পারা ২৪-২৫)
৪২ । সূরা শূরা, ৫৩ আয়াত, ৫ রুকু (পারা ২৫)
৪৩ । সূরা যুখরুফ, ৮৯ আয়াত, ৭ রুকু (পারা ২৫)
৪৪ । সূরা দুখান, ৫৯ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৫)
৪৫ । সূরা জাসিয়া, ৩৭ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৫)
৪৬ । সূরা আহকাফ, ৩৫ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৭ । সূরা মুহাম্মাদ, ৩৮ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)
৪৮ । সূরা ফাত্‌হ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৬)

৮ । সপ্তদশ খন্ড

৪৯ । সূরা হুজুরাত, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৬)
৫০ । সূরা কাফ, ৪৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬)
৫১ । সূরা যারিয়াত, ৬০ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৬-২৭)
৫২ । সূরা তূর, ৪৯ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৭)

৫৩। সূরা নাজম, ৬২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৪। সূরা কামার, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৫। সূরা আর রাহমান, ৭৮ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৬। সূরা ওয়াকিয়া, ৯৬ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৭)
৫৭। সূরা হাদীদ, ২৯ আয়াত, ৪ রুকু (পারা ২৭)
৫৮। সূরা মুজাদালা, ২২ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৫৯। সূরা হাশর, ২৪ আয়াত, ৩ রুকু (পারা ২৮)
৬০। সূরা মুমতাহানা, ১৩ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬১। সূরা সাফ্‌ফ, ১৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬২। সূরা জুমু‘আ, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৩। সূরা মুনাফিকূন, ১১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৪। সূরা তাগাবুন, ১৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৫। সূরা তালাক, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৬। সূরা তাহরীম, ১২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৮)
৬৭। সূরা মুল্‌ক, ৩০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৮। সূরা কালাম, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৬৯। সূরা হাক্কাহ, ৫২ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭০। সূরা মা‘আরিজ, ৪৪ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭১। সূরা নূহ, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭২। সূরা জিন, ২৮ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৩। সূরা মুযযাম্মিল, ২০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৪। সূরা মুদদাসসির, ৫৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৫। সূরা কিয়ামাহ, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৬। সূরা দাহর বা ইনসান, ৩১ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)
৭৭। সূরা মুরসালাত, ৫০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ২৯)

৯। অষ্টাদশ খন্ড

৭৮। সূরা নাবা, ৪০ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৭৯। সূরা নাযিয়াত, ৪৬ আয়াত, ২ রুকু (পারা ৩০)
৮০। সূরা আবাসা, ৪২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮১। সূরা তাকভির, ২৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮২। সূরা ইনফিতার, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

Contents

৮৩। সূরা মুতাফফিফিন, ৩৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৪। সূরা ইনসিকাক, ২৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৫। সূরা বুরূজ, ২২ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৬। সূরা তারিক, ১৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৭। সূরা 'আলা, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৮। সূরা গাসিয়া, ২৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৮৯। সূরা ফাজ্‌র, ৩০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯০। সূরা বালাদ, ২০ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯১। সূরা শাম্‌স, ১৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯২। সূরা লাইল, ২১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৩। সূরা দুহা, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৪। সূরা ইনসিরাহ, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৫। সূরা তীন, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৬। সূরা আলাক, ১৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৭। সূরা কাদর, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৮। সূরা বাইয়িনা, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
৯৯। সূরা যিলযাল, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০০। সূরা আদিয়াত, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০১। সূরা কারিয়াহ, ১১ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০২। সূরা তাকাছুর, ৮ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৩। সূরা আসর, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৪। সূরা হুমাযাহ, ৯ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৫। সূরা ফীল, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৬। সূরা কুরাইশ, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৭। সূরা মাঊন, ৭ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৮। সূরা কাওছার, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১০৯। সূরা কাফিরূন, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১০। সূরা নাস্‌র, ৩ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১১। সূরা লাহাব বা মাসাদ, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১২। সূরা ইখলাস, ৪ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৩। সূরা ফালাক, ৫ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)
১১৪। সূরা নাস, ৬ আয়াত, ১ রুকু (পারা ৩০)

Contents

সূরা	পারা	পৃষ্ঠা
৬। সূরা আ‘আম	(পারা ৭-৮)	৩৩-২৭৩
৭। সূরা আ‘রাফ	(পারা ৮-৯)	২৭৪-৫০৪
৮। সূরা আনফাল	(পারা ৯-১০)	৫০৫-৬১৫
৯। সূরা তাওবা	(পারা ১০-১১)	৬১৬-৮০০
১০। সূরা ইউনুস	(পারা ১১)	৮০১-৯১৯

সূচীপত্র

বিবরণ **পৃষ্ঠা**

* প্রকাশকের আরয ২৫
* অনুবাদকের আরয ২৭
* সূরা আন‘আম এর ফাযীলাত এবং নাযিল হওয়ার কারণ ৩৩
* আল্লাহ তা‘আলাই সমস্ত ক্ষমতার মালিক এবং সমস্ত প্রশংসার দাবীদার ৩৪
* মূর্তিপূজকদের ঔদ্ধত্যতার জন্য হুশিয়ারী ৩৭
* দীনকে অস্বীকার করার ব্যাপারে কাফিরদের স্বরূপ উম্মোচন ৪০
* আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সবার আহারদাতা ৪৪
* আল্লাহকে বাধা দেয়ার কেহ নেই, তিনিই লাভ ক্ষতির মালিক ৪৮
* আহলে কিতাবরা রাসূলকে (সাঃ) তেমনভাবে চিনে যেমনভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে ৫০
* কাফিরদেরকে তাদের শির্ক করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে ৫৩
* হতভাগারাই শুধু কুরআন থেকে উপকার লাভ করেনা ৫৪
* কিয়ামাত দিবসে কারও কামনা-বাসনা কোন কাজে আসবেনা ৫৭
* কাফিরেরা নাবীর (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করায় আল্লাহর শান্তনা প্রদান ৬১
* কাফিরদের মুজিযা চাওয়া ৬৬
* ‘উমাম’ أُمَمٌ শব্দের অর্থ ৬৭
* কিয়ামাতের মাইদানে অবিশ্বাসীরা থাকবে মূক ও বধির ৬৮
* কাফিরেরাও তাদের বিপদের সময় শুধু আল্লাহকেই ডাকে ৭১
* রাসূলের (সাঃ) কাছে কোন ধন-ভান্ডারের চাবি ছিলনা কিংবা তিনি গাইবের খবরও জানতেননা ৭৮
* দুর্বল শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে না দেয়া এবং প্রভাবশালীদেরকে প্রাধান্য না দেয়ার জন্য রাসূলের (সাঃ) প্রতি নির্দেশ ৭৯
* রাসূল (সাঃ) জানতেন, যাবতীয় শাস্তি দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে ৮৫
* আল্লাহ ছাড়া আর কেহ গাইবের খবর জানেনা ৮৭
* মৃত্যুর আগে এবং পরে, আল্লাহর বান্দারা তাঁরই অধীন ৮৯
* বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর ক্ষমতা ও শাস্তি ৯৪
* ভয়-ভীতিহীনভাবে সত্যের দিকে আহ্বান ৯৯

Contents

* আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী কিংবা হাসি তামাসাকারীদের সাথে উঠা-বসা নিষেধ ১০০
* ঈমান আনার পর যারা কুফরীতে ফিরে যায় তাদের তুলনামূলক আলোচনা ১০৫
* শিঙ্গাধ্বনি ১০৭
* ইবরাহীমের (আঃ) পিতার কাছে তাঁর উপদেশ ১১০
* ইবরাহীমের (আঃ) তাওহীদী জ্ঞান ১১২
* নিজ গোত্রের লোকদের সাথে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক ১১৩
* শির্‌ক হল সবচেয়ে বড় যুল্‌ম ১১৯
* ইবরাহীমকে (আঃ) ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান ১২৩
* নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীমের (আঃ) গুণাগুণের বর্ণনা ১২৫
* শির্‌ক সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে, এমনকি নাবীদের আমলও ১২৮
* মানুষ ছাড়া অন্য কারও প্রতি অহী নাযিল করা হয়নি ১৩১
* যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অহী প্রাপ্তির দাবী করে সে হল সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব ১৩৬
* মৃত্যুর সময় এবং বিচার দিবসে অপরাধীদের অবস্থা ১৩৭
* বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ১৪২
* মূর্তি পূজকদের তিরস্কার প্রদান ১৪৯
* ‘বাদঈ’ শব্দের অর্থ ১৫২
* আল্লাহ সবার প্রভু/রাব্ব ১৫৩
* সবার প্রভু আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে ১৫৪
* দলীল-প্রমাণ বা بَصَائِر এর অর্থ ১৫৬
* অহীর অনুসরণ করার নির্দেশ ১৬০
* দেব-দেবীদের গালি দিতে নিষেধাজ্ঞা, যাতে কাফিরেরা আল্লাহকে গালি না দেয় ১৬১
* মুজিযা দেখতে চাওয়া এবং এরপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি ১৬৩
* প্রত্যেক নাবীরই শত্রু ছিল ১৬৮
* বেশীর ভাগ লোকই বিভ্রান্ত ১৭২
* আল্লাহর নামে যবাহ করতে হবে ১৭৪
* আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে যবাহ করা খাদ্য হালাল নয় ১৭৬
* শাইতানের কু-মন্ত্রণা ১৭৭
* আল্লাহর আদেশের উপর কেহকে অগ্রাধিকার দেয়া শির্‌ক ১৭৮
* মু’মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য ১৭৯

* পাপাচারী কাফিরদের ষড়যন্ত্র এবং ওর পরিণাম ১৮১
* কাফিরেরাও রাসূলের (সাঃ) চারিত্রিক গুণাগুণ স্বীকার করত ১৮৬
* কাফিরেরা একে অপরের সাহায্যকারী ১৯৩
* মানুষ ও জিন সবার কাছেই নাবী প্রেরণ করা হয়েছে ১৯৪
* অস্বীকারকারী কাফিরদের ধ্বংস অনিবার্য ২০১
* কিছু শিরকী আমল ২০৪
* মূর্তি পূজকদের সন্তানদেরকে শাইতান হত্যা করতে প্রলুব্ধ করে ২০৭
* কুরাইশ মুশরিকরা কিছু পশু তাদের জন্য হারাম করেছিল ২০৮
* আল্লাহই খাদ্য, বীজ, পশু ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা ২১৩
* অপচয় করায় নিষেধাজ্ঞা ২১৫
* গৃহ পালিত পশু-পাখির উপকারিতা ২১৬
* গৃহ পালিত পশু-পাখির গোশত আহার কর, কিন্তু শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা ২১৭
* নিষিদ্ধ বিষয় ২২২
* বাড়াবাড়ি করার কারণে ইয়াহুদীদের জন্য হালাল খাদ্য নিষিদ্ধ হয়েছিল ২২৪
* ইয়াহুদীদের চালাকী এবং আল্লাহর শাস্তি ২২৬
* একটি কু-ধারণা ও উহা খন্ডন ২২৯
* দশটি নির্দেশ ২৩২
* কোন অবস্থায়ই শির্ক করা যাবেনা ২৩৪
* মাতা-পিতার প্রতি দয়ার্দ্র হতে হবে ২৩৫
* সন্তানদেরকে হত্যা করা নিষেধ ২৩৬
* বিধিবদ্ধ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা ২৩৯
* ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা যাবেনা ২৪০
* সঠিক পরিমাপ ও ওযনে মালামাল বিক্রি করতে হবে ২৪১
* সত্য সাক্ষী দিতে হবে ২৪২
* আল্লাহর নামে দেয়া ওয়াদা পূরণ করতে হবে ২৪২
* আল্লাহর সরল সঠিক পথে চলে অন্য পথকে পরিহার করতে হবে ২৪৩
* তাওরাত ও কুরআনের প্রশংসা ২৪৬
* কুরআন হল বান্দাদের প্রতি আল্লাহর আহ্বানের দলীল ২৫০
* কাফিরেরা কিয়ামাত দিবসের প্রতিক্ষায় রয়েছে ২৫২
* ধর্মের ব্যাপারে বিভক্তি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে ২৫৬

* উত্তম আমলের সাওয়াবকে বাড়িয়ে দেয়া হয়,
আর খারাপ আমলের বদলা ওর সম পরিমান ২৫৭
* ইসলাম হল সরল সোজা পথ ২৬০
* একাগ্রতার সাথে ইবাদাত করার নির্দেশ ২৬২
* সব নাবীদেরই একই ধর্ম ছিল ইসলাম ২৬৩
* সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ ২৬৭
* প্রত্যেকে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে ২৬৮
* বিভিন্ন জাতিকে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে বসবাস করার
ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য ২৭০
* বিরুদ্ধাচরণের কারণে বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে ২৭৬
* আমল ওযন করার অর্থ ২৮০
* আসমান ও যমীনের সমস্ত নি'আমাতই মানুষের জন্য ২৮৩
* আদমকে (আঃ) মালাইকার সাজদাহ করা ও ইবলীসের অহংকার প্রদর্শন ২৮৪
* কিয়াসের প্রথম আবিস্কারক হল ইবলীস ২৮৭
* আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) প্রতারণার মাধ্যমে
শাইতান নিষিদ্ধ গাছের ফল আহার করিয়েছে ২৯৪
* আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে দুনিয়ায় পাঠানো হল ২৯৮
* মানব জাতিকে পরিচ্ছদ দ্বারা বৈশিষ্টমন্ডিত করা হয়েছে ২৯৯
* শাইতানের কু-প্ররোচনার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে ৩০০
* কাফিরেরা পাপ করে আর বলে, আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ করতে বলেছেন ৩০২
* আল্লাহ তা'আলা বেহায়াপনা পছন্দ করেননা, তিনি চান নিষ্ঠা ও ন্যায়ানুগততা ৩০৩
* অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা ৩০৩
* মাসজিদে যাওয়ার সময় শালীন হওয়ার নির্দেশ ৩০৭
* অমিতব্যয়ী না হওয়ার নির্দেশ ৩০৮
* আল্লাহর ব্যাপারে অশালীন বাক্য, শির্ক, মিথ্যা
কথন হতে বিরত থাকার আদেশ ৩১০
* মূর্তি পূজকরা দুনিয়ায় তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়,
পরকালে তাদের কোন অংশ নেই ৩১৩
* জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে একে অপরকে অভিশাপ দিবে ৩১৫
* আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের জন্য কখনও
জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবেনা ৩১৮

* সৎ আমলকারীদের গন্তব্য স্থল ৩২০
* জাহান্নামবাসীরা অনুতপ্তের পর অনুতপ্ত হতে থাকবে ৩২২
* 'আরাফবাসীদের বর্ণনা ৩২৫
* জাহান্নামবাসীদের জন্য জান্নাতের দরজা চিরতরে রুদ্ধ ৩২৮
* মূর্তি পূজকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই ৩৩১
* ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলসমূহ আল্লাহ ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন ৩৩৪
* 'সমাসীন' হওয়ার অর্থ ৩৩৪
* দিন ও রাত্রি আল্লাহরই নিদর্শন ৩৩৫
* ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান ৩৩৭
* দু'আ করার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করা ৩৩৭
* আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করা ৩৩৮
* বৃষ্টি বর্ষণ এবং গাছপালা সৃষ্টিও আল্লাহর নিদর্শন ৩৪০
* নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওমের ঘটনা ৩৪৩
* হুদ (আঃ) এবং 'আদ জাতির সাথে তাঁর সম্পর্ক ৩৪৮
* আ'দ জাতির বাসস্থান ৩৪৯
* হুদ (আঃ) এবং তাঁর জাতির সাথে তর্ক-বিতর্ক ৩৫০
* আ'দ জাতির পরিসমাপ্তি ৩৫৩
* আ'দ জাতির গুপ্তচরগিরীর ঘটনা ৩৫৬
* ছামূদ জাতির বিবরণ ৩৬০
* সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতির ঘটনা ৩৬০
* ছামূদের দাবীর প্রেক্ষিতে পাহাড় ফেটে উটের আবির্ভাব ৩৬১
* অতঃপর ছামূদরা উটকে হত্যা করল ৩৬৩
* ছামূদ সম্প্রদায়ের খারাপ লোকেরা সালিহকে (আঃ) হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ তাদের উপর গযব নাযিল করেন ৩৬৫
* লূত (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায় ৩৬৮
* শু'আইব (আঃ) এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা ৩৭২
* পূর্ববর্তী জাতির প্রতি বিভিন্ন আযাবের বর্ণনা ৩৭৯
* ঈমান শান্তি বয়ে আনে, আর কুফর নিয়ে আসে গযব ৩৮২
* মূসা (আঃ) এবং ফির'আউনের ঘটনা ৩৮৭
* ফির'আউনের পরিষদরা মূসাকে (আঃ) যাদুকর আখ্যা দিল ৩৯০
* যাদুকরেরা তাদের রশিগুলি সাপে রূপান্তরিত করল ৩৯৩

* মূসা (আঃ) যাদুকরদের পরাস্ত করলেন, তারা ঈমান আনল ৩৯৫
* ঈমান আনার পর যাদুকরদের প্রতি ফির'আউনের ভয় প্রদর্শন এবং তাদের জবাব ৩৯৭
* ফির'আউন বানী ইসরাঈলের শিশুদের হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর আল্লাহ তাদের বিজয়ের সুসংবাদ দেন ৪০১
* আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীদের দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেন ৪০৩
* অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীদের শাস্তি দেন ৪০৫
* ফড়িং খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে সুবিদিত হাদীস ৪০৫
* অবাধ্যতার কারণে ফির'আউনীদের প্রতি অন্যান্য শাস্তির বর্ণনা ৪০৬
* ফির'আউনীদের সলিল সমাধি এবং বানী ইসরাঈলের পবিত্র ভূমিতে পুনর্বাসন ৪০৯
* বানী ইসরাঈল সমুদ্রে ডুবে মরা থেকে রক্ষা পাবার পরেও মূর্তি পূজা থেকে তাদের মন বিরত থাকেনি ৪১১
* আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বানী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া ৪১৩
* মূসার (আঃ) ৪০ দিন সিয়াম পালন ও ইবাদাতে কাটানো ৪১৪
* মূসার (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চাওয়া ৪১৫
* মূসাকে (আঃ) আল্লাহর মনোনয়ন এবং ফলক প্রদান ৪১৮
* অহংকারী কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়না ৪২০
* বাছুরের পূজা করার ঘটনা ৪২২
* শান্ত হওয়ার পর মূসা (আঃ) ফলকগুলি আবার তুলে নেন ৪২৯
* বানী ইসরাঈলের ৭০ জন লোকের নির্দিষ্ট স্থানে গমন এবং তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে মৃত্যু ৪৩১
* আল্লাহর দয়া তাদের জন্য যাদের রয়েছে তাকওয়া এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি ঈমান ৪৩৪
* বিভিন্ন নাবীদের কিতাবে রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) বর্ণনা ৪৩৭
* রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত সর্বকালের জন্য ৪৪২
* শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের সীমা লংঘন ৪৪৮
* ইয়াহুদীদের মধ্যের সীমা লংঘনকারীরা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং অন্যায় কাজে বাধাদানকারীরা রক্ষা পায় ৪৫০
* ইয়াহুদীদের উপর রয়েছে আল্লাহর চিরস্থায়ী গযব ৪৫২
* অভিশাপের কারণে ইয়াহুদীরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ৪৫৪
* ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার কারণে তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছিল ৪৫৭

* আদম সন্তানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল ৪৫৯
* অভিশপ্ত বাল‘আম ইব্ন বা‘উরার ঘটনা ৪৬৩
* অবিশ্বাস এবং এর পরিণতি ৪৬৮
* আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ৪৭১
* কিয়ামাত দিবসের আলামতসমূহ ৪৭৭
* রাসূল (সাঃ) গাইবের খবর জানতেননা, তিনি নিজের ভাল-মন্দেরও পরিবর্তন করতে পারতেননা ৪৮৩
* সমস্ত মানবগোষ্ঠিই আদমসন্তান ৪৮৫
* মূর্তি/প্রতিমা কখনও কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা, কেহকে সাহায্য করারও ক্ষমতা নেই ৪৯০
* দয়াপরবশ হওয়া ৪৯৫
* আল্লহভীতি বনাম শাইতানের ইবাদাত ৪৯৯
* মানুষের মধ্যের শাইতানের বন্ধুরা মিথ্যা কুমন্ত্রণা দেয় ৪৯৯
* মূর্তি পূজকদের মুজিযার দাবী ৫০১
* কুরআন থেকে শিক্ষা নেয়ার আদেশ ৫০২
* আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে সকাল-সন্ধ্যায়, সব সময় ৫০৩
* আনফাল শব্দের অর্থ ৫০৫
* ৮ ঃ ১ নং আয়াতটি নাযিল করার কারণ ৫০৬
* ৮ ঃ ১ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ ৫০৭
* অনুগত ও সত্যবাদী বিশ্বাসীদের গুণাবলী ৫০৯
* কুরআন পাঠে ঈমান বৃদ্ধি পায় ৫১০
* তাওয়াক্কুল কাকে বলে ৫১১
* মু’মিনদের কাজ ৫১১
* দৃঢ় বিশ্বাসের ফলাফল ৫১২
* রাসূলকে (সাঃ) অনুসরণ করা হল বিশ্বাসীদের কাজ ৫১৩
* মুসলিমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন ৫১৮
* তন্দ্রাচ্ছন্ন করার মাধ্যমে মুসলিমদের ইহসান করা হয়েছিল ৫২৪
* বদরের যুদ্ধের পূর্বক্ষণে বৃষ্টি দ্বারা মুসলিমদের যুদ্ধস্থলে অবস্থান সুদৃঢ় করা হয়েছিল ৫২৫
* মুসলিমদের সাথে থেকে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তাঁর মালাইকাকে আদেশ করেছিলেন ৫২৭

---

* যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা অপরাধ এবং এ অপরাধের শাস্তি ৫৩০
* বদরের প্রান্তরে আল্লাহর নিদর্শন এবং কাফিরদের চোখে বালি নিক্ষেপ ৫৩২
* কাফিরদের ন্যায় বিচার চাওয়ার ফাইসালা ৫৩৪
* আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) বাধ্য হওয়ার নির্দেশ ৫৩৭
* আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) ডাকে সাড়া দেয়ার নির্দেশ ৫৩৯
* মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আল্লাহ আড়াল হন ৫৩৯
* ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সতর্কী করণ ৫৪১
* মুসলিমদের অতীতের দুর্বলতা এবং আল্লাহর সাহায্য করা স্মরণ করিয়ে দেয়া ৫৪৪
* ৮ ঃ ২৭ আয়াতটি নাযিল করার কারণ ৫৪৫
* রাসূলকে (সাঃ) হত্যা, বহিস্কার করা ইত্যাদি কুরাইশদের চক্রান্তের বিবরণ ৫৪৯
* কুরআনের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারে বলে কাফির কুরাইশদের দাবী ৫৫২
* মূর্তি পূজকদের আল্লাহর বিচার ও শাস্তি দাবী ৫৫৪
* রাসূল (সাঃ) অবস্থান স্থলে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয় ৫৫৫
* অপরাধের কারণে শাস্তির যোগ্য হলেও
মাক্কার কাফিরদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছিল ৫৫৭
* ধর্মের বিরুদ্ধে কাফিরদের সম্পদ ব্যয় করায় তাদের শুধু কষ্টই বৃদ্ধি পাবে ৫৬১
* কাফিরদের কুফরীর কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার উপদেশ ৫৬৪
* শির্‌ক এবং কুফরকে উৎপাটন করার জন্য যুদ্ধ করার আদেশ ৫৬৫
* গাণীমাত এবং ফাই এর ব্যাপারে নির্দেশ ৫৬৯
* বদরের যুদ্ধের কিছু বর্ণনা ৫৭৪
* বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা একে অন্যের চোখে কম সংখ্যক দেখিয়েছেন ৫৭৮
* যুদ্ধের কৌশল ৫৮০
* শত্রুর মুকাবিলায় অটল থাকার নির্দেশ ৫৮০
* যুদ্ধের উদ্দেশে কাফিরদের মাক্কা ত্যাগ ৫৮২
* অভিশপ্ত শাইতানের কু-পরামর্শ ও প্রতারণা ৫৮৩
* বদরের যুদ্ধে মুনাফিকদের বর্ণনা ৫৮৫
* কাফিরদের প্রতি মালাইকা/ফেরেশতাদের আঘাত হানা ৫৮৬
* চুক্তি ভঙ্গকারী এবং কাফিরদের প্রতি কঠিন আঘাত হানা ৫৯০
* চুক্তি ও অঙ্গীকার বাতিল করার পদ্ধতি ৫৯১
* যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর শত্রুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া ৫৯২
* কাফিরেরা শান্তি চাইলে তাদের সাথে চুক্তি করা যাবে ৫৯৭

* মু’মিনদের প্রতি আল্লাহর নি‘আমাতের স্মরণ করানো ৫৯৭
* জিহাদের প্রতি মু’মিনদের উদ্বুদ্ধ করণ ৫৯৯
* কাফির বন্দীদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে,
তারা মুসলিম হলে, যা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশি দেয়া হবে ৬০৫
* মুহাজির এবং আনসারগণ একে অন্যের সহায়তাকারী ৬০৯
* যে সকল মুসলিম হিজরাত করেনি, গানীমাতে তাদের অধিকার ৬১১
* কাফিরেরা একে অন্যের বন্ধু, মুসলিমদের নয় ৬১২
* মুসলিমরাই সত্যের পথে আছে ৬১৪
* মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট লোকদের জন্য নির্ধারিত ৬১৫
* সূরা তাওবাহর শুরুতে কেন ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ নেই ৬১৬
* মূর্তি পূজক কাফিরদের সাথের চুক্তি বাতিল করণ ৬১৭
* স্বাক্ষরিত চুক্তি উহার মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকা ৬২১
* যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক আয়াত ৬২২
* মূর্তি পূজকরা চাইলে তাদের দেশ ত্যাগ করার সুযোগ দিতে হবে ৬২৪
* মূর্তি পূজকরা শির্‌ক ও কুফরী পরিত্যাগ করার নয় ৬২৬
* মুশরিকরা তাদের শপথের কোনই মূল্য রাখেনা ৬২৯
* কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দান ৬৩১
* জিহাদে অংশ নেয়া প্রকৃত মুসলিমের পরিচয় ৬৩৪
* মূর্তি পূজকরা মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনা ৬৩৬
* মুসলিমরাই হবে মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী ৬৩৭
* মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা হাজীদের পানি পান করানোকারী
কখনও মু’মিন এবং মুজাহিদের সমান নয় ৬৩৮
* আত্মীয় হলেও কোন কাফিরকে মুসলিমদের
সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয় ৬৪২
* অলৌকিকভাবে বিজয় লাভ ৬৪৪
* হুনাইনের যুদ্ধ ৬৪৫
* মূর্তি পূজকদের মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার অধিকার নেই ৬৪৯
* আহলে কিতাবীরা জিযিয়া কর না দিলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ ৬৫০
* জিযিয়া কর প্রদান কুফরী ও লাঞ্ছিত হওয়ার নামান্তর ৬৫২
* মূর্তি পূজা এবং কুফরীর কারণে
ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ ৬৫৪

* আহলে কিতাবীরা ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চায় ৬৫৭
* সমস্ত ধর্মকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মনোনীত করেছেন ৬৫৮
* অসৎ ও বিপথে পরিচালিত ধর্মগুরুদের ব্যাপারে সতর্কীকরণ ৬৫৯
* যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়ার বর্ণনা ৬৬১
* বছরের হিসাব বারো মাসে ৬৬৪
* পবিত্র মাসসমূহ ৬৬৬
* পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা ৬৬৮
* ধর্মীয় বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের ব্যাপারে সতর্কতা ৬৭০
* জিহাদ পরিত্যাগ করে সহজ জীবন যাপন করার জন্য তিরস্কার ৬৭৩
* আল্লাহ তাঁর নাবীকে সাহায্য করেন ৬৭৫
* যে কোন অবস্থায় জিহাদে অংশ নেয়া আবশ্যকীয় ৬৭৭
* মুনাফিকদের জিহাদে অংশ না নেয়ার কারণ ৬৮০
* জিহাদের অংশ না নেয়ার অনুমতি দানের জন্য রাসূলকে (সাঃ) মৃদু ভর্ৎসনা ৬৮২
* মুনাফিকদের পরিচয় প্রকাশ ৬৮৪
* জিহাদের অংশ নিতে মুনাফিকরা ভয় পায় ৬৯৩
* রাসূলের (সাঃ) সততার ব্যাপারে মুনাফিকদের প্রশ্ন করণ ৬৯৪
* যাকাত প্রদানের খাত ৬৯৬
* কৃতদাস মুক্ত করায় ফাযীলাত ৬৯৯
* রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের রাগান্বিত করার চেষ্টা ৭০১
* রাসূলকে (সাঃ) খুশি করার জন্য মুনাফিকদের বক্তব্য পাল্টে দেয়ার চেষ্টা ৭০২
* মুনাফিকরা তাদের গোপন অভিসন্ধি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক ৭০৪
* মুনাফিকরা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবরের উপর নির্ভর করে ৭০৫
* মুনাফিকদের অন্যান্য চরিত্র ৭০৭
* পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকে মুনাফিকদের শিক্ষা লাভ করার উপদেশ ৭০৮
* মু'মিনদের গুণাগুণ ৭১১
* মু'মিনদের জন্য পরকালে আনন্দময় জীবনের সুসংবাদ ৭১৩
* কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ ৭১৬
* ৯ ঃ ৭৪ আয়াতটি নাযিল করার কারণ ৭১৭
* রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের হত্যা করার চেষ্টা ৭১৮
* মুনাফিকরা সম্পদ লাভে আগ্রহী, কিন্তু দান করতে অনিচ্ছুক ৭২২

---

* মুনাফিকরা মু'মিনদের দানকে কটাক্ষ করে থাকে ৭২৪
* মুনাফিকদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা ৭২৬
* তাবূকের জিহাদে অংশ না নেয়ায় মুনাফিকদের আত্মশ্লাগা! ৭২৭
* মুনাফিকদের জিহাদে অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা ৭৩০
* মুনাফিকদের জানাযায় অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা ৭৩১
* যারা জিহাদে অংশ নেয়নি তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে ৭৩৪
* জিহাদে অংশ না নেয়ার ব্যাপারে শারয়ী অনুমোদন ৭৩৮
* মুনাফিকদের প্রতারণামূলক আচরণ ৭৪১
* গ্রাম্য লোকেরা সবচেয়ে বেশি মুনাফিক ও অবিশ্বাসী ৭৪৩
* মুহাজির, আনসার এবং তাদের অনুসরণকারীদের মর্যাদা ৭৪৬
* গ্রাম্য ও মাদীনাবাসীদের মধ্যে মুনাফিকদের বর্ণনা ৭৪৭
* কিছু মু'মিন অলসতার কারণে জিহাদে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে ৭৫০
* যাকাত আদায় এবং এর উপকারিতা ৭৫২
* অবাধ্যদের প্রতি সাবধান বাণী ৭৫৪
* তাবূকের যুদ্ধে অংশ না নেয়া তিন জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ায় বিলম্ব ৭৫৬
* মাসজিদুল যিরা ও মাসজিদুত তাকওয়া ৭৫৮
* মাসজিদুল কুবার মর্যাদা ৭৬১
* মাসজিদুত তাকওয়া ও মাসজিদুল যিরার মধ্যে পার্থক্য ৭৬৩
* জান্নাতের বিনিময়ে মুজাহিদের জীবন ক্রয় ৭৬৫
* বহু ঈশ্বরবাদীদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা ৭৬৮
* সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই অবাধ্যতার শাস্তি প্রযোজ্য ৭৭১
* তাবূকের যুদ্ধের বর্ণনা ৭৭৩
* ঐ তিন ব্যক্তি যাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বিলম্ব করেছিলেন ৭৭৫
* সত্য বলার আদেশ ৭৮৪
* জিহাদে অংশ গ্রহণের পুরস্কার ৭৮৫
* কাছের শত্রুদের বিরূদ্ধে আগে এবং দূরের শত্রুদের বিরুদ্ধে পরে জিহাদ করার নির্দেশ ৭৯০
* মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফিকদের সন্দেহ-সংশয় বাড়তেই থাকে ৭৯৪
* মুনাফিকরা ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়তেই থাকে ৭৯৬
* রাসূলের (সাঃ) আগমন আল্লাহর তরফ হতে বিরাট নি'আমাত ৭৯৮
* মানুষ ছাড়া অন্য কেহ রাসূল হয়ে দুনিয়ায় আসেননি ৮০২

* আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে ৮০৩

* সবকিছুই আল্লাহর কাছে প্রত্যাম্বিত হবে ৮০৬

* দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহর অসীম ক্ষমতার স্বাক্ষী বহন করে ৮০৮

* যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তাদের স্থান জাহান্নামে ৮১১

* উত্তম প্রতিদান উত্তম আমলকারী মু'মিনদের জন্য ৮১২

* খারাপ কাজে সাহায্য করার জন্য সাড়া দেয়া আল্লাহর নীতি নয় ৮১৪

* দুঃখে দৈন্যে মানুষ আল্লাহকে ডাকে এবং সুখের সময় তাঁকে ত্যাগ করে ৮১৬

* পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ ৮১৭

* কুরাইশ প্রধানদের অস্বীকার করণ ৮২০

* কুরআনে সত্য প্রকাশের প্রমাণ ৮২০

* মূর্তি পূজকদের দেব-দেবীদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস ৮২৫

* শির্‌কের প্রথম উদ্ভাবন ৮২৬

* মূর্তি পূজক মুশরিকদের মুজিযা প্রদর্শনের দাবী ৮২৭

* বিপদ থেকে উদ্ধারের পর মানুষ তার প্রতিশ্রুতি ভুলে যায় ৮৩১

* দুনিয়াদারী মানুষের তুলনা ৮৩৪

* নিঃশেষহীন দান করার প্রতি আহ্বান ৮৩৬

* উত্তম আমলের প্রতিদান ৮৩৭

* খারাপ আমলকারী দুস্কৃতকারীদের প্রতিদান ৮৩৯

* মূর্তি পূজকদের দেব-দেবীরা তাদের উপাসকদের অস্বীকার করবে ৮৪১

* মূর্তি পূজকরাও আল্লাহর একাত্মবাদ স্বীকার করে ৮৪৫

* আল কুরআন সত্য, অতুলনীয় এবং মুজিযাপূর্ণ ৮৫১

* মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ ৮৫৬

* দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বনাম আখিরাতের জীবন ৮৫৮

* দুনিয়ায় এবং আখিরাতে অবাধ্যরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই ৮৬০

* অস্বীকারকারীরা কিয়ামাত দিবসকে ত্বরান্বিত করতে বলে ৮৬৩

* প্রতিফল দিবস সত্য ৮৬৫

* কুরাআন হচ্ছে উপদেশ, আরোগ্যকারী এবং সুসংবাদদাতা ৮৬৮

* আল্লাহ তা'আলা এবং তিনি যাকে মনোনিত করেন সে ছাড়া আর কারও কোন কিছু অনুমোদনের অধিকার নেই ৮৬৯

* ক্ষুদাতিক্ষুদ্র বিষয়ও আল্লাহর জ্ঞানগোচরে রয়েছে ৮৭২

* কারা আল্লাহর আউলিয়া ৮৭৪

* সত্য খবর সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে জানানো হয় ৮৭৫

* সর্বময় ক্ষমতা এবং সম্মান একমাত্র আল্লাহর,
তাঁরই হাতে বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ ৮৭৮

* স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি হতে আল্লাহ মুক্ত ৮৭৯

* নূহ (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনা ৮৮২

* সমস্ত নাবী-রাসূলগণের একই দীন/ধর্ম ‘ইসলাম’ ৮৮৩

* শাইতানী কাজ এবং উহার পরিণাম ৮৮৬

* মূসা (আঃ) এবং অভিশপ্ত ফির‘আউনের ঘটনা ৮৮৯

* মূসা (আঃ) এবং যাদুকরদের ঘটনা ৮৯১

* ফির‘আউনের সম্প্রদায়ের মাত্র কয়েকজন যুবক
মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল ৮৯৩

* মূসা (আঃ) তার লোকদেরকে আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন ৮৯৪

* বানী ইসরাঈলকে গৃহে বসে ইবাদাত করতে বলা হয়েছিল ৮৯৬

* মূসা (আঃ) ফির‘আউন এবং তার গোত্রপ্রধাণদের বিরুদ্ধে বদ দু‘আ করেন ৮৯৮

* বানী ইসরাঈলের মুক্তি এবং ফির‘আউনদের সলিল সমাধি ৯০০

* বানী ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা এবং উত্তম খাদ্য লাভ ৯০৫

* পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে ৯০৮

* ইউনুসের (আঃ) সম্প্রদায় ছাড়া আর কারও জন্য
শেষ মুহুর্তে ঈমান কোন ফায়দা দিবেনা ৯০৯

* ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন জোর যবরদস্তি নেই ৯১২

* আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ৯১৪

* একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে শরীকবিহীনভাবে ৯১৭

প্রকাশকের আরয

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি এই বিশ্ব ভুবনের মালিক। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁর নিকট সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের নাফ্‌সের অনিষ্টতা ও ‘আমলের খারাবী থেকে বাঁচার জন্য আমরা তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেহ গোমরাহ্‌ করতে পারেনা, আর যে গোমরাহ্‌ হয় তাকে কেহ হিদায়াত দিতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা‘বূদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, পরাক্রমশালী এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁকে সত্যসহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। দুরূদ ও সালাম সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাথীদের প্রতি এবং কিয়ামাত পর্যন্ত যারা নিষ্ঠার সাথে তাঁর অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে এবং যে তাদের নাফরমানী করবে সে স্বীয় নাফসের ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করবেনা এবং সে আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার প্রতি আমাদের অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে কুরআনের একটি অমূল্য তাফসীর প্রকাশ করার গুরু দায়িত্ব পালনের তাওফীক দিয়েছেন।

১৯৮৪ সালে ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান কর্তৃক অনুবাদকৃত ‘তাফসীর ইব্‌ন কাসীর’ আমাদের হস্তগত হওয়ার পর আমরা তা ছাপানোর দায়িত্ব গ্রহণ করি। ঐ সময় জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেব আমাদের জানিয়েছিলেন যে, আর্থিক সহায়তা না পাওয়ায় আর ছাপানো যাচ্ছিলনা বলে তিনি প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। যা হোক, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তাঁর কালামের প্রচার যেহেতু হতেই থাকবে, তাই তিনি আমাদেরকে তাফসীর খন্ডগুলি নতুন করে ছাপানোর ব্যবস্থা করার সুযোগ দিলেন। এ ব্যাপারে দেশী ও প্রবাসী বেশ কিছু ভাই-বোনেরা এগিয়ে আসেন। যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন তাফসীর পবিলিকেশন কমিটির মূল উদ্যোক্তা জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তৎকালীন ‘ফাইসন্স’ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকা অবস্থায় ঐ সংস্থার কর্মচারী-কর্মকর্তাদের মাসিক বেতন থেকে প্রদেয় অনুদান। এ ছাড়াও আর যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয় তারা হলেন ‘তাফসীর মাজলিস’ এর বোনদের অকাতর দান। যাদের কথা বলা হল তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে

নেই। কিন্তু দানের টাকায় যে কাজ হাতে নেয়া হয়েছিল তা জারী রয়েছে। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদের দান ও পরিশ্রমের জাযা খাইর দান করেন এবং আখিরাতের হিসাব সহজ করে দেন। আমীন!!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দিতে পেরে আনন্দ পাচ্ছিলাম ঠিকই, কিন্তু একটা অতৃপ্তিও বার বার মনকে খোঁচা দিচ্ছিল। মনে একটি সুপ্ত বাসনা লালিত হচ্ছিল যে, আল্লাহ সুবহানাহু সুযোগ দিলে তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করব। এ ব্যাপারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ও জনাব ইউসুফ ইয়াসীন সাহেব জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবকে বিগত বছরগুলিতে তাগিদও দিয়েছেন। কিন্তু প্রবাসের ব্যস্ততা এবং নানা বাঁধার কারণে জনাব মুজীবুর রাহমান সাহেবের পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যা হোক, আল্লাহর অসীম দয়ায় তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে একটি সম্পাদনা পরিষদ গঠন করে সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নতুন আঙ্গিকে তাফসীর খন্ডগুলিকে পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। বাজারে যে তাফসীর খন্ডগুলি রয়েছে তা শেষ হওয়ার সাথে সাথে প্রতিটি খন্ডের নতুর সংস্করণ বের করার চেষ্টা করব। ওয়ামা তাওফীকি ইল্লা বিল্লাহ।

প্রতিটি তাফসীর খন্ডে, বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য রেখে, আমরা তাফসীরের বিভিন্ন শিরোনাম সংযোজন করেছি যাতে পাঠকবর্গের নির্দিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা খুঁজে পেতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া বর্ণিত হাদীসের সূত্র নম্বরগুলিও সংযোজন করেছি। কুরআনের কোন কোন শব্দ বাংলায় লিখা কিংবা উচ্চারণ সঠিক হয়না বলে ওর আরাবী শব্দটিও পাশে লিখে দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পাঠককূলের কেহ যদি আমাদেরকে কোন সদুপদেশ দেন তাহলে তা সাদরে গ্রহণ করব। মুদ্রণ জনিত কারণে কোন ত্রুটি থেকে থাকলে তাও আমাদের অবহিত করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করব ইন্‌শাআল্লাহ।

এ বিরাট কাজে যা কিছু ভুল ত্রুটি হয়েছে তা সবই আমাদের, আর যা কিছু গ্রহণযোগ্য তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে। আমরা মহান আল্লাহর সাহায্য চাই, তিনি যেন তাঁর পবিত্র কালামের তাফসীর পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের প্রতি হিদায়াত নাসীব করেন এবং উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!!

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি

অনুবাদকের আরয

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনন্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম অফুরন্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের সমস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার ভাব গাম্ভীর্য অতলস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে। সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে, তার সন্ধান ও অভিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্য লেখক ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই উভয় ভাষায় অভিজ্ঞ হক্কানী আলেম, নায়েবে নাবী ও সাহিত্য শিল্পীদের পক্ষেই কুরআনের সার্থক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্তাধীন।

মানবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁরাই যাঁরা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বতোভাবে। তাই নাবী আকরামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয ইব্‌ন কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল। তাফসীর জগতে এ যে বহুল পঠিত সর্ববাদী সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই। হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইব্‌ন কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্য পবিত্র কালামের সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তাঁর ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে। এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উর্দূতে পূর্ণাঙ্গভাবে ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উর্দূ অনুবাদের গুরু দায়িত্বটি অম্লানবদনে পালন করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা মুহাম্মাদ সাহেব জুনাগড়ী। এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি সমাদৃত ও সর্বজন গৃহীত।

এই উর্দূ এবং অন্যান্য ভাষায় ইব্‌ন কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষায়ও বহু পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল।

দুঃখের বিষয় 'ইব্‌ন কাসীরের' ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়ত প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসাবে এতদিন ধরে পথ রোধ করে বসেছিল। অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী ও অগণিত ভক্ত পাঠককুল স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপ্নসাধ আজ বহুদিন থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার মানসে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মত জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেহ এই দুর্গম বন্ধুর পথে পা বাড়ানোর দুঃসাহস করেননি। দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল পরিমাণে অতৃপ্ত।

কুরআনুল হাকীমের প্রতি আমার দুর্বার আকর্ষণ শৈশব এবং কৈশর থেকেই। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা। অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ খ্যাতিমান কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে

শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি।

এ সব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকূল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি বহুদিন ধরে তাফসীর ইব্‌ন কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে আসছিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধা আমি করে উঠতে পারিনি।

তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট তাফসীরের অনুবাদ কাজে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পণে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা শুরু করি।

আল্লাহ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর ইব্‌ন কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নভান্ডারের চাবিকাঠি আজ বাংলা ভাষী পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম। এ জন্য আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য মনে করছি।

আমার ন্যায় একজন সদাব্যস্ত পাপীর পক্ষে যেহেতু এককভাবে এত বড় দুঃসাহসী ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে বিজ্ঞ পাঠককূলের হাতে অর্পণ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর ছিল না, তাই আমি কতিপয় মহানুভব বিদগ্ধ ও বিজ্ঞ আলেমের অকুণ্ঠ সাহায্য-সহায়তা ও সক্রিয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। এই সহযোগিতার হাত যাঁরা প্রসারিত করেছেন তন্মধ্যে চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ হিফযুল উলুম মাদ্রাসার স্বনামধন্য শিক্ষক আবদুল লতীফের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আর এই স্নেহস্পদ কৃতি ছাত্রের ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় আল্লাহর কাছেই সুদূর প্রবাসে বসে প্রতিনিয়ত আকুল মিনতি জানাই।

তাফসীর ইব্‌ন কাসীরের বাংলা তরজমা প্রকাশের পথে সবচেয়ে বেশী অন্তরায়, প্রতিকূলতা এবং সমস্যা দেখা দিয়েছিল অর্থের। প্রথম খন্ড থেকে একাদশ খন্ড এবং আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসান সাহেবের সহযোগিতায় ত্রিশতম তথা আম্মাপারা খন্ড প্রকাশনার পর আমি যখন প্রায় ভগ্নোৎসাহ অবস্থায় হতাশ প্রাণে হাত গুটিয়ে বসার উপক্রম করছিলাম, ঠিক এমনি সময়ে একান্ত ন্যায়নিষ্ঠ ও আন্তরিকতার সংগে আমার প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন তদানীন্তন ফাইসন্স বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব।

জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাকী খণ্ডগুলির সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করেন। এই সদস্যমন্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন তার সহকর্মী জনাব নূরুল আলম ও মরহুম মুহাম্মাদ মকবুল হোসেন সাহেব। কিছু দিন পর গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব এই কমিটিতে যোগ দেন। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অপ্রত্যাশিত ও অকল্পনীয়ভাবে তাঁর মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মামুনুর রশীদ সাহেব, বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তব-স্তুতি একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার।

এই কমিটির কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যক্তির আর্থিক অনুদানে এবং বিশেষ করে বেগম বাদরিয়া রশীদ ও বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদ -এর যৌথ প্রচেষ্টায় বিভিন্ন তাফসীর মাজলিশে যোগদানকারী বোনদের আর্থিক অনুদানের এবং প্রকাশিত খন্ডগুলি ক্রয় করার দৃষ্টান্ত চির অম্লান হয়ে থাকবে।

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি পুরা তাফসীর -এর মুদ্রণ ব্যবস্থা, অর্থানুকূল, অনুপ্রেরনা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিক্রয় ব্যবস্থা ও অন্যান্য তত্ত্বাবধানের গুরু দায়িত্ব যেভাবে পালন করেছেন, তার জন্য আমি আল্লাহর দরবারে জনাব আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের জন্য এবং তার সহকর্মীবৃন্দের, তার বন্ধু-বান্ধব, আর্থিক সাহায্যকারী সব ভাই বোন ও তাদের পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মুনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি।

আরো মুনাজাত করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আল্লামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের সবার মরহুম আব্বা আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রাহমাত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোজ হাশরের অনন্ত সাওয়াব রিসানী এবং বারাকাতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাঁদের জান্নাত নাসীব করেন। সুম্মা আমীন!

বিশ্বের অন্যতম সেরা তাফসীর বলে স্বীকৃত 'তাফসীর ইব্‌ন কাসীর' ছাপিয়ে সুপ্রিয় পাঠকবর্গের কাছে পৌঁছে দেয়ার পরও একটা অতৃপ্ত বাসনা বার বার মনে চেপে বসেছিল। তা হল তাফসীর খন্ডগুলিতে যে ইসরাঈলী

রিওয়ায়াত এবং দুর্বল কিংবা যঈফ হাদীস রয়েছে তা বাছাই করে বাদ দিয়ে নতুনভাবে পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা। আল্লাহর অসীম দয়ায়, তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির পক্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা এটি পাঠকবর্গের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছি। এ জন্য আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

এই অনুদিত তাফসীরের উপস্থাপনা এবং অন্যান্য যে কোন ব্যাপারে যদি সুধী পাঠকমহলের পক্ষ থেকে তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তাহলে তা পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদসহ গৃহীত হবে। এভাবে এই মহা কল্যাণপ্রদ কাজটিকে আরো উন্নতমানের এবং একান্ত রুচিশীলভাবে সম্পন্ন করার মানসে যে কোন মূল্যবান মতামত, সুপরামর্শ ও সদুপদেশ আমরা বেশ আগ্রহ ও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে সদা প্রস্তুত। কারণ, আমার মত অভাজন অনুবাদকের পক্ষে নানা ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে যেভাবে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, ততটুকুই আমি আপাততঃ সুধী পাঠকবৃন্দের খিদমতে হাজির করতে প্রয়াস পেয়েছি।

১৯৯৩ সালের অক্টোবর মাসে একান্তই আকস্মিকভাবে আমার জীবনের মোড় ও গতিপথ একেবারেই পাল্টে যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় তথা স্বদেশের গন্ডি ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে দূর-দূরান্তের পথে প্রবাসে পাড়ি জমিয়ে অবশেষে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে এসে উপনীত হই। অতঃপর এখানেই বসবাস করতে শুরু করি।

তাফসীর প্রকাশনার শুভ সন্ধিক্ষণে সাগর পারের এই সুদূর নগরীতে অবস্থান করে আরো কয়েক জনের কথা আমার বার বার মনে পড়ছে। এরা আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছে। এই প্রাণপ্রিয় স্নেহস্পদদের মধ্যে ড, ইউসুফ, ডা. রুস্তম, মেজর ওবাইদ, নাজিবুর, আতীক, হাবীব, মুহাম্মাদ ও আবদুল্লাহ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য ও উল্লেখ্য। একান্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে আমি আরো দৃঢ় প্রত্যাশা করছি যে এই কুরআন তাফসীরের মহান আদর্শ ও আলোকেই যেন তারা গড়ে তুলতে পারে স্বীয় জীবনধারা।

রোজ হাশরে সবাই যখন নিজ নিজ আমলনামা সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাযির হবে তখন আমাদের মত এই দীনহীন আকিঞ্চনদের সৎ আমল যেহেতু একেবারেই শূন্যের কোঠায়, তাই আমরা সেদিন মহান আল্লাহর

সম্মুখীন হব এই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থরাজিকে ধারণ করে। ‘ওয়ামা যালিকা আলাল্লাহি বি-আযীয।’ রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্‌ সামীউল আলীম।

এবারে আসুন উর্ধ্বগগণে তাকিয়ে অনুতপ্ত চিত্ত্বে আল্লাহর মহান দরবারে করজোড়ে মিনতি জানাই ঃ ‘ রাব্বানা লাতু আখিযনা ইন্‌নাসিনা... ’ অর্থাৎ ‘প্রভু হে, যদি ভুল করে থাকি তাহলে দয়া করে এ জন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করনা। ইয়া রাব্বাল আলামীন! মেহেরবানী করে তুমি আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান কর। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম সাধনা কবূল কর। একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল। তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা-সুন্দর চোখে দেখে পবিত্র কুরআনের এই সামান্যতম খিদমাত আমাদের সবার জন্যে পারলৌকিক মুক্তির সম্বল ও নাজাতের মাধ্যম করে দাও। আমীন! সুম্মা আমীন!!

বিনয়াবনত
ড. মুহাম্মাদ মুজীবুর রাহমান
সাবেক প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী ও ইসলামিক ষ্টাডিজ বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
বাংলাদেশ।

প্রাক্তন পরিচালক,
উচ্চতর ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্র
ইষ্ট মিডৌ এ্যাভনিউ, নিউইয়র্ক,
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

সূরা ৬ ঃ আন‘আম, মাক্কী

٦– سورة الأنعام، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ১৬৫, রুকু’ ঃ ২০)

(اَيَاتها : ١٦٥، رُكُوْعَاتُهَا : ٢٠)

সূরা আন‘আম এর ফাযীলাত এবং নাযিল হওয়ার কারণ

আল আউফী (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং ‘আতা (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সূরা আন‘আম মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। (দুররুল মানসুর ৩/২৪৩) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, সূরা আন‘আম মাক্কায় এক রাতের মধ্যেই সম্পূর্ণটা একই সাথে অবতীর্ণ হয়। সত্তর হাজার মালাইকা এই সূরাটি নিয়ে হাযির হন এবং তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন। (তাবারানী ১২/২১৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার; এ সত্ত্বেও যারা কাফির হয়েছে তারা অপর কিছুকে তাদের রবের সমকক্ষ নিরূপণ করেছে।	١. ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ ۖ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
২। অথচ তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের জীবনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করেছেন, এছাড়া আরও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ তাঁর নিকট নির্ধারিত রয়েছে, কিন্তু এরপরেও তোমরা সন্দেহ করে থাক।	٢. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ۖ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُۥ ۖ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ

৩। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে ঐ এক আল্লাহই রয়েছেন, তোমাদের অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই তিনি জানেন, আর তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন।	٣. وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَفِي ٱلۡأَرۡضِۖ يَعۡلَمُ سِرَّكُمۡ وَجَهۡرَكُمۡ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡسِبُونَ

আল্লাহ তা‘আলাই সমস্ত ক্ষমতার মালিক এবং সমস্ত প্রশংসার দাবীদার

এখানে মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র সত্তার প্রশংসা করছেন যে, তিনিই তাঁর বান্দাদের বসবাসের জন্য আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনের আলোককে এবং রাতের অন্ধকারকে তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী বস্তু হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। এখানে نُوْرٌ শব্দটিকে এক বচন এবং ظُلُمَاتٌ শব্দটিকে বহুবচন রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা উৎকৃষ্ট জিনিসকে একবচন রূপেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার উক্তি রয়েছে ঃ

عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ

(যার ছায়া) ডানে ও বামে (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৮) এবং

وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦ

আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ॥

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ যদিও আল্লাহর কতক বান্দা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে তাঁর শরীক স্থাপন করেছে এবং তাঁর স্ত্রী ও সন্তান সাব্যস্ত করেছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক),তথাপি তিনি এ সবকিছু হতে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র।

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ তিনি সেই প্রভু যিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং মাটিই তাঁর গোশত ও চামড়ার আকার ধারণ করেছিল। অতঃপর তাঁরই মাধ্যমে মানবকে সৃষ্টি করে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দেয়া হয়।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, প্রথম **أَجَل** দ্বারা দুনিয়ার সময়কাল এবং **أَجَلٍ مُّسَمًّى** দ্বারা মানুষের জীবন হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/২৫৭) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), আতিয়্যিয়া (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং অন্যান্যরাও একই রূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/২৫৬-২৫৮) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, **ثُمَّ قَضَى أَجَلاً** এর অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর জীবনকাল এবং **وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ** এর অর্থ হচ্ছে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত সময় কাল। (তাবারী ১১/২৫৬) এটা যেন আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তি হতেই গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى

'আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম করে থাক তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; *অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন।*' (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৬০) অর্থাৎ তোমরা সে সময় নিদ্রিত অবস্থায় থাক এবং সেটা হচ্ছে আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার রূপ। তারপর তোমরা জেগে ওঠ, তখন যেন তোমরা তোমাদের সঙ্গী সাথীদের কাছে ফিরে আস। আর তাঁর **عِنْدَهُ** এই উক্তির অর্থ এই যে, ঐ সময়টা একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেহ জানেনা। যেমন তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ

এ সম্পর্কে জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ কথা বুঝেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৮৭) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا. فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ. إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ

তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে কিয়ামাত সম্পর্কে যে, ওটা কখন ঘটবে? এর আলোচনার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? এর উত্তম জ্ঞান আছে তোমার রবেরই নিকট। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ৪২-৪৪)

এর পরের আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আল্লাহ তিনিই, তিনি তোমাদের প্রকাশ্য কথা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখেন এবং গোপন কথা সম্পর্কেও তাঁর পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে, আর তোমরা যা কিছু করছ সেটাও তিনি সম্যক অবগত। আসমান ও যমীনে একমাত্র আল্লাহকেই মান্য করা হয় এবং তাঁরই ইবাদাত করা হয়। আকাশে যেসব মালাক রয়েছে ও যমীনে যেসব মানুষ রয়েছে সবাই তাঁকে মা'বূদ বলে স্বীকার করছে। তাঁকে তারা ‘আল্লাহ’ বলে ডাকছে। কিন্তু জিন ও মানুষের মধ্যে যারা কাফির তারা তাঁকে ভয় করেনা। আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِى فِى ٱلسَّمَآءِ إِلَـٰهٌ وَفِى ٱلْأَرْضِ إِلَـٰهٌ

তিনিই মা'বূদ নভোমন্ডলের, তিনিই মা'বূদ ভূতলের। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৪) এই উক্তিরও ভাবার্থ এটাই যে, আসমানে এবং যমীনে যা কিছু রয়েছে সবকিছুরই তিনি মালিক ও আরাধ্য/আল্লাহ। এর উপর ভিত্তি করেই নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তোমাদের গোপন কথাও জানেন এবং প্রকাশ্য কথাও জানেন।

দ্বিতীয় উক্তি এই যে, তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে তোমাদের সমস্ত কথা জানেন এবং তোমরা যা কিছু কর সেই সংবাদ তিনি রাখেন।

৪। আর তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাদের নিকট তাদের রবের নিদর্শনসমূহ হতে যে কোন নিদর্শনই আসুক না কেন, তা হতেই তারা মুখ	٤. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا

ফিরিয়ে নেয়।	مُعۡرِضِينَ
৫। সুতরাং তাদের নিকট যখন সত্য বাণী এসেছে, ওটাও তারা মিথ্যা জেনেছে। অতএব অতি সত্বরই তাদের নিকট সেই বিষয়ের সংবাদ এসে পৌঁছবে, যে ব্যাপারে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।	٥. فَقَدۡ كَذَّبُواْ بِٱلۡحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمۡ ۖ فَسَوۡفَ يَأۡتِيهِمۡ أَنۢبَـٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ
৬। তারা কি ভেবে দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু দল ও সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যাদেরকে দুনিয়ায় এমন শক্তি-সামর্থ্য ও প্রতিপত্তি দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দিইনি, আর আমি তাদের প্রতি আকাশ হতে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছি এবং তাদের নিম্নভূমি হতে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছি, কিন্তু আমার নি'আমাতের শোকর না করার পাপের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি, এবং তাদের পর অন্য নতুন নতুন জাতি ও সম্প্রদায়সমূহ সৃষ্টি করেছি।	٦. أَلَمۡ يَرَوۡاْ كَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٍ مَّكَّنَّـٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَا لَمۡ نُمَكِّن لَّكُمۡ وَأَرۡسَلۡنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيۡهِم مِّدۡرَارًا وَجَعَلۡنَا ٱلۡأَنۡهَـٰرَ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهِمۡ فَأَهۡلَكۡنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمۡ وَأَنشَأۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِمۡ قَرۡنًا ءَاخَرِينَ

মূর্তিপূজকদের ঔদ্ধত্যতার জন্য হুশিয়ারী

মুশরিক ও কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ

যখনই তাদের কাছে আল্লাহর কোন আয়াত আসে অর্থাৎ কোন মু‘জিযা বা আল্লাহ তা‘আলার একাত্মবাদের উপর কোন স্পষ্ট দলীল অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার কোন নিদর্শন এসে পড়ে তখন তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং ওটাকে মোটেই গ্রাহ্য করেনা। আর যখন তাদের কাছে সত্য কথা এসে যায় তখন তারা তা অস্বীকার করতে শুরু করে। এর পরিণাম তারা সত্বরই জানতে পারবে। এটা তাদের জন্য কঠিন হুমকি স্বরূপ। কেননা তারা সত্যকে মিথ্যা জেনেছে। সুতরাং এখন এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণাম তাদেরকে অবশ্যই ভূগতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যে, أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, যারা তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিল এবং শাসন ক্ষমতাও লাভ করেছিল, আর সংখ্যার দিক দিয়েও তারা অধিক ছিল, তাদেরকেও তিনি শাস্তি থেকে রেহাই দেননি। এটা থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, ঐরূপ শাস্তি তাদের উপরও আসতে পারে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে বহু কাওমকে ধ্বংস করেছি? অথচ তারা দুনিয়ায় বিরাট শক্তির অধিকারী ছিল! তাদের মত ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততি এবং শান-শওকত তোমরা লাভ করতে পারনি। আমি তাদের উপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করতাম। তাদেরকে আমি বাগ-বাগিচা, ঝরণা এবং নদ-নদী প্রদান করেছিলাম। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখা। অতঃপর তাদের পাপের কারণে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং وَأَنْشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ তাদের স্থলে অন্য কাওমকে এনে বসিয়েছি। পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের কর্মফলের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়! তাদের পরবর্তী লোকেরাও কিন্তু তাদের মতই আমল করে, ফলে তাদের মত তারাও হালাক হয়ে যায়। অতএব, হে লোকসকল! তোমরাও ভয় কর, নতুবা তোমাদের পরিণতিও তাদের মতই হবে। তোমাদেরকে ধ্বংস করা তাদের তুলনায় আল্লাহর কাছে মোটেই কঠিন কাজ নয়। তোমরা যে রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছ তিনিতো তাদের রাসূল অপেক্ষা বেশি মর্যাদার অধিকারী। সুতরাং তোমরা যদি তাঁর আনুগত্য স্বীকার না কর তাহলে তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে।

৭। যদি আমি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা নিজেদের হাত দ্বারা স্পর্শও করত; তবুও কাফির ও অবিশ্বাসী লোকেরা বলত ঃ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়।	٧. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰبًا فِى قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ
৮। আর তারা বলে থাকে, তাদের কাছে কোন মালাক কেন পাঠানো হয়না? আমি যদি প্রকৃতই কোন মালাক অবতীর্ণ করতাম তাহলে যাবতীয় বিষয়েরই চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যেত, অতঃপর তাদেরকে কিছুমাত্রই অবকাশ দেয়া হতনা।	٨. وَقَالُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ
৯। আর যদি কোন মালাককেও (ফেরেশতাকেও) রাসূল করে পাঠাতাম তাহলে তাকে মানুষ রূপেই পাঠাতাম; এতেও তারা ঐ সন্দেহই করত, যে সন্দেহ ও প্রশ্ন এখন তারা করছে।	٩. وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ
১০। তোমার পূর্বে যে সব নাবী রাসূল এসেছিল, তাদের সাথেও ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়েছে, ফলতঃ এই সব ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পরিণাম ফল	١٠. وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟

বিদ্রুপকারীদেরকেই পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল।	مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ
১১। তুমি বল ঃ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠ পরিভ্রমণ কর, অতঃপর সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে তা গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য কর।	١١. قُلْ سِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ

দীনকে অস্বীকার করার ব্যাপারে কাফিরদের স্বরূপ উম্মোচন

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের বিরোধিতা, অহংকার এবং তর্ক-বিতর্কের সংবাদ দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ যদি তোমাদের উপর আমি কাগজে লিখিত কোন কিতাবও অবতীর্ণ করতাম, আর তোমরা তা হাত দ্বারা স্পর্শও করতে এবং আকাশ হতে অবতীর্ণ হতেও দেখতে পেতে তাহলে তখনও তোমরা এ কথাই বলতে যে, এটা সরাসরি যাদু। তাদের তর্কপ্রিয় স্বভাবের চাহিদা এটাই যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ. لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَـٰرُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই এবং তারা সারাদিন তাতে আরোহণ করতে থাকে তবুও তারা বলবে ঃ আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হয়েছে; না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪-১৫) কিংবা যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِن يَرَوْاْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ

Contents

তারা আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখলেও বলবে ঃ এটাতো এক পূঞ্জীভুত মেঘ। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৪)

وَقَالُواْ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ অতঃপর তাদের 'আমাদের কাছে কোন মালাক/ফেরেশ্‌তা অবতীর্ণ করা হয়না কেন?' এই উক্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, ঐরূপ হলেতো কাজের ফাইসালা হয়েই যেত। কেননা وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ মালাককে দেখার পরেও তারা যাদুর কথাই বলত। কিন্তু তখন আর তাদেরকে সঠিক পথে আসার জন্য অবকাশই দেয়া হতনা, বরং তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহর আযাবে পতিত হত। সুতরাং ওটা তাদের জন্য মোটেই সুসংবাদ নয়। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَا نُنَزِّلُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذٗا مُّنظَرِينَ

আমি মালাইকাকে যথার্থ কারণ ব্যতীত প্রেরণ করিনা; মালাইকা হাযির হলে তারা অবকাশ পাবেনা। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৮)

يَوۡمَ يَرَوۡنَ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ لَا بُشۡرَىٰ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُجۡرِمِينَ

যেদিন তারা মালাইকাকে প্রত্যক্ষ করবে সেদিন অপরাধীদের জন্য সুসংবাদ থাকবেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ যদি আমি মানব রাসূলের সাথে কোন মালাককে প্রেরণও করতাম তাহলে সেও তাদের কাছে মানুষ রূপেই আসত যাতে তারা তার সাথে আলাপ করতে পারে বা তার থেকে কোন উপকার লাভ করতে পারে। আর যদি এরূপ হত তাহলে ব্যাপারটা তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেত, যেমন তারা মানব রাসূলের ব্যাপারে সন্দেহ করছে। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل لَّوۡ كَانَ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَلَـٰٓئِكَةٞ يَمۡشُونَ مُطۡمَئِنِّينَ لَنَزَّلۡنَا عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكٗا رَّسُولٗا

বল ঃ মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাইকাকেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা ইসরা,

১৭ ঃ ৯৫) এটা আল্লাহর রাহমাত যে, যখন তিনি মাখলূকের কাছে কোন রাসূল প্রেরণ করেন তখন তিনি তাকে তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করে থাকেন, যাতে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারে এবং সেই রাসূল থেকে উপকার লাভ করা ঐ লোকদের জন্য সহজ হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর নিদর্শনাবলী পাঠ করে ও তাদেরকে পবিত্র করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত (৬ ঃ ৯) সম্পর্কে বলেছেন ঃ তাদের প্রতি যদি মালাইকাও পাঠানো হত তাহলে তাকেও মানুষের আকৃতিতেই পাঠানো হত। কারণ মালাইকার নূরের দীপ্তির প্রখরতার কারণে দুনিয়ার মানুষের পক্ষে তাদেরকে অবলোকন করা সম্ভব হতনা। নতুবা (মালাক পাঠালে) মালাকের ঔজ্জ্বল্যের কারণে তার দিকে তারা তাকাতেও পারতনা এবং এর ফলে ব্যাপারটা তাদের কাছে সন্দেহজনকই থেকে যেত। (তাবারী ১১/২৬৮) আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ আর হে নাবী! তোমার পূর্ববর্তী নাবীগণের সাথেওতো এইরূপ উপহাসমূলক ব্যবহার করা হয়েছিল। তারা তাদেরকে বিদ্রূপ ও উপহাস করেছিল বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এখানে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলা হচ্ছে, যদি কেহ তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমি মোটেই গ্রাহ্য করনা। অতঃপর মু'মিনদেরকে সাহায্য করার মাধ্যমে ভাল পরিণামের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। পরিশেষে তাদেরকে বলা হয়েছে ঃ قُلْ سِيرُواْ فِي الأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে দেখ যে, অতীতে যারা তাদের নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদের বাসভূমি কিভাবে ধ্বংস হয়েছে! আজ তাদের বাড়ী ঘরের চিহ্নটুকু শুধু বাকী রয়েছে। এটা তাদের পার্থিব শাস্তি। অতঃপর পরকালে তাদের জন্য পৃথক শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তারা ঐরূপ শাস্তির কবলে পতিত হবে বটে, কিন্তু রাসূল ও মু'মিনদেরকে ঐ শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে।

১২। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আকাশমন্ডলী ও ধরাধামে অবস্থিত যা কিছু রয়েছে তার মালিক কে? তুমি বল ঃ তা সবই আল্লাহর মালিকানায়, অনুগ্রহ করা তিনি তাঁর নীতি বলে গ্রহণ করেছেন, তিনি তোমাদের সকলকে কিয়ামাত দিবসে অবশ্যই সমবেত করবেন যে দিন সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই; যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ফেলেছে তারাই বিশ্বাস করেনা।	١٢. قُل لِّمَن مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
১৩। রাতের অন্ধকারে এবং দিনের আলোয় যা কিছু বসবাস করে ও বর্তমান রয়েছে তা সব কিছুই আল্লাহর। তিনি সব কিছুই শোনেন ও জানেন।	١٣. وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
১৪। বল ঃ আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কেহকেও আমার অভিভাবক রূপে গ্রহণ করব, যিনি হলেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা? তিনি রিয্ক দান করেন, কিন্তু কারও রিয্ক গ্রহণ করেননা। তুমি বল ঃ আমাকে এই আদেশই করা হয়েছে যে, আমি সকলের	١٤. قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ

Contents

আগেই ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর সামনে মাথা নত করে দিব। আর তুমি মুশরিকদের মধ্যে শামিল হয়োনা।	مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১৫। তুমি বল ঃ আমি আমার রবের অবাধ্য হলে, আমি মহাবিচারের দিনের শাস্তির ভয় করছি।	١٥. قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
১৬। সেদিন যার উপর হতে শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে তার প্রতি আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহ করবেন, আর এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য মহাসাফল্য।	١٦. مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ

আল্লাহই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং সবার আহারদাতা

জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুর মালিক এবং তিনি নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহকে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা মাখলূককে সৃষ্টি করার পর লাউহে মাহফূযে লিখে দেন ‘আমার রাহমাত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত থাকবে।’ (ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২১০৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فيه অবশ্যই তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাদের সকলকে একত্রিত করবেন। তিনি নির্ধারিত দিনে তাঁর সকল বান্দাকে একত্রিত করবেন। মু’মিনদের মনেতো এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু কাফিরদের এতে সন্দেহ রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর ইয্যাতের শপথ করে বলেন যে, তিনি তাঁর বান্দা-বান্দীদেরকে এক জায়গায় সমবেত করবেন কিয়ামাত দিবসে।

إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوۡمٍ مَّعۡلُوم

আমি তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছি (নির্ধারিত দিন)। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ৫০) তাঁর মু’মিন বান্দাদের মনে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। যারা এটা অস্বীকার করে কিংবা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তারা রয়েছে বিভ্রান্তিতে। বলা হচ্ছে ঃ

الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ যারা নিজেরাই নিজেদেরকে ক্ষতি ও ধ্বংসের মুখে ফেলেছে, তারাই ঈমান আনেনা এবং পরকাল সম্পর্কে ভয় রাখেনা। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ রাতে এবং দিবাভাগে যা কিছু বসবাস করে সব কিছুই আল্লাহর ব্যবস্থাপনায়, তাঁর ক্ষমতাধীন এবং ইচ্ছাধীন রয়েছে। তিনি বান্দাদের সমস্ত কথাই শোনেন এবং তাদের সম্পর্কে সব কিছুই অবগত আছেন। তিনি তাদের অন্তরের কথা সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

অতঃপর তাঁর যে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মহান একাত্মবাদ এবং সুদৃঢ় শারীয়াত প্রদান করা হয়েছে তাঁকে তিনি সম্বোধন করে বলেন ঃ

قُلْ غَيْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ তুমি লোকদেরকে সিরাতে মুসতাকীমের দিকে আহ্বান কর এবং তাদেরকে বলে দাও ঃ আমি কি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কেহকে নিজের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু রূপে গ্রহণ করব? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

قُلۡ أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَأۡمُرُوٓنِّيٓ أَعۡبُدُ أَيُّهَا ٱلۡجَـٰهِلُونَ

বল ঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদাত করতে বলছ? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৪) ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ হচ্ছেন আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যিনি বিনা নমুনায় নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং আমি এইরূপ মা’বূদকে বাদ দিয়ে অন্য কারও কিরূপে ইবাদাত করতে পারি? তিনি সকলকে খাওয়ান, তিনি নিজে খাননা, তিনি বান্দার মুখাপেক্ষী নন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫৬) কেহ কেহ *‘লা-য়্যুৎআমু’* শব্দটিকে *‘লা-য়্যাৎআমু’* পড়েছেন, অর্থাৎ তিনি সবাইকে খাদ্য প্রদান করেন, কিন্তু তিনি নিজে কিছুই খাননা। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ কুবা এলাকার একজন আনসারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দা‘ওয়াত করেন। তাঁর সাথে আমরাও গমন করি। খাওয়া শেষে তিনি বললেন ঃ

সেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যিনি খাওয়ান অথচ নিজে খাননা, তিনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, আমাদেরকে পথ নির্দেশ করেন, আমাদেরকে খাওয়ান, পান করান এবং আমাদের নগ্ন দেহে কাপড় পরান এবং সব ধরনের সুবিধা প্রদান করেন। সুতরাং আমরা সেই আল্লাহকে ছাড়তে পারিনা, তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে পারিনা এবং আমরা তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষীও থাকতে পারিনা। তিনি আমাদেরকে পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচিয়েছেন, আমাদের অন্তরের কালিমা দূর করেছেন এবং সমস্ত মাখলূকের উপর আমাদের মর্যাদা দান করেছেন।’ (নাসাঈ ৬/৮২) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ হে নাবী! তুমি বল, আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন সর্ব প্রথম মুসলিম হই এবং শির্ক না করি। আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি তাহলে ভীষণ দিনের কঠিন শাস্তির আমার ভয় রয়েছে। কিয়ামাতের দিন যার উপর থেকে আল্লাহর শাস্তি সরিয়ে দেয়া হবে, তার প্রতি ওটা তাঁর অনুগ্রহই বটে, আর ওটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدۡخِلَ ٱلۡجَنَّةَ فَقَدۡ فَازَ

অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৫) আর সফলতা হচ্ছে উপকার লাভ করা এবং ক্ষতি হতে বেঁচে থাকা।

১৭। আল্লাহ যদি কারও ক্ষতি সাধন করেন তাহলে তিনি ছাড়া সেই ক্ষতি দূর করার আর কেহ নেই, আর যদি তিনি কারও	١٧. وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرࣲّ ۖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ

কল্যাণ করেন, তাহলে আল্লাহ সেটাও করতে পারেন, (কেননা) তিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ
১৮। তিনিই তাঁর বান্দাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, তিনিই মহাজ্ঞানী ও সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।	١٨. وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ
১৯। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি গণ্য? তুমি বলে দাও ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী, আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। বাস্তবিকই তোমরা কি এই সাক্ষ্য দিতে পার যে, আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা’বূদ রয়েছে? তুমি বল ঃ আমি এই সাক্ষ্য দিতে পারিনা। তুমি ঘোষণা কর ঃ তিনিই একমাত্র ইলাহ, আর তোমরা যে শির্কে লিপ্ত রয়েছ, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই।	١٩. قُلۡ أَيُّ شَيۡءٍ أَكۡبَرُ شَهَٰدَةٗۖ قُلِ ٱللَّهُۖ شَهِيدُۢ بَيۡنِي وَبَيۡنَكُمۡۚ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ أَئِنَّكُمۡ لَتَشۡهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخۡرَىٰۚ قُل لَّآ أَشۡهَدُۚ قُلۡ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ
২০। যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা রাসূলকে এমনভাবে	٢٠. ٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ

٢١. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ	**২১। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? এরূপ যালিম লোক কক্ষণই সাফল্য লাভ করতে পারবেনা।**

আল্লাহকে বাধা দেয়ার কেহ নেই, তিনিই লাভ ক্ষতির মালিক

এখানে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি লাভ ও ক্ষতির মালিক। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থাপনা চালিয়ে থাকেন। তাঁর নির্দেশকে না কেহ পিছনে সরাতে পারে, না তাঁর মীমাংসাকে কেহ বাধা প্রদান করতে পারে। وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ যদি তিনি অকল্যাণ ও অমঙ্গলকে থামিয়ে দেন তাহলে সেটা কেহ চালু করতে পারেনা। পক্ষান্তরে যদি তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলকে চালু করেন তাহলে তা’ও কেহ থামাতে পারেনা। যেমন তিনি বলেন ঃ

مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ

আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন অনুগ্রহ অবারিত করলে কেহ ওটা নিবারন করতে পারেনা এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে চাইলে অতঃপর কেহ ওর উম্মুক্তকারী নেই। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

হে আল্লাহ! তুমি যা দান কর তা কেহ রোধ করার নেই, আর তুমি যা দিতে না চাও তা কেহ দিতে পারেনা এবং কারও ধন-সম্পদ কিংবা মর্যাদা তাকে তোমার কাছ থেকে বাঁচাতে পারেনা। (ফাতহুল বারী ২/৩৭৯) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه তিনি সেই আল্লাহ যাঁর জন্য মানুষের মাথা নুয়ে পড়েছে, তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর জয়যুক্ত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার সামনে সব কিছুই নতি স্বীকার করেছে। তাঁর সমস্ত কাজ হিকমাতে পরিপূর্ণ। তিনি বস্তুসমূহের অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কাছে মূল্যহীন, তারা তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা, ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্তের বাইরে যাওয়ার কোন শক্তি রাখেনা। তিনি কিছু প্রদান করলে ওর প্রাপককেই প্রদান করে থাকেন এবং কিছু বন্ধ রাখলে যে প্রাপক নয় তার থেকেই তা বন্ধ রাখেন। তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কার সাক্ষ্য সবচেয়ে বেশি অগ্রগণ্য?

قُلِ اللّهُ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে উত্তরে বলে দাও, আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী। আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন আমি এর মাধ্যমে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি এবং তাকেও ভয় দেখাই যার নিকট এই কুরআনের বাণী পৌঁছবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥ

যে ব্যক্তি ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীর এটা অবশ্য কর্তব্য যে, ইসলামের দা‘ওয়াত সে এমনভাবে দিবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন এবং এমনভাবে ভয় প্রদর্শন করবে যেমনভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভয় প্রদর্শন করেছিলেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ ‘ওহে মুশরিকরা! তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য মা’বূদ রয়েছে? তুমি বলে দাও, এরূপ সাক্ষ্য আমি দিতে পারিনা। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ

তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবেনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَـهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ হে নাবী! তুমি ঘোষণা করে দাও যে, তিনিই একমাত্র মা’বূদ, আর তোমরা যে শির্কে লিপ্ত রয়েছ, আমার সাথে ওর কোনই সম্পর্ক নেই।

আহলে কিতাবরা রাসূলকে (সাঃ) তেমনভাবে চিনে যেমনভাবে তারা তাদের সন্তানদেরকে চিনে

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আহলে কিতাবদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা এই কুরআনকে এমন উত্তম রূপে জানে যেমন উত্তম রূপে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে জানে। কেননা তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নাবীগণের সংবাদ রয়েছে। তাঁরা সবাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অস্তিত্ব লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর গুণাবলী, তাঁর দেশ, তাঁর হিজরাত, তাঁর উম্মাতের গুণাবলী ইত্যাদি সম্পর্কে খবর দিয়ে গেছেন। এ জন্যই এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ যারা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তারা ঈমান আনবেনা।’ অথচ ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার যে, নাবীগণ তাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন এবং প্রাচীন যুগ থেকে তাঁর নাবুওয়াত ও আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। বলা হচ্ছে ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? অর্থাৎ তার চেয়ে বড় যালিম আর কেহই হতে পারেনা। এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ এরূপ আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপকারী এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকারকারী কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবেনা।

২২। সেই দিনটিও স্মরণযোগ্য যেদিন আমি সকলকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা আমার সাথে শির্ক করেছে তাদেরকে আমি বলব ঃ যাদেরকে তোমরা মা'বূদ বলে ধারণা করতে তারা এখন কোথায়?	٢٢. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
২৩। তখন তাদের এ কথা বলা ব্যতীত আর কোন কথা বলার থাকবেনা, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাব্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা।	٢٣. ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ
২৪। লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা মা'বূদ মনোনীত করেছিল তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে।	٢٤. ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ

২৫। তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে তোমার কথা শুনে থাকে, অথচ গ্রহণ করেনা। তোমার কথা যাতে তারা ভাল রূপে বুঝতে না পারে সেজন্য আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ রেখে দিয়েছি এবং তাদের কর্ণে কঠিন ভার (বধিরতা) অর্পন করেছি। তারা যদি সমস্ত নিদর্শনও অবলোকন করে তবুও তারা ঈমান আনবেনা, এমনকি যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তোমার সাথে অর্থহীন বির্তক জুড়ে দেয়, আর তাদের কাফির লোকেরা (সব কথা শোনার পর) বলে ঃ এটা প্রাচীন কালের লোকদের কিস্সা কাহিনী ব্যতীত আর কিছুই নয়।	٢٥. وَمِنۡهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ ۖ وَجَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفۡقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمۡ وَقۡرًا ۚ وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ
২৬। তারা নিজেরাতো তা থেকে বিরত থাকে, অধিকন্তু লোকদেরকেও তারা তা থেকে বিরত রাখতে চায়; বস্তুতঃ তারা ধ্বংস করছে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই অথচ তারা অনুভব করছেনা।	٢٦. وَهُمۡ يَنۡهَوۡنَ عَنۡهُ وَيَنۡـَٔوۡنَ عَنۡهُ ۖ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشۡعُرُونَ

কাফিরদেরকে তাদের শির্ক করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا আমি যখন কিয়ামাতের দিন তাদেরকে একত্র করব তখন তাদেরকে ঐসব মূর্তি/প্রতিমা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করব আল্লাহকে ছেড়ে তারা যেগুলোর উপাসনা করত। তিনি বলবেন ঃ

أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ আল্লাহ তা‘আলার সাথে তোমরা যেসব মূর্তিকে শরীক করতে সেগুলো আজ কোথায়? অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

আর সেদিন তিনি তাদেরকে আহ্বান করে বলবেন ঃ তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ তাদের ওযর-আপত্তি ও দলীল শুধুমাত্র এতটুকুই হবে যে, তারা বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (তাবারী ১১/২৯৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ঐ লোকদের সম্পর্কে বলছেন ঃ

انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ লক্ষ্য কর, তারা নিজেদের সম্পর্কে কিরূপ মিথ্যা বলছে! তখন যাদেরকে তারা মিথ্যা মা’বূদ মনোনীত করেছিল, তারা সবাই নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে। একই ধরণের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় আর একটি আয়াতে ঃ

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ. مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَٰفِرِينَ

এরপর তাদেরকে বলা হবে ঃ কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে আল্লাহ ব্যতীত? তারা বলবে ঃ তারাতো আমাদের নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে,

বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি। এভাবে আল্লাহ কাফিরদের বিভ্রান্ত করেন। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৭৩-৭৪)

হতভাগারাই শুধু কুরআন থেকে উপকার লাভ করেনা

ইরশাদ হচ্ছে, وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা মনোযোগ সহকারে কান লাগিয়ে তোমার (মুহাম্মাদ সঃ) কথা (কুরআন তিলাওয়াত) শোনে থাকে। তাদের দুষ্কর্মের জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۚ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا তারা যদি সমস্ত আয়াত ও প্রমাণাদীও অবলোকন করে তথাপি তারা ঈমান আনবেনা। তারা অহী শোনানোর জন্য এসে থাকে, কিন্তু এই শোনায় তাদের কোনই উপকার হয়না। কারণ তাদের উপলব্ধি করার ও বিচার-বুদ্ধির কোন ক্ষমতা নেই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অপর এক জায়গায় বলেন, তাদের দৃষ্টান্ত সেই চতুস্পদ জন্তুর ন্যায় যে তার রাখালের শব্দ ও ডাক শোনে বটে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝেনা। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, তারা দলীল প্রমাণাদী অবলোকন করে থাকে বটে, কিন্তু তাদের না আছে কোন বিবেক বুদ্ধি এবং না তারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করে থাকে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে কিরূপে? এরপর আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ

২৩) আর যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে যায় এবং বাতিল ও অযৌক্তিক কথা পেশ করে সত্যকে লোপ করে দেয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে ঃ

يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ হে মুহাম্মাদ! যেসব কথা আপনি অহীর নাম দিয়ে পেশ করছেন ওগুলিতো পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা জনগণকে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দা‘ওয়াতকে কবূল না করতে, তাঁকে বিশ্বাস না করতে বলে এবং কুরআনের আদেশ মেনে চলতে অন্যকে বাধা প্রদান করে এবং তারা নিজেরাও দূরে সরে থাকে।

এভাবে তারা যেন দু’টি খারাপ কাজ করে থাকে। তা হল এই যে, তারা না নিজেরা উপকৃত হয়, না অন্যদেরকে উপকার লাভ করতে দেয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ আয়াতটির অর্থ হচ্ছে ঃ তারা লোকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে বাধা দিত। (তাবারী ১১/৩১১) মুহাম্মাদ ইব্নুল হানাফিইয়া (রহঃ) বলেন ঃ কুরাইশদের কাফির নেতারা লোকদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসা প্রতিহত করত এবং নিরুৎসাহিত করত। (তাবারী ১১/৩১১) কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/৩১২) এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ তারা নির্বুদ্ধিতা বশতঃ নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তারা এ কথাটা মোটেই বুঝেনা যে, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি ও ধ্বংস ডেকে আনছে।

২৭। তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি	٢٧. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ

আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম!	رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
২৮। যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর একান্তই যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা’ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।	٢٨. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـٰذِبُونَ
২৯। তারা বলে ঃ এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবেনা।	٢٩. وَقَالُوٓا۟ إِنْ هِىَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
৩০। হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের রবের সম্মুখে দন্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা (কিয়ামাত) কি সত্য নয়? তখন তারা উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ, আমরা আমাদের রবের (আল্লাহর) শপথ করে বলছি! এটা বাস্তব ও সত্য বিষয়। তখন আল্লাহ বলবেন ঃ	٣٠. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُوا۟ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَـٰذَا بِٱلْحَقِّ ۚ قَالُوا۟ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا

তাহলে তোমরা এটাকে অস্বীকার ও অমান্য করার ফল স্বরূপ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।	كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

কিয়ামাত দিবসে কারও কামনা-বাসনা কোন কাজে আসবেনা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে কাফিরদের অবস্থা বর্ণনা করছেন যে, কিয়ামাতের দিন তাদেরকে আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে, তারা ওতে লোহার আংটা ও শিকল দেখতে পাবে এবং ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করবে। তখন আফসোস করে বলবে ঃ

يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ হায়! পুনরায় যদি আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হত তাহলে আমরা ভাল কাজ করতাম এবং আমাদের রবের আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করতামনা। বরং ঐগুলির উপর ঈমান আনতাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ না, না, বরং কথা এই যে, কুফ্‌র, অবিশ্বাস ও বিরোধিতার যে ব্যাপারগুলো তারা অন্তরে গোপন রেখেছিল সেগুলো আজ প্রকাশ হয়ে গেল। যদিও দুনিয়া বা আখিরাতে তারা তা অস্বীকার করেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. انظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ তাদের যুক্তি শুধুমাত্র এটাই যে, তারা বলে, আমরা মুশরিক ছিলামনা। লক্ষ্য কর, তারা কিরূপ মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়েছে। এর অর্থ এও হতে পারে যে, দুনিয়ায় তারা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা জানা সত্ত্বেও তাঁর উপর ঈমান আনেনি সেটা কিয়ামাতের দিন তাদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে এবং তখন তারা আফসোস করতে থাকবে। দুনিয়ায় কিন্তু সেটা প্রকাশ পায়নি। যেমন মূসা (আঃ) ফির‘আউনকে বলেছিলেন ঃ

لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـٰٓؤُلَآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ

তুমি অবশ্যই অবগত আছ যে, এই সমস্ত স্পষ্ট নিদর্শন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্বই অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০২) আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাও ফির‘আউন ও তার কাওম সম্পর্কে বলেন ঃ

وَجَحَدُوا۟ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا۟ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ তারা যা গোপন করত এখন তা প্রকাশ পেয়েছে' এর ভাবার্থ এই যে, তারা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাচ্ছে তা যে ঈমানের প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহের কারণে তা নয়। বরং কিয়ামাতের দিনের শাস্তি দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েই তারা এ কথা বলছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বলে সাময়িকভাবে জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি লাভ।

وَلَوْ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ আর যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানোও হয় তাহলে আবারও তারা কুফরী করতেই থাকবে। তারা যে বলছে, 'আমরা আর অবিশ্বাস করবনা, বরং ঈমানদার হয়ে যাব' এ সব মিথ্যা কথা। তারা বলে ঃ এই পার্থিব জীবনই প্রকৃত জীবন, এরপর আর কোন জীবন নেই, আর আমাদেরকে পুনরুত্থিতও করা হবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হায়! তুমি যদি সেই দৃশ্যটি দেখতে, যখন তাদেরকে তাদের রবের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ এটা (অর্থাৎ কিয়ামাত) কি সত্য নয়? তারা উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ, আপনার শপথ! এটা সত্য। তখন তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে– তাহলে তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর, এটা কি যাদু? তোমাদেরকে কি অন্তর্দৃষ্টি দেয়া হয়নি?

৩১। ঐ সব লোকই ক্ষতিগ্রস্ত যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা ভেবেছে। যখন সেই নির্দিষ্ট সময়টি হঠাৎ তাদের কাছে এসে পড়বে তখন তারা বলবে ঃ হায়! পিছনে আমরা কতই না দোষ ত্রুটি করেছি! তারা নিজেরাই

٣١. قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟
بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمُ
ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا۟ يَـٰحَسْرَتَنَا
عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ

নিজেদের বোঝা পিঠে বহন করবে। শুনে রেখ! তারা যা কিছু বহন করেছে তা কতই না নিকৃষ্টতর বোঝা!	يَحۡمِلُونَ أَوۡزَارَهُمۡ عَلَىٰ ظُهُورِهِمۡۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ
৩২। এই পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ও আমোদ প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, পরকালের জীবনই হবে তাদের জন্য উৎকৃষ্টতর। তোমরা কি চিন্তা ভাবনা করবেনা?	٣٢. وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا لَعِبٞ وَلَهۡوٞۖ وَلَلدَّارُ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ

এখানে মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে যারা অস্বীকার করে তাদের সম্পর্কে এবং তাদের উদ্দেশ্য সফল না হওয়া ও তাদের নৈরাশ্য সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলছেন ঃ

حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا যখন কিয়ামাত হঠাৎ এসে পড়বে তখন তারা তাদের খারাপ আমলের জন্য কতই না লজ্জিত হবে! তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি সত্যের বিরোধিতা না করতাম তাহলে কতই না ভাল হত! আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلاَ سَاء مَا يَزِرُونَ তারা তাদের পাপের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে এবং যে বোঝা তারা বহন করবে সেটা কতই না জঘন্য বোঝা!

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখনই কোন পাপী ব্যক্তিকে কাবরে প্রবেশ করানো হয় তখনই এক অত্যন্ত জঘন্য প্রতিকৃতি তার কাছে এসে থাকে। ঐ প্রতিকৃতি অত্যন্ত কৃষ্ণ বর্ণের এবং ওর পরনের কাপড় খুবই ময়লাযুক্ত। তার থেকে জঘন্য দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। সে ঐ ব্যক্তির কাবরে অবস্থান করতে থাকে। সে তাকে দেখে বলে, ‘তোমার চেহারা কতই না জঘন্য।’ সে তখন বলে, ‘আমি তোমার জঘন্য কাজেরই প্রতিকৃতি। সে তখন বলবে, তোমার থেকে কি বিশ্রী গন্ধ বের হচ্ছে! বলা হবে ঃ তোমার কাজগুলো ছিল এ রকমই দুর্গন্ধময়।’ পাপী কাফির

বলবে, তোমার পোশাক কি বিশ্রী নোংরা। তখন সে বলবে, তোমার (দুনিয়ার) আমলতো ছিল আরও নোংরা। সে বলবে ঃ ‘তুমি কে?’ সেই প্রতিকৃতি উত্তরে বলবে ঃ ‘আমি তোমারই আমল।’ অতঃপর সে কিয়ামাত পর্যন্ত তার সাথে তার কাবরেই অবস্থান করবে। কিয়ামাতের দিন সে তাকে বলবে ঃ ‘দুনিয়ায় আমি তোমাকে কাম ও উপভোগের আকারে বহন করে এসেছি। আজ তুমিই আমাকে বহন করবে।’ অতঃপর তার আমলের প্রতিকৃতি তার পিঠের উপর সাওয়ার হয়ে তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে। (তাবারী ১১/৩২৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ পার্থিব জীবন খেল তামাশা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, আর মুত্তাকীদের জন্য পরকালই হচ্ছে মঙ্গলময়।

৩৩। তাদের কথাবার্তায় তোমার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি, তারা শুধুমাত্র তোমাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেনা, বরং এই পাপিষ্ঠ যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকেও অস্বীকার ও অমান্য করছে।	٣٣. قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ
৩৪। তোমার পূর্বে বহু নাবী ও রাসূলকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অতঃপর তারা এই মিথ্যা প্রতিপন্নকে এবং তাদের প্রতি কৃত নির্যাতন ও উৎপীড়নকে অম্লান বদনে সহ্য করেছে, যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে পৌঁছেছে। আল্লাহর আদেশকে পরিবর্তন করার কেহ নেই। তোমার কাছে পূর্ববর্তী কোন কোন নাবীর কিছু কিছু সংবাদ ও	٣٤. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا۟ عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۟ وَأُوذُوا۟ حَتَّىٰٓ أَتَىٰهُمْ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِى۟

কাহিনীতো পৌঁছে গেছে।	ٱلْمُرْسَلِينَ
৩৫। আর যদি তাদের অনাগ্রহ ও উপেক্ষা সহ্য করা তোমার কাছে কঠিন হয়ে পড়ে তাহলে ক্ষমতা থাকলে মাটির কোন সুড়ঙ্গ পথ অনুসন্ধান কর অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে দাও; অতঃপর তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে এসো, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর সমবেত করতেন। সুতরাং তুমি অবুঝদের মত হয়োনা।	٣٥. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِىَ نَفَقًا فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِى ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيَهُم بِـَٔايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَٰهِلِينَ
৩৬। যারা শুনে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তারা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।	٣٦. إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

কাফিরেরা নাবীর (সাঃ) বিরুদ্ধাচরণ করায় আল্লাহর সান্ত্বনা প্রদান

লোকেরা যে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগেছে সে জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁকে সান্ত্বনার সুরে বলেন ঃ

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ হে নাবী! তাদের তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং এর ফলে তোমার দুঃখিত ও চিন্তিত হওয়ার ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَلَا تَذۡهَبۡ نَفۡسُكَ عَلَيۡهِمۡ حَسَرَٰتٍ

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ

তারা মু’মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়ত মনঃকষ্টে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৩) অন্য স্থানে রয়েছে ঃ

فَلَعَلَّكَ بَٰخِعٞ نَّفۡسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمۡ إِن لَّمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهَٰذَا ٱلۡحَدِيثِ أَسَفًا

তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৬) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ নিশ্চয়ই তারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছেনা, বরং এই যালিমরা আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তারা তোমার উপর মিথ্যা বলার অপবাদ দিচ্ছেনা, বরং প্রকৃতপক্ষে এই অত্যাচারী লোকেরা সত্যের বিরোধিতা করে আল্লাহর আয়াত সমূহকেই অস্বীকার করছে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) যুহরী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আবূ জাহল, আবূ সুফিয়ান সাখর ইব্ন হারব এবং আখনাস ইব্ন সুরাইখ রাতে গোপনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাত শোনার জন্য আগমন করে। কিন্তু তারা একে অপরের খবর জানতনা। তিনজনই সকাল পর্যন্ত কুরআন শুনতে থাকে। সকালের আলো প্রকাশিত হয়ে উঠলে তারা বাড়ীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। পথে তিনজনেরই সাক্ষাৎ ঘটে। তারা তখন একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঃ ‘কি উদ্দেশে এসেছিলে?’ তারা প্রত্যেকেই তাদের আগমনের উদ্দেশের কথা বলে দেয়। অতঃপর তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর তারা এ কাজে আসবেনা। কেননা হতে পারে যে, তাদের দেখাদেখি কুরাইশদের যুবকরাও আসতে শুরু করবে এবং তারা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে যাবে। দ্বিতীয় রাতে

Contents

প্রত্যেকেই ধারণা করে যে, ওরা দু’জনতো আসবেনা। সুতরাং কুরআন কারীম শুনতে যাওয়া যাক। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে সবাই এসে যায় এবং ফিরার পথে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে একে অপরকে তিরস্কার করে এবং পুনরাবৃত্তি না করার অঙ্গীকার করে। তৃতীয় রাতেও তারা তিনজনই আসে এবং সকালে পুনরায় তাদের সাক্ষাৎ ঘটে। এবার তারা দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, আর কখনও কুরআন শুনতে আসবেনা। দিনের বেলা আখনাস ইব্‌ন শুরাইক আবূ সুফইয়ান সাখর ইব্‌ন হারবের কাছে গমন করে এবং বলে ঃ ‘হে আবূ হানযালা! তুমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে যে কুরআন শুনেছ সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি?’ উত্তরে আবূ সুফইয়ান বললেন ঃ ‘হে আবূ সা’লাবা! আল্লাহর শপথ! আমি এমন কিছু শুনেছি যা আমার নিকট খুবই পরিচিত এবং ওর ভাবার্থও আমি ভালভাবে বুঝেছি। আবার এমন কিছুও শুনেছি যা আমি জানিওনা এবং ওর ভাবার্থও বুঝতে পারিনি।’ তখন আখনাস বলল ঃ ‘আল্লাহর শপথ! আমার অবস্থাও তদ্রুপ।’ এরপর আখনাস সেখান থেকে ফিরে এসে আবূ জাহলের নিকট গমন করে এবং তাকে বলে, হে আবুল হাকাম! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যা কিছু শুনেছ সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তখন আবূ জাহল বলল, ‘গৌরব লাভের ব্যাপারে আমরা আবদে মানাফের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে রয়েছি। তারা দা‘ওয়াত করলে আমরাও দা‘ওয়াত করি। তারা দান খাইরাত করলে আমরাও করি। যখন তাদের সাথে আমরা হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছি, এমন সময় তারা দাবী করেছে যে, তাদের কাছে আল্লাহর নাবী রয়েছেন এবং তাঁর কাছে আকাশ থেকে অহী আসে, আমরাতো এ কথার উত্তরে নতুন কিছু বলতে পারছিনা। সুতরাং আল্লাহর শপথ! আমরা কখনও ওর উপর ঈমান আনবনা এবং তাঁর নাবুওয়াতের উপরও বিশ্বাস স্থাপন করবনা।’ আখনাস এ কথা শুনে সেখান থেকে চলে যায়। (ইব্‌ন হিশাম ১/৩৩৭) ইব্‌ন হিশাম (রহঃ) বলেন যে, বর্ণনার ক্রমধারা থেকে এটা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এ বর্ণনাটি সঠিক নয়।

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ ... أَتَاهُمْ نَصْرُنَا এই আয়াতে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং তাঁকে সাহায্য করার ওয়াদা করা হয়েছে যেমনভাবে তাঁর পূর্ববর্তী নাবীদেরকেও সাহায্য করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কাওমের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও তাদের কষ্ট পৌঁছানোর পরে তাঁদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিল যে, পরিণাম তাঁদেরই ভাল হবে। এমন কি দুনিয়ায়ও তাঁদের উপর আল্লাহর সাহায্য নেমে এসেছিল। আর পরকালের সাহায্যতো

অবধারিত রয়েছেই। এই জন্যই বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কথার কোন পরিবর্তন নেই এবং সাহায্যের যে ওয়াদা করা হয়েছে তা অবশ্যই পূরা করা হবে। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এই বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৭১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ جَاءكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ হে নাবী! অবশ্যই তোমার কাছে রাসূলদের খবর এসেছে। তাদেরকে যারা অস্বীকার করেছিল তাদের উপর রাসূলদেরকে জয়যুক্ত করা হয়েছিল, আর তাদের জীবনীতে তোমার জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ তাদেরকে এড়িয়ে চলা যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে তুমি এর কোন প্রতিকার করতে পারবে কি? ভূপৃষ্ঠে সুড়ঙ্গ তৈরি কর এবং সেখান থেকে তাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশাবলী বের করে নিয়ে এসো অথবা আকাশে সিঁড়ি লাগিয়ে উপরে উঠে যাও এবং সেখানে কোন নিদর্শন অনুসন্ধান কর, আর তা তাদের কাছে পেশ কর। (তাবারী ১১/৩৩৮)

وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ এরূপ করলেও তারা ঈমান আনবেনা। চাইলে আল্লাহ তাদের সকলকে ঈমানের উপর একত্রিত করতেন। সুতরাং হে নাবী! কথা বুঝার চেষ্টা কর। অযথা দুঃখ করনা এবং মূর্খদের মত হয়োনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯) এই আয়াত (৬ ঃ ৩৪) সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত লোকই যেন ঈমান আনে এবং হিদায়াতের অনুসারী হয়ে যায় এই চেষ্টাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম

করেছিলেন। তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, যার ভাগ্যে পূর্বেই ঈমান লিপিবদ্ধ রয়েছে একমাত্র সেই ঈমান আনবে। (তাবারী ১১/৩৪০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ যারা মনোযোগ দিয়ে শোনে তারাই সত্যের ডাকে সাড়া দিবে এবং সত্য অনুধাবন করবে।

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭০)

وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ আল্লাহ মৃতদেরকে জীবিত করে উঠাবেন, অতঃপর তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। مَوْتَى দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে, কেননা তাদের অন্তর মৃত। এ জন্য জীবিতাবস্থায়ই তাদেরকে মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং দেহের মরে যাওয়ার সাথে সাদৃশ্য যুক্ত করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা।

৩৭। তারা বলে ঃ রবের পক্ষ হতে তার প্রতি কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ করা হলনা? তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শন অবতীর্ণ করায় আল্লাহ নিঃসন্দেহে পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জ্ঞাত নয়।	٣٧. وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৩৮। ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি, আমি কিতাবে	٣٨. وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ

Contents

أَمۡثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ	কোন বিষয়ই লিপিবদ্ধ করতে বাদ রাখিনি, অতঃপর তাদের সকলকে তাদের রবের কাছে সমবেত করা হবে।
٣٩. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا صُمّٞ وَبُكۡمٞ فِي ٱلظُّلُمَٰتِۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضۡلِلۡهُ وَمَن يَشَأۡ يَجۡعَلۡهُ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ	৩৯। আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত মূক ও বধির, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়াতের সরল সহজ পথের সন্ধান দেন।

কাফিরদের মু'জিযা চাওয়া

মুশরিকদের ব্যাপারে ইরশাদ হচ্ছে, তারা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! আমাদের চাহিদা অনুযায়ী কোন নিদর্শন বা অলৌকিক জিনিস আল্লাহ আপনার উপর অবতীর্ণ করেননা কেন? যেমন যমীনে ঝর্ণা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি। তারা আরও বলত ঃ

وَقَالُواْ لَن نُّؤۡمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفۡجُرَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَرۡضِ يَنۢبُوعًا

আর তারা বলে ঃ কখনই আমরা তোমাতে বিশ্বাস স্থাপন করবনা, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯০) তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ إِنَّ اللّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ হে মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও যে, আল্লাহতো এই কাজের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। কিন্তু এর বিলম্বে দূরদর্শিতা রয়েছে। তা এই যে, যদি তাদের চাহিদা অনুযায়ী মহান আল্লাহ কোন নিদর্শন অবতীর্ণ করেন এবং এর পরেও তারা ঈমান না আনে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাদের উপর তাঁর শাস্তি নেমে আসবে, মৃত্যু পর্যন্ত তাদেরকে অবসর দেয়া হবেনা। যেমন পূর্ববর্তী উম্মাতদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করা

হয়েছিল। আহলে ছামূদের দৃষ্টান্ততো তোমাদের সামনেই বিদ্যমান রয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে নিদর্শনও দেখাতে পারি। অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرۡسِلَ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلۡأَوَّلُونَۚ وَءَاتَيۡنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبۡصِرَةٗ فَظَلَمُواْ بِهَاۚ وَمَا نُرۡسِلُ بِٱلۡأٓيَٰتِ إِلَّا تَخۡوِيفٗا

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে; আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্ম করেছিল; আমি ভয় প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শন প্রেরণ করি। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

إِن نَّشَأۡ نُنَزِّلۡ عَلَيۡهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةٗ فَظَلَّتۡ أَعۡنَٰقُهُمۡ لَهَا خَٰضِعِينَ

আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৪)

'উমাম' أُمَمٌ শব্দের অর্থ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم অর্থাৎ হে মুশরিকের দল! ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী জীব-জন্তু এবং আকাশে উড্ডীয়মান পাখিও তোমাদের মতই বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এইসব জীব-জন্তু ও পাখির কতগুলি প্রকার রয়েছে যেগুলির নাম প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। (তাবারী ১১/৩৪৫) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, পাখিও একটি উম্মাত এবং মানব-দানবও এক একটি উম্মাত। এইসব উম্মাতও তোমাদের মতই আল্লাহর সৃষ্টজীব। (তাবারী ১১/৩৪৫)

مَا فَرَّطْنَا ... সমস্ত জীবেরই আল্লাহ খবর রাখেন। কেহকেও আহার্য দান করতে তিনি ভুলে যাননা। তা পানিতেই চলাচল করুক অথবা স্থলে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) অর্থাৎ তিনি ঐ সব প্রাণীর নাম, সংখ্যা, বাসস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। এমন কি ওগুলির অঙ্গভঙ্গি সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। অন্যত্র রয়েছে ঃ

وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

এমন কতক জীব জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখেনা; আল্লাহই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (২৯ ঃ ৬০)

ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ অতঃপর তাদেরকে তাদের প্রভুর নিকট সমবেত করা হবে। অর্থাৎ এই সমুদয় উম্মাতেরই মৃত্যু সংঘটিত হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চতুস্পদ জন্তুর মৃত্যুই ওদের হাশর হওয়া। এই সম্পর্কে অন্য একটি উক্তি এও রয়েছে যে, এই চতুস্পদ জন্তুগুলোকেও কিয়ামাতের দিন পুনরায় উঠানো হবে। যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ

এবং যখন বন্য পশুগুলি একত্রীকৃত হবে। (সূরা তাকউইর, ৮১ ঃ ৫)

إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم সম্পর্কে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ চতুস্পদ জন্তু, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রাণী এবং পাখীসমূহকেও উপস্থিত করবেন। প্রত্যেকেই অপর হতে নিজ নিজ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা ওগুলিকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা সব ধূলা-বালি হয়ে যাও! সেই সময় কাফিরেরাও আফসোস করে বলবে ঃ

يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ تُرَٰبًۢا

হায়রে হতভাগা আমি! যদি আমি মাটি হয়ে যেতাম! (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ৪০) (তাবারী ১১/৩৪৭)

কিয়ামাতের মাইদানে অবিশ্বাসীরা থাকবে মূক ও বধির

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَات যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা তাদের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার কারণে বধির ও মূকদের মত, আর তারা অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে। তারা কিছুই দেখতে

পাচ্ছেনা এবং শুনতেও পাচ্ছেনা। এমতাবস্থায় এই লোকগুলি সঠিক ও সোজা রাস্তার উপর কিভাবে চলতে পারে?

مَثَلُهُمۡ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسۡتَوۡقَدَ نَارٗا فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ وَتَرَكَهُمۡ فِي ظُلُمَٰتٖ لَّا يُبۡصِرُونَ. صُمُّۢ بُكۡمٌ عُمۡيٞ فَهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ

এদের অবস্থা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করল, অতঃপর যখন তার পার্শ্ববর্তী সমস্ত স্থান আলোকিত হল, তখন আল্লাহ তাদের আলো ছিনিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে দিলেন, সুতরাং তারা কিছুই দেখতে পায়না। তারা বধির, মূক, অন্ধ। অতএব তারা প্রত্যাবৃত্ত হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭-১৮)

أَوۡ كَظُلُمَٰتٖ فِي بَحۡرٖ لُّجِّيّٖ يَغۡشَىٰهُ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوۡجٞ مِّن فَوۡقِهِۦ سَحَابٞۚ ظُلُمَٰتُۢ بَعۡضُهَا فَوۡقَ بَعۡضٍ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُۥ لَمۡ يَكَدۡ يَرَىٰهَاۗ وَمَن لَّمۡ يَجۡعَلِ ٱللَّهُ لَهُۥ نُورٗا فَمَا لَهُۥ مِن نُّورٍ

অথবা (কাফিরদের কাজ) প্রমত্ত সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে রয়েছে ঘন কালো মেঘ, একের উপর এক অন্ধকার। তার হাতকে বের করলে সে তা আদৌ দেখতে পায়না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেননা তার জন্য কোন জ্যোতি নেই। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৪০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

مَن يَشَإِ اللّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

‘আল্লাহ যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান সোজা সরল পথের উপর পরিচালিত করেন।’

৪০। তুমি তাদেরকে বল ঃ তোমরা যদি নিজেদের আদর্শে সত্যবাদী হও তাহলে চিন্তা করে দেখ, যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে অথবা তোমাদের নিকট	٤٠. قُلۡ أَرَءَيۡتَكُمۡ إِنۡ أَتَىٰكُمۡ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوۡ أَتَتۡكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيۡرَ ٱللَّهِ تَدۡعُونَ

কিয়ামাত দিবস এসে উপস্থিত হয় তখনও কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহকে ডাকবে?	إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ
৪১। বরং তাঁকেই তোমরা ডাকতে থাকবে। অতএব যে বিপদের জন্য তোমরা তাঁকে ডাকছ, ইচ্ছা করলে তিনি তা তোমাদের থেকে দূর করে দিবেন, আর যাদেরকে তোমরা অংশী করেছিলে তাদের কথা ভুলে যাবে।	٤١. بَلۡ إِيَّاهُ تَدۡعُونَ فَيَكۡشِفُ مَا تَدۡعُونَ إِلَيۡهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوۡنَ مَا تُشۡرِكُونَ
৪২। আর আমি তোমাদের পূর্বেকার জাতিসমূহের কাছে বহু রাসূল পাঠিয়েছি, আমি তাদের প্রতি ক্ষুধা, দারিদ্রতা ও রোগ ব্যাধি চাপিয়ে দিয়েছি, যেন তারা নম্রতা প্রকাশ করে আমার সামনে নতি স্বীকার করে।	٤٢. وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٖ مِّن قَبۡلِكَ فَأَخَذۡنَٰهُم بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَتَضَرَّعُونَ
৪৩। সুতরাং তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি এসে পৌঁছল তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করলনা? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে পড়ল, আর শাইতান তাদের কাজকে তাদের চোখের সামনে সুশোভিত করে দেখাল।	٤٣. فَلَوۡلَآ إِذۡ جَآءَهُم بَأۡسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَٰكِن قَسَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ
৪৪। অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা	٤٤. فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ

হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল।	فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَٰهُم بَغۡتَةً فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ
৪৫। অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে ফেলা হল, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই জন্য।	٤٥. فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْۚ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

কাফিরেরাও তাদের বিপদের সময় শুধু আল্লাহকেই ডাকে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে সর্ব প্রকারের ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম। না কেহ তাঁর কোন হুকুম পরিবর্তন করতে পারে, না তাঁর নির্দেশকে পিছনে ফেলতে পারে। তিনি এমন যার কোন শরীক নেই। যদি তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হয় তাহলে ইচ্ছা করলে তিনি তা কবূল করেন। তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُوْنَ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ তোমরা বল তো, যদি হঠাৎ করে কিয়ামাত এসে পড়ে কিংবা আকস্মিকভাবে আল্লাহর শাস্তি এসে যায় তাহলে তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কেহকেও ডাকবে কি? কেননা তোমরা জান যে, আল্লাহ ছাড়া আর কেহ এই শাস্তি সরাতে পারেনা। যদি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকেও মা’বূদ বলে মেনে নেয়ার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহলে চিন্তা করে দেখ, তখনতো তোমরা

Contents

আল্লাহকেই ডাকতে থাকবে। অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলে ঐ শাস্তি সরিয়ে দিবেন। ঐ সময় তোমরা ঐসব অংশীদার ও মূর্তি/প্রতিমাকে ভুলে যাবে।

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদের নিকটেও আমি নাবীদেরকে পাঠিয়েছিলাম। যখন তারা নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তখন আমি তাদেরকে ক্ষুধা ও সংকীর্ণতার শাস্তিতে জড়িয়ে ফেলি এবং ব্যাধি ও রোগ যন্ত্রণা দিতে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, তারা যেন একমাত্র আমাকেই ডাকতে থাকে এবং আমার কাছে বিনয় ও হীনতা প্রকাশ করে। আমি যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদান করি তখন তারা আমার নিকট বিনয়ী হয়না কেন? কথা এই যে, তাদের অন্তর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। তাই কোন কিছুই তাতে ক্রিয়াশীল হয়না। শাইতান তাদের শির্ক ও বিদ্রোহমূলক কার্যকলাপকে তাদের চোখে শোভনীয় করে তুলেছে। সুতরাং তারা যখন আমার সতর্কবাণীকে ভুলে গেছে এবং ঈমানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছে, আমি তখন তাদের জীবিকার দরজাকে পূর্ণভাবে খুলে দিয়েছি, যেন তাদের রশি আরও ঢিল হয়ে যায়। তারা যখন আল্লাহর বিধান ভুলে গিয়ে পার্থিব সুখ-শান্তিতে মেতে উঠেছে এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মোহে পড়ে আমাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে, এমতাবস্থায় হঠাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি নেমে এসেছে কিংবা তারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ ‘যার জীবিকা প্রশস্ত হয়ে যায় সে এ কথা চিন্তাই করেনা যে, এটাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার একটা পরীক্ষামূলক নীতি, পক্ষান্তরে যার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যায় সেও এটা চিন্তা করেনা যে, তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং অবকাশ দেয়া হচ্ছে। কা‘বার প্রভুর শপথ! যখন আল্লাহ তা‘আলা পাপীকে পাকড়াও করার ইচ্ছা করেন তখন তাকে তিনি পার্থিব সুখ-শান্তিতে ডুবিয়ে দেন।’ (দুররুল মানসুর ৩/২৭০, ইব্ন আবী হাতিম ৪/১২৯১)

৪৬। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের মনের কপাটে তালা লাগিয়ে মোহর এটে দেন তাহলে এই শক্তি তোমাদেরকে আবার দান করতে পারে এমন কোন সত্তা আল্লাহ ব্যতীত আছে কি? লক্ষ্য করতো! আমি আমার নিদর্শনসমূহ ও দলীল প্রমাণাদী কিভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বর্ণনা করছি। এর পরেও তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়!	٤٦. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَـٰرَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَـٰتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ
৪৭। তুমি আরও জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহর শাস্তি যদি হঠাৎ করে অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর এসে পড়ে তাহলে কি অত্যাচারীরা ছাড়া আর কেহ ধ্বংস হবে?	٤٧. قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ
৪৮। আমি রাসূলদেরকে শুধু এ উদ্দেশে পাঠিয়ে থাকি যে, তারা (সৎ লোকদেরকে) সুসংবাদ দিবে এবং (অসৎ লোকদেরকে) ভয় দেখাবে। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে ও চরিত্র সংশোধন করেছে তাদের জন্য	٤٨. وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ

কোন ভয়-ভীতি থাকবেনা এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।	عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ
৪৯। আর যারা আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তারা তাদের নিজেদের ফাসেকীর কারণে শাস্তি ভোগ করবে।	٤٩. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلۡعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفۡسُقُونَ

মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ হে মুহাম্মাদ! এই সব মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ও বিরোধিতাকারীকে বলে দাও, আল্লাহ তা‘আলা যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেন যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন, তাহলে কে এমন আছে, যে তোমাদেরকে তা প্রদান করতে পারে? যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمۡ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَـٰرَ

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৩) আবার এর ভাবার্থ এও হতে পারে যে, তাদের চক্ষু ও কর্ণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শারঈ উপকার লাভ করা থেকে যদি তাদেরকে আল্লাহ বঞ্চিত করেন তাহলে সত্য কথার উপকারিতা থেকে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। আর ... وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُم এরও ভাবার্থ এটাই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَـٰرَ

অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩১) এবং অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيۡنَ ٱلۡمَرۡءِ وَقَلۡبِهِۦ

আর জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৪) অর্থাৎ যদি তিনি তোমাদের অন্তরের উপর মোহর লাগিয়ে দেন তাহলে কে এমন আছে, যে ঐ মোহরকে ভেঙ্গে দিতে পারে? এ জন্যই তিনি

বলেন ঃ তোমরা একটু চিন্তা করে দেখ যে, আমি কিভাবে তোমাদের কাছে নিজের কথাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً তোমরা কি জান যে, যদি আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে কিংবা তোমাদের চোখের সামনে শাস্তি এসে পড়ে তাহলে এই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ছাড়া আর কেহ ধ্বংস হবেনা! তবে ঐ লোকেরা মুক্তি পেয়ে যাবে যারা এক আল্লাহরই ইবাদাত করে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَـٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ

তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্‌মের সাথে (শির্কের সাথে) মিশ্রিত করেনি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৮২)

ইরশাদ হচ্ছে, আমি নাবীদেরকে জান্নাতের সুসংবাদদাতা এবং জাহান্নাম হতে ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি। তারা মু’মিন ও সৎ লোকদেরকে শুভ সংবাদ দেয় এবং কাফির ও পাপী লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করে। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যারা খাঁটি অন্তরে ঈমান এনেছে এবং নাবীগণের অনুসরণ করেছে তাদের ভবিষ্যতের জন্য কোন ভয় নেই এবং অতীতের জন্যও তাদের কোন দুঃখ ও আফসোস নেই। কেননা তারা দুনিয়ায় যেসব আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব রেখে যাবে তাদের অভিভাবক স্বয়ং আল্লাহ। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তাদেরকে তাদের কুফর ও পাপের কারণে ভীষণ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কেননা তারা মহান আল্লাহর আদেশসমূহ অমান্য করেছে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর তারা তাঁর সীমা অতিক্রম করেছে।

৫০। তুমি বল ঃ আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে,	٥٠. قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ

Contents

আমার কাছে আল্লাহর ধন ভান্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্য জগতেরও কোন জ্ঞান রাখিনা, এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলিনা যে, আমি একজন মালাক (ফেরেশতা)। আমার কাছে যা কিছু অহী রূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর ঃ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে? সুতরাং তোমরা কেন চিন্তা ভাবনা করনা?	عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّى مَلَكٌ ۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۚ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِى ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ
৫১। তুমি এর (কুরআন) সাহায্যে ঐ সব লোককে ভীতি প্রদর্শন কর যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের রবের কাছে এমন অবস্থায় সমবেত করা হবে যেখানে তিনি ছাড়া তাদের না কোন সাহায্যকারী থাকবে, আর না থাকবে কোন সুপারিশকারী, হয়ত তারা সাবধান হবে।	٥١. وَأَنذِرۡ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحۡشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ ۙ لَيۡسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ
৫২। আর যে সব লোক সকাল সন্ধ্যায় তাদের রবের ইবাদাত করে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টিই কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে সরিয়ে দিবেনা, তাদের হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্ব তোমার উপর নয়	٥٢. وَلَا تَطۡرُدِ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥ ۖ مَا عَلَيۡكَ

এবং তোমার হিসাব-নিকাশের কোন কিছুর দায়িত্বও তাদের উপর নয়। এর পরও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তাহলে তুমি যালিমদের মধ্যে শামিল হবে।	مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَىْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ
৫৩। এমনিভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করি। তারা বলতে থাকে ঃ এরাই কি ঐ সব লোক, আমাদের মধ্য থেকে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ ও মেহেরবাণী করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে অবগত নন?	٥٣. وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَآ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّٰكِرِينَ
৫৪। আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীরা যখন তোমার নিকট আসে তখন তাদেরকে বল ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের রাব্ব নিজের উপর দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর সে যদি তাওবাহ করে	٥٤. وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِـَٔايَٰتِنَا فَقُلْ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُۥ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًۢا بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ

রাসূলের (সাঃ) কাছে কোন ধন-ভান্ডারের চাবি ছিলনা কিংবা তিনি গাইবের খবরও জানতেননা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ قُلْ لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللّهِ হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমি কখনও এ দাবী করিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভাণ্ডার রয়েছে? আর আমি এই দাবীও করিনা যে, আমি ভবিষ্যতের বিষয় অবগত রয়েছি। ভবিষ্যতের জ্ঞানতো একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই রয়েছে। তিনি আমাকে যেটুকু জানিয়েছেন আমি শুধু ঐটুকুই জানি। আমি এ কথাও বলিনা যে, আমি একজন মালাক/ফেরেশ্‌তা। আমি একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নই। আমার বৈশিষ্ট্য শুধু এটুকুই যে, আমার কাছে আল্লাহর অহী বা প্রত্যাদেশ আসে। আল্লাহ তা‘আলা আমাকে এরই মর্যাদা দান করেছেন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ হে মুহাম্মাদ! তুমি তাদেরকে বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? অর্থাৎ সত্যের অনুসরণকারী এবং পথভ্রষ্ট ব্যক্তি কি কখনও সমান হয়? তোমরা কি এটা চিন্তা করে দেখনা? যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَـٰبِ

তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে, আর অন্ধ কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ১৯) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ হে মুহাম্মাদ! এই কুরআনের মাধ্যমে তুমি ঐ লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন কর যাদের এই ভয় রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির হতে হবে এবং এই বিশ্বাস আছে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই, আর কোন সুপারিশকারী দ্বারাও কিছুই উপকার হবেনা। যারা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে এবং হিসাবের দিনের ভয় রাখে, আর এই ভয় রাখে যে, তাদেরকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে, সেই দিন তাদের জন্য না কোন বন্ধু থাকবে এবং না কোন সুপারিশকারী থাকবে, যে সুপারিশ করে তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করবে; তাদেরকে সেই দিনের ভয় প্রদর্শন কর যেই দিন আল্লাহ ছাড়া আর কারও হুকুমত চলবেনা। এর ফলে হয়তো তারা আল্লাহকে ভয় করবে এবং দুনিয়ায় এমন আমল করবে যা তাদেরকে কিয়ামাতের দিনের শাস্তি হতে মুক্তি দিবে এবং প্রতিদান পেলে দ্বিগুণ প্রতিদান পাবে।

إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ

যারা তাদের রবের ভয়ে সন্ত্রস্ত। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ৫৭)

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ

ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ২১)

দুর্বল শ্রেণীকে দূরে সরিয়ে না দেয়া এবং প্রভাবশালীদেরকে প্রাধান্য না দেয়ার জন্য রাসূলের (সাঃ) প্রতি নির্দেশ

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (হে মুহাম্মাদ!) যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং সেই সময় তাদের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্মল থাকে, তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দিওনা, বরং তাদেরকে তোমার সাহচর্য লাভের সুযোগ দান কর। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ

নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল-সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

يَدْعُونَ رَبَّهُم এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা তাঁর ইবাদাত করে এবং তাঁর নিকট যাঞ্চা করে। **بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ** এই উক্তি সম্পর্কে সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ‘ফার্‌য সালাত’ বুঝানো হয়েছে।

এটা আল্লাহ তা‘আলার নিম্নের উক্তির মতই ঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমাদের রাব্ব বললেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৬০)

يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ

তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৮) অর্থাৎ এই আমলের মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে। আর এই আমল তারা করে আন্তরিকতার সাথে।

ইরশাদ হচ্ছে, **مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْ** হে মুহাম্মাদ! না তাদের হিসাব তোমার কাছ থেকে নেয়া হবে, আর না তোমার হিসাব তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে। যেমন যারা নূহকে (আঃ) বলেছিল ঃ

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ

আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ ইতর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে? (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১১১) তাদের এ কথার উত্তরে নূহ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ

وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ. إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى ۖ لَوْ تَشْعُرُونَ

তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার? তাদের হিসাব গ্রহণতো আমার রবেরই কাজ; যদি তোমরা বুঝতে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১১২-১১৩) ঘোষিত হচ্ছে ঃ

فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ হে মুহাম্মাদ! যদি তুমি তাদেরকে তোমার নিকট থেকে সরিয়ে দাও তাহলে তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لِّيَقُولُوا۟ أَهَـٰٓؤُلَآءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنۢ بَيْنِنَا তাদের মধ্যে কে কেমন তা আমি পরীক্ষা করে নিয়েছি। এই পরীক্ষার ফলাফল এই ছিল যে, কাফির কুরাইশরা বলত ঃ এরাই কি ঐ সব লোক যে, আমাদেরকে বাদ দিয়ে আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন? ব্যাপারটা ছিল এই যে, প্রথম যুগে বেশীর ভাগ ঐসব লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন যাঁরা ছিলেন দুর্বল ও নিম্ন মর্যাদার লোক। আমীর ও নেতৃস্থানীয়দের খুব কম লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। যেমন নূহের (আঃ) কাওমের নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাঁকে বলেছিল ঃ

وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْىِ

আর আমরা দেখছি যে, শুধু ঐ লোকেরাই তোমার অনুসরণ করছে যারা আমাদের মধ্যে নিতান্তই হীন ও ইতর, কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৭) অনুরূপভাবে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ ‘কাওমের ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর (মুহাম্মাদ সঃ) অনুসরণ করছে, নাকি দরিদ্র লোকেরা?’ আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ ‘বেশীর ভাগ দুর্বল ও গরীব লোকেরাই তাঁর অনুসরণ করছে।’ তখন হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিলেন ঃ ‘এরূপ লোকেরাই রাসূলদের অনুসরণ করে থাকে।’ কাফির কুরাইশরা ঐ দুর্বল মু’মিনদেরকে বিদ্রূপ করত এবং তাদের উপর কর্তৃত্ব লাভ করলে তাদেরকে কষ্ট দিত। তাদের কথা এই যে, আল্লাহ কি আমাদেরকে রেখে তাদেরকেই সুপথ প্রদর্শন করলেন? অর্থাৎ যে পথে তারা পা রেখেছে সেটা যদি ভালই হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকেই গ্রহণ করতেন। তারা আরও বলত ঃ

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ

এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১১) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا

তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হলে কাফিরেরা মু’মিনদেরকে বলে ঃ দু’ দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেয়তর ও মাজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৩) এর জবাবে আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَٰثًا وَرِءْيًا

তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের অপেক্ষা সম্পদ ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৭৪) আর যারা বলেছিল ঃ

أَهَـــؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ আমাদের উপর এদেরকে আল্লাহ কেন প্রাধান্য দিয়েছেন? তাদের উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা কি কৃতজ্ঞ, ভাল অন্তরের অধিকারী ও সৎকর্মশীল লোকদেরকে জানেননা? মহান আল্লাহ এ ধরনের লোকদেরকেই ভাল কাজের তাওফীক দিয়ে থাকেন। কেননা তিনি সৎকর্মশীল লোকদের সাথেই রয়েছেন।’ অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ

যারা আমার উদ্দেশে সংগ্রাম করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব। আল্লাহ অবশ্যই সৎ কর্মপরায়ণদের সাথে আছেন। (২৯ ঃ ৬৯) সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ ‘আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও রংয়ের দিকে দেখেননা, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকেই দেখে থাকেন।’ (মুসলিম ৪/১৯৮৭) তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِذَا جَاءكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ যখন আমার আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকেরা তোমার নিকট আগমন করে তখন তাদেরকে বল, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে মহান আল্লাহর ব্যাপক রাহমাতের সুসংবাদ প্রদান কর। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ আল্লাহ নিজের উপর রাহমাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও মূর্খতা বশতঃ কোন খারাপ কাজ করে, অতঃপর সে যদি তাওবাহ করে নিজেকে সংশোধন করে নেয় তাহলে জানবে যে, তিনি হচ্ছেন ক্ষমাশীল, কৃপানিধান।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন আল্লাহ তা‘আলা মাখলূকের উপর তাকদীর স্থাপন করেন তখন তিনি স্বীয় কিতাব লাউহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেন, যা আরশের উপর রয়েছে ঃ ‘আমার ক্রোধের উপর আমার রাহমাত জয়যুক্ত থাকবে।’ (আহমাদ ২/৩১৩, ফাতহুল বারী ১৩/৩৯৫, মুসলিম ৪/২১০৭)

৫৫। এমনিভাবে আমি আমার আয়াত ও নিদর্শনসমূহ সবিস্তার বর্ণনা করে থাকি যেন, অপরাধী লোকদের পথটি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে।	٥٥. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ
৫৬। তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যার ইবাদাত কর, আমাকে তার ইবাদাত করতে নিষেধ করা হয়েছে। বল ঃ আমি তোমাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করবনা, তাহলে আমি পথভ্রান্ত হয়ে যাব এবং আমি আর পথ প্রাপ্তদের মধ্যে শামিল থাকবনা।	٥٦. قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ
৫৭। তুমি বল ঃ আমি আমার রবের প্রদত্ত একটি সুস্পষ্ট উজ্জ্বল যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত, অথচ তোমরা সেই	٥٧. قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا

Contents

দলীলকে মিথ্যারোপ করছ। যে বিষয়টি তোমরা খুব তাড়াতাড়ি পেতে চাও তার এখতিয়ার আমার হাতে নেই। হুকুমের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেহ নয়, তিনি সত্য ও বাস্তবানুগ কথা বর্ণনা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী।	عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ
৫৮। তুমি বল ঃ তোমরা যে বস্তুটি তাড়াতাড়ি পেতে চাও তা যদি আমার এখতিয়ারভুক্ত থাকত তাহলেতো আমার ও তোমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাইসালা অনেক আগেই হয়ে যেত, যালিমদেরকে আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন।	٥٨. قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦ لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّٰلِمِينَ
৫৯। অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও	٥٩. وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا

নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।	يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

রাসূল (সাঃ) জানতেন, যাবতীয় শাস্তি দানের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে

وَكَذَٰلِكَ نفَصِّلُ الآيَاتِ ইরশাদ হচ্ছে, আমি যেমন পূর্ববর্তী বর্ণনায় দলীল প্রমাণাদীর মাধ্যমে সত্যবাদিতা, হিদায়াত ইত্যাদিকে প্রকাশ করেছি, তেমনই যে আয়াতগুলির সম্বোধিত ব্যক্তি প্রকাশ্য বর্ণনার মুখাপেক্ষী তার কাছে আমি ঐ আয়াতগুলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি। এর কারণ এটাও যে, অপরাধীদের পথ যেন সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ হে মুহাম্মাদ! তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও, আল্লাহ তা'আলা যে অহী আমার নিকট পাঠিয়েছেন আমি তা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে ওর উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছি। পক্ষান্তরে তোমরা সত্যকে মিথ্যা জেনেছ। তোমরা যে শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছ তা আমার হাতে নেই। হুকুমের মালিকতো একমাত্র আল্লাহ। যদি তিনি সত্বর তোমাদের উপর শাস্তি আনয়নের ইচ্ছা করেন তাহলে সেই শাস্তি সত্বরই তোমাদের উপর এসে পড়বে। আর যদি তিনি কোন মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শাস্তি প্রদানে বিলম্ব করেন এবং তোমাদেরকে অবকাশ দেন তাহলে ওটারও তাঁর অধিকার রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তিনি সত্যপন্থা অবলম্বন করে থাকেন এবং তিনি কোন নির্দেশ জারী ও বান্দাদের মধ্যে কোন হুকুম চালুর ব্যাপারে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল ঃ যদি তোমাদের উপর সত্বর শাস্তি আনয়ন আমার অধিকারভুক্ত হত তাহলে তোমরা যে শাস্তির যোগ্য তা আমি সত্বরই তোমাদের উপর অবতীর্ণ করতাম। আর আল্লাহতো অত্যাচারীদেরকে ভালরূপেই জানেন।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে, এই আয়াত এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীস পরস্পর বিরোধী, তাহলে উভয়ের মধ্যে আনুকূল্য আনয়নের উপায় কি? হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত হল ঃ

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! উহুদের দিন অপেক্ষা কঠিনতর কোন দিন কি আপনার জীবনে এসেছিল? তিনি উত্তরে বলেন ঃ

‘হে আয়িশা (রাঃ)! তোমার কাওমের পক্ষ থেকে যে ভীষণতম কষ্ট আমার উপর পৌঁছেছিল তা হচ্ছে আকাবা দিনের কষ্ট। যখন আমি ইব্‌ন আবদি ইয়ালীল ইব্‌ন আবদি কিলালের উপর নিজেকে পেশ করি তখন সে আমার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করে। আমি তখন অত্যন্ত দুঃখিত মনে সেখান থেকে ফিরে যাই। ‘কার্‌ন ‘আস-সাআ’লিব’ নামক স্থানে পৌঁছে আমার স্বস্তি ফিরে এলে আমি মাথা উঠিয়ে দেখি যে, আমার উপরে এক খণ্ড মেঘ ছেয়ে আছে। আমি ওর মধ্যে জিবরাঈলকে (আঃ) দেখতে পাই। তিনি আমাকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনার কাওমের লোকদের কাছে আপনি কি বলেছেন এবং তারা আপনাকে যা বলছে তা আল্লাহ শুনেছেন! তিনি আপনার সাহায্যার্থে পাহাড়ের মালাককে পাঠিয়েছেন যাতে আপনি যা চান তাকে তাই নির্দেশ দেন! পাহাড়ের মালাকও সাড়া দিলেন এবং তারা আমাকে সালাম জানালেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আপনার লোকেরা যা বলেছে আল্লাহ তা শুনেছেন এবং আল্লাহ আমাকে আপনার সাহায্যার্থে পাঠিয়েছেন। সুতরাং যদি আপনি আমাকে হুকুম করেন তাহলে আমি এই ‘আল-আখশাবাইন’ (মাক্কার উত্তর ও দক্ষিণের দু’টি পাহাড়) পাহাড় দু’টি আপনার কাওমের উপর পতিত করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আশা রাখছি যে, আল্লাহ এই কাফিরদের বংশ হতে এমন লোকও সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং আল্লাহর সাথে আর কেহকেও শরীক করবেনা। (ফাতহুল বারী ৬/৩৬০, মুসলিম ৩/১৪২০)

এখন সমস্যা দেখা দিচ্ছে যে, আল্লাহর উল্লিখিত উক্তি এবং এই হাদীসের মধ্যে আনুকূল্যের উপায় কি? পূর্ববর্তী উক্তি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হচ্ছে ঃ তোমরা যে শাস্তি চাচ্ছ তা যদি আমার অধিকারে থাকত তাহলেতো এখনই আমার ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা হয়েই যেত এবং এখনই আমি তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতাম। আর এখানে শাস্তি প্রদানের অধিকার লাভ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করছেননা! এর সমাধান এভাবে হতে পারে ঃ পবিত্র আয়াত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যে শাস্তি তারা চাচ্ছে তা তাদের

চাওয়ার কারণেই তাদের উপর পতিত হত। আর উক্ত হাদীসে এটা উল্লেখ নেই যে, তারা শাস্তি চেয়েছিল। বরং মালাক তাদের উপর শাস্তি পেশ করতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, হে মুহাম্মাদ! যদি আপনি চান তাহলে আমি এই ‘আখশাবাইন’ পাহাড় দু‘টিকে তাদের উপর নিক্ষেপ করে দেই, যে পাহাড় দু’টি মাক্কায় অবস্থিত এবং মাক্কাকে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নমনীয়তা প্রদর্শন করে বিলম্বের সাথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আল্লাহ ছাড়া আর কেহ গাইবের খবর জানেনা

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ অদৃশ্যের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গাইবের বিষয় হচ্ছে পাঁচটি। যেমন কুরআন থেকে জানা যাচ্ছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন যা জরায়ুতে রয়েছে। কেহ জানেনা আগামীকাল সে কী অর্জন করবে এবং কেহ জানেনা কোন্ স্থানে তার মৃত্যু ঘটবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে অবহিত। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪) (ফাতহুল বারী ৮/১৪১) আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ এর ভাবার্থ এই যে, পানিতে ও স্থলভাগে যত কিছু অজৈব বস্তু বিদ্যমান রয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জ্ঞান সেই সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও তাঁর থেকে গোপন নেই।

وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, তিনি যখন অজৈব বস্তুর গতিরও খবর রাখেন তখন তিনি প্রাণীসমূহ, বিশেষ করে দানব ও মানবের গতি ও আমলের খবর কেন

রাখবেননা? কেননা তাদের উপরতো ইবাদাত বন্দেগীর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে! যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَعۡلَمُ خَآئِنَةَ ٱلۡأَعۡيُنِ وَمَا تُخۡفِى ٱلصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৯)

৬০। আর সেই মহান সত্তা রাতে নিদ্রারূপে তোমাদের এক প্রকার মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন, আর দিনের বেলা তোমরা যে পরিশ্রম কর তিনি সেটাও সম্যক পরিজ্ঞাত; অতঃপর তিনি নির্দিষ্ট সময়কাল পূরণের নিমিত্ত তোমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে, তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন।	٦٠. وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا جَرَحۡتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبۡعَثُكُمۡ فِيهِ لِيُقۡضَىٰٓ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيۡهِ مَرۡجِعُكُمۡ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ
৬১। আর আল্লাহই স্বীয় বান্দাদের উপর প্রতাপশালী, তিনি তোমাদের উপর রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠিয়ে থাকেন, এমনকি যখন তোমাদের কারও মৃত্যু সময় সমুপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিত দূতগণ তার প্রাণ হরণ করে নেয়, এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা।	٦١. وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرۡسِلُ عَلَيۡكُمۡ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ تَوَفَّتۡهُ رُسُلُنَا وَهُمۡ لَا يُفَرِّطُونَ

৬২। তারপর সকলকে তাদের সত্যিকার অভিভাবক আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী।	٦٢. ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوۡلَىٰهُمُ ٱلۡحَقِّۚ أَلَا لَهُ ٱلۡحُكۡمُ وَهُوَ أَسۡرَعُ ٱلۡحَٰسِبِينَ

মৃত্যুর আগে এবং পরে, আল্লাহর বান্দারা তাঁরই অধীন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে রাতে নিদ্রারূপ মৃত্যু ঘটান এবং এটা হচ্ছে وَفَات اَصْغَرْ বা ছোট মৃত্যু। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِذۡ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

যখন আল্লাহ বললেন ঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আমার দিকে প্রতিগ্রহণ করব এবং তোমাকে উত্তোলন করব। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৫৫) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّى

আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের, তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলি ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪২) এই আয়াতে দু’টি মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে مَوْت كُبْرَى বড় মৃত্যু এবং অপরটি হচ্ছে مَوْت صُغْرَى ছোট মৃত্যু। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ তিনি রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে থাকেন। তখন তোমরা কাজ-কর্ম থেকে বিরত থাক। কিন্তু দিনের বেলায় তোমরা নিজ নিজ কাজে লিপ্ত থাক। আর তিনি তোমাদের দিনের ঐসব কাজ-কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। (তাবারী ৫/২১২) এটি একটি

নতুন ও পৃথক বাক্য যা এটাই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা‘আলার জ্ঞান তাঁর সমস্ত মাখলূকের উপর পরিবেষ্টিত রয়েছে। রাতে যখন নীরবতা বিরাজ করে তখনও এবং দিনের বেলা যখন সারা বিশ্ব কর্ম্মমুখরিত থাকে তখনও। যেমন তিনি বলেন ঃ

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ

তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে এবং যে তা প্রকাশ করে, রাতে যে আত্মগোপন করে এবং দিনে যে প্রকাশ্যে বিচরণ করে, তারা সমভাবে তাঁর (আল্লাহর) জ্ঞানগোচর। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ১০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ

তিনিই তাঁর রাহমাতের দ্বারা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন দিন ও রাত, যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ কর এবং তাঁর অনুগ্রহ তালাশ কর। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৭৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا

রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে করেছি জীবিকা আহরণের জন্য (উপযোগী)। (সূরা নাবা, ৭৮ ঃ ১০-১১) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ... তিনি রাতে তোমাদেরকে মৃত্যু দান করেন এবং দিবাভাগে তোমরা যা কিছু আমল করেছ বা যা কিছু উপার্জন করেছ তা তিনি সম্যক অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদের এই বাহ্যিক মৃত্যুর পরে তোমাদেরকে দিনে পূর্ণ জীবন দান করেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى প্রত্যেক ব্যক্তির নির্ধারিত সময় পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তার প্রাণ আল্লাহ তা‘আলার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। সে যে আমল করেছিল তা তিনি তাকে জানিয়ে দেন। অতঃপর তিনি তাকে বিনিময় প্রদান করেন। ভাল হলে ভাল বিনিময় এবং মন্দ হলে মন্দ বিনিময়।

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه তিনি তাঁর বান্দাদের উপর প্রতাপশালী। অর্থাৎ তিনি সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং সমস্ত কিছুই তাঁর সামনে অবনত।

তিনি মানুষের উপর মালাইকা নিযুক্ত করে রেখেছেন, যিনি সর্বক্ষণ তার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

لَهُۥ مُعَقِّبَٰتٌ مِّنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَمِنۡ خَلۡفِهِۦ يَحۡفَظُونَهُۥ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِ

মানুষের জন্য তার সামনে ও পিছনে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ১১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِنَّ عَلَيۡكُمۡ لَحَٰفِظِينَ

অবশ্যই রয়েছে তোমাদের উপর সংরক্ষকগণ। (সূরা ইনফিতার, ৮২ ঃ ১০) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ. مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ
إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

স্মরণ রেখ, দুই মালাইকা তার ডানে ও বামে বসে তার কাজ লিপিবদ্ধ করে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ১৭-১৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

حَتَّىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ যখন তোমাদের কারও মৃত্যু এসে যায় তখন আমার মালাইকা তার রূহ্ কবয করে নেয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মালাকুল-মাউত বা মৃত্যুর মালাকের কয়েকজন সাহায্যকারী মালাইকা রয়েছেন যাঁরা দেহ থেকে রূহকে টানতে থাকেন। যখন সেই রূহ গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন মৃত্যুর মালাক তা কবয করে নেয়। (তাবারী ১১/৪১০) يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ (১৪ ঃ ২৭) এই আয়াতের তাফসীরের সময় এর বর্ণনা আসছে।

وَهُمْ لاَ يُفَرِّطُونَ ঐ মালাইকা সেই ওফাতপ্রাপ্ত রূহের রক্ষণাবেক্ষণে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননা। অতঃপর তাঁরা ওকে ঐ স্থানে পৌঁছে দেন যেখানে পৌঁছানোর আল্লাহ ইচ্ছা করেন। যদি তা সৎ হয় তাহলে ওকে ইল্লীয়্যিন নামক স্থানে জায়গা দেয়া হয়। আর যদি ওটা অসৎ হয় তাহলে ওকে সিজ্জীনে রাখা হয়। সিজ্জীন থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।

এখানে আমরা একটি হাদীস বর্ণনা করছি, যা ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার মৃত্যু আসন্ন তার কাছে মৃত্যুর মালাইকা এসে উপস্থিত হন। ঐ ব্যক্তি যদি মু’মিন হন তাহলে মালাইকা তাকে বলেন ঃ হে পবিত্র ব্যক্তির পবিত্র আত্মা! সম্মানের সাথে বের হয়ে আসুন এবং সুসংবাদ গ্রহণ করুন ঐ সত্তা হতে যিনি আপনার প্রতি রাগান্বিত নন। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহ থেকে রূহ বের হয়ে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকা ঐ কথা বলতে থাকেন। অতঃপর তারা ঐ রূহকে নিয়ে উর্ধ্বাকাশে চলে যান এবং সেখানে ঐ রূহের জন্য দরজা খুলে দিতে বলা হয়। তখন প্রশ্ন করা হয়, এটি কার রূহ? উত্তরে বলা হয়, অমুকের রূহ। এর প্রতিউত্তরে বলা হয়, যে পবিত্র দেহে এই পবিত্র আত্মা ছিল তাকে অভিবাদন, সম্মানের সাথে প্রবেশ করুন, শান্তি ও সন্তুষ্টির সুখবর গ্রহণ করুন, ঐ মহান রবের পক্ষ থেকে যিনি আপনার প্রতি রাগান্বিত নন। এই বাক্য বলা হতেই থাকবে, যতক্ষণ না রূহ ঐ পর্যন্ত পৌঁছে যার উপরে আল্লাহ তা‘আলা অবস্থান করছেন। মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তি যদি পাপী হয় তাহলে মালাইকা বলেন ঃ হে অপবিত্র দেহের অপবিত্র আত্মা! লাঞ্ছিত হয়ে বের হয়ে এসো, ফুটন্ত ও গলিত রক্ত ও পূঁজ, তমসাচ্ছন্ন ও ঘণ অন্ধকার, তীব্র ঠান্ডা এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তির সুসংবাদ গ্রহণ কর। যতক্ষণ পর্যন্ত পাপী দুরাত্মা দেহ থেকে বের হয়ে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত মালাইকা এ কথা বলতেই থাকেন। অতঃপর ঐ আত্মাকে উর্ধ্বাকাশে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দরজা খুলে দেয়ার অনুরোধ করা হয়। তখন প্রশ্ন করা হয়, এটি কে? উত্তরে বলা হয়, অমুক। তখন বলা হয়, পাপী দেহের এই দুরাত্মার জন্য কোন অভিনন্দন নেই। লাঞ্ছিত অবস্থায় একে নিয়ে যাও, ওর জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবেনা। সুতরাং আকাশ থেকেই ওকে ওর কাবরে ছুঁড়ে মারা হবে। (আহমাদ ২/৩৬৪)

ثُمَّ رُدُّوٓا۟ সমস্ত মাখলূককে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলার নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং মহান আল্লাহ ইনসাফ ভিত্তিক তাদের উপর নির্দেশ জারী করবেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْأَاخِرِينَ. لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَـٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

অবশ্যই পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সকলকে একত্রিত করা হবে এক নির্ধারিত দিনের নির্ধারিত সময়ে। (সূরা ওয়াকি'আহ, ৫৬ ঃ ৪৯-৫০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৭)

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্‌ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ তারপর সকলকেই তাদের প্রকৃত প্রভু আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত করানো হয়। তোমরা জেনে রেখ যে, ঐ দিন একমাত্র আল্লাহই রায় প্রদানকারী হবেন, আর তিনি খুবই ত্বরিত হিসাব গ্রহণকারী।

৬৩। তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ স্থলভাগ ও পানিস্থিত অন্ধকার (বিপদ) থেকে তোমাদেরকে কে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন, যখন কাতর কণ্ঠে বিনীতভাবে এবং চুপে চুপে তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, আর বলতে থাক ঃ তিনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।	٦٣. قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُۥ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَىٰنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ
৬৪। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহই তোমাদেরকে ঐ বিপদ এবং অন্যান্য প্রতিটি বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন, কিন্তু এরপরও তোমরা শির্ক কর।	٦٤. قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ

٦٥. قُلۡ هُوَ ٱلۡقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبۡعَثَ عَلَيۡكُمۡ عَذَابٗا مِّن فَوۡقِكُمۡ أَوۡ مِن تَحۡتِ أَرۡجُلِكُمۡ أَوۡ يَلۡبِسَكُمۡ شِيَعٗا وَيُذِيقَ بَعۡضَكُم بَأۡسَ بَعۡضٍۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نُصَرِّفُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَفۡقَهُونَ

৬৫। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ তোমাদের ঊর্ধ্বলোক হতে এবং তোমাদের পায়ের তলদেশ হতে শাস্তি প্রেরণ করতে যথেষ্ট ক্ষমতাবান, অথবা তোমাদেরকে দলে দলে বিচ্ছিন্ন করে এক দলের দ্বারা অপর দলের শক্তির স্বাদ গ্রহণ করাবেন। লক্ষ্য কর! আমি বার বার বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করছি - উদ্দেশ্য হল, যেন বিষয়টিকে তারা পূর্ণ রূপে জ্ঞানায়ত্ব ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে।

বান্দাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ, তাঁর ক্ষমতা ও শাস্তি

মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, বান্দা যখন স্থলভাগ ও পানির অন্ধকারের মধ্যে অর্থাৎ কঠিন বিপদাপদের মধ্যে পতিত হয় তখন আমি তাদেরকে কিভাবে মুক্তি দিয়ে থাকি। যখন বান্দা সমুদ্রের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এবং সেখানে বিচ্ছিন্ন বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল তখন তারা প্রার্থনার জন্য এক আল্লাহকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিল। যেমন এক জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلۡبَحۡرِ ضَلَّ مَن تَدۡعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য এক স্থানে বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمۡ فِي ٱلۡفُلۡكِ وَجَرَيۡنَ بِهِم بِرِيحٖ طَيِّبَةٖ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتۡهَا رِيحٌ عَاصِفٞ وَجَآءَهُمُ ٱلۡمَوۡجُ مِن كُلِّ

مَكَانٍ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُمۡ أُحِيطَ بِهِمۡ ۙ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنۡ أَنجَيۡتَنَا مِنۡ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ

তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও পানি পথে পরিভ্রমন করান; যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলি লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে ঃ (হে আল্লাহ!) আপনি যদি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২২)

أَمَّن يَهۡدِيكُمۡ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَمَن يُرۡسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَيۡ رَحۡمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

কে তোমাদেরকে স্থলের ও পানির অন্ধকারে পথ প্রদর্শন করেন এবং কে স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী বায়ু প্রেরণ করেন? আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা’বূদ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে বহু উর্ধ্বে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً

স্থলভাগের ও নৌভাগের অন্ধকার থেকে কে তোমাদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকেন, যাঁকে তোমরা প্রকাশ্যে ও গোপনে ডেকে ডেকে বল, আপনি যদি আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন তাহলে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাব? قُلِ اللّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আল্লাহই তোমাদেরকে এই সমুদয় বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দেন। অথচ তোমরা খুশি মনে মূর্তিগুলোকে তাঁর শরীক বানিয়ে নিচ্ছ! قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ বল ঃ আল্লাহ তোমাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যেমন সূরা ‘ইসরা’য় রয়েছে ঃ

رَّبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزۡجِى لَكُمُ ٱلۡفُلۡكَ فِى ٱلۡبَحۡرِ لِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّهُۥ
كَانَ بِكُمۡ رَحِيمًا. وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلۡبَحۡرِ ضَلَّ مَن تَدۡعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ
ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ أَعۡرَضۡتُمۡۚ وَكَانَ ٱلۡإِنسَٰنُ كَفُورًا. أَفَأَمِنتُمۡ أَن يَخۡسِفَ
بِكُمۡ جَانِبَ ٱلۡبَرِّ أَوۡ يُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمۡ وَكِيلاً. أَمۡ
أَمِنتُمۡ أَن يُعِيدَكُمۡ فِيهِ تَارَةً أُخۡرَىٰ فَيُرۡسِلَ عَلَيۡكُمۡ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ
فَيُغۡرِقَكُم بِمَا كَفَرۡتُمۡۙ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمۡ عَلَيۡنَا بِهِۦ تَبِيعًا

তোমাদের রাব্ব তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে নৌযান পরিচালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার; তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ করবেননা অথবা তোমাদের উপর কংকর বর্ষণ করবেননা? তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্ম বিধায়ক পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৬-৬৯)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন যে, يَلْبِسَكُمْ এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে এই ধরনের শাস্তিতে জড়িত করতে পারেন। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ এর সময়ও বলেন ঃ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ আমি আপনারই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আবার যখন তিনি اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا শোনেন

তখন বলেন ঃ هَذِه اَهْوَنُ اَوْ اَيْسَرُ তুলনামূলকভাবে এটা অনেকটা সহজ। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই হাদীসটি তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৪১, ১৩/৪০০, নাসাঈ ৬/৩৪০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা’দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ ‘আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চলছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমরা বানী মু‘আবিয়ার (রাঃ) মাসজিদে গমন করি। তিনি মাসজিদে প্রবেশ করে দু’রাকআত সালাত আদায় করেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ ধরে তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ

‘আমি আমার রবের কাছে তিনটি জিনিসের আবেদন জানিয়েছিলাম। (১) আমার উম্মাত যেন পানিতে ডুবে যাওয়ার মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি তা কবূল করেছেন। (২) আমার উম্মাত যেন দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হয়ে না যায়। তিনি ওটাও কবূল করেছেন। (৩) তাদের পরস্পরের মধ্যে যেন যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি না হয়। তিনি ওটা না মঞ্জুর করেন।” (আহমাদ ১/১৭৫, মুসলিম ২৮৯০)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) খাব্বাব ইব্ন আরাত (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেন ঃ একদা আমি সারা রাত ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সালাত আদায় করছিলাম। তিনি সালাতের সালাম ফিরালে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি আজ এত দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করলেন যে, এর পূর্বে কোন দিন আমি আপনাকে এত লম্বা সময় ধরে সালাত আদায় করতে দেখিনি (এর কারণ কি?)! তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, এটা ছিল রগবত ও ভীতির সালাত। এই সালাতে আমি আমার মহামহিমান্বিত প্রভুর নিকট তিনটি জিনিসের জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। দু’টি তিনি মঞ্জুর করেছেন এবং একটি মঞ্জুর করেননি। আমার মহান প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাতদেরকে যে জিনিসে ধ্বংস করে দিয়েছিল তা যেন আমাদেরকে ধ্বংস না করে। এটা তিনি কবূল করেছেন। আমার সম্মানিত প্রভুর নিকট আমি আবেদন জানালাম যে, আমাদের উপর আমাদের শত্রুরা যেন জয়যুক্ত হতে না পারে। এটাও গৃহীত হয়েছে। আমার মহামর্যাদাবান রবের কাছে আমি দরখাস্ত করলাম যে, আমরা যেন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে না পড়ি। এটা তিনি কবূল করলেননা। (আহমাদ

৩/১০৮, নাসাঈ ৩/২১৭, ইব্ন হিব্বান ৯/১৭৯, তিরমিযী ৬/৩৯৭) ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন।

أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً তিনি তোমাদের মাঝে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতা এনে দিবেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে আশা/আকাংখা। মুজাহিদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে একই অর্থ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১১/৪২০) বিভিন্ন বর্ণনা ধারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত তেহাত্তর ফিরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ফিরকা ছাড়া বাকী সবগুলোই জাহান্নামী হবে। (আবূ দাঊদ ৫/৫, তিরমিযী ৭/৩৯৯, ইব্ন মাজাহ ২/১৩২২) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শাস্তি ও হত্যার মাধ্যমে এক দলকে অন্য দলের উপর বিজয়ী করা হবে। (তাবারী ১১/৪২১)

انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ অর্থাৎ লক্ষ্য কর! আমি বার বার বিভিন্ন উপায়ে আমার নিদর্শন ও যুক্তি প্রমাণ বর্ণনা করছি, উদ্দেশ্য এই যে, যেন বিষয়টিকে তারা পূর্ণরূপে জ্ঞানায়ত্ত ও হৃদয়ঙ্গম করে নিতে পারে।

৬৬। তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ ওটা প্রমানিত সত্য। তুমি বলে দাও ঃ আমি তোমাদের উকিল হয়ে আসিনি।	٦٦. وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ
৬৭। প্রত্যেকটি সংবাদ প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং অচিরেই তোমরা তা জানতে পারবে।	٦٧. لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ۚ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
৬৮। যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি	٦٨. وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ

Contents

অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়। শাইতান যদি তোমাকে এটা বিস্মৃত করে তাহলে স্মরণ হওয়ার পর আর ঐ যালিম লোকদের সাথে তুমি বসবেনা।	فِيٓ ءَايَٰتِنَا فَأَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيۡرِهِۦۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيۡطَٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذِّكۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
৬৯। ওদের যখন বিচার হবে তখন মুত্তাকীদের উপর এর কোন প্রভাব পরবেনা, কিন্তু ওদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য তাদের উপর দায়িত্ব রয়েছে, হয়তো বা উপদেশের ফলে ওরা পাপাচার হতে বেঁচে থাকতে পারবে।	٦٩. وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنۡ حِسَابِهِم مِّن شَيۡءٖ وَلَٰكِن ذِكۡرَىٰ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ

ভয়-ভীতিহীনভাবে সত্যের দিকে আহ্বান

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ তোমার কাওম অর্থাৎ কুরাইশরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে, অথচ এটা ছাড়া সত্য আর কিছুই নেই। তুমি তাদেরকে বল ঃ

قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ আমি তোমাদের রক্ষক ও জিম্মাদার নই। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ

বল ঃ সত্য তোমাদের রবের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ২৯) অর্থাৎ আমার

দায়িত্বতো হচ্ছে শুধু প্রচার করা, আর তোমাদের কাজ হচ্ছে শ্রবণ করা ও মেনে নেয়া। যে আমার কথা মেনে চলবে সে দুনিয়া ও আখিরাতে উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট হবে এবং যে বিরুদ্ধাচরণ করবে সে উভয় জায়গায়ই হতভাগ্য হবে। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ প্রত্যেক সংবাদের জন্যই একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, যদিও সেটা বিলম্বে হয়। যেমন অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ

এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই জানবে, কিছুকাল পরে। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৮৮) তিনি আরও বলেন ঃ

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

প্রত্যেক বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৩৮) এটা হচ্ছে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ সত্বরই তোমরা জানতে পারবে।

আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকারকারী কিংবা হাসি তামাশাকারীদের সাথে উঠা-বসা নিষেধ

বলা হয়েছে وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি কাফিরদেরকে দেখবে যে, তারা মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও বিদ্রূপের সঙ্গে আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে সমালোচনা করছে, তখন তুমি তাদের নিকট থেকে দূরে সরে যাবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়। আর যদি শাইতান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়া মাত্রই তুমি ঐ অত্যাচারীদের সাথে আর বসবেনা। ভাবার্থ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের কোন লোকই যেন ঐ সব অবিশ্বাসী ও মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর সাথে উঠা-বসা না করে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে পরিবর্তন করে এবং ওগুলিকে সঠিক ও প্রকাশমান ভাবার্থের উপর কায়েম রাখেনা। এ জন্যই হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমার উম্মাত ভুল বশতঃ বা বাধ্য হয়ে কোন কাজ করলে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।’ (ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৫৯) কুরআনুল হাকীমে এ ধরণের আরও আয়াত রয়েছে ঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

তোমরা যখন আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করা এবং তাঁর প্রতি উপহাস করা হচ্ছে শ্রবণ কর তখন তাদের সাথে (বৈঠকে) উপবেশন করনা, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কথার আলোচনা করে; অন্যথায় তোমরাও তাদের সদৃশ হয়ে যাবে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৪০) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ যালিম লোকদের হিসাব নিকাশের দায়-দায়িত্ব মুত্তাকী লোকদের উপর কিছুমাত্র অর্পিত নয়। অর্থাৎ মুত্তাকী লোকেরা যখন ঐ সব কাফির ও যালিমের সাথে উঠাবসা করবেনা, বরং তাদের নিকট থেকে উঠে যাবে তখন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করল। ফলে তারা তাদের সাথে পাপে জড়িত হবেনা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার وَلَـٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ এই উক্তির ভাবার্থ হবে নিম্নরূপ ঃ 'কিন্তু আমি তোমাদেরকে এরূপ অবস্থায় তাদের থেকে পরোম্মুখ থাকার নির্দেশ দিয়েছি, যাতে ওটা তাদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ হয়, হয়ত তারা এর ফলে সতর্ক হবে এবং ভবিষ্যতে আর এর পুনরাবৃত্তি করবেনা।

٧٠. وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرْ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌۢ بِمَا كَسَبَتْ

৭০। যারা নিজেদের দীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে তুমি তাদেরকে বর্জন করে চলবে, পার্থিব জীবন যাদেরকে সম্মোহিত করে ধোঁকায় নিপতিত করেছে, কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, যাতে কোন ব্যক্তি স্বীয় কাজ-দোষে ধ্বংস হয়ে না যায়। আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু,

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ
عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَآ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا۟ بِمَا كَسَبُوا۟ ۖ لَهُمْ
شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌۢ
بِمَا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ

সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবেনা, আর যেন এই অবস্থার সম্মুখীন না হয় যে, দুনিয়ার সমস্ত কিছুর বিনিময় দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা। তারা এমনই লোক যারা নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে; তাদের কুফরী করার কারণে তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا যারা দীনকে খেল-তামাশার বস্তু বানিয়ে নিয়েছে তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও। শীঘ্রই তারা ভয়াবহ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ তুমি কুরআনুল হাকীমের মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক, আল্লাহর আযাব থেকে ভয় প্রদর্শন কর, যাতে তাদেরকে তাদের দুষ্কার্যের কারণে ধ্বংস করে দেয়া না হয়। যাহহাক (রহঃ) تُبْسَلَ শব্দকে تُسْلَمَ অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ যেন সঁপে দেয়া না হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যেন তাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত না করা হয়। (তাবারী ১১/৪৪৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যেন তাকে আটকিয়ে দেয়া না হয়। (তাবারী ১১/৪৪৩) মুররা (রহঃ) ও ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এর অর্থ নিয়েছেন ‘প্রতিফল দেয়া’। (তাবারী ১১/৪৪৪) এই সমুদয় উক্তির ভাবার্থ প্রায় একই। মোট কথা এই যে, ধ্বংসের জন্য ছেড়ে দেয়া, কল্যাণ থেকে বিমুখ করা, উদ্দেশ্য সফল না করা ইত্যাদির প্রায় একই অর্থ। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصْحَـٰبَ ٱلْيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (৭৪ ঃ ৩৮-৩৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবেনা। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৪) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لاَّ يُؤْخَذْ مِنْهَا আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশে যদি সে দুনিয়াপূর্ণ বিনিময় বস্তুও দিতে চায় তথাপি তা গ্রহণ করা হবেনা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে ও অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে তাদের মুক্তির বিনিময়ে যদি পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ দেয়া হয় তবুও কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯১) এরপর ঘোষিত হচ্ছে ঃ

أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ তারা এমনই লোক যে, তারা নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে, তাদের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পানীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٧١. قُلْ أَنَدْعُوا۟ مِن دُونِ	**৭১। তুমি বলে দাও ঃ আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করব, যারা আমাদের**

কোন উপকার করতে পারবেনা এবং আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবেনা? অধিকন্তু আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টা পথে ফিরে যাব? আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হব যাকে শাইতান মরুভূমির মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং যে দিশেহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরছে? তার সহচরেরা তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে বলছে - তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। তুমি বল ঃ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাকে সারা জাহানের রবের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।	ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَـٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَـٰبٌ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَى ٱئْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৭২। আর তুমি নিয়মিতভাবে সালাত কায়েম কর এবং সেই রাব্বকে ভয় করে চল যাঁর নিকট তোমাদের সকলকে সমবেত করা হবে।	٧٢. وَأَنْ أَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
৭৩। সেই সত্তা আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডলকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন ঃ ‘হাশর হও’ সেদিন হাশর হয়ে	٧٣. وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ

ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ
بِٱلْحَقِّ ۖ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن
فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ
ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِى ٱلصُّورِ ۚ
عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ۚ وَهُوَ
ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ

যাবে। তাঁর কথা খুবই যথার্থ বাস্ত-বানুগ। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন একমাত্র তাঁরই হবে বাদশাহী ও রাজত্ব। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু তাঁর জ্ঞানায়ত্বে। তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।

ঈমান আনার পর যারা কুফরীতে ফিরে যায় তাদের তুলনামূলক আলোচনা

মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা আমাদেরকে অনুসরণ কর এবং মুহাম্মাদের দীনকে পরিত্যাগ কর। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। তিনি বলেন ঃ

قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا হে মুহাম্মাদ! তুমি মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে ঐ সব মূর্তির পূজা করব যারা আমাদের কোন উপকারও করতে পারবেনা এবং কোন ক্ষতি করারও শক্তি তাদের নেই? কুফরী অবলম্বন করে কি আমরা উল্টা পথে ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আলো দান করেছেন! তাহলেতো শাইতান যাকে পথভ্রষ্ট করেছে আমাদের দৃষ্টান্ত তার মতই হবে। অর্থাৎ ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করা এরূপই যেমন একটি লোক সফররত অবস্থায় পথ ভুলে গেল এবং শাইতানরা তাকে পথভ্রষ্ট করল। আর তার সঙ্গী সরল পথে রইল এবং তাকে ডেকে বলল ঃ আমাদের কাছে এসো, আমরা সরল সোজা পথে রয়েছি। সে কিন্তু যেতে অস্বীকার করল। এটা ঐ ব্যক্তি যে নাবী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালভাবে জানা সত্ত্বেও পথভ্রষ্টদের অনুসরণ করে কাফির হয়ে যাচ্ছে এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সোজা পথে আসার জন্য ডাক দিচ্ছেন। এই পথ হচ্ছে ইসলামের পথ। (তাবারী ১১/৪৫২) আল্লাহ বলেন ঃ

كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ এটা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে আল্লাহর নিকট থেকে সরে গিয়ে মূর্তিপূজা করতে শুরু করে এবং ওর মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে বলে মনে করে। আর যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসবে তখন লজ্জিত হতে হবে। এটা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী শাইতান যে তাকে তার বাপ-দাদার নাম নিয়ে এবং তার নাম নিয়ে ডাক দেয়। তখন সে তার অনুসরণ করতে শুরু করে এবং ওটাকেই কল্যাণকর বলে মনে করে। তখন শাইতান তাকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করে। সে ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

حَيْرَانَ শব্দ দ্বারা হতবুদ্ধি লোককে বুঝানো হয়েছে। যেমন কোন লোক পথ ভুলে হতবুদ্ধি হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত কবূল না করে শাইতানের অনুসরণ ও পাপের কাজ করে। অথচ তার সাথী তাকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান করতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন যে, সে শাইতান কর্তৃক পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যার ওলী হচ্ছে মানুষ। আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে প্রকৃত হিদায়াত এবং পথভ্রষ্টতা হচ্ছে ওটাই যার দিকে শাইতান ডেকে থাকে। এটা ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তা এই যে, كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرَانَ এটা حَال হওয়ার কারণে نَصَب এর স্থানে রয়েছে। অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, পথভ্রষ্টতা এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার অবস্থায়, আর তার সঙ্গী সাথীরা ঐ পথেই চলছে এবং ঐ পথেই তাকে আসতে বলছে, যেটাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَىَ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সঠিক হিদায়াত। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ

এবং যাকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৭) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِن تَحۡرِصۡ عَلَىٰ هُدَىٰهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى مَن يُضِلُّۖ وَمَا لَهُم مِّن نَّـٰصِرِينَ

তুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত করবেননা এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ আমাদেরকে সারা জাহানের রবের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَّلاةَ وَاتَّقُوهُ এর ভাবার্থ হচ্ছে, আমাদের প্রতি এই নির্দেশ রয়েছে যে, আমরা যেন আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইবাদাত করি, সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করি, আল্লাহকে ভয় করি এবং সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করি। কিয়ামাতের দিন তাঁরই কাছে সকলকে সমবেত করা হবে। তিনিই আকাশ ও যমীনকে ভারসাম্য রক্ষা করে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এ দু’টির মালিক। কিয়ামাতের দিন তিনি শুধু ‘হও’ বলবেন, আর তখনি চোখের পলকে সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব পুনরায় এসে যাবে।

শিঙ্গাধ্বনি

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ এটা يَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ এর بَدَل হতে পারে। আবার এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّوَرِ এর ওটা ظَرَف হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

لِّمَنِ ٱلۡمُلۡكُ ٱلۡيَوۡمَۖ لِلَّهِ ٱلۡوَٰحِدِ ٱلۡقَهَّارِ

ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৬) যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

ٱلۡمُلۡكُ يَوۡمَئِذٍ ٱلۡحَقُّ لِلرَّحۡمَـٰنِۚ وَكَانَ يَوۡمًا عَلَى ٱلۡكَـٰفِرِينَ عَسِيرًا

সেদিন প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর এবং কাফিরদের জন্য সেদিন হবে কঠিন। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২৬)

صُوۡرٌ এর অর্থ হচ্ছে সেই শিঙ্গা যার মধ্যে ইসরাফীল (আঃ) ফুঁ দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ইসরাফীল (আঃ) শিঙ্গা মুখে লাগিয়ে রয়েছেন। তিনি মাথা নীচু করে অপেক্ষমান রয়েছেন যে, কখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার হুকুম হয়!’ (তাবারী ৫/২৩৮) একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিল ঃ صُوۡرٌ কি জিনিস? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ ‘এটা হচ্ছে শিঙ্গা, যাতে ফুৎকার দেয়া হবে।’ (আহমাদ ২/১৬২, তিরমিযী ৭/১১৭)

৭৪। স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা আযারকে বলল ঃ আপনি মূর্তিগুলোকে মা‘বূদ মনোনীত করেছেন? নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে ও আপনার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে নিপতিত দেখছি।	٧٤. وَإِذۡ قَالَ إِبۡرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصۡنَامًا ءَالِهَةً ۖ إِنِّيٓ أَرَىٰكَ وَقَوۡمَكَ فِي ضَلَٰلٖ مُّبِينٖ
৭৫। এমনিভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।	٧٥. وَكَذَٰلِكَ نُرِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلۡمُوقِنِينَ
৭৬। যখন রাতের অন্ধকার তাকে আবৃত করল তখন সে আকাশের একটি নক্ষত্র দেখতে পেল, আর বলল ঃ এটাই আমার রাব্ব! কিন্তু যখন ওটা অস্তমিত হল তখন	٧٦. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيۡهِ ٱلَّيۡلُ رَءَا كَوۡكَبٗا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ

সে বলল ঃ আমি অস্ত-মিত বস্তুকে ভালবাসিনা।	ٱلْـَٔافِلِينَ
৭৭। আর যখন সে আকাশে চাঁদকে উজ্জ্বল আভায় দেখতে পেল তখন বলল ঃ এটাই আমার রাব্ব! কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হল তখন বলল ঃ আমার রাব্ব যদি আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আমি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।	٧٧. فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبِّى لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ
৭৮। অতঃপর যখন সে সূর্যকে উদ্ভাসিত দেখতে পেল তখন সে বলল ঃ এটিই আমার রাব্ব! এটি বৃহত্তর। অতঃপর যখন ওটা ডুবে গেল তখন বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত।	٧٨. فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـٰذَا رَبِّى هَـٰذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَـٰقَوْمِ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
৭৯। আমার মুখমন্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।	٧٩. إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ۖ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

ইবরাহীমের (আঃ) পিতার কাছে তাঁর উপদেশ

ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতাকে উপদেশ দেন। মূর্তিপূজায় তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেন। তাকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার পিতা ফিরে এলেননা। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বললেন ঃ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً আপনি কি মূর্তিগুলোকে মা’বূদ বানিয়ে নিয়েছেন? আমিতো আপনার এবং আপনার অনুসারীদেরকে বড়ই বিভ্রান্তির মধ্যে পাচ্ছি। তাদেরকে মূর্খ ও বিভ্রান্ত বলে ঘোষণা করা প্রত্যেক স্থিরবুদ্ধির অধিকারীর জন্য একটা স্পষ্ট দলীল। মহান আল্লাহ ঘোষণা করছেন ঃ কুরআন হাকীমে ইবরাহীমের বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য কর। তিনি ছিলেন সত্যের সাধক ও নাবী। তিনি স্বীয় পিতাকে বলেছিলেন ঃ

وَٱذۡكُرۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ إِبۡرَٰهِيمَۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا. إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ يَٰٓأَبَتِ لِمَ تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُغۡنِي عَنكَ شَيۡـًٔا. يَٰٓأَبَتِ إِنِّي قَدۡ جَآءَنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَّبِعۡنِيٓ أَهۡدِكَ صِرَٰطًا سَوِيًّا. يَٰٓأَبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَٰنَۖ إِنَّ ٱلشَّيۡطَٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمَٰنِ عَصِيًّا. يَٰٓأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيۡطَٰنِ وَلِيًّا. قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنۡ ءَالِهَتِي يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُۖ لَئِن لَّمۡ تَنتَهِ لَأَرۡجُمَنَّكَۖ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا. قَالَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكَۖ سَأَسۡتَغۡفِرُ لَكَ رَبِّيٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ بِي حَفِيًّا. وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدۡعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا

বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইবরাহীমের কথা; সে ছিল সত্যবাদী ও নাবী। যখন সে তার পিতাকে বলল ঃ হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? হে আমার পিতা! আমার নিকটতো এসেছে জ্ঞান যা তোমার নিকট আসেনি। সুতরাং আমার অনুসরণ কর, আমি তোমায় সঠিক পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শাইতানের ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমি আশংকা

করি, তোমাকে আল্লাহর শাস্তি স্পর্শ করবে এবং তুমি শাইতানের সাথী হয়ে পড়বে। পিতা বলল ঃ হে ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবী হতে বিমুখ হচ্ছ? যদি নিবৃত্ত না হও তাহলে আমি প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণ নাশ করবই; তুমি চিরদিনের জন্য আমার নিকট হতে দূর হয়ে যাও। ইবরাহীম বলল ঃ তোমার নিকট হতে বিদায়; আমি আমার রবের নিকট তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহশীল। আমি তোমাদের দিক হতে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত কর তাদের দিক হতে পৃথক হচ্ছি; আমি আমার রবের আহ্বান করি; আশা করি আমার রবের আহ্বান করে আমি ব্যর্থকাম হবনা। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪১-৪৮) তখন থেকে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। অতঃপর তাঁর পিতা যখন শির্কের উপরই মারা গেল এবং তিনি জানতে পারলেন যে, মুশরিকের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কোন কাজে আসেনা তখন তিনি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٌ

আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৪) বিশুদ্ধ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার সাথে মিলিত হবেন। তখন আযর তাকে বলবে ঃ 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আজ আমি তোমার অবাধ্যাচরণ করবনা।' তখন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রভুর নিকট আরয করবেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে কিয়ামাতের দিন লজ্জিত করবেননা, এই ওয়াদা কি আপনি আমার সাথে করেননি? আজ আমার পিতা যে অবস্থায় আছে এর চেয়ে লজ্জাজনক অবস্থা আমার জন্য আর কি হতে পারে? আল্লাহ তা'আলা তখন ইবরাহীমকে (আঃ) বলবেন ঃ 'হে ইবরাহীম! তুমি তোমার পিছন দিকে ফিরে তাকাও।' তখন তিনি স্বীয় পিতাকে দেখার পরিবর্তে, চেহারা পরিবর্তন করার ফলে একটা হায়েনাকে দেখতে পাবেন, যার সারা দেহ

ময়লাযুক্ত হয়ে থাকবে। আর দেখা যাবে যে, তার পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫)

ইবরাহীমের (আঃ) তাওহীদী জ্ঞান

মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ আমি ইবরাহীমকে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি অবলোকন করিয়েছি এবং তার দৃষ্টিতে এই দলীল কায়েম করেছি যে, কিভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহর একাত্মবাদের উপর যমীন ও আসমান সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপিত রয়েছে। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে পারে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন রাব্ব নেই। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ

বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمۡ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ

তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন গভীর চিন্তা করেনা? (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৮৫) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

أَفَلَمۡ يَرَوۡاْ إِلَىٰ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِن نَّشَأۡ نَخۡسِفۡ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضَ أَوۡ نُسۡقِطۡ عَلَيۡهِمۡ كِسَفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَةٗ لِّكُلِّ عَبۡدٖ مُّنِيبٖ

তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিব অথবা তাদের উপর আকাশ মন্ডলের পতন ঘটাব; আল্লাহর অভিমুখী প্রতিটি বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৯) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ যখন অন্ধকার রাত এসে গেল এবং ইবরাহীম তারকা দেখতে

Contents

পেল তখন বলল, এটা আমার রাব্ব। কিন্তু ওটা যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তাকে আমি পছন্দ করিনা এবং যা অদৃশ্য হয়ে যায় সে রাব্ব হতে পারেনা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যিনি প্রভু হবেন তিনি যে ধ্বংস ও নষ্ট হতে পারেননা এটা ইবরাহীম (আঃ) জানতে পারলেন। (তাবারী ১১/৪৮০) আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَـــذَا رَبِّي অতঃপর যখন ইবরাহীম চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখল তখন বলল, এটাই আমার রাব্ব। কিন্তু ওটাও যখন ডুবে গেল তখন সে বলল, এটাও আমার প্রভু নয়। যদি সত্য প্রভু আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَـــذَا رَبِّي هَـــذَآ أَكْبَرُ তারপর ইবরাহীম যখন সূর্যকে উদিত হতে দেখল তখন বলল ঃ এটা উজ্জ্বল ও বৃহত্তম। সুতরাং এটাই আমার প্রভু। কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হয়ে গেল তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের শির্কের সাথে আমার আদৌ কোন সম্পর্ক নেই, আমি মুক্ত। আমিতো আমার মুখমণ্ডল সেই সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে গেলাম এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারিনা। আমি আমার ইবাদাত তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করছি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, অথচ ও দু’টি সৃষ্টি করার সময় তাঁর সামনে কোন নমুনা ছিলনা। এভাবে আমি শির্ক থেকে তাওহীদের দিকে ফিরে আসছি।

নিজ গোত্রের লোকদের সাথে ইবরাহীমের (আঃ) বিতর্ক

এ আয়াতসমূহে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর কাওমের লোকদেরকে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মালাইকা ও তাদের মূর্তি পূজা কত অসার ও ভ্রান্তপূর্ণ। প্রথমতঃ তিনি তাঁর পিতাকে বলেছিলেন যে, তারা নিজ হাতে তাদের কল্পিত দেব-দেবীর মূর্তি তৈরী করে আবার ওরই ইবাদাত করছে, উহা কতই না মারাত্মক ভুল; আর আশা করছে যে, তারা কিয়ামাত দিবসে মহান আল্লাহর কাছে ওদের জন্য সুপারিশ করবে। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করত যে, আল্লাহর কাছে সরাসরি চাওয়ার যোগ্যতা তাদের নেই এবং তা গ্রহণযোগ্যও হবেনা। এ জন্য তারা মালাইকার ইবাদাত করত। উদ্দেশ্য এই যে তাদের খাদ্য, বিজয় এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তারা সুপারিশ করবে। অতঃপর তিনি তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিলেন যে, তারা যে

সাতটি গ্রহের পূজা করছে যেমন, চাঁদ, বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনি, তা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল এবং দীন থেকে বিচ্যুত হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সমস্ত গ্রহের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম এবং সম্মানিত গ্রহ মনে করা হত সূর্যকে, অতঃপর চাঁদ এবং তারপর শুক্র গ্রহকে।

সমস্ত তারকার মধ্যে উজ্জ্বলতম হচ্ছে ‘যুহরা’ বা শুক্র। ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম এই ‘যুহরা’ তারকা থেকেই শুরু করলেন। তিনি তাঁর কাওমের লোকদেরকে বললেন যে, এই তারকাগুলির মধ্যে মা’বূদ হওয়ার যোগ্যতা নেই। এরাতো দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ। তাদের গতি সীমিত। তাদের স্বেচ্ছায় ডানে-বামে যাবার কোন অধিকার নেই। এগুলি হচ্ছে আকাশের নক্ষত্র যেগুলিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আলো দানকারী রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তার বিশেষ নৈপুন্য নিহিত রয়েছে। এরা পূর্ব দিক থেকে বের হয় এবং পশ্চিমের দিকে পথ অতিক্রম করে চক্ষু হতে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরবর্তী রাতে পুনরায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই বস্তুগুলো হচ্ছে বাঁধা ধরা অভ্যাসের দাস। কাজেই এদের মা’বূদ হওয়া কিরূপে সম্ভব? এরপর তিনি ‘কামার’ এর দিকে এলেন এবং ‘যুহরা’ সম্পর্কে যা বলেছিলেন এর সম্পর্কেও সেই কথাই বললেন। তারপর তিনি ‘শাম্‌স’ এর বর্ণনা দিলেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি এটাই প্রমাণ করলেন যে, এই উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলির মধ্যে মা’বূদ হওয়ার যোগ্যতা মোটেই নেই। অতঃপর তিনি কাওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ হে আমার কাওম! তোমরা যাদেরকে মা’বূদ রূপে কল্পনা করছ আমি এর থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। যদি এরা মা’বূদ হয় তাহলে তোমরা এদেরকে সাহায্যকারী বানিয়ে নিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং আমার প্রতি মোটেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করনা।

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ আমিতো আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার একজন দাসে পরিণত হয়েছি। আমি তোমাদের মত শির্কের পাপে লিপ্ত হবনা। আমি এই বস্তুগুলোর সৃষ্টিকর্তার ইবাদাত করব যিনি এইগুলোর পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারীও বটে। প্রত্যেক বস্তুর আনুগত্যের সম্পর্ক তাঁরই হাতে রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন - যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৫৪)

এটা কিরূপে সম্ভব হতে পারে যে, এ ব্যাপারে ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা ভাবনা করবেননা এবং শির্কের কল্পনা তাঁর মনে বদ্ধমূল থাকবে? আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সম্পর্কে বলে দিচ্ছেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَٰهِيمَ رُشْدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِۦ عَـٰلِمِينَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا هَـٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِىٓ أَنتُمْ لَهَا عَـٰكِفُونَ

আমিতো এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত। যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ এই মূর্তিগুলি কি, যাদের পূজায় তোমরা রত রয়েছ? (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৫১-৫২)

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, তিনি স্বীয় কাওমের সাথে তর্ক ও বচসা করছিলেন এবং যে শির্কে তারা জড়িত ছিল, তাদের সেই ধারণা ও কল্পনাকে দলীল প্রমাণের সাহায্যে দূর করে দিচ্ছিলেন।

٨٠. وَحَآجَّهُۥ قَوْمُهُۥ ۚ قَالَ أَتُحَـٰٓجُّوٓنِّى فِى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِۦٓ

৮০। আর তার জাতির লোকেরা তার সাথে ঝগড়া করতে থাকলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে ঝগড়া করছ? অথচ তিনি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান

দিয়েছেন! তোমরা আল্লাহর সাথে যা কিছু শরীক করছ আমি ওদের ভয় করিনা, তবে যদি আমার রাব্ব কিছু চান। প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে আমার রবের জ্ঞান খুবই ব্যাপক, এর পরেও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা?	إِلَّآ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيۡـٔٗاۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيۡءٍ عِلۡمًاۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
৮১। তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে তা বলে দাও।	٨١. وَكَيۡفَ أَخَافُ مَآ أَشۡرَكۡتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمۡ أَشۡرَكۡتُم بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ عَلَيۡكُمۡ سُلۡطَٰنٗاۚ فَأَيُّ ٱلۡفَرِيقَيۡنِ أَحَقُّ بِٱلۡأَمۡنِۖ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
৮২। প্রকৃত পক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্মের সাথে (শির্কের সাথে) মিশ্রিত করেনি।	٨٢. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يَلۡبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلۡمٍ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡأَمۡنُ وَهُم مُّهۡتَدُونَ
৮৩। আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির	٨٣. وَتِلۡكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيۡنَٰهَآ

মুকাবিলায় দান করেছিলাম। আমি যাকে ইচ্ছা করি, সম্মান-মর্তবা ও মহত্ত্ব বাড়িয়ে দেই, নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব প্রজ্ঞাময় ও বিজ্ঞ।	إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِۦ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَٰتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে বলছেন, যখন তিনি একাত্মবাদ নিয়ে স্বীয় কাওমের সাথে তর্ক বিতর্ক করছিলেন এবং তাদেরকে বলছিলেন ঃ

أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ আল্লাহ তা‘আলার ব্যাপারে কি তোমরা আমার সাথে ঝগড়া করছ? তিনিতো এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাকে সরল সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং তিনি যে এক ওর দলীল প্রমাণ আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি। এর পরেও কিভাবে আমি তোমাদের বাজে কথা এবং অহেতুক সন্দেহের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি? তোমাদের কথা যে বাজে ও ভিত্তিহীন এর দলীল আমার কাছে বিদ্যমান রয়েছে। তোমাদের নিজেদের তৈরী এই মূর্তিগুলোরতো কোন কিছুই করার ক্ষমতা নেই।

وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا আমি ওদেরকে ভয় করিনা এবং তিল পরিমাণও পরওয়া করিনা। যদি এই মূর্তিগুলো আমার কোন ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয় তাহলে ক্ষতি করুক দেখি? তবে হ্যাঁ, আমার মহান রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমার ক্ষতি সাধন করতে পারেন। সমস্ত বস্তু সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। আমি যা কিছু বর্ণনা করছি তোমরা কি এর থেকে একটুও শিক্ষা এবং উপদেশ গ্রহণ করবেনা? উপদেশ গ্রহণ করলে অবশ্যই তোমরা এদের পূজা-অর্চনা করা থেকে বিরত থাকতে। তাদের সামনে এসব দলীল প্রমাণ পেশ করার ফল ঠিক হুদের (আঃ) কাওমের সামনে এসব দলীল পেশ করার ফলের মতই। এই ‘আদ সম্প্রদায়ের ঘটনা কুরআন কারীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

قَالُواْ يَـٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّىٓ

Contents

أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

তারা বলল ঃ হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায়তো আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। আমাদের কথা এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, তোমরা ইবাদাতে যাকে তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক সাব্যস্ত করছ আমি তা থেকে মুক্ত। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে রয়েছেন। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৩-৫৬) পরবর্তী আয়াতে ইবরাহীমের (আঃ) উক্তি তুলে ধরা হয়েছে ঃ

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا আমি তোমাদের বাতিল মূর্তিগুলোকে ভয় করব কেন? অথচ তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে নিজেদের মা’বূদ বানিয়ে নিতে ভয় করছনা এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। (তাবারী ১১/৪৯১) যেমন এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَمْ لَهُمْ شُرَكَـٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ

তাদের কি এমন কতকগুলি দেবতা আছে যারা তাদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দীনের যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ২১) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِنْ هِىَ إِلَّآ أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ

এগুলির কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা ও তোমরা রেখেছ, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন দলীল প্রেরণ করেননি। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ২৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

Contents

فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ তোমরাই বল তো যে, তোমাদের এবং আমার দলের মধ্যে কোন্ দলটি সত্যের উপর রয়েছে? সেই মা’বূদ কি সত্যের উপর রয়েছেন যিনি সবকিছু করতে সক্ষম, নাকি ঐ মা’বূদগুলো সত্যের উপর রয়েছে যেগুলো লাভ ও ক্ষতি কোনটারই মালিক নয়? কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার জন্য এই দুই দলের মধ্যে কার অধিক দাবী থাকতে পারে? এরপর ঘোষিত হচ্ছে

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানের উপর যুল্ম অর্থাৎ শির্ককে সংমিশ্রিত করেনি, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারীতো তারাই এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত। তাই দুনিয়া ও আখিরাতে তাদেরই শান্তি লাভের অধিকার রয়েছে।

শির্ক হল সবচেয়ে বড় যুল্ম

সহীহ বুখারীতে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কে এমন আছে যে নিজের নাফসের উপর যুল্ম করেনি?’ তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে চরম যুল্ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪) যখন উপরোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং লোকেরা ভুল বুঝে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলেন, তোমরা যা বুঝেছ তা নয়। সৎ বান্দা অর্থাৎ লুকমান হাকীম কি বলেছিলেন তা কি তোমরা শুননি? তিনি স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَـٰبُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন শরীক করনা। নিশ্চয়ই শির্ক হচ্ছে চরম যুল্ম। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৩) (আহমাদ ১/৪৪৪) এখানে যুল্ম দ্বারা শির্ককে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه *আর এটাই ছিল আমার যুক্তি প্রমাণ, যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম।* মুজাহিদ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন, ‘আমাদের প্রমাণ’ বলতে বুঝানো হয়েছে **وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ** *তোমাদের মনগড়া ও বানানো শরীকদেরকে আমি কিরূপে ভয় করতে পারি? অথচ তোমরা এই ভয় করছনা যে, আল্লাহর সাথে যাদেরকে তোমরা শরীক করছ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কাছে কোন ‘দলীল প্রমাণ’ অবতীর্ণ করেননি, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা অধিকতর শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী যদি তোমাদের জানা থাকে তাহলে বলত?* (তাবারী ১১/৫০৫)। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমের (আঃ) বক্তব্যকে সমর্থন করেন এবং নিরাপত্তা ও হিদায়াতের নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন ঃ

الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ *প্রকৃত পক্ষে তারাই শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকারী এবং তারাই সঠিক পথে পরিচালিত, যারা নিজেদের ঈমানকে যুল্মের সাথে (শির্কের সাথে) সংমিশ্রণ করেনি।*

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه এটাই ছিল আমার যুক্তি-প্রমাণ যা আমি ইবরাহীমকে তার স্বজাতির মুকাবিলায় দান করেছিলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই উক্তির মধ্যে যে যুক্তি-প্রমাণের কথা রয়েছে তা এই যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের লোককে বলেছিলেন ঃ ‘তোমরা যখন কোন দলীল প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করতে ভয় করনা, তখন আমি তোমাদের এই সব শক্তিহীন মা’বূদকে ভয় করব কেন? এখন তোমরা নিজেরাই দেখে নিবে যে, আমাদের দুই দলের মধ্যে কারা বেশি নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করেছে।’ যেমন অন্যত্র আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ৬) অর্থাৎ তিনি যাকে চান হিদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ
كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

৮৪। আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি, আর তার পূর্বে নূহকেও সঠিক পথের হিদায়াত দিয়েছি; আর তার (ইবরাহীমের) বংশের মধ্যে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুনকে এমনিভাবেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এভাবেই আমি সৎ ও পুণ্যশীল লোকদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি।	٨٤. وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَمِن ذُرِّيَّتِهِۦ دَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ
৮৫। আর যাকারিয়া, ইয়াহ্ইয়া, ঈসা ও ইলিয়াস - তারা প্রত্যেকেই সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।	٨٥. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ ۖ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ
৮৬। আর ইসমাঈল, ঈসা, ইউনুস ও লূত - এদের প্রত্যেককেই আমি নাবুওয়াত দান করে সমগ্র বিশ্বের উপর মহত্ত্ব ও	٨٦. وَإِسْمَـٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا

শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।	فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ
৮৭। আর এদের বাপ-দাদা, সন্তান, সন্ততি ও ভাইদের মধ্যে অনেককে আমি মনোনীত করে সঠিক ও সোজা পথে পরিচালিত করেছি।	٨٧. وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّـٰتِهِمْ وَإِخْوَٰنِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَـٰهُمْ وَهَدَيْنَـٰهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ
৮৮। এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শির্‌ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত।	٨٨. ذَٰلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ
৮৯। এরা ছিল সেই লোক, যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নাবুওয়াত দান করেছি। সুতরাং যদি এরা তোমার নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে তাদের স্থলে আমি এমন এক জাতিকে নিয়োগ করব, যারা ওটা অস্বীকার করেনা।	٨٩. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَـٰٓؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا۟ بِهَا بِكَـٰفِرِينَ
৯০। এরা হচ্ছে ওরাই, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন। সুতরাং তুমি	٩٠. أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ

فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقۡتَدِهۡۗ قُل لَّآ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أَجۡرًاۖ إِنۡ هُوَ إِلَّا ذِكۡرَىٰ لِلۡعَٰلَمِينَ

তাদের পথ অনুসরণ করে চল। তুমি বলে দাও ঃ আমি কুরআন ও দীনের দা‘ওয়াতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা। এই কুরআন সমগ্র জগতবাসীর জন্য উপদেশের ভান্ডার ছাড়া কিছুই নয়।

ইবরাহীমকে (আঃ) ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকূবের (আঃ) সুসংবাদ প্রদান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, ইবরাহীমকে (আঃ) আমি ইসহাকের ন্যায় সুসন্তান দান করেছি, অথচ বার্ধক্যের কারণে সে এবং তার স্ত্রী সন্তান থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছিল। মালাক তাদের কাছে আসেন এবং তারা লূতের (আঃ) কাছেও যাচ্ছিলেন। মালাইকা স্বামী-স্ত্রী দু’জনকেই ইসহাকের (আঃ) জন্মের সুসংবাদ দেন। তখন স্ত্রী হতবুদ্ধি হয়ে বলেন ঃ

قَالَتۡ يَٰوَيۡلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٞ وَهَٰذَا بَعۡلِي شَيۡخًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عَجِيبٞ قَالُوٓاْ أَتَعۡجَبِينَ مِنۡ أَمۡرِ ٱللَّهِۖ رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ أَهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥ حَمِيدٞ مَّجِيدٞ

সে বলল ঃ হায় কপাল! এখন আমি সন্তান প্রসব করব বৃদ্ধা হয়ে! আর আমার এই স্বামী অতি বৃদ্ধ। বাস্তবিক এটাতো একটা বিস্ময়কর ব্যাপার! তারা (মালাইকা/ফেরেশতা) বলল ঃ আপনি কি আল্লাহর কাজে বিস্ময় বোধ করছেন? (হে) এই পরিবারের লোকেরা! আপনাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও বারাকাত; নিশ্চয়ই তিনি সমস্ত প্রশংসার যোগ্য, মহিমান্বিত। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৭২-৭৩) মহান আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রীকে এ সংবাদ দেন যে, তাঁদের জীবদ্দশায়ই ইসহাকের (আঃ) ঔরষে ইয়াকূব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন।

وَبَشَّرۡنَٰهُ بِإِسۡحَٰقَ نَبِيّٗا مِّنَ ٱلصَّٰلِحِينَ

আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, সে ছিল এক নাবী, সৎ কর্মশীলদের অন্যতম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১১২) সুতরাং পুত্র ইসহাকের জন্মগ্রহণের ফলে যেমন তাঁদের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে, অনুরূপভাবে পৌত্র ইয়াকূবের (আঃ) জন্মগ্রহণের ফলেও তাঁদের চক্ষু ঠাণ্ডা হবে। কেননা বংশ বৃদ্ধির কারণ হিসাবে পৌত্রের জন্মলাভ খুবই খুশির ব্যাপার। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যখন সন্তান থেকে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, তাঁদের সন্তান লাভ সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় পুত্র ইসহাকের (আঃ) জন্মলাভ এবং ইসহাকের (আঃ) পুত্র ইয়াকূবের (আঃ) জন্মলাভ এটা কি কম খুশির কথা! এতে কে না খুশি হয়? এটা ছিল ইবরাহীমের নেক আমলেরই প্রতিদান, যিনি একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে নিজের দেশ ও জাতিকে ছেড়ে দূর দূরান্তের পথে পাড়ি জমালেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ইবরাহীমকে (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের চেয়ে উত্তম সন্তান দান করে তার মনঃকষ্ট দূর করেন, যারা উত্তম আমল করার মাধ্যমে তাঁর দীনের পথে চলেছেন। ফলে তিনি লাভ করেন চোখের ও অন্তরের শান্তি। আল্লাহ তা‘আলা অন্য এক আয়াতে বলেন ঃ

فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ
وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا

অতঃপর সে যখন তাদের থেকে এবং তারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদাত করত সেই সব হতে পৃথক হয়ে গেল তখন আমি তাকে দান করলাম ইসহাক ও ইয়াকূব এবং প্রত্যেককে নাবী করলাম। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪৯) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا আমি তাকে ইসহাক ও ইয়াকূবকে দান করেছি এবং উভয়কেই সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছি। এরপর তিনি বলেন ঃ

وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ আর তার পূর্বে এমনিভাবে নূহকেও সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি। পরিত্রাণ প্রাপ্ত লোকগুলিই ছিল নূহের সন্তান এবং সারা দুনিয়ার লোক হচ্ছে এদের সন্তান। আর ইবরাহীমের (আঃ) পরে তাঁর সন্তানদের মধ্য থেকেই আল্লাহ তা‘আলা নাবী প্রেরণ করেন।

নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীমের (আঃ) গুণাবলীর বর্ণনা

নূহ (আঃ) এবং ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন কতিপয় বিশেষ গুণের অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নূহের (আঃ) অনুসারী ছাড়া অন্যদেরকে পানিতে ডুবিয়ে মারেন এবং তাঁর অনুসারীদেরকে নৌকায় তুলে জীবিত রাখেন। অতঃপর নূহের (আঃ) বংশধরকেই আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ বসবাস করে আসছে তারা সবাইই নূহের (আঃ) পরিবারের সন্তান। তাঁর বংশের লোক ছাড়া আর কোন বংশ/গোত্র থেকে আর কোন নাবী আল্লাহ তা‘আলা প্রেরণ করেননি। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (২৯ ঃ ২৭)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ

আমি নূহ এবং ইবরাহীমকে এবং তাদের বংশধরদের জন্য স্থির করেছিলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৬) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا

নাবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশদ্ভুত, ইবরাহীম ও ইসরাঈলের বংশদ্ভুত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত; তাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ত ক্রন্দন করতে করতে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৮)

এই আয়াতে وَمِن ذُرِّيَّتِه শব্দ রয়েছে। এর অর্থ হবে ঃ আমি তার সন্তানদেরকেও সুপথ দেখিয়েছি। অর্থাৎ দাঊদ ও সুলাইমানকেও হিদায়াত দান

Contents

করেছি। কিন্তু যদি ذُرِّيَّتِه এর সর্বনামটিকে نُوْحٍ এর দিকে ফিরানো হয়, কেননা ওটা نُوْحٍ শব্দের নিকটতর, তাহলে এটাতো একেবারে পরিষ্কার কথা, এতে কোন জটিলতা নেই। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু যদি সর্বনামটিকে اِبْرٰهِيْمَ শব্দের দিকে ফিরানো হয়, কেননা বাকরীতি এরূপই বটে, তাহলেতো খুবই ভাল কথা। কিন্তু এতে একটু জটিলতা এই রয়েছে যে, ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় ‘লূত’ শব্দটিও এসে গেছে। অথচ লূত (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত নন। বরং তিনি হচ্ছেন তাঁর ভাই হারুণ ইব্ন আযরের ছেলে। তবে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের সংখ্যাধিক্যের কারণেই হয়তো লূতকেও (আঃ) তাঁর সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর নিম্নের উক্তিতেও রয়েছে ঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنۢ بَعْدِى قَالُوا۟ نَعْبُدُ إِلَـٰهَكَ وَإِلَـٰهَ ءَابَآئِكَ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ

যখন ইয়াকূবের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন কি তোমরা উপস্থিত ছিলে, যখন সে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিল ঃ আমার পরে তোমরা কোন্ জিনিসের ইবাদাত করবে? তারা বলেছিল ঃ আমরা তোমার উপাস্যের এবং তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্য - সেই অদ্বিতীয় উপাস্যের ইবাদাত করব, এবং আমরা তাঁরই অনুগত থাকব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩৩)

এখানে ইয়াকূবের (আঃ) পূর্বপুরুষদের ক্রমপরম্পরায় ইসমাঈলের (আঃ) নামও চলে এসেছে, অথচ ইসমাঈলতো (আঃ) তাঁর চাচা ছিলেন। এটাও আধিক্য হিসাবেই হয়েছে। অনুরূপভাবে নিম্নের আয়াতেও রয়েছে ঃ

فَسَجَدَ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. إِلَّآ إِبْلِيسَ

মালাইকা সবাই একত্রে সাজদাহ করল। কিন্তু ইবলীস করলনা, সে সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৩০-৩১) এখানে ইবলীসকে মালাইকার মধ্যে শামিল করা হয়েছে। কেননা মালাইকার সাথে তার সাদৃশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে সে মালাক ছিলনা, বরং সে ছিল জিন, তার

প্রকৃতি হচ্ছে আগুন এবং মালাইকার প্রকৃতি হচ্ছে আলো। তা ছাড়া এই কারণেও যে, ঈসাকে (আঃ) ইবরাহীম (আঃ) বা নূহের (আঃ) সন্তানদের ক্রমপরম্পরায় আনা হয়েছে। তাকেও যেন ইবরাহীমেরই (আঃ) বংশধর বলা হয়েছে। এরূপ করা হয়েছে এই দলীলের উপর ভিত্তি করেই যে, কন্যার সন্তানদেরকেও তার পিতার বংশধর মনে করা হয়। এখন যদি ইবরাহীমের (আঃ) সঙ্গে ঈসার (আঃ) কোন সম্পর্ক থাকে তা শুধু এর উপর ভিত্তি করেই যে, তাঁর মা মারইয়াম (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর ছিলেন। নতুবা ঈসার (আঃ) তো পিতাই ছিলনা।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ হারব ইব্‌ন আবী আল আসওয়াদ (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়াসারকে (রাঃ) হাজ্জাজ এই বলে প্রেরণ করেন ঃ ‘আমার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি নাকি হাসান (রাঃ) ও হুসাইনকে (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলে থাকেন? অথচ তারাতো আলী (রাঃ) ও আবূ তালীবের বংশধর। আবার এও নাকি দাবী করেন যে, কুরআন কারীম দ্বারাই এটা প্রমাণিত? আমিতো কুরআন কারীম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করেছি, কিন্তু কোন জায়গায়ইতো এটা পাইনি।’ তখন ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ ‘আপনি কি সূরা আন‘আমের (وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ হতে وَيَحْيَى وَعِيسَى পর্যন্ত) এই আয়াতগুলি পাঠ করেননি?’ হাজ্জাজ উত্তরে বলেন ঃ ‘হ্যাঁ, পড়েছি।’ তিনি তখন বলেন ঃ ‘এখানে ঈসাকে (আঃ) ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে, অথচ তাঁরতো পিতাই ছিলনা। শুধুমাত্র কন্যার সম্পর্কের কারণেই তাঁকে সন্তান ধরা হয়েছে। তাহলে কন্যার সম্পর্কের কারণে হাসান (রাঃ) ও হুসাইনকে (রাঃ) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তান বলা হবেনা কেন?’ হাজ্জাজ তখন বলেন ঃ ‘আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।’ (দুররুল মানসুর ৩/৩১১)

এ কারণেই যখন কোন লোক স্বীয় মীরাস নিজের সন্তানের নামে অসিয়ত করে কিংবা ওয়াকফ বা হিবা করে, তখন ঐ সন্তানদের মধ্যে কন্যার সন্তানদেরও ধরে নেয়া হয়। কিন্তু যখন সে পুত্রদের নামে অসিয়ত বা ওয়াক্‌ফ করে তখন নির্দিষ্টভাবে ঔরষজাত পুত্র বা পুত্রের পুত্ররাই হকদার হয়ে থাকে। অন্যান্যরা বলে থাকেন যে, এতে কন্যার সন্তানেরাও শামিল থাকবে।

وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ আল্লাহ তা‘আলার এই উক্তির (৬ ঃ ৮৭) মধ্যে ‘নসল’ ও ‘নসব’ এই দু’টিরই উল্লেখ রয়েছে এবং হিদায়াত ও মনোনয়ন

সবারই উপর প্রযোজ্য হয়েছে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ আমি তাদেরকে মনোনীত করেছি এবং সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছি।

শির্ক সমস্ত আমলকে ধ্বংস করে, এমনকি নাবীদের (আঃ) আমলও

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ذَلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন।

এরপর তিনি বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ যদি তারা শির্ক করত তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই পণ্ড হয়ে যেত। এখানে এটা বলাই উদ্দেশ্য যে, শির্কটা কতইনা কঠিন ব্যাপার এবং এর পরিণাম কতই না জঘন্য। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ

তোমার প্রতি, তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী হয়েছে; তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কাজ নিস্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৫) এই বাক্যটি শর্তের স্থানে রয়েছে, আর শর্তের জন্য এটা যরুরী নয় যে, ওটা সংঘটিত হবেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْعَـٰبِدِينَ

বল ঃ দয়াময় ‘রাহমানের’ কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮১) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّٱتَّخَذْنَـٰهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَـٰعِلِينَ

আমি যদি ক্রীড়ার উপকরণ চাইতাম তাহলে আমি আমার নিকট যা আছে তা দিয়েই ওটা করতাম। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১৭) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৪)

أُوْلَـــئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ এরা সেই লোক যাদেরকে আমি কিতাব, শাসনভার ও নাবুওয়াত দান করেছি। আর এদের কারণেই আমি আমার বান্দাদেরকে নি‘আমাত ও দীনের অধিকারী করেছি। বিশেষ করে মাক্কার অধিবাসীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। (তাবারী ১১/৫১৫, ৫১৬) এটা ইব্ন আব্বাস (রাঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীদের উক্তি। সুতরাং যদি এই লোকেরা অর্থাৎ মাক্কাবাসী নাবুওয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের স্থলে এমন লোকদেরকে নিয়োগ করব যারা ওটা অস্বীকার করবেনা, বরং তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এখন ঐ অস্বীকারকারীরা কুরাইশই হোক অথবা অন্য কেহই হোক, আরাবী হোক কিংবা আজমীই হোক অথবা আহলে কিতাবই হোক, ওদের স্থলে অন্য জাতিকে অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারগণকে এবং তাদেরকে যারা অনুসরণ করবে তাদেরকে নিয়োগ করব। তারা আমার কোন কথাকেই এমন কি একটি অক্ষরকেও অস্বীকার করবেনা এবং প্রত্যাখ্যানও করবেনা। বরং তারা কিয়ামাত পর্যন্ত কুরআনুল হাকীমের সমস্ত আয়াতের উপরই বিশ্বাস রাখবে। আয়াতগুলি স্পষ্ট মর্ম বিশিষ্টই হোক অথবা অস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট হোক। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে তার ঐ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা পেয়েছেন তাঁর দয়া/করুনা, রাহমাত ও হিদায়াত। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দা ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

أُوْلَـــئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ উল্লিখিত নাবীরা এবং তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোন এমনই লোক, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন, সুতরাং তুমি তাদের অনুসরণ কর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য যখন এই আদেশ, তখন তাঁর উম্মাততো তাঁরই অনুসারী, সুতরাং তাদের উপরও যে এই আদেশই প্রযোজ্য এটা বলাই বাহুল্য।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হয়েছিল– সূরা ص এ কি সাজদাহ রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ।’ অতঃপর তিনি وَوَهَبْنَا لَهُ

إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ হতে فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ পর্যন্ত আয়াতগুলি পাঠ করে বলেন ঃ তিনি (আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাঃ) তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত।

মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন, ইব্ন আব্বাসকে (রাঃ) এ সম্পর্কে আরও জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ ‘তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে তাঁদের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৪৪)

قُلْ لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا হে নাবী! তুমি লোকদেরকে বলে দাও, আমি তোমাদের কাছে এই কুরআন প্রচারের বিনিময়ে কোন কিছুই যাঞ্চা করছিনা।

إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ এটি হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশের ভাণ্ডার, যেন তারা এর মাধ্যমে গুমরাহী থেকে হিদায়াতের দিকে আসতে পারে এবং কুফরী ছেড়ে ঈমান আনতে পারে।

৯১। এই লোকেরা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি। কেননা তারা বলল ঃ আল্লাহ কোন মানুষের উপর কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি; তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা রূপে যে কিতাব মূসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খন্ড খন্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশ গোপন করছ। (ঐ কিতাব দ্বারা) তোমাদেরকে বহু বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব-	٩١. وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنتُمْ

পুরুষরা জানতেনা। তুমি বলে দাও ঃ তা আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে তাদের বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক।	وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۖ قُلِ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
৯২। আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুব বারাকাতময় কিতাব এবং পূর্বের সকল কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে, যেন তুমি কেন্দ্রীয় মাক্কা নগরী এবং ওর চতুস্পার্শ্বস্থ জনপদের লোকদেরকে ওর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন কর। যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে তারা এই কিতাবকেও বিশ্বাস করবে এবং ওর প্রতি ঈমান আনবে, আর তারা নিয়মিতভাবে সালাতও আদায় করে।	٩٢. وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلْنَـٰهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْـَٔاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

মানুষ ছাড়া অন্য কারও প্রতি অহী নাযিল করা হয়নি

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, তারা যখন আল্লাহর রাসূলকে অবিশ্বাস করল তখন বুঝা গেল যে, তারা আল্লাহ তা'আলার মর্যাদার হক আদায় করলনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি কুরাইশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১১/৫২৪) আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, এটা ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। ঐ নির্বোধদের উক্তি এই যে, আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেননি। শানে নুযূল হিসাবে প্রথম উক্তিটিই সঠিকতম। কেননা এ আয়াতটি মাক্কায় অবতীর্ণ হয়। আর ইয়াহুদীরা এ কথা বলতনা যে, মানুষের

উপর কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়নি। কেননা তারা এটা স্বীকার করে যে, তাওরাত মূসার (আঃ) উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। মাক্কার অধিবাসী কুরাইশ ও আরাবরাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করত। তাদের দলীল ছিল এই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ এবং মানুষের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়না। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২) আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولاً. قُل لَّوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَـٰٓئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولاً

‘আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?’ তাদের এই উক্তিই বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। বল ঃ মালাইকা যদি নিশ্চিত হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করত তাহলে আমি আকাশ হতে মালাককেই তাদের নিকট রাসূল করে পাঠাতাম। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯৪-৯৫) এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে বলেন ঃ

وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ

আল্লাহর যেরূপ মর্যাদা দেয়া উচিত তা তারা দেয়নি। অর্থাৎ তারা বলল যে, আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছু অবতীর্ণ করেননি।

قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ আল্লাহ মূসার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। যে কিতাব লোকদের উপর নূর ও হিদায়াত রূপে প্রমাণিত হয়েছে। মূসা (আঃ) কর্তৃক পেশকৃত কিতাব ‘তাওরাত’ কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা এবং সবাই এ কথা অবগত যে, মূসা ইব্ন ইমরানের (আঃ) কিতাব আল্লাহ কর্তৃকই অবতারিত ছিল, যদ্দারা মানুষ হিদায়াতের আলো লাভ করত এবং সন্দেহের অন্ধকারে সোজা সরল পথ খুঁজে পেত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

Contents

تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا তোমরা তাওরাতকে খণ্ড খণ্ড করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, কিন্তু তা থেকে কপি করে অন্য কাগজে লিখতে গিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পরিবর্ধনও করতে রয়েছ। আর বলতে রয়েছ যে, এটাও আল্লাহরই আয়াত। এ জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, কিছু কিছু প্রকৃত আয়াত প্রকাশ করছ বটে, কিন্তু অধিকাংশ আয়াতকেই তোমরা গোপন করছ। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ এই কিতাবের মাধ্যমে তোমরা এমন কিছু জেনেছ যা তোমরাও জানতেনা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও। অর্থাৎ হে কুরাইশের দল! কে এই কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে অতীতের সংবাদ রয়েছে এবং ভবিষ্যত বাণীও বিদ্যমান আছে? যেগুলি না তোমরা জানতে, আর না তোমাদের বাপ-দাদারা জানত। যখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ এর উত্তর তুমি নিজেই প্রদান কর যে, এই কুরআন আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। এটা হচ্ছে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) তাফসীরের বর্ণনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বাতিল ধারণার উপর ছেড়ে দাও, তারা খেলা করতে থাকুক। অবশেষে মৃত্যুর পর তাদের বিশ্বাসের চক্ষু খুলে যাবে এবং পরিশেষে তারা জানতে পারবে যে, চুড়ান্ত সাফল্য তাদের, নাকি আল্লাহভীরু বান্দাদের। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى

এই কুরআন হচ্ছে অত্যন্ত বারাকাতময় এবং এই কিতাব পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবকে সত্যায়িত করে থাকে। এ কিতাব তিনি এই জন্যই অবতীর্ণ করেছেন যেন তুমি এর মাধ্যমে মাক্কা এবং ওর চতুস্পার্শ্বে বসবাসকারী আরাব গোত্রগুলোকে এবং আরাব ও অনারাবের আদম সন্তানদেরকে কুফর ও শির্কের ভয়াবহ পরিনাম থেকে ভীতি প্রদর্শন করতে পার। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ
ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ
ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَـٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আন। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৮) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৯) এবং

وَمَن يَكۡفُرۡ بِهِۦ مِنَ ٱلۡأَحۡزَابِ فَٱلنَّارُ مَوۡعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا

কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ‘ফুরকান’ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسۡلَمۡتُمۡۚ فَإِنۡ أَسۡلَمُواْ فَقَدِ
ٱهۡتَدَواْۖ وَّإِن تَوَلَّوۡاْ فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَٰغُۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِٱلۡعِبَادِ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র এবং আল্লাহ বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যেগুলি আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের কেহকেই দেয়া হয়নি। ওগুলির মধ্যে একটি এই যে, প্রত্যেক নাবী নির্দিষ্টভাবে নিজের কাওমের নিকটেই প্রেরিত হয়েছিলেন, আর আমি সারা

বিশ্ববাসীর কাছেই প্রেরিত হয়েছি। (ফাতহুল বারী ৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এই কিতাবের (কুরআনের) উপরও বিশ্বাস রাখে যা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ তারা এমনই মু'মিন যে, তারা স্বীয় সালাতসমূহের পাবন্দী করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা তাদের উপর ফারয করেছেন তারা সেইভাবেই সালাত আদায় করে।

৯৩। আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলে ঃ আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার উপর প্রকৃত পক্ষে কোন অহী নাযিল করা হয়নি এবং যে ব্যক্তি এও বলে ঃ যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন, তদ্রূপ আমিও আনয়ন করছি। আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা	٩٣. وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمۡ يُوحَ إِلَيۡهِ شَيۡءٞ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثۡلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۗ وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ

তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবূল করা হতে অহংকার করেছিলে।	عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَـٰتِهِۦ تَسْتَكْبِرُونَ
৯৪। আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে-ছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ, আর আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশ-কারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা আল্লাহর শরীক দাবী করতে; বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্কতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, আর তোমরা যা কিছু ধারণা করতে তা সবই আজ তোমাদের নিকট থেকে উধাও হয়ে গেছে।	٩٤. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَٰدَىٰ كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَـٰكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَـٰٓؤُا۟ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অহী প্রাপ্তির দাবী করে সে হল সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারীদের চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? সে তাঁর শরীক স্থাপন করছে বা বলছে যে, তাঁর সন্তান রয়েছে, কিংবা দাবী করছে যে,

আল্লাহ তাকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন, অথচ তাকে পাঠানো হয়নি। ইকরিমাহ (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতটি মুসাইলামা কায্যাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১১/৫৩৩-৫৩৫)

وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যে বলে, আল্লাহ যেমন কুরআন অবতীর্ণ করেছেন আমিও তদ্রূপ অবতীর্ণ করতে পারি। অর্থাৎ সে দাবী করছে যে, আল্লাহর মত সেও অহী অবতীর্ণ করতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَـٰتُنَا قَالُواْ قَدۡ سَمِعۡنَا لَوۡ نَشَآءُ لَقُلۡنَا مِثۡلَ هَـٰذَآ ۙ إِنۡ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ

তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩১)

মৃত্যুর সময় এবং বিচার দিবসে অপরাধীদের অবস্থা

আল্লাহ সুবহানাহু বলেন, وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ হে নাবী! তুমি যদি ঐ সময়ের অবস্থা দেখতে, যে সময় যালিমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় পরিবেষ্টিত হবে! وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ মালাইকা প্রহার করার জন্য হাত উঠাবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

لَئِنۢ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ

তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত প্রসারিত কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيَبۡسُطُوٓاْ إِلَيۡكُمۡ أَيۡدِيَهُمۡ وَأَلۡسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ

এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ২) যাহহাক (রহঃ) ও আবূ সালিহ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ভাবার্থ হচ্ছে শাস্তির জন্য হাত উঠানো। (তাবারী ১১/৫৩৯) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَـٰرَهُمْ

তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৫০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ ঐ মালাইকা তাদের দেহ থেকে প্রাণ বের করার জন্য তাদের দিকে তাঁদের হাত প্রসারিত করবেন। তারা তাদেরকে আঘাত/প্রহার করবেন এবং বলবেন, তোমরা তোমাদের প্রাণগুলো বের করে দাও। যখন কাফিরদের মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হবে তখন মালাইকা তাদেরকে শাস্তি, শৃংখল, জাহান্নাম, গরম পানি এবং আল্লাহর গযবের সংবাদ প্রদান করবেন। তখন তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসতে অস্বীকার করবে এবং তাদের দেহের মধ্যে এদিক ওদিক লুকাতে চেষ্টা করবে। সেই সময় মালাইকা তাদেরকে প্রহার করতে থাকবেন যে পর্যন্ত না তাদের আত্মাগুলো বেরিয়ে আসে। আর তারা বলবেন ঃ

أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ নিজেদের প্রাণগুলো বের করে দাও। তোমরা যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে তারই শাস্তি স্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানজনক আযাব প্রদান করা হবে। মু’মিন ও কাফিরদের মৃত্যু সম্পর্কীয় বহু হাদীস অথবা মুতওয়াতির বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে পার্থিব জগতে ও পরকালে সঠিক কথার উপর অটল রাখবেন।

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ

যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ২৭) অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছ, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৪) এ কথা তাদেরকে কিয়ামাতের দিন বলা হবে। যেমন আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدۡ جِئۡتُمُونَا كَمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ أَوَّلَ مَرَّةِۭ

আর তাদেরকে তোমার রবের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে ঃ তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেইভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৮) তিনি আরও বলেন ঃ

وَتَرَكۡتُم مَّا خَوَّلۡنَٰكُمۡ وَرَآءَ ظُهُورِكُمۡ

আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৪) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ইব্ন আদম (আদম সন্তান) বলে ঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদতো এতটুকুই যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ, যা পরিধান করে পুরানো করেছ এবং যা দান-খাইরাত করেছ এবং যা জমা করেছ (উত্তম আমলের মাধ্যমে)। এ ছাড়া তোমার সমস্ত সম্পদ অন্যের জন্য। (তুমি রেখে গেলে)।’ (মুসলিম ৪/২২৭৩)

হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন, কিয়ামাত দিবসে আদম সন্তানকে আল্লাহর কাছে নিয়ে আসা হবে। মহান আল্লাহ তা‘আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ তুমি (পৃথিবীতে) যা সংগ্রহ করেছিলে তা কোথায়? সে উত্তর দিবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমি যা কিছু উপার্জন করেছি তা সবই দুনিয়ায় চিরতরে রেখে এসেছি। তখন আল্লাহ তাকে বলবেন ঃ হে আদম সন্তান! তুমি এখানের জন্য তোমার অগ্রে কি কি (সৎ আমল) পাঠিয়েছ? তখন সে জানতে পারবে যে, তার নিজের জন্য আখিরাতের উদ্দেশে সে কিছুই প্রেরণ করেনি। হাসান বাসরী (রহঃ) অতঃপর নিম্নের এ আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ *আর তোমরা আমার কাছে নিঃসঙ্গ এসেছো, যেভাবে প্রথমবার আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম, আর যা কিছু আমি তোমাদেরকে দিয়েছিলাম তা তোমরা নিজেদের পশ্চাতেই ছেড়ে এসেছ।* ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء এর দ্বারা তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হচ্ছে। কেননা তারা দুনিয়ায় মূর্তির পূজা

করত এবং মনে করত যে, ওগুলি পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে তাদের জন্য উপকারী হবে। কিন্তু কিয়ামাতের দিন সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। পথভ্রষ্টতা শেষ হয়ে যাবে, মূর্তিগুলোর রাজত্বের অবসান ঘটবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবেন ঃ

أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

তোমরা যাদেরকে আমার শরীক গণ্য করতে তারা কোথায়? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬২) তাদেরকে আরও বলা হবে ঃ

وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তারা কোথায়, তোমরা যাদের ইবাদাত করতে আল্লাহর পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম? (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৯২-৯৩) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء আমিতো তোমাদের সাথে তোমাদের সেই সুপারিশকারীদেরকে দেখছিনা যাদের সম্বন্ধে তোমরা দাবী করতে যে, তারা তোমাদের কাজ-কর্মে আমার শরীক। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে! তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُوا۟ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ وَرَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا۟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا۟ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণকারীরা বলবে ঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রুপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা আগুন হতে উদ্ধার পাবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬-১৬৭) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা, এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১) তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّمَا ٱتَّخَذۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡثَٰنًا مَّوَدَّةَ بَيۡنِكُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ ثُمَّ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُم بِبَعۡضٖ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا وَمَأۡوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّٰصِرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছ পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ২৫) আর এক স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقِيلَ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ

তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। তখন তারা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দিবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৪) আরও বলা হয়েছে ঃ

وَيَوۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ

আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি মুশরিকদেরকে একত্রিত করব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ২৮)

وَضَلَّ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ

আর যে সব মিথ্যা মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩০)

৯৫। নিশ্চয়ই দানা ও বীজ দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ। তিনিই জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং	٩٥. إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلۡحَبِّ وَٱلنَّوَىٰۖ يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ

তিনিই প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে নিগর্তকারী; তিনিইতো আল্লাহ, তাহলে তোমরা কোথায় যাচ্ছো?	ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ
৯৬। তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে বিশ্রামকাল এবং সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন; এটা হচ্ছে সেই পরম পরাক্রান্ত ও সর্ব পরিজ্ঞাতার (আল্লাহর) নির্ধারণ।	٩٦. فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ
৯৭। আর তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার স্থল ভাগে এবং সমুদ্রে। নিশ্চয়ই আমি প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি ঐ সমস্ত লোকের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।	٩٧. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ তিনি যমীনের বপনকৃত দানাকে উপরে এনে চৌচির করে দেন এবং তার থেকে বিভিন্ন প্রকারের সব্জি ও

বর্ধনশীল উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। ওগুলির রং পৃথক, আকৃতি এবং কান্ড পৃথক। فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى এর তাফসীরে বলা হয়েছে যে, তিনি একটা প্রাণহীন জিনিসের মধ্য থেকে একটা প্রাণযুক্ত জিনিস অর্থাৎ উদ্ভিদ সৃষ্টি করেন এবং জীবন্ত থেকে নির্জীব সৃষ্টি করেন। যেমন বীজ ও দানা যা হচ্ছে নির্জীব জিনিস, এটা থেকে তিনি জীবন্ত উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য, যা তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩)

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, প্রাণহীন ডিম হতে জীবন্ত মুরগী সৃষ্টি হয়, কিংবা এর বিপরীত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে পাপাচারের ঔরষে সৎ সন্তানের জন্মলাভ এবং সৎ ব্যক্তির ঔরষে পাপাচার ছেলের জন্মলাভ। কেননা সৎ ব্যক্তি জীবিতের সাথে তুলনীয় এবং পাপী লোক মৃতের সাথে তুলনীয়। এ ছাড়া আরও বহু অর্থ হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ذَلِكُمُ اللّٰهُ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ এ সবকিছু আল্লাহই করে থাকেন যিনি হচ্ছেন এক, যাঁর কোন অংশীদার নেই। তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ দিকে যাচ্ছ? সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কারও ইবাদাত করার কারণ কি? আলো ও অন্ধকারের সৃষ্টিকর্তাতো তিনিই। যেমন তিনি অত্র সূরার শুরুতেই বলেছেন ঃ

وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَـٰتِ وَٱلنُّورَ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন আলো ও অন্ধকার। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১) অর্থাৎ তিনি দিনের আলোকের মধ্য থেকে রাতের অন্ধকারকেও বের করেন, আবার তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনের আলোকে বের করেন যা সারা প্রান্তকে উজ্জ্বলময় করে। রাত শেষে অন্ধকার দূর হয় এবং উজ্জ্বল দিন প্রকাশিত হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ

তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৫৪) এভাবে মহান আল্লাহ পরস্পর বিপরীতমুখী জিনিসগুলি সৃষ্টি করে স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতার

পরিচয় দিয়েছেন। এ জন্যই তিনি বলেন যে, তিনি রাতের মধ্য থেকে দিনকে বের করেন। وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا রাতকে তিনি বিশ্রামকাল করেছেন যেন সবকিছু তাতে শান্তি ও আরাম লাভ করতে পারে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَٱلضُّحَىٰ. وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ

শপথ পূর্বাহ্নের এবং শপথ রাতের যখন ওটা সমাচ্ছন্ন করে। (সূরা দুহা, ৯৩ ঃ ১-২) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ. وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

শপথ রাতের যখন ওটা আচ্ছন্ন করে, শপথ দিনের যখন ওটা উদ্ভাসিত করে। (সূরা লাইল, ৯২ ঃ ১-২) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا. وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا

শপথ দিনের, যখন ওটা ওকে প্রকাশ করে। শপথ রাতের, যখন ওটা ওকে আচ্ছাদিত করে। (সূরা শাম্‌স, ৯১ ঃ ৩-৪) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمۡسَ ضِيَآءً وَٱلۡقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ

আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫) যেমন তিনি বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسۡبَحُونَ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱلشَّمۡسَ وَٱلۡقَمَرَ ۖ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَٰتُۢ بِأَمۡرِهِۦٓ

সূর্য এবং চাঁদ আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই আদেশে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন ঃ

ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ এটা তারই নির্ধারিত পরিমাণ, যিনি মহাপরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। কেহ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেনা। কেহই তাঁর অগোচরে থাকতে সক্ষম নয়, সেটা যমীন কিংবা আসমানের অণু পরিমাণই জিনিস হোক না কেন।

আল্লাহ তা'আলা যেখানেই রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টির কথা বর্ণনা করেছেন সেখানেই তিনি বাক্যকে عَزِيْزٌ ও عَلِيْمٌ শব্দ দ্বারাই শেষ করেছেন। যেমন এখানেও (৬ ঃ ৯৬) ঐ নিয়মের ব্যক্তিক্রম ঘটেনি। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ. وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৭-৩৮) মহান আল্লাহ যমীন, আসমান এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহের সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ

وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ

এবং আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা ওগুলির সাহায্যে অন্ধকারে পথের সন্ধান পেতে পার, স্থলভাগেও এবং সমুদ্রেও। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই তারকাগুলি প্রথমতঃ হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্য, দ্বিতীয়তঃ এগুলি শাইতানদের প্রতি নিক্ষেপ করা হয় এবং তৃতীয়তঃ এগুলির মাধ্যমে স্থলভাগ ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ চেনা যায়। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের কেহ কেহ বলেছেন যে, তারকারাজি সৃষ্টির মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি উদ্দেশ্যই নিহিত রয়েছে। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। যদি কেহ মনে করেন যে, এই তিনটি উদ্দেশ্য ছাড়া আরও উদ্দেশ্য রয়েছে তাহলে তিনি ভুল বুঝেছেন এবং কুরআনের আয়াতের উপর

বাড়াবাড়ি করেছেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ আমি প্রমাণসমূহ খুব বিশদভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং সত্য ও ন্যায়কে চিনে নিয়ে অসত্য ও অন্যায়কে পরিহার করে।

৯৮। তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (প্রত্যেকের জন্য) একটি স্থান অধিক দিন থাকার জন্য এবং একটি স্থান অল্প দিন থাকার জন্য রয়েছে, এই নিদর্শনসমূহ আমি তাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করলাম যাদের বুদ্ধি বিবেচনা আছে।	٩٨. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَٰتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ
৯৯। আর তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন, ওর সাহায্যে সব রকমের উদ্ভিদ আমি (আল্লাহ) উৎপন্ন করি; অতঃপর তা থেকে সবুজ শাখা বের করি, ফলতঃ তা থেকে আমি উপর্যুপরি উত্থিত বীজ উৎপন্ন করি। এবং খেজুর বৃক্ষ থেকে অর্থাৎ ওর পুস্পকণিকা থেকে ছড়া হয় যা নিম্ন দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর আঙ্গুরসমূহের উদ্যান এবং যাইতুন ও আনার যা পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত। প্রত্যেক ফলের প্রতি লক্ষ্য কর যখন ওটা ফলে এবং ওর পরিপক্ক হওয়ার প্রতি লক্ষ্য কর। এই সমুদয়ের মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে	٩٩. وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟

إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَيَنۡعِهِۦٓۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمۡ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ	**তাদেরই জন্য যারা ঈমান রাখে।**

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ তিনিই তোমাদেরকে একটি আত্মা আদম (আঃ) থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১)

فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ এ দু’টি শব্দের ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ আবদুর রাহমান আস সুলামী (রহঃ), কায়িস ইব্ন আবূ হাযিম (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), ‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন যে, مُسْتَقَرٌّ শব্দ দ্বারা মায়ের গর্ভকে বুঝানো হয়েছে। আর مُسْتَوْدَعٌ শব্দ দ্বারা পিতার পিঠকে (কটিদেশ) বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১১/৫৬৫-৫৭০) ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) প্রমুখ কিছু মনীষীর মতে مُسْتَقَرٌّ হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থান এবং مُسْتَوْدَعٌ হচ্ছে মৃত্যুর পর পরকালের অবস্থান।

قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ আমি নিদর্শনসমূহ ঐসব লোকের জন্য সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছি যারা বুঝে অর্থাৎ আল্লাহর কালাম ও ওর অর্থ সম্পর্কে যারা সম্যক জ্ঞান রাখে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء তিনিই সেই আল্লাহ যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ওর সাহায্যে তিনি সব রকমের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন। তারপর তা থেকে সবুজ শাখা বের করেন অর্থাৎ চারাগাছ উৎপন্ন করেন। অতঃপর তাতে তিনি দানা ও ফল সৃষ্টি করেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ كُلَّ شَيۡءٍ حَيٍّ

এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩০) এর ফলেই ভূমিতে শস্য ও সবুজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ঐসব গাছে আবার দানা ও ফল সৃষ্টি হয়। ওগুলির মধ্য থেকে আমি এমন দানা বের করে থাকি যা গুচ্ছ হিসাবে একে অপরের সাথে জড়িয়ে থাকে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, **قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ** দ্বারা ঐ ছোট ছোট খেজুর গাছ বুঝানো হয়েছে যেগুলির গুচ্ছ মাটির সাথে লেগে থাকে। (তাবারী ১১/৫৭৬) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ **وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ** ‘আঙ্গুরের বাগানসমূহ’ অর্থাৎ আমি যমীনে আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করেছি। মহান আল্লাহ খুরমা ও আঙ্গুরের বর্ণনা দিয়েছেন। কেননা হিজাযবাসীদের কাছে এ দু’টি ফলই সর্বোত্তম ফল বলে গণ্য হয়। শুধু হিজাযবাসী নয়, বরং সারা দুনিয়ার লোক এ দু’টি ফলকে সর্বোত্তম ফল মনে করে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিচ্ছেন ঃ

وَمِن ثَمَرَٰتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلۡأَعۡنَٰبِ تَتَّخِذُونَ مِنۡهُ سَكَرٗا وَرِزۡقًا حَسَنًا

আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৭) এটা হচ্ছে মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার আয়াত। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَعَلۡنَا فِيهَا جَنَّٰتٖ مِّن نَّخِيلٖ وَأَعۡنَٰبٖ

তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৪) তিনি আরও বলেন ঃ

انظُرُواْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ আমি যাইতুন ও আনারেরও বাগান করে দিয়েছি যা পাতা ও আকৃতির দিক দিয়ে একে অপরের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বটে, কিন্তু ফল, গঠন, স্বাদ এবং স্বভাব ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক! (তাবারী ১১/৫৭৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ যখন ফল পেকে যায় তখন ঐগুলির প্রতি লক্ষ্য কর! অর্থাৎ হে মানুষ! তোমরা আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ যে, তিনি কিভাবে ওগুলিকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। ফল ধরার পূর্বে গাছগুলিতো জ্বালানী কাঠ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। এই কাঠের মধ্য থেকেই মহান আল্লাহ এসব সুমিষ্ট খুরমা, আঙ্গুর এবং অন্যান্য ফল বের করেছেন! যেমন তিনি বলেন ঃ

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ
وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ

পৃথিবীতে রয়েছে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড; ওতে আছে আঙ্গুর-কানন, শষ্যক্ষেত্র, একাধিক শির বিশিষ্ট অথবা এক শির বিশিষ্ট খর্জুর-বৃক্ষ, সিঞ্চিত একই পানিতে; এবং ফল হিসাবে ওগুলির কতককে কতকের উপর আমি শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৪) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে বলেন ঃ হে লোকেরা! এগুলি আল্লাহর ব্যাপক ক্ষমতা ও পূর্ণ নৈপুন্যের পরিচয় বহন করছে। ঈমানদার লোকেরাই এগুলি বুঝতে পারে এবং তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করে থাকে!

১০০। আর এই (অজ্ঞ) লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ আল্লাহই ঐগুলিকে সৃষ্টি করেছেন, আর না জেনে না বুঝে তারা তাঁর জন্য পুত্র কন্যা রচনা করে; তিনি মহিমান্বিত (পবিত্র), এদের আরোপিত বিশেষণগুলি হতে বহু উর্ধ্বে তিনি।	١٠٠. وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ

মূর্তি পূজকদের তিরস্কার প্রদান

এখানে মুশরিকদের কথাকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক বানিয়ে নেয় এবং শাইতানের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। যদি প্রশ্ন করা

হয় যে, তারাতো মূর্তিগুলোর পূজা করত, তাহলে শাইতানের পূজা করার ভাবার্থ কি? উত্তরে বলা যাবে যে, তারাতো শাইতান কর্তৃক পথভ্রষ্ট হয়ে এবং তার অনুগত হয়েই মূর্তিপূজা করত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَـٰنًا مَّرِيدًا.
لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ
خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا
مُّبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا

তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নারী মূর্তিদেরকেই আহ্বান করে এবং তারা বিদ্রোহী শাইতানকে ব্যতীত আহ্বান করেনা। আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং শাইতান বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। যে আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শাইতানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৭-১২০) যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলেছিলেন ঃ

يَـٰٓأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّا

হে আমার পিতা! শাইতানের ইবাদাত করনা; শাইতান আল্লাহর অবাধ্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪৪) যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০-৬১) কিয়ামাতের দিন মালাইকা বলবেন ঃ

سُبْحَـٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۖ بَلْ كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

আপনি পবিত্র, মহান! আমাদের সাহায্যকারী আপনিই, তারা নয়, তারাতো পূজা করত জিনদের এবং তাদের অধিকাংশই ছিল তাদের প্রতি বিশ্বাসী। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪১) এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ এই মুশরিকরা শাইতানদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছে, অথচ তাদেরকেও এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তারা আল্লাহর সাথে তাঁরই মাখলূক বা সৃষ্টিকে কি করে পূজা করছে! যেমন ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

সে বলল ঃ তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৫-৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ তারা না জেনে, না বুঝে আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা সাব্যস্ত করে। এখানে আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলীর মধ্যে বিভ্রান্তির ব্যাপারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে। যেমন ইয়াহুদীরা বলে যে, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র, অথচ তিনি একজন পয়গম্বর। আর খৃষ্টানরা বলে যে, ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং আরাবের মুশরিকরা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা বলত। এই অত্যাচারীরা যে উক্তি করছে, আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

خَرَقُوْا শব্দের অর্থ হচ্ছে, তারা মন দ্বারা গড়িয়ে নিয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা অনুমান করে নিয়েছে। আউফী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে–তারা মীমাংসা করে নিয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে তারা মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়েছে। ভাবার্থ হল এই যে, যাদেরকে তারা ইবাদাতে শরীক করে নিচ্ছে তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলাই সৃষ্টি করেছেন। যিনি আল্লাহ, কি করে তাঁর পুত্র, কন্যা কিংবা স্ত্রী থাকতে পারে! এ জন্যই তিনি বলেন ঃ তিনি মহিমান্বিত, তাদের আরোপিত বিশেষণগুলো হতে বহু উর্ধ্বে।

১০১। তিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা; তাঁর সন্তান হবে কি করে? অথচ তাঁর জীবন সঙ্গিনীই কেহ নেই। তিনিই প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস সম্পর্কে তাঁর ভাল রূপে জ্ঞান রয়েছে।

١٠١. بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌ وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ صَـٰحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىۡءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىۡءٍ عَلِيمٌ

‘বাদী’ (بَدِي) শব্দের অর্থ

আল্লাহ তা‘আলাই হচ্ছেন আসমান ও যমীনের উদ্ভাবক ও সৃষ্টিকর্তা। এ দু’টি সৃষ্টি করার সময় কোন নমুনা তাঁর সামনে ছিলনা। মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) প্রমুখ বলেন, বিদ‘আতকে বিদ‘আত বলার কারণ এই যে, পূর্ব যুগে এর কোন নযীর ছিলনা। (তাবারী ২/৫৪০) মানুষ কোন আমলকে নিজের পক্ষ থেকে আবিষ্কার করে নিয়ে ওকে সাওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَّهُ صَاحِبَةٌ আল্লাহর সন্তান হবে কিরূপে? তাঁরতো জীবন সঙ্গিনী নেই। সন্তানতো দু’টি অনুরূপ জিনিসের মাধ্যমে জন্মলাভ করে! আর আল্লাহর অনুরূপ কেহই নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحۡمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدۡ جِئۡتُمۡ شَيۡـًٔا إِدًّا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক ভয়ংকর কথার অবতারণা করেছ। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৮৯)

তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁরই সৃষ্ট জীব কিরূপে তাঁর স্ত্রী হতে পারে? তাঁর মর্যাদার সমতুল্যতো কোন কিছু নেই। কি রূপে তাঁর সন্তান জন্ম লাভ করতে পারে? আল্লাহর সত্তা এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

১০২। তিনি আল্লাহ, তোমাদের রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা'বূদ নেই, প্রত্যেক বস্তুরই স্রষ্টা তিনি, অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর, তিনিই সব জিনিসের উপর দায়িত্বশীল।	١٠٢. ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ خَٰلِقُ كُلِّ شَيْءٖ فَٱعْبُدُوهُۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٖ وَكِيلٞ
১০৩। কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।	١٠٣. لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَٰرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ

আল্লাহ সবার প্রভু/রাব্ব

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ তিনিই তোমাদের প্রভু যিনি প্রত্যেক জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তিনিই প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর এবং তাঁর একাত্মবাদ স্বীকার করে নাও। তাঁর কোন সন্তান নেই, পিতা নেই, জীবন সঙ্গিনী নেই এবং সমতুল্যও কেহ নেই।

لا إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বূদ নেই, প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা তিনিই। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদাত করবে। প্রত্যেক বস্তুর উপর তিনি রক্ষক। প্রত্যেক জিনিসের তিনি তদারককারী। তিনিই জীবিকা দান করেন। রাত ও দিন তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

Contents

সবার প্রভু আল্লাহকে পরকালে দেখা যাবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ لَّا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ কারও দৃষ্টি তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারেনা। এই মাসআলায় পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের থেকে সহীহ, সুনান ও মুসনাদ গ্রন্থে বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। একটি উক্তি এই যে, পরকালে চক্ষু দ্বারা তাঁকে দেখা যাবে বটে, কিন্তু দুনিয়ায় তাঁকে দেখা যাবেনা। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে এটাই প্রমাণিত আছে। যেমন মাসরূক (রহঃ) আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় রাব্বকে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছে। কেননা আল্লাহ তা‘আলাতো বলছেন ঃ তাঁকে কারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারেনা, আর তিনি সকল দৃষ্টিকে পরিবেষ্টনকারী। (৬ ঃ ১০৩) (ফাতহুল বারী ৮/৪৭২, মুসলিম ১/১৫৯৬, ৬/৪৯; তিরমিযী ৮/৪৪১, নাসাঈ ৬/৩৩৫)

আবূ মূসা আল আশ’আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা নিদ্রা যাননা এবং নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে শোভনীয়ও নয়। তিনি দাঁড়িপাল্লা দাঁড় করে রেখেছেন। দিনের আমলগুলি রাতের পূর্বে এবং রাতের আমলগুলি দিনের পূর্বে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তাঁর পর্দা হচ্ছে আলো বা আগুন। যদি উহা সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে তাঁর জ্যোতি সারা সৃষ্ট বস্তুকে জ্বালিয়ে দিবে। (মুসলিম ১/১৬২)

পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা মূসাকে (আঃ) বলেছিলেন ঃ ‘হে মূসা! কোন প্রাণী আমার ঔজ্জ্বল্য পেয়ে জীবিত থাকতে পারেনা এবং কোন শুষ্ক বস্তু ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারেনা।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ
قَالَ سُبْحَـٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে এলো তখন সে বলল ঃ আপনি মহিমাময়, আপনার পবিত্র সত্তার কাছে আমি তাওবাহ করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৪৩) এই আয়াত কিয়ামাত দিবসে তাঁর দর্শনকে অস্বীকার করেনা। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয়

মু’মিন বান্দাদের উপর নিজকে প্রকাশ করবেন তাঁর অভিপ্রায় অনুযায়ী। দৃষ্টিসমূহ তা পূরাপুরিভাবে পরিবেষ্টন করতে পারবেনা। এ কারণেই **لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ** এ আয়াতের আলোকে আয়িশা (রাঃ) আখিরাতে দেখতে পাওয়ার প্রতি স্বীকৃতি দান করেন এবং দুনিয়ায় দেখাকে অস্বীকার করেন। সুতরাং *‘ইদরাক’* যা অস্বীকার করছে তা হচ্ছে ঐ শ্রেষ্ঠত্ব ও দর্শন পাওয়া যা পৃথিবীতে কোন মানব বা মালাইকার পক্ষে সম্ভব নয়।

ইরশাদ হচ্ছে **وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ** তিনি সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী। কেননা তিনিই মানুষের চক্ষু সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি তা পরিবেষ্টন করতে পারবেননা কেন? তিনি বলেন ঃ

أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেননা? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ১৪) আবার এও হতে পারে যে, ‘সকল দৃষ্টি’ বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের দৃষ্টিশক্তি রয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন এই যে, কেহই তাকে (ইহজীবনে) দেখতে পাবেনা, কিন্তু তিনি তাঁর সকল সৃষ্ট জীবকে দেখতে রয়েছেন। আবুল আলিয়া (রহঃ) **وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** আয়াতের অর্থ করেছেন ঃ তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী, অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী এবং অনুদঘাটন থেকে উদঘাটনকারী। মহান আল্লাহ লুকমানের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

يَـٰبُنَىَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٍ مِّنۡ خَرۡدَلٍ فَتَكُن فِى صَخۡرَةٍ أَوۡ فِى
ٱلسَّمَـٰوَٲتِ أَوۡ فِى ٱلۡأَرۡضِ يَأۡتِ بِہَا ٱللَّهُ‌ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

হে বৎস! কোন কিছু যদি সরিষার দানা পরিমানও হয় এবং তা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ ওটাও হাযির করবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্ব বিষয়ে খবর রাখেন। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৬)

১০৪। এখন নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে	١٠٤. قَدۡ جَآءَكُم بَصَآٮِٕرُ مِن

Contents

رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ	সত্য দর্শনের উপায়সমূহ পৌঁছেছে, অতএব যে ব্যক্তি নিজের গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করবে সে নিজেরই কল্যাণ সাধন করবে, আর যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর আমিতো তোমাদের প্রহরী নই।
١٠٥. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ	১০৫। এ রূপেই আমি নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করি, যেন লোকেরা না বলে - তুমি কারও নিকট থেকে পাঠ করে নিয়েছ, আর যেন আমি একে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য প্রকাশ করে দিই।

দলীল-প্রমাণ বা بَصَائِر এর অর্থ

بَصَائِر শব্দের অর্থ হচ্ছে দলীল প্রমাণাদী এবং নিদর্শনাবলী যা কুরআনুম মাজীদে রয়েছে এবং যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলি অনুযায়ী কাজ করল সে নিজেরই উপকার সাধন করল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

অতএব যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই পথে আসবে; আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে তার পথভ্রষ্টতা তারই উপরে বর্তাবে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০৮) এ জন্যই এখানে মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا যে অন্ধ থাকবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে বলেন ঃ **وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظ** হে রাসূল! তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমিতো তোমাদের প্রহরী নই। আমি শুধুমাত্র একজন প্রচারক। হিদায়াতের মালিকতো আল্লাহ। তিনি যাকে চান হিদায়াত করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَات এ রূপেই আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করে থাকি। যেমন তিনি এই সূরায় একাত্মবাদের বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করেও যে, মুশরিক ও কাফিরেরা বলে ঃ হে মুহাম্মাদ! আপনি এইসব কথা পূর্ববর্তী কিতাবগুলো হতে নকল করেছেন এবং ওগুলো শিখে আমাদেরকে শোনাচ্ছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) যাহহাক (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ উক্তি করেছেন। (তাবারী ১২/২৭)

তাবারানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমর ইব্‌ন কাইসান (রহঃ) বলেন যে, তিনি ইব্‌ন আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছেন ঃ ‘দারাস্তা’ অর্থ হচ্ছে পাঠ করা এবং তর্ক-বিতর্ক করা। (তাবারানী ১১/১৩৭) কাফিরদের অস্বীকার এবং ঔদ্ধত্যতার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার আর একটি আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ إِفْكٌ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمًا وَزُورًا. وَقَالُوٓاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِىَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

কাফিরেরা বলে ঃ এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছু নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেছে; অবশ্যই তারা যুল্‌ম ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। তারা বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪-৫) মিথ্যাবাদী কাফিরদের নেতা ওয়ালিদ ইব্‌ন মুগিরাহ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ

সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল এবং ঘোষণা করল, এ তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। এটাতো মানুষেরই কথা। (৭৪ ঃ ১৮-২৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ আমি একে জ্ঞানবান লোকদের জন্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে থাকি যারা সত্যকে জেনে নেয়ার পর ওর অনুসরণ করে এবং মিথ্যা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। কাফিরদের পথভ্রষ্টতা এবং মু’মিনদের সত্যকে স্বীকার করে নেয়ার মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার কৌশল ও যৌক্তিকতা রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرٗا وَيَهۡدِي بِهِۦ كَثِيرٗا

তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لِّيَجۡعَلَ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ
وَٱلۡقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمۡ

এটা এ জন্য যে, শাইতান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের হৃদয় পাষাণ। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৫৪) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا جَعَلۡنَآ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَٰٓئِكَةٗۙ وَمَا جَعَلۡنَا عِدَّتَهُمۡ إِلَّا فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ
كَفَرُواْ لِيَسۡتَيۡقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَيَزۡدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَٰنٗاۙ وَلَا
يَرۡتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۙ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ

وَٱلْكَـٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

আমি তাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী। কাফিরদের পরীক্ষা স্বরূপ। আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে কিতাবীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিরেরা বলবে ঃ আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (৭৪ ঃ ৩১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪) কুরআন মু'মিনদের জন্য যে হিদায়াত স্বরূপ এবং হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতা যে তাঁরই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এ সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে। এ জন্যই এখানে তিনি বলেন ঃ 'এ রূপেই তিনি নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন ধারায় বিশ্বাসীদের জন্য প্রকাশ করেন এবং তাঁর ইচ্ছাধীনেই মানুষের সৎ পথ কিংবা অসৎ পথ প্রাপ্তি।

١٠٦. ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ	**১০৬। তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে যে অহী নাযিল হয়েছে, তুমি তারই**

مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ	অনুসরণ করে চল, তিনি ছাড়া অন্য কেহই মা’বূদ নেই, আর অংশীবাদীদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।
١٠٧. وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا۟ ۗ وَمَا جَعَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ	১০৭। আর আল্লাহর যদি অভিপ্রায় হত তাহলে এরা শির্‌ক করতনা; আর আমি তোমাকে এদের রক্ষক নিয়ুক্ত করিনি এবং তুমি তাদের উপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত নও।

অহীর অনুসরণ করার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর উম্মাতকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ তোমরা অহীরই অনুসরণ কর এবং ওর উপরই আমল কর। কেননা এটাই সত্য এবং এতে কোন ভেজাল বা মিশ্রণ নেই। বলা হয়েছে ঃ

وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ আর তোমরা এই মুশরিকদেরকে এড়িয়ে চল, তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তারা যে কষ্ট দিচ্ছে তা সহ্য করে নাও যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে আল্লাহ তাদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম করেন। জেনে রেখ যে, তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার মধ্যে আল্লাহর নৈপুন্য নিহিত রয়েছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে সারা দুনিয়াবাসীই হিদায়াত লাভ করত এবং মুশরিকরা শির্‌কই করতনা। এর মধ্যে মহান আল্লাহর বিশেষ নিপুণতা রয়েছে। তিনি যা কিছু করেন তাতে প্রতিবাদ করার অধিকার কারও নেই। বরং তাঁর কাছেই সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। হে নাবী! আমি তোমাকে তাদের পর্যবেক্ষক নিয়ুক্ত করিনি। তাদের মনে যা আসে তাই তাদেরকে বলতে ও করতে দাও। আমি তোমার উপর তাদের দেখা শোনার ভার অর্পণ করিনি। তুমি তাদেরকে আহার্যও প্রদান করছনা। তোমার কাজতো শুধু প্রচার করা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (৮৮ ঃ ২১-২২) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّمَا عَلَيۡكَ ٱلۡبَلَٰغُ وَعَلَيۡنَا ٱلۡحِسَابُ

তোমার কর্তব্য শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা'দ, ১৩ ঃ ৪০)

১০৮। এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদাত (পূজা-অর্চনা) করে তোমরা তাদেরকে গালাগালি করনা, তাহলে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালাগালি দিতে শুরু করবে। আমিতো এ রূপেই প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্য তাদের 'আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে তাদের রবের কাছে ফিরে যেতে হবে, তখন তারা কি কি কাজ করেছিল তা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন।

١٠٨. وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ
يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟
ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٍۗ كَذَٰلِكَ
زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمۡ ثُمَّ إِلَىٰ
رَبِّهِم مَّرۡجِعُهُمۡ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا
كَانُوا۟ يَعۡمَلُونَ

দেব-দেবীদের গালি দিতে নিষেধাজ্ঞা, যাতে কাফিরেরা আল্লাহকে গালি না দেয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে, তাঁরা যেন মুশরিকদের দেবতাগুলোকে গালাগালি না করে। এতে কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও এর ফলে ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদ বিসম্বাদ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাদের দেবতাদেরকে গালি দিলে তারাও মুসলিমদের প্রভু আল্লাহকে গালি দিবে। মুশরিকরা বলত ঃ 'হে মুহাম্মাদ! আপনারা আমাদের দেবতাদের গালি দেয়া হতে বিরত থাকুন, নতুবা আমরাও আপনাদের প্রভুর নিন্দা করব।' তাই আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের দেবতাদেরকে গালি দিতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করলেন। (তাবারী ১২/৩৪)

Contents

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুসলিমরা কাফিরদের মূর্তিগুলোকে গালি দিতেন। তখন কাফিরেরাও হাকীকত না বুঝে বৈরীভাব নিয়ে আল্লাহ তা‘আলাকে মন্দ বলত। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘তারা অজ্ঞতা বশতঃ বৈরীভাবে আল্লাহকেই গালি দিতে শুরু করবে।’ (আবদুর রাযযাক ২/২১৫) সুতরাং তাদের দেবতাদেরকে গালি দেয়ার যৌক্তিকতা থাকলেও এই অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা এতে বিবাদ বিসম্বাদ আরও বেড়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে তার মাতা-পিতাকে গালি দেয় সে অভিশপ্ত!’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন লোক কি তার মাতা-পিতাকে গালি দিতে পারে?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘যে কোন লোকের পিতাকে গালি দেয়, তখন লোকটি গালিদানকারীর পিতাকে গালি দেয় এবং যে কোন লোকের মাকে গালি দেয়, সে তখন এর মাকে গালি দেয়, সুতরাং প্রথম লোকটি যেন নিজের মাতা-পিতাকেই গালি দিল।’ (ফাতহুল বারী ১০/৪১৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ এভাবেই আমি প্রতিটি জনগোষ্ঠির জন্য তাদের আমলকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি। অর্থাৎ যেমন এই কাওম মূর্তির প্রতি আসক্তিকেই পছন্দ করেছে, তদ্রূপ পূর্ববর্তী উম্মাতও পথভ্রষ্ট ছিল এবং তারাও নিজেদের আমলকেই পছন্দ করত।

আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা তাই করেন এবং তাতেই নিপুণতা নিহিত থাকে। ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ শেষ পর্যন্ত মানুষকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেইদিন তারা তাদের দুনিয়ার কৃত কার্যগুলি ভাল কি মন্দ তা জানতে পারবে। যদি সেগুলি ভাল হয় তাহলে তারা ভাল বিনিময় পাবে এবং যদি মন্দ হয় তাহলে মন্দ বিনিময়ই প্রাপ্ত হবে।

১০৯। আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে শপথ করে তারা বলে ঃ কোন নিদর্শন (মু‘জিযা) তাদের কাছে এলে তারা ঈমান আনবে; তুমি বলে দাও ঃ নিদর্শনগুলি সমস্তই আল্লাহর অধিকারে, আর (হে

١٠٩. وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ
أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ
لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْءَايَـٰتُ

عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ	মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা!
١١٠. وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ	১১০। আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব।

মু‘জিযা দেখতে চাওয়া এবং এরপর ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি

মুশরিকরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন মু‘জিযা দেয়া হয় এবং তার দ্বারা অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয় তাহলে ঈমান আনব। তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, মু‘জিযাতো আল্লাহ তা‘আলার কাছে রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে মু‘জিযা প্রদান করবেন, ইচ্ছা না করলে করবেননা।

কেহ কেহ বলেছেন যে, يُشْعِرُكُمْ দ্বারা মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা যেন তাদেরকে বলছেন, যে ঈমানযুক্ত কথাগুলি বারবার শপথ করে বলা হচ্ছে সেগুলি কি তোমরা প্রকৃতই সত্য মনে করছ?

বলা হয়েছে যে, وَمَا يُشْعِرُكُمْ দ্বারা মু’মিনদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ‘হে মু’মিনগণ! তোমরা কি জান যে, এই নিদর্শনগুলি প্রকাশিত হওয়ার পরেও এরা ঈমান আনবেনা?’

وَمَا يُشْعِرُكُمْ ... এই আয়াতের লুকায়িত ভাবার্থ হচ্ছে, হে মু’মিনগণ! তোমাদের কাছে এর কি প্রমাণ আছে যে, এরা এদের চাওয়া নিদর্শন ও মু‘জিযা দেখে অবশ্যই ঈমান আনবে?

مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ

‘আমি যখন তোকে সাজদাহ করতে (আদমকে) আদেশ করলাম তখন কোন বস্তু তোকে নতঃ শির হতে নিবৃত্ত করল?’ (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২)

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

‘যে সব জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীদের ফিরে না আসা অবধারিত।’ (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৯৫) এই আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে ঃ ওহে ইবলীস! কিসে তোকে সাজদাহ করা হতে বিরত রাখল? অথচ আমিতো তোকে তা করতে আদেশ করেছি। দ্বিতীয় আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যে জনপদ ধ্বংস করা হয়েছে তা আর কখনও ওর অস্তিত্বে ফিরে আসবেনা। এখন (৬ ঃ ১০৯) আয়াতের ভাবার্থ দাড়াচ্ছে এই যে, হে বিশ্বাসীগণ! কিসে তোমাদের এই ধারনা জন্মেছে যে, যদি অবিশ্বাসীদের প্রতি নিদর্শন অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা তা বিশ্বাস করবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে আমি তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। অর্থাৎ তাদের অস্বীকার ও কুফরীর কারণে আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তর এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবেন। তারা এখন কিছুই মানতে রাজী নয়। তাদের মধ্যে ও ঈমানের মধ্যে বিচ্ছেদ এসে গেছে। তারা সারা দুনিয়ার নিদর্শন ও মু‘জিযা দেখলেও ঈমান আনবেনা। যেমন প্রথমবার তাদের মধ্যে ও তাদের ঈমানের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছিল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা যা বলবে তা বলার পূর্বেই আল্লাহ ওর সংবাদ দিয়েছেন এবং তারা যে আমল করবে, পূর্বেই তিনি সেই খবর দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

সর্বজ্ঞের ন্যায় কেহই তোমাকে অবহিত করতে পারেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪)

أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَٰحَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ

যাতে কেহকেও বলতে না হয় ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৬)

لَوۡ أَنَّ لِی كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ

আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটত তাহলে আমি সৎ কর্মশীল হতাম। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৫৮)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ যদি তাদেরকে দুনিয়ায় পুনরায় ফিরিয়ে দেয়াও হয় তথাপি তখনও তারা হিদায়াতের উপর থাকবেনা। তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَوۡ رُدُّوا۟ لَعَادُوا۟ لِمَا نُهُوا۟ عَنۡهُ وَإِنَّهُمۡ لَكَـٰذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়াও হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা’ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২৮) অর্থাৎ দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার পরেও তারা পূর্বের মতই ঈমান আনবেনা। কেননা এই সময়ের ন্যায় ঐ সময়েও আল্লাহ তাদের অন্তর ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাবেন এবং আবারও তাদের মধ্যে ঈমানের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিবেন।

সপ্তম পারা সমাপ্ত।

১১১। আমি যদি তাদের কাছে মালাকও অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুও যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ।

١١١. وَلَوۡ أَنَّنَا نَزَّلۡنَآ إِلَیۡهِمُ ٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَحَشَرۡنَا عَلَیۡهِمۡ كُلَّ شَیۡءࣲ قُبُلࣰا مَّا كَانُوا۟ لِیُؤۡمِنُوۤا۟ إِلَّاۤ أَن یَشَاۤءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ یَجۡهَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ যারা শপথ করে করে বলে যে, তারা কোন নিদর্শন ও মু‘জিযা দেখতে পেলে অবশ্যই ঈমান আনবে, তাদের প্রার্থনা যদি আমি কবূল করি এবং তাদের উপর মালাইকাও অবতীর্ণ করি যারা রাসূলদেরকে সত্যায়িত করবে এবং তোমার (মুহাম্মাদ সঃ) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করবে, তথাপিও তারা ঈমান আনবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা তাদের উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন ঃ

أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ قَبِيلًا

অথবা আল্লাহ ও মালাক/ফেরেশতাকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৯২)

قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ

তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১২৪)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করিনা কেন? তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা সীমা লংঘন করেছে গুরুতর রূপে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১) আর যদি মালাইকাও তাদের কাছে এসে কথা বলে এবং রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে ও সমস্ত জিনিসের ভান্ডার তাদের কাছে এনে জমা করে দেয়, তথাপি তারা ঈমান আনবেনা। قُبُلاً শব্দটিকে কেহ কেহ قَاف এ যের দিয়ে এবং بَاءকে যবর দিয়ে পড়েছেন, যার অর্থ হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আবার কেহ কেহ দু’টিকেই পেশ দিয়ে পড়েছেন, যার কারণে অর্থ দাঁড়িয়েছে ঃ দলে দলে লোক এসেও যদি রাসূলদেরকে সত্যায়িত করে তথাপিও তারা ঈমান আনবেনা। হিদায়াত দানতো একমাত্র আল্লাহর হাতে। যতই লোক হোক না কেন তাদেরকে হিদায়াত করতে পারবেনা। তিনি যা চান তা’ই করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لَا يُسۡـَٔلُ عَمَّا يَفۡعَلُ وَهُمۡ يُسۡـَٔلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৩) যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭)

১১২। আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য বহু শাইতানকে শত্রুরূপে সৃষ্টি করেছি; তাদের কতক মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন শাইতানের মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর, ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। তোমার রবের ইচ্ছা হলে, তারা এমন কাজ করতে পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের মিথ্যা রচনাগুলিকে বর্জন করে চলবে।	١١٢. وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ
১১৩। যারা পরকালের প্রতি ঈমান রাখেনা তাদের অন্তরকে ঐ দিকে অনুরক্ত হতে দাও; এবং তারা যেন তাতে সন্তুষ্ট থাকে,	١١٣. وَلِتَصۡغَىٰٓ إِلَيۡهِ أَفۡـِٔدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ

আর তারা যেসব কাজ করে তা যেন তারা আরও করতে থাকে।	بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا۟ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ

প্রত্যেক নাবীরই শত্রু ছিল

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার যেমন বিরোধিতাকারী ও শত্রু রয়েছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নাবীদেরও বিরোধিতাকারী ও শত্রুতাকারী ছিল। সুতরাং তুমি তাদের বিরোধিতার কারণে দুঃখিত হয়োনা। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরও বলেন ঃ

مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

তোমার সম্বন্ধেতো তাই বলা হয় যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে। তোমার রাব্ব অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ

এভাবেই প্রত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। তোমার জন্য তোমার রাব্ব পথ প্রদর্শক, সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩১) ওয়ারাকা ইব্ন নাওফল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এই কুরাইশরা আপনার সাথে শত্রুতা করবে এবং যে নাবীই আপনার অনুরূপ কথা স্বীয় উম্মাতকে বলেছেন তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। [বুখারী ৩] আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ নাবীদের শত্রুরা হচ্ছে মানুষ ও জিনদের মধ্যকার শাইতানরা। আর শাইতান এমন সবাইকেই বলা হয় যাদের দুষ্টামির কোন নযীর থাকেনা। ঐ রাসূলদের শত্রুতা ঐ শাইতানরা ছাড়া আর কে’ই বা করতে পারে যারা তাঁদেরই জাতি ও শ্রেণীভুক্ত? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, জিনদের মধ্যেও

শাইতান আছে এবং মানুষের মধ্যেও শাইতান রয়েছে। তারা নিজ নিজ দলভুক্তদেরকে পাপকাজে কুমন্ত্রণা শিক্ষা দিয়ে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا তারা একে অপরকে কতগুলো মনোমুগ্ধকর, ধোঁকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে। ফলে দীনহীন লোকেরা ধোকায় পরে ও প্রতারিত হয়ে বিপথে ধাবিত হয়। একমাত্র তোমার রাব্ব যাকে চান তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা। কারণ তাঁর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শাইতানের কিছুই করণীয় নেই। فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের বানোয়াট রচনাগুলিকে বর্জন কর। এ আয়াত দ্বারা মুসলিমদের বলা হচ্ছে যে, তারা যেন দুষ্ট লোকদের অন্যায় আচরণে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখে। কারণ তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহই তাদেরকে সাহায্য করার জন্য যথেষ্ট।

وَلَتَصْغَى إِلَيْهِ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এ উক্তির অর্থ এই যে, যারা পরকালের উপর বিশ্বাস করেনা তারা এসব শাইতানের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তাদের বন্ধু ও সহায়ক হয়ে যায়। (তাবারী ১২/৫৮) তারা একে অপরকে খুশি করতে থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَـٰتِنِينَ. إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ

তোমরা এবং তোমরা যাদের ইবাদাত কর, তোমরা কেহই কেহকেও আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা, শুধু প্রজ্জ্বলিত আগুনে প্রবেশকারীকে ব্যতীত। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৬১-১৬৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

তোমরাতো পরস্পর বিরোধী কথায় লিপ্ত। যে ব্যক্তি সত্যভ্রষ্ট সে’ই তা পরিত্যাগ করে। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৮-৯) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ হে নাবী! যদি তারা শাইতান হতে বিভ্রান্ত হতে থাকে এবং লোকেরা তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তারা যা উপার্জন করতে রয়েছে তা তাদেরকে উপার্জন করতে দাও। (তাবারী ১২/৫৯)

১১৪। (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) তাহলে কি আমি আল্লাহকে বর্জন করে অন্য কেহকে মীমাংসাকারী ও বিচারক রূপে অনুসন্ধান করব? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে এই কিতাবকে বিস্তারিতভাবে অবতীর্ণ করেছেন! আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা জানে যে, এই কিতাব তোমার রবের পক্ষ হতেই যথার্থ ও সঠিকভাবে অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের মধ্যে শামিল হয়োনা।	١١٤. أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَٰبَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ
১১৫। তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ, তাঁর বাণী পরিবর্তনকারী কেহই নেই, তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।	١١٥. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলেন, أَفَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا হে নাবী! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে দাও ঃ আমি কি আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে ছাড়া আর কেহকেও বিচারক ও মীমাংসাকারী রূপে অনুসন্ধান করব? অথচ তিনি তোমাদের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। শুধু তোমাদের জন্য নয়, বরং এই কিতাব তিনি আহলে কিতাবদের জন্যও অবতীর্ণ করেছেন। ইয়াহুদী ও নাসারারা সবাই এটা জানে যে, এই কিতাব সত্য সত্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকেই

অবতীর্ণ হয়েছে। কেননা তোমাদের ব্যাপারে তাদের কিতাবে পূর্ববর্তী নাবীগণের মাধ্যমে শুভ সংবাদ জানানো হয়েছে। সুতরাং তোমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়োনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِن كُنتَ فِى شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ

অতঃপর (হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৪) এই আয়াতটি শর্তরূপে এসেছে, আর শর্ত প্রকাশিত হওয়া যরুরী নয়। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সন্দেহও করিনা এবং জিজ্ঞেস করারও আমার প্রয়োজন নেই।

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً হে নাবী! তোমার রবের বাণী সত্যতা ও ইনসাফের দিক দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন, যা কিছু তিনি বলেন তার সবই সত্য। (তাবারী ১২/৬৩) তা যে সত্য এতে কোন সন্দেহই থাকতে পারেনা। আর যা কিছু তিনি হুকুম করেন তা ইনসাফ ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা। তিনি যা থেকে বিরত থাকতে বলেন তা বাতিল ও ভিত্তিহীনই হয়ে থাকে। তিনি খারাপ ও অন্যায় থেকেই বিরত থাকতে বলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

আর সে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৭)

لاَّ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর হুকুম পরিবর্তনকারী কেহই নেই। তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন এবং তাদের সমুদয় কাজ সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। প্রত্যেক আমলকারীর আমলের বিনিময় তিনি আমল অনুযায়ীই দিয়ে থাকেন।

Contents

১১৬। তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারাতো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে, আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।	١١٦. وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ هُمۡ إِلَّا يَخۡرُصُونَ
১১৭। কোন্ ব্যক্তি আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত হয়েছে তা তোমার রাব্ব নিশ্চিতভাবে অবগত আছেন, আর তিনি তাঁর পথের পথিকগণ সম্পর্কেও খুব ভালভাবে জ্ঞাত রয়েছেন।	١١٧. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِۦۖ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ

বেশীর ভাগ লোকই বিভ্রান্ত

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ বানী আদমের অধিকাংশের অবস্থা বিভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدۡ ضَلَّ قَبۡلَهُمۡ أَكۡثَرُ ٱلۡأَوَّلِينَ

তাদের আগেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৭১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩) তারা ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। মজার কথা এই যে, তাদের আমলের উপর তাদের নিজেদেরই সন্দেহ রয়েছে। তারা মিথ্যা ধারণার উপর বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছে। তারা অনুমানে কথা বলছে এবং সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছে।

خَرْصٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে আন্দাজ ও অনুমান করা। বৃক্ষ ও চারা গাছের অনুমান করাকে বলা হয় خَرْصُ النَّخْلِ বা খেজুর গাছের অনুমান করণ।

আল্লাহ তা‘আলার পথ হতে বিভ্রান্ত পথিককে তিনি ভালভাবেই জানেন। এ জন্যই তিনি বিভ্রান্তকারীর জন্য বিভ্রান্ত হওয়ার পথকে সহজ করে দেন।

هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِه আর যারা সুপথ প্রাপ্ত, তিনি তাদের সম্পর্কেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের জন্যও হিদায়াতকে সহজ করে দেন। যে জিনিস যার জন্য সমীচীন তাই তিনি তার জন্য সহজ করে দেন।

১১৮। অতএব যে জীবকে আল্লাহর নাম নিয়ে যবাহ করা হয়েছে তা তোমরা আহার কর, যদি তোমরা আল্লাহর বিধানের প্রতি ঈমান রাখ।	١١٨. فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كُنتُم بِـَٔايَٰتِهِۦ مُؤۡمِنِينَ
১১৯। যে জন্তুর উপর যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে, তা আহার না করার তোমাদের কাছে কি কারণ থাকতে পারে? অথচ আল্লাহ তোমাদের উপর যা কিছু হারাম করেছেন তা তিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন, তবে নিরূপায় অবস্থায় তোমরা উক্ত হারাম বস্তুও আহার করতে পার, নিঃসন্দেহে কোন দীনী জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ইচ্ছা, বাসনা ও ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তিতে অনেকে বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে, নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব	١١٩. وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا لَّيُضِلُّونَ بِأَهۡوَآئِهِم بِغَيۡرِ عِلۡمٍۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ

بِٱلۡمُعۡتَدِينَ	**সীমা লংঘনকারীদের সম্পর্কে ভালভাবেই ওয়াকিফহাল।**

আল্লাহর নামে যবাহ করতে হবে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে অনুমতি দিচ্ছেন যে, কোন জীবকে যবাহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা হলে তারা সেই জীবের গোশত খেতে পারে। অর্থাৎ যে জন্তুকে আল্লাহর নাম না নিয়ে যবাহ করা হয় তা হারাম। যেমন কাফির কুরাইশরা মৃত জন্তুকে ভক্ষণ করত এবং যে জন্তুগুলোকে মূর্তি ইত্যাদির নামে যবাহ করা হত সেগুলোকেও খেত। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ যে জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে তা তোমরা খাবেনা কেন? তিনিতো হারাম জিনিসগুলো তোমাদের জন্য বর্ণনা করে দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তবে হ্যাঁ, অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় পতিত হলে সবকিছুই তোমাদের জন্য হালাল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মতবাদের উল্লেখ করে বলেন ঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

তারা কিভাবে নিজেদের জন্য এবং গাইরুল্লাহর নামে যবাহকৃত জন্তুকে হালাল করে নিয়েছে? তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতার কারণে স্বীয় কুপ্রবৃত্তির পিছনে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ ঐ সব সীমা অতিক্রমকারীকে ভালরূপেই অবগত আছেন।

١٢٠. وَذَرُواْ ظَـٰهِرَ ٱلۡإِثۡمِ وَبَاطِنَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡسِبُونَ ٱلۡإِثۡمَ سَيُجۡزَوۡنَ بِمَا كَانُواْ يَقۡتَرِفُونَ	**১২০। তোমরা প্রকাশ্য পাপ কাজ পরিত্যাগ কর এবং পরিত্যাগ কর গোপনীয় পাপ কাজও। যারা পাপ কাজ করে তাদেরকে অতি সত্বরই তাদের মন্দ কাজের প্রতিফল দেয়া হবে।**

ইরশাদ হচ্ছে, তোমরা প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত পাপকাজ পরিত্যাগ কর। মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা ঐ পাপ কাজকে বুঝানো হয়েছে যা প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে করা হয়। (তাবারী ১২/৭৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা গোপনীয় ও প্রকাশ্য এবং কম/বেশি পাপের কাজ বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১২/৭২) অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৩৩) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ যারা পাপের কাজ করে, তাদেরকে সত্বরই তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে, সেই কাজ প্রকাশ্যভাবেই হোক বা গোপনীয়ভাবেই হোক। নাওয়াস ইব্ন সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে إِثْمٌ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার অন্তরে যা খট্কা লাগে এবং তুমি এটা পছন্দ করনা যে, লোকের কাছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ুক তাই إِثْمٌ বা পাপ। (মুসলিম ৪/১৯৮০)

১২১। আর যে জন্তু যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না তা তোমরা আহার করনা। কেননা এটা গর্হিত বস্তু, শাইতানরা নিজেদের সঙ্গী সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে পারে। যদি তোমরা তাদের ‘আকীদাহ্ বিশ্বাস ও কাজে আনুগত্য কর তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে।

١٢١. وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

Contents

আল্লাহ ছাড়া আর কারও নামে যবাহ করা খাদ্য হালাল নয়

এই আয়াতে এটাই বলা হয়েছে যে, যখন কোন জন্তুকে যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম নেয়া হবেনা তখন সেটা হালাল নয়, যদিও যবাহকারী মুসলিম হয়। দলীল হিসাবে তাঁরা পেশ করেছেন শিকার সম্পর্কীয় নিম্নের আয়াতটি ঃ

فَكُلُوا۟ مِمَّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ

তারা (শিকারী জন্তু) যা শিকার করে আনে তা তোমরা খাও এবং ওগুলিকে শিকারের জন্য পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪) মহান আল্লাহ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ দ্বারা আরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বলা হয়েছে যে, এরূপ যবাহকৃত জন্তু খাওয়া গর্হিত কাজ। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, ذُبِحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করা গর্হিত কাজ। আর যবাহ করা ও শিকার করার সময় আল্লাহর নাম নেয়ার যে হাদীসগুলি এসেছে সেগুলি হচ্ছে আদী ইব্‌ন হাতিম (রাঃ) ও আবূ সা'লাবাহ (রহঃ) বর্ণিত হাদীস। তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

'যখন তোমরা তোমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশে পাঠাবে এবং পাঠানোর সময় বিসমিল্লাহ বলবে তখন যদি কুকুর তোমাদের জন্য শিকার ধরে নিয়ে আসে তাহলে তা তোমরা খেতে পার।' (ফাতহুল বারী ৯/১৩৭, ৫২৪; মুসলিম ৩/১৫২৯, ১৫৩২) রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি শিকারীর দ্বারা ধৃত প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় এবং যবাহ করার সময় যদি আল্লাহর নাম নেয়া হয় তাহলে তা থেকে তোমরা আহার কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদেরকে বলেন ঃ 'তোমাদের জন্য প্রত্যেক সেই অস্থি বা হাড্ডি হালাল যার উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৪৬, মুসলিম ৩/১৫৫৮) জুনদুব ইব্‌ন সুফিয়ান আল বাযালী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈদ-উল-আযহার দিন যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে যবাহ করল, তার উচিত, সে যেন ঈদের সালাতের পর পুনরায় আর একটি পশু কুরবানী করে। আর যে ব্যক্তি সালাতের পূর্বে কুরবানী করেনি সে যেন সালাতের পর আল্লাহর নাম নিয়ে কুরবানীর পশু যবাহ করে।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৪৬, মুসলিম ৩/১৫৫১)

শাইতানের কু-মন্ত্রণা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ শাইতানরা তাদের বন্ধুদের কাছে তাদের কথাগুলো অহী করে থাকে, উদ্দেশ্য এই যে, তারা (তাদের বন্ধুরা) যেন তোমাদের (মুসলিমদের) সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারে।' ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, একটি লোক ইব্‌ন উমারকে (রাঃ) বলল ঃ 'মুখতারের এই দাবী যে, তার কাছে নাকি অহী আসে?' ইব্‌ন উমার (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ 'সে সত্য কথাই বলেছে।' অতঃপর তিনি إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ ... এই আয়াতটি পাঠ করেন। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৪/১৩৭৯)

আবূ যামীল (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ আমি একদা ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে বসেছিলাম। সেই সময় মুখতার হাজ্জ করতে এসেছিল। তখন একটি লোক ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে এসে বলে, 'হে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)! আবূ ইসহাক (অর্থাৎ মুখতার) ধারণা করছে যে, আজ রাতে নাকি তার কাছে অহী এসেছে।' এ কথা শুনে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'সে সত্য বলেছে।' আমি তখন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম এবং মনে মনে ভাবলাম যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) তাকে সত্যায়িত করছেন! অতঃপর ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অহী দুই প্রকার। একটি হচ্ছে আল্লাহর অহী এবং অপরটি হচ্ছে শাইতানের অহী। আল্লাহর অহী আসে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এবং শাইতানের অহী এসে থাকে তার বন্ধুদের নিকট। তারপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটিই পাঠ করেন। (তাবারী ১২/৮৬) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে অনুরূপ উক্তিও পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার لِيُجَادِلُوكُمْ এ উক্তি সম্পর্কে ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, 'যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা আহার করনা' প্রসঙ্গে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ শাইতান তার ভক্ত-অনুরক্তদের বলতে থাকে, তোমরা যা হত্যা কর তা থেকে খাও এবং আল্লাহর নামে যেগুলি যবাহ করা হয় তা থেকে খেওনা। (তাবারী ১২/৮১)

সুদ্দী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, মুশরিকরা মুসলিমদেরকে বলেছিল ঃ 'তোমরা এই দাবী করছ যে, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টিই কামনা কর,

অথচ আল্লাহর হত্যাকৃত জীব তোমরা খাওনা, কিন্তু নিজের হত্যাকৃত জীব খাচ্ছ।’ (তাবারী ১২/৮১)

আল্লাহর আদেশের উপর কেহকে অগ্রাধিকার দেয়া শির্ক

আল্লাহ তা‘আলা বলছেন ঃ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ তোমরা যদি তাদের দলীলের প্রতারণায় পড়ে যাও তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, যদি তোমরা তাদেরকে মেনে চল, অর্থাৎ মৃত পশু থেকে আহার কর তাহলে তোমরা মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকেই একই মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১২/৮০) যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَـٰنَهُمۡ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৩১) তখন আদী ইব্ন হাতিম (রাঃ) বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারাতো পুরোহিত নেতাদের ইবাদাত করেনা।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘ঐ নেতা ও পুরোহিতরা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিয়েছে, আর ঐ লোকগুলো এদের কথা মেনে নিয়েছে। ইহাই হচ্ছে তাদের ইবাদাত করা।’ (তিরমিযী ৮/৪৯২)

১২২। এমন ব্যক্তি - যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করতে থাকে, সে কি এমন কোন লোকের মত হতে পারে যে ডুবে আছে অন্ধকারে এবং তা হতে বের হওয়ার পথ পাচ্ছেনা? এ রূপেই	١٢٢. أَوَمَن كَانَ مَيۡتًا فَأَحۡيَيۡنَـٰهُ وَجَعَلۡنَا لَهُۥ نُورًا يَمۡشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ لَيۡسَ بِخَارِجٍ مِّنۡهَا ۚ كَذَٲلِكَ زُيِّنَ

لِلۡكَـٰفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ	**কাফিরদের জন্য তাদের কার্যকলাপ মনোমুগ্ধকর করে দেয়া হয়েছে।**

মু’মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য

وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ আল্লাহ তা‘আলা দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করছেন যে, মু’মিন ব্যক্তি, যে প্রথমে মৃত ছিল অর্থাৎ পথভ্রষ্টতায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, হয়রান ও পেরেশান ছিল, তাকে তিনি জীবিত করলেন, অর্থাৎ তার অন্তরে ঈমানরূপ সম্পদ দান করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাওফীক প্রদান করলেন। তার জন্য তিনি একটা নূর বা আলোর ব্যবস্থা করলেন, যার সাহায্যে সে পথ চলতে পারে। এখানে যে নূরের কথা বলা হয়েছে, ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) মতে তা হচ্ছে কুরআনুল কারীম। এ কথা বর্ণনা করেছেন আল আউফী (রহঃ) এবং ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ)। (তাবারী ১২/৯১৪) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ঐ নূর হচ্ছে ইসলাম। (তাবারী ১২/৯১) তবে বিশ্লেষণের দিক দিয়ে উভয়েই সঠিক। এই মু’মিন কি ঐ ব্যক্তির মত হতে পারে যে স্বীয় অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে? সে সেই অন্ধকার থেকে কোনক্রমেই আলোর পথে বের হয়ে আসতে পারছেনা বা সেখান থেকে বের হওয়া তার জন্য কখনও সম্ভবই নয়। যেমন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মাখলূককে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি ওর উপর আলো বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি ঐ নূর বা আলো পেল সে হিদায়াত লাভ করল। আর যে ওটা পেলনা সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্টই থেকে গেল।’ (আহমাদ ২/১৭৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّـٰغُوتُ يُخۡرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَـٰتِۗ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

আল্লাহই হচ্ছেন মু’মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের

অধিবাসী, ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭) আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

أَفَمَن يَمۡشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجۡهِهِۦٓ أَهۡدَىٰٓ أَمَّن يَمۡشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে ঝুঁকে চলে সে কি ঠিক পথে চলে, না কি সেই ব্যক্তি যে সরল পথে চলে? (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২২) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَثَلُ ٱلۡفَرِيقَيۡنِ كَٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡأَصَمِّ وَٱلۡبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِۚ هَلۡ يَسۡتَوِيَانِ مَثَلًاۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন এক ব্যক্তি, যে অন্ধ ও বধির, এবং আর এক ব্যক্তি যে দেখতেও পায় এবং শুনতেও পায়, এই দু’ ব্যক্তি কি তুলনায় সমান হবে? তবুও কি তোমরা বুঝনা? (সূরা হুদ, ১১ ঃ ২৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ. وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ. وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلۡحَرُورُ. وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَحۡيَآءُ وَلَا ٱلۡأَمۡوَٰتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسۡمِعُ مَن يَشَآءُۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ. إِنۡ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ

সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রোদ। আর সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শোনাতে সমর্থ হবেনা যারা কাবরে রয়েছে তাদেরকে। তুমি একজন সতর্ককারী মাত্র। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৯-২৩) এ বিষয়ের উপর কুরআনুল হাকীমে বহু আয়াত রয়েছে। আমরা এর পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা কেন নূরকে এক বচনে এবং অন্ধকারকে বহু বচনে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ তাদের অবাধ্যতার কারণে আমি পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতাকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করেছি। আল্লাহতো সেই মহান সত্তা যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং সকল অংশীদার হতে তিনি মুক্ত।

Contents

১২৩। আর এমনিভাবেই আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত নিজেদের বিরুদ্ধেই। কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারেনা।	١٢٣. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
১২৪। তাদের সামনে যখন কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে ঃ আল্লাহর রাসূলদেরকে যা কিছু দেয়া হয়েছিল, আমাদের অনুরূপ জিনিস না দেয়া পর্যন্ত আমরা ঈমান আনবনা। রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। এই অপরাধী লোকেরা অতি সত্বরই তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে।	١٢٤. وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ

পাপাচারী কাফিরদের ষড়যন্ত্র এবং ওর পরিণাম

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার দেশের বড় বড় লোকেরা যেমন পাপী ও কাফির রূপে প্রমাণিত হয়েছে, যারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ হয়ে আছে এবং অন্যদেরকেও কুফরীর দিকে আহ্বান করছে, আর তোমাকে তোমার শহর থেকে বিতারিত করেছে এবং তোমার বিরোধিতায় ও শত্রুতায় অগ্রগামী হয়েছে, তদ্রূপ তোমার পূর্বের রাসূলদের সাথেও ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা শত্রুতা করেছিল। অতঃপর তারা যে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছিল তাতো অজানা নয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ

এভাবেই প্রত্যেক নাবীর জন্য আমি অপরাধীদের মধ্য থেকে শত্রু করেছি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৩১) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا

যখন আমি কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৬)

ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দেন, কিন্তু তারা আনুগত্য স্বীকারের পরিবর্তে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেন। ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমি সমাজের অভিশপ্ত লোককে তাদের নেতৃত্ব দান করি, ফলে তারা অনাচার-অরাজকতা সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় কঠিন শাস্তির মাধ্যমে তাদেরকে আমি ধ্বংস করি। মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا এ আয়াতের অর্থ করেছেন নেতৃত্ব। (তাবারী ১২/৯৪) আমি বলি যে, আল্লাহ তা'আলার নিম্নের আয়াতটিও প্রযোজ্য ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ. وَقَالُوا۟ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَٰلًا وَأَوْلَـٰدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। তারা আরও বলত ঃ আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৪-৩৫) মহান আল্লাহ কাফিরদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩) مَكْرٌ শব্দের এখানে ভাবার্থ হচ্ছে, তারা নিজেদের বাজে ও অসৎ কথা দ্বারা লোকদেরকে বিভ্রান্তির পথে ডেকে থাকে। যেমন নূহের (আঃ) কাওম সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَكَرُوا۟ مَكْرًا كُبَّارًا

তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّـٰلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ أَندَادًا

হায়! তুমি যদি দেখতে! যালিমদেরকে যখন তাদের রবের সামনে দন্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ প্রতিবাদ করতে থাকবে। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হতাম। যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩১-৩৩) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, সুফিয়ান সাওরী (রহঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমে উল্লিখিত مَكَر এর ভাবার্থ হচ্ছে আমল বা কাজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ তারা শুধু নিজেদেরকে নিজেরা প্রবঞ্চিত করছে, অথচ তারা এই সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পারছেনা। অর্থাৎ এই প্রতারণা এবং অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করার শাস্তি তাদের নিজেদেরই উপর পতিত হবে এটা তারা মোটেই বুঝতে পারছেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ

এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা। (২৯ ঃ ১৩) তিনি আরও বলেন ঃ

وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। হায়! তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ঐ وَإِذَا جَاءتْهُمْ آيَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللّهِ লোকদের কাছে যখন আমার কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে, আমরা কখনও ঈমান আনবনা যে পর্যন্ত না আমাদের কাছে ঐ সমস্ত নিদর্শন পেশ করা হয় যেগুলি আল্লাহর (পূর্ববর্তী) রাসূলদের প্রদান করা হয়েছিল। তারা বলত, দলীল হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মালাইকা/ফেরেশ্তাগণও কেন আগমন করেননা, যেমন তাঁরা রাসূলদের কাছে অহী পৌঁছিয়ে থাকেন? আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا

যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করেনা তারা বলে ঃ আমাদের নিকট মালাক অবতীর্ণ করা হয়না কেন? অথবা আমরা আমাদের রাব্বকে প্রত্যক্ষ করি না কেন? (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২১)

اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ নাবুওয়াতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে রাসূল হওয়ার যোগ্য কে তা আল্লাহ ভালরূপেই জানেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ

এবং তারা বলে ঃ এই কুরআন কেন অবতীর্ণ করা হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩১-৩২) তারা বলল, আমাদের মধ্যে যিনি প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী এবং সম্মানীত তার উপর কেন কুরআন নাযিল করা হলনা, যিনি مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ মাক্কা এবং তায়েফ এ দু’টি শহরের যে কোন একটি শহরের অধিবাসী? অভিশপ্ত কাফিরেরা এ কথা এ জন্য বলত যে, আসলে তারা হিংসার বশবর্তী হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয় চোখে দেখত। আসলে তারা ছিল সত্য ত্যাগকারী অবাধ্য সম্প্রদায়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَٰفِرُونَ

কাফিরেরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু বিদ্রুপের পাত্র রূপেই গ্রহণ করে; তারা বলে ঃ ‘এই কি সে যে তোমাদের দেবতাগুলির সমালোচনা করে?’ অথচ তারাইতো ‘রাহমান’ এর উল্লেখের বিরোধিতা করে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৬) আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا

তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে এবং বলে ঃ এ-ই কি সে, যাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪১) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছিল; পরিণামে তারা যা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তা বিদ্রুপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪১)

Contents

কাফিরেরাও রাসূলের (সাঃ) চারিত্রিক গুণাগুণ স্বীকার করত

ঐ দুর্ভাগারা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফাযীলাত, বংশ মর্যাদা, গোত্রীয় সম্মান এবং তাঁর জন্মভূমি মাক্কার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। আল্লাহ, সমস্ত মালাইকা এবং মু’মিনদের পক্ষ থেকে তাঁর উপর দুরূদ বর্ষিত হোক। এমন কি ঐ লোকগুলো তাঁর নাবুওয়াত লাভের পূর্বেও তাঁর মধুর ও নির্মল চরিত্রের এভাবে স্বীকারোক্তি করেছিল যে, তাঁকে আল-আমীন (বিশ্বস্ত, সত্যবাদী ও আমানাতদার) উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কাফিরদের নেতা আবূ সুফিয়ান পর্যন্ত তাঁর সত্যবাদিতায় এত প্রভাবান্বিত ছিলেন যে, যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাঁর সম্পর্কে এবং তাঁর বংশ সম্পর্কে তাকে (আবূ সুফিয়ানকে) জিজ্ঞাসাবাদ করেন তখন তিনি নিঃসংকোচে উত্তর দেন, আমাদের মধ্যে তিনি অতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোক।’ তারপর হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘এর পূর্বে কখনও তিনি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়েছিলেন কি?’ আবূ সুফিয়ান উত্তরে বলেছিলেন ঃ ‘না।’ যাহোক, এটা খুবই দীর্ঘ হাদীস। এর দ্বারা রোম সম্রাট প্রমাণ লাভ করেছিলেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন যে, এসব হচ্ছে তাঁর নাবুওয়াত ও সত্যবাদিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীমের (আঃ) সন্তানদের মধ্য হতে ইসমাঈলকে (আঃ) মনোনীত করেছেন, বানী ইসমাঈলের মধ্য হতে বানী কিনানাকে মনোনীত করেছেন, বানী কিনানার মধ্য হতে কুরাইশকে বেছে নিয়েছেন, কুরাইশের মধ্য হতে বানী হাশিমকে পছন্দ করেছেন এবং বানী হাশিমের মধ্য হতে আমাকে মনোনীত করেছেন।’ (আহমাদ ৪/১০৭, মুসলিম ৪/১৬৮২) সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘বানী আদমের উত্তম যুগ একের পর এক আসতে রয়েছে। শেষ পর্যন্ত ঐ উত্তম যুগও এসে গেছে যার মধ্যে আমি রয়েছি।’ (ফাতহুল বারী ৬/৬৫৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ *ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার জন্য আল্লাহর নিকট লাঞ্ছনা ও কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে।* এটা রিসালাতের অনুসরণ করা থেকে অহংকারী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য স্বীকার করা হতে বঞ্চিত গর্বকারীর জন্য কঠিন ধমক।

আল্লাহর কাছে তাকে চিরকালের জন্য ঘৃণিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে। অনুরূপভাবে যেসব লোক অহংকার করবে, কিয়ামাতের দিন তাদের ভাগ্যে লাঞ্ছনাই রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৬০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তাদের মন্দ কাজের কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।’ কেননা প্রতারণা সাধারণতঃ গোপনীয়ই হয়ে থাকে। অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ঠকবাজী ও প্রতারণা করাকে مَكْرٌ বলা হয়। এর প্রতিশোধ হিসাবেই মকরকারীকে কিয়ামাতের দিন পূর্ণ শাস্তি প্রদান করা হবে।

তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ তাদের এই ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার কারণেই আল্লাহর নিকট হতে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু তাই বলে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ কারও উপর মোটেই অত্যাচার করেননা। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

তোমার রাব্ব কারও প্রতি যুল্‌ম করেননা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৯)

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ

সেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (৮৬ ঃ ৯) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রত্যেক বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য কিয়ামাতের দিন একটা পতাকা থাকবে এবং ওটা তার নিতম্বের সাথে লেগে থাকবে। বলা হবে, ওটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক গাদ্দার বা বিশ্বাসঘাতক।’ (ফাতহুল বারী ৬/৩২৭, মুসলিম ৪/১৩৬১) এতে হিকমাত এই রয়েছে যে, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা যেহেতু গোপনীয়ভাবে হয়ে থাকে সেহেতু জনগণ তার থেকে সতর্ক থাকার সুযোগ পায়না এবং সে যে প্রতারক এটা তারা জানতেই পারেনা। এ কারণেই কিয়ামাতের দিন ওটা নিজেই একটা পতাকা হয়ে যাবে এবং সেটা প্রতারকের প্রতারণার কথা ঘোষণা করতে থাকবে।

١٢٥. فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ	**১২৫। অতএব আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, ইসলামের জন্য তার অন্তঃকরণ উন্মুক্ত করে দেন, আর যাকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তিনি তার অন্তঃকরণ সংকুচিত করে দেন - খুবই সংকুচিত করে দেন, এমনভাবে সংকুচিত করেন যেন মনে হয় সে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবেই যারা ঈমান আনেনা তাদেরকে আল্লাহ কলুষময় করে থাকেন।**

এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ আল্লাহ যাকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন তার অন্তরকে তিনি ইসলামের জন্য খুলে দেন অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা তার জন্য সহজ করে দেন। এটা ওরই নিদর্শন যে, তার ভাগ্যে মঙ্গল লিখিত আছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٖ مِّن رَّبِّهِۦ

আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার রবের আলোকে আছে সে কি তার সমান (যে এরূপ নয়) । (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ২২)

মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَزَيَّنَهُۥ فِي قُلُوبِكُمۡ وَكَرَّهَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكُفۡرَ وَٱلۡفُسُوقَ وَٱلۡعِصۡيَانَۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلرَّٰشِدُونَ

কিন্তু আল্লাহ তোমাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং উহা তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন; কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে করেছেন তোমাদের নিকট অপ্রিয়। ওরাই সৎ পথ অবলম্বনকারী। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৭) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাওহীদ ও ঈমান কবূল করার মত প্রশস্ততা তার অন্তরে আনয়ন করেন। আবূ মালিক (রহঃ) ও অন্যান্যদের মতে এ ভাবার্থই বেশি প্রকাশমান।

وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন তার অন্তরকে তিনি খুবই সংকীর্ণ করে দেন। অর্থাৎ সে এতদূর পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে যে, তার অন্তর হিদায়াতের জন্য মোটেই প্রশস্ত থাকেনা। ঈমান সেখানে পথ পায়না। হাকাম ইব্‌ন আবান (রহঃ) বলেন, ইকরিমাহ (রহঃ) كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ এ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বলেন যে, আদম সন্তান যেমন সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বাকাশে পৌঁছতে সক্ষম হবেনা তেমনি তাওহীদ এবং ঈমানের স্বাদ তাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে পৌঁছবেনা যতক্ষণ না আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তা তাদের হৃদয়ে পৌঁছানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। (দুররুল মানসুর ৩/৩৫৬)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ এটা হল ঐ ধরনের যে, আল্লাহ তা'আলা অবিশ্বাসী কাফিরদের অন্তরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাদের ভাগ্যলিপির লিখন থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারেনা এবং ঈমান আনার পথ তাদের জন্য রুদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঈমান আনার ব্যাপারে হৃদয়ের যে প্রশস্ততা দরকার তা তাদের নেই, যেমনটি কোন মানুষের আকাশে উর্ধ্বারোহন করার ক্ষমতা এবং শক্তি নেই। (তাবারী ১২/১০৯) তিনি كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ এর ব্যাপারে মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু বলেন যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন তাকে পথভ্রষ্ট করেন, তার হৃদয় সংকুচিত করেন এবং তার ঈমান আনার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শাইতানকে তার সহচর করে দেন এবং শাইতানী কাজ তার পছন্দনীয় হয়ে যায়, যেমন সে পছন্দ করে ঐ সমস্ত লোকদেরকে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে। শাইতান তাদের এই পাপ কাজকে শোভনীয় করে তোলে এবং হিদায়াতের পথ থেকে সরিয়ে ফেলে। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে رِجْس

অর্থ হচ্ছে শাইতান। (তাবারী ১২/১১১) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এ শব্দ দ্বারা ঐ সকলকেই বুঝায় যাদের ভিতর ভাল কোন কিছু নেই। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, 'রিজস' শব্দের অর্থ হচ্ছে নিদারুন যন্ত্রনা। মানুষের ভিতর যারা জিনদের বন্ধু তারা আল্লাহর কাছে এ উত্তর দিবে, যখন দুষ্ট জিনদের প্ররোচনায় বিপথগামী হওয়ার কারণে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হতে থাকবে।

১২৬। আর এটাই হচ্ছে তোমার রবের সহজ সরল পথ, আমি উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি।	١٢٦. وَهَـٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسۡتَقِيمٗاۗ قَدۡ فَصَّلۡنَا ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَذَّكَّرُونَ
১২৭। তাদের জন্য তাদের রবের নিকট রয়েছে এক শান্তির আবাস তাদের কৃতকর্মের কারণে, তিনিই হচ্ছেন তাদের অভিভাবক।	١٢٧. لَهُمۡ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمۡۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন দীন ও হিদায়াতের মর্যাদার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের রবের এটাই সরল সহজ পথ। অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! এই দীন, যা আমি তোমাকে প্রদান করেছি, সেই অহীর মাধ্যমে, যাকে কুরআন বলে, এটাই হচ্ছে সরল সঠিক পথ। যেমন আলী (রাঃ) কুরআনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, ওটা হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম, আল্লাহর দৃঢ় রজ্জু এবং বিজ্ঞানময় বর্ণনা। আল্লাহ বলেন ঃ

قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ আমি কুরআনের আয়াতগুলিকে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। এর দ্বারা ঐ লোকেরাই উপকৃত হবে যাদের জ্ঞান ও বিবেক রয়েছে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাগুলিকে গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা করে এবং ওগুলি বুঝার

চেষ্টা করে, তাদের জন্য কিয়ামাতের দিন জান্নাত ও শান্তির ঘর রয়েছে। জান্নাতকে দারুস সালাম বা শান্তির ঘর বলার কারণ এই যে, যেমন তারা দুনিয়ায় শান্তির পথে চলছে, তেমনই কিয়ামাতের দিনেও তারা শান্তির ঘর লাভ করবে। আল্লাহ তাদের রক্ষক, সাহায্যকারী ও শক্তিদানকারী। কেননা তারা ভাল আমল করে থাকে।

১২৮। আর যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, সেদিন তিনি বলবেন ঃ হে জিন সম্প্রদায়! তোমরা মানুষের মধ্যে অনেককে বিভ্রান্ত করে অনুগামী করেছ, আর ওদের মধ্যে যাদের মানুষের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল তারা স্বীকারোক্তিতে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়েছি। হায়! আপনি আমাদের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছেন তা এসে গেছে! তখন (কিয়ামাত দিবসে) আল্লাহ (সমস্ত কাফির জিন ও মানুষকে) বলবেন ঃ জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের বাসস্থান, তাতে তোমরা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে চাইবেন (তারাই তা থেকে মুক্তি পেতে পারে) তোমাদের রাব্ব অতিশয় সম্মানিত এবং অত্যন্ত জ্ঞানবান।

١٢٨. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَـٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ ۖ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا হে মুহাম্মাদ! ঐ দিনকে স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ঐ জিন ও শাইতানদেরকে এবং তাদের মানব বন্ধুদেরকে, তারা

দুনিয়ায় যাদের ইবাদাত করত এবং যাদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করত, আর দুনিয়ার মজা উপভোগের ব্যাপারে একে অপরের কাছে অহী পাঠাত, তাদের সকলকে সমবেত করবেন এবং বলবেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الإِنسِ হে জিন ও শাইতানের দল! তোমরা মানব গোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রকারে বিভ্রান্ত করেছিলে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ

হে বানী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের দাসত্ব করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? আর আমার ইবাদাত কর, এটাই সরল পথ? শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৬০-৬২)

وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ الإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ আর তাদের মানব বন্ধুরা বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! নিশ্চয়ই আপনার কথা সত্য। আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের দ্বারা উপকার লাভ করেছি। (৬ ঃ ১২৮)

হাসান (রহঃ) বলেন, এই উপকার লাভ করা ছিল এই যে, ঐ শাইতানরা আদেশ করত আর এই মূর্খ ও অজ্ঞ মানুষেরা ওর উপর আমল করত। (দুররুল মানসুর ৩/৩৫৭) ইব্‌ন জুরাইজ (রহঃ) বলেন, অজ্ঞতার যুগে কোন লোক সফররত অবস্থায় কোন উপত্যকায় পথভ্রষ্ট হয়ে গেলে বলত ঃ ‘আমি এই উপত্যকার সবচেয়ে বড় জিনের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।’ এটাই হত ঐ সব মানুষের উপকার লাভ। কিয়ামাতের দিন তারা এরই ওযর পেশ করবে। আর জিনদের মানুষদের নিকট থেকে উপকার লাভ করা এই যে, মানুষ তাদের সম্মান করত এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত। ফলে মানুষের নিকট থেকে তাদের মর্যাদা লাভ হয়। তাই তারা বলত ঃ ‘আমরা জিন ও মানুষের নেতা। আর আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন ঐ ওয়াদা পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেছি।’ এর দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন

ঃ ‘এখন জাহান্নামই হচ্ছে তোমাদের ও তোমাদের বন্ধুদের বাসস্থান, যার মধ্যে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। তারপর আল্লাহ যা চাবেন তাই করবেন।’

১২৯। এমনিভাবেই আমি যালিমদেরকে (কাফিরদেরকে) তাদের কৃতকর্মের ফলে পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রভাবশালী ও কর্তৃত্বশালী বানিয়ে দিব।	١٢٩. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

কাফিরেরা একে অপরের সাহায্যকারী

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالمينَ بَعْضًا এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, এ আয়াতে যে খারাপ কৃতকর্মীদের কথা বলা হয়েছে তারা হচ্ছে জিন ও মানব উভয়ের মধ্য হতে। (তাবারী ১২/১১৯) অতঃপর তিনি পাঠ করেন ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬)

আল্লাহ তা‘আলা এমন লোকদেরকে একে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেন যাদের আমল একই রূপ হয়ে থাকে। সুতরাং এক মু'মিন অপর মু'মিনের বন্ধু হয়ে থাকে, সে যেমনই হোক এবং যেখানেই থাকনা কেন। পক্ষান্তরে এক কাফির অন্য এক কাফিরের বন্ধু হয়ে থাকে সে যেখানেই থাক এবং যেমনই হোকনা কেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘এভাবেই আমি এক যালিমকে অপর যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই।’ অর্থাৎ জিনের যালিমদেরকে মানব যালিমের বন্ধু বানিয়ে দেই।

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬) কোন

কবি বলেছেন ঃ এমন কোন হাত নেই যার পরে আল্লাহর হাত থাকেনা এবং এমন কোন যালিম নেই যাকে অন্য যালিমের সাথে লেনদেন বা আদান প্রদান করতে হয়না।

আয়াতে কারীমার অর্থ এই দাঁড়ালো ঃ যেভাবে আমি পথভ্রষ্টকারী জিন ও শাইতানদেরকে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত মানবদের বন্ধু বানিয়েছি, তেমনিভাবে যালিমদের মধ্য হতে এক জনকে অপরের বন্ধু বানিয়ে দেই এবং তারা একে অপরের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যায়। আর আমি তাদের অত্যাচার, দুষ্টামি এবং বিদ্রোহের প্রতিফল একে অপরের দ্বারা প্রদান করি।

١٣٠. يَـٰمَعۡشَرَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ
أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٌ مِّنكُمۡ
يَقُصُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَـٰتِي
وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَـٰذَا
ۚ قَالُواْ شَهِدۡنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۖ
وَغَرَّتۡهُمُ ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَا
وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ
كَانُواْ كَـٰفِرِينَ

১৩০। (কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) হে জিন ও মানব জাতি! তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য হতেই নাবী রাসূল আসেনি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করত এবং আজকের এ দিনের ব্যাপারে তোমাদের সাক্ষাত হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করেনি? তারা জবাব দিবে ঃ হ্যাঁ, আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি (অর্থাৎ আমরা অপরাধ করেছি), পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত করেছিল। আর তারাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।

মানুষ ও জিন সবার কাছেই নাবী প্রেরণ করা হয়েছে

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা কাফির জিন ও মানবকে সতর্ক করে বলছেন ঃ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ হে জিন ও মানব

গোষ্ঠী! আমি কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব, তোমাদের কাছে আমার নাবীরা এসে কি তাদের নাবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করেনি? এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, নাবী-রাসূলগণ শুধুমাত্র মানব জাতি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য কোন জাতি হতে নয়, যেমনটি বলেছেন মুজাহিদ (রহঃ), ইব্ন যুরাইয (রহঃ) এবং সালফে সালিহীনদেরও অনেকে। (তাবারী ১২/১২২) রাসূলগণ যে শুধু মানুষের মধ্য থেকেই হয়েছেন এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তিতেই রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًا. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَـٰهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি, যেরূপ আমি নূহ ও তৎপরবর্তী নাবীগণের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তদ্বংশীয়গণের প্রতি এবং ঈসা, আইয়ুব, ইউনুস, হারুণ, সুলাইমানের প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এবং আমি দাঊদকে যাবুর প্রদান করেছিলাম। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মূসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলেছেন। আমি সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপে রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি যাতে রাসূলগণের পরে লোকদের মধ্যে আল্লাহ সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়ার অবকাশ না থাকে এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৩-১৬৫)। আর ইবরাহীমের (আঃ) যিক্র সম্পর্কিত কথা আল্লাহ তা‘আলার নিম্ন উক্তিতেও রয়েছে ঃ

وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَـٰبَ

এবং তার বংশধরদের জন্য স্থির করলাম নাবুওয়াত ও কিতাব। (২৯ ঃ ২৭) এর দ্বারা জানা গেল যে, ইবরাহীমের (আঃ) পরে নাবুওয়াত ও কিতাবকে তাঁর সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর কোন লোকেরই এই উক্তি নেই যে, ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বে নাবুওয়াত জিনদের মধ্যে ছিল এবং তাঁকে প্রেরণ করার পরে তাদের নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে। মোট কথা, জিনদের মধ্যে নাবুওয়াত থাকা ইবরাহীমের (আঃ) পূর্বেও প্রমাণিত হচ্ছেনা এবং তাঁর পরেওনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا قَبۡلَكَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ إِلَّآ إِنَّهُمۡ لَيَأۡكُلُونَ ٱلطَّعَامَ
وَيَمۡشُونَ فِي ٱلۡأَسۡوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছি তারা সবাই আহার করত ও হাটে-বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ২০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُّوحِيٓ إِلَيۡهِم مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰٓ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৯) জিনদের সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذۡ صَرَفۡنَآ إِلَيۡكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلۡجِنِّ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ
قَالُوٓاْ أَنصِتُواْۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوۡاْ إِلَىٰ قَوۡمِهِم مُّنذِرِينَ. قَالُواْ يَٰقَوۡمَنَآ إِنَّا
سَمِعۡنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ يَهۡدِيٓ إِلَى
ٱلۡحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسۡتَقِيمٍ. يَٰقَوۡمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِۦ يَغۡفِرۡ
لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمۡ وَيُجِرۡكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن لَّا يُجِبۡ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيۡسَ
بِمُعۡجِزٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَيۡسَ لَهُۥ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءُۚ أُوْلَٰٓئِكَ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হল; তারা একে অপরকে বলতে লাগল ঃ চুপ করে শ্রবণ কর। যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা

Contents

তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী রূপে। তারা বলেছিল ঃ হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। যদি কেহ আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবেনা এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। তারাতো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৯-৩২) জামিউত তিরমিযীতে রয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা আর রাহমান পাঠ করেন এবং তাতে নিম্নের আয়াত পাঠ করেন ঃ

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ

হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৩১) (তিরমিয়ী ৯/১৭৭) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَـذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا হে মানব ও জিন সমাজ! তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূলগণ আসেনি, যারা আমার আয়াতগুলি তোমাদেরকে পড়ে শোনাত এবং আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করত? তারা উত্তরে বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমরা স্বীকার করছি যে, আপনার রাসূলগণ আমাদের কাছে আপনার বাণী প্রচার করেছিলেন এবং আমাদেরকে আপনার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্পর্কে ভয়ও দেখিয়েছিলেন, আর তাঁরা আমাদেরকে এ কথাও বলেছিলেন যে, আজকের এ দিন (অর্থাৎ কিয়ামাত) অবশ্যই সংঘটিত হবে।

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا পার্থিব জীবনই তাদেরকে ধোঁকায় নিপতিত রেখেছিল। পার্থিব জীবনে তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও মু‘জিযাগুলির বিরুদ্ধাচরণ করে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কেননা তারা পার্থিব জীবনের সুখ সম্ভোগে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণে গ্রেপ্তার হয়ে পড়েছিল। আর কিয়ামাতের দিন তারা নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল।

Contents

১৩১। এই রাসূল প্রেরণ এ জন্য যে, তোমার রাব্ব কোন জনপদকে উহার অধিবাসীরা সত্য সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা অবস্থায় অন্যায়ভাবে ধ্বংস করেননা।	١٣١. ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَٰفِلُونَ
১৩২। আর প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ ‘আমলের কারণে মর্যাদা লাভ করবে, তারা কি ‘আমল করত সে বিষয়ে তোমার রাব্ব উদাসীন নন।	١٣٢. وَلِكُلٍّ دَرَجَٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ হে রাসূল! এরূপ কখনও হতে পারেনা যে, তোমার প্রভু আল্লাহ কোন গ্রাম বা শহরকে অন্যায়ভাবে এমন অবস্থায় ধ্বংস করবেন যখন ওর অধিবাসীবৃন্দ সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। তিনি বলেন ঃ আমি এভাবে ধ্বংস করিনা, বরং তাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করি এবং কিতাব অবতীর্ণ করি। এভাবে আমি তাদের ওযর পেশ করার সুযোগ শেষ করে দেই, যাতে কেহকেও অন্যায়ভাবে পাকড়াও করা না হয় এবং তার কাছে তাওহীদের দা‘ওয়াত না পৌঁছে থাকে। আমি লোকদের জন্য কোন ওযর পেশ করার সুযোগ বাকী রাখিনি। আমি যদি কোন কাওমের উপর শাস্তি পাঠিয়ে থাকি তাহলে তা তাদের কাছে রাসূল পাঠানোর পর। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ২৪) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্য স্থানে বলেন ঃ

كُلَّمَآ أُلْقِىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا

যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে ঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা বলবে ঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ৮-৯) এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু আয়াত রয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ প্রত্যেক সৎ ও অসৎ আমলকারীর জন্য আমল অনুযায়ী মর্যাদা রয়েছে। যার যেরূপ আমল সেই অনুপাতে সে প্রতিফল পাবে। যদি আমল ভাল হয় তাহলে পরিণাম ভাল হবে, আর যদি আমল খারাপ হয় তাহলে পরিণামও খারাপ হবে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, ঐ কাফির জিন ও মানবের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। প্রত্যেক কাফিরের জন্য জাহান্নামে তার পাপের পরিমান অনুযায়ী শ্রেণীভেদ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لِكُلٍّ ضِعْفٌ

প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৩৮) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ

আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের এবং আল্লাহর পথে বাধা দানকারীদের। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮) আল্লাহ

তা‘আলা বলেন ঃ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ *(তারা কি ‘আমল করত সে বিষয়ে তোমার রাব্ব উদাসীন নন)* এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তারা যা করছে সেই বিষয়ে তোমার রাব্ব সবই অবগত, তিনি (তাঁর মালাইকার মাধ্যমে) সব কিছুই লিপিবদ্ধ করে রাখছেন, যাতে তারা যখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হবে তখন যেন তিনি যথাযথ প্রতিদান দিতে পারেন। (তাবারী ১২/১২৫) এই লোকগুলো আল্লাহর ইলমের মধ্যে রয়েছে। যখন তারা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করবে তখন তিনি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা জর্জরিত করবেন।

১৩৩। তোমার রাব্ব অমুখাপেক্ষী ও দয়াশীল, তাঁর ইচ্ছা হলে তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং তোমাদের পরে তোমাদের স্থানে যাকে ইচ্ছা স্থলাভিষিক্ত করবেন, যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন।	١٣٣. وَرَبُّكَ ٱلْغَنِىُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنۢ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ
১৩৪। তোমাদের নিকট যে বিষয় সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম ও দুর্বল করতে পারবেনা।	١٣٤. إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَءَاتٍ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
১৩৫। তুমি বলে দাও ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় ‘আমল করতে থাক, আমিও ‘আমল করছি, অতঃপর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার	١٣٥. قُلْ يَٰقَوْمِ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ

عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ	**পরিণাম কল্যাণকর। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা।**

অস্বীকারকারী কাফিরদের ধ্বংস অনিবার্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! তোমার রাব্ব সমস্ত মাখলূকাত হতে সর্ব দিক দিয়েই অমুখাপেক্ষী। সমস্ত ব্যাপারে সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী। তাছাড়া তিনি মহান ও দয়ালুও বটে। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি স্নেহশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৪৩)

ইরশাদ হচ্ছে, যদি তোমরা তাঁর আদেশ নিষেধ অমান্য কর তাহলে তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন, অতঃপর যে কাওমকে চাইবেন তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, যাতে এই অন্য কাওম তাঁর বাধ্য ও অনুগত হয়। كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ যেমন তিনি তোমাদেরকে অন্য এক জাতির বংশধর হতে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এই কাজের উপর তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান, তাঁর কাছে এটা খুবই সহজ। যেমন তিনি পূর্ব যুগকে ধ্বংস করে ওদের স্থলে অন্য কাওমকে আনতে সক্ষম। তিনি বলেন ঃ

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِـَٔاخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا

যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে অন্যদেরকে আনয়ন করতে পারেন এবং আল্লাহ এ ব্যাপারে শক্তিমান। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৩৩)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ

হে লোক সকল! তোমরাতো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাহ। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসৃত করতে পারেন এবং এক

নূতন সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৫-১৭) তিনি আরও বলেন ঃ

وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَـٰلَكُم

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াকূব ইব্ন উতবাহ (রহঃ) বলেন যে, তিনি আবান ইব্ন উসমানকে (রহঃ) এই আয়াত সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, ذُرِّيَّة মূলকেও (সন্তান-সন্ততিও) বলা হয় এবং বংশকেও বলা হয়। (দুররুল মানসুর ৩/৩৬১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে তুমি জানিয়ে দাও যে, কিয়ামাত সম্পর্কে তাদেরকে যে কথার ওয়াদা দেয়া হয়েছে তা অবশ্য অবশ্যই পালিত হবে। তোমরা আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা। তিনিতো এ কাজের উপর ক্ষমতাবান যে, তোমরা মাটি হয়ে যাওয়ার পর এবং তোমাদের হাড়গুলো পচে গলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও, তোমরা নিজ নিজ অবস্থায় আমল করতে থাক, আমিও আমল করছি। কার পরিণাম কল্যাণকর তা তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। এটা ভয়ানক ধমক ও ভীতি প্রদর্শন। অর্থাৎ যদি তোমরা ধারণা কর যে, তোমরা সঠিক পথেই রয়েছ তাহলে ঐ পথেই চল এবং আমিও আমার পথে চলছি। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَـٰمِلُونَ. وَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ

যারা বিশ্বাস করেনা তাদেরকে বল ঃ তোমরা যেমন করছ, করতে থাক এবং আমরাও আমাদের কাজ করছি। এবং তোমরা প্রতীক্ষা কর, আমরাও প্রতীক্ষা করছি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২১-১২২)

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَـٰقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّـٰلِمُونَ

শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে কার পরিণাম কল্যাণকর। জেনে রেখ যে, যালিমরা কখনও মুক্তি ও সাফল্য লাভ করতে পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তাঁর জন্য বহু শহর জয় করিয়েছেন, দেশসমূহের উপর তাঁকে ক্ষমতা প্রদান করেছেন, বিরুদ্ধবাদীদের মাথা নীচু করিয়েছেন, সারা মাক্কাবাসীর উপর তাঁকে বিজয় দান করেছেন এবং সমস্ত আরাব উপদ্বীপের উপর তাঁর শাসন কায়েম করেছেন। অনুরূপভাবে ইয়ামান ও বাহরাইনের উপরও তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ সবকিছু তাঁর জীবদ্দশায়ই সংঘটিত হয়েছে। তাঁর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শহরসমূহ এবং বিভিন্ন ভূখণ্ড বিজিত হতে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا۠ وَرُسُلِىٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ عَزِيزٌ

আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, তোমরা যা কর সেই সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ. يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّـٰلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوٓءُ ٱلدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওযর আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৫১-৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّـٰلِحُونَ

Contents

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৫)

١٣٦. وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلۡحَرۡثِ وَٱلۡأَنۡعَٰمِ نَصِيبٗا فَقَالُواْ هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعۡمِهِمۡ وَهَٰذَا لِشُرَكَآئِنَاۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآئِهِمۡ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِهِمۡۗ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ	**১৩৬। আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছেনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট!**

কিছু শিরকী আমল

এখানে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে মুশরিকদেরকে তিরস্কার করা হচ্ছে যারা বিদআত, শির্ক ও কুফরী ছড়িয়ে দিয়েছিল এবং মাখলূকাতকে তাঁর শরীক বানিয়েছিল। অথচ প্রত্যেক জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন সেই আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা! এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন, এ লোকগুলো জমির উৎপাদন এবং পশুর বংশ থেকে যা কিছু পাচ্ছে তার একটা অংশ আল্লাহর নামে নির্ধারণ করছে এবং নিজেদের ভিত্তিহীন ধারণা মতে বলছে ঃ এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু শরীকদের নামে যেগুলো রয়েছে

সেগুলোতো আল্লাহর জন্য খরচ করা হয়না, পক্ষান্তরে যেগুলি আল্লাহর নামে রয়েছে সেগুলি তাদের শরীকদের প্রয়োজনে ব্যয় করা হচ্ছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলার এই শত্রুরা যখন শস্যক্ষেত হতে শস্য সংগ্রহ করত কিংবা খেজুর বৃক্ষ হতে খেজুর লাভ করত তখন তারা ওগুলির কতক অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করত এবং কতক অংশ মূর্তির জন্য নির্ধারণ করত। অতঃপর যেগুলো মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করত সেগুলো রক্ষিত রাখত। অতঃপর আল্লাহর জন্য নির্ধারিত অংশ যদি কোন মূর্তির জন্য নির্ধারিত অংশে পড়ে যেত তাহলে তা ঐভাবেই রেখে দিত এবং বলত ঃ আল্লাহ সম্পদশালী, তিনি মূর্তির মুখাপেক্ষী নন। পক্ষান্তরে মূর্তির জন্য নির্ধারিত অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা অংশে পড়ে গেলে আল্লাহর অংশ হতে নিয়ে ওটা দ্বারা মূর্তির অংশ পূরণ করত এবং বলত ঃ এটা আমাদের দেব-দেবীরই হক এবং এরা দরিদ্র ও মুখাপেক্ষী। আল্লাহর জন্য নির্ধারিত জমির পানি বাড়তি হলে তা তারা মূর্তির জন্য নির্ধারিত কর্ষণকৃত জমিকে ভিজিয়ে দিতে ব্যবহার করত এবং ওটাকে মূর্তির জন্যই নির্দিষ্ট করত। তারা ‘বাহিরাহ’,‘সাইবাহ’, ‘হাম’ এবং ‘ওয়াসীলাহ’ পশুগুলোকে মূর্তির জন্য নির্দিষ্ট করত এবং দাবী করত যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই তারা ঐ পশুগুলো দ্বারা উপকার লাভ করা হারাম মনে করে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُواْ لِلّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالأَنْعَامِ نَصِيبًا (*আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে)* মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে একইরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন। (তাবারী ১২/১৩৩) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, তারা আল্লাহর জন্য নির্ধারিত কোন জন্তু যবাহ করলে আল্লাহর নামের সাথে মূর্তি/প্রতিমার নামও উচ্চারণ করত। ঘটনাক্রমে যদি শুধু আল্লাহর নামই নেয়া হত এবং মূর্তির নাম না নেয়া হত তাহলে তারা ঐ জবাইকৃত জন্তুর গোশত খেতনা। পক্ষান্তরে মূর্তি/প্রতিমার জন্য নির্ধারিত জন্তু যবাহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম নিতনা, শুধু প্রতিমার নাম নিত। অতঃপর তিনি سَاء مَا يَحْكُمُونَ (তাদের ফাইসালা ও বণ্টননীতি কতইনা জঘন্য!) এই আয়াতটি পাঠ করেন।

প্রথমতঃ তারা বণ্টনেই ভুল করেছে। কেননা আল্লাহ তা‘আলাই প্রত্যেক জিনিসের রাব্ব ও সৃষ্টিকর্তা। তিনিই রাজ্যাধিপতি। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতার

মধ্যে। তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা’বূদ নেই। সবকিছু তাঁর ইচ্ছাধীন। এরপর যে বিকৃত বণ্টন তারা করল সেখানেও তারা সঠিক পন্থা অবলম্বন করলনা, বরং তাতেও যুল্‌ম ও অন্যায় করল। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَٰتِ سُبْحَٰنَهُۥ ۙ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ

তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমান্বিত, এবং তাদের জন্য ওটাই যা তারা কামনা করে। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৫৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ

তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ১৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰٓ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরণের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ২১-২২)

١٣٧. وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَٰدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا۟ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ	**১৩৭। আর এমনিভাবে অনেক মুশরিকের দৃষ্টিতে তাদের উপাস্যরা তাদের সন্তান হত্যা করাকে শোভণীয় করে দিয়েছে, যেন তারা তাদের সর্বনাশ করতে পারে এবং তাদের কাছে তাদের ধর্মকে বিভ্রান্ত করে দিতে পারে। আল্লাহ চাইলে তারা এসব কাজ করতে পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং তাদের ভ্রান্ত উক্তিগুলিকে ছেড়ে দাও।**

মূর্তি পূজকদের সন্তানদেরকে শাইতান হত্যা করতে প্রলুব্ধ করে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ শাইতানরা তাদেরকে বলেছে যে, আল্লাহর জন্য মূর্তি/প্রতিমাদের থেকে পৃথক একটা অংশ নির্ধারণ করা একটা পছন্দনীয় কাজ। তদ্রূপ দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করা এবং লজ্জার ভয়ে কন্যাদেরকে জীবিত প্রোথিত করাও সে তাদের কাছে শোভনীয় করেছে। তাদের শরীক শাইতানরাই তাদেরকে পরামর্শ দিত যে, তারা যেন দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের সন্তানদেরকে জীবিত প্রোথিত করে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ তারা তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করা খুবই পছন্দনীয় কাজ মনে করত। (তাবারী ১২/১৩৬) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ শাইতানদের থেকে মূর্তি পূজকদের সংগী-সাথীরা আদেশ করত যে, তারা যেন তাদের সন্তানদেরকে জীবিত কাবর দেয়। তা না হলে তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (তাবারী ১২/১৩৬) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, শাইতান তাদেরকে আদেশ করত তারা যেন তাদের কন্যা সন্তানদেরকে মেরে ফেলে। এভাবে তারা لِيُرْدُوهُمْ নিজেদের হাতেই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। হয় তাদের ধ্বংস করার নিয়াতই থাকত অথবা তাদের কাছে দীন সন্দেহপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তারা এ জন্যও সন্তানদেরকে হত্যা করত যে, দরিদ্র হয়ে যাওয়ার ভয় তাদেরকে পেয়ে বসত এবং তাদেরকে প্রতিপালন করতে সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তারা ভয় করত। এসব ছিল শাইতানেরই কারসাজী। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهُ যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা এরূপ করতনা। অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে সবই তাঁর ইচ্ছায়ই হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পূর্ণ নৈপুন্য। তাঁর কাজে কেহ প্রতিবাদ করতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ হে নাবী! তুমি তাদেরকেও ছেড়ে দাও এবং তাদের মিথ্যা মা’বূদদেরকেও ছেড়ে দাও। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের ও তাদের মধ্যে ফাইসালা করবেন।

Contents

١٣٨. وَقَالُوا۟ هَـٰذِهِۦٓ أَنْعَـٰمٌ
وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَآ إِلَّا
مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَـٰمٌ
حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَـٰمٌ لَّا
يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا
ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا
كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

১৩৮। আর তারা বলে থাকে ঃ এই সব নির্দিষ্ট পশু ও ক্ষেতের ফসল সুরক্ষিত, কেহই তা আহার করতে পারবেনা, তবে যাদেরকে আমরা অনুমতি দিব (তারাই আহার করতে পারবে), আর (তারা বলে) এই বিশেষ পশুগুলির উপর আরোহণ করা ও ভার বহন নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। আর কতকগুলি বিশেষ পশু রয়েছে যেগুলিকে যবাহ করার সময় তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেনা, শুধু আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার উদ্দেশে। আল্লাহ এসব মিথ্যা আরোপের প্রতিফল অতি সত্বরই দান করবেন।

কুরাইশ মুশরিকরা কিছু পশু তাদের জন্য হারাম করেছিল

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, حِجْرٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে হারাম বা নিষিদ্ধ অর্থাৎ যাকে তারা ‘ওয়াসীলাহ’ রূপে হারাম করে নিয়েছিল। (তাবারী ১২/১৪৩) তারা বলত ঃ এই পশু, এই ক্ষেত্রের ফসল হারাম, আমাদের অনুমতি ছাড়া এটা কেহ খেতে পারেনা। তারা যে নিজেদের উপর এভাবে হারাম করে নিত এবং কাঠিন্য আনয়ন করত এটা শাইতানের পক্ষ থেকে ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিলনা। ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, তারা তাদের দেবতাদের খাতিরেই ওগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَـٰلًا
قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ

তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিয্ক পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৫৯) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَـٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

আল্লাহ না বাহীরাহর প্রচলন করেছেন, না সাইবাহ্র; না ওয়াসীলাহর আর না হা’মীর; কিন্তু যারা কাফির তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, আর অধিকাংশই (ধর্ম) জ্ঞান রাখেনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ঐ পশুগুলোকে বাহীরাহ, সাইবাহ, ওয়াসীলাহ এবং হাম বলা হত যেগুলোর পিঠে বোঝা বহন করানোকে তারা নিজেদের উপর হারাম করেছিল, কিংবা ঐ পশুগুলোকে বলা হত যেগুলোর উপর তারা আল্লাহর নাম নিতনা, ভূমিষ্ট হওয়ার সময়েও না এবং যবাহ করার সময়েও না। আবূ বাক্র ইব্ন আইয়ায (রহঃ) বলেন যে, আসিম ইব্ন আবী নাযুদ (রহঃ) বলেন, আবূ ওয়াইল (রহঃ) বলেছেন ঃ ‘কতগুলো পশুর উপর সাওয়ার হওয়া হারাম ছিল এবং কতগুলো পশুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হতনা।’ এই আয়াতে কোন্ পশু হারাম হওয়ার কথা বলা হয়েছে তা কি আপনারা জানেন? এর দ্বারা বাহীরাহ পশুগুলোকে বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর উপর সাওয়ার হয়ে তারা হাজ্জে যেতনা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা আল্লাহর নাম নিতনা যখন ওগুলোর উপর সাওয়ার হত, বোঝা উঠাত, ওগুলোর দুধ পান করত এবং ওগুলোর দ্বারা বংশ বৃদ্ধিও করত। (তাবারী ১২/১৪৫) এ সবই হচ্ছে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ। আল্লাহর এটা হুকুমও নয় এবং এটা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমও নয়। অতএব আল্লাহ তাদেরকে এই মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রদান করবেন।

১৩৯। আর তারা এ কথাও বলে থাকে যে, এই সব বিশেষ পশুগুলির গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা বিশেষভাবে তাদের পুরুষদের	١٣٩. وَقَالُوا۟ مَا فِى بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلْأَنْعَـٰمِ خَالِصَةٌ

لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِنَا ۖ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ ۚ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ حَكِيمٌ عَلِيمٌ	জন্য রক্ষিত, আর তাদের নারীদের জন্য ওটা হারাম; কিন্তু গর্ভ হতে প্রসূত বাচ্চা যদি মৃত হয় তাহলে নারী-পুরুষ সবাই তা ভক্ষণে অংশী হতে পারবে। তাদের কৃত এই সব বর্ণনার প্রতিদান অতি সত্বরই আল্লাহ তাদেরকে দিবেন, নিঃসন্দেহে তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞাময়, সর্ববিদিত।

আবূ ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল হুযাইল (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরেরা যে বলত, ‘এই পশুগুলোর গর্ভে যা কিছু রয়েছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট।’ এর দ্বারা পশুর দুধ উদ্দেশ্য। তারা কোন কোন পশুর দুধ মহিলাদের উপর হারাম করে দিত এবং পুরুষেরা পান করত। যদি ভেড়ার নর বাচ্চা হত তাহলে তা যবাহ করে শুধু পুরুষ লোকেরাই খেত, নারীদেরকে দিতনা। তাদেরকে বলত ঃ ‘তোমাদের জন্য এটা হারাম।” মাদী বাচ্চা হলে ওটাকে যবাহ করতনা, বরং পালন করত। আর যদি মৃত বাচ্চা হত তাহলে পুরুষ-নারী সবাই মিলিতভাবে খেত। আল্লাহ এরূপ করতে নিষেধ করলেন। (তাবারী ১২/১৪৭) সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/১৪৮)

শা’বী (রহঃ) বলেন যে, ‘বাহীরাহ’ পশুর দুধ শুধুমাত্র পুরুষেরাই পান করত। কিন্তু বাহিরাহ থেকে কোন পশু মরে গেলে পুরুষদের সাথে নারীদেরকেও অংশ দেয়া হত। ইকরিমাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ উহারা হচ্ছে সাইবাহ এবং বাহিরাহ। (তাবারী ১২/১৪৮) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ

(রহঃ) سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ (*তাদের কৃত এই সব বর্ণনার প্রতিদান অতি সত্বরই আল্লাহ তাদেরকে দিবেন*) সম্পর্কে বলেন ঃ এই শাস্তি দেয়ার কারণ হল তাদের মিথ্যা কথা বলার জন্য। (তাবারী ১২/১৫২) এ বিষয়টি অন্য একটি আয়াতের মাধ্যমে সত্যায়িত করা হয়েছে।

وَلَا تَقُولُوا۟ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ
لِّتَفْتَرُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

তোমাদের জিহ্বা থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরূপ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলনা - এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবেনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১১৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় কাজে ও কথায় বড়ই বিজ্ঞানময় এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের ভাল ও মন্দ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। সুতরাং তিনি তাদেরকে তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে প্রদান করবেন।

১৪০। যারা নিজেদের সন্তান-দেরকে মূর্খতা ও অজ্ঞানতার কারণে হত্যা করেছে আর আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রচনা করে তাঁর প্রদত্ত রিয্ককে হারাম করে নিয়েছে, তারা নিশ্চিত রূপে পথভ্রষ্ট হয়েছে; বস্তুতঃ তারা হিদায়াত গ্রহণ করার পাত্রও ছিলনা।	١٤٠. قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا۟ أَوْلَٰدَهُمْ سَفَهًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا۟ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا۟ وَمَا كَانُوا۟ مُهْتَدِينَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলছেন যে, যারা এসব কাজ করে তারা ইহকালেও ক্ষতিগ্রস্ত এবং পরকালেও ক্ষতিগ্রস্ত। দুনিয়ার ক্ষতি এই যে, সন্তান-দেরকে হত্যা করে তারা ধ্বংসের মুখে নিপতিত হল, তাদের ধন-সম্পদে সংকীর্ণতা এসে গেল, আর নিজেদের পক্ষ থেকে তারা যে নতুন প্রথা চালু করল

তার ফলে ঐ উপকারী বস্তুগুলি হতে তারা বঞ্চিত হল। পরকালে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্বরূপ এই যে, তারা সবচেয়ে জঘন্য বাসস্থানের অধিকারী হল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ. مَتَٰعٌ فِي ٱلدُّنۡيَا
ثُمَّ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلۡعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ‘যদি তোমরা আরাবদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচয় লাভ করতে আগ্রহী হও তাহলে সূরা আন‘আমের ১৩০ নং আয়াতের পরে পাঠ কর قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوٓاْ أَوْلَادَهُمْ এই আয়াত।” (ফাতহুল বারী ৬/৬৩৬)

١٤١. وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنشَأَ
جَنَّٰتٖ مَّعۡرُوشَٰتٖ وَغَيۡرَ
مَعۡرُوشَٰتٖ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ
مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ
وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهٗا وَغَيۡرَ
مُتَشَٰبِهٖۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ

১৪১। আর সেই আল্লাহই নানা প্রকার বাগান ও গুল্মলতা সৃষ্টি করেছেন যার কতক স্বীয় কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়, আর কতক কান্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়না; আর খেজুর বৃক্ষ ও শস্যক্ষেত্র যাতে বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, আর তিনি যাইতুন (জলপাই) ও আনারের (ডালিমের) বৃক্ষও সৃষ্টি করেছেন যা দৃশ্যতঃ অভিন্ন হলেও স্বাদে বিভিন্ন, এই সব ফল তোমরা আহার কর যখন ওতে ফল ধরে, আর তা হতে শারীয়াতের

নির্ধারিত যে অংশ রয়েছে তা ফসল কাটার দিন আদায় করে নাও, অপব্যয় করে সীমা লংঘন করনা। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারী ও সীমা লংঘনকারীকে ভালবাসেননা।	إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ
১৪২। আর চতুস্পদ জন্তুগুলির মধ্যে কতকগুলি (উঁচু আকৃতির) ভারবাহী রয়েছে; আর কতকগুলি রয়েছে ছোট আকৃতির, গোশত খাওয়ার ও চামড়া দ্বারা বিছানা বানানোর যোগ্য। আল্লাহ যা কিছু দান করেছেন তোমরা তা আহার কর, আর শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।	١٤٢. وَمِنَ ٱلۡأَنۡعَٰمِ حَمُولَةٗ وَفَرۡشٗاۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ

আল্লাহই খাদ্য, বীজ, পশু ইত্যাদির সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা। শস্য, ফল-ফলাদি এবং চতুস্পদ জন্তু, যেগুলো মুশরিকরা ব্যবহার করত এবং নিজেদের ধারণা প্রসূত উপায়ে ওগুলো বন্টন করে কোনটাকে হালাল, আর কোনটাকে হারাম বানিয়ে নিত। এ সবই আল্লাহ তা‘আলাই সৃষ্টি করেছেন। এসব ফলের কতগুলি স্বীয় কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয় এবং কতগুলি কাণ্ডের উপর সন্নিবিষ্ট হয়না, এ সবগুলিরই তিনি সৃষ্টিকর্তা। مَعْرُوْشَتٍ হচ্ছে ঐসব গুল্মলতা যেগুলি মাঁচার উপর ছড়ানো অবস্থায় থাকে, যেমন আঙ্গুর ইত্যাদি। আর غَيْرَ مَعْرُوْشَتٍ ঐ সব ফলদার বৃক্ষ যেগুলি জংগলে ও পাহাড়ে জন্মে। ওগুলি এক রকমও হয় এবং বিভিন্ন রকমও হয়। অর্থাৎ দেখতে একরূপ, কিন্তু স্বাদে পৃথক। (তাবারী ১২/১৫৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

كُلُواْ مِن ثَمَرِه إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه যখন গাছগুলিতে ফল পাকে তখন তোমরা সেই ফলগুলি আহার কর। আর ফসল কাটার সময় গরীব মিসকীনদেরকে দেয়ার যে হক আছে তা আদায় কর। কেহ কেহ এর দ্বারা ফার্‌য যাকাত অর্থ নিয়েছেন। আর যেটা শীষ বা গুচ্ছ থেকে খসে পড়বে সেটাও মিসকীনদের হক। (আবদুর রায্‌যাক ২/২১৯)

ইব্‌ন মুবারাক (রহঃ) বলেছেন যে, সুরাইক (রহঃ) বলেছেন, সালিম (রহঃ) বলেন যে, সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) **وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه** এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, গরীবদেরকে শষ্য প্রদান এবং তাদের পশুদের খাদ্য হিসাবে খড়কুটা প্রদান করার আদেশ দেয়া হয়েছিল তখন যখন যাকাতের বিধান জারী ছিলনা। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে যাকাত ফার্‌য হওয়ার পূর্বের হুকুম যে, মিসকীনদের জন্য ছিল এক মুষ্টি পরিমাণ এবং জীব-জন্তুর জন্য ছিল চারা-ভুষি। আল্লাহ তা‘আলা ঐ লোকদের নিন্দা করেছেন যারা ফসল কাটত, কিন্তু তা থেকে গরীব মিসকীনদেরকে কিছুই দান করতনা। যেমন ‘সূরা নূন’ এ এক বাগানের মালিকের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِذۡ أَقۡسَمُواْ لَيَصۡرِمُنَّهَا مُصۡبِحِينَ. وَلَا يَسۡتَثۡنُونَ. فَطَافَ عَلَيۡهَا طَآئِفٞ مِّن
رَّبِّكَ وَهُمۡ نَآئِمُونَ. فَأَصۡبَحَتۡ كَٱلصَّرِيمِ. فَتَنَادَوۡاْ مُصۡبِحِينَ. أَنِ ٱغۡدُواْ عَلَىٰ
حَرۡثِكُمۡ إِن كُنتُمۡ صَٰرِمِينَ. فَٱنطَلَقُواْ وَهُمۡ يَتَخَٰفَتُونَ. أَن لَّا يَدۡخُلَنَّهَا ٱلۡيَوۡمَ
عَلَيۡكُم مِّسۡكِينٞ. وَغَدَوۡاْ عَلَىٰ حَرۡدٖ قَٰدِرِينَ. فَلَمَّا رَأَوۡهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُّونَ.
بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ. قَالَ أَوۡسَطُهُمۡ أَلَمۡ أَقُل لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُونَ. قَالُواْ
سُبۡحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ. فَأَقۡبَلَ بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ يَتَلَٰوَمُونَ.
قَالُواْ يَٰوَيۡلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ. عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبۡدِلَنَا خَيۡرٗا مِّنۡهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا
رَٰغِبُونَ. كَذَٰلِكَ ٱلۡعَذَابُۖ وَلَعَذَابُ ٱلۡأٓخِرَةِ أَكۡبَرُۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ

আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম উদ্যান অধিপতিদেরকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যুষে আহরণ করবে

Contents

বাগানের ফল এবং তারা ইন্‌শাআল্লাহ বলেনি। অতঃপর তোমার রবের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত। ফলে ওটা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল ঃ তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তাহলে তরিৎ বাগানে চল। অতঃপর তারা চললো নিম্ন স্বরে কথা বলতে বলতে। অদ্য যেন তোমাদের নিকট কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। অতঃপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম - এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল ঃ আমরাতো দিশা হারিয়ে ফেলেছি! না, আমরাতো বঞ্চিত! তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখন তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছনা কেন? তখন তারা বলল ঃ আমরা আমাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষনা করছি, আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল ঃ হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম সীমা লংঘনকারী। আমরা আশা রাখি, আমাদের রাব্ব এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের রবের অভিমুখী হলাম। শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর, যদি তারা জানত! (সূরা কালাম, ৬৮ ঃ ১৭-৩৩)

অপচয় করায় নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ তোমরা অপব্যয় করে সীমালংঘন করনা, নিশ্চয়ই তিনি অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেননা। অর্থাৎ দেয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিতে শুরু করনা। কোন কোন লোক ফসল কাটার সময় এত বেশি দান করত যে, সেটা অপব্যয়ের মধ্যে পড়ে যেত। তাই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلاَ تُسْرِفُواْ অপব্যয় করনা।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন জুরাইয (রহঃ) বলেন ঃ এ আয়াতটি সাবিত ইব্‌ন কায়িস ইব্‌ন শাম্মাসের (রহঃ) ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যখন তিনি খেজুর গাছ থেকে ফল আহরণ করছিলেন। ফসল তোলার সময় তিনি ঘোষণা

করেন ঃ 'আজ যে কেহই আমার কাছে আসবে আমি তাকেই প্রদান করব।' শেষ পর্যন্ত এত বেশি লোক এসে গেল যে, একটা ফলও তাঁর কাছে অবশিষ্ট রইলনা। সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়কারী ও সীমালংঘনকারীকে ভালবাসেননা। ইব্ন জুরাইয বলেন ঃ এর ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক কাজেই অপব্যয় ও সীমালংঘন নিষিদ্ধ। সঠিক কথা এটাই যে, প্রত্যেক ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন দূষণীয়। তবে এখানে যে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলা হয়েছে তা খাওয়ার দিকে প্রত্যাবর্তিত, যা আয়াতের ধরণে অনুমিত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যখন ফল পেকে যাবে তখন সেই ফল আহার কর এবং ফসল কাটার সময় গরীবদেরকে তাদের হক প্রদান কর, আর সীমালংঘন করনা অর্থাৎ তোমরা খাওয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা। কেননা খুব বেশি খাওয়া বুদ্ধি-বিবেক ও দেহের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ وَلَا تُسْرِفُوٓا۟

আর খাও এবং পান কর। তবে অপব্যয় ও অমিতাচার করবেনা। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৩১) সহীহ বুখারীতে রয়েছে ঃ তোমরা বাড়াবাড়ি ও অহংকার প্রদর্শন বাদ দিয়ে খাও, পান কর এবং পরিধান কর।

গৃহ পালিত পশু-পাখির উপকারিতা

মহামহিমান্বিত আল্লাহর উক্তি ঃ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا আল্লাহ তোমাদের জন্য চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমাদের বোঝা বহন ও সাওয়ারীর কাজে লাগে, যেমন উট। শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেছেন যে, আবুল আহওয়াস (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন যে, 'ভার বহনকারী পশু' বলতে উটকে বুঝানো হয়েছে যাকে সাধারণতঃ বিভিন্ন বোঝা বহন করার কাজে ব্যবহার করা হয়। আর فَرْش *'ফারস'* বলতে ছোট উটকে বুঝানো হয়েছে। আল হাকিম (রহঃ) এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৭) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদের (রহঃ) ধারণা এই যে, حَمُوْلَة হচ্ছে সাওয়ারীর জন্তু এবং فَرْشٌ হচ্ছে ঐ পশু যাকে যবাহ করে গোশত আহার করা হয়

বা ওর দুধ পান করা হয়। ছাগল বোঝা বহন করেনা, বরং ওর গোশত খাওয়া হয় এবং ওর পশম দিয়ে কম্বল ও বিছানা বানানো হয়। (তাবারী ১২/১৮১) আবদুর রাহমান (রহঃ) এই আয়াতের যে তাফসীর করেছেন সেটাই সঠিক বটে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তিও এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেন ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَـٰمًا فَهُمْ لَهَا مَـٰلِكُونَ.

وَذَلَّلْنَـٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৭১-৭২) আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَـٰمِ لَعِبْرَةً ۖ نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِۦ مِنۢ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ

لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّـٰرِبِينَ

অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুস্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুগ্ধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৬৬) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَـٰثًا وَمَتَـٰعًا إِلَىٰ حِينٍ

তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮০)

গৃহ পালিত পশু-পাখির গোশত আহার কর, কিন্তু শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ আল্লাহ তোমাদেরকে যে ফল ফলাদি, ফসল, চতুস্পদ জন্তু ইত্যাদি প্রদান করেছেন সেগুলি তোমরা খাও, এগুলি আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জীবিকা বানিয়েছেন। وَلاَ تَتَّبِعُواْ

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ তোমরা শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা যেমন এই মুশরিকরা তার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তারা কোন কোন আহার্যকে নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا۟ حِزْبَهُۥ لِيَكُونُوا۟ مِنْ أَصْحَـٰبِ ٱلسَّعِيرِ

শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সেতো তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ

হে আদম সন্তান! শাইতান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত হতে বহিস্কৃত করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ২৭) তিনি আরও বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّـٰلِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, সে নিজের শাইতানী সেনাবাহিনী নিয়ে তোমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে, যেন তোমরা জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাও। হে বানী আদম! শাইতান যেন তোমাদেরকে ফিতনায় না ফেলে, যেমন সে তোমাদের মাতা-পিতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল এবং তাদের দেহ থেকে পোশাক সরিয়ে দিয়েছিল। ফলে তারা উলঙ্গ হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমরা কি আমাকে ছেড়ে শাইতানকে

Contents

ও তার সন্তানদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিবে? অথচ তারাতো তোমাদের শত্রু। অত্যাচারীদের জন্য বড়ই জঘন্য বিনিময় রয়েছে।’ কুরআনুল কারীমে এই বিষয়ের বহু আয়াত রয়েছে।

১৪৩। এই পশুগুলি আট প্রকার রয়েছে, ভেড়ার এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ এবং বকরীর এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি উভয় পুরুষ পশুগুলিকে হারাম করেছেন, নাকি উভয় স্ত্রী পশুগুলিকে, অথবা স্ত্রী দু‘টির গর্ভে যা আছে তা হারাম করেছেন? তোমরা জ্ঞানের সাথে আমাকে উত্তর দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।	١٤٣. ثَمَـٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۖ مِّنَ ٱلضَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّـُٔونِى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
১৪৪। আর উটের স্ত্রী-পুরুষ দু‘টি এবং গরুর স্ত্রী-পুরুষ দু‘টি পশু, তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি এ দু‘টি পুরুষ পশুকে বা এ দু‘টি স্ত্রী পশুকে হারাম করেছেন, অথবা উভয় স্ত্রী গরু ও উটের গর্ভে যা রয়েছে তা হারাম করেছেন? আল্লাহ যখন এসব পশু হালাল-হারাম হওয়ার বিধান জারি করেন তখন কি তোমরা হাযির ছিলে? যে	١٤٤. وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّىٰكُمُ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا ۚ فَمَنْ

أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ

ব্যক্তি বিনা প্রমাণে না জেনে (অজ্ঞতাবশতঃ) মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে আল্লাহর নামে এরূপ মিথ্যা আরোপ করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? আল্লাহ যালিমদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেননা।

ইসলামের পূর্বে অজ্ঞ আরাবরা কতগুলো পশু নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল এবং ওগুলোর শ্রেণী বিভাগ নির্ধারণ করেছিল। অর্থাৎ 'বাহীরাহ', 'সাইবাহ', 'ওয়াসীলাহ', 'হাম' ইত্যাদি নাম করণের পশুগুলো। তারা এরূপ হারাম করে নিয়েছিল পশুগুলোর মধ্যে এবং ফল-ফলাদির মধ্যেও। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের এসব বাগান, শস্যক্ষেত্র, ভারবাহী পশু, আরোহনযোগ্য পশু ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর মহান আল্লাহ চতুস্পদ জন্তুগুলোর প্রকার বর্ণনা করলেন এবং মেষ ও বকরীরও বর্ণনা দিলেন যা সাদা রংয়ের হয়ে থাকে, মেষের বর্ণনা দিলেন যা কাল রংয়ের হয়। ওগুলোর নর ও মাদীরও বর্ণনা করলেন। তারপর উট নর ও মাদী এবং গরু নর ও মাদীর বর্ণনা দিলেন। তিনি এ সমুদয় জন্তুর কোনটাই হারাম করেননি এবং এগুলোর বাচ্চাগুলোকেও না। কেননা তিনি এগুলোকে বানী আদমের খাদ্য, সাওয়ারী, বোঝা বহন, দুগ্ধপান ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের উপকার লাভের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ

তিনি তোমাদের দিয়েছেন আট প্রকার গৃহপালিত পশু। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬)

أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنْثَيَيْنِ এটা দ্বারা কাফিরদের নিম্নের উক্তিকে খণ্ডন করা হয়েছে ঃ 'এই জন্তুগুলোর পেটে যা রয়েছে তা শুধু আমাদের পুরুষদের জন্য, আমাদের মহিলাদের জন্য এটা হারাম।' এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে নিশ্চিত রূপে বল যে, যে জিনিসগুলি হারাম হওয়ার তোমরা ধারণা করছ, আল্লাহ কিরূপে ওগুলি

Contents

তোমাদের উপর হারাম করলেন? তোমরা ‘বাহীরাহ’, ‘সাইবাহ’ ইত্যাদিকে কেন হারাম করে নিচ্ছ?

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আট জোড়ার মধ্যে দু’টি মেষ এবং দু’টি বকরীর চার জোড়া হল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, এগুলির কোনটিকেই আমি হারাম করিনি। এদের বাচ্চা, তা নরই হোক অথবা মাদীই হোক, কোনটাকে হালাল এবং কোনটাকে হারাম কিরূপে বানিয়ে নিচ্ছ? যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে নিশ্চিত রূপে বল। এগুলি সবই হালাল। (তাবারী ১২/১৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَـٰذَا এর দ্বারা কাফির ও মুশরিকদেরকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, কিভাবে তারা মনগড়া নতুন নতুন কথা বলছে। তারা কি হারাম ঘোষণার সময় উপস্থিত ছিল? আসলে তারা নিজেরাই হারাম বানিয়ে নিয়ে আল্লাহ তা‘আলার দিকে সম্বন্ধ লাগিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে, তাদের মত অত্যাচারী আর কে হতে পারে? এটা আমর ইব্‌ন লুহাই ইব্‌ন কামআ’ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেননা সে’ই সর্বপ্রথম নাবীগণের দীনকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল এবং ‘সাইবাহ’, ‘ওয়াসীলাহ’, ‘হাম’ ইত্যাদির ই’তিকাদ বা বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। (ফাতহুল বারী ৮/১৩২)

১৪৫। তুমি বল ঃ অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি; তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস এবং যা আল্লাহর নামে যবাহ করা হয়নি তা হারাম করা হয়েছে। কেননা ওটা নাপাক ও শারীয়াত বিগর্হিত বস্তু। কিন্তু যদি কোন লোক স্বাদ আস্বাদন

١٤٥. قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ

ও সীমা লংঘনের উদ্দেশ্য ব্যতীত নিরূপায় হয়ে পড়ে তার পক্ষে ওটাও খাওয়া বৈধ। কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।	فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিষিদ্ধ বিষয়

মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ لَّآ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাঁর প্রদত্ত রিয্ককে হারাম করে নিয়েছে তাদেরকে তুমি বলে দাও ঃ আমার উপর যে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে আমি এমন কিছুই হারাম পাইনি যা তোমরা হারাম করে নিয়েছ, ঐগুলো ছাড়া যেগুলো হারাম হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। সূরা মায়িদায় এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং হাদীসেও ওগুলোর হারাম হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا এর ব্যাখ্যায় কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, প্রবাহিত/পতিত রক্ত হারাম, কিন্তু গোস্তের সাথে যে রক্ত মিশে থাকে তা গ্রহণযোগ্য। (তাবারী ১২/১৯৩) আল হুমাইদী (রহঃ) বলেন, সুফিয়ান (রহঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইব্ন দিনার (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন ঃ আমি যাবির ইব্ন আবদুল্লাহকে (রাঃ) বললাম, তারা দাবী করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের সময় গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছিলেন (এটা কি সত্য)? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হাকাম ইব্ন আমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এরূপ বর্ণনা করে থাকেন বটে, কিন্তু তাফসীরের জ্ঞান-সমুদ্র অর্থাৎ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এটা অস্বীকার করেন এবং قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ এই আয়াতটি শুনিয়ে থাকেন।’ (বুখারী ৯/৫৭০, আবূ দাঊদ ৪/১৬২)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগের লোকেরা কোন জিনিস খেত এবং কোন জিনিসকে মাকরূহ ও অপবিত্র মনে করে পরিত্যাগ করত। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর

আহকাম অবতীর্ণ করলেন। তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে দিলেন। আর যেগুলি সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করলেন সেগুলি খাওয়ায় কোন পাপ নেই। অতঃপর তিনি উক্ত আয়াতটিই পাঠ করলেন। ইহা হল ইব্ন মারদুআইয়ের (রহঃ) বর্ণনা। আবূ দাউদও (রহঃ) এটি তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (আবূ দাঊদ ৩৮০০, হাকিম ৪/১১৫)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ সাওদাহ বিন্তে যামআর (রাঃ) অমুক বকরীটি মারা যায়। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার বকরীটি মারা গেছে।' তখন তিনি বললেন ঃ 'তুমি এর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নিলে না কেন?' সাওদাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'বকরী মারা গেলে আমরা ওর চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নিতে পারি কি?' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ শুধু বলেছেন قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ *তুমি বল ঃ অহীর মাধ্যমে আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে কোন আহারকারীর জন্য কোন বস্তু হারাম করা হয়েছে এমন কিছু আমি পাইনি; তবে মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের মাংস*। সুতরাং তোমরা এর গোশত খাবেনা, তবে এর চামড়া শুকিয়ে তোমাদের অন্য কাজে ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারবে। সাওদাহ (রাঃ) তখন ঐ মৃত বকরীটির চামড়া দ্বারা মশক বানিয়ে নেন, যা ছিদ্র হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল। (আহমাদ ১/৩২৭, ফাতহুল বারী ১১/৫৫৭, নাসাঈ ৭/১৭৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ কেহ যদি হারাম বস্তু খেতে বাধ্য হয় এবং একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ে, সে যে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এটা করছে তা নয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্তও খাচ্ছেনা, তাহলে তার জন্য এটা খাওয়া বৈধ। فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ কেননা আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এই আয়াতের তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে এবং সেখানে পূর্ণ আলোকপাত করা হয়েছে। এই আয়াতের ধরণে বুঝা যায় যে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মুশরিকদের মতবাদ খণ্ডন করা। তারা নিজেদের উপর কতগুলো বস্তু হারাম করে নেয়ার বিদ'আত চালু

Contents

করেছিল। যেমন ‘বাহীরাহ’, ‘সাইবাহ’ ইত্যাদি পশুকে হারাম করণ। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দেন যে, এসব পশু হারাম হওয়ার কথা কোন জায়গায়ই উল্লেখ নেই। সুতরাং মুসলিমদের এগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকার কোনই প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত ও শূকরের মাংস খাওয়া নিষেধ। আর যে পশুকে গাইরুল্লাহর নামে যবাহ করা হয়েছে সেটাও হারাম। এ কয়টি ছাড়া আল্লাহ আর কোন কিছুই হারাম করেননি। যা থেকে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে সেটাও ক্ষমার্হ। তাহলে আল্লাহ যা হারাম করেননি ওটা তোমরা কোথা থেকে এবং কেনইবা হারাম বানিয়ে নিচ্ছ?

١٤٦. وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ۚ ذَٰلِكَ جَزَيْنَٰهُم بِبَغْيِهِمْ ۖ وَإِنَّا لَصَٰدِقُونَ

১৪৬। ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।

বাড়াবাড়ি করার কারণে ইয়াহুদীদের জন্য হালাল খাদ্য নিষিদ্ধ হয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, অবিচ্ছেদ্য নখ বিশিষ্ট পাখি ও প্রাণীকে আমি ইয়াহুদীদের জন্য হারাম করেছিলাম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৯৩) যেমন উট, উট-পাখি, হাঁস, রাজহাঁস ইত্যাদি। এখানে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا (*আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম*) ইয়াহুদীরা এ ধরণের খাদ্যকে তাদের জন্য নিষেধ বলে নির্ধারণ করেছিল এ জন্য যে, তা ইসরাঈল (অর্থাৎ ইয়াকূব (আঃ)) নিজের জন্য যেহেতু হারাম করেছিলেন তাই তারাও তাদের জন্য তা হারাম করে নিয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এই বর্ণনাটি পেশ করেছেন।

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا *কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।* তা হচ্ছে ঐ চর্বি যা পিঠের সাথে লেগে থাকে। (তাবারী ১২/২০২) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَوِ الْحَوَايَا অন্ত্র বা নাড়ি-ভূরি, বলেছেন আবূ জাফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ)। তিনি আরও বলেন, ষাড় এবং ভেড়ার চর্বি আমি তাদের জন্য হারাম করেছিলাম, কিন্তু ওদের পিঠের ও নাড়ি-ভূরির চর্বি তাদের জন্য বৈধ ছিল। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, حَوَايَا হচ্ছে নাড়ি-ভূরি। (তাবারী ১২/২০৩) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং যাহহাকও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১২/২০৪)

ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, হাড়ের সঙ্গে যে চর্বি মিশ্রিত থাকে সেটাও হালাল ছিল। অনুরূপভাবে পা, বক্ষ, মাথা এবং চোখের চর্বিও হালাল ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি যে তাদের উপর এই সংকীর্ণতা আনয়ন করেছিলাম তার একমাত্র কারণ ছিল তাদের বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ। যেমন তিনি বলেন ঃ

فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا

আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করত। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) মন্তব্য করেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وإِنَّا لَصَادِقُونَ এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে যা বর্ণনা করেছি তা সত্য, তারা যে দাবী করে ‘ওগুলো আমি হারাম করেছি’ তাদের এ কথা সত্য নয়, বরং অনুমানের উপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের উপর এগুলি চাপিয়ে নিয়েছে। (তাবারী ১২/২০৬)

ইয়াহুদীদের চালাকী এবং আল্লাহর শাস্তি

উমার (রাঃ) যখন সংবাদ পান যে, সামুরাহ মদ বিক্রি করেছে তখন তিনি বলেন ঃ আল্লাহ সামুরাহকে ধ্বংস করুন! সে কি জানেনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ইয়াহুদীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন, কেননা তাদের উপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বের করে পরিষ্কার করে বিক্রি করত। (ফাতহুল বারী ৪/৪৮৩, মুসলিম ৩/১২০৭)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাক্কা বিজয়ের বছর বলতে শুনেছি ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদ্য, মৃত প্রাণী, শূকর এবং মূর্তি বিক্রয় হারাম করে দিয়েছেন।’ তখন জিজ্ঞেস করা হল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মৃত জন্তুর চর্বি দ্বারা চামড়ায় তেল লাগানো, নৌকায় ঐ চর্বি মাখানো এবং ওটা জ্বালিয়ে আলো লাভ করার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘না, ওসব ব্যাপারেও হারাম।’ তারপর তিনি বললেন ঃ ‘আল্লাহ ইয়াহুদীদেরকে ধ্বংস করুন! কেননা যখন তাদের জন্য চর্বি হারাম করে দেয়া হয় তখন তারা ওটা পরিষ্কার করে বিক্রি করতে শুরু করে এবং ওর মূল্যও নিজেদের প্রয়োজনে লাগাতে থাকে।’ (ফাতহুল বারী ৪/৪৯৫, মুসলিম ৩/১২০৭, আবূ দাঊদ ৩/৩৫৬, তিরমিযী ৪/৫২১, নাসাঈ ৭/৩০৯, ইব্ন মাজাহ ২/৭৩২)

১৪৭। সুতরাং এ সব বিষয়ে যদি তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমাদের রাব্ব সুপ্রশস্ত করুণাময়, আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে তাঁর শাস্তির বিধান	١٤٧. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمۡ ذُو رَحۡمَةٖ وَٰسِعَةٖ وَلَا يُرَدُّ بَأۡسُهُۥ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ

ٱلْمُجْرِمِينَ	**কখনই প্রত্যাহার করা হবেনা।**

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ হে মুহাম্মাদ! তোমার বিরুদ্ধবাদী দল ইয়াহুদী এবং মুশরিকরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তাদেরকে বলে দাও, তোমাদের রাব্ব বড়ই করুণাময়! এ কথা বলে তাদেরকে উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, তারাও যেন তাঁর সুপ্রশস্ত ও ব্যাপক করুণা যাঞ্চা করে, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করার তাদেরকে তাওফীক প্রদান করা হবে। কেননা যদি তিনি অনুগ্রহ না করেন তাহলে পাপী ও অপরাধীদের থেকে আল্লাহর শাস্তি কেহই টলাতে পারবেনা। এখানে আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় প্রদর্শন উভয়ই হচ্ছে। ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করনা, নতুবা তাঁর শাস্তিতে পাকড়াও হয়ে যাবে। সব জায়গায়ই আল্লাহ তা‘আলা আগ্রহ উৎপাদন ও ভয় প্রদর্শন এক সাথেই এনেছেন। যেমন এই সূরার শেষে রয়েছে ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা এবং নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬৫) অর্থাৎ তিনি লোকদের পাপরাশি ক্ষমাকারী, আবার তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদানকারীও বটে। অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্বতো শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৬) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِىٓ أَنِّىٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِى هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০)

غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ

যিনি পাপ ক্ষমা করেন এবং তাওবাহ কবূল করেন, যিনি শাস্তি দানে কঠোর। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৩) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. إِنَّهُۥ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ

তোমার রবের শাস্তি বড়ই কঠিন। তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান এবং তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়। (৮৫ ঃ ১২-১৪) এ সম্পর্কীয় আরও বহু আয়াত রয়েছে।

১৪৮। মুশরিকরা (তোমার কথার উত্তরে) অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতামনা, আর না আমাদের বাপ-দাদারা করত, আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতামনা। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফিরেরা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ তোমাদের কাছে কি কোন দলীল প্রমাণ আছে? থাকলে আমার সামনে পেশ কর। তোমরা ধারণা ও অনুমান ব্যতীত আর কিছুরই অনুসরণ করনা, তোমরা সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা ছাড়া আর কিছুই বলছনা।	١٤٨. سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَىْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا۟ بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ
১৪৯। তুমি বলে দাও ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, তিনি	١٤٩. قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَٰلِغَةُ ۖ

فَلَوۡ شَآءَ لَهَدَىٰكُمۡ أَجۡمَعِينَ	চাইলে তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করতেন।
١٥٠. قُلۡ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشۡهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا ۖ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشۡهَدۡ مَعَهُمۡ ۚ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ	১৫০। তুমি আরও বল ঃ আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দিবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে এসো। তারা যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিবেনা, তুমি এমন লোকদের খেয়াল খুশির (বাতিল ধ্যান ধারণার) অনুসরণ করনা যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, পরকালের প্রতি ঈমান আনেনা এবং তারা অন্যান্যদেরকে নিজেদের রবের সমমর্যাদা দান করে।

একটি কু-ধারণা ও উহা খন্ডন

এখানে একটা বিতর্কের অবতারণা করা হয়েছে এবং মুশরিকরা নিজেদের শির্ক ও হালালকে হারাম করে নেয়া সম্পর্কে যে সন্দেহ পোষণ করত, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাদের শির্ক ও হারাম করে নেয়া সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করছেন। সেই সন্দেহ ছিল এই যে, তারা বলত ঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের মনকে পরিবর্তন করতে পারতেন, তিনি আমাদেরকে ঈমানের তাওফীক প্রদানে সক্ষম ছিলেন এবং আমাদের প্রতিবন্ধক হয়ে তিনি আমাদেরকে কুফরী থেকে বিরত রাখতে পারতেন। কিন্তু এরূপ যখন তিনি করেননি তখন এটা প্রমাণিত হল যে, তিনি এটাই চান এবং আমাদের দ্বারা এই কাজ তিনি করাতে চেয়েছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এ কাজে তিনি সম্মত আছেন। তারা বলে ঃ

... لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا আল্লাহ চাইলে আমরা শির্ক করতামনা এবং আমাদের বাপ-দাদারাও না, আর না আমরা কোন জিনিসকে হারাম করে নিতাম। অনুরূপভাবে তারা বলত ঃ

لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَـٰنُ مَا عَبَدْنَـٰهُم

দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতামনা। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২০) সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم এরূপই তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। ভাবার্থ এই যে, এভাবেই পূর্ববর্তী লোকেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছিল। আর এটা হচ্ছে খুবই নিম্ন মানের, ভিত্তিহীন ও ছেলেমানসী যুক্তি। যদি এটা সঠিক হত তাহলে তাদের পূর্ববর্তীদের উপর কখনও আল্লাহর শাস্তি আসতনা এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হতনা। আর মুশরিকদেরকে প্রতিশোধের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হতনা। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! তুমি ঐ কাফির ও মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, তোমরা কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তোমাদের কাজে সন্তুষ্ট? যদি তোমাদের এ দাবীর পিছনে কোন দলীল থাকে তাহলে তা পেশ কর। তোমরা কখনও এটা প্রমাণ করতে পারবেনা। তোমরা শুধু অনুমান ও মিথ্যা ধারণার পিছনে পড়ে রয়েছ। ধারণা দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজে বিশ্বাস। তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

قُلْ فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ *তুমি বল ঃ সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণতো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে।* কেহকে হিদায়াত দেয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ।

فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ তিনি যাকে ইচ্ছা এবং যাকে তিনি পছন্দ করেন সে’ই হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। তিনিতো বিশ্বাসীদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি রয়েছে কাফিরদের প্রতি। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ

আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে হিদায়াতের উপর সমবেত করতেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৩৫)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৯)

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯)

যাহহাক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য হয় তাকে ক্ষমা করার তিনি ছাড়া আর কেহ নেই। অবশ্যই বান্দার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তার অন্য কারও প্রয়োজন নেই। তথাপিও আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللّهَ حَرَّمَ هَـذَا *তুমি আরও বল ঃ আল্লাহ এসব পশু হারাম করেছেন, এর সাক্ষ্য যারা দিবে সেই সাক্ষীদেরকে তোমরা নিয়ে এসো।*

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ তুমি তাদেরকে বলে দাও, যদি তোমাদের দাবীর অনুকূলে সাক্ষী থাকে তাহলে তাদেরকে হাযির কর, যারা সাক্ষ্য দিবে যে হ্যাঁ, আল্লাহ এসব জিনিস হারাম করেছিলেন। فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ আর যদি তারা এ ধরনের মিথ্যুক সাক্ষী হাযিরও করে তাহলে হে নাবী! তুমি কিন্তু এরূপ সাক্ষ্য দিবেনা। কেননা তাদের এ সাক্ষ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও প্রতারণামূলক। তুমি ঐ লোকদের সঙ্গী হয়োনা যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আখিরাতের উপর বিশ্বাস রাখেনা এবং স্বীয় প্রভু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকে তাঁর শরীক ও সমকক্ষ বানিয়ে নেয়।

Contents

١٥١. قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

১৫১। লোকদেরকে বল ঃ তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা, মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্রতার ভয়ে নিজেদের সন্তান -দেরকে হত্যা করবেনা। কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দিই; আর অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যই হোক কিংবা গোপনীয়ই হোক, আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন - যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা। এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

দশটি নির্দেশ

ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ অসীয়াতের প্রতি লক্ষ্য করতে চায় সে যেন উল্লিখিত আয়াতগুলি পাঠ করে। দাউদ আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শা’বী (রহঃ) বলেছেন, আলকামাহ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোবাসনা এবং বাণী জানতে চায় সে যেন

নিচের এ আয়াতটি পাঠ করে। قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا *লোকদেরকে বল ঃ তোমরা এসো! তোমাদের রাব্ব তোমাদের প্রতি কি কি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনাই; তা এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কেহকেই শরীক করবেনা।* ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সূরা আন‘আমে কতগুলি আয়াত রয়েছে স্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট এবং ঐগুলিই হচ্ছে কিতাবের মূল। অতঃপর তিনি قُلْ تَعَالَوْاْ ... এই আয়াতটি পাঠ করেন। (তিরমিযী ৮/৪৪৬) আল হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে লিখেছেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সূরা আন‘আমে অতি পরিস্কারভাবে কয়েকটি আয়াত বর্ণিত হয়েছে এবং ঐ আয়াতগুলি হচ্ছে কিতাবের মূল। ঐ আয়াতগুলি হচ্ছে قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ হতে وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ পর্যন্ত। আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৭) মুসতাদরাক গ্রন্থে আল হাকিম (রহঃ) আরও বর্ণনা করেন যে, উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমাদের মধ্যে কে আমাদের থেকে তিনটি কাজের দীক্ষা গ্রহণ করবে?’ অতঃপর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। পাঠ শেষ করে তিনি বললেন ঃ ‘যে ব্যক্তি এই কথাগুলি যথাযথভাবে পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে রয়েছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এগুলি পালনে ত্রুটি করবে, খুব সম্ভব আল্লাহ তাকে দুনিয়ায়ই শাস্তি প্রদান করবেন। আর যদি তিনি শাস্তি টাকে পরকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখেন তাহলে তখন তাঁর মর্জির উপর নির্ভর করবে। ইচ্ছা করলে তিনি তাকে শাস্তি দিবেন, অথবা ক্ষমা করে দিবেন।’ আল হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ, কিন্তু তারা এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৮)

এর তাফসীর নিম্নরূপ ঃ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ হে মুহাম্মাদ! এই মুশরিকদেরকে বলে দাও, যারা গাইরুল্লাহর উপাসনা করছে এবং আল্লাহর হালাল জিনিসকে হারাম করে নিচ্ছে, আর নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করছে তাদেরকে শাইতান বিভ্রান্ত করেছে এবং তারা মনগড়া কথা বলছে। (তাদেরকে বল ঃ) এসো, আমি তোমাদেরকে

বলে দেই যে, আল্লাহ কোন্ জিনিসগুলিকে হারাম করেছেন। আমি এসব কথা ধারণা ও অনুমান করে বলছিনা, বরং আল্লাহ আমার কাছে যে অহী করেছেন সেই অনুযায়ীই বলছি।

কোন অবস্থায়ই শির্‌ক করা যাবেনা

বলা হয়েছে ঃ তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক বানিওনা। আয়াতের ভাষার ধরণে বুঝা যাচ্ছে যে, এখানে اَوْصَكُمْ শব্দটি উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ اَوْصَكُمْ اَنْ لاَّ تُشْرِكُوْا بِاللّٰه এইরূপ রয়েছে। এ জন্যই আয়াতের শেষে রয়েছে ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِه لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ অর্থাৎ এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসে এ সংবাদ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শির্‌ক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ আমি বললাম ঃ যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে তবুও কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, যদিও সে ব্যভিচার করে অথবা চুরি করে।’ আমি তিনবার এই প্রশ্ন করি। প্রতিবারেই তিনি এই উত্তরই দেন এবং তৃতীয়বারে বলেন ঃ ‘যদিও সে ব্যভিচার করে, অথবা চুরি করে এবং মদ্যপান করে (তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।’ (বুখারী ১২৩৭, মুসলিম ৯৪)

মুসনাদ এবং সুনান গ্রন্থের কোন কোন লেখক বর্ণনা করেছেন, আবূ যার (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘হে আদম সন্তান! যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার কাছে দু‘আ করবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে ক্ষমা করতে থাকব যা কিছু পাপ তোমার দ্বারা হোক। আর আমি তোমার পাপরাশিকে মোটেই গ্রাহ্য করবনা। তুমি যদি আমার কাছে পৃথিবীপূর্ণ পাপরাশি নিয়ে আস তাহলে আমি তোমাকে পৃথিবীপূর্ণ ক্ষমা প্রদান করব, যদি তুমি আমার সাথে কেহকেও শরীক না করে থাক এবং ইবাদাতে আমার সাথে অন্যকে না ডাক। যদি তোমার পাপরাশি আকাশ ভর্তিও হয় এবং তুমি আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব।’ (আহমাদ ৫/১৭২, তিরমিযী ৯/৫২৪) কুরআনুল কারীমে এর সাক্ষ্য মিলে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করেননা এবং এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে থাকেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১১৬) সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক না করে মারা গেল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম ১/৯৪) এ সম্পর্কীয় বহু আয়াত এবং হাদীস রয়েছে।

মাতা-পিতার প্রতি দয়ার্দ্র হতে হবে

ইরশাদ হচ্ছে وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। ভাবার্থ হচ্ছে, আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের মাতা-পিতার সাথে সৎ ও উত্তম ব্যবহার করবে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًا

তোমার রাব্ব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সাধারণভাবে নিজের আনুগত্যের সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أَنِ ٱشۡكُرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيۡكَ إِلَيَّ ٱلۡمَصِيرُ وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তনতো আমারই নিকট। তোমার মাতা-পিতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সাথে শরীক করতে যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ

চিত্তে আমার অভিমুখি হয়েছে তার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যা করতে সেই বিষয়ে আমি তোমাদেরকে অবহিত করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ১৪-১৫) অতঃপর মাতা-পিতার মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অবস্থা হিসাবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ আল্লাহ প্রদান করলেন। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا

আর যখন আমি বানী ইসরাঈল হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারও ইবাদাত করবেনা এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৮৩) এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু আয়াত রয়েছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন আমলটি উত্তম?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘সময় মত সালাত আদায় করা।’ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি জবাব দিলেন ঃ ‘মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।’ আমি বললাম ঃ তারপর কোন্‌টি? তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘আল্লাহর পথে জিহাদ করা।’ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি যদি প্রশ্ন আরও বাড়াতাম তাহলে তিনি উত্তরও বাড়িয়ে দিতেন। (ফাতহুল বারী ২/১২, মুসলিম ১/৮৯)

সন্তানদেরকে হত্যা করা নিষেধ

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা, কেননা আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে আহার্য দান করি।

মাতা-পিতা এবং তাদের মাতা-পিতাদের (দাদা-দাদী) প্রতি বিনম্র ও দায়িত্বশীল হওয়ার আদেশ দেয়ার পর এবার আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা সন্তান-সন্ততিদের প্রতি দয়াশীল হওয়ার আদেশ করছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُم مِّنْ إِمْلَـٰقٍ তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে তোমাদের ছেলে মেয়েদেরকে হত্যা করনা। শাইতানরা মুশরিকদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল বলে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করত। তারা লজ্জায় কন্যা সন্তানদেরকে

জীবন্ত প্রোথিত করত। আবার দারিদ্রতার ভয়ে কোন কোন পুত্র সন্তানকেও হত্যা করত। এ জন্যই সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন পাপটি সবচেয়ে বড়?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘তা হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহর জন্য শরীক স্থাপন করবে, অথচ তিনিই তোমাকে (এবং ঐ শরীককে) সৃষ্টি করেছেন!’ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ ‘তুমি তোমার সন্তানকে হত্যা করবে এই ভয়ে যে, সে তোমার সাথে আহারে শরীক হবে।’ আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন ঃ ‘তা এই যে, তুমি তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে পড়বে।’ অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ
ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

এবং তারা আল্লাহর সাথে কোন উপাস্যকে ডাকেনা; আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে তারা হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬৮) (ফাতহুল বারী ৮/৩৫০, মুসলিম ১/৯৮)

উপরে বর্ণিত ‘ফাকর’ বা দারিদ্রকে ‘ইমলাক’ বলা হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা مِّنْ إِمْلَاقٍ এর অর্থ করেছেন ‘দারিদ্রতা’। (তাবারী ১২/২১৭) এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, গরীব হয়ে যাবে এই ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ বলেন ঃ

نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ

তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৩১) ওখানে জীবিকার আগে শিশুদের নাম নেয়া হয়েছে। কেননা সেখানে ব্যবস্থাপনায় তারাই উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ তাদেরকে জীবিকা পৌঁছানোর কারণে তোমরা দরিদ্র হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদেরকে হত্যা করনা। কারণ সকলেরই জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহর উপর রয়েছে। কিন্তু এখানে যেহেতু দারিদ্র্য বিদ্যমান রয়েছে এ জন্য এখানে বলেছেন, আমি তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা দান করে থাকি। কারণ এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে তোমাদেরকে জীবিকা আমিই দান করেছি, সুতরাং নিজেদের জীবিকার ভয় করনা।

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ তোমরা অশ্লীল কাজ ও কথার নিকটেও যেওনা, তা প্রকাশ্যেই হোক বা গোপনীয়ই হোক। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

তুমি বল ঃ আমার রাব্ব প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ) নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ৩৩)

এর তাফসীর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ (৬ ঃ ১২০) এই উক্তির মধ্যে করা হয়েছে। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহর চেয়ে লজ্জাশীল আর কেহ হতে পারেনা। এ জন্যই তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সমস্ত নির্লজ্জতাকে হারাম করেছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৪৬, মুসলিম ৪/২১১৪)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, আবদুল মালিক ইব্ন উমাইর (রহঃ) বলেন, ওয়াররাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সা’দ ইব্ন উবাদাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ ‘আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে কোন পর-পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখতে পাই তাহলে অবশ্যই তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ

তোমরা কি সা’দের (রাঃ) লজ্জাশীলতায় বিস্ময় বোধ করছ! আল্লাহর শপথ! আমি সা’দ (রাঃ) অপেক্ষা অধিক লজ্জাশীল এবং আল্লাহ আমার চেয়ে বেশি লজ্জাশীল। এ জন্যই তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নির্লজ্জতাকে হারাম করে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৪১১, মুসলিম ২/১১৩৬)

বিধিবদ্ধ কারণ ছাড়া কেহকে হত্যা করা যাবেনা

وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করনা। গুরুত্ব বুঝানোর জন্যই আল্লাহ তা'আলা পৃথকভাবে এর নিষেধাজ্ঞা আনয়ন করেছেন। নতুবা এটা প্রকাশ্য ও গোপনীয় নির্লজ্জতার নিষিদ্ধতারই অন্তর্ভুক্ত। সহীহ হাদীসে ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

'কোন মুসলিমের রক্ত হালাল নয় যে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তবে তিনটির যে কোন একটির কারণে হত্যা করা যায়। (১) বিবাহিত ব্যভিচারী, (২) প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ (অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা) এবং (৩) দীন পরিত্যাগ করে যে জামা'আত থেকে দূরে সরে যায় ও দলের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আনয়ন করে।' (ফাতহুল বারী ১২/২০৯, মুসলিম ৩/১৩০২)

'মু'আহীদ' অর্থাৎ ঐ সমস্ত অমুসলিম যাদের সাথে মুসলিমদের শান্তি চুক্তি রয়েছে তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ কোন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবেনা, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।' (ফাতহুল বারী ১২/৩৭০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার সাথে মুসলিমদের নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যদি কোন (মুসলিম) ব্যক্তি হত্যা করে তাহলে সে যেন আল্লাহর কাছ থেকে তার জন্য পাওয়া নিরাপত্তা ধ্বংস করে ফেলল। এ ক্ষেত্রে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবেনা, যদিও এ ঘ্রাণ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে। (তিরমিযী ৪/৬৫৮, ইব্ন মাজাহ ২/৮৯৬) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ এসব বিষয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার।

١٥٢. وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۖ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

১৫২। আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা, আর আদান-প্রদান, পরিমান-ওজন সঠিকভাবে করবে, আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব/কর্তব্য) অর্পণ করিনা, আর তোমরা যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ কথা বলবে, আর আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর।

ইয়াতীমের সম্পদ ভোগ করা যাবেনা

‘আতা ইব্নুস সায়িব (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, যখন নিম্নের আয়াত দু’টি নাযিল হয় ঃ

وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ...

আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেওনা ... (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৫২)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا

যারা অন্যায়ভাবে পিতৃহীনদের ধন সম্পত্তি গ্রাস করে ... (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১০)

‘ইয়াতীমের সম্পদ খেওনা’ এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হয় তখন যার বাড়ীতে কোন ইয়াতীম ছিল সে সেই ইয়াতীমের খাদ্য ও পানীয়কে নিজের খাদ্য ও

পানীয় হতে পৃথক করে দেয় এই ভয়ে যে, না জানি ইয়াতীমের খাদ্য তার খাদ্যের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। এমন কি ইয়াতীমের আহার করার পর যা অবশিষ্ট থাকত তা তারা তারই জন্য উঠিয়ে রেখে দিত, যেন সে আবার তা আহার করে। এর ফলে খাবার নষ্ট হয়ে যেত। এটা ছিল উভয়ের জন্যই অমঙ্গল। তারা তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সম্পর্কে আলোচনা করে। সেই সময় মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অহী পাঠান ঃ

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَـٰمَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ

তারা তোমাকে ইয়াতীমদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছে; তুমি বল ঃ তাদের হিত সাধন করাই উত্তম; এবং যদি তোমরা তাদেরকে সম্মিলিত করে নাও তাহলে তারা তোমাদের ভাই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২২০) (আবূ দাঊদ ৩/২৯১)

حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ *(আর ইয়াতীমরা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত)* শা'বী (রহঃ), মালিক (রহঃ) এবং আরও অনেকে এর অর্থ করেছেন পূর্ণ বয়স্ক হওয়া। (তাবারী ১২/২২৩)

সঠিক পরিমাপ ও ওযনে মালামাল বিক্রি করতে হবে

وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ আদান প্রদানে পরিমাণ ও ওযন তোমরা সঠিকভাবে করবে। মাপ ও ওযনে ইনসাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং কঠোরভাবে শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُوْلَـٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা

ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করেনা যে, তারা পুনরুত্থিত হবে, সেই মহান দিনে; যে দিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের রবের সম্মুখে! (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ১-৬) পূর্বে একটি জাতি মাপে ও ওযনে বেঈমানী করার কারণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا আমি কারও উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব-কর্তব্য) অর্পণ করিনা। যে ব্যক্তি হক আদায়ে পূরাপুরি চেষ্টা করল, তথাপি পূর্ণ মাত্রায় আদায় করতে পারলনা, তার কোন পাপ নেই এবং এজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবেনা।

সত্য সাক্ষী দিতে হবে

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى যখন কথা বলবে তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায়ানুগ বলবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে বিধানসমূহ পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮) অনুরূপভাবে সূরা নিসায় আল্লাহ তা'আলা কথায় ও কাজে ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছেন, তা নিকটবর্তী আত্মীয়দের জন্যই হোক কিংবা দূরবর্তী লোকদের জন্যই হোক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রত্যেকের জন্য সর্বাবস্থায় ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর নামে দেয়া ওয়াদা পূরণ করতে হবে

ইরশাদ হচ্ছে وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ কর। এটা পূরণ করার স্বরূপ হচ্ছে, তোমরা তাঁর আদেশ ও নিষেধ মেনে চল এবং তাঁর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আমল কর। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করা।

ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ আল্লাহ তোমাদেরকে এসব বিষয় নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা তাঁর এ নির্দেশ ও উপদেশ গ্রহণ কর এবং পূর্বের অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাক। (তাবারী ১২/২২৫)

১৫৩। আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও।	١٥٣. وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

আল্লাহর সরল সঠিক পথে চলে অন্য পথকে পরিহার করতে হবে

আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِه (*এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে*) এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, নিম্নের আয়াতটিও সমার্থবোধক ঃ

أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ

তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওতে মতভেদ করনা। (৪২ ঃ ১৩) আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে নাসীহাত করছেন যে, তারা যেন জামা‘আতবদ্ধ হয়ে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে দলে দলে ভাগ হয়ে না যায়। পূর্ববর্তী লোকেরা দীনের ব্যাপারে ঝগড়া-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করেছিল। ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। (তাবারী ১২/২২৯)

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে স্বহস্তে একটি রেখা টানেন। তারপর বলেন ঃ ‘এটা হচ্ছে আল্লাহর সরল সোজা পথ।’ অতঃপর তিনি ডানে ও বামে আরও কতগুলি রেখা টানেন এবং বলেন ঃ ‘এগুলি হচ্ছে ঐসব রাস্তা যেগুলির

প্রত্যেকটির উপর একজন করে শাইতান বসে রয়েছে এবং ঐ দিকে (মানুষকে) আহ্বান করছে।' অতঃপর তিনি وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটি পাঠ করেন। (আহমাদ ১/৪৬৫) আল হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ, তবে তারা (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩১৮)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং আবদ ইব্ন হুমাইদ (রহঃ) যাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তিনি এভাবে তাঁর সামনে একটা রেখা টানেন এবং বলেন ঃ 'এটি হচ্ছে আল্লাহর পথ।' অতঃপর ডানে ও বামে দু'টি করে রেখা টানেন এবং বলেন ঃ 'এগুলো হচ্ছে শাইতানের পথ।' তারপর মধ্যভাগের রেখার উপর স্বীয় হাতটি রাখেন এবং ... وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটিই পাঠ করেন। (আহমাদ ৩/৩৯৭)

একটি লোক ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'সিরাতে মুস্তাকীম কি?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এক প্রান্তে রেখে বিদায় নিয়েছেন, অপর প্রান্ত শেষ হয়েছে জান্নাতে। এর ডান দিকে বিভিন্ন পথ রয়েছে এবং বাম দিকেও অনেক পথ রয়েছে। পথগুলোর উপর কতগুলো লোক অবস্থান করছে এবং যাঁরা তাদের পাশ দিয়ে গমন করছে তাদেরকে তারা নিজেদের দিকে আহ্বান করছে। সুতরাং যারা তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের পথ অবলম্বন করছে তাদের শেষ গন্তব্য হবে জাহান্নাম। আর যারা সরল সোজা পথ অবলম্বন করে চলবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।' অতঃপর ... وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا এই আয়াতটি পাঠ করলেন। (তাবারী ১২/২৩০)

নাওয়াস ইব্ন সামআ'ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'আলা সিরাতে মুস্তাকীমের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এর দু'দিকে দু'টি প্রাচীর রয়েছে এবং তাতে খোলা দরজা রয়েছে। দরজাগুলোর উপর পর্দা লটকান রয়েছে। সোজা রাস্তাটির দরজার উপর আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী একটি লোক বসে আছে এবং বলছে ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা সবাই এই সরল সোজা পথে চলে এসো। এদিক ওদিক যেওনা।' আর একটি লোক রাস্তার উপর থেকে ডাক দিতে রয়েছে। যখনই কোন লোক ঐ দরজাগুলোর কোন একটি

দরজা খোলার ইচ্ছা করছে তখনই সে তাকে বলছে ঃ ‘সর্বনাশ! ওটা খুলনা। যদি তুমি দরজাটি খুলে দাও তাহলে তুমি ওর মধ্যে প্রবেশ করেই ফেলবে।’

এই সরল সোজা পথটি হচ্ছে ইসলাম। আর প্রাচীর দু’টি হচ্ছে আল্লাহর বেঁধে দেয়া নির্ধারিত সীমা। খোলা দরজাগুলো হচ্ছে আল্লাহর নিষিদ্ধ রাস্তাসমূহ। রাস্তার মাথায় যে বসে আছে ওটা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর রাস্তার উপর থেকে যে ডাক দিচ্ছে সে হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত সতর্ককারী অন্তর যা প্রত্যেক মুসলিমের রয়েছে। (আহমাদ ৪/১৮২, তিরমিযী ৮/১৫২)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ এখানে আল্লাহর পথ অর্থাৎ দীনের কথা উল্লেখ করার সময় এক বচন ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ দীন একটিই হতে পারে, এর কোন দ্বিতীয় পথ নেই। দীনবিহীন অন্য মতবাদকে তিনি বহু বচনে বর্ণনা করেছেন। কারণ তা অনেক মত ও পথে বিভক্ত। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيَآؤُهُمُ ٱلطَّٰغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَٰتِ ۗ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

আল্লাহই হচ্ছেন মু’মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাগুত তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী - ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৭)

১৫৪। অতঃপর মূসাকে আমি এমন কিতাব প্রদান করেছিলাম, যা ছিল সৎ ও পুণ্য কর্মপরায়ণদের জন্য পূর্ণাঙ্গ কিতাব। আর তাতে ছিল প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ, পথ নির্দেশ সম্বলিত আল্লাহর রাহমাতের প্রতীক

١٥٤. ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَٰبَ
تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِىٓ أَحْسَنَ
وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى

وَرَحۡمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمۡ يُؤۡمِنُونَ	স্বরূপ, যাতে তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করতে পারে।
١٥٥. وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلۡنَـٰهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ	১৫৫। আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বারাকাতময় ও কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।

তাওরাত ও কুরআনের প্রশংসা

وَأَنَّ هَـــذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ এ আয়াতটি বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা'আলা তাওরাত এবং এর বাহককে (নাবী মূসাকে) উল্লেখ করে বলেন ঃ

ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ *আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে।* কখনও কখনও আল্লাহ সুবহানাহু কুরআন ও তাওরাতের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

وَمِن قَبۡلِهِۦ كِتَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحۡمَةًۚ وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا

এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব - আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ এই কিতাব - এর সমর্থক, আরাবী ভাষায়। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১২) এই সূরারই প্রথম দিকে তিনি বলেন ঃ

قُلۡ مَنۡ أَنزَلَ ٱلۡكِتَـٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِۖ تَجۡعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبۡدُونَهَا وَتُخۡفُونَ كَثِيرًا

তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা রূপে যে কিতাব মূসা এনেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছেন? তোমরা সেই কিতাব খন্ড খন্ড

করে বিভিন্ন পত্রে রেখেছ, ওর কিয়দংশ তোমরা প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশ গোপন করছ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯১) এর পরেই তিনি বলেন ঃ

وَهَـٰذَا كِتَـٰبٌ أَنزَلۡنَـٰهُ مُبَارَكٌ

আর এই কিতাবও (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি; যা খুব বারাকাতময় কিতাব। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯২) এখন মুশরিকদের ব্যাপারে বলছেন ঃ

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلۡحَقُّ مِنۡ عِندِنَا قَالُواْ لَوۡلَآ أُوتِىَ مِثۡلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىٰٓ

অতঃপর যখন আমার নিকট হতে তাদের নিকট সত্য এসে গেল, তারা বলতে লাগল ঃ মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল অনুরূপ তাকে দেয়া হলনা কেন? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৮) তাই আল্লাহ তা‘আলা এখন বলছেন ঃ

أَوَلَمۡ يَكۡفُرُواْ بِمَآ أُوتِىَ مُوسَىٰ مِن قَبۡلُ ۖ قَالُواْ سِحۡرَانِ تَظَـٰهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلٍّ كَـٰفِرُونَ

কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল তা কি তারা অস্বীকার করেনি? তারা বলেছিল ঃ উভয়ই যাদু, একে অপরকে সমর্থন করে; এবং তারা বলেছিল ঃ আমরা প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান করি। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৮) এরপর মহান আল্লাহ জিনদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন, তারা তাদের কাওমকে বলেছিল ঃ

يَـٰقَوۡمَنَآ إِنَّا سَمِعۡنَا كِتَـٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعۡدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ يَهۡدِىٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ

হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক কিতাব পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসার পরে, এটা তার পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩০)

وَكَتَبۡنَا لَهُۥ فِى ٱلۡأَلۡوَاحِ مِن كُلِّ شَىۡءٍ

অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ লিখে দিয়েছি, (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৪৫)

هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَـٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَـٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً আমি মূসাকে দিয়েছিলাম একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কিতাব যদ্বারা সে তার প্রয়োজনীয় আইন কানূন তৈরী করে সকলকে পরিচালিত করতে সক্ষম ছিল। অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ

অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৪৫) । অতঃপর তিনি বলেন ঃ عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ তা ছিল তাদের জন্য উত্তম দান স্বরূপ। অর্থাৎ তাতে যা বলা হয়েছে তা মেনে চলে আল্লাহর কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান প্রাপ্ত হতে পারে। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَٰنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে?. (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০)

وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَٰتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

এবং যখন তোমার রাব্ব ইবরাহীমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন পরে সে তা পূর্ণ করেছিল; তিনি বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমন্ডলীর নেতা করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۟ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يُوقِنُونَ

আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনিত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত। যখন তারা ধৈর্য ধারণ করত তখন তারা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ২৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَتَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً এতে প্রত্যেকটি বস্তুর বিশদ বিবরণ রয়েছে। আর এটা হচ্ছে হিদায়াত ও রাহমাত। আশা করা যায় যে, তোমরা

তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস লাভ করবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّعَلَّهُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. وَهَـذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ আমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা হচ্ছে বারাকাতময় ও কল্যাণময়, সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করে চল এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে তোমাদের প্রতি দয়া করা হবে। এতে কুরআনের অনুসরণ করার প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদেরকে স্বীয় কিতাবের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং এতে চিন্তা ও গবেষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

১৫৬। যেন তোমরা না বলতে পার - ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম।	١٥٦. أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَـٰبُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَـٰفِلِينَ
১৫৭। অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখনতো তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তা	١٥٧. أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَـٰبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ ۚ فَقَدْ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ

থেকে এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্ত্বর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য!	وَصَدَفَ عَنۡهَا ۗ سَنَجۡزِى ٱلَّذِينَ يَصۡدِفُونَ عَنۡ ءَايَـٰتِنَا سُوٓءَ ٱلۡعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصۡدِفُونَ

কুরআন হল বান্দাদের প্রতি আল্লাহর আহ্বানের দলীল

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঃ আমি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি এ কারণে যে, যেন তোমরা বলতে না পার ঃ আমাদের পূর্বেতো ইয়াহুদী ও নাসারাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়নি। তাদের ওযর আপত্তি শেষ করে দেয়ার জন্যই এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوۡلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُۢ بِمَا قَدَّمَتۡ أَيۡدِيهِمۡ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰتِكَ

তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ হলে তারা বলত ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদের নিকট কোন রাসূল প্রেরণ করলেন না কেন? তাহলে আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৭) (তাবারী ১২/২৩৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, طَآئِفَتَيۡنِ বা দু’টি দল হচ্ছে ইয়াহুদী ও নাসারা। (তাবারী ১২/২৪০) এটা হচ্ছে মুজাহিদ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনেরও উক্তি।

وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمۡ لَغَافِلِينَ অর্থাৎ আমরা এই ইয়াহুদী ও নাসারাদের ভাষাতো বুঝিনা, কাজেই আমরা গাফেল ছিলাম এবং তাদের মত সঠিক আমল করতে পারিনি। আর তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার ঃ

أَوۡ تَقُولُواۡ لَوۡ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيۡنَا الۡكِتَابُ لَكُنَّا أَهۡدَى مِنۡهُمۡ যদি আমাদের উপরও আমাদের ভাষায় কোন আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হত তাহলে আমরা এই

ইয়াহুদী ও নাসারাদের চেয়ে বেশি হিদায়াত প্রাপ্ত হতাম। তাই আমি তাদের এই ওযর আপত্তি খতম করে দিলাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ

তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলত যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী এলে তারা অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎ পথের অধিকতর অনুসারী হবে। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৪২) তাই তিনি বলেন ঃ 'এখন তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত ও রাহমাতযুক্ত কিতাব এসে গেছে।' এই কুরআনে আযীম তোমাদের ভাষায়ই অবতারিত, এতে হালাল ও হারাম সবকিছুরই বর্ণনা রয়েছে। এটা ঐ বান্দাদের জন্য রাহমাত, যারা এর অনুসরণ করে এবং সদা আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত থাকে।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তার থেকে এড়িয়ে চলে তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হতে পারে? সে নিজেওতো কুরআন থেকে উপকার লাভ করলনা বা আহকাম মেনেই চললনা, এমন কি অন্যান্য লোকদেরকেও আল্লাহর আয়াতের অনুসরণ থেকে ফিরিয়ে দিল এবং হিদায়াতের পথ প্রাপ্তি থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করল। صَدَفَ সম্বন্ধে ইহা হল সুদ্দীর (রহঃ) ব্যাখ্যা। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে. صَدَفَ *সাদাফা* এর অর্থ হল সে পিছন ফিরে চলে গেল। যেমন সূরার শুরুতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তারা নিজেরাও ঈমান আনা থেকে বিরত থাকছে এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখছে। তারা নিজেদের জীবনকে নিজেদের হাতেই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।'

১৫৮। তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে মালাইকা (ফেরেশতা) আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাব্ব আসবেন? অথবা তোমার	١٥٨. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ

Contents

يَأۡتِيَ بَعۡضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَۗ يَوۡمَ يَأۡتِي بَعۡضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفۡسًا إِيمَٰنُهَا لَمۡ تَكُنۡ ءَامَنَتۡ مِن قَبۡلُ أَوۡ كَسَبَتۡ فِيٓ إِيمَٰنِهَا خَيۡرًاۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ

রবের কোন কোন নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে? যেদিন তোমার রবের কতক নিদর্শন প্রকাশ হয়ে পড়বে সেই দিনের পূর্বে যারা ঈমান আনেনি অথবা যারা নিজেদের ঈমান দ্বারা কোন সৎ কাজ করেনি তখন তাদের ঈমান আনায় কোন উপকার হবেনা, তুমি এসব পাপিষ্ঠকে জানিয়ে দাও ঃ তোমরা (এরূপ আশা নিয়ে) প্রতীক্ষা করতে থাক, আমিও প্রতীক্ষা করছি।

কাফিরেরা কিয়ামাত দিবসের প্রতীক্ষায় রয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন যারা তাঁর রাসূলের বিরোধীতা করছে, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কুরআনকে অস্বীকার করছে এবং তাঁর দা'ওয়াত প্রচারে বাঁধা সৃষ্টি করছে ঃ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ *তারা কি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, তাদের কাছে মালাইকা আসবে? কিংবা স্বয়ং তোমার রাব্ব আসবেন?* রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী কাফিরদেরকে হুমকি দেয়া হচ্ছে, তোমরাতো শুধু এরই অপেক্ষা করছ যে, তোমাদের কাছে মালাইকা আসবে কিংবা স্বয়ং তোমাদের রাব্ব আসবেন, এটা কিয়ামাতের দিন অবশ্যই হবে, অথবা আল্লাহর কোন কোন নিদর্শন তোমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়বে! তবে যখন ঐ নিদর্শনগুলি প্রকাশ হয়ে পড়বে তখন কারও ঈমান আনায় তার কোন উপকারে আসবেনা। আর এটা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কিয়ামাতের আলামত হিসাবে অবশ্যই প্রকাশ পাবে এবং লোকেরা তা অবলোকন করবে। যেমন ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। আর যখন লোকেরা এ অবস্থা অবলোকন করবে তখন সারা দুনিয়াবাসীর এটার প্রতি বিশ্বাস হয়ে যাবে এবং তারা ঈমান আনবে। আর যদি পশ্চিম দিক হতে সূর্যের আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে ঈমান না এনে থাকে তাহলে তখনকার ঈমান আনায় কোনই ফল হবেনা।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৪৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যদি তিনটি জিনিস প্রকাশ হয়ে পড়ে তাহলে ওগুলি প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে কেহ ঈমান এনে না থাকলে তখন ঈমান আনা বিফল হবে এবং পূর্বে ভাল কাজ না করে থাকলে তখন ভাল কাজ করে কোনই লাভ হবেনা। প্রথম নিদর্শন হচ্ছে পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া। দ্বিতীয় নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব এবং তৃতীয় নিদর্শন হচ্ছে *‘দাব্বাতুল আরদ’* এর প্রকাশ।’ (তাবারী ১২/২৬৫) ইমাম আহমাদ (রহঃ) থেকে এ বিষয়ে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ‘ধুম্রের’ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (আহমাদ ২/৪৪৫)

অপর একটি হাদীস ঃ আমর ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ তিনজন মুসলিম মাদীনায় মারওয়ানের নিকট উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি কিয়ামাতের নিদর্শনাবলীর আলোচনা করতে গিয়ে বলছিলেন যে, দাজ্জাল বের হওয়া কিয়ামাতের প্রথম আলামত। অতঃপর লোকগুলো আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের (রাঃ) কাছে আগমন করেন এবং মারওয়ানের কাছে যা শুনেছিলেন তা তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। তিনি (ইব্ন আমর) তখন বললেন ঃ ‘মারওয়ানতো কিছুই বলেননি। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে যা শুনে স্মরণ করে রেখেছি, তা'ই তোমাদেরকে শোনাচ্ছি। তিনি বলেছেন ঃ প্রথম নিদর্শন এই যে, সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। তারপর প্রত্যুষে দাব্বাতুল আরদের আবির্ভাব অথবা কোন একটি প্রথমে এবং অন্যটি এরপরে প্রকাশ পাবে।’ (আহমাদ ২/২০১)

অতঃপর আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমার মনে হয় প্রথম যে ঘটনা ঘটবে তা হল পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া। সুতরাং তাকে অনুমতি দেয়া হয় যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়ার আদেশ না করেন। ঐ দিনও যথারীতি সূর্য আরশের নীচে গিয়ে সাজদাহ করার পর পুনরায় পূর্ব দিকে উদিত হওয়ার প্রার্থনা করবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে কোন সাড়া পাবেনা এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী (ঐ রাত) প্রলম্বিত হতে থাকবে এবং

সূর্য অনুধাবন করবে যে, যদি তাকে অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হবেনা।

সূর্য বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! পূর্ব সীমাতো এখান থেকে অনেক দূরে, আমি কিভাবে মানুষের কল্যাণে লাগব? দিগন্ত রেখা কালো অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। যখন উদয়ের জন্য অনুমতি চাওয়া হবে তখন বলা হবে, তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে উদিত হও। সুতরাং সে তখন ওখান থেকেই মানুষের উপর আবির্ভূত হবে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ এ হাদীসটি ইমাম মুসলিমও (রহঃ) তার সহীহ গ্রন্থে এবং ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ও ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) তাদের সুনান গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪/২২৬০, ৪/৪৯০ ও ২/১৩৫৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ এর অর্থ হচ্ছে, অবিশ্বাসী কাফিরেরা এরপর ঈমান আনবে, কিন্তু তাদের ঐ ঈমান আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করবেননা। পূর্বেই যারা ঈমান এনেছিল এবং উত্তম আমল করেছিল তাদের ঐ আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা ভাল আমল না করে এবং তাদের কৃতকর্মের জন্য তাওবাহও না করে তাহলে ঈমান আনা কবূল হবেনা। এ বিষয়ে একটি হাদীস পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে আলোচিত আয়াতেও বলা হয়েছে أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا সে যদি পূর্বেই ঈমান এনে উত্তম আমল না করে থাকে তাহলে এ পরিস্থিতিতে ঈমান এনে ভাল আমল করায় কোনো ফায়দা সে পাবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ হে নাবী! তুমি বলে দাও, তোমরা ঐ দিনের অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি। এটা কাফিরদের প্রতি কঠিন সতর্ক বাণী, যারা ঈমান ও তাওবাহ থেকে উদাসীন রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ সময় এসে গেছে। ইহা ঐ সময়ের ঘটনা যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হবে। কিয়ামাত

যে অতি সত্ত্বরই ঘটতে যাচ্ছে তার বিভিন্ন আলামত একের পর এক অতি পরিস্কারভাবে প্রকাশ হতে থাকবে। এ বিষয়েই আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

فَهَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأۡتِيَهُم بَغۡتَةًۖ فَقَدۡ جَآءَ أَشۡرَاطُهَاۚ فَأَنَّىٰ لَهُمۡ إِذَا جَآءَتۡهُمۡ ذِكۡرَىٰهُمۡ

তারা কি শুধু এ জন্য অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামাত তাদের নিকট এসে পড়ুক আকস্মিক ভাবে? কিয়ামাতের লক্ষণসমূহতো এসেই পড়েছে! কিয়ামাত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে? (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ১৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ. فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫)

---

١٥٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ إِنَّمَآ أَمۡرُهُمۡ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ

১৫৯। নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই, তাদের বিষয়টি নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সমর্পিত, পরিশেষে তিনিই তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন।

ধর্মের ব্যাপারে বিভক্তি নিরুৎসাহিত করা হয়েছে

মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি ইয়াহুদী ও নাসারাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। (তাবারী, ১২/২৬৯-৭০) আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন যে. রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে ইয়াহুদী ও নাসারারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের ফলে বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আগমনের পর তাঁকে বলা হল ঃ

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (*নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দীনের মধ্যে নানা মতবাদ সৃষ্টি করে ওকে খন্ড বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই*) (তাবারী ১২/২৬৯) এরা হচ্ছে বিদআতী, সন্দেহ পোষণকারী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়।

তবে প্রকাশ্য কথা এই যে, এ আয়াতটি সাধারণ। এমন প্রত্যেক ব্যক্তির উপরই এটা প্রযোজ্য হতে পারে যে আল্লাহর দীনে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং দীনের বিরোধী হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য ধর্মের হিদায়াতসহ প্রেরণ করেছেন যেন তিনি সমস্ত দীনের উপর দীন ইসলামকে জয়যুক্ত করেন। ইসলামের পথ একটাই। তাতে কোন মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা নেই। যারা পৃথক দল অবলম্বন করেছে, যেমন বাহাত্তর দল বিশিষ্ট লোকেরা, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত-পবিত্র। এ আয়াতটি ঐ আয়াতের মতই, যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِىٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহকে আর যা আমি অহী করেছিলাম তোমাদের। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৩) হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমরা নাবীরা বৈমাত্রেয় সন্তানদের মত। কিন্তু আমাদের সকলেরই দীন বা ধর্ম একটিই। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) এটাই হচ্ছে সিরাতে মুসতাকীম এবং এটাই হচ্ছে ঐ হিদায়াত যা রাসূলগণ অন্য কেহকে শরীক না করে এক আল্লাহর ইবাদাত সম্পর্কে পেশ করেছেন এবং সর্বশেষ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াতকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করাকে সিরাতে মুসতাকীম বানিয়েছেন। এ ছাড়া

সমস্ত কিছুই পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা, মনগড়া ধ্যান-ধারনা এবং মিথ্যা আশা ভরসা। রাসূলগণ ওগুলো থেকে মুক্ত। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে বলেন ঃ لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ হে নাবী! তাদের সাথে কোন ব্যাপারে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ তাদের বিষয়টি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দাও। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করবেন। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّٰبِـِٔينَ وَٱلنَّصَٰرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ

যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ইয়াহুদী হয়েছে, যারা সাবিয়ী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক এবং যারা মুশরিক - কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিবেন। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৭) এরপর আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামাতের দিন স্বীয় হুকুম এবং বিচারের মধ্যেও নিজের দয়া-মায়ার বর্ণনা পরবর্তী আয়াতে দিচ্ছেন।

১৬০। কেহ কোন ভাল কাজ করলে সে তার দশ গুণ প্রতিদান পাবে, আর কেহ পাপ ও অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু ততটুকুই প্রতিফল দেয়া হবে যতটুকু সে করেছে, আর তারা অত্যাচারিত হবেনা।	١٦٠. مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

উত্তম আমলের সাওয়াবকে বাড়িয়ে দেয়া হয়, আর খারাপ আমলের বদলা ওর সম পরিমান

এ আয়াতে কারীমায় বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এর পরবর্তী আয়াত সংক্ষিপ্ত। এ আয়াতের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا

কেহ যদি সৎ কাজ করে তাহলে সে তার কাজ অপেক্ষা উত্তম ফল পাবে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৮৪) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহাকল্যাণময় আল্লাহ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ

'তোমাদের মহামহিমান্বিত আল্লাহ বড় করুণাময়। কেহ যদি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু ঐ কাজ করতে না পারে তবুও তার জন্য একটা সাওয়াব লিখে নেয়া হয়। আর যদি সে ঐ কাজটি করে তাহলে তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হয় এবং তার ভাল নিয়াতের কারণে এটা বৃদ্ধি হতে হতে সাতশ' পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পক্ষান্তরে কেহ যদি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু তা করা থেকে বিরত থাকে তাহলে ওর জন্যও একটা সাওয়াব লিখা হয়। আর যদি তা করে ফেলে তাহলে একটা মাত্র পাপ লিখা হয় এবং সেটাও ইচ্ছা করলে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। ধ্বংস যাদের তাকদীরে লিখা রয়েছে আল্লাহ তা'আলা শুধু তাদেরকেই ধ্বংস করবেন।' (আহমাদ ১/২৭৯, ফাতহুল বারী ১১/৩৩১, মুসলিম ১/১১৮, নাসাঈ ৪/৩৯৬)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে তার জন্য দশটি সাওয়াব রয়েছে এবং আমি তার চেয়েও বেশি প্রদান করব। আর যে ব্যক্তি একটি খারাপ কাজ করবে, তার অনুরূপ একটি মাত্র পাপ তার জন্য লিখা হবে অথবা আমি ওটাও ক্ষমা করে দিব। যে ব্যক্তি ভূ-পৃষ্ঠ পরিমান পাপ করে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে, কিন্তু আমার সাথে কেহকেও শরীক করবেনা, আমি সেই পরিমাণই ক্ষমা তার উপর নাযিল করব। যে ব্যক্তি আমার দিকে অর্ধহাত অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। যে ব্যক্তি আমার দিকে এক হাত (নিম্ন বাহু) অগ্রসর হবে, আমি তার দিকে দু'হাত (পূর্ণ বাহু) অগ্রসর হব। যে ব্যক্তি আমার দিকে হেঁটে আসবে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাব।' (আহমাদ ৫/১৫৩, মুসলিম ৪/২০৬৮)

এটা জেনে নেয়া যরুরী যে, যে ব্যক্তি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করেও তা করলনা ওটা তিন প্রকার। (১) কখনও এরূপ হয় যে, সে আল্লাহর ভয়ে পাপের ইচ্ছা পরিত্যাগ করল। এ প্রকারের লোককেও পাপকাজ থেকে বিরত থাকার কারণে একটি সাওয়াব দেয়া হবে এবং এটা আমল ও নিয়াতের উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই তার জন্য একটা সাওয়াব লিখা হয়। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ সে আমারই কারণে পাপকাজ

পরিত্যাগ করেছে। (২) কখনও এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তি পাপকাজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভুলে গিয়ে অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তা ছেড়ে দেয়। এ অবস্থায় তার জন্য শাস্তিও নেই, প্রতিদানও নেই। কেননা সে ভাল কাজেরও নিয়াত করেনি এবং খারাপ কাজও করে বসেনি। (৩) আবার কখনও এমনও হয় যে, কোন ব্যক্তি পাপকাজ করে ফেলার চেষ্টা করে থাকে, ওর উপকরণ সংগ্রহ করে, কিন্তু ওকে কাজে পরিণত করতে সে অপারগ হয়ে যায় এবং বাধ্য হয়ে তাকে ওটা ছেড়ে দিতে হয়। এরূপ ব্যক্তি যদিও পাপকাজ করলনা, তবুও তাকে কাজে পরিণতকারীরূপেই গণ্য করা হবে। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন দু’জন মুসলিম তরবারী নিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করে তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা হত্যাকারীর ব্যাপারে প্রযোজ্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি জাহান্নামী হবে কেন? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘নিশ্চয়ই সে তার সাথীকে হত্যা করতে ইচ্ছুক ছিল (কিন্তু পারেনি)।’ (বুখারী ৩১, ৬৮৭৫, ৭০৮৩)

হাফিয আবুল কাসিম আল তাবারানী (রহঃ) বলেন, আবূ মালিক আল আশ‘আরী (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক শুক্রবার থেকে পরবর্তী শুক্রবার এবং আরও তিন দিনের কৃত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا কেহ ভাল কাজ করলে সে ঐ কাজের দশগুণ প্রতিদান পাবে। (তাবারানী ৩/২৯৮)

আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন করল সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।’ ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে উল্লিখিত বর্ণনাটি ইমাম আহমাদের (রহঃ)। ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আরও যোগ করেছেন ঃ সুতরাং আল্লাহ এ বিষয়ে সত্যায়ন করে আয়াত নাযিল করেন ঃ

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا অতএব একদিনের আমলের পরিবর্তে দশ দিনের আমলের প্রতিদান দেয়া হবে। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান

বলেছেন। (আহমাদ ৫/১৪৬, তিরমিযী ৩/৪৭০, নাসাঈ ৪/২১৮, ইব্ন মাজাহ ১/৫৪৫) এই আয়াতের তাফসীরে আরও বহু হাদীস এসেছে। কিন্তু যা বর্ণনা করা হল তা'ই যথেষ্ট।

১৬১। তুমি বল ঃ নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন। ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।	١٦١. قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَبِّيٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَٰهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১৬২। তুমি বলে দাও ঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য।	١٦٢. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১৬৩। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম।	١٦٣. لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

ইসলাম হল সরল সোজা পথ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তুমি সংবাদ দিয়ে দাও ঃ

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ আল্লাহ তাঁর নাবীর উপর কিরূপ ইন‘আম বর্ষণ

করেছেন, তাঁকে সরল সোজা পথে পরিচালিত করেছেন যার মধ্যে কোন বক্রতা নেই। এটি হচ্ছে একটা সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম এবং এটিই হচ্ছে মিল্লাতে ইবরাহীম (আঃ)। তিনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতেন এবং তিনি কখনও শির্ক করেননি। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥ

এবং যে নিজকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩০) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَٰهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي
ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمۡ إِبۡرَٰهِيمَ

এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনিত করেছেন। তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের মিল্লাত। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৮) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةٗ قَانِتٗا لِّلَّهِ حَنِيفٗا وَلَمۡ يَكُ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ.
شَاكِرٗا لِّأَنۡعُمِهِۚ ٱجۡتَبَىٰهُ وَهَدَىٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ. وَءَاتَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَا
حَسَنَةٗۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ. ثُمَّ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ أَنِ ٱتَّبِعۡ مِلَّةَ
إِبۡرَٰهِيمَ حَنِيفٗاۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১২০-১২৩) নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিল্লাতে ইবরাহীমের (আঃ) অনুসরণ করতে বলা হল বলে যে তাঁর উপর ইবরাহীমের

(আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হল তা নয়। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীমের (আঃ) দীনের অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর দীনকে আরও সুদৃঢ় করেছেন এবং তাঁর মাধ্যমেই ইবরাহীমের (আঃ) দীন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। অন্য কোন নাবী তাঁর দীনকে পূর্ণতা দানে সক্ষম হননি। আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো খাতেমুল আম্বিয়া। তিনি সাধারণভাবে আদম সন্তানের নেতা এবং মাকামে মাহ্মূদের উপর তিনি সমাসীন থাকবেন, কিয়ামাতের দিন সমস্ত মাখলূক তাঁরই দিকে ফিরে আসবে, তাঁকে সুপারিশ করার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করা হবে, এমন কি আল্লাহর বন্ধু স্বয়ং ইবরাহীম খলীলও (আঃ)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর কাছে কোন দীন সব চেয়ে প্রিয়?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘ইবরাহীমের (আঃ) ধর্ম।’ (আহমাদ ১/২৩৬)

একাগ্রতার সাথে ইবাদাত করার নির্দেশ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমার সালাত, আমার ইবাদাত, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর নাবীকে আদেশ করছেন যে, তিনি যেন ঐ সমস্ত মূর্তিপূজক কাফিরদেরকে জানিয়ে দেন ঃ যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদের উপাসনা করে এবং কুরবানী করে তাদের এ ধরনের কাজকে আল্লাহ কখনও গ্রহণ করবেননা। তাঁর জন্য সব ধরণের ইবাদাত হতে হবে শরীকবিহীন এবং একমাত্র তাঁরই জন্য। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (১০৮ ঃ ২)

মুশরিকরা মূর্তির পূজা করত এবং মূর্তির নামেই কুরবানী করত। আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কলুষমুক্ত অন্তঃকরণ নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতে মুসলিমদেরকে হুকুম করছেন। যেমন তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বললেন ঃ ‘নিশ্চয়ই আমার সালাত, আমার

ইবাদাত-বন্দেগী সব কিছুই বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্য।' **نُسُكٌ** হাজ্জ ও উমরা পালনের সময় কুরবানী করাকে বলা হয়।

সব নাবীদেরই একই ধর্ম ছিল ইসলাম

أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ দ্বারা 'ঐ উম্মাতকে' প্রথম মুসলিম বুঝানো হয়েছে বলে কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেছেন। (তাবারী ১২/২৮৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ববর্তী সকল নাবী ইসলামেরই দা'ওয়াত দিতেন। প্রকৃত ইসলাম হচ্ছে আল্লাহকে মা'বূদ মেনে নেয়া এবং তাঁকে এক ও শরীকবিহীন বলে বিশ্বাস করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيٓ إِلَيۡهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعۡبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَمَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

অতঃপর যদি তোমরা পরোন্মুখই থাক তাহলে আমিতো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিকতো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে, আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৭২) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يَرۡغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبۡرَٰهِـۧمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفۡسَهُۥۚ وَلَقَدِ ٱصۡطَفَيۡنَٰهُ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ. إِذۡ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسۡلِمۡۖ قَالَ أَسۡلَمۡتُ لِرَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ. وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبۡرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعۡقُوبُ يَٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ

এবং যে নিজকে নির্বোধ করে তুলেছে সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের ধর্ম হতে বিমুখ হবে? এবং নিশ্চয়ই আমি তাকে এই পৃথিবীতে মনোনীত করেছিলাম, নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন তার রাব্ব তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল ঃ আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় সন্তানদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল ঃ হে আমার বংশধরগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩০-১৩২) ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِىِّۦ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِى مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ

হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন; হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০১) মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ مُوسَىٰ يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ. فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

আর মূসা বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা, আর আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে এই কাফিরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৪-৮৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (*আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর*) *আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত, আর আল্লাহওয়ালাগণ এবং আলিমগণও।* (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِذۡ أَوۡحَيۡتُ إِلَى ٱلۡحَوَارِيِّـۧنَ أَنۡ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّنَا مُسۡلِمُونَ

আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম ঃ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা মুসলিম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১১) এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত নাবীকে ইসলামসহ পাঠিয়েছেন। কিন্তু নাবীগণের নিজ নিজ শারীয়াতের বিধি-বিধানে একের থেকে অন্যের পার্থক্য ছিল। কোন কোন নাবী পূর্ববর্তী নাবীর শাখা ধর্মকে রহিত করে আল্লাহর আদেশে নতুন বিধি-বিধান চালু করেন। সর্বশেষ শারীয়াতে মুহাম্মাদীর মাধ্যমে অন্যান্য সমস্ত দীন রহিত হয়ে যায় এবং দীনে মুহাম্মাদী কখনও রহিত হবেনা, বরং চির বিদ্যমান থাকবে। কিয়ামাত পর্যন্ত এর পতাকা উঁচু হয়েই থাকবে। এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

‘আমরা নাবীরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই। কিন্তু আমাদের সবারই দীন একই। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) আমরা সবাই সেই আল্লাহকে মেনে থাকি যিনি এক ও অংশীবিহীন। আমরা তাঁরই ইবাদাত করি। যদিও আমাদের শারীয়াত বিভিন্ন; কিন্তু এই শারীয়াতগুলি মায়ের মত। যেমন বৈপিত্রেয় ভাই বৈমাত্রেয় ভাই এর বিপরীত হয়ে থাকে। অর্থাৎ মা এক এবং পিতা পৃথক পৃথক। আর প্রকৃত ভাই একই মা ও একই পিতার সন্তান হয়ে থাকে। তাহলে উম্মাতের দৃষ্টান্ত পরস্পর এক মায়েরই সন্তানের মত।’ আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন।

তারপর وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ বলতেন। এরপর নিম্নের দু‘আটি বলতেন ঃ

اَللَّهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ. أَنْتَ رَبِّ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي ذُنُوْبِي جَمِيْعًا لاَّ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ وَاهْدِنِي لَاحْسَنِ الْأَخْلاَقِ لاَ لاَيَهْدِي لَاحْسَنِهَا اِلاَّ اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا اِلاَّ اَنْتَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوْبُ اِلَيْكَ

‘হে আল্লাহ! আপনি বাদশাহ্। আপনি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নেই। আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস। আমি আমার নিজের উপর অত্যাচার করেছি এবং আমি আমার পাপের কথা স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিন। আপনি ছাড়া আর কেহ পাপরাশি ক্ষমা করতে পারেনা। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেহ আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ বাতলে দিতে পারেনা। আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর করে দিন। আপনি ছাড়া অন্য কেহ আমা থেকে দুশ্চরিত্রতা দূর করতে পারেনা। আপনি কল্যাণময় ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং (পাপ কাজ থেকে) আপনার কাছে তাওবাহ করছি।’ (আহমাদ ১/১০২, মুসলিম ১/৫৩৪) তারপর তিনি রুকূ’ ও সাজদায় এবং তাশাহ্হুদে যা বলেছিলেন সেগুলি সম্বলিত সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়।

১৬৪। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য রবের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি বস্তুর রাব্ব! প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে, কেহ কারও কোন বোঝা বহন করবেনা, পরিশেষে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে,	١٦٤. قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَىْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ

অতঃপর তিনি তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করেছিলে সে বিষয়ের মূল তত্ত্ব তোমাদেরকে অবহিত করবেন।	إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার নির্দেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ قُلْ أَغَيْرَ اللّٰهِ أَبْغِي رَبًّا হে নাবী! মুশরিকদেরকে নির্ভেজাল ইবাদাত ও আল্লাহর উপর ভরসাকরণ সম্পর্কে তুমি বলে দাও, আমি কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে স্বীয় রাব্ব বানিয়ে নিব? অথচ তিনিইতো প্রত্যেক বস্তুর রাব্ব। সুতরাং আমি তাঁকেই আমার রাব্ব বানিয়ে নিব। আমার এই রাব্ব একাকীই আমাকে লালন-পালন করে থাকেন, আমার রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন এবং আমার প্রতিটি বিষয়ে তিনি আমার সাহায্যকারী। তাই আমি তিনি ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করবনা। কেননা সমস্ত সৃষ্টবস্তু ও সৃষ্টজীব তাঁরই। নির্দেশ প্রদানের হক একমাত্র তাঁরই রয়েছে। মোট কথা, এ আয়াতে ইবাদাতে আন্তরিকতা ও শির্ক বর্জন করে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করার নির্দেশ রয়েছে। আর কুরআনুল কারীমে এই বিষয়ের পারস্পরিক সংযোগ অধিক পরিলক্ষিত হয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। (১ ঃ ৫) অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

فَٱعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হূদ, ১১ ঃ ১২৩) অন্যত্র বলেন ঃ

قُلْ هُوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৯) অন্যত্র বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ৯) এর সাথে সাদৃশ্য যুক্ত আয়াত আরও রয়েছে।

প্রত্যেকে নিজ নিজ বোঝা বহন করবে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى কেহ কোন দুষ্কর্ম করলে ওর পাপের ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, কারও পাপের বোঝা অপর কেহ বহন করবেনা। এই আয়াতগুলির মাধ্যমে এই সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন যে শাস্তি দেয়া হবে তা নিপুণতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতেই হবে। আমলের প্রতিফল আমলকারীই পাবে। ভাল লোককে ভাল প্রতিদান এবং মন্দ লোককে মন্দ প্রতিদান দেয়া হবে। একজনের পাপের কারণে অপরজনকে শাস্তি দেয়া হবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰٓ

কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৮)

فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১১২) এর তাফসীরে আলেমগণ বলেন, কোন লোককে অপর কোন লোকের পাপের বোঝা বহন করতে বলে তার প্রতি অত্যাচার করা হবেনা এবং তার সাওয়াব কিছু কমিয়ে দিয়েও তার উপর যুল্ম করা হবেনা। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلَّآ أَصْحَٰبَ ٱلْيَمِينِ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণের নয়। (সূরা মুদ্দাসসির, ৭৪ ঃ ৩৮-৩৯) অর্থাৎ খারাপ আমলকারীদেরকে তাদের খারাবীর জন্য কঠিন শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু উত্তম আমলকারীদের সৎ আমলের বারাকাত তাদের সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজন পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍ

এবং যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করব তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবনা। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) অর্থাৎ পূর্ববর্তীরাও পরবর্তীদের সৎ আমলের সাওয়াব লাভ করবে, কিন্তু তাই বলে পরবর্তীদের প্রতিদান হতে একটুও কম করা হবেনা যেহেতু তারা তাদের পূর্ববর্তীদের থেকে সৎ আমলের দীক্ষা পেয়েছে। জান্নাতে উচ্চ আসনে সৎ সন্তানদের নিকট তাদের পূর্ব পুরুষদেরকেও পৌঁছে দেয়া হবে। পুত্রের সাওয়াব পিতাও লাভ করে থাকে, যদিও সে সৎ আমলে পুত্রের সাথে শরীক না থাকে। এ কারণে পুত্রের প্রতিদান কিছু কেটে নেয়া হবে তা নয়, বরং দু'জনকেই সমান সমান বিনিময় প্রদান করা হবে। এমন কি আল্লাহ তা‘আলা পুত্রদেরকেও পিতাদের আমলের বারাকাতে তাদের মনযিল পর্যন্ত পৌঁছে থাকেন। এটা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ২১) অর্থাৎ তাকে তার কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করা হবে। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ তোমরা যা করতে চাও স্বীয় জায়গায় করতে থাক, আমিও আমার জায়গায় আমার কাজ করব। শেষ পর্যন্ত একদিন তোমাদেরকে আমার কাছে আসতেই হবে। সেই দিন আমি মু'মিন ও মুশরিক সবাইকেই তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব এবং তারা দুনিয়ায় অবস্থানরত অবস্থায় পরকাল সম্পর্কে যে মতানৈক্য পোষণ করত, সেই দিন সবকিছুই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ

Contents

বল ঃ আমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবেনা এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও জবাবদিহি করতে হবেনা। বল ঃ আমাদের রাব্ব আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর তিনি আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ফাইসালাকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৫-২৬)

১৬৫। আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন, উদ্দেশ্য হল তোমাদেরকে তিনি যা কিছু দিয়েছেন তাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা, আর নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান।	١٦٥. وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌۢ

বিভিন্ন জাতিকে আল্লাহ তা‘আলা পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ (*আর তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদের কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন*) ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের মতে ঃ তিনি তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় এবং যুগের পর যুগ পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন এবং এ ক্রমধারা অব্যাহত আছে। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৬০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَيَجۡعَلُكُمۡ خُلَفَآءَ ٱلۡأَرۡضِ

এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? ২৭ ঃ ৬২) অন্যত্র তিনি আরও বলেন ঃ

إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلۡأَرۡضِ خَلِيفَةً

নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৩০) অন্যত্র বলেন ঃ

عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُهۡلِكَ عَدُوَّكُمۡ وَيَسۡتَخۡلِفَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلُونَ

সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَات তিনি কতককে কতকের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন, অর্থাৎ জীবিকা, চরিত্র, সৌন্দর্য, সমতা, দৃশ্য, দৈহিক গঠন, রং ইত্যাদিতে একে অপরের অপেক্ষা কম-বেশি রয়েছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

نَحۡنُ قَسَمۡنَا بَيۡنَهُم مَّعِيشَتَهُمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا ۚ وَرَفَعۡنَا بَعۡضَهُمۡ فَوۡقَ بَعۡضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعۡضُهُم بَعۡضًا سُخۡرِيًّا

আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নিত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩২) কেহ আমীর, কেহ গরীব, কেহ মনিব এবং কেহ তার চাকর। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

ٱنظُرۡ كَيۡفَ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ ۚ وَلَلۡأَٓخِرَةُ أَكۡبَرُ دَرَجَٰتٍ وَأَكۡبَرُ تَفۡضِيلًا

লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, পরকালতো নিশ্চয়ই মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ত্বে শ্রেষ্ঠতর। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ এই মর্যাদার বিভিন্নতার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চাই, ধনীকে ধন দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে ধন-সম্পদের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করেছে এবং গরীবকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, সে স্বীয় দারিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণ করেছে কি করেনি।

সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট, শ্যামল ও সবুজ। আল্লাহ তোমাদেরকে বংশ পরম্পরায় দুনিয়া ভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছেন। এখন তিনি দেখতে চান তোমরা কিরূপ আমল করছ। অতএব তোমরা দুনিয়াকে ভয় কর এবং নারীদেরকেও ভয় করে চল। বানী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম যে ফিতনা সৃষ্টি হয়েছিল তা ছিল নারী সম্পর্কীয়ই।’ (মুসলিম ৪/২০৯৮) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ হে মুহাম্মাদ! নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব ত্বরিত শাস্তিদাতা এবং অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালুও বটে। অর্থাৎ তোমাদের পার্থিব জীবন সত্বরই শেষ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়ালুও বটে।

এখানে ভয়ও প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং উৎসাহও প্রদান করা হচ্ছে যে, তাঁর হিসাব ও শাস্তি সত্বরই এসে যাবে এবং তাঁর অবাধ্যরা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতাকারীরা পাকড়াও হয়ে যাবে। আর যারা তাঁকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তাদের অলী এবং তাদের প্রতি তিনি ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান। কুরআনুল হাকীমের অধিকাংশ স্থানে এ দু’টি বিশেষণ অর্থাৎ ক্ষমাশীল ও দয়ালু এক সাথে এসেছে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

বস্তুতঃ মানুষের সীমা লংঘন সত্ত্বেও তোমার রাব্ব মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং তোমার রাব্বতো শাস্তি দানেও কঠোর। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৬) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

نَبِّئْ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ

আমার বান্দাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর আমার শাস্তি; তা অতি মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৪৯-৫০) উৎসাহ ও আশা প্রদান এবং ভয় প্রদর্শনের অনেক আয়াত রয়েছে। কখনও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করে বান্দাদেরকে উৎসাহ ও আশা প্রদান করেন, আবার কখনও জাহান্নামের বর্ণনা দিয়ে ওর শাস্তি এবং কিয়ামাতের ভয়াবহ দৃশ্য থেকে ভয় প্রদর্শন করে থাকেন। মাঝে মাঝে আবার দু’টির বর্ণনা একই সাথে দিয়েছেন। আল্লাহ যেন আমাদেরকে তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলার তাওফীক প্রদান করেন এবং পাপীদের দল থেকে যেন আমাদেরকে দূরে রাখেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহর শাস্তি যে কত কঠিন তা যদি মু’মিন জানত তাহলে কেহ জান্নাতের আকাঙ্খা করতনা (সে বলত ঃ যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাই তাহলে এটাই যথেষ্ট)। পক্ষান্তরে আল্লাহর দয়া ও রাহমাত যে কত ব্যাপক তা যদি কাফির জানত তাহলে কেহ জান্নাত থেকে নিরাশ হতনা (অথচ জান্নাততো কাফিরের প্রাপ্যই নয়)। আল্লাহ একশ’ ভাগ রাহমাত রেখেছেন। এর মধ্য থেকে একটি মাত্র অংশ সারা মাখলূকাতের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন। এই এক ভাগ রাহমাতের কারণেই মানুষ ও জীবজন্তু একে অপরের উপর দয়া করে থাকে। আর নিরানব্বই ভাগ রাহমাত আল্লাহর কাছেই রয়েছে।’ এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে মারফূ’ রূপে তাখরীজ করেছেন। ইমাম মুসলিম (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) এ হাদীসটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটি হাসান বলেছেন। (হাদীস নং ২/৩৩৪, ৪/২১০৯, ৯/৫২৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন আল্লাহ মাখলূকাতকে সৃষ্টি করেন তখন আরশের উপর অবস্থিত লাওহে মাহ্ফূযে তিনি লিপিবদ্ধ করেন ঃ ‘আমার রাহমাত আমার গযবের উপর জয়যুক্ত থাকবে।’ (মুসলিম ৪/২১০৭)

সূরা আন‘আম এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৭ ঃ আ'রাফ, মাক্কী ٧ – سورة الأعراف، مَكِّيَّةٌ

(আয়াত ঃ ২০৬, রুকূ' ঃ ২৪) (اٰيَاتها : ٢٠٦، رُكُوْعَاتُهَا : ٢٤)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম-মিম-সাদ।	١. الٓمٓصٓ
২। এ একটি কিতাব যা তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, সুতরাং তোমার অন্তরে যেন মোটেই সংকীর্ণতা না আসে। আর মু'মিনদের জন্য এটা উপদেশ।	٢. كِتَـٰبٌ أُنزِلَ إِلَيۡكَ فَلَا يَكُن فِي صَدۡرِكَ حَرَجٞ مِّنۡهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ
৩। তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।	٣. ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ

حُرُوْفٌ مُقَطَّعَاتٌ এবং এগুলির অর্থ ও এগুলি সম্পর্কে যেসব মতবিরোধ রয়েছে এ সবকিছু সূরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। الصم অর্থাৎ اَنَا اللّٰهُ اُفَصِّلُ এর অর্থ হচ্ছে আমি (আল্লাহ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি। (হে নাবী!) এই কিতাব (কুরআন) তোমার প্রতি তোমার রবের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এখন এর প্রচার এবং এর দ্বারা মানুষকে ভয় প্রদর্শনের ব্যাপারে তোমার মনে

যেন কোন সংকীর্ণতা না আসে এবং এমন ধৈর্য অবলম্বন কর যেমন দুঃসাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাবীরা অবলম্বন করেছিল। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَٱصۡبِرۡ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর যেমন করেছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৫)

এটা অবতরণের উদ্দেশ্য এই যে, لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ তুমি এর মাধ্যমে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে। আর মু'মিনদের জন্যতো এ কুরআন উপদেশবাণী। এই মু'মিনরা কুরআনে অবতীর্ণ বিষয়ের অনুসরণ করেছে এবং উম্মী নাবী যে কিতাব তাদের সামনে পেশ করেছেন তার তারা পদাংক অনুসরণ করেছে। এখন একে ছেড়ে অন্যের পিছনে লেগে থেকনা এবং আল্লাহর হুকুমের সীমা ছাড়িয়ে অপরের হুকুমের উপর পরিচালিত হয়োনা। কিন্তু উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণকারীর সংখ্যা খুবই কম হয়ে থাকে। হে নাবী! তুমি যতই বাসনা, কামনা, লোভ ও চেষ্টা করনা কেন এদের সকলকে উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করাতে পারবেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَكۡثَرُ ٱلنَّاسِ وَلَوۡ حَرَصۡتَ بِمُؤۡمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করার নয়। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৩)

وَإِن تُطِعۡ أَكۡثَرَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ

তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১৬)

وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشۡرِكُونَ

তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তাঁর সাথে শরীক করে। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৬)

৪। কত জনপদকেই না আমি ধ্বংস করেছি! আমার শাস্তি তাদের উপর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা দ্বিপ্রহরে যখন	٤. وَكَم مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَٰهَا فَجَآءَهَا بَأۡسُنَا بَيَٰتًا أَوۡ هُمۡ

তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে।	قَآئِلُونَ
৫। আমার শাস্তি যখন তাদের কাছে এসে পড়েছিল তখন তাদের মুখে 'বাস্তবিকই আমরা অত্যাচারী ছিলাম' এ কথা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।	٥. فَمَا كَانَ دَعْوَىٰهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ
৬। অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব।	٦. فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ
৭। তখন আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমিতো কোন কালে বেখবর ছিলামনা।	٧. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ ۖ وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ

বিরুদ্ধাচরণের কারণে বিভিন্ন জাতি ধ্বংস হয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا রাসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আমি কত লোকালয়কেই না ধ্বংস করেছি! আর দুনিয়া ও আখিরাতের লাঞ্ছনা ও অপমান তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

তোমার পূর্বে যে সব নাবী রাসূল এসেছিল, তাদের সাথেও ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়েছে, ফলতঃ এই সব ব্যঙ্গ বিদ্রুপের পরিণাম ফল বিদ্রুপকারীদেরকেই পরিবেষ্টন করে ফেলেছিল। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০) যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

فَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ أَهۡلَكۡنَـٰهَا وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئۡرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصۡرٍ مَّشِيدٍ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যেগুলির বাসিন্দা ছিল যালিম, এই সব জনপদ তাদের ঘরের ছাদসহ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিল এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়েছিল ও কত সুদৃঢ় প্রাসাদও। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৫) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَكَمۡ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرۡيَةِۭ بَطِرَتۡ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلۡكَ مَسَـٰكِنُهُمۡ لَمۡ تُسۡكَن مِّنۢ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلۡوَٰرِثِينَ

কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। এগুলিইতো তাদের ঘরবাড়ী, তাদের পরে এগুলিতে লোকজন সামান্যই বসবাস করেছে; আর আমিতো চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ আমার শাস্তি তাদের উপর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা ভরা দ্বিপ্রহরে যখন তারা বিশ্রামরত ছিল তখনই আপতিত হয়েছে। আর এ দু'টোই হচ্ছে উদাসীন থাকার সময়। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا بَيَـٰتًا وَهُمۡ نَآئِمُونَ. أَوَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ أَن يَأۡتِيَهُم بَأۡسُنَا ضُحًى وَهُمۡ يَلۡعَبُونَ

রাতে যখন তারা ঘুমন্ত থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে - এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৯৭-৯৮) তিনি আরও বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِى تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

যারা দুস্কর্মের ষড়যন্ত্র করে তারা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা অথবা এমন দিক হতে শাস্তি আসবেনা যা তাদের ধারণাতীত? অথবা চলাফিরা করতে থাকাকালে তিনি তাদেরকে ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৪৫-৪৭) যেমন তিনি আরও বলেন ঃ

فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

যখন তাদের উপর শাস্তি এসেই পড়ে তখন 'বাস্তবিকই আমরা অপরাধী ছিলাম' এ কথা বলা ছাড়া তাদের আর কিছুই বলার থাকেনা। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَكَمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ. فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ. لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَـٰكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْـَٔلُونَ. قَالُواْ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ. فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَـٰهُمْ حَصِيدًا خَـٰمِدِينَ

আমি ধ্বংস করেছি কত জনপদ যার অধিবাসীরা ছিল যালিম এবং তাদের পরে সৃষ্টি করেছি অপর জাতি। অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখনই তারা জনপদ হতে পালাতে লাগল। তাদেরকে বলা হল ঃ পলায়ন করনা এবং ফিরে এসো তোমাদের ভোগ সম্ভারের নিকট এবং তোমাদের আবাসগৃহে, হয়তো এ বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হতে পারে। তারা বলল ঃ হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরাতো ছিলাম যালিম। তাদের এই আর্তনাদ চলতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাদেরকে কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত অগ্নি সদৃশ করি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১১-১৫)

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ

আর সেদিন (আল্লাহ) তাদেরকে ডেকে বলবেন ঃ তোমরা রাসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে? (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬৫)

يَوۡمَ يَجۡمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبۡتُمۡ ۖ قَالُواْ لَا عِلۡمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلۡغُيُوبِ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে ঃ (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১০৯) উপরোক্ত আয়াতগুলি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নের হাদীসের স্পষ্ট দলীল ঃ বিচার দিবসে আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি তাদের কাছে যে সমস্ত রাসূল পাঠিয়েছিলেন তাঁদের প্রতি এবং তাঁরা যে বাণী প্রচার করেছেন তার প্রতি তারা কি ধরনের সাড়া দিয়েছিল। তিনি তাঁর নাবী-রাসূলগণকেও জিজ্ঞেস করবেন যে, তাঁরা কি তাঁর বাণী লোকদের কাছ পৌঁছে দিয়েছিলেন? আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এ বিষয়ের উল্লেখ করেই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (*অতঃপর আমি (কিয়ামাত দিবসে) যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকেও অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব*) (তাবারী ১২/৩০৬) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ আমি তাদের সমস্ত বিবরণ অকপটে প্রকাশ করে দিব, যেহেতু আমি পূর্ণরূপে জ্ঞাত আছি, আর আমিতো বে-খবর ছিলামনা। কিয়ামাতের দিন তাদের আমলনামা খুলে দেয়া হবে এবং তাদের আমল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হবে। وَمَا كُنَّا غَآئِبِينَ আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই দেখতে রয়েছেন। তিনিতো গোপন দৃষ্টিপাত সম্পর্কেও পূর্ণ অবগত। তিনি অন্তরের গোপন কথাও জানেন। যদি গাছের কোন পাতা পড়ে যায় বা অন্ধকারে কোন বীজ পড়ে থাকে তাহলে সেটাও তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকেনা।

وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯)

৮। আর সেদিন (কিয়ামাতের দিন) ন্যায় ও সঠিকভাবে (প্রত্যেকের 'আমল) ওযন করা হবে, সুতরাং যাদের (সৎ আমলের) পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে কৃতকার্য ও সফলকাম।	٨. وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
৯। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে, তারা হবে সেই সব লোক যারা নিজেদের ধ্বংস ও ক্ষতি নিজেরাই করেছে। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে (আয়াত) প্রত্যাখ্যান করত।	٩. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَظْلِمُونَ

আমল ওযন করার অর্থ

ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামাতের দিন আমলসমূহ ওযন করা হবে, এটা সত্য কথা, যেন কারও উপর যুল্ম না হতে পারে। যেমন এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِينَ

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি স্থাপন করব ন্যায় বিচারের মানদন্ড; সুতরাং কারও প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা এবং কাজ যদি সরিষার দানা পরিমাণ ওযনেরও হয় তাও আমি উপস্থিত করব; হিসাব গ্রহণকারী রূপে আমিই যথেষ্ট। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৪৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖۖ وَإِن تَكُ حَسَنَةٗ يُضَٰعِفۡهَا وَيُؤۡتِ مِن لَّدُنۡهُ أَجۡرًا عَظِيمٗا

নিশ্চয়ই আল্লাহ অণু পরিমাণও অত্যাচার করেননা এবং যদি কেহ কোন সৎ কাজ করে তাহলে তিনি ওটা দ্বিগুণ করে দেন এবং স্বীয় পক্ষ হতে ওর মহান প্রতিদান প্রদান করেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৪০) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ. فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ. وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ. فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٞ. وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ. نَارٌ حَامِيَةُۢ

তখন যার পাল্লা ভারী হবে সেতো লাভ করবে প্রীতিপদ জীবন। এবং যার পাল্লা হালকা হবে তার স্থান হবে হা'বিয়াহ। ওটা কি, তা কি তুমি জান? ওটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। (সূরা কারি'আ, ১০১ ঃ ৬-১১) আর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَئِذٖ وَلَا يَتَسَآءَلُونَ. فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ. وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১০১-১০৩) দাঁড়িপাল্লায় যা ওযন করা হবে তা হচ্ছে কারও কারও মতে স্বয়ং আমল। যদিও ওর কোন আকার নেই অর্থাৎ যদিও ওটা কোন দৃশ্যমান অস্তিত্ব বিশিষ্ট পদার্থ নয়, তবুও সেই দিন আল্লাহ তা'আলা ওকে পদার্থের আকার দান করবেন। (বাগাভী ২/১৪৯) এ বিষয়েরই হাদীস ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূরা 'বাকারাহ' এবং সূরা 'আলে-ইমরান' কিয়ামাতের দিন দু'টি মেঘখণ্ডের আকারে সামনে আসবে। অথবা দু'টি সামিয়ানার আকারে কিংবা আকাশে ছড়িয়ে পড়া পাখীদের ঝাঁকের আকারে আসবে। (মুসলিম ১/৫৫৩) সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কুরআন পাঠকের কাছে কুরআন মাজীদ একজন নব

যুবকের আকারে হাযির হবে। কুরআনের পাঠক তাকে জিজ্ঞেস করবে ঃ 'তুমি কে?' সে উত্তরে বলবে ঃ 'আমি কুরআন। আমি তোমাকে রাতে জাগিয়ে রাখতাম এবং সারাদিন সিয়াম পালন করার হুকুম পালনার্থে পিপাসার্ত রাখতাম।' (ইব্ন মাজাহ ২/১২৪২) কাবরের প্রশ্নের ঘটনায় রয়েছে যে, কাবরে মু'মিনের কাছে একজন সুগন্ধময় সুন্দর যুবক আগমন করবে। কাবরবাসী তাকে জিজ্ঞেস করবে ঃ 'তুমি কে?' সে বলবে ঃ 'আমি তোমার সৎ আমল।' (আহমাদ ৪/২৮৭)

হাদীসে রয়েছে যে, একজন লোককে একটি কাগজের টুকরা দেয়া হবে এবং ওটা এক পাল্লায় রাখা হবে। আর অপর পাল্লায় রাখা হবে কাগজের নিরানব্বইটি দফতর। এক একটি দফতর এত বড় হবে যে, যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকবে। ঐ কাগজের টুকরায় لَا اِلَهَ اِلاَّ اللّٰهُ লিখা থাকবে। লোকটি বলবে ঃ 'কোথায় এই কাগজের টুকরাটি এবং কোথায় ঐ বড় বড় দফতরগুলো।' তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে বলবেন ঃ 'আজ কিন্তু তোমার উপর অত্যাচার করা হবেনা।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, তার পাপরাশির বড় বড় দফতরের পাল্লা হাল্কা হয়ে যাবে এবং ঐ কাগজখণ্ডের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। (তিরমিযী ৭/৩৯৫)

আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, আমল বা আমলনামা ওযন করা হবেনা, বরং আমলকারীকে ওযন করা হবে। যেমন হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন একজন মোটা লোককে আনা হবে, কিন্তু সে আল্লাহর কাছে মশার ওযনের সমানও হবেনা। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وَزْنًا

সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওযনের ব্যবস্থা রাখবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১০৫) (ফাতহুল বারী ৮/২৭৯) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন ঃ 'তোমরা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) সরু সরু পা দেখে কেন বিস্ময় বোধ করছ? আল্লাহর শপথ! এটা দাঁড়িপাল্লায় ওযন করলে এর ওযন উহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি হবে।' (আহমাদ ১/৪২০) এই তিনটি বর্ণনাকে এভাবে জমা করা যেতে পারে যে, কখনও ওযন করা হবে আমল, কখনও আমলনামা এবং কখনও আমলকারীকে। এসব বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

১০। আর নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং আমি তোমাদের জন্য ওতে জীবিকা নির্বাহের উপকরণসমূহ সৃষ্টি করেছি, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক।	١٠. وَلَقَدْ مَكَّنَّـٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَـٰيِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

আসমান ও যমীনের সমস্ত নি'আমাতই মানুষের জন্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে এত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করেছি যে, তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে শাসন কায়েম করেছ এবং দুনিয়ায় নিজেদের মূল শক্ত করে নিয়েছ। সেখানে তোমরা নদী-নালা প্রবাহিত করেছ, ঘর ও চাকচিক্যময় অট্টালিকা বানিয়েছ এবং নিজেদের জন্য সমুদয় উপকারী জিনিস উৎপাদন করেছ। আমি আমার বান্দাদের জন্য মেঘমালাকে কাজে লাগিয়ে রেখেছি, উদ্দেশ্য হচ্ছে তার থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের জন্য ফসল উৎপন্ন করা। যমীনে আমি তাদের জীবিকা লাভের বিভিন্ন মাধ্যম রেখেছি। সেখানে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছে এবং নিজেদের জন্য নানা প্রকারের সুখের সামগ্রী তৈরী করছে। তথাপি তারা এসব নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করছেনা। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَإِن تَعُدُّوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَآ ۗ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; মানুষ অবশ্যই অতিমাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৪)

১১। আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদেরকে রূপ দান করেছি, তারপর আমি মালাইকাকে নির্দেশ দিয়েছি ঃ তোমরা আদমকে সাজদাহ কর। তখন ইবলীস ছাড়া সবাই সাজদাহ করল, যারা	١١. وَلَقَدْ خَلَقْنَـٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَـٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ

إِبۡلِيسَ لَمۡ يَكُن مِّنَ ٱلسَّٰجِدِينَ	**সাজদাহ করল সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হলনা।**

আদমকে (আঃ) মালাইকার সাজদাহ করা ও ইবলীসের অহংকার প্রদর্শন

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানব-পিতা আদমের (আঃ) মর্যাদা এবং তাঁর শত্রু ইবলীসের বর্ণনা দিচ্ছেন, যে আদম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদের সাথে ইবলীস শত্রুতা রাখে। যেন মানুষ তাদের শত্রু ইবলীস থেকে বেঁচে থাকে এবং তার পথে না চলে। তাই তিনি মানব জাতিকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের আকৃতি দান করেছি। তারপর আমি মালাইকাকে বলেছি ঃ আদমকে সাজদাহ কর। আমার এ নির্দেশ পালনার্থে সবাই সাজদাহ করল। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن صَلۡصَٰلٖ مِّنۡ حَمَإٖ مَّسۡنُونٖ.

فَإِذَا سَوَّيۡتُهُۥ وَنَفَخۡتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۥ سَٰجِدِينَ

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকাকে বললেন ঃ আমি ছাঁচে ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হও। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ২৮-২৯)

আর এর প্রয়োজনীয়তা এ জন্যই ছিল যে, যখন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) নিজের হাতে মসৃন চটচটে মাটি দ্বারা তৈরী করলেন এবং তাকে একটা সোজা দেহবিশিষ্ট মানবীয় রূপ দান করলেন আর তাঁর মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলেন, তখন তিনি মালাইকাকে নির্দেশ দিলেন ঃ আমার হাতে বানানো আদমকে সাজদাহ কর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল কুদরাতে ইলাহীকে সাজদাহ করা এবং তাঁর শান শওকতের সম্মান করা। এই নির্দেশ দেয়া মাত্রই সমস্ত মালাইকা নির্দেশ পালনার্থে সাজদাহ করলেন। কিন্তু একমাত্র ইবলীস সাজদাহ করলনা। প্রথম সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারায় এর উপর যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে।

قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ এর দ্বারা আদমকেই (আঃ) বুঝানো হয়েছে। আর এখানে বহুবচনের সাথে যে বলা হয়েছে, এর কারণ এই যে, আদম (আঃ) হচ্ছেন মানব জাতির পিতা। যেমন আল্লাহ তা'আলাতো সম্বোধন করছেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের বানী ইসরাঈলদেরকে।

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ

এবং আমি তোমাদের উপর মেঘমালার ছায়া দান করেছিলাম এবং তোমাদের প্রতি 'মান্না' ও 'সালওয়া' অবতীর্ণ করেছিলাম। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৭) অর্থাৎ 'গামাম', 'মান' ও 'সালওয়াহ' এসেছিল বর্তমান যুগের বানী ইসরাঈলের পূর্বপুরুষদের উপর। তাহলে এর দ্বারাতো ঐ লোকদেরকেই বুঝানো হয়েছে যারা মূসার (আঃ) যুগে ছিল। কিন্তু বাপ-দাদাদের উপর অনুগ্রহ করাও প্রকৃতপক্ষে তাদের বংশধরদের উপরও অনুগহ করা হয়ে থাকে। তাই এই অনুগ্রহ যেন সন্তানদের উপরও করা হয়েছিল। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তির বিপরীত ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن سُلَـٰلَةٍ مِّن طِينٍ

আমিতো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১২) এখানে انْسَان শব্দ দ্বারা আদমের (আঃ) সত্তা উদ্দেশ্য, যাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমস্ত সন্তানকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়নি, বরং 'নুৎফা' বা বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন যে বলা হয়–'মানুষকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে' তা শুধু এ কারণে যে, মানুষের পিতা আদমকে (আঃ) মানুষের মত বীর্য থেকে নয়, বরং মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এসব বিষয়ে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২। তিনি (আল্লাহ) তাকে (ইবলীসকে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি যখন তোকে সাজদাহ (আদমকে) করতে আদেশ করলাম তখন কোন বস্তু তোকে নতশির হতে নিবৃত্ত করল? সে উত্তরে বলল ঃ আমি তার চেয়ে	١٢. قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ

وَخَلَقْتَهُۥ مِن طِينٍ	**শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি দ্বারা।**

مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ যার অর্থ হবে, 'কোন জিনিসটি তোকে বাধ্য করেছিল যে, তুই সাজদাহ করবিনা, অথচ আমার নির্দেশ বিদ্যমান ছিল?' এ উক্তিটি সবল ও উত্তম। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানেন।

অভিশপ্ত ইবলীস উত্তরে বলেছিল, 'আমি আদমের (আঃ) চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। আর যে শ্রেষ্ঠ সে এমন কেহকে সাজদাহ করতে পারেনা যার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। সুতরাং আমার প্রতি আদমের (আঃ) সাজদাহ করার হুকুম হল কেন?' সে দলীল পেশ করেছিল যে, তাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আগুন হচ্ছে মাটি হতে বেশি মর্যাদা সম্পন্ন যা দ্বারা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছে। সে লক্ষ্য করেছে উপাদানের প্রতি, কিন্তু ঐ আদমের (আঃ) প্রতি লক্ষ্য করেনি যাঁকে মহান আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর মধ্যে রূহ ভরে দিয়েছেন! সে একটা বিকৃত তুলনা কায়েম করেছে যা মহান আল্লাহর প্রকাশ্য হুকুমের বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَـٰجِدِينَ

তখন তোমরা ওর প্রতি সাজদাবনত হও। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৭২)

মোট কথা, সমস্ত মালাক/ফেরেশ্তা সাজদায় পড়ে গেলেন। ইবলীস সাজদাহ না করার কারণে মালাইকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ে গেল। এই নৈরাশ্য প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে তার নিজের ভুলেরই প্রতিফল এবং সে কিয়াস বা অনুমানেও ভুল করেছিল। তার দাবী ছিল এই যে, আগুন মাটি হতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু মাটির শান হচ্ছে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নম্রতা এবং কাজে স্থিরতা। তা ছাড়া মাটি হচ্ছে উদ্ভিদ ও লতাপাতা জন্মানোর স্থান। আগুনের শান হচ্ছে পুড়িয়ে দেয়া, ইন্দ্রিয়াবেগ এবং দ্রুততা। ইবলীসের উপাদান তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর আদমের (আঃ) উপাদান রুজু, অপারগতা এবং আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর উপকার সাধন করেছিল। আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মালাইকাকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, ইবলীসকে সৃষ্টি করা হয়েছে অগ্নিশিখা দ্বারা, আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছে যে বিষয়ে তোমাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছে।' (মুসলিম ৪/২২৯৪)

কিয়াসের প্রথম আবিস্কারক হল ইবলীস

ইবলীস কিয়াস বা অনুমান কায়েমকারী। আর সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাতও কিয়াসের উপর ভিত্তি করেই শুরু হয়। (তাবারী ১২/৩২৮)

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) হাসান বাসরী (রহঃ) হতে শাইতান বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ ইবলীস শাইতান 'কিয়াসের' আশ্রয় নিয়েছিল এবং সে'ই ছিল প্রথম যে, *'কিয়াস'* প্রচলন করেছিল। (তাবারী ১২/৩২৮) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ বক্তব্যে সহীহ শুদ্ধতার প্রমাণ রয়েছে। ইব্‌ন সীরীন (রহঃ) বলেন, ইবলীস হল কিয়াসকারী এবং এই কিয়াসের উপর নির্ভর করেই সূর্য ও চন্দ্রের ইবাদাত করা হয়।

১৩। আল্লাহ বললেন ঃ এই স্থান থেকে নেমে যা, এখানে থেকে অহংকার করা যেতে পারেনা; সুতরাং বের হয়ে যা, নিশ্চয়ই তুই ইতরদের অন্তর্ভুক্ত।	١٣. قَالَ فَٱهۡبِطۡ مِنۡهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخۡرُجۡ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّٰغِرِينَ
১৪। সে বলল ঃ আমাকে পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন!	١٤. قَالَ أَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ
১৫। আল্লাহ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল।	١٥. قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদেশ করলেন ঃ আমার আদেশ অমান্য করা এবং আমার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাওয়ার কারণে তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা। তোর অহংকার করার কোন অধিকার ছিলনা।

অধিকাংশ মুফাস্‌সির مِنْهَا এর هَا সর্বনামটিকে جَنَّت এর দিকে ফিরিয়ে থাকেন। আবার ইবলীসের مَلَكُوْت اَعْلَى -তে যে মর্যাদা ছিল সেইদিকে هَا সর্বনামটির ফিরারও সম্ভাবনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ তুই বেরিয়ে যা। নিশ্চয়ই তুই লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত। এটা ছিল অভিশপ্ত ইবলীসের হঠকারিতারই প্রতিফল। এখানে অভিশপ্ত ইবলীস একটা কথা চিন্তা করল এবং কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ চাইল। সে আরয করল ঃ

رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ. قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ

(ইবলীস বলল) হে আমার রাব্ব! পুনরুত্থান দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। আল্লাহ বললেন ঃ তোকে অবকাশ দেয়া হল। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৩৬-৩৭) এর মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার নিপুণতা লুকায়িত ছিল এবং তাঁর ইচ্ছাই কাজ করছিল। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা যেতে পারেনা। তাঁর হুকুমের পর আর কারও হুকুম চলতে পারেনা। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

১৬। (ইবলীস) বলল ঃ আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন এ কারণে আমিও শপথ করে বলছি ঃ আমি আপনার সরল পথে অবশ্যই ওৎ পেতে বসে থাকব।	١٦. قَالَ فَبِمَآ أَغۡوَيۡتَنِي لَأَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَٰطَكَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
১৭। অতঃপর আমি তাদের সম্মুখ দিয়ে, পিছন দিয়ে, ডান দিক দিয়ে এবং বাম দিক দিয়ে তাদের কাছে আসব, আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেননা।	١٧. ثُمَّ لَأٓتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ أَيۡمَٰنِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡۖ وَلَا تَجِدُ أَكۡثَرَهُمۡ شَٰكِرِينَ

যখন ইবলীস কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত অবকাশ পেয়ে গেল এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো তখন সে বিদ্রোহ ও একগুঁয়েমী শুরু করে দিল। সে বলল ঃ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ হে আল্লাহ! যেমনভাবে আপনি

Contents

আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিলেন, তেমনিভাবেই আমিও আপনার বান্দাদেরকে সরল সোজা পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিব। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) أَغْوَيْتَنِي এর অনুবাদ اَضْلَلْتَنِى করেছেন, আমাকে বিপদগামী করেছেন। (তাবারী ১২/৩৩২) আর অন্যেরা اَهْلَكْتَنِىْ করেছেন অর্থাৎ ধ্বংস করেছেন। সে বলল ঃ 'আমি আদমের (আঃ) প্রতিশোধ তাঁর বংশধর হতে গ্রহণ করব। কেননা তাঁরই কারণে আমি আপনার দরবার হতে বহিষ্কৃত হয়েছি।' সিরাতে মুসতাকীম দ্বারা সত্যপথ ও মুক্তির পথ বুঝানো হয়েছে। (ইবলীস বলল ঃ) 'আমি আপনার বান্দাদেরকে এভাবে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করব যে, তারা আপনার ইবাদাত করবেনা এবং আপনার একাত্মবাদ থেকে দূরে থাকবে।'

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, 'সোজা পথ' হল সত্যের পথ। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সাবুরাহ ইব্‌ন আবী ফাকিহ (রাঃ) বলেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ শাইতান বিভিন্ন পথে বানী আদমের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। সে ইসলামের পথের উপর এসে বসে পড়ে এবং বলে ঃ 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবে?' কিন্তু ঐ লোকটি শাইতানের অবাধ্য হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর সে লোকটির হিজরাতের পথে এসে বসে যায় এবং বলে ঃ 'তুমি স্বীয় দেশ ছেড়ে কেন হিজরাত করছ? মুহাজিরদের মর্যাদা একটা ঘোড়ার চেয়ে বেশি হয়না।' কিন্তু সে তার কথা অমান্য করে ও হিজরাতের পথ অবলম্বন করে। এরপর শাইতান তার জিহাদে গমন বন্ধ করার জন্য পথে বসে পড়ে। জিহাদ জীবন দিয়েও হতে পারে এবং মালধন দিয়েও হতে পারে। সে তাকে বলে ঃ 'তুমি কি যুদ্ধ করার জন্য বের হচ্ছ? সাবধান! তুমি জিহাদে নিহত হবে এবং তোমার স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহিতা হয়ে যাবে এবং তোমার মালধন লোকেরা পরস্পরের মধ্যে ভাগ বণ্টন করে নিবে।' কিন্তু তবুও সে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ে এবং মারা যায়, তাকে জান্নাতে স্থান দেয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে, হয় সে নিহতই হোক কিংবা পথে ডুবেই মারা যাক অথবা পথিমধ্যে কোন জীব-জন্তু দ্বারা পদদলিতই হোক।' (আহমাদ ৩/৪৮৩)

শাইতান বলল ঃ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ আমি বানী আদমের সামনের দিক থেকেও আসব এবং পিছনের

দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ পরকাল সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দিব এবং দুনিয়ার আসক্তির প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করব। আর ডান দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ 'আমরে দীন' তাদের উপর সন্দেহপূর্ণ করে তুলব। তাদের বাম দিক থেকেও আসব। অর্থাৎ পাপ ও অবাধ্যতামূলক কার্যকলাপ তাদের জন্য যোগ্য ও গ্রহণীয় বানিয়ে দিব।

আবার বিভিন্ন লোক এর বিভিন্ন ভাবার্থ নিয়ে থাকেন, যেগুলি প্রায় কাছাকাছি। শাইতান 'আমি উপরের দিক থেকেও আসব' এ কথা বলেনি। কেননা উপর থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর রাহমাতই আসতে পারে। (তাবারী ১২/৩৪১)

সে বলল ঃ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অর্থাৎ একাত্মবাদী রূপে পাবেননা। (তাবারী ১২/৩৪২) এ কথাটা শাইতান স্বীয় খেয়াল ও ধারণার ভিত্তিতেই বলেছিল বটে, কিন্তু সেটা সত্যে পরিণত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُۥ فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ لَهُۥ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَٰنٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْءَاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِى شَكٍّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَفِيظٌ

তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মু'মিন দল ব্যতীত সবাই তার অনুসরণ করল। তাদের উপর শাইতানের কোন আধিপত্য ছিলনা। কারা আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার রাব্ব সর্ব বিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২০-২১)

এ জন্যই একটি হাদীসে সকলকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে যে. তারা যেন আল্লাহর কাছে শাইতানের প্ররোচনা হতে আশ্রয় প্রার্থনা করে, যে শাইতান সর্বদিক থেকে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন সকালে এবং রাতে সাধারণতঃ নিম্নের দু'আটি পাঠ করতেন ঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّيْ

أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي. اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي
وَآمِنْ رَوْعَاتِي. اَللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي،
وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي. وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

হে আল্লাহ! দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দান কর। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং নিরাপত্তা দাও আমার দীনের ক্ষেত্রে এবং দুনিয়ার ক্ষেত্রে এবং পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে। হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গোপন দোষসমূহ (পাপ) ঢেকে রেখ এবং আমার অন্তরে নিরাপত্তা ও শান্তি দাও। হে আল্লাহ! আমাকে হিফাযাত কর সম্মুখ হতে ও পিছন হতে, ডান হতে ও বাম হতে এবং উপর হতে। তোমার বড়ত্বের দোহাই দিয়ে আরও চাচ্ছি যে, আমাকে ভূমিকম্প ও ভূমি ধ্বসের হাত হতে রক্ষা কর। ওয়াকির (রহঃ) বলেছেন যে, 'আর নীচ দিক থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া' এর অর্থ হল ভূমিকম্প। (আহমাদ ২/২৫) ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ), ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ), ইমাম ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং ইমাম হাকিমও (রহঃ) এ হাদীসটি সংগ্রহ করেছেন। (হাদীস নং ৫/৩১৫, ৮/২৮২, ২/১২৭৩, ২/১৫৫ এবং ১/৫১৭) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসটির বর্ণনাধারা সহীহ।

১৮। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তুই এখান থেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় বের হয়ে যা, তাদের (বানী আদমের) মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।	١٨. قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মালায়ে আ'লার প্রাসাদ হতে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে গিয়ে ইবলীসকে বলেন ঃ তুই লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় এখান থেকে বেরিয়ে যা। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, مَذْءُوْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে দোষী ও অপমানিত। দোষের স্থলে ذَمٌّ শব্দ ব্যবহার করা অপেক্ষা ذَيْمٌ

শব্দের ব্যবহারই বেশি অলংকারপূর্ণ। **مَدْحُوْرٌ** শব্দের অর্থ হচ্ছে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত। প্রকৃতপক্ষে **مَذْءُوْمٌ** ও **مَذْمُوْمٌ** এর অর্থ একই।

আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আমরা একজন (ইবলীস) ছাড়া আর কেহকে জানিনা যাকে লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছে। (তাবারী ১২/৩৪৪) সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) আবূ ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি তামীমী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, **اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَّدْحُورًا** সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উহা হচ্ছে তাচ্ছিল্য করা। (তাবারী ১২/৩৪৪) আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে হেয় করা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। সুদ্দী (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঘৃণা করা ও বহিস্কার করা। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, অভিশাপ দেয়া এবং তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। (তাবারী ১২/৩৪৩) মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, বহিস্কার ও নির্বাসিত করা। রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ) বলেন যে, **مَذْؤُوم** *'মাযহুম'* অর্থ হচ্ছে নির্বাসিত এবং **مَّدْحُورًا** *'মাযহুরা'* অর্থ হচ্ছে মর্যাদাহানী করা। (তাবারী ১২/৩৪৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ** *তাদের (বানী আদমের) মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয়ই আমি তোদের সকলের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।* এটি নিম্ন আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا. وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا. إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً

(আল্লাহ) বললেন ঃ যা, জাহান্নামই তোর এবং তাদের সম্যক শাস্তি যারা তোর অনুসরণ করবে। তোর আহ্বানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং

তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। শাইতান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। নিশ্চয়ই আমার দাসদের উপর তোর কোন ক্ষমতা নেই; কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর রাব্বই যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৩-৬৫)

১৯। আর হে আদম! তুমি এবং তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং এখানে তোমাদের মনে যা চায় তাই খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য হবে।	١٩. وَيَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ
২০। অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য শাইতান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল, সে বলল ঃ তোমাদের রাব্ব এই বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা যেন মালাইকা হয়ে না যাও, অথবা এখানে (এই জান্নাতে) চিরন্তন জীবন লাভ করতে না পার।	٢٠. فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وُۥرِىَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّآ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَـٰلِدِينَ
২১। সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বলল, আমি তোমাদের	٢١. وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا

হিতাকাংখীদের অন্যতম।	لَمِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ

আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) প্রতারণার মাধ্যমে শাইতান নিষিদ্ধ গাছের ফল আহার করিয়েছে

ইরশাদ হচ্ছে, আদম (আঃ) ও তাঁর স্ত্রী হাওয়ার (আঃ) জন্য জান্নাতকে বাসস্থান বানানো হয়েছিল এবং তাঁদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা জান্নাতের একটি গাছের ফল ছাড়া সমস্ত গাছের ফল খেতে পার। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা সূরা বাকারায় হয়ে গেছে। এ ব্যাপার দেখে শাইতানের তাঁদের দু'জনের উপর হিংসা হল। সুতরাং সে প্রতারণার মাধ্যমে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করতে লাগল যেন যে নি'আমাত ও সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ তাঁরা লাভ করেছেন তা থেকে তাঁদেরকে বঞ্চিত করে। তাই ইবলীস আদম (আঃ) ও হাওয়াকে (আঃ) বলল ঃ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَـٰـذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যে এই গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন এর মধ্যে যৌক্তিকতা এই রয়েছে যে, তোমরা যেন মালাইকা হয়ে না যাও এবং এখানে চিরকাল বসবাস করার অধিকারী হয়ে না পড়। সুতরাং যদি তোমরা এই গাছের ফল খাও তাহলে তোমরা এই সুযোগ লাভ করতে পারবে। যেমন সে বলেছিল ঃ

قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ

অতঃপর শাইতান তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বলল ঃ হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২০) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا۟

আল্লাহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করছেন যেন তোমরা বিভ্রান্ত না হও। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭৬) এখানে اَنْ تَضِلُّوْا এর অর্থ হচ্ছে اَنْ لاَّ تَضِلُّوْا অর্থাৎ যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَأَلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ

আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয়। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ১৫) এখানেও **اَنْ تَمِيْدَبِكُمْ** এর ভাবার্থ হচ্ছে **اَن لاَّ تَمِيْدَبِكُمْ** যেন যমীন তোমাদেরকে নিয়ে টলমল না করে।

وَقَاسَمَهُمَا আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) সামনে আল্লাহর নামে শপথ করে ইবলীস বলল ঃ **إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ** আমি তোমাদের শুভাকাংখী। তোমাদের পূর্বে আমি এখানে অবস্থান করতাম এবং আমি এই জান্নাতের জায়গাগুলির সঙ্গে সম্যক পরিচিত। এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ অভিশপ্ত শাইতান আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, আমিতো তোমার আগে সৃষ্টি হয়েছি এবং তোমার চেয়ে আমার অধিক জ্ঞান রয়েছে। সুতরাং আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাকে পথ প্রদর্শন করব।

২২। অতঃপর সে (শাইতান) তাদের উভয়কে বিভ্রান্ত করল। যখন তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা বাগানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তাদের রাব্ব তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি কি এই বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শাইতান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?	٢٢. فَدَلَّـٰهُمَا بِغُرُورٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۖ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَـٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Contents

২৩। তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব।	٢٣. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) খেজুরবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘাকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মাথার চুল ছিল ঘন ও লম্বা। যখন তিনি ভুল করে বসলেন তখন তাঁর দেহাবরণ খুলে গেল। এর পূর্বে তিনি স্বীয় গুপ্তাঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতেননা। এখন তিনি ব্যাকুল হয়ে জান্নাতের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটতে লাগলেন। জান্নাতের এক গাছের সঙ্গে তাঁর মাথার চুল জড়িয়ে পড়ল। তিনি বলতে লাগলেন ঃ হে গাছ! আমাকে ছেড়ে দাও! গাছ বলে উঠল ঃ 'আমি আপনাকে ছাড়বনা।' তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাঁকে ডাক দিয়ে বললেন ঃ 'তুমি কি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?' আদম (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ হে আমার প্রভু! আমি আপনার কাছে লজ্জা বোধ করছি। (তাবারী ১২/৩৫৪) এ ঘটনাটি ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্‌ন মারদুআই (রহঃ) বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে হাসান (রহঃ) থেকে, তিনি উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) থেকে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৩৫২) তবে উবাই ইব্‌ন কা'ব (রাঃ) বর্ণিত ঘটনাটিই অধিক সঠিক।

وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّة এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাঁরা ডুমুরের পাতা দ্বারা তাদের গুপ্তাঙ্গ ঢেকে রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। (তাবারী ১২/৩৫৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, যখন আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) ওটা খেয়ে ফেলেন তখন তাঁদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তখন তাঁরা জান্নাতের গাছের পাতা দ্বারা দেহ আবৃত করতে থাকেন এবং একটিকে অপরটির সাথে জোড়া দিয়ে শরীরের উপর লাগাতে থাকেন। (তাবারী ১২/৩৫৩)

অহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (রহঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) পোশাক ছিল নূরের তৈরী, ফলে একে অপরকে উলঙ্গরূপে দেখতে পেতেননা।

Contents

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) বলেছিলেন, 'হে আমার রাব্ব! আমার তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করার কোন উপায় আছে কি?' উত্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'হ্যাঁ, আছে। ঐ অবস্থায় আমি তোমাদেরকে পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করাব।' কিন্তু ইবলীস তাওবাহর অনুমতি চাওয়ার পরিবর্তে কিয়ামাত পর্যন্ত বেঁচে থাকার অনুমতি চাইল। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দু'জনকেই তাদের প্রার্থিত জিনিস দান করা হল। (আবদুর রায্যাক ২/৩৭)

আদম (আঃ) তাঁর রবের নিকট থেকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য যে কথাগুলি শিখেছিলেন তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।' (তাবারী ১২/৩৫৭)

২৪। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমরা একে অন্যের শত্রু রূপে এখান থেকে নেমে যাও, তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সেখানে জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।	٢٤. قَالَ ٱهۡبِطُواْ بَعۡضُكُمۡ لِبَعۡضٍ عَدُوّٞۖ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٖ
২৫। তিনি বললেন ঃ সেই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং সেখান হতেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।	٢٥. قَالَ فِيهَا تَحۡيَوۡنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنۡهَا تُخۡرَجُونَ

আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে দুনিয়ায় পাঠানো হল

জান্নাত হতে নীচে নেমে যাওয়ার এ সম্বোধন আদম (আঃ), হাওয়া (আঃ) ও ইবলীসকে করা হয়েছে। আবার কেহ কেহ সাপকেও এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রাথমিকভাবে আদম (আঃ) ও ইবলীসের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টির কারণ হয়েছিল এবং হাওয়াও (আঃ) এ বিষয়ে আদমকে (আঃ) অনুসরণ করেছিলেন। এ জন্যই সূরা তা'হায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا

তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হতে নেমে যাও। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৩) হাওয়াতো (আঃ) আদমের (আঃ) বাধ্যই ছিলেন। আর সাপকেও যদি এদের অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় তাহলে সে ছিল ইবলীসের অনুগত। মুফাস্‌সিরগণ ঐ স্থানগুলির উল্লেখ করেছেন যেগুলিতে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। এসব খবর ইসরাঈলিয়াত হতে নেয়া হয়েছে। এগুলির সত্যাসত্য সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই অবহিত রয়েছেন। যেসব স্থানে তারা পতিত হয়েছিল সেগুলির নির্দিষ্ট করণে যদি কোন উপকারিতা থাকত তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেগুলি উল্লেখ করতেন অথবা হাদীসে কোন জায়গায় বর্ণিত হত। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ পৃথিবীই হবে তোমাদের বাসস্থান এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই তোমাদের জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এটা ভাগ্যেও লিখা ছিল এবং লাওহে মাহ্‌ফূযেও তা লিপিবদ্ধ ছিল।ঘোষিত হচ্ছে ঃ

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ এখন তোমাদেরকে পৃথিবীতেই জীবন-যাপন করতে হবে, সেখানেই তোমরা মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই পুনরায় উত্থিত হবে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

আমি মাটি হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি; তাতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং তা হতে পুনর্বার বের করব। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫৫) আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, প্রতিটি আদম সন্তানের জন্য তার মৃত্যু পর্যন্ত পৃথিবীকে বাসস্থান বানানো হয়েছে। জীবিতাবস্থায় সে এখানেই থাকবে, এখানেই মৃত্যুবরণ

করবে, এখানেই তার কাবর হবে এবং কিয়ামাতের দিন তাকে এখান থেকেই উঠানো হবে। অতঃপর স্বীয় আমলের হিসাব দিতে হবে।

২৬। হে বানী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্য তোমাদের পোষাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি। (বেশ-ভূষার তুলনায়) আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন, সম্ভবতঃ মানুষ এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে।	٢٦. يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ

মানব জাতিকে পরিচ্ছদ দ্বারা বৈশিষ্টমন্ডিত করা হয়েছে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দাদের উপর স্বীয় অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ আমি তোমাদেরকে পোশাকে ভূষিত করেছি। পোশাক পরিচ্ছদতো দেহ ও গুপ্তস্থান আবৃত করার কাজে লাগে। আর رِيْشٌ হচ্ছে ঐ পোশাক যা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পরিধান করা হয়। প্রথমটা প্রয়োজনীয়তার অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টা পরিপূর্ণতা ও অতিরিক্ততার অন্তর্ভুক্ত। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আরাবী ভাষায় বাড়ীর আসবাবপত্র ও প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোশাককে رِيْشٌ বলা হয়ে থাকে। (তাবারী ১২/৩৬৪) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ সম্পর্কে বলেন, যখন কেহ আল্লাহকে ভয় করতে থাকে তখন আল্লাহ তা'আলা তার দোষ ত্রুটিসমূহকে ঢেকে রাখেন। (তাবারী ১২/৩৬৮)

২৭। হে আদম সন্তান! শাইতান যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে	٢٧. يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفۡتِنَنَّكُمُ

যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত হতে বহিস্কার করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। সে (শাইতান) নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে দেখতে পায়, অথচ তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। নিঃসন্দেহে আমি অবিশ্বাসীদের জন্য শাইতানকে বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি।	ٱلشَّيْطَٰنُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَٰتِهِمَآ ۗ إِنَّهُۥ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

শাইতানের কু-প্ররোচনার ব্যাপারে সাবধান করা হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা এখানে আদম সন্তানদেরকে ইবলীস ও তার সন্তানদের থেকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন, মানব-পিতা আদমের (আঃ) প্রতি ইবলীসের পুরাতন শত্রুতা রয়েছে। এ কারণেই সে তাঁকে সুখময় স্থান জান্নাত থেকে বের করিয়ে কষ্টের জায়গা নশ্বর জগতে বসতি স্থাপন করিয়েছে। আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) আবৃত দেহ অনাবৃত হয়ে পড়ে। এসব ছিল আদম সন্তানের প্রতি ইবলীসের চরম শত্রুতারই পরিচায়ক। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِى وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّۢ ۚ بِئْسَ لِلظَّٰلِمِينَ بَدَلًا

তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে (ইবলীস) ও তার বংশধরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করছ? তারাতো তোমাদের শত্রু; সীমা লংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৫০)

২৮। যখন তারা কোন লজ্জাস্কর ও অশ্লীল আচরণ করে তখন	٢٨. وَإِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً قَالُوا۟

তারা বলে ঃ আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে এসব কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বল ঃ না আল্লাহ কখনও অশ্লীল ও লজ্জাস্কর আচরণের নির্দেশ দেননা, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই?	وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
২৯। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের মনঃযোগ স্থির রেখ এবং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক; তোমাদেরকে প্রথমে যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তেমনিভাবে ফিরে আসবে।	٢٩. قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ
৩০। আল্লাহ এক দলকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্য সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে শাইতানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়েছিল এবং নিজেদেরকে সৎ পথগামী মনে করত।	٣٠. فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَـٰلَةُ ۗ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلشَّيَـٰطِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

কাফিরেরা পাপ করে আর বলে, আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ করতে বলেছেন

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আরাবের মুশরিকরা উলঙ্গ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করত এবং বলত ঃ 'জন্মের সময় আমরা যেমন ছিলাম তেমনিভাবেই আমরা তাওয়াফ করব।' মহিলারা কাপড়ের পরিবর্তে কোন বস্তু লজ্জাস্থানে বেঁধে নিত এবং দেহের অবশিষ্ট অংশগুলি উলঙ্গই থাকত। তারা বলত ঃ আজ দেহের কিছু অংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ খোলা রাখা হবে। কিন্তু যে অংশই খোলা থাকুকনা কেন তা যৌন সম্ভোগের জন্য কিংবা তাকিয়ে দেখার উদ্দেশে নয়। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত (৭ ঃ ২৮) অবতীর্ণ করেন ঃ 'এই লোকগুলো যখন কোন লজ্জাজনক কাজ করে তখন বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এরূপই করতে দেখেছি এবং আল্লাহর নির্দেশ এটাই।' কুরাইশরা ছাড়া সারা আরাববাসী তাদের দিন ও রাতের পোশাক পরিধান করে তাওয়াফ করতনা এবং এর কারণ বর্ণনা করত যে, যে কাপড় পরিধান করে তারা পাপকাজ করেছে, সেই কাপড় পরে কি করে তারা তাওয়াফ করতে পারে? কিন্তু কুরাইশ গোত্র কাপড় পরেই কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করত। কুরাইশরা, যাদেরকে 'আল হামস' বলা হত, তারা পরিধেয় সাধারণ পোষাক পরিধান করেই তাওয়াফ করত। (তাবারী ১২/৩৭৭) আরাবের অন্যান্য গোত্রদের কেহ তাওয়াফ করতে চাইলে তারা 'আল হামস' এর কাছ থেকে কাপড় ধার নিয়ে তা পরিধান করে তাওয়াফ করত। আর কেহ নতুন কাপড় পড়ে তাওয়াফ করলে, তাওয়াফ শেষে ঐ কাপড় পুনরায় তাওয়াফসহ অন্য কোন কাজে ব্যবহার করতনা। যাদের পক্ষে নতুন কাপড় সংগ্রহ করা সম্ভব হতনা, অথবা 'আল হামস' এর কাছ থেকেও পেতনা, তারা উলঙ্গ অবস্থায় তাওয়াফ করত, এমনকি মহিলারাও উলঙ্গ অবস্থায় কা'বা ঘরের চারদিক প্রদক্ষিণ করত। শুধু তাদের গোপনাঙ্গ কোন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখত, আর বলত ঃ আজকে এ অংশটুকু এবং যা দেখা যাচ্ছে তা সবই আমি কারও জন্য (ব্যবহারের) অনুমতি দিবনা। মহিলারা প্রায় উলঙ্গ হয়েই তাওয়াফ করত এবং তারা তাওয়াফ করত রাতে। এগুলো তারা নিজেদের পক্ষ থেকেই আবিষ্কার করে নিয়েছিল এবং পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল এই যে, তাদের পূর্বপুরুষদের এই কাজগুলো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের ভিত্তিতেই ছিল।

আল্লাহ তা'আলা বেহায়াপনা পছন্দ করেননা, তিনি চান নিষ্ঠা ও ন্যায়ানুগততা

মহান আল্লাহ তাদের এ দাবী খণ্ডন করে বলেন ঃ **قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء** হে মুহাম্মাদ! তাদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যে বেহায়াপনা, অশ্লীল ও অশোভনীয় কাজে লিপ্ত রয়েছ, আল্লাহ এ ধরনের কাজের কখনও হুকুম দেননা। তোমরা এমন বিষয়ে আল্লাহকে সম্বন্ধযুক্ত করছ যে বিষয়ে তোমাদের কোনই জ্ঞান নেই। **قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ** হে নাবী! তুমি ঘোষণা করে দাও ঃ আমার প্রভু ন্যায় প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে থাকেন এবং তিনি এই নির্দেশও দেন ঃ

وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ তোমরা তাঁর ইবাদাতের সময় তোমাদের মুখমণ্ডলকে স্থির রাখবে; তোমরা রাসূলদের আনুগত্য করবে যাদেরকে মু'জিযা এবং আল্লাহর শারীয়াতসহ প্রেরণ করা হয়েছে। আরও আদেশ করা হয়েছে মনের বিশুদ্ধতা সহকারে ইবাদাতে মশগুল হতে। যে পর্যন্ত এ দু'টি বিষয় অর্থাৎ শারীয়াতের অনুসরণ ও ইবাদাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ না হবে এবং শির্কমুক্ত না হবে সেই পর্যন্ত তোমাদের ইবাদাত গৃহীত হবেনা।'

অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনা

আল্লাহ তা'আলার **كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ** এই উক্তির অর্থের ব্যাপারে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইব্‌ন আবী নাযিহ (রহঃ) বলেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর পরে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তিনি দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং পরকালে উঠাবেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ যখন তোমরা কিছুই ছিলেনা তখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা মরে যাবে, এরপর তোমাদেরকে তিনি পুনর্জীবিত করবেন। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ যেমনভাবে শুরুতেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অনুরূপভাবে তিনি শেষেও তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। (তাবারী ১২/৩৮৫) আবূ

জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) এ ব্যাখ্যাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তিনি এর সমর্থনে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বক্তব্য পেশ করেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়ায-নাসীহাত করার জন্য দাঁড়ালেন এবং জনগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা (কিয়ামাতের দিন) উলঙ্গ ও খৎনাবিহীন অবস্থায় উত্থিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ

যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম সেইভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব; প্রতিশ্রুতি পালন আমার কর্তব্য, আমি এটা পালন করবই। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৪) (তাবারী ১২/৩৮৬, ফাতহুল বারী ৬/৪৪৫, মুসলিম ৪/২১৯৪)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কেহকে মু'মিন করে এবং কেহকে কাফির করে সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ

তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেহ হয় কাফির এবং কেহ মু'মিন। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ২)

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ... 'যেভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনিভাবে তোমরা ফিরে আসবে' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ইব্ন মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত সহীহ বুখারীর নিম্নের হাদীসটি ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! কোন লোক জান্নাতীদের আমল করতে থাকে এমন কি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক গজের ব্যবধান থেকে যায়। এমতাবস্থায় তাকদীরের লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়। ফলে সে জাহান্নামীদের আমল করতে শুরু করে এবং ওর উপরই মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং সে জাহান্নামে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে কোন লোক সারা জীবন ধরে জাহান্নামীদের আমল করতে থাকে এবং জাহান্নাম হতে মাত্র এক গজ দূরে অবস্থান করে। এমন সময় আল্লাহর লিখন তার উপর জয়যুক্ত হয়। ফলে সে জান্নাতীদের আমল শুরু করে দেয় এবং ঐ অবস্থায়ই মারা যায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করে। (ফাতহুল বারী ১১/৪৮৬)

সনদ বা দলীলতো হবে ঐ আমল যা শেষ সময়ে প্রকাশ পাবে এবং কালেমায়ে শাহাদাতের উপর প্রাণবায়ু নির্গত হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ 'মৃত্যুর সময় যেমন ছিল তেমনিভাবেই উত্থিত হবে।' এখন এই উক্তি ও **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ...** (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০) এই আয়াতের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়া যরুরী ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নের হাদীসটিও রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেকটি শিশু ইসলামী স্বভাবের উপর (ফিতরাত) জন্মগ্রহণ করে থাকে। কিন্তু তার পিতামাতাই তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজুসী (অগ্নিপূজক) বানিয়ে থাকে।' (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'আমি আমার বান্দাদেরকেতো সৎ স্বভাবের উপরই সৃষ্টি করেছিলাম, কিন্তু শাইতানরাই তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দীন থেকে সরিয়ে দিয়েছে।' (মুসলিম ৪/২১৯৭)

মোট কথা, সামঞ্জস্য বিধানের উপায় হচ্ছে এইরূপ ঃ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, প্রথমতঃ তারা মু'মিনই হবে। কারণ তাদের স্বভাবের মধ্যেই ঈমান রয়েছে। কিন্তু পরে তারা কিছু মু'মিন থাকবে এবং কিছু কাফির হয়ে যাবে। যদিও সমস্ত মাখলূকের নিকট থেকে এরূপ অঙ্গীকারও নেয়া হয়েছিল এবং ওটাকে তাদের স্বাভাবিক জিনিস বানানো হয়েছিল, তথাপি তাদের তাকদীরে এটা লিখিত ছিল যে, তারা পাপিষ্ঠ হবে অথবা সৎ আমলকারী হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর সমস্ত বান্দাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যারা তাঁকে ভালভাবে চেনে ও জানে, একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করার উদ্দেশ্যে এবং তারাও জানে যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তিনি তাদের কাছ থেকে এই ওয়াদা নিয়েছিলেন যে, তাদের প্রতি যে ওয়াদাবদ্ধতা বিধিবদ্ধ করেছিলেন তা তারা পূরণ করবে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাদের কেহ হবে হতভাগা এবং কেহ হবে সৌভাগ্যশালী।

হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মানুষ সকালে উঠে হয়তো বা স্বীয় প্রাণকে মুক্তির হাতে সোপর্দ করে, নয়তো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।' (মুসলিম ১/২০৩) তার মুক্তিতে আল্লাহরই হুকুম প্রকাশ পায়। তিনিই আল্লাহ ঃ

Contents

وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ

যিনি এই মীমাংসা করে দিয়েছেন যে, সে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে। (সূরা 'আলা, ৮৭ ঃ ৩)

ٱلَّذِىٓ أَعۡطَىٰ كُلَّ شَىۡءٍ خَلۡقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ

যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন; অতঃপর পথ নির্দেশ করেছেন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫০)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি সৎ ও ভাগ্যবান হবে তার কাছে ভাগ্যবানদের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ ও হতভাগ্য তার কাছে হতভাগ্যদের আমল সহজ হয়ে যায়।' (ফাতহুল বারী ৬/২৬৭, মুসলিম ৪/২০৩৯) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلاَلَةُ এক দলকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্য সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এর কারণ বর্ণনায় বলেন ঃ

إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ اللّهِ তারা আল্লাহকে ছেড়ে শাইতানকে অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল। এটা ঐ লোকদের ভুলের উপর স্পষ্ট দলীল যারা ধারণা করে যে, আল্লাহ কেহকেও নাফরমানীর কারণে বা ভুল বিশ্বাসের কারণে শাস্তি দিবেননা, যখন তার আমল সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়ার উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস থাকবে। তাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, যদি কেহ জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হঠকারিতা করে না মানে তাহলে তাকে শাস্তি দেয়া হবেনা। কেননা যদি তাদের এ ধারণা ঠিক হয় তাহলে সেই পথভ্রষ্ট ব্যক্তি যে হিদায়াতের উপর আছে বলে বিশ্বাস রাখে এবং সেই ব্যক্তি, যে প্রকৃতপক্ষে ভ্রান্ত পথের উপর নেই, বরং হিদায়াতের উপর রয়েছে, এ দু'জনের মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকেনা। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলে দিচ্ছেন যে, এই দু'ব্যক্তির মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। (তাবারী ১২/৩৮৮)

৩১। হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ কর,	٣١. يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ

Contents

عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

আর খাও এবং পান কর। তবে অপব্যয় ও অমিতাচার করনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপব্যয়কারীদের ভালবাসেননা।

মাসজিদে যাওয়ার সময় শালীন হওয়ার নির্দেশ

এই আয়াতে মুশরিকদের কাজের প্রতিবাদ করা হচ্ছে যে, তারা উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত। এটাকেই শারীয়াতের বিধান বলে বিশ্বাস করত। ইমাম মুসলিম (রহঃ), ইমাম নাসাঈ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, শুবাহ (রহঃ) বলেন, সালামাহ ইব্ন কুহাইল (রহঃ) মুসলিম আল বাতিন (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ দিনে পুরুষ লোকেরা এবং রাতে মহিলারা কাপড় খুলে তাওয়াফ করত। মহিলারা বলত ঃ আজকে একটি অংশ অথবা সম্পূর্ণটাই উম্মুক্ত করা হবে। কিন্তু যা'ই দেখতে পাওয়া যাক না কেন আমি তা কারও জন্য অনুমোদন দিবনা। (মুসলিম, ৪/২৩২০, নাসাঈ ৬/৩৪৫, তাবারী ১২/৩৯০) আল্লাহ তাদেরকে আদেশ করেন যে, তারা যেন পরিস্কার ও উত্তম পোষাক পরিধান করে গোপনাঙ্গ ঢেকে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তাওয়াফ করে। এখানে উল্লেখ্য যে, সালাত আদায় করার সময় উত্তম পোষাক পরিধান করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। (তাবারী ১২/৩৯১) মুজাহিদ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), মালিক (রহঃ) প্রমুখও যুহরী (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৩৯২-৩৯৪) সালাফগণেরও অনেকে এরূপ বলেছেন। এর উপর ভিত্তি করেই হাদীসে বলা হয়েছে যে, সালাতের সময় সুন্দর সুন্দর সাজে সজ্জিত হওয়া মুসতাহাব, বিশেষ করে জুমু'আ ও ঈদের দিন সুগন্ধি ব্যবহার করাও উত্তম। কেননা এটাও সৌন্দর্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

সবচেয়ে উত্তম পোশাক হচ্ছে সাদা পোশাক। ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাদা পোশাক পরিধান কর, কেননা এটাই হচ্ছে সবচেয়ে

উত্তম পোশাক। নিজেদের মৃতদেরকেও এই কাপড়ের কাফন পরাও। তোমরা চোখে সুরমা ব্যবহার কর। কেননা এটা দৃষ্টিশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে এবং ভ্রূ গজিয়ে থাকে।' (আহমাদ ১/২৪৭) এ হাদীসটির ইসনাদ খুবই উত্তম। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ), ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহও (রহঃ) এটি তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। (হাদীস নং ৪/৩৩২, ৭/৭২ এবং ১/৪৭৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অমিতব্যয়ী না হওয়ার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ 'তোমরা খাও ও পান কর, কিন্তু অপব্যয় ও অমিতাচার করনা' এ আয়াতে সুরুচি সম্পন্ন ও পবিত্র সমুদয় জিনিসই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল 'আলা (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন শাওর (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে, তিনি ইব্ন তাউস (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যত খুশি খেতে ও পান করতে অনুমতি দিয়েছেন, যদি না তাতে অপচয় কিংবা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আদম সন্তানের ঐ পাত্র অপেক্ষা জঘন্য পাত্র আর নেই যে পাত্রের আহার্য পেট পূর্ণ করে ভক্ষণ করা হয়। মানুষের জন্যতো এমন কয়েক গ্রাস খাদ্যই যথেষ্ট যা তাকে স্বীয় অবস্থায় কায়েম রাখতে সক্ষম হয়। আর যদি সে আরও কিছু খেতে চায় তাহলে যেন পেটের এক তৃতীয়াংশে খাবার দেয়, এক তৃতীয়াংশে পানি রাখে এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ সহজভাবে শ্বাস লওয়ার জন্য ফাঁকা রেখে দেয়।' (আহমাদ ৪/১৩২, তিরমিযী ৭/৫১, নাসাঈ ৪/১৭৮) ইমাম তিরমিযী এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে ঃ তোমরা খাও পান কর, কিন্তু অতিরিক্ত পানাহার করনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি ঐ সকল লোকদেরকে পছন্দ করেননা, তিনি যে বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন অথবা নিষেধ করেছেন তদ্বিষয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে। অথবা তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকেনা এবং যা করতে বলেছেন তা করা থেকে বিরত থাকে। তিনিতো শুধু এটাই চান যে, যে বিষয়ে তিনি যতটুকু বলেছেন ততটুকু পালন করা হোক। ইহাই হল ন্যায়ানুগততা, যা তিনি আদেশ করেছেন। (তাবারী ১২/৩৯৫)

৩২। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যে সব শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে? তুমি ঘোষণা করে দাও - এই সমস্ততো তাদের জন্যই যারা পার্থিব জীবনে এবং বিশেষ করে কিয়ামাত দিবসে বিশ্বাস করে। এমনিভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করে থাকি।	٣٢. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

এই আয়াতে ঐ ব্যক্তির দাবী খণ্ডন করা হচ্ছে যে পানাহার বা পরিধানের কোন জিনিস নিজের উপর হারাম করে থাকে, অথচ শারীয়াতে তা হারাম নয়। মহান আল্লাহ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে নাবী! যেসব মুশরিক বাতিল মতাদর্শের বশবর্তী হয়ে নিজেদের উপর এক একটা জিনিস হারাম করে নিয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আল্লাহর দেয়া এই শোভনীয় বস্তু ও পবিত্র জীবিকা কে হারাম করেছে? আল্লাহ এগুলিতো স্বীয় মু'মিন বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যদিও এই পার্থিব নি'আমাতে কাফিরেরাও শরীক রয়েছে, কিন্তু এই নি'আমাতগুলির হক মু'মিনরাই আদায় করে থাকে এবং বিশেষ করে এ নি'আমাতগুলি কিয়ামাতের দিন তারাই লাভ করবে। সেখানে কাফিরেরা শরীক হবেনা। কেননা জান্নাতের নি'আমাতসমূহ কাফিরদের জন্য হারাম।

৩৩। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব নিষেধ করেছেন প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপকাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করাকে, যার	٣٣. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ

পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।	وَأَن تُشۡرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمۡ يُنَزِّلۡ بِهِۦ سُلۡطَٰنٗا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ

আল্লাহর ব্যাপারে অশালীন বাক্য, শির্ক, মিথ্যা কথন হতে বিরত থাকার আদেশ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশি লজ্জাশীল আর কেহ নেই। এ কারণেই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমুদয় পাপের কাজই তিনি হারাম করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর চেয়ে অধিক প্রশংসাও আর কেহ ভালবাসেননা। (আহমাদ ১/৩৮১, ফাতহুল বারী ৯/২৩০, মুসলিম ৪/২১১৪) সূরা আন'আমের তাফসীরে আমরা বর্ণনা করেছি যে, *'ফাহিশাহ'* হল উহা যে বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে, তা প্রকাশ্যেই হোক অথবা গোপনে হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ (এবং *অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা যে সম্পর্কে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি*) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, *'আল ইশম'* শব্দের অর্থ হচ্ছে অবাধ্যতা। ইহা ঐ ব্যাপারে প্রযোজ্য যখন কারও প্রতি অন্যায়ভাবে নিপীড়ন করার মাধ্যমে ন্যায় বিচারকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, *'আল ইশম'* শব্দের অর্থ হল সব ধরণের অবাধ্যতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যুলম্কারী আসলে নিজের উপরই নিজে যুল্ম করে। (তাবারী ১২/৪০৩) আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا আল্লাহর সাথে শির্ক করা হারাম, যা করার কোন সনদ নেই। আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক বানানোরও অধিকারই নেই। আল্লাহ এটাও হারাম করেছেন যে, তোমরা এমন কথা বলবেনা যা তোমাদের জানা নেই। যেমন তোমরা বলবে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। আর এই প্রকারের কথা বলা যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান ও বিশ্বাসই

নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ 'তোমরা মূর্তিপূজার অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক।' এ ধরণের মন্তব্য একটি আয়াতে পাওয়া যায় ঃ

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ

সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৩০)

৩৪। প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, সুতরাং যখন সেই নির্দিষ্ট সময় সমুপস্থিত হবে তখন তা এক মুহুর্তকালও আগে কিংবা পরে হবেনা।	٣٤. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
৩৫। হে আদম সন্তান! তোমাদের মধ্য হতে যদি এমন কোন রাসূল তোমাদের নিকট আগমন করে এবং আমার বাণী ও নিদর্শন তোমাদের কাছে বিবৃত করে; তখন যারা সতর্ক হবে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করে নিবে এবং সৎ কাজ করবে, তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবেনা।	٣٥. يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى ۙ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
৩৬। আর যারা আমার নিদর্শন ও বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার করে ওটা হতে দূরে সরে থাকে তারাই হবে জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল	٣٦. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ

অবস্থান করবে।	فِيهَا خَـٰلِدُونَ

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ প্রত্যেক দলের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত রয়েছে। যখনই সেই সময় এসে যাবে তখন মুহূর্তকালও আগ-পিছ হবেনা। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আদম সন্তানকে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন ঃ তোমাদের কাছে আমার রাসূলগণ এসেছেন। তারা তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন, শুভ সংবাদও দিয়েছেন এবং ভয় প্রদর্শনও করেছেন।

فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ সুতরাং যারা ভয় করবে, নিজেদেরকে সংশোধন করে নিবে, নিষিদ্ধ জিনিসগুলো পরিত্যাগ করবে এবং আনুগত্যের কাজ করবে, তাদের কোন ভয়ও থাকবেনা এবং তারা চিন্তিতও হবেনা।

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ কিন্তু যারা আমার আয়াতগুলি অবিশ্বাস করবে, মিথ্যা জানবে এবং অহংকার করবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।

৩৭। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তাঁর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সে অপেক্ষা বড় যালিম আর কে হতে পারে? তাদের 'আমলনামায় লিখিত নির্ধারিত অংশ তাদের নিকট পৌঁছবেই, পরিশেষে যখন আমার প্রেরিত মালাক (ফেরেশতা) তাদের প্রাণ হরণের জন্য তাদের নিকট	٣٧. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓا۟

أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَـٰفِرِينَ	**পৌঁছবে, তখন তারা (মালাইকা) জিজ্ঞেস করবে ঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা কোথায়? তখন তারা উত্তরে বলবে ঃ আমাদের হতে তারা উধাও হয়ে গেছে। আর নিজেরাই স্বীকারোক্তি করবে যে, তারা কাফির বা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ছিল।**

মূর্তি পূজকরা দুনিয়ায় তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই

ইরশাদ হচ্ছে ঃ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّه كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِه ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী আর কেহই নেই যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে এবং মু'জিযাগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। এই লোকগুলো তাদের তাকদীরে লিখিত অংশ অবশ্যই পেয়ে যাবে। রাবী ইব্‌ন আনাস (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলামও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১২/৪১৩-৪১৪) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَـٰعٌ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ

যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে নিশ্চয়ই তারা সফলকাম হবেনা। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র, অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে, তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৬৯-৭০)

وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ. نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا

কেহ কুফরী করলে তার কুফরী যেন তোমাকে ক্লিষ্ট না করে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তাদেরকে অবহিত করব তারা যা করত। অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৩-২৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন ঃ

حَتَّى إِذَا جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ মুশরিকদের রূহ্ কব্য করার সময় মালাইকা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে এবং রূহ কব্য করে জাহান্নামের দিকে তাদেরকে নিয়ে যাবে এবং বলবে ঃ যাদেরকে তোমরা আল্লাহর শরীক স্থাপন করতে তারা আজ কোথায়? তোমরাতো তাদের কাছে প্রার্থনা করতে এবং তাদেরই ইবাদাত করতে! আজ তাদেরকে ডাক। তারা তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিদান করুক। তখন তারা বলবে ঃ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ তাদেরকে আজ কোথায় পাব? তারাতো আজ পালিয়ে গেছে। আজ আমরা তাদের কোন খবরেরও আশা করছিনা।

أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ তারা সেদিন স্বীকারোক্তি করবে যে, তারা কুফরী করত।

৩৮। আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের পূর্বে মানব ও জিন হতে যে সব সম্প্রদায় গত হয়েছে, তাদের সাথে তোমরাও জাহান্নামে প্রবেশ কর। যখন কোন দল তাতে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে, পরিশেষে যখন তাতে সকলে জমায়েত হবে তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত	٣٨. قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمٖ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِي ٱلنَّارِۖ كُلَّمَا دَخَلَتۡ أُمَّةٞ لَّعَنَتۡ أُخۡتَهَاۖ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعٗا قَالَتۡ أُخۡرَىٰهُمۡ لِأُولَىٰهُمۡ رَبَّنَا هَٰٓؤُلَآءِ

Contents

أَضَلُّونَا فَـَٔاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۖ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ	করেছে, সুতরাং আপনি এদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন! তখন আল্লাহ বলবেন ঃ প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জাননা।
٣٩. وَقَالَتْ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ	৩৯। অতঃপর পূর্ববর্তী লোকেরা পরবর্তী লোকদেরকে বলবে ঃ আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ শাস্তি ভোগ করতে থাক।

জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে একে অপরকে অভিশাপ দিবে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর উপর মিথ্যা আরোপকারী মুশরিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে বলা হবে ঃ

ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ

তোমরা ঐ দলগুলোর সাথে মিলিত হয়ে যাও যাদের মধ্যে তোমাদের গুণাবলী বিদ্যমান ছিল এবং যারা তোমাদের পূর্বে দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করেছিল, তারা মানবের অন্তর্ভুক্তই হোক অথবা দানবেরই অন্তর্ভুক্ত হোক এবং সবাই জাহান্নামে প্রবেশ কর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا যখন একটা নতুন দলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন একদল অপর দলকে গাল-মন্দ করতে শুরু করবে। ইবরাহীম খলীল (আঃ) বলেছেন যে, কিয়ামাতের দিন এক কাফির অন্য কাফিরের বিরোধী হয়ে যাবে এবং একে অপরকে মন্দ বলবে। বলা হবে ঃ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। (২৯ ঃ ২৫)

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ حَسَرَٰتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَـٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে তখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসরণকারীরা বলবে ঃ যদি আমরা ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেরূপ আমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে আমরাও তদ্রুপ তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করতাম। এভাবে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের পরিণাম দুঃখজনকভাবে প্রদর্শন করবেন এবং তারা অগ্নি হতে উদ্ধার পাবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬-১৬৭)

حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا শেষ পর্যন্ত তারা সবাই জাহান্নামে একত্রিত হবে। **قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَـؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ** জাহান্নামে প্রবেশ করার পর অনুসারীরা অনুসৃতদের বিরুদ্ধে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট অভিযোগ করবে। কারণ তাদের তুলনায় অনুসৃতদের অপরাধ বেশি ছিল এবং তারা তাদের পূর্বেই জাহান্নামে প্রবেশ করেছিল। তারা বলবে ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِى ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَـٰلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا۠. وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا۠. رَبَّنَآ ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ

যেদিন তাদের মুখ-মন্ডল অগ্নিতে উলট পালট করা করে হবে সেদিন তারা বলবে ঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম! তারা আরও বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য

করেছিলাম এবং তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের রাব্ব! তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৬-৬৮) আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَـٰهُمْ عَذَابًا

যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বাধা দিয়েছে, আমি তাদের শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৮৮)

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ

এবং তারা নিজেদের বোঝা বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১৩)

وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ

এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে! (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ২৫)

যা হোক, অনুসৃতেরা অনুসারীদেরকে বলবে, আজকে আমাদের উপর তোমাদের কি শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে? আমরা যেমন নিজে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম, তোমরাও তদ্রূপ আপনা আপনি পথভ্রষ্ট হয়েছিলে। (তাবারী ১২/৪২০) তাদের অবস্থা ঐ রূপই যার সংবাদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দিয়েছেন ঃ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوٓا۟ أَنَحْنُ صَدَدْنَـٰكُمْ عَنِ ٱلْهُدَىٰ
بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۖ بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ. وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ لِلَّذِينَ
ٱسْتَكْبَرُوا۟ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُۥٓ
أَندَادًا ۚ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَـٰلَ فِىٓ أَعْنَاقِ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তাদেরকে বলবে ঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ তোমরাইতো ছিলে অপরাধী। যাদেরকে দুর্বল মনে করা হত তারা ক্ষমতাদর্পীদেরকে বলবে ঃ প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে

লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতাপ গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরিয়ে দিব। তারা যা করত তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩২-৩৩)

৪০। নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং অহংকার বশতঃ তা থেকে ফিরে থাকে, তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করবেনা, যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র পথে উষ্ট্র প্রবেশ করে, এমনিভাবেই আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।	٤٠. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ
৪১। তাদের জন্য হবে জাহান্নামের (আগুন) শয্যা এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও হবে (আগুনের তৈরী) চাদর, এমনি-ভাবেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।	٤١. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ

আল্লাহর আয়াত অস্বীকারকারীদের জন্য কখনও জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء (*তাদের জন্য আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হবেনা*) অর্থাৎ তাদের ভাল কাজসমূহ এবং দু'আ উপরে উঠিয়ে নেয়া হবেনা। আল আউফী (রহঃ) এবং আলী ইব্ন আবী তালহা

(রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ অর্থ করেছেন। (তাবারী ১২/৪২২-৪২৩)। শাউরী (রহঃ) লাইস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আতা (রহঃ) ইহা ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৪২২) যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, অবিশ্বাসীদের রূহের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবেনা। সুদ্দী (রহঃ) এবং আরও অনেকে এরূপ বলেছেন। ইব্ন জারীর (রহঃ) বারা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, অবিশ্বাসী পাপীদের রূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মালাইকা ঐ রূহকে নিয়ে আকাশে উঠবেন এবং মালায়ে আ'লার যে মালাইকার পাশ দিয়ে গমন করবেন তাঁরা জিজ্ঞেস করবেন এই অপবিত্র রূহ্ কার? তখন তার জঘন্যতম নাম নিয়ে বলা হবে, অমুকের। শেষ পর্যন্ত আকাশে পৌঁছে বলবেন, দরজা খুলে দাও। কিন্তু দরজা খোলা হবেনা।' যেমন ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবেনা। (তাবারী ১২/৪২২, আবূ দাঊদ ৫/১১4 নাসাঈ ৪/৮৭ ইব্ন মাজাহ ১/৪৯৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاط যদি সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট বের হতে পারে তাহলেই কাফির জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে (কিন্তু এটা সম্ভব নয়!)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) জামাল শব্দটিকে জুম্মাল অর্থাৎ **ج** কে **ضَمَّة** দিয়ে ও **مِيْم** কে **تَشْدِيْد** দিয়ে পড়তেন। জুম্মাল মোটা রজ্জুকে বলা হয় যার দ্বারা নৌকা বাঁধা হয়।

৪২। যারা ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে এমন কোন ব্যক্তিকে আমি তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করিনা। তারাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

٤٢. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَآ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ
هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

٤٣. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم
مِّنْ غِلٍّ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ
ٱلْأَنْهَٰرُ ۖ وَقَالُوا۟ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى
هَدَىٰنَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ
لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ۖ لَقَدْ
جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ۖ
وَنُودُوٓا۟ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ
أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

৪৩। আর তাদের অন্তরে যা কিছু ঈর্ষা ও বিদ্বেষ রয়েছে তা আমি দূর করে দিব, তাদের নিম্নদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে; তখন তারা বলবে ঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করলে আমরা পথ পেতামনা, আমাদের রবের প্রেরিত রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন। আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে ঃ তোমরা যে (ভাল) ‘আমল করতে তারই জন্য তোমাদেরকে এই জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে।

সৎ আমলকারীদের গন্তব্য স্থল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা হতভাগা ও পাপীদের অবস্থা বর্ণনা করার পর এখন ভাগ্যবান ও সৎ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন ঃ

وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তারা ঐ লোকদের থেকে পৃথক যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। এখানে এই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হচ্ছে যে, ঈমান ও আমল কোন কঠিন ব্যাপার নয়; বরং খুবই সহজ ব্যাপার। তাই ইরশাদ হচ্ছে, আমি যে শরঈ বিধান জারি করেছি এবং ঈমান ও সৎ আমল ফারয করেছি তা মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত নয়। আমি কখনও কেহকে সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেইনা। এই লোকগুলিই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী। মু’মিনদের অন্তরে পারস্পরিক যা কিছু হিংসা ও বিদ্বেষ থাকবে তা আমি বের করে দিব। যেমন আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)

থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিনরা যখন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে তখন তাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী পুলের উপর আটক করা হবে। অতঃপর তাদের ঐসব অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে যা দুনিয়ায় তাদের পরস্পরের মধ্যে করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ অত্যাচার ও হিংসা বিদ্বেষ থেকে যখন তাদের অন্তরকে পাক সাফ করা হবে তখন তাদেরকে জান্নাতের পথ প্রদর্শন করা হবে। আল্লাহর শপথ! তাদের কাছে তাদের জান্নাতের ঘর তাদের পার্থিব ঘর থেকে বেশি পরিচিত হবে। (ফাতহুল বারী ৫/১১৫) সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, জান্নাতবাসীকে যখন জান্নাতের দিকে প্রেরণ করা হবে তখন তারা জান্নাতের পাশে একটা গাছ পাবে যার নিম্নদেশ দিয়ে দু'টি নির্ঝরিণী প্রবাহিত হতে থাকবে। একটা থেকে যখন তারা পানি পান করবে তখন তাদের অন্তরে যা কিছু হিংসা বিদ্বেষ ছিল সব কিছু ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে শরাবে তহুর বা পবিত্র মদ। আর অন্য ঝরণায় তারা গোসল করবে। তখন জান্নাতের সজীবতা ও প্রফুল্লতা তাদের চেহারায় ফুটে উঠবে। এরপর না তাদের মাথার চুল এলোমেলো হবে, না চোখে সুরমা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে।' (তাবারী ১২/৪৩৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'প্রত্যেক জান্নাতী জাহান্নামে তার ঠিকানা দেখতে পাবে। সে বলবে, যদি আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন না করতেন তাহলে আমার ঠিকানা এটাই হত। এ জন্য আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আর প্রত্যেক জাহান্নামী জান্নাতে তার ঠিকানা দেখতে পাবে। সে বলবে, হায়! যদি আল্লাহ আমাকেও সুপথ প্রদর্শন করতেন তাহলে এটাই আমার ঠিকানা হত। এভাবে দুঃখ ও আফসোস তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। (নাসাঈ ৬/৪৪৭) ঐ মু'মিনদেরকে যখন জান্নাতের জায়গাগুলি, যা জাহান্নামীদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তা দেখিয়ে দিয়ে বলা হবে ঃ এই জান্নাত হচ্ছে তোমাদের সৎকর্মের ফল স্বরূপ তোমাদের পুরস্কার। তোমাদেরকে যে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এটা সত্যি আল্লাহর রাহমাতেই বটে। নিজেদের আমল অনুযায়ী আপন আপন ঠিকানা বানিয়ে নাও। আর এ সবকিছুই হচ্ছে আল্লাহর রাহমাতেরই কারণ।'

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমাদের প্রত্যেকেই এ কথা জেনে রেখ যে, তার আমল তাকে জান্নাতে পৌঁছাবেনা।' তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আমলও কি নয়?'

উত্তরে তিনি বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমার আমলও নয়, যদি না আল্লাহর রাহমাত আমার উপর বর্ষিত হয়।' (ফাতহুল বারী ১১/৩০০, মুসলিম ৪/২১৭০)

৪৪। আর তখন জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে (উপহাস করে) বলবে ঃ আমাদের রাব্ব যেসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, আমরা বাস্তবে তা সত্য রূপে পেয়েছি, তোমরাও কি তোমাদের রবের ওয়াদা সত্য ও বাস্তব রূপে পেয়েছ? তখন তারা বলবে ঃ হ্যাঁ পেয়েছি। অতঃপর জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবে, যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।	٤٤. وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِ أَصۡحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن قَدۡ وَجَدۡنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلۡ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمۡ حَقًّاۖ قَالُواْ نَعَمۡۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُۢ بَيۡنَهُمۡ أَن لَّعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ
৪৫। যারা আল্লাহর পথে চলতে (মানুষকে) বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করত তারা পরকালকেও অস্বীকার করত।	٤٥. ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبۡغُونَهَا عِوَجٗا وَهُم بِٱلۡأٓخِرَةِ كَٰفِرُونَ

জাহান্নামবাসীরা অনুতপ্তের পর অনুতপ্ত হতে থাকবে

জাহান্নামবাসীকে জাহান্নামে যাওয়ার পর উপহাসমূলকভাবে সম্বোধন করা হচ্ছে যে, জান্নাতবাসী জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করে বলবে ঃ

قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوْا نَعَمْ আমাদের রাব্ব আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা তিনি সত্যরূপে

দেখিয়েছেন। তোমাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা যে ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা সত্যরূপে পেয়েছ কি?' তারা বলবে, হ্যাঁ। যেমন মহান আল্লাহ সূরা সাফ্ফাতে বলেন এবং তিনি ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে সংবাদ দিয়েছেন যে ব্যক্তি দুনিয়ায় কোন কাফিরের বন্ধু ছিল। ঐ মু'মিন ব্যক্তি যখন তার কাফির বন্ধুকে জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখবে তখন বলবে ঃ

فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ. قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ. إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের মধ্যস্থলে। সে বলবে ঃ আল্লাহর শপথ! তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করেছিলে। আমার রবের অনুগ্রহ না থাকলে আমিওতো আটক ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল হতাম। আমাদেরতো আর মৃত্যু হবেনা প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা! (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৫৫-৫৯) মালাক তখন তাদেরকে বলবে ঃ

هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَٰذَآ أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৪-১৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধে নিহতদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ 'হে আবূ জাহল ইব্ন হিশাম, হে উৎবা ইব্ন রাবীআ, হে শাইবা ইব্ন রাবীআ এবং অন্যান্য মৃত কুরাইশ নেতৃবর্গের নাম ধরে ধরে বলেছিলেন! আল্লাহ তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা সত্যে পরিণত হয়েছে কি? আমার প্রভু আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা পূর্ণ হয়ে গেছে।' ঐ সময় উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি মৃতদেরকে সম্বোধন করছেন (অথচ

তারাতো শুনতেই পায়না)?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! তারা তোমাদের চেয়ে কম শুনতে পাচ্ছেনা, কিন্তু তারা উত্তর দিতে সক্ষম নয়।' (মুসলিম ৩/২২০৩) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে ঃ যালিমদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ

এরা হচ্ছে ঐসব লোক যারা লোকদেরকে সরল সোজা পথে আসতে বাধা প্রদান করত। তারা জনগণকে নাবীগণের শারীয়াতের পথ থেকে ফিরিয়ে দিত, যাতে তারা বক্র পথে পরিচালিত হয় এবং তারা নাবীগণের অনুসরণ করতে না দেয়ার শপথ করত। তারা পরকালে আল্লাহর সামনে হাযির হওয়াকে অস্বীকার করত। এ জন্যই তারা কোন খারাপ কাজকে কিংবা কোন বিষয়ে মন্তব্য করার ব্যাপারে মোটেই পরওয়া করতনা। ফলে তারা কথায় ও কাজে নিকৃষ্টতম লোক। কেননা তাদের হিসাবের দিনের কোন ভয়ই নেই।

٤٦. وَبَيۡنَهُمَا حِجَابٞۚ وَعَلَى ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالٞ يَعۡرِفُونَ كُلَّۢا بِسِيمَىٰهُمۡۚ وَنَادَوۡاْ أَصۡحَٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَن سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمۡۚ لَمۡ يَدۡخُلُوهَا وَهُمۡ يَطۡمَعُونَ	**৪৬। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের মাঝে পার্থক্যকারী একটি পর্দা রয়েছে। এবং আ'রাফে (জান্নাত ও জাহান্নামের ঊর্ধ্বস্থানে) কিছু লোক থাকবে, তারা প্রত্যেককে লক্ষণ ও চিহ্ন দ্বারা চিনতে পারবে। তারা জান্নাতবাসীকে ডেকে বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক; তখনো তারা জান্নাতে প্রবেশ করেনি বটে, কিন্তু তারা প্রবেশ করার আকাংখা করবে।**
٤٧. وَإِذَا صُرِفَتۡ أَبۡصَٰرُهُمۡ	**৪৭। পরন্ত জাহান্নামীদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন তারা (আ'রাফবাসীরা)**

বলবে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি আমাদেরকে যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গী করবেননা।	تِلْقَآءَ أَصْحَـٰبِ ٱلنَّارِ قَالُوا۟ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ

আ'রাফবাসীদের বর্ণনা

জান্নাতবাসী যে জাহান্নামবাসীকে সম্বোধন করবে এটার বর্ণনা দেয়ার পর ইরশাদ হচ্ছে যে, জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যভাগে একটা পর্দা থাকবে যা জাহান্নামীদের জন্য জান্নাতে প্রবেশের প্রতিবন্ধক হবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُۥ بَابٌۢ بَاطِنُهُۥ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَـٰهِرُهُۥ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ

অতঃপর উভয়ের মাঝে স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে রাহমাত এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১৩) ওটাই হচ্ছে আ'রাফ। এর সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে, আ'রাফের উপর কতকগুলো লোক থাকবে। (তাবারী ১২/২৪৯) সুদ্দীর (রহঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার 'ও দু'টির মাঝে একটি পর্দা রয়েছে অর্থাৎ দেয়াল রয়েছে।' (তাবারী ১২/২৪৯) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, أَعْرَافٌ শব্দটি হচ্ছে عَرَفٌ শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক উঁচু স্থানকেই عَرَفٌ বলা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, *'আল আরাফ'* হচ্ছে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানের প্রতিবন্ধক, যার দেয়াল রয়েছে এবং দরজাও রয়েছে। (তাবারী ১২/৪৫১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'এরা হচ্ছে ঐ সব লোক যাদের সাওয়াব ও পাপ সমান সমান ছিল। পাপগুলো তাদের জান্নাতে প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক হয়েছে এবং সাওয়াবগুলি জাহান্নাম হতে রক্ষা করেছে। এখন লোকগুলি সেই প্রাচীরের পাশেই অবস্থান করবে এবং আল্লাহ তা'আলার ফাইসালা পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করবে।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন, *'আল-আরাফ'* নামকরণ এ জন্য করা হয়েছে যে, এর বাসিন্দাদের দেখে চেনা যাবে। হুজাইফা (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং সালফে সালিহীনদের অনেকে বলেছেন যে, আরাফের

অধিবাসী হচ্ছে তারা যাদের পাপ ও সাওয়াবের পাল্লা হবে সমান সমান। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুজাইফাকে (রাঃ) আরাফবাসী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, আরাফবাসী হল ঐ ব্যক্তিবর্গ যারা পাপের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করা হতে বঞ্চিত হয়েছে, আবার কিছু সাওয়াব প্রাপ্তির কারণে জাহান্নামের আগুন থেকেও রক্ষা পেয়েছে। ফলে তাদেরকে ঐ দেয়ালের মাঝে আটকে দেয়া হয়েছে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারটি ফাইসালা করেন। (তাবারী ১২/৪৫৩)

لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! এই লোভ ও আশা তাদের অন্তরে শুধু সেই দয়া ও অনুগ্রহের কারণে রয়েছে যা আল্লাহ তাদের অবস্থার উপর যুক্ত রেখেছেন। (আবদুর রায্যাক ২/২৩০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তারা যে আশা রাখবে তা আল্লাহ তাদেরকে জ্ঞাত করেও দিয়েছেন। (তাবারী ১২/৪৬৫) তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ তারা জাহান্নামবাসীদেরকে দেখে বলবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অবস্থা থেকে রক্ষা করুন! যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আ'রাফবাসীরা জাহান্নামের অধিবাসীদের দিকে যখন তাকাবে তখন তাদেরকে চিনতে পারবে। তাদের শাস্তির ভয়াবহতা দেখে আ'রাফবাসীরা সাজদায় লুটিয়ে পড়বে এবং বলবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ওখানে স্থান দিওনা যেখানে তোমার অবাধ্যদের বাসিন্দা করেছ। (তাবারী ১২/৪৬৩)

৪৮। আ'রাফবাসীদের কয়েকজন জাহান্নামী লোককে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পেরে ডাক দিয়ে বলবে ঃ তোমাদের দলবল ও পার্থিব জীবনের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের গর্ব, অহংকার তোমাদের কোনই উপকারে এলোনা।	٤٨. وَنَادَىٰٓ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأَعۡرَافِ رِجَالٗا يَعۡرِفُونَهُم بِسِيمَٰهُمۡ قَالُواْ مَآ أَغۡنَىٰ عَنكُمۡ جَمۡعُكُمۡ وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ

٤٩. أَهَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحۡمَةٍۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَنتُمۡ تَحۡزَنُونَ

৪৯। এই জান্নাতবাসীরা কি তারা নয় যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া প্রদর্শন করবেননা? তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবেনা।

আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই তিরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যা আ'রাফবাসীরা কিয়ামাতের দিন মুশরিক নেতৃবর্গকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত দেখে করবে। তারা তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ

مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ আজকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোন উপকারে এলোনা এবং তোমাদের গর্ব-অহংকার ও দুষ্টামি আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে কোনই উপকার করলনা। তোমরা আজ শাস্তির শিকার হয়ে গেলে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলতেন ঃ এই মুশরিকরাই আ'রাফবাসীদের সম্বন্ধে শপথ করে বলত যে, তারা কখনও আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করবেনা। আল্লাহ তা'আলা আ'রাফবাসীদেরকে বলবেন ঃ যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিতও হবেনা। (তাবারী ১২/৪৬৯)

٥٠. وَنَادَىٰٓ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِ أَصۡحَـٰبَ ٱلۡجَنَّةِ أَنۡ أَفِيضُواْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلۡمَآءِ أَوۡ مِمَّا

৫০। জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে সম্বোধন করে বলবে ঃ আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ প্রদত্ত তোমাদের জীবিকা হতে কিছু প্রদান কর। তারা বলবে ঃ আল্লাহ এ দু'টি জিনিস কাফিরদের জন্য হারাম করে

দিয়েছেন।	رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ
৫১। তারা নিজেদের দীনকে ক্রীড়া-কৌতুকের বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল এবং যেমনভাবে তারা আমার নিদর্শন ও আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল।	٥١. ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَجْحَدُونَ

জাহান্নামবাসীদের জন্য জান্নাতের দরজা চিরতরে রুদ্ধ

জাহান্নামীদের লাঞ্ছনা এবং কিভাবে তারা জান্নাতবাসীদের নিকট খাদ্য ও পানীয় চাইবে আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন, জান্নাতীরা তাদেরকে কিছুই দিবেনা। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ জাহান্নামীরা জান্নাতীদেরকে বলবে, তোমাদের খাদ্য ও পানীয় আমাদেরকেও কিছু প্রদান কর। সাঈদ ইবন যুবাইর (রহঃ) বলেন, পুত্র পিতার নিকট এবং ভাই ভাইয়ের নিকট চাইবে এবং বলবে, আমি জ্বলে পুড়ে পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছি, সুতরাং আমাকে অল্প কিছু পানি দাও। কিন্তু তারা এই জবাবই দিবে ঃ

إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ আল্লাহ এ দু’টি জিনিস কাফিরদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, ‘এ দু’টি জিনিস’ বলতে পানি ও খাদ্যকে বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ কাফিরেরা দুনিয়ায় দীনকে খেল-তামাসার বস্তুতে পরিণত করেছে এবং দুনিয়ায় ভুলের মধ্যে পড়ে রয়েছে, আর দুনিয়ার শোভা ও সৌন্দর্যের মধ্যে নিমগ্ন রয়েছে! তারা আখিরাতের পণ্য ক্রয় করা থেকে উদাসীন রয়েছে! এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاء يَوْمِهِمْ هَـذَا আজকে আমি তাদেরকে তেমনভাবে ভুলে থাকব যেমনভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। এই ভুলে যাওয়া শব্দটি পরস্পর আদান প্রদান ও বিনিময় হিসাবে বলা হয়েছে। নতুবা আল্লাহ তা‘আলা কখনও কেহকেও ভুলে থাকতে পারেননা। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

فِى كِتَـٰبٍ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّى وَلَا يَنسَى

কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে; আমার রাব্ব ভুল করেননা এবং বিস্মৃত হননা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫২) এখানে উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পাল্টা ভাবের কথা বলা। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৬৭) তিনি আরও বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ

এ রূপেই আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমিতো ভুলে গিয়েছিলে এবং সেভাবে আজ তুমিও বিস্মৃত হলে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৬) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا

আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৪) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

Contents

فَٱلْيَوْمَ نَنسَىٰهُمْ كَمَا نَسُوا۟ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَـٰذَا

সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৫১) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাদের কল্যাণ করা ভুলে গেছেন, কিন্তু তাদেরকে শাস্তি দিতে ভুলেননি। আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ আমিও তাদের ব্যাপারে বিস্মৃত হব যেমনভাবে তারা তাদের এ দিনের (বিচার দিবসের) কথা ভুলে গিয়েছিল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আজকে আমি তাদেরকে আগুনের মধ্যে রেখে দিব। সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তারা তাদের বিচার দিবসের কথা ভুলে গিয়ে যেমন সৎ আমল করা পরিত্যাগ করেছিল, আমিও আজ তাদের ব্যাপারে আমার রাহমাতের বিষয়টি ভুলে গেলাম।

হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন বান্দাদেরকে বলবেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে দান করিনি এবং তোমাদেরকে কি সম্মানিত করিনি? তোমাদেরকে কি আমি উট, ঘোড়া ও সাজ-সরঞ্জাম প্রদান করিনি? তোমরা কি দুনিয়ায় নেতৃত্ব পেয়েছিলেনা?' বান্দা উত্তরে বলবে ঃ 'হ্যাঁ, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সবকিছুই প্রদান করেছিলেন।' আল্লাহ পুনরায় তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন ঃ 'আমার সামনে তোমাদেরকে হাযির হতে হবে এটা কি তোমাদের বিশ্বাস ছিল?' তারা বলবে ঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের এটার প্রতি বিশ্বাস ছিলনা।' আল্লাহ তা'আলা তখন বলবেন ঃ 'তোমরা যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তেমনি আজ আমি তোমাদেরকেও ভুলে গেলাম।' (মুসলিম ৪/২২৭৯)

৫২। আর আমি তাদের নিকট এমন একটি কিতাব পৌঁছিয়েছিলাম যাকে আমি স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বিস্তারিত বর্ণনা করেছিলাম এবং যা ছিল মু'মিনদের জন্য পথ নির্দেশ ও রাহমাতের প্রতীক।	٥٢. وَلَقَدْ جِئْنَـٰهُم بِكِتَـٰبٍ فَصَّلْنَـٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
৫৩। তারা কি এই অপেক্ষায়ই আছে যে, এর বিষয় বস্তু প্রকাশ	٥٣. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ

ج يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ
ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ
جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ
فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ
فَيَشْفَعُوا۟ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ
غَيْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ
خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم
مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

করা হোক? যেদিন এর বিষয় বস্তু প্রকাশিত হবে সেদিন যারা এর আগমনের কথা ভুলে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ বাস্তবিকই আমাদের রবের রাসূলগণ সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, এমন কোন সুপারিশকারী আছে কি যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে? অথবা আমাদেরকে কি পুনরায় দুনিয়ায় পাঠানো যেতে পারে যাতে আমরা পূর্বের কৃতকর্মের তুলনায় ভিন্ন কিছু করতে পারি? নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, আর তারা যেসব মিথ্যা (মা'বূদ ও রসম রেওয়াজ) রচনা করেছিল, তাও তাদের হতে উধাও হয়ে যাবে।

মূর্তি পূজকদের জন্য কোন ক্ষমা নেই

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উপর দলীল পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলেন এবং কিতাবসমূহ পাঠিয়েছিলেন। যেগুলির মধ্যে স্পষ্ট দলীলসমূহ বিদ্যমান ছিল। যেমন তিনি বলেন ঃ

كِتَٰبٌ أُحْكِمَتْ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

এটি (কুরআন) এমন কিতাব যার আয়াতগুলি (প্রমাণাদী দ্বারা) মযবুত করা হয়েছে। অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে; প্রজ্ঞাময়ের (আল্লাহর) পক্ষ হতে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১) আর তার উক্তি فَصَّلْنَٰهُ عَلَىٰ عِلْمٍ অর্থাৎ যে যে

বিষয়গুলির উপর আমি আলোকপাত করেছি সেগুলি সম্পর্কে আমি সম্যক অবগত আছি। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ

তিনি সজ্ঞানে অবতারণের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৬৬)

তারা আখিরাতে কিরূপ ক্ষতির সম্মুখীন হবে এই খবর দেয়ার পর এটা তিনি উল্লেখ করেছেন যে, দুনিয়ায় রাসূল পাঠিয়ে ও কিতাব অবতীর্ণ করে তাদের সমুদয় ওযরের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫) এ জন্যই উপরোক্ত আয়াতে তিনি বলেছেন ঃ

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ অর্থাৎ তারাতো শুধু ঐ শাস্তির এবং জান্নাত বা জাহান্নামের অপেক্ষায় রয়েছে যার অঙ্গীকার তাদের সাথে করা হয়েছে।

মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, **تَأْوِيل** দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি অথবা জান্নাতের শান্তি বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১২/৪৭৯) ঐ সময় বিনিময় আদান প্রদান শেষ হয়ে যাবে। যখন কিয়ামাতের এই অবস্থা হবে তখন যেসব লোক দুনিয়ায় আমল পরিত্যাগ করেছিল তারা বলবে, আল্লাহর রাসূলগণতো সত্য বাণী নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এখন তাঁরা কি আমাদের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন অথবা অন্ততঃ পক্ষে আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ করা হবে? তাহলে আমরা আর আমাদের পূর্বের ঐ খারাপ আমল করবনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَٰلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِـَٔايَٰتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ ۖ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে, তখন তারা বলবে ঃ হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের

Contents

রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! যে সত্য তারা পূর্বে গোপন করেছিল তা তখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয়ে পড়বে, আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ২৭-২৮) যেমন এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ خَسِرُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ নিঃসন্দেহে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি সাধন করেছে। এখনতো তাদের জাহান্নামে চিরস্থায়ী বসবাসের সময় এসেছে। তাদের মূর্তি তাদের জন্য সুপারিশ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে শাস্তি থেকে মুক্তি দিতেও সক্ষম নয়।

৫৪। নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন - যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়।	٥٤. إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍۭ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

ভূমন্ডল ও নভোমন্ডলসমূহ আল্লাহ ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা। আসমান ও যমীনকে তিনি ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। যার বর্ণনা কুরআন কারীমের কয়েক জায়গায় এসেছে। ঐ ছয়দিন হচ্ছে রবিবার সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার। শুক্রবারেই সমস্ত মাখলূক একত্রিত হয়। ঐ দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। দিনগুলি এই দিনের মতই ছিল কি এক হাজার বছর বিশিষ্ট দিন ছিল এ ব্যাপারেও মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) ধারণা মতে দিনগুলি ছিল হাজার বছর বিশিষ্ট দিন। মুজাহিদ (রহঃ) ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন, যেমনটি যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। এখন থাকল শনিবার। ঐ দিন কিছু সৃষ্টি করা হয়নি। ঐ দিন সৃষ্টিকাজ বন্ধ ছিল। এ কারণেই ঐ সপ্তম দিন অর্থাৎ শনিবারকে يَوْمُ السَّبْتِ বলা হয়। আর سَبْتٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে কাতা' বা কর্তন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা শনিবার সৃষ্টি করেন যমীন, রবিবার সৃষ্টি করেন পাহাড়-পর্বত, সোমবার সৃষ্টি করেন বৃক্ষরাজী, মন্দ ও অপছন্দনীয় জিনিসগুলি সৃষ্টি করেন মঙ্গলবার, বুধবার সৃষ্টি করেন আলো, সমস্ত জীব-জন্তু সৃষ্টি করেন বৃহস্পতিবার এবং আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন শুক্রবারের শেষভাগে আসর ও মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে।' (আহমাদ ২/৩২৭, মুসলিম ২১৪৯) ইমাম বুখারী (রহঃ) প্রমুখ মনীষী এ হাদীসের সঠিকতার ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সম্ভবতঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) এটা কা'ব আহবার (রহঃ) থেকে শুনেই বলেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

'সমাসীন' হওয়ার অর্থ

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ এই ছয় দিনের ব্যস্ততার পর আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন হন। এ বিষয়ে বহু মতামত পেশ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা শুধুমাত্র পূর্ববর্তী সহীহ আমলকারী বিজ্ঞজনদের মতামত অবলম্বন করেছি। তাঁরা হচ্ছেন মালিক (রহঃ), আওযায়ী (রহঃ), শাউরী (রহঃ), লায়েস ইব্ন সা'দ (রহঃ), শাফিঈ (রহঃ), আহমাদ (রহঃ), ইসহাক ইব্ন রাহওয়াই (রহঃ) এবং ইসলামের নবীন ও প্রবীণ গ্রহণযোগ্য মুসলিম ইমামগণ। আর ঐ

মতামত হচ্ছে এই যে, যা কিছু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ওটাকে কোন খেয়াল বা সন্দেহ ছাড়াই মেনে নিতে হবে এবং কোন চুল-চেরা বিশ্লেষণ করা চলবেনা। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ

কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১১) যেমন মুজতাহিদ বা চিন্তাবিদগণ বলেছেন। এদের মধ্যে নাঈম ইব্ন হাম্মাদ আল খুযায়ীও (রহঃ) রয়েছেন, যিনি হচ্ছেন ইমাম বুখারীর (রহঃ) উস্তাদ। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে কোন মাখলূকের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত করে সে কুফরীর দোষে দোষী হয়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলা নিজেকে যেসব গুণে ভূষিত করেছেন তা যে ব্যক্তি অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ঐ সব গুণ সাব্যস্ত করে যা স্পষ্টরূপে তাঁর আয়াতসমূহের মধ্যে ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এবং যদ্বারা তাঁর মহিমা প্রকাশ পেয়েছে ও তাঁর সত্তাকে সর্বপ্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত করেছে, সেই ব্যক্তিই সঠিক সিদ্ধান্তের উপর রয়েছে।

দিন ও রাত্রি আল্লাহরই নিদর্শন

ইরশাদ হচ্ছে ঃ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন অর্থাৎ রাতের অন্ধকারকে দিনের আলো দ্বারা এবং দিনের আলোকে রাতের অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এই দিন রাতের একটি অপরটিকে খুবই ত্বরিত গতিতে পেয়ে যায়। অর্থাৎ একটি শেষ হতে শুরু করলে অপরটি ত্বরিত গতিতে এসে পড়ে এবং একটি বিদায় নিলে অপরটি তৎক্ষণাৎ এসে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيۡلُ نَسۡلَخُ مِنۡهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظۡلِمُونَ. وَٱلشَّمۡسُ تَجۡرِى لِمُسۡتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقۡدِيرُ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡعَلِيمِ. وَٱلۡقَمَرَ قَدَّرۡنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ. لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسۡبَحُونَ

তাদের এক নিদর্শন রাত, ওটা হতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এবং সূর্য ভ্রমন করে ওর নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে,

Contents

এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, অবশেষে ওটা শুস্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৭-৪০) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ *সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত।* এ জন্যই তিনি বলেন ঃ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ জেনে রেখ যে, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই এবং হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনিই। تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ বিশ্বজাহানের রাব্ব আল্লাহ হচ্ছেন বারাকাতময়। যেমন তিনি বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى جَعَلَ فِى ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا

কত মহান তিনি, যিনি নভোমন্ডলে সৃষ্টি করেছেন নক্ষত্ররাজি! (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৬১) আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, দু'আ করার সময় সবাই বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَاَلَيْكَ يَرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ اَسْئَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلُّهُ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

'হে আল্লাহ! সমুদয় রাজ্য ও রাজত্ব আপনারই। সমুদয় প্রশংসা আপনারই জন্য। সমস্ত বিষয় আপনারই কাছে প্রত্যাবর্তন করে। আমি আপনার কাছে সমস্ত কল্যাণ প্রার্থনা করছি এবং সমুদয় অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি।'

৫৫। তোমরা বিনীতভাবে ও সংগোপনে তোমাদের রাব্বকে ডাকবে, তিনি সীমা লংঘন-কারীদেরকে ভালবাসেননা।	٥٥. ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ
৫৬। দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর বিপর্যয় ও	٥٦. وَلَا تُفْسِدُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ

بَعْدَ إِصْلَـٰحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ	বিশৃংখলা সৃষ্টি করনা, আল্লাহকে ভয়-ভীতি ও আশা আকাংখার সাথে ডাক, নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাহমাত সৎ কর্মশীলদের অতি সন্নিকটে।

ইবাদাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান

ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে প্রার্থনা করার নিয়ম-নীতি শিক্ষা দিচ্ছেন যা তাদের জন্য দীন ও দুনিয়ায় মুক্তি লাভের কারণ। তিনি বলেন ঃ

وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ

তোমার রাব্বকে মনে মনে সবিনয় ও সশংক চিত্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০৫) আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ জনগণ উচ্চ স্বরে প্রার্থনা করতে শুরু করে দিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা নিজেদের নাফ্সের উপর দয়া কর। তোমরা কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছনা। তোমরা যাঁর নিকট প্রার্থনা করছ তিনি নিকটেই রয়েছেন এবং সবকিছু শুনছেন।' (ফাতহুল বারী ১১/১৯১, মুসলিম ৪/২০৭৬) অত্যন্ত কাকুতি মিনতি এবং অনুনয় বিনয়ের সাথে দু'আ করতে হবে। খুবই নত হয়ে সংগোপনে প্রার্থনা জানাতে হবে এবং আল্লাহর একাত্মবাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। উচ্চৈঃস্বরে দু'আ করা উচিত নয়। (তাবারী ১২/৪৮৫)

দু'আ করার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করা

'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ এর তাফসীরে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, প্রার্থনায় ও দু'আয় সীমালংঘনকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেননা। (তাবারী ১২/৪৮৬) আবূ

মুজলিয্ (রহঃ) বলেন ঃ 'নাবীগণের সমান মর্যাদা লাভ করার জন্য দু'আ করনা, তোমাদের এ ধরণের দু'আ চাওয়া হল ধৃষ্টতা।' (তাবারী ১২/৪৮৬)

আবূ নিআমাহ (রহঃ) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রাঃ) স্বীয় পুত্রকে দেখেন যে, সে দু'আ করছে ঃ 'হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের ডান দিকের সাদা প্রাসাদটি যাঞ্চা করছি।' তখন তিনি পুত্রকে বলেন ঃ 'হে বৎস! আল্লাহর কাছে শুধু জান্নাতের জন্য প্রার্থনা কর এবং শুধু জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাও। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন এক সময় আসবে যখন লোকেরা পবিত্রতা অর্জন এবং দু'আ করার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে। (আহমাদ ৫/৫, ইব্ন মাজাহ ২/২১৭১, আবূ দাউদ ১/৭৩) তারা এ হাদীসটিতে কোন ত্রুটি নেই বলে উল্লেখ করেছেন। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, এর ইসনাদ উত্তম।

আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি না করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করনা। কেননা শান্তি ও নিরাপত্তার পরে ফাসাদ বিশৃংখলা অত্যন্ত খারাপ। কাজ-কারবার যখন শান্ত পরিবেশে চলতে থাকে তখন যদি বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হয় তাহলে বান্দা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। এ জন্যই আল্লাহ বিনয়ের সাথে দু'আ করতে বলেছেন। তিনি বলেন ঃ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا শাস্তির ভয় করে এবং নি'আমাত ও সাওয়াবের আশা রেখে তোমরা প্রার্থনা কর। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ আল্লাহর রাহমাত সৎকর্মশীলদের অতি সন্নিকটে। অর্থাৎ তাঁর রাহমাত সৎ লোকদের জন্য রয়েছে। তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা আল্লাহর নির্দেশাবলী মেনে চলে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖ

আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যপ্ত করে রয়েছে। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৫৬) মাতার আল ওয়াররাক (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর ওয়াদাকৃত

প্রতিদান পেতে হলে তিনি যা বলেছেন তা মেনে চল। তিনিতো বলেছেন যে, তাঁর দয়া/সাহায্য উত্তম আমলকারীর খুবই নিকটে। (ইব্‌ন আবী হাতিম ৫/১৫০১)

৫৭। সেই আল্লাহই স্বীয় রাহমাতের (বৃষ্টির) আগে আগে বাতাসকে সুসংবাদ বহনকারী রূপে প্রেরণ করেন। যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে তখন আমি এই মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূ-খন্ডের দিকে প্রেরণ করি। অতঃপর ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করি, তারপর সেই পানির সাহায্যে সেখানে সর্ব প্রকার ফল ফলাদি উৎপাদন করি। এমনিভাবেই আমি মৃতকে জীবিত করি, যাতে তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।	٥٧. وَهُوَ ٱلَّذِى يُرۡسِلُ ٱلرِّيَـٰحَ بُشۡرَۢا بَيۡنَ يَدَىۡ رَحۡمَتِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَقَلَّتۡ سَحَابًا ثِقَالاً سُقۡنَـٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلۡنَا بِهِ ٱلۡمَآءَ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخۡرِجُ ٱلۡمَوۡتَىٰ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ
৫৮। আর উৎকৃষ্ট ভূমি ওর রবের নির্দেশক্রমে খুব উৎকৃষ্ট ফসল ফলায়, আর যা নিকৃষ্ট ভূমি তাতে খুব কমই ফসল ফলে থাকে। এমনিভাবেই আমি কৃতজ্ঞ পরায়ণদের জন্য আমার আয়াত-সমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি।	٥٨. وَٱلۡبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِۦ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخۡرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلۡأَيَـٰتِ

لِقَوۡمٖ يَشۡكُرُونَ

বৃষ্টি বর্ষণ এবং গাছপালা সৃষ্টিও আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহই যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হুকুমের মালিক একমাত্র তিনিই এবং সবকিছুর পরিচালক শুধুমাত্র তিনিই, এগুলির বর্ণনা দেয়ার পর এখানে তিনি অবহিত করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন আহারদাতা এবং মৃতকে কিয়ামাতের দিন তিনিই উত্থিত করবেন। বায়ুকে তিনিই প্রেরণ করেন যা বৃষ্টিপূর্ণ মেঘকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن يُرۡسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَٰتٖ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحۡمَتِهِۦ وَلِتَجۡرِيَ ٱلۡفُلۡكُ بِأَمۡرِهِۦ وَلِتَبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِهِۦ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

তাঁর নিদর্শনাবলীর একটি এই যে, তিনি বায়ু প্রেরণ করেন সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং তোমাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ আস্বাদন করানোর জন্য, এবং যেন তাঁর বিধানে নৌযানগুলি বিচরণ করে, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৬) তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ مِنۢ بَعۡدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحۡمَتَهُۥۚ وَهُوَ ٱلۡوَلِيُّ ٱلۡحَمِيدُ

তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর করুণা বিস্তার করেন। তিনিইতো অভিভাবক, প্রশংসাহ। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ২৮) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَٱنظُرۡ إِلَىٰٓ ءَاثَٰرِ رَحۡمَتِ ٱللَّهِ كَيۡفَ يُحۡيِ ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ

আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্বন্ধে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর ওকে পুনরুজ্জীবিত করেন! এভাবেই আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন, কারণ তিনি সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫০) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً যখন ঐ বাতাস ভারী মেঘমালাকে বহন করে নিয়ে আসে। অর্থাৎ তাতে অধিক পানি থাকে, যা যমীনের নিকটবর্তী হয়। ইরশাদ হচ্ছে سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّت ঐ মেঘমালাকে কোন নির্জীব ভূখণ্ডের দিকে প্রেরণ করি এবং ওটা হতে বারিধারা বর্ষণ করে ওকে পরিতৃপ্ত করি। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَـٰهَا

তাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৩) এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى

আমি যেমন যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পর সঞ্জীবিত করি ও বিভিন্ন ফল-ফলাদী উৎপন্ন করি, তদ্রূপ দেহকেও মাটি হয়ে যাওয়ার পর কিয়ামাতের দিন জীবিত করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ হতেই থাকবে এবং মানবদেহ কাবর থেকে এমনভাবে উঠতে থাকবে যেমনভাবে ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হয়। এ ধরনের আয়াত কুরআনুল কারীমে বহু রয়েছে যে, তিনি মৃত যমীনকে পুনর্জীবিত করবেন। এগুলি তিনি কিয়ামাত সংঘটনের দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ উদ্দেশ্য এই যে, যেন তোমরা এটা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পার।

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّه ভাল ও উৎকৃষ্ট ভূমি ওর রবের নির্দেশক্রমে খুব ভাল ফসল ফলায়। অর্থাৎ উত্তম ভূমিতে অতি সত্বর ফসল উৎপন্ন হয়। যেমন তিনি এক জায়গায় বলেন ঃ

وَأَنۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا

এবং তাকে উত্তম প্রবৃদ্ধি দান করলেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ৩৭) এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا যা খারাপ ভূমি, তাতে কঠিনতা ছাড়া, ফায্ল খুব কমই বয়ে আনে। মুজাহিদ (রহঃ), সিবাক (রহঃ) প্রমুখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১২/৪৯৭)

ইমাম বুখারী (রহঃ) আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও ইল্ম সহকারে পাঠিয়েছেন ওর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুষলধারার বৃষ্টি, যা কোন যমীনে পড়েছে। সেই যমীনের এক অংশ উৎকৃষ্ট ছিল যা সেই বৃষ্টি গ্রহণ করেছে এবং প্রচুর উদ্ভিদ ও তৃণরাজি জন্মিয়েছে। আর অপর একাংশ কঠিন (ও গভীর) ছিল যা পানি (শোষণ করেনি, কিন্তু) আটকে রেখেছে, যদ্বারা আল্লাহ লোকের উপকার সাধন করেছেন। তারা তা পান করেছে, পান করিয়েছে এবং তা দ্বারা কৃষিকাজ করেছে। আর কতক বৃষ্টি যমীনের এমন অংশে পড়েছে যা সমতল (ও কঠিন); ওটা পানি আটকিয়ে রাখেনা। অথবা (শোষণ করে) ঘাস পাতাও জন্মায়না। প্রথম যমীনের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আল্লাহর দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছে এবং যেটা সহকারে আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন ওটা তার উপকার সাধন করেছে–সে শিক্ষা করেছে ও শিক্ষা দিয়েছে। শেষের যমীনের উদাহরণ ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে ব্যক্তি ওর (অর্থাৎ যা সহ আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন) দিকে মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহর যে হিদায়াত আমার প্রতি পাঠানো হয়েছে তা কবূল করেনি।' (ফাতহুল বারী ১/২১১)

৫৯। আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদেরকে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা শুধু আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমাদের প্রতি এক গুরুতর দিনের শাস্তির আশংকা করছি।	٥٩. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
৬০। তার সম্প্রদায়ের প্রধান ও নেতারা বলল ঃ আমরা তোমাকে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে দেখছি।	٦٠. قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

৬১। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি কোন ভুল ভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে লিপ্ত নই, বরং আমি সারা জাহানের রবের (প্রেরিত) একজন রাসূল।	٦١. قَالَ يَـٰقَوۡمِ لَيۡسَ بِي ضَلَـٰلَةٌ وَلَـٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ
৬২। আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। তোমরা যা জাননা আমি তা আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি।	٦٢. أُبَلِّغُكُمۡ رِسَـٰلَـٰتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمۡ وَأَعۡلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ

নূহ (আঃ) এবং তাঁর কাওমের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা এ সূরার প্রারম্ভে আদম (আঃ) এবং তাঁর সম্পর্কীয় ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। এখন তিনি নাবীগণের ঘটনা বর্ণনা করছেন। নূহের (আঃ) ঘটনাই তিনি প্রথম শুরু করেছেন। কেননা তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম রাসূল যাঁকে আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) পরে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন নূহ ইব্‌ন লামুক ইব্‌ন মাতুশালাখ ইব্‌ন খানূখ। খানূখের নামই ইদরীস। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, লিখন রীতি তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন বারাদ ইব্‌ন মাহ্‌লীল ইব্‌ন কানীন ইব্‌ন ইয়ানিশ ইব্‌ন শীস ইব্‌ন আদম (আঃ)। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) এবং অন্যান্য রিজাল শাস্ত্রবিদগণ এরূপ বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) ও তাফসীরের পণ্ডিতগণ বলেন ঃ মূর্তি পূজার সূচনা এভাবে হয়েছিল যে, সৎ আমলকারী লোকগণ যখন মারা গেলেন তখন তাদের অনুসারীরা তাদের কাবরের উপর মাসজিদ বানিয়ে নেয় এবং তাদের ছবি তৈরী করে মাসজিদের মধ্যে রেখে দেয়, যাতে ঐগুলি দেখে তাদের অবস্থা ও ইবাদাতকে স্মরণ করতে পারে। আর এর ফলে যেন নিজেদেরকে তাদের মত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করতে পারে। যখন কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গেল তখন ঐ ছবিগুলোর পরিবর্তে তাঁদের মূর্তি তৈরী করা হল। কিছুদিন পর তারা ঐ মূর্তিগুলোকে সম্মান দেখাতে লাগল এবং ওগুলোর ইবাদাত শুরু করে দিল। ঐ

সৎ আমলকারী লোকদের নামে তারা ঐ মূর্তিগুলোর নাম রাখল। যেমন ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর ইত্যাদি। যখন এই মূর্তি পূজা বেড়ে চলল তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল নূহকে (আঃ) প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে এক ও শরীকবিহীন আল্লাহর ইবাদাত করার হুকুম করেন। তিনি বলেন ঃ

يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ

يَوْمٍ عَظِيمٍ হে আমার কাওম! তোমরা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন মা'বূদ নেই। আমি তোমাদের প্রতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

তখন তাঁর কাওমের মধ্যকার প্রধান ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলল ঃ 'নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি।' অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে এসব মূর্তির ইবাদাত করতে নিষেধ করছেন, অথচ আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এর উপরই পেয়েছি। এ ব্যাপারেতো আমরা আপনাকে বড়ই পথভ্রষ্ট মনে করছি। বর্তমানের ফাসিক-ফাজিরদের অবস্থাও অনুরূপ যে, তারা সৎকর্মশীলদের উপর পথভ্রষ্টতার অপবাদ দিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ

এবং যখন তাদেরকে দেখত তখন বলত ঃ এরাইতো পথভ্রষ্ট। (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ৩২)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ

لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَـٰذَآ إِفْكٌ قَدِيمٌ

মু'মিনদের সম্পর্কে কাফিরেরা বলে ঃ এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতনা। তারা এর দ্বারা পরিচালিত নয় বলে, বলে ঃ এটাতো এক পুরাতন মিথ্যা। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ১১) এ ধরনের বহু আয়াত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلاَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. أُبَلِّغُكُمْ

رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ নূহ বলল, হে

আমার জাতি! আমি কোন ভুলভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত নই। বরং আমি সারা জাহানের রবের প্রেরিত একজন রাসূল। আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং তোমাদেরকে হিতোপদেশ দিচ্ছি। আর তোমরা যা জাননা তা আমি আল্লাহর নিকট থেকে জেনে থাকি। রাসূলদের শান বা মাহাত্ম্য এটাই হয় যে, বাক্যালাপে নিপুণতা, বাগ্মী, উপদেষ্টা এবং প্রচারক হয়ে থাকেন। আল্লাহর মাখলূকাতের মধ্যে অন্য কেহ এসব গুণে গুণান্বিত হয়না। যেমন সহীহ মুসলিমে রয়েছে, আরাফার দিন (৯ যিলহাজ্জ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে লোকসকল! আমার ব্যাপারে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে (অর্থাৎ আমি আমার দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছি কি-না তা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে)। তখন তোমরা কি উত্তর দিবে?' তাঁরা সমস্বরে উত্তর করলেন ঃ 'আমরা সাক্ষ্য দানে প্রস্তুত আছি যে, আপনি যথাযথভাবে প্রচার কাজ চালিয়েছেন এবং রিসালাতের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছেন।' তখন তিনি স্বীয় অঙ্গুলি আকাশের দিকে উঠালেন। অতঃপর তাঁদের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।' (মুসলিম ২/৮৯০)

৬৩। তোমাদের মধ্য থেকে একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী আসায় কি তোমরা বিস্মিত হয়েছ, যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক ও হুশিয়ার করতে পারে, যেন তোমরা সাবধান হও এবং যেন আল্লাহভীতি অবলম্বন করতে পার, হয়ত তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে?	٦٣. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا۟ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
৬৪। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করল, ফলে তাকে এবং তার	٦٤. فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَٰهُ

وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ فِي ٱلۡفُلۡكِ وَأَغۡرَقۡنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَآۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوۡمًا عَمِينَ	**সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে (আযাব হতে) রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অমান্য করেছিল, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। বস্তুতঃ নিঃসন্দেহে তারা ছিল এক অন্ধ সম্প্রদায়।**

আল্লাহ তা'আলা নূহ (আঃ) সম্পর্কে খবর দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর কাওমকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'তোমরা কেন এতে বিব্রত হচ্ছ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই একজন লোকের উপর অহী প্রেরণ করেছেন। এটাতো তোমাদের উপর দয়া ও অনুগ্রহ। সে তোমাদেরকে আল্লাহর ভয় দেখাচ্ছে, যেন তোমরা তাঁর শাস্তিকে ভয় কর এবং শির্ক করা থেকে বিরত থাক। এর ফলে হয়তো তোমাদের উপর দয়া প্রদর্শন করা হবে।' কিন্তু নূহের (আঃ) কাওম তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল এবং তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করল। তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ সুতরাং আমি তাকে এবং তার সাথে নৌকায় যারা ছিল তাদেরকে (আমার শাস্তি হতে) রক্ষা করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অমান্য করেছিল, তাদেরকে ডুবিয়ে মারলাম। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مِّمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمۡ أُغۡرِقُواْ فَأُدۡخِلُواْ نَارًا فَلَمۡ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا

তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল আগুনে, অতঃপর তারা কেহকেও আল্লাহর মুকাবিলায় পায়নি সাহায্যকারী। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ এরা অন্ধ ছিল। সত্যকে তারা দেখতেই পাচ্ছিলনা। আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীরা কেমন শাস্তি পেল, এই ঘটনায়

আল্লাহ এর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি এটাও দেখিয়েছেন যে, রাসূল ও মু'মিনগণ মুক্তি পেল। যেমন তিনি বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৫১) বিজয় ও সফলতা সৎ লোকেরাই লাভ করবে, দুনিয়ায় এবং আখিরাতেও। যেমন তিনি নূহের (আঃ) কাওমকে ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করলেন এবং নূহ্ (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে মুক্তি দিলেন। ইব্ন অহাব (রহঃ) বলেন ঃ 'ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, নূহের (আঃ) সাথে যারা নৌকায় আশ্রয় নিয়ে মুক্তি পেয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল আশিজন। তাদের মধ্যে 'জুরহুম' নামক একজন লোক ছিলেন যাঁর ভাষা ছিল আরাবী।' ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এটি বর্ণনা করেছেন।

৬৫। 'আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হুদকে (নাবী রূপে) পাঠিয়েছিলাম। সে বলল ঃ হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই, তোমরা কি সাবধান হবেনা?	٦٥. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ
৬৬। তার জাতির নেতারা বলল ঃ আমরা তোমাকে নির্বোধ দেখছি এবং আমরাতো তোমাকে নিশ্চিত রূপে মিথ্যাবাদী মনে করি।	٦٦. قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِى سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَٰذِبِينَ
৬৭। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! আমি নির্বোধ নই,	٦٧. قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِى

বরং আমি হলাম সারা জাহানের রবের মনোনীত রাসূল।	سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
৬৮। আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিচ্ছি, আর আমি তোমাদের একজন বিশ্বস্ত হিতাকাংখী	٦٨. أُبَلِّغُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّي وَأَنَا۠ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ
৬৯। তোমরা কি এতে বিস্মিত হচ্ছ যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তাঁর বিধান ও উপদেশসহ তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশে তোমাদের কাছে এসেছে? তোমরা সেই অবস্থার কথা স্মরণ কর যখন নূহের সম্প্রদায়ের পর আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন এবং তোমাদেরকে অন্যদের অপেক্ষা শক্তিতে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।	٦٩. أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْۜطَةً ۖ فَٱذْكُرُوٓا۟ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হুদ (আঃ) এবং ‘আদ জাতির সাথে তাঁর সম্পর্ক

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ যেভাবে আমি নূহের কাওমের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম তেমনিভাবে হুদকে ‘আদ সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করেছিলাম। মুহাম্মাদ ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তারা ‘আদ ইব্ন ইরাম ইব্ন

আউস ইব্ন শাম ইব্ন নূহের বংশধর ছিল। আমি বলছি, এরা হল পূর্ব যুগের আদ জাতি যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা 'বানী আদ' বলে উল্লেখ করেছেন। তারা বড় বড় অট্টালিকায় বসবাস করত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ. ٱلَّتِى لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِى ٱلۡبِلَـٰدِ

তুমি কি দেখনি তোমার রাব্ব কি করেছিলেন 'আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি, যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের? যার সমতুল্য অন্য কোন নগর নির্মিত হয়নি? (সূরা ফাজ্র, ৮৯ ঃ ৬-৮) এটা ছিল তাদের ভীষণ দৈহিক শক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَمَّا عَادٌ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمۡ هُوَ أَشَدُّ مِنۡهُمۡ قُوَّةً ۖ وَكَانُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجۡحَدُونَ

আর 'আদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করত এবং বলত ঃ আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? তারা কি তাহলে লক্ষ্য করেনি, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অপেক্ষা শক্তিশালী? অথচ তারা আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করত। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৫)

'আদ জাতির বাসস্থান

তাদের বাসভূমি ছিল ইয়ামান দেশের আহ্কাফ নামক জায়গায়। তারা ছিল মরুচারী ও পাহাড়ী লোক। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবূ তুফাইল আমীর ইব্ন ওয়াসীলা (রহঃ) বলেন যে, আলী (রাঃ) হায্‌রা মাউতের একজন অধিবাসীকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি কি হায্‌রা মাউতের সরযমীনে এমন কোন পাহাড় দেখেছ যার মাটি লাল বর্ণের? সেই পাহাড়ের অমুক অমুক ধারে কুল (বরই) ও বহু পীলু গাছ রয়েছে?' লোকটি উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ, হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ! আপনি এমনভাবে বললেন, যেন আপনি স্বচক্ষে

দেখেছেন।' তিনি বললেন ঃ 'আমি স্বচক্ষে দেখিনি বটে, কিন্তু এরূপ হাদীস আমার কাছে পৌঁছেছে।' লোকটি বলল ঃ 'হে আমীরুল মু'মিনীন! এ ব্যাপারে আপনি কি বলতে শুনেছেন?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'সেখানে হুদের (আঃ) সমাধি রয়েছে।' (তাবারী ১২/৫০৭) ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীস দ্বারা এটা জানা গেল যে, 'আদ সম্প্রদায়ের বাসস্থান ইয়ামানেই ছিল। হুদ (আঃ) সেখানেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। হুদ (আঃ) তাঁর কাওমের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। সমস্ত রাসূলই মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন। হুদের (আঃ) কাওম দৈহিক ও অবয়বের দিক দিয়ে যেমন ছিল কঠিন তেমনই তাদের অন্তরও ছিল অত্যন্ত কঠিন। সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কাজে তারা অন্যান্য সমস্ত উম্মাতের অগ্রগামী ছিল। এ কারণেই হুদ (আঃ) তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানান।

হুদ (আঃ) এবং তাঁর জাতির সাথে তর্ক-বিতর্ক

কিন্তু তাঁর সেই কাফির দলটি তাঁকে বলে ঃ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ হে হুদ! আমরাতো তোমাকে বড়ই নির্বোধ ও পথভ্রষ্ট দেখছি, তুমি আমাদেরকে মূর্তি/প্রতিমা পূজা ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদাতের পরামর্শ দিচ্ছ! যেমন কুরাইশরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরূপ দা'ওয়াতের উপর বিস্ময় বোধ করে বলেছিল ঃ

أَجَعَلَ ٱلْـَٔالِهَةَ إِلَٰهًا وَٰحِدًا

সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? (সূরা সা'দ, ৩৮ ঃ ৫) মোট কথা, হুদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ হে লোকসকল! আমার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা নেই, বরং আমি সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর রাসূল। أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ আমি আল্লাহর নিকট হতে সত্য বাণী নিয়ে এসেছি। সমস্ত কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁরই বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। সঠিক অর্থে আমি তোমাদের

হিতাকাঙ্ক্ষী। এটা হচ্ছে ঐ গুণ যে গুণে রাসূলগণ ভূষিত থাকেন। অর্থাৎ সদুপদেশদাতা ও আমানাতদার। তিনি আরও বলেন ঃ

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

তোমরা কি এতে বিস্ময়বোধ করছ যে, তোমাদের জাতিরই একটি লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে তাঁর বিধান ও উপদেশ তোমাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশে তোমাদের কাছে এসেছে? অর্থাৎ তোমাদের এতে বিস্মিত হওয়া উচিত নয়, বরং তোমাদের এ জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তিনি সেই কাওমকেই ধ্বংস করেছেন যারা তাদের রাসূলের অবাধ্য হয়েছিল। তাছাড়া তোমাদের এ জন্যও আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশি দৈহিক শক্তি প্রদান করেছেন।

وَزَادَهُۥ بَسۡطَةٗ فِي ٱلۡعِلۡمِ وَٱلۡجِسۡمِ

এবং তাকে প্রচুর জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি দান করেছেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৭) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاذْكُرُواْ آلاء اللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ তোমরা আল্লাহর নি'আমাতের কথা স্মরণ কর। অর্থাৎ তোমাদের উপর আল্লাহর যে নি'আমাত ও অনুগ্রহরাশি রয়েছে সেগুলির কথা স্মরণ করে তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। সম্ভবতঃ তোমরা সফলকাম হবে।

৭০। তারা বলল ঃ তুমি কি আমাদের নিকট শুধু এই উদ্দেশে এসেছ যে, আমরা যেন একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষরা যাদের পূজা করত তাদেরকে বর্জন করি? তুমি তোমার কথা ও দাবীতে সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।	٧٠. قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِنَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَحۡدَهُۥ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعۡبُدُ ءَابَآؤُنَا ۖ فَأۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

৭১। সে বলল ঃ তোমাদের রবের শাস্তি ও ক্রোধ তোমাদের উপর অবধারিত হয়ে আছে। তোমরা কি আমার সাথে এমন কতকগুলি নাম সম্বন্ধে বিতর্ক করছ যার নামকরণ করেছ তোমরা এবং তোমাদের বাপ দাদারা, আর যে বিষয়ে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি? সুতরাং তোমরা (শাস্তির জন্য) অপেক্ষা করতে থাক, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।	٧١. قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۖ أَتُجَٰدِلُونَنِى فِىٓ أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَٰنٍ ۚ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ
৭২। অতঃপর আমি তাকে (হুদকে) এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে আমার অনুগ্রহে রক্ষা করলাম, আর যারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং যারা ঈমানদার ছিলনা তাদের মূলোৎপাটন করলাম।	٧٢. فَأَنجَيْنَٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ وَمَا كَانُوا۟ مُؤْمِنِينَ

কাফিরেরা হুদের (আঃ) সাথে কিরূপ অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেছিল তারই বর্ণনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে দিচ্ছেন। তারা তাঁকে বলেছিল ঃ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَحْدَهٗ হে হুদ! আমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের ইবাদাত করত তাদেরকে ছেড়ে আমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত করি এ জন্যই কি তুমি আমাদের কাছে এসেছ! কাফির কুরাইশরা বলেছিল ঃ

وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩২) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, হুদের (আঃ) কাওম মূর্তিসমূহের পূজা করত। একটি মূর্তির নাম ছিল 'সুদা', একটির নাম ছিল 'ছামূদ' এবং একটির নাম ছিল 'হাবা'! এ জন্যই হুদ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ **قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ** তোমাদের এ কথা বলার কারণেই তোমাদের উপর আল্লাহর গযব ওয়াজিব হয়ে গেছে। হুদ (আঃ) বলেন ঃ **أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم** তোমরা কি আমার সাথে এমন সব মূর্তির ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হচ্ছ যেগুলোর নাম তোমরা নিজেরা রেখেছ অথবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছে। এসব মূর্তিতো তোমাদের কোন লাভও করাতে পারেনা এবং কোন ক্ষতিও করতে পারেনা। আল্লাহ তোমাদেরকে এগুলোর ইবাদাত করার কোন সনদও দেননি এবং তোমাদের কাছে এর কোন দলীল প্রমাণও নেই। যদি কথা এটাই হয় তাহলে ঠিক আছে, তোমরা শাস্তির জন্য অপেক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি।'

'আদ জাতির পরিসমাপ্তি

এর পরই ইরশাদ হচ্ছে ঃ **فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ** আমি হুদকে এবং তার অনুসারী সঙ্গী সাথীদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম, কিন্তু যারা তার উপর ঈমান আনেনি এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল আমি তাদের মূলোৎপাটন করলাম। 'আদ জাতির ধ্বংসের ঘটনা কুরআন মাজীদের অন্য জায়গায় এরূপ বর্ণিত আছে ঃ 'তাদের উপর আমি এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু প্রেরণ করলাম এবং যাদের উপর দিয়ে ওটা বয়ে গেল তাদের সবাইকেই তচ্নচ্ করে দিল।' যেমন অন্য একটি আয়াতে আছে ঃ

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا۟ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ
وَثَمَـٰنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ.
فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنۢ بَاقِيَةٍ

আর 'আদ সম্প্রদায় - তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচন্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সাত রাত ও আট দিন বিরামহীনভাবে; তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে তাহলে দেখতে পেতে যে, তারা যেখানে লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। তুমি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাও কি? (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৬-৮) তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে তাদের উপর এক প্রচণ্ড ঘূর্ণিবার্তা প্রেরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করেছিলেন। ঐ বায়ু তাদেরকে আকাশে নিয়ে উড়ছিল এবং পরে মাথার ভরে যমীনে নিক্ষেপ করে দিচ্ছিল। ফলে তাদের মাথাগুলো ভেঙ্গে দেহ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

তুমি যদি তখন উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে পেতে যে, তারা লুটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্ত অসার খেজুর কান্ডের ন্যায়। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ৭) মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, ঐ লোকগুলো ইয়ামানে আম্মান ও হাযরা মাউতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। তাছাড়া তারা সারা দুনিয়ায় দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা শক্তির দাপটে জনগণের উপর অত্যাচার চালাত। তারা মূর্তিপূজা করত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের কাছে হুদকে (আঃ) পাঠালেন। তিনি তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন যে, তারা যেন আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে এবং তাঁর সাথে কেহকেও শরীক না করে। আর তারা যেন লোকদের উপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে এবং তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলে, 'আমাদের অপেক্ষা বড় শক্তিশালী আর কে আছে?' অন্যান্য লোকেরাও তাদের অনুসরণ করে। হুদের (আঃ) প্রতি ঈমান আনয়নকারী লোকের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। যখন 'আদ সম্প্রদায় এরূপ অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে এবং দুনিয়ায় অশান্তি ও

বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে শুরু করে, আর বিনা প্রয়োজনে বড় বড় অট্টালিকা ও প্রাসাদ নির্মাণ করে, তখন হুদ (আঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. وَإِذَا
بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ

তোমরা কি প্রতিটি উঁচু স্থানে নিরর্থক স্মৃতিসৌধ/ভাস্কর্য নির্মাণ করছ? আর তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এই মনে করে যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে? এবং যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হেনে থাক কঠোরভাবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১২৮-১৩১)

তারা তখন তাঁকে বলল ঃ

يَـٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِىٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ
لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ

হে হুদ! তুমিতো আমাদের সামনে কোন প্রমাণ উপস্থাপন করনি এবং আমরা তোমার কথায় আমাদের উপাস্য দেবতাদেরকে বর্জন করতে পারিনা, আর আমরা কিছুতেই তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী নই। আমাদের কথাতো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৩-৫৪) অর্থাৎ তাকে পাগলামীতে পেয়ে বসেছে।

قَالَ إِنِّىٓ أُشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا۟ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. مِن دُونِهِۦ
فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُم ۚ مَّا مِن
دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক যে, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে শরীক সাব্যস্ত করছ তাঁর (আল্লাহর) সাথে। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে অবস্থিত। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬)

'আদ জাতির গুপ্তচরগিরীর ঘটনা

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হারস আল বাকরী (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি আ'লা ইব্ন হাযরামীর অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাচ্ছিলাম। আমি যখন রাবযাহ কাওমের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমতাবস্থায় বানী তামীম গোত্রের এক মহিলা যে তার গোত্র থেকে দলছুট হয়ে একা পড়ে গিয়েছিল, আমাকে বলল ঃ 'হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে চলুন। তাঁর কাছে আমার কিছু চাওয়ার রয়েছে।' আমি তখন তাকে আমার উটের উপর বসিয়ে নিয়ে মাদীনায় পৌঁছলাম। মাসজিদ লোকে পরিপূর্ণ ছিল এবং একটি কালো পতাকা উত্তোলিত ছিল। বিলাল (রাঃ) স্বীয় তরবারী লটকিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকগুলির জমায়েত হওয়ার কারণ কি? উত্তর হল ঃ 'আমর ইব্ন আসের (রাঃ) নেতৃত্বে সেনাবাহিনী প্রেরণ করা হচ্ছে।' আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর কাছে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হল। আমি তাঁর কাছে হাযির হয়ে সালাম জানালাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ও তামীম গোত্রের মধ্যে কি কোন মনোমালিন্য আছে? আমি উত্তরে বললাম ঃ হ্যাঁ, তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ রয়েছে। যখন আমি আপনার নিকট আসছিলাম, এমতাবস্থায় পথে বানী তামীম গোত্রের এক বুড়ীর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। সে তার গোত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সে আমাকে বলে, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আমার প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।' সে দরজায়ই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে নিলেন। সে এসে পড়লে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার ও বানী তামীমের মধ্যে আড়াল করে দিন। এ কথা শুনে বানী তামীম গোত্রের ঐ বুড়ীটি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল এবং বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে এই নিরাশ্রয়া কোথায় আশ্রয় নিবে?' আমি তখন বললাম, আমার এ দৃষ্টান্ততো হচ্ছে 'বকরী নিজেই নিজের মৃত্যুকে টেনে আনল' এই প্রবাদ বাক্যের মতই। আমি এই বুড়ীকে নিজের সোয়ারীর উপর চড়িয়ে আনলাম। আমি কি জানতাম যে, সে'ই আমার শত্রুরূপে সাব্যস্ত হবে! আমি

'আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মত হয়ে যাই এবং এর থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ "'আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের ঘটনাটি কি?' অথচ তিনি এটা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানতেন। কিন্তু তিনি এটা আমার নিকট থেকে শুনতে আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং আমি বলতে লাগলাম, 'আদ সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয়েছিল। তাই তারা একটি প্রতিনিধি দল মাক্কায় প্রেরণ করে। তাদের নেতা ছিল কায়েল নামক একটি লোক। তারা মাক্কায় গিয়ে মুআ'বিয়া ইব্ন বাকরের নিকট এক মাসকাল অবস্থান করে। মুয়াবিয়া ইব্ন বাকর তাদের জন্য মদ পানের ব্যবস্থা করে। এ ছাড়া তারা দু'টি মহিলা প্রেরণ করে যারা তাদেরকে গান শোনাতে থাকে। অতঃপর তাদের নেতা কায়েল 'মুহরাহ' পাহাড়ে গমন করে এবং প্রার্থনা জানিয়ে বলে ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি জানেন যে আমরা কোন রোগীর রোগ মুক্তির দু'আর জন্য আসিনি বা কোন বন্দীর মুক্তিপণের জন্য প্রার্থনা করছিনা। বরং আমাদের প্রার্থনা এই যে, আপনি 'আদ সম্প্রদায়ের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করুন।' তখন আল্লাহর হুকুমে তিন খণ্ড কালো মেঘ প্রকাশিত হল। দৈব বাণী হল ঃ 'যে কোন একখণ্ড মেঘ গ্রহণ কর।' সে কোন এক কালো মেঘ খণ্ড পছন্দ করল। পুনরায় শব্দ এলো, 'তুমিতো ছাই পাবে। 'আদ সম্প্রদায়ের একটি প্রাণীও রক্ষা পাবেনা, বরং সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে।' অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটা প্রবল ঝটিকা প্রেরণ করেন। সেই বায়ু ছিল বায়ু ভাণ্ডারের মধ্যে যেন আমার আংটির বৃত্তের সমপরিমাণ। তাতে সমস্ত 'আদ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেল। এখন আরাবের লোকেরা কোন প্রতিনিধি দল পাঠালে প্রবাদ বাক্য হিসাবে বলে থাকে ঃ আদ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের মত হয়োনা। (আহমাদ ৩/৪৮২, তিরমিযী ৯/১৬১, নাসাঈ ৫/১৮১, ইব্ন মাজাহ ২/৯৪১)

৭৩। আর আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর, আল্লাহ ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই, তোমাদের রবের

٧٣. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا ۗ قَالَ يَـٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ

পক্ষ হতে এক স্পষ্ট নিদর্শন তোমাদের নিকট এসেছে, এটি আল্লাহর উষ্ট্রী - তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন স্বরূপ। তোমরা একে ছেড়ে দাও - আল্লাহর যমীনে চরে খাবে, ওকে খারাপ উদ্দেশে স্পর্শ করনা, (কেহ কোন কষ্ট দিলে) এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে।	جَآءَتۡكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمۡۖ هَٰذِهِۦ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمۡ ءَايَةًۖ فَذَرُوهَا تَأۡكُلۡ فِيٓ أَرۡضِ ٱللَّهِۖ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٖ فَيَأۡخُذَكُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ
৭৪। তোমরা স্মরণ কর সেই বিষয়টি যখন তিনি 'আদ জাতির পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন, আর তিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, তোমরা সমতল ভূমিতে প্রাসাদ ও পাহাড় কেটে আবাস গৃহ নির্মাণ করেছ। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে দিওনা।	٧٤. وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنۢ بَعۡدِ عَادٖ وَبَوَّأَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورٗا وَتَنۡحِتُونَ ٱلۡجِبَالَ بُيُوتٗاۖ فَٱذۡكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ
৭৫। তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক প্রধানরা তাদের মধ্যকার দুর্বল ও উৎপীড়িত মু'মিনদেরকে বলল ঃ তোমরা কি বিশ্বাস কর	٧٥. قَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ

যে, সালিহ তার রাব্ব কর্তৃক প্রেরিত হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ নিশ্চয়ই যে বার্তাসহ সে প্রেরিত হয়েছে, আমরা তা বিশ্বাস করি।	لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنۡ ءَامَنَ مِنۡهُمۡ أَتَعۡلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحٗا مُّرۡسَلٞ مِّن رَّبِّهِۦۚ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلَ بِهِۦ مُؤۡمِنُونَ
৭৬। দাম্ভিকরা বলল ঃ তোমরা যা বিশ্বাস কর আমরা তা বিশ্বাস করিনা।	٧٦. قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ إِنَّا بِٱلَّذِيٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كَٰفِرُونَ
৭৭। অতঃপর তারা সেই উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলল এবং গর্ব ও দাম্ভিকতার সাথে তাদের রবের নির্দেশের বিরোদ্ধাচরণ করল এবং বলল ঃ হে সালিহ! তুমি সত্য রাসূল হয়ে থাকলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর।	٧٧. فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوۡاْ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهِمۡ وَقَالُواْ يَٰصَٰلِحُ ٱئۡتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ
৭৮। সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে গ্রাস করল, ফলে তারা নিজেদের গৃহের মধ্যেই নতজানু হয়ে পড়ে রইল।	٧٨. فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دَارِهِمۡ جَٰثِمِينَ

ছামূদ জাতির বিবরণ

বিভিন্ন তাফসীরকারক এবং রিজাল শাস্ত্রবিদগণের মতে ছামূদ জাতির উদ্ভব হয়েছে ছামূদ ইব্‌ন আসির ইব্‌ন ইরাম ইব্‌ন শাম ইব্‌ন নূহ থেকে এবং তিনি হলেন যাদিস ইব্‌ন আসিরের ভাই। অনুরূপভাবে 'তাসম' গোত্রেরও উদ্ভব হয়েছে। তারা সবাই প্রচীন আরাবের অধিবাসী ছিলেন এবং সবারই বসবাস ছিল ইবরাহীমের (আঃ) আবির্ভাবের পূর্বে। 'আদ জাতির পরে ছামূদ জাতির উদ্ভব হয়েছিল। হিজরী নবম সনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূকের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলেন। পথিমধ্যে তাদের আবাসভূমি ও ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ তাঁর সামনে পড়ে যায়। ইব্‌ন উমার (রাঃ) বর্ণনা করেন, হিজর নামক একটি জায়গা ছিল তাদের আবাসভূমি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণসহ সেখানে অবস্থান করলে তাঁরা ঐসব ঝর্ণা হতে পানি নেন যে পানি ছামূদ সম্প্রদায় ব্যবহার করত। সাহাবীগণ ঐ পানি দ্বারা আটা মাখেন এবং তা হাঁড়িতে রাখলেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, হাঁড়িগুলি যেন উল্টে ফেলা হয় এবং আটাগুলি উটকে খাইয়ে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে শাস্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ 'আমি ভয় করছি যে, না জানি তোমরাও ঐ শাস্তিতে পতিত হও যে শাস্তিতে ছামূদ সম্প্রদায় পতিত হয়েছিল। সুতরাং তোমরা তাদের মধ্যে প্রবেশ করনা।' (আহমাদ ২/১১৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে এটাও বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হিজরে' অবস্থানকালে বলেছিলেন ঃ 'তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ছাড়া কোন অবস্থায়ই এসব শাস্তিপ্রাপ্ত কাওমের পাশ দিয়ে গমন করনা। যদি তোমরা ক্রন্দনকারী না হও তাহলে তাদের এলাকায় প্রবেশ করনা, নতুবা তাদের প্রতি যে শাস্তি পৌঁছেছিল তা তোমাদের উপরও পৌঁছে যাবে।' (আহমাদ ২/৭৪, ফাতহুল বারী ৬/৪৩৬, মুসলিম ৪/২২৮৬)

সালিহ (আঃ) এবং ছামূদ জাতির ঘটনা

ইরশাদ হচ্ছে, আমি ছামূদ জাতির নিকট তাদের ভাই সালিহকে প্রেরণ করেছিলাম। অন্যান্য সমস্ত নাবী-রাসূলগণের মত তিনিও জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ হে আমার কাওম! তোমরা এক আল্লাহর ইবাদাত কর। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। সমস্ত রাসূল তাঁরই ইবাদাতের দা'ওয়াত দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই অহী ব্যতীত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ২৫) তিনি আরও বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِى كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّـٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬)

ছামূদের দাবীর প্রেক্ষিতে পাহাড় ফেটে উটের আবির্ভাব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـذِهِ نَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ آيَةً আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নিদর্শন এসে গেছে এবং সেই নিদর্শন হচ্ছে উষ্ট্রীটি।

লোকেরা স্বয়ং সালিহর (আঃ) কাছে এই দাবী জানিয়েছিল যে, তিনি যেন তাদেরকে কোন মু'জিযা প্রদর্শন করেন এবং তারা তাঁর কাছে এই আবেদন পেশ করে যে, তিনি যেন তাদের বাতলানো বিশেষ একটা কংকরময় ভূমি হতে একটি উষ্ট্রী বের করে আনেন। ঐ কংকরময় ভূমি ছিল হিজর নামক স্থানের এক দিকে একটি নির্জন পাথুরে ভূমি। ওটার নাম ছিল 'কাতিবাহ'। উষ্ট্রীটি গর্ভবতীও হতে হবে। সালিহ (আঃ) তাদের কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, যদি আল্লাহ তা'আলা তাদের আবেদন কবূল করেন তাহলে অবশ্যই তাদেরকে ঈমান আনতে হবে এবং তাঁর কথার উপর তারা অবশ্যই আমল করবে। এই অঙ্গীকার গ্রহণ ও ভয় প্রদর্শনের পর্ব শেষ হলে সালিহ (আঃ) প্রার্থনার জন্য দাঁড়ালেন। প্রার্থনা করা

মাত্রই সেই কংকরময় ভূমি নড়ে উঠল। তা ফেটে গেলে ওর মধ্য হতে এমন একটি উষ্ট্রী বেরিয়ে পড়ল যা গর্ভবতী হওয়ার কারণে চলার সময় এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে ঐ কাফিরদের নেতা জুনদু ইব্ন আমর এবং তার অধীনস্থ কিছু লোক ঈমান আনল। এরপর ছামূদ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকেরাও ঈমান আনার ইচ্ছা করলে যাওয়াব ইব্ন আমর ইব্ন লাবিব, হাব্বাব পূজারী এবং রাব্বাব ইব্ন সুমার ইব্ন যিলহিস তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখল। শিহাব ইব্ন খালিফা ইব্ন মিখলাত ইব্ন লাবিদ ইব্ন যাওয়াস নামক জুনদু ইব্ন আমরের এক চাচাতো ভাই, যে ছামূদ সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিল এবং সে ঈমান আনার সংকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ঐ লোকদের কথায় ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে।

উষ্ট্রীটির একটি বাচ্চা হল এবং কিছুকাল ওটা ঐ কাওমের মধ্যেই অবস্থান করছিল। একটি ঝর্ণা হতে ওটা একদিন পানি পান করত এবং পরদিন পানি পান করা হতে বিরত থাকত, যাতে অন্যান্য লোক এবং তাদের জীবজন্তুগুলি তা থেকে পানি পান করতে পারে। যেদিন লোকেরা কূপ থেকে পানি পান করতনা সেদিন তারা উষ্ট্রীটির দুধ পান করত এবং ইচ্ছামত ঐ দুধ দ্বারা তাদের পাত্রগুলো পূর্ণ করত। যেমন অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

আর তুমি তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বন্টন নির্ধারিত এবং পানির অংশের জন্য প্রত্যেকে হাযির হবে পালাক্রমে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ২৮)

هَٰذِهِۦ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

এই যে উষ্ট্রী, এর জন্য রয়েছে পানি পানের এবং তোমাদের জন্য রয়েছে পানি পানের পালা নির্ধারিত এক এক দিনে। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৫৫)

ঐ উপত্যকায় উষ্ট্রীটি চড়ে বেরাবার জন্য এক পথ দিয়ে যেত এবং অন্য পথ দিয়ে ফিরে আসত। ওকে অত্যন্ত চাকচিক্যময় দেখাত। ওটা অন্যান্য গৃহপালিত পশুগুলির পাশ দিয়ে গমন করলে ওরা ভয়ে পালিয়ে যেত। এভাবে কিছুকাল কেটে গেল এবং ঐ কাওমের ঔদ্ধত্যপনা বৃদ্ধি পেল। এমন কি তারা উষ্ট্রীটিকে মেরে ফেলার ইচ্ছা করল, যেন তারা প্রতিদিনই পানি পান করতে পারে। সুতরাং ঐ কাফিরের দল সর্বসম্মতিক্রমে ওকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ওকে হত্যা করেছিল তার কাছে সবাই গিয়েছিল, এমন কি মহিলারা এবং শিশুরাও। তাদের সবারই উদ্দেশ্য ছিল তার দ্বারা ওকে হত্যা করা। (তাবারী ১২/৫৩৭) তারা সমস্ত দলই যে এতে অংশ নিয়েছিল তা নিম্নের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا

কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল, অতঃপর ঐ উষ্ট্রিকে কেটে ফেলল। সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের রাব্ব তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করলেন, অতঃপর তাদেরকে ভূমিসাৎ করে ফেললেন। (সূরা শাম্‌স, ৯১ ঃ ১৪) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا

আমি স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ ছামূদের নিকট উষ্ট্রী পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি যুল্‌ম করেছিল। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯) মোট কথা, এই উষ্ট্রী হত্যার সম্পর্ক সমস্ত দলের সাথেই লাগানো হয়েছে যে, তারা সবাই এই কাজে শরীক ছিল।

অতঃপর ছামূদরা উটকে হত্যা করল

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) প্রমুখ তাফসীরকারক আলেমগণ বর্ণনা করেছেন ঃ উষ্ট্রীটির হত্যার কারণ ছিল এই যে, তাদের মধ্যে উম্মু গানম উনাইযাহ নামে এক বৃদ্ধা কাফির মহিলা ছিল। সে ছিল গানম ইব্‌ন মিজলায এর মেয়ে। ছামূদ জাতির সাথে সালিহর (আঃ) সাথে অত্যন্ত শত্রুতা ছিল। তার ছিল কয়েকটি সুন্দরী কন্যা। ধন-দৌলতেরও সে অধিকারিণী ছিল। তার স্বামীর নাম ছিল যাওয়াব ইব্‌ন আমর। সে ছিল ছামূদ সম্প্রদায়ের একজন নেতৃস্থানীয় লোক। সাদাফ বিন্‌ত মাহয়িয়া ইব্‌ন দাহর ইব্‌ন মুহইয়া নাম্নী আর একজন মহিলা ছিল। সেও ছিল ধন-সম্পদ ও বংশগরিমার অধিকারিণী। সে ছামূদ সম্প্রদায়ের একজন মু'মিন ব্যক্তির স্ত্রী ছিল এবং স্বামীকে সে পরিত্যাগ করেছিল। উষ্ট্রীর হত্যাকারীর সাথে তারা উভয়ে অঙ্গীকার করেছিল। ঐ সাদাফ হাবাব নামক একটি লোককে বলেছিল যে, যদি সে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে তাহলে সে তারই হয়ে যাবে। হাবাব তা অস্বীকার করে। তখন সে তার চাচাতো ভাই মিসদা ইব্‌ন মাহ্‌রাজকে বললে সে তা স্বীকার করে। উনাইযাহ বিন্‌ত গানাম কাদার ইব্‌ন সালিফকে আহ্বান করে। সে ছিল লাল-নীলচে বর্ণের বেঁটে গঠনের লোক। জনগণ তাকে যারজ সন্ত

Contents

ান বলে ধারণা করত এবং তাকে তার পিতা সালিফের সন্তান মনে করতনা। সে প্রকৃতপক্ষে যার পুত্র ছিল তার নাম ছিল সাহ্ইয়াদ। অথচ সেই সময় তার মা সালিফের স্ত্রী ছিল। এই মহিলাটি উষ্ট্রীর হন্তাকে বলেছিল, 'তুমি উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে ফেল। এর বিনিময়ে তুমি তোমার ইচ্ছামত আমার যে কোন কন্যাকে বিয়ে করতে পার।' সুতরাং মিসদা ইব্ন মাহরাজ ও কাদার ইব্ন সালিফ উভয়ে মিলে ছামূদ সম্প্রদায়ের গুন্ডাদের সাথে ষড়যন্ত্র করল এবং সাত ব্যক্তি তাদের সাথে যোগ দিল। এভাবে তাদের মোট সংখ্যা হল নয়জন। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

আর সেই শহরে ছিল এমন নয় ব্যক্তি, যারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করত এবং সৎ কাজ করতনা। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৪৮)

আর ওরাই ছিল কাওমের নেতৃস্থানীয় লোক। ঐ কাফিরেরা অন্যান্য কাফির গোত্রের লোকদেরকেও তাদের সাথে নিয়ে নিল। তারা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ল এবং উষ্ট্রীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। উষ্ট্রীটি পানি পান করে ফিরে আসার সময় কাদার ওর পথে একটা কংকরময় ভূমির আড়ালে ওঁৎ পেতে বসে থাকল। আর মিসদা বসল অন্য একটি পাহাড়ের আড়ালে। উষ্ট্রীটি মিসদার পাশ দিয়ে গমন করা মাত্রই সে ওর পায়ের গোছায় একটা তীর মেরে দিল। গানামের কন্যা বেরিয়ে পড়ল এবং তার সবচেয়ে সুন্দরী কন্যাকে ঐ দলের লোকদের সামনে হাযির করল। এভাবে সে তার পরমা সুন্দরী কন্যার সৌন্দর্য প্রকাশ করল। কাদার তখন তার সাথে মিলনের নেশায় উত্তেজিত হয়ে উষ্ট্রীটিকে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করল। সাথে সাথে উষ্ট্রীটি মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে স্বীয় বাচ্চাকে এক নযর দেখে নিল এবং ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল। ঐ চীৎকার দ্বারা ও যেন স্বীয় বাচ্চাকে পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল। তারপর ওর হন্তা ওর বক্ষের উপর বর্শা মেরে দিল এবং এরপর ওর গলা কেটে ফেলল। ওর বাচ্চাটি একটি পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেল এবং চূড়ায় উঠে জোরে একটা চীৎকার ছাড়ল। (তাবারী ১২/৫৩১) আবদুর রায্যাক, মা'মার থেকে বর্ণনা করেন যে, কেহ কেহ বলেন যে হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন, সে যেন বলল ঃ 'হে আমার রাব্ব! আমার মা কোথায়?' কথিত আছে যে, বাচ্চাটি ঐভাবে তিনবার

চীৎকার করেছিল। তারপর সে ঐ পাথুরে ভূমির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। এটাও কথিত আছে যে, লোকেরা ওর পশ্চাদ্ধাবন করে ওকেও হত্যা করে ফেলেছিল। (আবদুর রায্যাক ২/২৩১) আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে বেশি জানেন।

সালিহ (আঃ) এ সংবাদ পেয়ে বধ্যভূমিতে গমন করেন। সেখানে জনগণের সমাগম ঘটেছিল। তিনি উষ্ট্রীটিকে দেখে কাঁদতে শুরু করেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

تَمَتَّعُواْ فِى دَارِكُمۡ ثَلَـٰثَةَ أَيَّامٍ

তোমরা নিজেদের ঘরে আরও তিনটি দিন বাস করে নাও। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৫)

ছামূদ সম্প্রদায়ের খারাপ লোকেরা সালিহকে (আঃ) হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ তাদের উপর গযব নাযিল করেন

উষ্ট্রী হত্যার ঘটনাটি বুধবার সংঘটিত হয়েছিল। রাত হলে ঐ নয় ব্যক্তি সালিহকেও (আঃ) হত্যা করার সংকল্প করে এবং পরামর্শক্রমে বলে, 'যদি এ ব্যক্তি সত্যবাদী হয় এবং তিন দিন পর আমরা ধ্বংস হয়ে যাই তাহলে আমাদের পূর্বে একেই হত্যা করে দিই না কেন? আর যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তাকে আমরা তার উষ্ট্রীর কাছেই কেন পাঠিয়ে দিবনা?' আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهۡلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدۡنَا مَهۡلِكَ أَهۡلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ. وَمَكَرُواْ مَكۡرًا وَمَكَرۡنَا مَكۡرًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ

তারা বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ কর; আমরা রাতে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে অবশ্যই আক্রমন করব, অতঃপর তার অভিভাবককে নিশ্চিত বলব ঃ তার পরিবার পরিজনের হত্যা আমরা প্রত্যক্ষ করিনি; আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৪৯-৫০) যখন তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং একমত হয়ে রাতে আল্লাহর নাবীকে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে এলো তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নির্দেশক্রমে পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে গেল এবং ঐ নয় জনের মাথা চুরমার হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার

ছিল অবকাশের প্রথম দিন। ঐ দিন আল্লাহর কুদরাতে তাদের চেহারা হলুদ বর্ণ ধারণ করল, যেমন নাবী (আঃ) তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিন শুক্রবার তাদের মুখমন্ডল লাল বর্ণের হয়ে গেল। তৃতীয় দিন শনিবার ছিল পার্থিব ফাইদা লাভের শেষ দিন। ঐ দিন সকলের চেহারা কালো হয়ে গেল। সেদিন ছিল রবিবার। ঐ লোকগুলো সুগন্ধি মেখে শাস্তির অপেক্ষা করছিল যে, তাদের উপর সেটা কি আকারে আসবে! সূর্য উদিত হল এবং আকাশ থেকে এক ভীষণ শব্দ বেরিয়ে এলো। পায়ের নীচ থেকে এক কঠিন ভূমিকম্প শুরু হল। সাথে সাথে সবারই প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ সকলের লাশ নিজ নিজ ঘরে পড়ে থাকল। ছোট, বড়, নারী, পুরুষ কেহই বেঁচে রইলনা। (তাবারী ১২/৫৩৪)

ছামূদ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে সালিহ (আঃ) এবং তাঁর উম্মাতগণ ছাড়া আর কেহই রক্ষা পায়নি। ঐ কাওমের মধ্যে আবূ রাগাল নামক একটি লোক ছিল। শাস্তির সময় সে মাক্কায় অবস্থান করছিল বলে ঐ সময় সে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। কিন্তু কোন এক প্রয়োজনে যখন সে পবিত্র এলাকার বাইরে বের হল তখন আকাশ থেকে একটা পাথর তার উপর পতিত হল এবং তাতেই সে মারা গেল। কথিত আছে যে, এই আবূ রাগাল তায়েফে বসবাসকারী সাকীফ গোত্রের পূর্বপুরুষ ছিল। আবদুর রায্যাক (রহঃ), মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসমাঈল ইব্ন উমাইয়াহ (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ রাগালের কাবরের পাশ দিয়ে গমনের সময় বলেন ঃ 'এই কাবরটি কার তা কি তোমরা জান? তারা বললেন ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ এটা হচ্ছে ছামূদ সম্প্রদায়ের আবূ রাগাল নামক এক ব্যক্তির কাবর যে হারাম এলাকায় অবস্থান করছিল। হারাম তাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করেছিল। হারাম থেকে বের হওয়া মাত্রই সে শাস্তির কবলে পতিত হয় এবং এখানে সমাধিস্থ হয়। তার সাথে তার সোনার ছড়িটিও এখানে প্রোথিত রয়েছে।' জনগণ তখন তরবারী দ্বারা তার কাবরটি খনন করে ঐ ছড়িটি বের করে নেয়। (আবদুর রায্যাক ২/২৩২)

৭৯। সালিহ এ কথা বলে তাদের জনপদ হতে বের হয়ে গেল ঃ হে আমার সম্প্রদায়!	٧٩. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي

Contents

আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, আর আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরাতো হিতৈষী বন্ধুদেরকে পছন্দ করনা।	وَنَصَحۡتُ لَكُمۡ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّٰصِحِينَ

সালিহর (আঃ) কাওম যে তাঁর বিরোধিতা করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেল, তাই তিনি সেই মৃত দেহকে সম্বোধন করে ধমকাচ্ছেন। তারা যেন শুনতে পাচ্ছে। কেননা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, বদর যুদ্ধে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কাফিরদের উপর জয়যুক্ত হলেন তখন তিনি তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। অতঃপর শেষ দিন রাতে বিদায়ের প্রাক্কালে কালীবে বদরের (বদরের গর্তের) পাশে দাঁড়িয়ে যান। কুরাইশ কাফিরদেরকে সেখানে দাফন করা হয়েছিল। তিনি দাফনকৃত ব্যক্তিদেরকে নাম ধরে ধরে ডাক দিয়ে বলেন ঃ 'হে আবূ জাহল ইব্ন হিশাম! হে উৎবা! হে শাইবা! হে অমুক! হে অমুক! তোমরা কি রবের ওয়াদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছ? আমি আমার রবের ওয়াদা সদা পূরণকৃত অবস্থায় পেয়েছি।' এ কথা শুনে উমার (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কেন মৃতদের সাথে কথা বলছেন যারা মরে পচে গেছে?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আপনারা তাদের চেয়ে বেশি শুনতে পাননা। অবশ্যই তারা শোনে, তবে উত্তর দিতে পারেনা।' (ফাতহুল বারী ৭/৩৫১, মুসলিম ৭/২২০৪) অনুরূপভাবে সালিহ (আঃ) তাঁর কাওমকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা সত্য কথাকে পছন্দই করতেনা। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই উপদেশ তোমাদের কাছে মোটেই পছন্দনীয় হয়নি।

৮০। আর আমি লূতকে পাঠিয়েছিলাম। সে তার কাওমকে বলেছিল ঃ তোমরা এমন অশ্লীল ও কু-কর্ম করছ	٨٠. وَلُوطًا إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦٓ أَتَأۡتُونَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم

৮১। তোমরা স্ত্রীলোকদের বাদ দিয়ে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের যৌন ইচ্ছা নিবারণ করে নিচ্ছ। প্রকৃত পক্ষে, তোমরা হচ্ছ সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়।	٨١. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

লূত (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়

'ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য যখন আমি (আল্লাহ) লূতকে নাবীরূপে প্রেরণ করেছিলাম। সে তার কাওমকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছিল।' লূত (আঃ) ছিলেন লূত ইব্‌ন হারান ইব্‌ন আযর। তিনি ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) ভ্রাতুস্পুত্র ছিলেন। ইবরাহীমের (আঃ) সাথে তিনিও ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর সাথে সিরিয়ার দিকে হিজরাত করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আহলে সুদূমের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি সুদূমবাসীকে আল্লাহর দিকে ডাকতেন এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করতেন। তারা এমন নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজের আবিষ্কার করেছিল যা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সেই সময় পর্যন্ত তারা ছাড়া অন্য কোন জাতি সেই কাজে লিপ্ত হয়নি। (তাবারী ১২/৫৪৮) তারা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষদের কাছে কু-কাজের জন্য আসত। এ কাজের কল্পনা কারও মনে জাগ্রতও হয়নি এবং বানী আদম এ কাজে কখনও জড়িত হয়নি। সুতরাং লূত (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেন ঃ

أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء তোমরা এমন অশ্লীল ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছ যে কাজ তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেহই করেনি। তোমরা নারীদেরকে ছেড়ে পুরুষ লোকদের কাছে আসছ এবং তাদের দ্বারা নিজেদের যৌনক্রিয়া নিবারণ করে নিচ্ছ? বাস্তবিকই এটা তোমাদের সীমালংঘন এবং বড় রকমের অজ্ঞতাই বটে! যে জিনিসের যেটা স্থান নয় তোমরা ওকে ওরই স্থান বানিয়ে নিচ্ছ। এরপর অন্য আয়াতে লূত (আঃ) বলেন ঃ

هَٰٓؤُلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ

একান্তই যদি তোমরা কিছু করতে চাও তাহলে আমার এই কন্যাগণ রয়েছে। (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ৭১) তারা বলল ঃ

لَقَدۡ عَلِمۡتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنۡ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعۡلَمُ مَا نُرِيدُ

তুমিতো অবগত আছ যে, তোমার এই কন্যাগুলির আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, আর আমাদের অভিপ্রায় কি তাও তোমার জানা আছে। (সূরা ইউনুস, ১১ ঃ ৭৯)

৮২। তার জাতির লোকদের এটা ছাড়া আর কোন জবাবই ছিলনা যে, এদের তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা নিজেদেরকে বড় পবিত্র রাখতে চায়।	٨٢. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوۡمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخۡرِجُوهُم مِّن قَرۡيَتِكُمۡۖ إِنَّهُمۡ أُنَاسٞ يَتَطَهَّرُونَ

লূতের (আঃ) কথার জবাবে তারা পরস্পর বলাবলি করে, أَخۡرِجُوهُم مِّن قَرۡيَتِكُمۡ তোমরা লূতকে (আঃ) ও তার সঙ্গীদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দাও। কিন্তু মহান আল্লাহ লূতকে (আঃ) সেখান থেকে নিরাপদে বের করে আনেন এবং কাফিরদেরকে অপমানের মৃত্যু দান করেন।

إِنَّهُمۡ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এই উক্তি সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, লূতের (আঃ) কাওম তাঁদেরকে দোষ ছাড়াই দোষী করে। (তাবারী ১২/৫৫০) অথবা ভাবার্থ এই যে, (লূতের (আঃ) কাওম তাঁকে এবং তাঁর সাথের মু'মিনদের ব্যাপারে এ উক্তি করেছিল) তারা পুরুষদের গুহ্যদ্বার ও নারীদের গুহ্যদ্বার হতে পবিত্র থাকতে চায়। (তাবারী ১২/৫৫০) এটা মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি।

৮৩। পরিশেষে, আমি তাকে এবং তার পরিবারের লোকদেরকে, তার স্ত্রী ছাড়া,	٨٣. فَأَنجَيۡنَٰهُ وَأَهۡلَهُۥٓ إِلَّا

শাস্তি হতে রক্ষা করেছিলাম, তার স্ত্রী তাদের সাথে পিছনেই রয়ে গিয়েছিল।	ٱمۡرَأَتَهُۥ كَانَتۡ مِنَ ٱلۡغَٰبِرِينَ
৮৪। অতঃপর আমি তাদের উপর মুষলধারে বারিপাত ঘটালাম, অতঃপর লক্ষ্য কর, অপরাধী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল।	٨٤. وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرًاۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُجۡرِمِينَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخۡرَجۡنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ. فَمَا وَجَدۡنَا فِيهَا غَيۡرَ بَيۡتٖ مِّنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

সেখানে যেসব মু'মিন ছিল আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং সেখানে একটি পরিবার ব্যতীত কোন মুসলিম আমি পাইনি। (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৩৫-৩৬) কিন্তু তার স্ত্রীকে বাঁচানো হয়নি। কেননা সে ঈমান আনেনি, বরং তার কাওমের ধর্মের উপরই রয়ে গিয়েছিল। সে লূতের (আঃ) বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যোগাযোগ রাখত। লূতের (আঃ) কাছে যারা আগমন করতেন তাঁর কাওমের লোকেরা তা অবহিত হত। এ সবকিছুই ঐ মহিলার গুপ্তচরগিরী করার কারণেই সম্ভব হত। আল্লাহ তা'আলা লূতকে (আঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন রাতে স্বীয় পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী যেন সেটা জানতে না পারে। তাকে যেন সাথে নিয়ে যাওয়া না হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, তাঁর সেই স্ত্রীও তাঁদের সাথে গিয়েছিল। গ্রাম থেকে বের হওয়া মাত্রই যখন তাঁর কাওমের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হল তখন ঐ মহিলাটি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাদের দিকে ফিরে দেখছিল। ফলে সেও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, সে গ্রাম থেকে বের হয়নি এবং লূত (আঃ) তাকে গ্রাম হতে বের হওয়ার সংবাদই দেননি। বরং সে কাওমের সাথেই রয়ে গিয়েছিল।

وَأَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِم مَّطَرًا এই আয়াতটি নিম্নের উক্তিরই তাফসীর করছে ঃ

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ. مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ ۖ وَمَا هِىَ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدٍ

এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে লাগলাম, যা একাধারে ছিল, যা বিশেষ চিহ্নিত করা ছিল তোমার রবের নিকট; আর ঐ জনপদগুলি এই যালিমদের হতে বেশি দূরে নয়। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮২) এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, পাপকাজ সম্পাদন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করণের ফলে অপরাধীদের উপর কিরূপ শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছিল তা লক্ষ্য কর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ *অতঃপর লক্ষ্য কর, অপরাধী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল।* অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে অবাধ্যচরণ করছে তাদের পরিণতি কি হয়েছে তা তুমি খেয়াল কর। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যাকে লূতের (আঃ) লোকদের মত ঘৃণ্য কাজ করতে দেখবে তাকেই হত্যা করবে, যে ঘৃণ্য কাজ করবে এবং যার উপর ঘৃণ্য কাজ করা হবে (উভয়কে)। (আহমাদ ১/৩০০, আবূ দাঊদ ৪৪৬২, তিরমিযী ১৪৫৬,ইব্ন মাজাহ ২৫৬১)

৮৫। আর আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদেরই ভাই শু'আইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই। তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল এসেছে। সুতরাং তোমরা ওযন ও পরিমাণ পূর্ণ মাত্রায় দিবে, মানুষকে তাদের প্রাপ্য	٨٥. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُۥ ۖ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ

Contents

বস্তু কম দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবেনা। আর দুনিয়ায় শান্তি শৃংখলা স্থাপনের পর ঝগড়া ফাসাদ ও বিপর্যয় ঘটাবেনা, তোমরা বাস্তবিক পক্ষে ঈমানদার হলে এই পথই হল তোমাদের জন্য কল্যাণকর।	وَلَا تُفۡسِدُواْ فِى ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَـٰحِهَا ۚ ذَٲلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

শু'আইব (আঃ) এবং মাদইয়ানবাসীর ঘটনা

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ তারা ছিল মাদইয়ান ইব্ন মিদইয়ান ইব্ন ইবরাহীমের বংশধর। শু'আইব (আঃ) ছিলেন মিকিল ইব্ন ইয়াশযুর এর ছেলে। সিরিয়ান ভাষায় তার নাম ছিল *'ইয়ারূন'* (তাবারী ১২/৫৫৪) আমি (ইবনে কাসীর) বলি, মাদিয়ান হল একটি গোত্রের নাম এবং একটি শহরেরও নাম বটে, যা হিজাজের পথে মা'আন নামক স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدۡيَنَ وَجَدَ عَلَيۡهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسۡقُونَ

যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছল তখন দেখল যে, একদল লোক তাদের পশুগুলিকে পানি পান করাচ্ছে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ২৩) তারা হচ্ছে আসহাবুল আইকাত, যার বর্ণনা ইনশাআল্লাহ অতি সত্বরই দেয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ সে (শু'আইব আঃ) বলল ঃ হে আমার কাওম! তোমরা আল্লাহরই ইবাদাত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন মা'বূদ নেই। সমস্ত রাসূলেরই দা'ওয়াত এটাই ছিল। قَدْ جَاءتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট দলীল এসে গেছে। শু'আইব (আঃ) লোকদেরকে তাদের ব্যবহারিক জীবনের লেনদেন সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেন ঃ তোমরা নিজেদের ওযন ও পরিমাপ ঠিক রাখবে, লোকদের ক্ষতি করবেনা। অন্যদের সম্পদের তোমরা খিয়ানাত করবেনা। বেচা-কেনার সময় পরিমাপ ও ওযনে চুরি করে কম দিয়ে কেহকেও প্রতারিত করবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِينَ

মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। (সূরা মুতাফফিফীন, ৮৩ ঃ ১) এটা হচ্ছে কঠিন ধমক ও হুমকি এবং ভীতি প্রদর্শন।

এরপর আল্লাহ তা'আলা শু'আইব (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় কাওমকে উপদেশ দিতেন। তাঁকে 'খাতীবুল আম্বিয়া' বা নাবীগণের ভাষণদাতা বলা হত। কেননা তিনি অত্যন্ত বাকপটুতার সাথে ভাষণ দিতে পারতেন এবং জনগণকে অতি চমৎকার ভাষায় উপদেশ দিতেন।

৮৬। আর (জীবনের) প্রতিটি পথে এমনিভাবে দস্যু হয়ে যেওনা যে, ঈমানদার লোকদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখতে থাকবে এবং সহজ সরল পথকে বক্র করায় ব্যস্ত থাকবে। ঐ অবস্থানটির কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় স্বল্প ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিলেন, আর এই জগতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে তা জ্ঞানচক্ষু খুলে লক্ষ্য কর।	٨٦. وَلَا تَقْعُدُوا۟ بِكُلِّ صِرَٰطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِۦ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ۚ وَٱذْكُرُوٓا۟ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۖ وَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ
৮৭। আমার নিকট যা (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছে তা যদি তোমাদের কোন দল বিশ্বাস করে এবং কোন দল অবিশ্বাস করে তাহলে ধৈর্য ধারণ কর যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফাইসালা করে দেন। তিনিই হলেন উত্তম	٨٧. وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُوا۟ بِٱلَّذِىٓ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ فَٱصْبِرُوا۟ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ

ফাইসালাকারী।	خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ

শু'আইব (আঃ) জনগণকে ইন্দ্রিয়গতভাবে এবং মৌলিকভাবে ডাকাতি করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা পথের উপর বসে জনগণকে ভীতিপ্রদর্শন করে কোন কিছু লুটপাট করবেনা এবং তাদের সম্পদ তোমাদেরকে দিতে অস্বীকার করলে তোমরা তাদেরকে হত্যা করার হুমকি দিওনা। (তাবারী ১২/৫৫৭) হিদায়াত লাভের উদ্দেশে যারা শু'আইবের (আঃ) কাছে আসত, লুণ্ঠনকারীরা তাদেরকে বাধা প্রদান করত এবং আসতে দিতনা। এই দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি। প্রথম উক্তিটিই হচ্ছে বেশি স্পষ্ট এবং রচনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা সিরাতের অর্থ পথ। আর ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) যা বুঝেছেন তাতো মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে স্বয়ং বলেছেন ঃ 'যারা ঈমান এনেছে, তোমরা তাদের পথে বসে যাচ্ছ এবং সৎলোকদেরকে আমার পথে আসতে বাধা প্রদান করে ভুল পথে ফিরিয়ে দিচ্ছ।' (শু'আইব (আঃ) স্বীয় কাওমের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন) হে আমার কাওমের লোকেরা! তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে এবং দুর্বল ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের শক্তিশালী করেছেন, এ জন্য তোমাদের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কেননা এটা তোমাদের প্রতি মহান আল্লাহর বড়ই অনুগ্রহ বটে। পূর্বযুগে পাপীদেরকে পাপের কারণে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। এর থেকে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, তোমরা এইরূপ কাজ করলে তোমাদের পরিণতিও ঐরূপই হবে। আমার প্রচারের মাধ্যমে যদি তোমাদের একটি দল ঈমান আনে এবং অন্য দল ঈমান না আনে, তাহলে তোমরা অপেক্ষা কর এবং ধৈর্যের সাথে কাজ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দেন। তিনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী।

অষ্টম পারা সমাপ্ত।

৮৮। আর তার সম্প্রদায়ের দাম্ভিক ও অহংকারী প্রধানরা বলেছিল ঃ হে শু'আইব! আমরা অবশ্যই তোমাকে, তোমার সংগী মু'মিনদেরকে আমাদের	٨٨. قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا۟ مِن قَوْمِهِۦ لَنُخْرِجَنَّكَ

Contents

জনপদ হতে বহিস্কার করব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসবে। সে বলল ঃ আমরা যদি তাতে রাযী না হই?	يَـٰشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِى مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَـٰرِهِينَ
৮৯। তোমাদের ধর্মাদর্শ হতে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তি দেয়ার পর আমরা যদি তাতে আবার ফিরে যাই তাহলে নিশ্চিতভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হব! আমাদের রাব্ব আল্লাহ না চাইলে ওতে আবার ফিরে যাওয়া আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। সবকিছুই আমাদের রবের জ্ঞানায়ত্ত, আমরা আল্লাহর উপরই নির্ভর করছি। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের ও আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে সঠিকভাবে ফাইসালা করে দিন, আপনিইতো সর্বোত্তম ফাইসালাকারী।	٨٩. قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِى مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَـٰتِحِينَ

কাফিরেরা তাদের নাবী শুআ'ইবের (আঃ) সাথে এবং তাঁর সময়ের মুসলিমদের সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছিল এবং যেভাবে তাঁদেরকে হুমকি দিয়ে বলেছিল যে, হয় তাঁরা তাদের জনপদ ছেড়ে চলে যাবেন, না হয় তাদের ধর্মে দীক্ষিত হবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে এসব সংবাদই দিচ্ছেন। বাহ্যতঃ এই সম্বোধন রাসূলের প্রতি হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা তাঁর উম্মাতের প্রতিই

Contents

বটে। শুআ'ইবের (আঃ) কাওমের অহংকারী ও দাম্ভিক লোকেরা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ 'হে শুআ'ইব! আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে জনপদ থেকে বের করে দিব অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে ফিরে আসতে হবে।' শুআ'ইব (আঃ) তখন উত্তরে বললেন ঃ 'যদি আমরা তাতে সম্মত না হই তবুও কি? যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে যাই এবং তোমাদের মতাদর্শকে গ্রহণ করি তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপকারী হব। শুআ'ইব (আঃ) আরও বললেন ঃ 'এ কাজ আমাদের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারেনা যে, আমরা পুনরায় মুশরিক হয়ে যাব। আমরা যা অবলম্বন করি এবং যা অবলম্বন করিনা সবকিছুতেই আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে ও আমাদের কাওমের মধ্যে সত্যকে প্রকাশ করে দিন এবং আমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করুন। আপনি হচ্ছেন উত্তম ফাইসালাকারী।'

৯০। আর তাদের সম্প্রদায়ের কাফির সর্দাররা বলল ঃ তোমরা যদি শু'আইবকে অনুসরণ কর তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।	٩٠. وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوۡمِهِۦ لَئِنِ ٱتَّبَعۡتُمۡ شُعَيۡبًا إِنَّكُمۡ إِذٗا لَّخَٰسِرُونَ
৯১। অতঃপর ভূ-কম্পন তাদেরকে গ্রাস করল, ফলে তারা নিজেদের গৃহেই উপুড় হয়ে পড়ে রইলো।	٩١. فَأَخَذَتۡهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دَارِهِمۡ جَٰثِمِينَ
৯২। অবস্থা দেখে মনে হল, যারা শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তারা যেন কখনও সেখানে বসবাস করেনি, শু'আইবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী লোকেরাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।	٩٢. ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيۡبٗا كَأَن لَّمۡ يَغۡنَوۡاْ فِيهَاۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيۡبٗا كَانُواْ هُمُ ٱلۡخَٰسِرِينَ

Contents

তাদের কুফরী, একগুঁয়েমী ও পথভ্রষ্টতা কত কঠিন হয়ে পড়েছিল এবং সত্যের বিরোধিতা করণ তাদের অন্তরে কি আকার ধারণ করেছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে সেই সংবাদই দিচ্ছেন। কাফিরেরা পরস্পর শপথ করে বলেছিল ঃ

لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ দেখ, যদি তোমরা শুআ'ইবের (আঃ) কথা মেনে নাও তাহলে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। তাদের এই দৃঢ় সংকল্পের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ এই সংকল্পের কারণে তাদের প্রতি এমন এক ভূমিকম্প প্রেরিত হয়েছিল যার ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছিল। তাদের পরিণতি সম্পর্কে সূরা হুদে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ

ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِى دِيَـٰرِهِمْ جَـٰثِمِينَ

(আল্লাহ বললেন) আর যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছল তখন আমি মুক্তি দিলাম শু'আইবকে, আর যারা তার সাথে ঈমানদার ছিল তাদেরকে নিজ রাহমাতে এবং ঐ যালিমদেরকে আক্রমণ করল এক বিকট গর্জন, অতঃপর তারা নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৯৪)

এই দু'টি আয়াতের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ এই যে, যখন ঐ কাফিরেরা .... أَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكَ (১১ ঃ ৮৭) বলে বিদ্রূপ করল তখন এক ভীষণ বজ্রধ্বনি তাদেরকে চিরতরে নীরব করে দিল। সূরা শু'আরায় আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন ঃ

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

অতঃপর তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করল, পরে তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল; এটাতো ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৮৯) এর একমাত্র কারণ ছিল এই যে, তারা শুআ'ইবের (আঃ) কাছে শাস্তির আহ্বান করে বলেছিল ঃ

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ১৮৭) তাই আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিলেন যে,

তাদের উপর আসমানী আযাব পৌঁছে গেল। তাদের উপর তিনটি শাস্তি একত্রিত হল। (১) আসমানী শাস্তি, তা এভাবে যে, তাদের উপর মেঘ হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিশিখা বর্ষিত হল। (২) এক ভীষণ বজ্রধ্বনি হল। (৩) এক ভীষণ ভূমিকম্প সৃষ্টি হল, যার ফলে তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল এবং তাদের আত্মাবিহীন দেহ তাদের গৃহ-মধ্যে পড়ে রইল। كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا۟ فِيهَا মনে হল যেন তারা সেখানে কখনও বসবাসই করেনি।

৯৩। সে তাদের নিকট হতে এ কথা বলে বেরিয়ে এলো ঃ হে আমার জাতি! আমি আমার রবের বার্তা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়েছি এবং সৎ উপদেশ দিয়েছি। সুতরাং আমি কাফির সম্প্রদায়ের জন্য কি করে আক্ষেপ করতে পারি?	٩٣. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَٰلَٰتِ رَبِّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَٰفِرِينَ

কাফিরেরা যখন কোনক্রমেই মেনে নিলনা তখন শুআ'ইব (আঃ) সেখান হতে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি তাদেরকে বললেন ঃ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ হে আমার কাওমের লোকেরা! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালন করেছি। আমি সদা তোমাদের মঙ্গল কামনা করেছি। এতদসত্ত্বেও তোমরা আমার দ্বারা উপকার লাভ করলেনা। সুতরাং তোমাদের মন্দ পরিণতি দেখে দুঃখ করে আমি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিব কেন? তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আর লাভ কি!

৯৪। আমি কোন জনপদে নাবী রাসূল পাঠালে, ওর অধিবাসী-দেরকে দুঃখ-দারিদ্র ও রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত করে থাকি,	٩٤. وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن

উদ্দেশ্য হল, তারা যেন নম্র ও বিনয়ী হয়।	نَّبِيٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ
৯৫। অতঃপর আমি তাদের দুরাবস্থাকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছি। অবশেষে তারা খুব প্রাচুর্যের অধিকারী হয়, আর তারা (অকৃতজ্ঞ স্বরে) বলে ঃ আমাদের পূর্ব-পুরুষরাও এভাবে দুঃখ ভোগ করেছে। অতঃপর অকস্মাৎ আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারলনা।	٩٥. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا۟ وَّقَالُوا۟ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَٰهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

পূর্ববর্তী জাতির প্রতি বিভিন্ন আযাবের বর্ণনা

এখানে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, পূর্ববর্তী যেসব উম্মাতের কাছে নাবীদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে বিপদ-আপদ দিয়ে এবং সুখ-শান্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল। بَأْسَاءُ শব্দের অর্থ হচ্ছে শারীরিক কষ্ট এবং দৈহিক রোগ, অসুস্থতা। আর ضَرَّاءُ হচ্ছে ঐ কষ্ট যা দারিদ্রের কারণে হয়ে থাকে। মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, তারা হয়তো তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, তাঁকে ভয় করবে এবং সেই বিপদ ও কষ্ট দূর হওয়ার জন্য তাঁর কাছে আবেদন ও প্রার্থনা করবে। মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাদেরকে কষ্ট ও বিপদাপদের মধ্যে নিপতিত করেছিলেন, যেন তারা তাঁর সামনে বিনয় প্রকাশ করে। কিন্তু তারা তা করেনি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ এর পরেও আমি তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করে দিলাম। এর দ্বারাও তাদেরকে পরীক্ষা করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। এ

জন্যই তিনি বলেন ঃ 'অতঃপর আমি তাদের দুরবস্থাকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিলাম। রোগের স্থলে সুস্থতা দান করলাম। দারিদ্রতার স্থলে ধন-সম্পদ প্রদান করলাম। এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, হয়তো তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু তারা তা করলনা।' حَتَّى عَفَواْ অর্থাৎ তারা ধনে-মালে ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে গেল। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء وَالسَّرَّاء فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ

আমি তাদেরকে আনন্দ ও নিরানন্দ উভয় দ্বারাই পরীক্ষা করেছি, যেন তারা আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু না তারা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল এবং না ধৈর্য ও নম্রতা অবলম্বন করল। বরং বলতে শুরু করল ঃ 'এই সুখ-শান্তি ও বিপদাপদতো আমাদের পূর্বপুরুষদের যুগ থেকে চলে আসছে এবং সদা-সর্বদা এরূপ চক্রই হতে থাকবে।' তাদের উচিত ছিল এই ইংগিতেই আল্লাহর শাস্তি সম্পর্কে চিন্তা করা এবং তাঁর পরীক্ষার দিকে নিজেদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে নেয়া।

কিন্তু মু'মিনদের অবস্থা ছিল তাদের বিপরীত। তারা সুখ-শান্তির সময় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায় এবং বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মু'মিনের জন্য বিস্মিত হতে হয় যে, আল্লাহ তার জন্য যা কিছুরই ফাইসালা করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। যদি তার প্রতি বিপদ আপতিত হয় এবং সে ধৈর্যধারণ করে তাহলে সেটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়। আর যদি তার উপর সুখ-শান্তি নেমে আসে এবং তখন সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাহলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর।' (মুসলিম ৪/২২৯৫) সুতরাং মু'মিনতো ঐ ব্যক্তি যে সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থায়ই মনে করে যে, তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। অপর এক হাদীসে এসেছে ঃ 'বিপদাপদ মু'মিনকে সদা পাপ থেকে পবিত্র করতে থাকে। আর মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গাধার ন্যায়। সে জানেনা যে, তার প্রভু তাকে কেন বেঁধে রেখেছে এবং কেনইবা খুলে দেয়া হয়েছে।' (আহমাদ ২/৪৫০) এ জন্যই এরপরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ আকস্মিকভাবে আমি তাকে শাস্তিতে নিপতিত করেছি, যে শাস্তি সম্পর্কে তার কোন ধারণাও ছিলনা। যেমন হাদীসে রয়েছে ঃ 'আকস্মিক মৃত্যু মু'মিনের জন্য রাহমাত এবং কাফিরের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ।' (আহমাদ ৬/১৩৬)

৯৬। জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহভীতি অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীর বারাকাতের দ্বারসমূহ খুলে দিতাম, কিন্তু তারা নাবী রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাদের কৃতকর্মের জন্য আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।	٩٦. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰٓ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّقَوْا۟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَـٰتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَـٰكِن كَذَّبُوا۟ فَأَخَذْنَـٰهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ
৯৭। রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে - এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে?	٩٧. أَفَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَـٰتًا وَهُمْ نَآئِمُونَ
৯৮। অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ প্রমোদে রত থাকবে?	٩٨. أَوَأَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ
৯৯। তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে? সর্বনাশগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেহই নিঃশঙ্ক হতে পারেনা।	٩٩. أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ

ٱلْخَـٰسِرُونَ

ঈমান শান্তি বয়ে আনে, আর কুফর নিয়ে আসে গযব

আল্লাহ তা'আলা এখানে ঐ জনপদবাসীদের ঈমানের স্বল্পতার বর্ণনা দিচ্ছেন যাদের কাছে রাসূলদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনল, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজণক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৮) অর্থাৎ ইউনুসের (আঃ) কাওম ছাড়া অন্য কোন জনপদের সমস্ত লোক ঈমান আনেনি। ইউনুসের (আঃ) কাওমের সমস্ত লোকই ঈমান এনেছিল এবং ওটা ছিল তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. فَـَٔامَنُوا۟ فَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা ঈমান এনেছিল; ফলে আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ১৪৭-১৪৮) যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَآ أَرْسَلْنَا فِى قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ

যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি ... (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ যদি এই জনপদবাসী ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি তাদের উপর আকাশ ও যমীনের বারাকাত নাযিল করতাম। অর্থাৎ আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করতাম এবং যমীন হতে ফসল উৎপাদন করতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। এর শাস্তি স্বরূপ আমি তাদেরকে আযাবের স্বাদ গ্রহণ করিয়েছি। অর্থাৎ তারা রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, তখন আমি তাদের দুষ্কার্যের কারণে তাদেরকে শাস্তির

যাঁতাকলে পিষ্ট করেছি। এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় আদেশের বিরোধিতা এবং পাপ কাজে সাহসিকতা প্রদর্শন করার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তিনি বলেন ঃ

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى এই জনপদবাসী কাফিরেরা কি আমার শাস্তি হতে নিরাপত্তা লাভ করেছে? তারা শুইয়েই থাকবে, এমতাবস্থায় রাতেই আমি তাদের উপর আমার শাস্তি আপতিত করব। অথবা তারা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে, দিবাভাগের কোন এক সময় শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে এবং সেই সময় তারা নিজেদের কাজ কারবারে লিপ্ত থাকবে ও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবে? তারা কি এতটুকুও ভয় করেনা যে, আমার প্রতিশোধ তাদেরকে যে কোন সময় পাকড়াও করবে এবং সেই সময় তারা খেল তামাশায় মগ্ন থাকবে?

فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ মনে রাখবে যে, হতভাগা সম্প্রদায় ছাড়া কেহই আল্লাহর শাস্তি থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেনা। এ জন্যই হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ 'মু'মিন বান্দা আল্লাহর আনুগত্য করে এবং ভাল কাজ করতে থাকে, এরপরেও সে সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত ও চিন্তিত থাকে। পক্ষান্তরে পাপী ব্যক্তি পাপকাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।'

১০০। কোন এলাকার অধিবাসী ধ্বংস হওয়ার পর সেই এলাকার যারা উত্তরাধিকারী হয়, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়নি যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি, আর তাদের অন্তঃকরণের উপর মোহর এটে দিতে পারি যাতে তারা কিছুই শুনতে পারেনা?	١٠٠. أَوَلَمۡ يَهۡدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلۡأَرۡضَ مِنۢ بَعۡدِ أَهۡلِهَآ أَن لَّوۡ نَشَآءُ أَصَبۡنَٰهُم بِذُنُوبِهِمۡۚ وَنَطۡبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا এর অর্থ হচ্ছে তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়না যে, আমি (আল্লাহ)

ইচ্ছা করলে তাদের পাপের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারি? (তাবারী ১২/৫৮০) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এর তাফসীরে বলেন ঃ কোন এলাকার অধিবাসীকে ধ্বংস করে দেয়ার পর ভূ-পৃষ্ঠে যাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে, যারা তাদেরই স্বভাব গ্রহণ করেছে, তাদেরই মত আমল করেছে এবং তাদেরই মত আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, তাদের কাছে কি এটা প্রতীয়মান হয়না যে, আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকেও তাদের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করতে পারি? وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ তাদের এই অবাধ্যতার শাস্তি স্বরূপ আমি তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিব। সুতরাং তারা কোন ভাল কথা শুনতেও পাবেনা এবং বুঝতেও সক্ষম হবেনা। অনুরূপভাবে অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى
ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّأُوْلِى ٱلنُّهَىٰ

এটাও কি তাদেরকে সৎ পথ দেখালনা যে, আমি তাদের পূর্বে ধ্বংস করেছি কত মানবগোষ্ঠী যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? অবশ্যই এতে বিবেক সম্পন্নদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১২৮) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَوَلَمْ تَكُونُوٓا۟ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ. وَسَكَنتُمْ فِى
مَسَـٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ

তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? অথচ তোমরা বাস করতে তাদের বাসভূমিতে যারা নিজেদের প্রতি যুল্‌ম করেছিল। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪৪-৪৫) তিনি আরও বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًۢا

তাদের পূর্বে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে বিনাশ করেছি! তুমি কি তাদের কেহকেও দেখতে পাও অথবা ক্ষীণতম শব্দও শুনতে পাও? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৮)

১০১। ঐ জনপদগুলির কিছু ঘটনা আমি তোমার নিকট	١٠١. تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ

مِنْ أَنۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَـٰفِرِينَ	বর্ণনা করছি, তাদের কাছে রাসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসহ এসেছিল, কিন্তু পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিলনা, এমনিভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসী-দের অন্তঃকরণের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন।
١٠٢. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ ۖ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَـٰسِقِينَ	১০২। আমি তাদের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী রূপে পাইনি, তবে তাদের অধিকাংশকে পাপাচারী রূপে পেয়েছি।

নূহ্ (আঃ), হুদ (আঃ), সালিহ (আঃ), লূত (আঃ) ও শুআ'ইবের (আঃ) কাওমের ধ্বংস সাধন, মু'মিনদেরকে রক্ষাকরণ, রাসূলদের মাধ্যমে মু'জিযা ও দলীল প্রমাণাদী পেশ করে তাদের দাবী পূর্ণকরণ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনা দেয়ার পর এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ হে মুহাম্মাদ! ঐ বস্তিগুলোর অবস্থার কথা আমি তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি। তাদের কাছে নাবী রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে আগমন করেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً

আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কেহকেও শাস্তি দিইনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৫)

ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُۥ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ. وَمَا ظَلَمْنَـٰهُمْ وَلَـٰكِن ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ

Contents

এটা ছিল এই যে, জনপদসমূহের কতিপয় অবস্থা যা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করছি, ওগুলির মধ্যে কোন কোনটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে। আমি তাদের প্রতি অত্যাচার করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১০০-১০১)

فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ পূর্বে তারা যা প্রত্যাখ্যান করেছিল তার প্রতি তারা ঈমান আনার ছিলনা। অর্থাৎ অহীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে তারা ঈমান আনার হকদারই থাকলনা। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর (হে মুসলিমরা!) কি করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনবেনা! আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১০৯-১১০) এ জন্যই এখানে তিনি বলেন ঃ **كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ** এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তঃকরণের উপর মোহর লাগিয়ে দেন।

مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ আমি তাদের অধিকাংশকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মাতের অধিকাংশকে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী রূপে পাইনি, বরং অধিকাংশকে পাপাচারী রূপে পেয়েছি। তারা ছিল আনুগত্য স্বীকার ও হুকুম মেনে চলার বাইরে। এটা ছিল ঐ অঙ্গীকার যা তাদের রূহ সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন। ওরই উপর তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ঐ কথাটিই তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যেও রাখা হয়েছে। সেই অঙ্গীকার ছিল এই 'আল্লাহই হচ্ছেন তাদের রাব্ব ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।' এটা তারা স্বীকার করেও নিয়েছিল এবং সাক্ষ্য প্রদানও করেছিল। কিন্তু পরে তারা এর বিরুদ্ধাচরণ করে ঐ অঙ্গীকারকে পৃষ্ঠ-পিছনে নিক্ষেপ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যদেরকেও শরীক করতে শুরু করে, যার না আছে কোন দলীল, না আছে কোন সাক্ষী প্রমাণ। এটা জ্ঞান ও শারীয়াত উভয়েরই পরিপন্থী। নিষ্কলুষ প্রকৃতি কখনও এই মূর্তি পূজাকে সমর্থন করেনা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবী ও রাসূল এই মূর্তি পূজা থেকে মানুষকে বিরত

Contents

রেখেছেন। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমি আমার বান্দাদেরকে মূর্তি পূজা থেকে পৃথক করে সৃষ্টি করেছিলাম। অতঃপর শাইতান এসে তাদেরকে সত্য দীন থেকে সরিয়ে দেয় এবং আমি যা কিছু হালাল করেছিলাম তা তারা হারাম করে নেয়।’ (মুসলিম ৪/২১৯৭) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী প্রকৃতির (ফিতরাত) উপর সৃষ্ট হয়। কিন্তু তার মাতা-পিতাই তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান অথবা মাজুসী বানিয়ে দেয়।’ (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭)

১০৩। অতঃপর আমি মূসাকে আমার আয়াত ও নিদর্শনসহ ফির‘আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠালাম, কিন্তু তারা যুল্‌ম করল। সুতরাং এই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল তা তুমি লক্ষ্য কর।

١٠٣. ثُمَّ بَعَثۡنَا مِنۢ بَعۡدِهِم مُّوسَىٰ بِـَٔايَٰتِنَآ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَظَلَمُواْ بِهَا ۖ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

মূসা (আঃ) এবং ফির‘আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ পূর্ববর্তী রাসূল নূহ, হুদ, সালিহ, লূত এবং শু‘আইবের পরে আমি মূসাকে আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ফির‘আউনের নিকট পাঠিয়েছিলাম। ফির‘আউন ছিল মিসরের বাদশাহ। সে এবং তার লোকজন অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمًا وَعُلُوًّا ۚ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। দেখ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল! (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! তুমি লক্ষ্য কর যে, যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে সরিয়ে দিয়েছে এবং রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন

করেছে, আমি তাদেরকে কেমন শাস্তিই না দিয়েছি! মূসার চোখের সামনে আমি তাদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি। লক্ষ্য কর, সেই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছিল! ফির'আউন ও তার লোকজনকে শাস্তি প্রদান এবং আল্লাহর বন্ধু মূসা ও তাঁর সঙ্গীয় মু'মিনদেরকে আরাম আয়েশ প্রদানের বর্ণনা কি সুন্দরভাবে দেয়া হয়েছে!

১০৪। মূসা বলল ঃ হে ফির'আউন! আমি বিশ্বের রবের একজন রাসূল।	١٠٤. وَقَالَ مُوسَىٰ يَـٰفِرۡعَوۡنُ إِنِّي رَسُولٞ مِّن رَّبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ
১০৫। আমি আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া আর কিছুই বলবনা, আমি তোমাদের রবের পক্ষ হতে তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। সুতরাং বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে যেতে দাও।	١٠٥. حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّآ أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ قَدۡ جِئۡتُكُم بِبَيِّنَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَرۡسِلۡ مَعِيَ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ
১০৬। ফির'আউন বলল ঃ তুমি যদি বাস্তবিকই স্পষ্ট দলীল ও কোন নিদর্শন এনে থাক তাহলে উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও।	١٠٦. قَالَ إِن كُنتَ جِئۡتَ بِـَٔايَةٖ فَأۡتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

এখানে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও ফির'আউনের মধ্যকার মুনাযারা বা তর্ক-বিতর্কের সংবাদ দিচ্ছেন। ফির'আউনের দরবারে ও তার সম্প্রদায়ের কিবতীদের সামনে স্পষ্ট নিদর্শনাবলী প্রকাশ করা হচ্ছে এবং দলীল ও মু'জিযা পেশ করা হচ্ছে। মূসা (আঃ) ফির'আউনকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ হে ফির'আউন! আমি সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি যিনি সারা জাহানের

সৃষ্টিকর্তা এবং সব কিছুরই মালিক। حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ আমার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সত্য কথা পেশ করা। আমার উপর ওয়াজিব ও হক হচ্ছে, আমি সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছুই বলবনা। قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে অকাট্য দলীল প্রমাণাদী নিয়ে তোমাদের নিকট আগমন করেছি। বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে দিয়ে দাও। তাদেরকে বন্দী জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন জীবন দান কর। কেননা তারা হচ্ছে ইসরাঈল (আঃ) অর্থাৎ ইয়াকূব ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীমের (আঃ) বংশধর।'

তখন ফির'আউন বলল ঃ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ আমি তোমার রিসালাত ও নাবুওয়াতের দাবী মানিনা এবং তোমার অনুরোধও রক্ষা করবনা। যদি তুমি সত্য সত্যই নাবী হও এবং কোন মু'জিযা এনে থাক তাহলে তা প্রদর্শন কর। এরপর তোমার কথা ও দাবী সত্য বলে মেনে নেয়া যেতে পারে।

১০৭। তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল এবং সহসাই ওটা এক জীবিত অজগরে পরিণত হল।	١٠٧. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ
১০৮। আর সে তার হাত বের করল, তৎক্ষণাৎই ওটা দর্শকদের দৃষ্টিতে শুভ্র ও উজ্জ্বল আলোকময় প্রতিভাত হল।	١٠٨. وَنَزَعَ يَدَهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّـٰظِرِينَ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মূসা (আঃ) স্বীয় লাঠিখানা সামনে নিক্ষেপ করলেন। তখনই ওটা আল্লাহর কুদরাতে একটা বিরাট অজগর সাপে পরিণত হল এবং ফির'আউনের দিকে বেগে ধাবিত হল। ফির'আউন তখন সিংহাসন থেকে লাফিয়ে পড়ল এবং চীৎকার করে মূসা (আঃ) থেকে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বলল ঃ 'হে মূসা! ওকে থামিয়ে দাও।' তিনি তখন ওকে থামিয়ে দিলেন।

তৎক্ষণাৎ ওটা লাঠি হয়ে গেল। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, যখন ঐ সাপটি হা করল তখন ওর নীচের চোয়াল ছিল মাটিতে এবং উপরের চোয়াল ছিল দালানের দেয়ালের উপর। যখন ওটা ফির‘আউনের দিকে ধাবিত হল তখন সে কেঁপে উঠল ও লাফিয়ে পড়ে পালাতে লাগল এবং চীৎকার করে বলে উঠল ঃ ‘হে মূসা! ওকে ধরে নাও। আমি তোমার উপর ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।’ মূসা (আঃ) তখন ওটাকে ধরে নিলেন। ফলে ওটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। (তাবারী ১৩/১৫)

ইরশাদ হচ্ছে, মূসার (আঃ) দ্বিতীয় মু'জিযা ছিল এই যে, যখন তিনি জামার মধ্যে হাত ভরে তা বের করতেন তখন ওটা সীমাহীন আলোকময় হয়ে উঠত এবং এমন চাকচিক্যময় ও উজ্জ্বল হত যে, ওর দিকে তাকানো যেতনা। তার হাতে শ্বেত-কুষ্ঠ কিংবা অন্য কোন রোগের কারণে এটি হতনা। অন্যত্র তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ

তোমার হাত তোমার বক্ষপার্শ্বে বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও; এটা বের হয়ে আসবে শুভ্র নির্দোষ হয়ে। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১২) ঐ আলোর মধ্যে কোনই ত্রুটি ছিলনা। যখন তিনি তাঁর সেই হাতকে আস্তিনের মধ্যে প্রবেশ করাতেন তখন ওটা পূর্বরূপ ধারণ করত। (তাবারী ১৩/১৭)

١٠٩. قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ عَلِيمٌ	**১০৯। ফির‘আউন সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল ঃ নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি বড় সুদক্ষ যাদুকর।**
١١٠. يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ	**১১০। সে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কার করতে চায়, এখন তোমাদের পরামর্শ কি?**

ফির‘আউনের পরিষদরা মূসাকে (আঃ) যাদুকর আখ্যা দিল

যখন ঐ লোকদের ভয় দূর হল এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলো তখন ফির‘আউন তার সভাষদবর্গকে একত্রিত করে বলল ঃ

إِنَّ هَـٰـذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ মূসাতো একজন বড় সুদক্ষ যাদুকর। দরবারের লোকেরা সবাই তার কথা সমর্থন করল এবং পরামর্শের জন্য সভায় বসল যে, এখন এ ব্যাপারে কি করা যায়? কিভাবে মূসার (আঃ) আলো নিভিয়ে দেয়া যায়? কিরূপেই বা তাকে বশীভূত করা যায়? সে যে মিথ্যাবাদী এ কথা প্রমাণ করার তাদবীর কি আছে? তারা আশঙ্কা করল যে, জনগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর যাদুর (তাদের ধারনায়) দিকে ঝুঁকে পড়বে। ফলে তিনি জয়যুক্ত হবেন এবং তাদেরকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন। কিন্তু যে বিষয়ে তারা আশঙ্কা করছিল সেটাই সত্য হয়ে পড়ল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ

এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৬) যখন ঐ লোকগুলো মূসার (আঃ) ব্যাপারে পরামর্শের কাজ শেষ করল তখন সর্বসম্মতিক্রমে তাদের একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, যার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা এর পরের আয়াতে দিচ্ছেন।

১১১। তারা বলল ঃ তাকে এবং তার ভাইকে (হারুন) কিছু দিনের জন্য অবকাশ দিন, আর শহরে শহরে সংগ্রাহক পাঠিয়ে দিন,	١١١. قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ
১১২। যেন তারা আপনার (ফির'আউন) নিকট প্রত্যেক সুদক্ষ যাদুকরকে উপস্থিত করে।	١١٢. يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَـٰحِرٍ عَلِيمٍ

সভাষদরা ফির'আউনকে পরামর্শ দিল ঃ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ মূসা (আঃ) এবং তাঁর ভাই হারুনকে (আঃ) বন্দী রাখা হোক এবং রাজ্যের সমস্ত শহরে লোক পাঠিয়ে প্রসিদ্ধ যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হোক। সেই যুগে যাদুর খুবই প্রচলন ছিল। সবারই এটা ধারণা হয়েছিল যে, মূসার (আঃ) এই মু'জিযা ছিল যাদু ও প্রতারণা। সুতরাং সে (ফির'আউন) এ বিষয়ে

মূসার (আঃ) মু'জিযার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত করার জন্য সমস্ত যাদুকরকে একত্রিত করল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ফির'আউনের কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِۦ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُۥ نَحْنُ وَلَآ أَنتَ مَكَانًا سُوًى. قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحًى. فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُۥ ثُمَّ أَتَىٰ

আমরাও অবশ্যই তোমার নিকট উপস্থিত করব এর অনুরূপ যাদু। সুতরাং আমাদের ও তোমার মাঝে নির্ধারণ কর এক নির্দিষ্ট সময় এবং এক মধ্যবর্তী স্থান, যার ব্যতিক্রম আমরাও করবনা এবং তুমিও করবেনা। মূসা বলল ঃ তোমাদের নির্ধারিত সময় উৎসবের দিন এবং সেদিন পূর্বাহ্নে জনগণকে সমবেত করা হোক। অতঃপর ফির'আউন উঠে গেল, এবং তার কৌশলসমূহ একত্রিত করল ও অতঃপর ফিরে এলো। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৫৮-৬০)

١١٣. وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ	**১১৩। যাদুকরেরা ফির'আউনের কাছে এসে বলল ঃ আমরা যদি বিজয় লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো?**
١١٤. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ	**১১৪। সে বলল ঃ হ্যাঁ, তোমরাই হবে আমার দরবারের নিকটতম ব্যক্তি।**
١١٥. قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِىَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ	**১১৫। অতঃপর যাদুকরেরা বলল ঃ হে মূসা! তুমি কি তোমার লাঠি নিক্ষেপ করবে, নাকি আমরাই (প্রথমে) নিক্ষেপ করব?**

Contents

١١٦. قَالَ أَلْقُوا۟ ۖ فَلَمَّآ أَلْقَوْا۟ سَحَرُوٓا۟ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

১১৬। বলল ঃ তোমরাই নিক্ষেপ কর। সুতরাং যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন লোকের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করল এবং তাদেরকে ভীত ও আতংকিত করল, তারা এক বড় রকমের যাদু দেখাল।

যাদুকরেরা তাদের রশিগুলি সাপে রূপান্তরিত করল

মূসার (আঃ) সাথে যে যাদুকরেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য হাযির হয়েছিল তাদের মধ্যে এবং ফির'আউনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা এখানে ওরই সংবাদ দিচ্ছেন। ফির'আউন যাদুকরদের সাথে ওয়াদা করেছিল যে, যদি তারা মূসার (আঃ) উপর জয়যুক্ত হতে পারে তাহলে তাদেরকে বড় রকমের পুরস্কার দেয়া হবে এবং তারা যা চাবে তাই পাবে। তাছাড়া তাদেরকে দরবারের নিকটতম ব্যক্তি রূপে গণ্য করা হবে। যখনই সেই যাদুকরগণ অভিশপ্ত ফির'আউনের কাছ থেকে ওয়াদা নিল তখন তারা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ

قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ হে মূসা! তুমিই কি প্রথমে তোমার বিস্ময়কর বস্তু নিক্ষেপ করবে, নাকি আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করব? অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ

অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৫)

মূসা (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ قَالَ أَلْقُواْ তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর। এতে মূসার (আঃ) নিপুণতা এই ছিল যে, প্রথমে জনগণ যাদুকরদের কলাকৌশল পর্যবেক্ষণ করবে এবং ঐ ব্যাপারে চিন্তা গবেষণা করবে। যখন তাদের এই প্রতারণামূলক কার্যকলাপের মহড়া শেষ হবে তখন তারা মূসার (আঃ) সত্য ও বাস্তব কার্যকলাপের দিকে মনোযোগ দিবে যার জন্য তারা অপেক্ষমান ছিল এবং সেটা তখন স্পষ্টরূপে তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়বে। কেননা সত্য ও বাস্ত

ব জিনিস অনুসন্ধানের পর তা প্রাপ্ত হলে সেটা অন্তরের উপর বেশি দাগ কেটে থাকে। আর হলও তাই। এরপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ যাদুকরেরা যখন তাদের দড়ি ও লাঠিগুলো মাটিতে নিক্ষেপ করল তখন তারা যাদুর মাধ্যমে দর্শকদের নযরবন্দী করে দিল। তারা তখন এমনভাবে দেখতে থাকল যে, যা কিছু তারা দেখতে পাচ্ছিল তা যেন সবই বাস্তব। অথচ ঐ লাঠিগুলো ও রশিগুলো প্রকৃতপক্ষে লাঠি ও রশিই ছিল। দর্শকদের শুধুমাত্র এটা ধারণা ও খেয়াল ছিল যে, ঐগুলো সাপ।' তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِۦ خِيفَةً مُّوسَىٰ. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوٓاْ ۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَـٰحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ

মূসা তার অন্তরে কিছু ভীতি অনুভব করল। আমি বললাম ঃ ভয় করনা, তুমি প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকরেরা যা'ই করুক কখনও সফল হবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৭-৬৯) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাদুকরেরা মোটা মোটা রশি ও লম্বা লাঠিসমূহ নিক্ষেপ করেছিল যা সাপ হয়ে সমস্ত মাঠে দৌড়াদৌড়ি করছিল বলে মনে হচ্ছিল। এ সবই ছিল যাদুকরদের যাদুর ভেল্কীবাজির কারণে। (তাবারী ১৩/২৮)

১১৭। আমি মূসার নিকট এই প্রত্যাদেশ পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর। মূসা তা নিক্ষেপ করলে ওটা (এক বিরাট অজগর হয়ে) সহসা ওদের অলীক সৃষ্টিগুলিকে গ্রাস করতে লাগল।	١١٧. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ
১১৮। পরিশেষে যা হক ছিল তা সত্য প্রমাণিত হল, আর তারা	١١٨. فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا

যা কিছু করেছিল তা বাতিল প্রতিপন্ন হল।	كَانُواْ يَعْمَلُونَ
১১৯। আর ফির‘আউন ও তার দলবলের লোকেরা মুকাবিলার মাইদানে পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত ও অপমানিত হল।	١١٩. فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَٰغِرِينَ
১২০। যাদুকরেরা তখন সাজদাহবনত হল।	١٢٠. وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ
১২১। তারা বলল ঃ আমরা বিশ্বের রবের প্রতি ঈমান আনলাম।	١٢١. قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ
১২২। মূসা ও হারুণের রবের প্রতি।	١٢٢. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

মূসা (আঃ) যাদুকরদের পরাস্ত করলেন, তারা ঈমান আনল

আল্লাহ তা‘আলা এই ভীষণ পরীক্ষা ক্ষেত্রে মূসার (আঃ) নিকট অহী পাঠালেন যা হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য আনয়ন করল। মূসা (আঃ) তাঁর ডান হাতে রাখা লাঠিখানা নিক্ষেপ করলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওটা ঐসব কাল্পনিক সাপকে গিলে ফেলল। ঐ ভেল্কীবাজীর সাপগুলোর একটিও রক্ষা পেলনা। ঐ যাদুকরেরা জেনে গেল যে, এটা যাদু নয়, বরং কোন আসমানী সাহায্য ও আল্লাহ তা‘আলারই কাজ। সুতরাং তারা সবাই আল্লাহর সামনে সাজদায় পড়ে গেল এবং বলল ঃ

آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ আমরা মূসা (আঃ) ও হারুণের (আঃ) আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, মূসার (আঃ) লাঠি নিক্ষেপের সাথে সাথে ওটা সাপ হয়ে যাওয়ার পর যাদুকৃত সমস্ত সাপকে একটির পর একটি গিলে ফেলতে থাকে যতক্ষণ না সব শেষ হয়ে যায়। মূসা (আঃ) যখন প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেন তখন তিনি সাপের উপর হাত লাগানো মাত্রই ওটা পুনরায় লাঠি হয়ে গেল। যাদুকরেরা

Contents

সাজদায় পড়ে গিয়ে বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম মূসা (আঃ) ও হারুণ (আঃ) এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুর রবের প্রতি। যদি তিনি নাবী না হতেন, বরং যাদুকর হতেন তাহলে তিনি কখনই আমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারতেননা। কাসিম ইব্‌ন আবী বাযযাহ (রহঃ) মন্তব্য করেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) তাঁর হাতের লাঠি নিক্ষেপ করতে বলেন। যখন মূসা (আঃ) তার লাঠি নিক্ষেপ করলেন তখন উহা বিশাল ও ভয়ংকর সাপে রূপান্তরিত হল এবং ঐ সাপ তার মুখের ভিতর যাদুকরদের রশি ও লাঠিগুলি গলধঃকরণ করল। ইহা দেখে যাদুকরেরা সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাথা উত্তোলন করল না যতক্ষণ পর্যন্ত না জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হল এবং প্রতিদান হিসাবে তাদের বাসস্থানকে দেখানো হল। (তাবারী ১৩/৩০)

১২৩। ফির'আউন বলল ঃ আমি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার উপর ঈমান আনলে? নিশ্চয়ই তোমরা এক চক্রান্ত পাকিয়েছ শহরবাসীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য। কিন্তু সত্বরই তোমরা এর পরিণাম জ্ঞাত হবে।	١٢٣. قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِۦ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِى ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا۟ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
১২৪। অবশ্যই আমি তোমাদের বিপরীত হস্ত-পদ কর্তন করব, তারপর তোমাদের সবাইকে আমি শুলে চড়াব।	١٢٤. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَٰفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ
১২৫। তারা (যাদুকরেরা) বলল ঃ নিশ্চয়ই আমরা	١٢٥. قَالُوٓا۟ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا

مُنقَلِبُونَ	আমাদের রবের নিকট ফিরে যাব।
١٢٦. وَمَا تَنقِمُ مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِـَٔايَـٰتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ	১২৬। তুমি আমাদের মধ্যে এছাড়া কোনই দোষ পাচ্ছনা যে, আমাদের কাছে যখন আমাদের রবের নিদর্শনাবলী এসে গেল তখন আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম রূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন!

ঈমান আনার পর যাদুকরদের প্রতি ফির'আউনের ভয় প্রদর্শন এবং তাদের জবাব

যাদুকরগণ যখন মু'মিন হয়ে গেল এবং ফির'আউনের উদ্দেশ্য বিফল হল তখন সে যাদুকরদেরকে হুমকি দিয়ে বলল ঃ

إِنَّ هَـٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا আজ যে মূসা তোমাদের উপর জয়যুক্ত হয়েছে এটা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের পারস্পরিক সমঝোতা ও চক্রান্তের কারণেই সম্ভব হয়েছে। তোমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, এভাবে হুকুমতের উপর বিজয় লাভ করে দেশের মূল অধিবাসীকে তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ

সেতো দেখছি তোমাদের প্রধান, সে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭১) যার সামান্যতমও বিবেক রয়েছে সেও এটা বুঝে ফেলবে যে, হক্ক দ্বারা বাতিল প্রমাণিত হয়ে যায় দেখে ফির'আউন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েই এই অপবাদমূলক কথা বলেছিল। মূসাতো (আঃ) মাদায়েন থেকে এসেই সরাসরি ফির'আউনের নিকট পৌঁছে তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দিয়েছিলেন এবং বাহ্যিক মু'জিযাগুলি প্রকাশ করে নিজের রাসূল হওয়ার সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন। এরপরে ফির'আউন স্বীয় সাম্রাজ্যের সমস্ত শহরে মনোনীত এলাকায় লোক প্রেরণ

করে মিসরের বিভিন্ন যাদুকরদেরকে একত্রিত করেছিল, যাদেরকে সে এবং তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নির্বাচন করেছিল, আর তাদের সাথে ভাল ভাল পুরস্কার ও মর্যাদা দানের অঙ্গীকার করেছিল। এ জন্যই ঐ যাদুকরগণ সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিল যে, কি করে মূসার (আঃ) উপর বিজয় লাভ করে ফির'আউনের নৈকট্য লাভ করা যায়। মূসা (আঃ) কোন এক যাদুকরের সাথেও পরিচিত ছিলেননা। না তিনি তাদের কেহকেও কখনও দেখেছিলেন, আর না তাদের কারও সাথে তাঁর কখনও সাক্ষাৎ ঘটেছিল। ফির'আউন নিজেও এটা জানত। কিন্তু না জানি সর্বসাধারণ মূসার (আঃ) প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, এটাকে রোধ করার জন্যই সে এ কথা বলেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ

এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৫৪) ঐ লোকগুলো সাংঘাতিক বিভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছিল যারা ফির'আউনের এই দাবী সমর্থন করেছিল ঃ

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ ঃ ২৪)

সুদ্দী (রহঃ) তার তাফসীরে বলেন যে, যাদুকরদের প্রধানের সাথে মূসার (আঃ) সাক্ষাৎ হলে তিনি তাকে বলেন ঃ 'আমি যদি বিজয়ী হই এবং তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমরা আমার উপর ঈমান আনবে কি? আর এটা স্বীকার করবে কি যে, আমার পেশকৃত জিনিস হবে আল্লাহর মু'জিযা?' সেই যাদুকর প্রধান উত্তরে বলল ঃ 'আগামীকাল আমি এমন যাদু পেশ করব যে, কোন যাদুই ওর উপর জয়যুক্ত হতে পারেনা। সুতরাং তুমি যদি জয়যুক্ত হও তাহলে আমি স্বীকার করে নিব যে, তুমি আল্লাহর রাসূল।' ফির'আউন তাদের এই কথোপকথন শুনেছিল। এ জন্যই সে পরে অপবাদ দিয়ে বলেছিল ঃ 'তোমরা এ জন্যই একত্রিত হয়েছিলে যে, হুকুমতের উপর জয়লাভ করে তোমরা দেশের নেতৃস্থানীয় ও প্রধান প্রধান লোকদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই সিংহাসন দখল করবে। আমি তোমাদেরকে কি শাস্তি দিব তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে।' (তাবারী ১৩/৩৩) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের ডান হাত ও বাম পা কেটে নিব অথবা এর বিপরীত। অতঃপর তোমাদের সকলকেই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিব। অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ

সুতরাং আমি তোমাদেরকে খর্জুর বৃক্ষের কান্ডে শূলবিদ্ধ করবই। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭১)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ফাঁসি এবং বিপরীত দিকের হাত পা কেটে নেয়ার শাস্তি-বিধান সর্ব প্রথম ফির'আউনই চালু করেছিল। (তাবারী ১৩/৩৪)

যাদুকরগণ উত্তরে বলে ঃ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ আমরাতো এখন আল্লাহরই হয়ে গেছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি। আজ তুমি আমাদেরকে যে শাস্তি প্রদানের হুমকি দিচ্ছ, আল্লাহর শাস্তি এর চেয়ে বহুগুণে কঠিন। আজ আমরা তোমার শাস্তির উপর ধৈর্য ধারণ করছি, যেন কাল কিয়ামাতের মাঠে আল্লাহর শাস্তি হতে পরিত্রাণ পেতে পারি। এ জন্যই তারা বলে উঠল ঃ

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا হে আমাদের প্রভু! আমরা যেন দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং ফির'আউনের শাস্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে পারি সেই জন্য আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন। আর আপনার নাবী মূসার (আঃ) অনুসরণ করিয়ে আমাদেরকে মুসলিম অবস্থায় দুনিয়া হতে উঠিয়ে নিন। অতএব তারা ফির'আউনকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিল ঃ

فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ۖ إِنَّمَا تَقْضِى هَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ. إِنَّآ ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَٰيَٰنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰٓ. إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُۥ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَٰتُ ٱلْعُلَىٰ

সুতরাং তুমি কর যা তুমি করতে চাও, তুমিতো শুধু এই পার্থিব জীবনের উপর কর্তৃত্ব করতে পার। আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি যাতে তিনি ক্ষমা করেন আমাদের অপরাধ এবং তুমি আমাদেরকে যাদু করতে বাধ্য করেছ তা; আর আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। যে তার রবের নিকট অপরাধী হয়ে উপস্থিত হবে তার জন্যতো রয়েছে জাহান্নাম, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর নিকট উপস্থিত হবে মু'মিন অবস্থায়, সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭২-৭৫) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) বলেন

ঃ তাদের দিনের শুরু হয়েছিল যাদুকর হিসাবে এবং দিনের শেষ হয় শহীদ হিসাবে। (তাবারী ১৩/৩৬)

১২৭। ফির‘আউন সম্প্রদায়ের সর্দাররা তাকে বলল ঃ তুমি কি মূসা ও তার সম্প্রদায়কে রাজ্যে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির জন্য মুক্ত ছেড়ে দিবে এবং তোমাকে ও তোমার দেবতাদেরকে বর্জন করে চলার সুযোগ দিবে? সে বলল ঃ আমি তাদের সন্তানদের হত্যা করব এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখব, তাদের উপর আমাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রবল ও সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।	١٢٧. وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُۥ لِيُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَـٰهِرُونَ
১২৮। মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর। এই পৃথিবীর সার্বভৌম মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা উহার উত্তরাধিকারী করেন, শুভ পরিণাম ও শেষ সাফল্য লাভ হয় আল্লাহভীরুদের জন্য।	١٢٨. قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ ۖ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
১২৯। তারা বলল ঃ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা	١٢٩. قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا

Contents

جِئۡتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمۡ أَن يُهۡلِكَ عَدُوَّكُمۡ وَيَسۡتَخۡلِفَكُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَيَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلُونَ

(ফির'আউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে (মূসা) বলল ঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন।

ফির'আউন বানী ইসরাঈলের শিশুদের হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর আল্লাহ তাদের বিজয়ের সুসংবাদ দেন

এখানে ফির'আউন ও তার দলবলের পারস্পরিক পরামর্শের সংবাদ দেয়া হচ্ছে। ঐ লোকদের অন্তরে মূসার (আঃ) প্রতি কত বেশি হিংসা ছিল তাদের এ পরামর্শের দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে। ফির'আউনকে তার পরিষদের লোকেরা বলছে ঃ

أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ আপনি কি মূসাকে এমন মুক্ত অবস্থায় ছেড়ে দিবেন যে, সে পৃথিবীতে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়াবে এবং দেশবাসীকে ফিতনা ফাসাদের মধ্যে নিক্ষেপ করবে, আর তাদের মধ্যে আপনার কথা বাদ দিয়ে আল্লাহর কথা প্রচার করবে?

কি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এ লোকগুলো অন্যদেরকে মূসা (আঃ) ও মু'মিনদের ফাসাদ থেকে সাবধান করছে, অথচ তারা নিজেরাই ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী এ ব্যাপারে তাদের নিজেদেরই খেয়াল নেই। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এখানে যে দেবতাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল গরুসমূহ। কারণ যখনই ফির'আউন কোন সুন্দর ও নাদুস নুদুস গাভী দেখতে পেত তখনই সে তার লোকদেরকে উহার উপাসনা (পূজা) করতে আদেশ করত। এ কারণেই সামেরী বানী ইসরাঈলের জন্য গাভীর মূর্তি তৈরী করেছিল, যা হাম্বা ধ্বনি করত। (তাবারী ১৩/৩৮) মোট কথা, ফির'আউন তার দরবারের লোকদের কথা মেনে নিল এবং বলল ঃ

سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِـــي نِسَاءهُمْ আমি তার বংশ বিলোপ করার জন্য তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করব এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখব। এই

প্রকারের এটা ছিল দ্বিতীয় অত্যাচার। ইতোপূর্বেও মূসার (আঃ) জন্মের পূর্বে সে এরূপই করেছিল, যেন দুনিয়ায় তাঁর অস্তিত্বই না আসে। কিন্তু ঘটে গেল তার বিপরীত, ফির'আউন যার আশংকায় ভীত ছিল। শেষ পর্যন্ত মূসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং বেঁচেও থাকেন। দ্বিতীয়বারও সে এরূপ করারই ইচ্ছা করল। সে বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছিত করে তাদের উপর বিজয় লাভের ইচ্ছা করেছিল। কিন্তু এখানেও তার বাসনা পূর্ণ হয়নি। আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সম্মান দেন এবং ফির'আউনকে লাঞ্ছিত করেন, আর তাকে ও তার দলবলকে নদীতে নিমজ্জিত করেন।

ফির'আউন যখন বানী ইসরাঈলের ক্ষতিসাধন করার দৃঢ় সংকল্প করে তখন মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর।' মূসা (আঃ) তাদের সাথে শুভ পরিণামের ওয়াদা করলেন। তিনি বানী ইসরাঈলকে বললেন ঃ 'রাজ্য তোমাদেরই হয়ে যাবে। যমীন হচ্ছে আল্লাহর। তিনি যাকে চান তাকেই রাজ্যের শাসন ক্ষমতা অর্পণ করেন এবং ভাল পরিণাম মুত্তাকীদেরই বটে।' মূসার (আঃ) সঙ্গী-সাথীগণ তাঁকে সম্বোধন করে বলল ঃ 'হে মূসা! আপনি আমাদের কাছে আগমনের পূর্বেও আমাদেরকে কঠিন দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং আপনি আসার পরেও স্বচক্ষে দেখছেন যে, আমাদেরকে কতইনা লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হচ্ছে!' বানী ইসরাঈল যে তাদের অবস্থার উপর ধৈর্যধারণ করছে সেই জন্য মূসা (আঃ) তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ 'অতি সত্বরই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তোমাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করবেন।' এই আয়াতের মাধ্যমে বানী ইসরাঈলকে আল্লাহর নি'আমাতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১৩০। আমি ফির'আউনের অনুসারীদেরকে বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ, অজন্ম ও ফসলহানির মধ্যে বিপন্ন রেখেছিলাম, যাতে তারা ঈমান আনে।	١٣٠. وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
১৩১। যখন তাদের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ হত তখন তারা	١٣١. فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ

বলত ঃ এটা আমাদের প্রাপ্য, আর যদি তাদের দুঃখ দৈন্য ও বিপদ আপদ হত তখন তারা ওটাকে মূসা ও তার সঙ্গী সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণ রূপে নিরূপণ করত। তোমরা জেনে রেখ যে, তাদের অকল্যাণ আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেনা।	قَالُوا۟ لَنَا هَـٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا۟ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ ۗ أَلَآ إِنَّمَا طَـٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীদের দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলেন

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন ঃ আমি ফির'আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষে ফেলে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তাদের ক্ষেতে ফসল হয়নি, গাছে ফল ধরেনি। (তাবারী ১৩/৪৬) আবূ ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাজা ইব্ন হাইওয়াহ (রহঃ) বলেছেন যে, তাদের খেজুর গাছে একটি মাত্র খেজুর ধরত। (তাবারী ১৩/৪৬) এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য ছিল যে, হয়ত তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। যখন তাদের ভূমি খুব সবুজ শ্যামল থাকত এবং ফসল খুব বেশি হত তখন তারা বলত ঃ 'আমরাতো এরই অধিকারী ছিলাম। এটাতো আমাদেরই প্রাপ্য। আমাদেরকে এটা দেয়া না হলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হত।' আর যদি তারা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হত এবং ক্ষুধার তাড়নায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হত তখন তারা বলত ঃ এটা মূসা ও তার সঙ্গী-সাথীদের মন্দ ভাগ্যের কারণেই হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ জেনে রেখ, এটা স্বয়ং তাদের নিজেদেরই ভাগ্য বিড়ম্বনা। কিন্তু মন্দ ভাগ্যের প্রকৃত কারণ জনগণ বুঝতনা।

১৩২। তারা বলল ঃ আমাদেরকে যাদু করার জন্য যে কোন নিদর্শনই পেশ করনা কেন আমরা তাতে ঈমান	١٣٢. وَقَالُوا۟ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا

১৩৩। অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবণ, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ধারার শাস্তি পাঠিয়ে ক্লিষ্ট করি, ওগুলি ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাম্ভিকতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি।	١٣٣. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَٰتٍ مُّفَصَّلَٰتٍ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ
১৩৪। তাদের উপর কোন বালা মুসীবাত ও বিপদাপদ আপতিত হলে তারা বলত ঃ হে মূসা! আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট দু'আ কর। তার সাথে তোমার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে প্লেগ দূর করে দিতে পার তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বানী ইসরাঈলদেরকে পাঠিয়ে দিব।	١٣٤. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ
১৩৫। কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর হতে প্লেগের শাস্তির সেই সময়টি অপসারিত করতাম যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল,	١٣٥. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلٍ هُم بَٰلِغُوهُ

তখনই আবার তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।	إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

অবাধ্যতার কারণে আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনীদের শাস্তি দেন

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ফির'আউন সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ ও বিরোধিতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা হক থেকে সরে গিয়ে একগুঁয়েমী দেখিয়েছিল এবং বাতিলের উপর থেকে হঠকারিতা করেছিল। তারা এ কথাও বলেছিল ঃ

مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ যদি মূসা এমন নিদর্শনও প্রদর্শন করেন যার মাধ্যমে তিনি আমাদের উপর যাদু করেন তবুও আমরা ঈমান আনবনা। না আমরা তাঁর কোন দলীল কবূল করব, না তাঁর উপর ঈমান আনব, আর না তাঁর মু'জিযার উপর ঈমান আনব। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ আমি তাদের উপর তুফান পাঠালাম। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে অধিক বৃষ্টিপাত যা ডুবিয়ে দেয় বা ক্ষেত ও বাগানের ক্ষতি সাধন করে। তিনি এর দ্বারা সাধারণ মহামারীও বুঝিয়েছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তুফান হচ্ছে ঐ প্লাবন যা সর্বত্র প্লেগের জীবানু ছড়িয়ে দিয়েছিল।

ফড়িং খাওয়া হালাল হওয়ার ব্যাপারে সুবিদিত হাদীস

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবী আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ 'আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। প্রত্যেক যুদ্ধেই আমরা ফড়িং খাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম।' (ফাতহুল বারী ৯/৫৩৫, মুসলিম ৩/১৫৪৬) ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্‌ন মাজাহ (রহঃ) ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমাদের জন্য দু'টি মৃত ও দু'টি রক্ত হালাল করা হয়েছে। (মৃত দু'টি হচ্ছে) মাছ ও ফড়িং, আর (রক্ত দু'টি হচ্ছে) কলিজা ও প্লীহা।' (আহমাদ ২/৯৭, ইব্‌ন মাজাহ ২/১০৭৩)

قُمَّلَ সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা হচ্ছে গমের ভিতরের পোকা অথবা ওটা হচ্ছে ছোট ছোট ফড়িং যার পালক থাকেনা এবং উড়েনা। মুজাহিদ

(রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) ও কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, قُمَّلَ হচ্ছে কালো বর্ণের ক্ষুদ্র কীট। (তাবারী ১৩/৫৫)

অবাধ্যতার কারণে ফির'আউনীদের প্রতি অন্যান্য শাস্তির বর্ণনা

ইব্ন জারীর (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মূসা (আঃ) ফির'আউনকে বলেছিলেন ঃ 'হে ফির'আউন! বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও'। কিন্তু ফির'আউন অস্বীকার করল। সেই সময় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ঝড় তুফান শুরু হয়েছিল এবং মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছিল। ফির'আউন ও তার লোকেরা বুঝে নিয়েছিল যে, এটা আল্লাহর শাস্তি। তাই তারা বলেছিল ঃ 'হে মূসা! আল্লাহর নিকট দু'আ করে এই ঝড়-তুফান বন্ধ করে দাও। আমরা তোমার উপর ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে তোমার সাথে পাঠিয়ে দিব।' মূসা (আঃ) তখন দু'আ করলেন এবং আল্লাহর আযাব তাদের থেকে দূর হয়ে গেল। কিন্তু না তারা ঈমান আনল, আর না বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিল।

ঐ বছর বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল। তারা তখন বলতে লাগল ঃ 'বাহ! বাহ! আমাদের আকাঙ্খাতো এটাই ছিল।' কিন্তু ঈমান না আনার কারণে ফড়িংকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হল। ওরা সমস্ত ক্ষেতের ফসল খেতে লাগল এবং শাক সব্জী নষ্ট করে দিচ্ছিল। তারা বুঝে নিল যে, এখন আর কোন ফসল অবশিষ্ট থাকবেনা। সুতরাং তারা মূসার (আঃ) শরণাপন্ন হয়ে বলল ঃ

قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ হে মূসা! এই শাস্তিকে সরিয়ে দাও, আমরা ঈমান আনব এবং বানী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দিব। মূসার (আঃ) দু'আয় ফড়িং দূর হয়ে গেল। কিন্তু তথাপি তারা ঈমান আনলনা এবং বানী ইসরাঈলকেও ছেড়ে দিলনা। বরং তারা ফসল ঘরে জমা করে রাখল এবং বলতে শুরু করল ঃ ভয় কিসের? শস্যের গুদাম বাড়ীতে বিদ্যমান রয়েছে। হঠাৎ গমের পোকার শাস্তি তাদের উপর পতিত হল। এমন অবস্থা হল যে, কেহ দশ সের গম পেষণের জন্য নিয়ে গেলে তিন সেরও বাকী থাকতনা। আবার তারা মূসার (আঃ) কাছে আযাব সরানোর আবেদন করল এবং ঈমান আনার অঙ্গীকার করল। কিন্তু সেই قُمَّلَ এর শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা বিরোধিতা করতেই থাকল।

কোন এক সময় মূসা (আঃ) ফির'আউনের সাথে মিলিত হয়েছিলেন এমন সময় ব্যাঙয়ের ডাক শোনা গেল। তিনি ফির'আউনকে বললেন ঃ তোমার উপর ও তোমার কাওমের উপর এ কী শাস্তি! সে বলল ঃ এতে ভয়ের কোনই কারণ নেই। কিন্তু সন্ধ্যা হতে না হতেই জনগণের সারা দেহে ব্যাঙ লাফালাফি শুরু করে দিল। কেহ কথা বলার জন্য মুখ খুললে ব্যাঙ তার মুখে প্রবেশ করত। পুনরায় তারা ঐ শাস্তি অপসারণের জন্য মূসার (আঃ) নিকট আবেদন জানাল। কিন্তু সেই শাস্তি দূর হওয়ার পরেও তারা ঈমান আনলনা।

এরপর নাযিল হল রক্ত আযাব! তারা নদী থেকে বা কূপ থেকে পানি এনে রাখলে তা রক্তে পরিণত হত। কোন পাত্রে রাখলেও সেই একই অবস্থা। পান করার মত কোন পানি তাদের কাছে থাকতনা। ফির'আউনের কাছে লোকেরা এ অভিযোগ করলে সে তাদেরকে বলল ঃ তোমাদের উপর মূসা যাদু করেছে। তারা বলল ঃ আমাদের উপর কে যাদু করল? আমাদের পাত্রে শুধু আমরা রক্তই পাচ্ছি! অথচ আমরা নিজেরাই পাত্রগুলি পানি দ্বারা ভর্তি করে রাখছি। অতএব আবার তারা মূসার (আঃ) কাছে এলো এবং ঐ আযাব দূর হলে ঈমান আনবে ও বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিবে এই ওয়াদা করল। মূসার (আঃ) দু'আয় তখন ঐ শাস্তি দূর হয়ে গেল। কিন্তু তবুও তারা ঈমানও আনলনা এবং বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠালনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং পূর্ববর্তী আলেমদের আরও কয়েকজন হতে অনুরূপ বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে!

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন যাদুকরগণ ঈমান আনল এবং ফির'আউন পরাজিত হল ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গেল, তখনও সে অবাধ্যতা ও কুফরী থেকে ফিরলনা। ফলে তাদের উপর পর্যায়ক্রমে কয়েকটি নিদর্শন প্রকাশিত হল। দুর্ভিক্ষ, বৃষ্টিযুক্ত ঝড়-তুফান, ফড়িং, গমের পোকা, ব্যাঙ এবং রক্ত। এসব শাস্তি পর্যায়ক্রমে তাদের উপর নাযিল হতে থাকল। ঝড়-তুফানের ফলে সমস্ত ভূমি পানিতে ডুবে গেল। না তারা তাতে লাঙ্গল চালাতে পারল, না কোন ফসলের বীজ বপন করতে সক্ষম হল। ক্ষুধার তাড়নায় তাদের প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তারা মূসার (আঃ) কাছে আযাব সরানোর অনুরোধ করল এবং ঈমান আনার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল। মূসা (আঃ) আযাব সরানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট আবেদন জানালেন।

আযাব সরে গেল বটে, কিন্তু তারা ঈমান আনার অঙ্গীকার পূরা করলনা। এরপরে এলো ফড়িংয়ের শাস্তি, যা সমস্ত ক্ষেতের ফসল খেয়ে ফেলল এবং তাদের ঘরের দরজাগুলোর পেরেক চাটতে থাকল। ফলে তাদের ঘরগুলি পড়ে গেল।

এরপরে এলো কীটের শাস্তি। মূসা (আঃ) বললেন ঃ 'এই টিলার দিকে এসো।' তারপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে একটি পাথরের উপর লাঠি মারলেন। তখন ওর মধ্য থেকে অসংখ্য কীট বেরিয়ে পড়ল। ওগুলো ঘরের সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ল। খাদ্যদ্রব্যের গায়ে ওগুলো লেগে থাকল। লোকগুলো না ঘুমোতে পারছিল, না একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছিল। তারপর তাদের উপর ব্যাঙ-এর শাস্তি নেমে এলো। খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, ভাতের থালায় ব্যাঙ, কাপড়ে ব্যাঙ। এরপরে এলো রক্তের শাস্তি। পানির প্রতিটি পাত্রে পানির পরিবর্তে রক্তই দেখা যায়। মোট কথা, তারা বিভিন্ন প্রকার শাস্তির শিকারে পরিণত হল। (তাবারী ১৩/৬৩)

১৩৬। সুতরাং আমি তাদের হতে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে মারলাম, কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আর এই ব্যাপারে তারা ছিল সম্পূর্ণ গাফিল বা উদাসীন।	١٣٦. فَٱنتَقَمۡنَا مِنۡهُمۡ فَأَغۡرَقۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡيَمِّ بِأَنَّهُمۡ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِنَا وَكَانُواْ عَنۡهَا غَٰفِلِينَ
১৩৭। যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল	١٣٧. وَأَوۡرَثۡنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلۡأَرۡضِ وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَاۖ وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ

Contents

ٱلۡحُسۡنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ بِمَا
صَبَرُواْۖ وَدَمَّرۡنَا مَا كَانَ يَصۡنَعُ
فِرۡعَوۡنُ وَقَوۡمُهُۥ وَمَا كَانُواْ
يَعۡرِشُونَ

যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির‘আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি।

ফির‘আউনীদের সলিল সমাধি এবং বানী ইসরাঈলের পবিত্র ভূমিতে পুনর্বাসন

ফির‘আউনের কাওমের উপর পর্যায়ক্রমে নিদর্শনাবলীর আগমন এবং একের পর এক শাস্তি অবতরণ সত্ত্বেও তারা অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত থাকল। ফলে তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হল। সেখানে মূসার (আঃ) জন্য রাস্তা বানিয়ে দেয়া হল। তিনি ঐ রাস্তায় নেমে পড়লেন। তাঁকে পার করে নেয়া হল। তাঁর সাথে বানী ইসরাঈলও ছিল। অতঃপর ফির‘আউন এবং তার সেনাবাহিনীও তাদের অনুসরণ করে ঐ পথে নেমে পড়ল। যখনই তারা মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে তখনই দু'দিকের পানি মিলে গেল এবং তারা ডুবে মরলো। এটা ছিল আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং ওগুলোর প্রতি উদাসীন থাকারই ফল। আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি বানী ইসরাঈলকে ফির‘আউনের রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন, যাদেরকে অত্যন্ত দুর্বল মনে করা হত এবং যারা দুর্বল হওয়ার কারণে ফির‘আউনের গোলামী করত। হাসান বাসরী (রহঃ) ও কাতাদাহ (রহঃ) شَرۡقٌ ও غَرۡبٌ দ্বারা শাম বা সিরিয়া দেশ বুঝিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলার কল্যাণময় বাণী বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে পূর্ণ হল। কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ আমি ঐ কাওমের উপর ইহসান করতে চাই যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়। আমি তাদেরকে বাদশাহ ও সরদার বানাতে চাই। তাদেরকে আমি আমার যমীনের উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করব। আর ফির‘আউন

ও তার কাওম যে শাস্তির আশংকা করত ঐ শাস্তিই আমি তাদের উপর নাযিল করব। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَٰمَٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ

আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদেরকে হীনবল করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে; তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে ও দেশের অধিকারী করতে, আর তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে; এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে যা তাদের নিকট থেকে তারা আশংকা করত। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫-৬) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ফির'আউন ও তার কাওম যে অট্টালিকা ও উদ্যানসমূহ তৈরী করেছিল এবং যেসব সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল, সবগুলিকেই আমি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি। ইব্ন জারীর (রহঃ) ও অন্যান্যদের হতে ইহা বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই প্রকাশমান।

১৩৮। আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিলাম, অতঃপর তারা মূর্তি পূজারত এক জাতির সংস্পর্শে এল। তারা বলল ঃ হে মূসা! তাদের যেরূপ মা'বূদ রয়েছে, আমাদের জন্যও ঐরূপ মা'বূদ বানিয়ে দাও। সে বলল ঃ তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়।	١٣٨. وَجَٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْا۟ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامٍ لَّهُمْ ۚ قَالُوا۟ يَٰمُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
১৩৯। এই সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে, তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা	١٣٩. إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ

করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়।	فِيهِ وَبَـٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

বানী ইসরাঈল সমুদ্রে ডুবে মরা থেকে রক্ষা পাবার পরেও মূর্তি পূজা থেকে তাদের মন বিরত থাকেনি

বানী ইসরাঈলের অজ্ঞ লোকদের বাসনার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, মূসা (আঃ) যখন তাদেরকে নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন এবং তারা আল্লাহ তা'আলার এই বিরাট নিদর্শন স্বচক্ষে দেখল তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে গমন করল যারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত ছিল। কোন কোন মুফাস্সির বলেন যে, তারা ছিল কিনআনী গোত্র বা লাখম গোত্র। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, তারা গাভীর ন্যায় জন্তুর মূর্তি বানিয়ে নিয়েছিল এবং ওরই উপাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। এ জন্যই পরবর্তীতে ওরই সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি বাছুরের উপাসনায় তারা জড়িয়ে পড়েছিল। তারা বলেছিল ঃ

يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ হে মূসা! আমাদের জন্য একটি মা'বূদ বানিয়ে দিন, যেমন এই লোকগুলোর মা'বূদসমূহ রয়েছে। (তাবারী ১৩/৮০) মূসা (আঃ) বললেন ঃ তোমরা বড়ই মূর্খ। তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ভুলে গেছ। তিনি এসব ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। তাঁর কোন শরীক ও সমতুল্য কেহ হতে পারেনা। যারা তা করে তাদের মতাদর্শও ভিত্তিহীন এবং আমলও অকার্যকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ *এ সব লোক যে কাজে লিপ্ত রয়েছে তাতো ধ্বংস করা হবে, আর তারা যা করছে তা অমূলক ও বাতিল বিষয়।*

আবূ ওয়াকিদ আল লাইসী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মাক্কা থেকে হুনাইনের দিকে যাত্রা শুরু করেছিলাম। পথিমধ্যে কাফিরদের একটি কুল বৃক্ষ আমাদের সামনে পড়ে যাকে তারা অত্যন্ত পবিত্র মনে করত এবং তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঐ গাছে বেঁধে রাখত। ঐ গাছটিকে ذَاتُ أَنْوَاط *'যাতু আনওয়াত'* বলা হত। যখন আমরা অপূর্ব সবুজময় কুল গাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের জন্যও একটা ذَاتُ اَنْوَاط *‘যাতু আনওয়াত’* এর ব্যবস্থা করে দিন, যেমন তাদের রয়েছে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরাতো ঐ কথাই বলছ যে কথা মূসার (আঃ) কাওম তাঁকে বলেছিল। তারা বলেছিল ঃ

اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. إِنَّ هَـؤُلاء مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ হে মূসা (আঃ)! আপনি আমাদের জন্যও একটি মা’বূদ বানিয়ে দিন, যেমন ঐ লোকদের রয়েছে। তখন মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ তোমরাতো বড়ই অজ্ঞ ও মূর্খ। তাদের পন্থা ও আমল সবই মিথ্যা ও বাতিল। (তাবারী ১৩/৮২)

১৪০। সে বলল ঃ আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে তোমাদের জন্য অন্য মা’বুদের সন্ধান করব? অথচ তিনিই হলেন একমাত্র আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে বিশ্ব জগতে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন!	١٤٠. قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَـٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ
১৪১। স্মরণ কর সেই সময়টির কথা, যখন আমি তোমাদেরকে ফির‘আউনের অনুসারীদের দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়েছি, যারা তোমাদেরকে অতিশয় মর্মান্তিক, কষ্টদায়ক ও ন্যাক্কারজনক শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। এটা ছিল তোমাদের জন্য	١٤١. وَإِذْ أَنجَيْنَـٰكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۖ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٌ

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা।	مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

আল্লাহর অনুগ্রহের কথা বানী ইসরাঈলকে স্মরণ করিয়ে দেয়া

মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে আল্লাহ তা'আলার নি'আমাতসমূহ স্মরণ করাতে গিয়ে বলছেন ঃ 'আল্লাহ তোমাদেরকে ফির'আউনের বন্দীত্ব ও প্রভুত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং রেহাই দিয়েছেন অপমানজনক কাজ থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন মর্যাদা ও সম্মান। তোমাদের শত্রুদেরকে তিনি তোমাদের চোখের সামনে ধ্বংস করেছেন। সুতরাং তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কে হতে পারে? এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা বাকারায় দেয়া হয়েছে।

১৪২। আমি মূসাকে ওয়াদা দিয়েছিলাম ত্রিশ রাতের জন্য এবং আরও দশ দ্বারা ওটা পূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তার রবের নির্ধারিত সময়টি চল্লিশ রাত দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। মূসা তার ভাই হারুনকে বলেছিল ঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদেরকে সংশোধন করার কাজ করতে থাকবে, এবং বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবেনা।	١٤٢. وَوَٰعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَٰثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَٰتُ رَبِّهِۦٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَٰرُونَ ٱخْلُفْنِى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ

মূসার (আঃ) ৪০ দিন সিয়াম পালন ও ইবাদাতে কাটানো

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর যে ইহসান করেছেন তা তিনি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন ঃ তোমাদেরকে আমি হিদায়াত দান করেছি। তোমাদের নাবী মূসা আমার সাথে কথা বলেছেন। আমি তাকে তাওরাত (আসমানী কিতাব) প্রদান করেছি। এর মধ্যে নির্দেশাবলী ও শারীয়াতের যাবতীয় কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) সাথে ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছিলেন। মুফাস্‌সিরগণ বলেন যে, মূসা (আঃ) ঐ দিনগুলিতে সিয়াম পালন করেছিলেন। যখন এই ত্রিশ দিন পূর্ণ হল মূসা (আঃ) গাছের ডাল দিয়ে দাঁত মাজন করেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা চল্লিশ দিন পূর্ণ করার নির্দেশ দিলেন। এরপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলার জন্য তূর পাহাড়ে গমন করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَـٰبَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ قَدۡ أَنجَيۡنَـٰكُم مِّنۡ عَدُوِّكُمۡ وَوَٰعَدۡنَـٰكُمۡ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلۡأَيۡمَنَ

হে বানী ইসরাঈল! আমিতো তোমাদেরকে তোমাদের শত্রু হতে উদ্ধার করেছিলাম, আমি তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তূর পর্বতের দক্ষিণ পার্শ্বে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৮০) মূসা (আঃ) তাঁর ভাই হারূনকে (আঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে গিয়েছিলেন এবং অবস্থা ও পরিবেশ ভাল রাখার উপদেশ দেন যেন ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি না হয়। হারূনকে (আঃ) তাঁর উপদেশ দান শুধু সতর্কতামূলক ছিল। নচেৎ হারূনও (আঃ) স্বয়ং নাবী ছিলেন এবং মহামর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর উপর এবং সমস্ত নাবীর উপর আল্লাহর রাহমাত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

১৪৩। মূসা যখন নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল, তখন তার রাব্ব তার সাথে কথা বললেন। সে তখন নিবেদন করল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে দর্শন দিন। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি আমাকে আদৌ দেখতে পারবেনা, তবে তুমি ঐ পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি	١٤٣. وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَـٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِى وَلَـٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ

فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوْفَ تَرَىٰنِى ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَـٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

ঐ পাহাড় স্বস্থানে স্থির থাকে তাহলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিল, আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। যখন চেতনা ফিরে এলো তখন সে বলল ঃ আপনি মহিমাময়, আপনার পবিত্র সত্তার কাছে আমি তাওবাহ করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম ঈমান আনলাম।

মূসার (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চাওয়া

আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যখন মূসা (আঃ) ওয়াদার স্থানে এলেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে কথা বলার মর্যাদা লাভ করেন তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন ঃ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي হে আমার রাব্ব! আমি আপনাকে দেখতে চাই। আপনাকে দেখার সুযোগ আমাকে দান করুন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন ঃ 'তুমি কখনই আমাকে দেখতে পারনা।' لَنْ تَرَنِي এর মধ্যে যে لَنْ শব্দটি রয়েছে, এটা আলিমদের মধ্যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে। কেননা لَنْ শব্দটি চিরস্থায়ী অস্বীকৃতি বুঝানোর জন্য এসে থাকে। এর উপর ভিত্তি করেই মু'তাযিলা সম্প্রদায় দলীল গ্রহণ করেছেন যে, দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই আল্লাহ তা'আলার দর্শন অসম্ভব। কিন্তু তাদের এই উক্তি খুবই দুর্বল। কেননা এ ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, মু'মিনরা আখিরাতে আল্লাহ তা'আলার দর্শন লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

সেদিন কোন কোন মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ২২-২৩) এর দ্বারা মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে পরকালে দেখতে পাবে।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) বলেন ঃ 'হে মূসা! কোন জীবিত প্রাণী মৃত্যুর পূর্বে আমাকে দেখতে পাবেনা। শুষ্ক জিনিসও আমার আলোকসম্পাতের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/১১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا রাব্ব যখন পাহাড়ের উপর স্বীয় আলোকসম্পাৎ করলেন তখন পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মূসা (আঃ) সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ *অতঃপর তার রাব্ব যখন পাহাড়ে জ্যোতিস্মান হলেন*। এ আয়াতটি পাঠ করেন তখন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি ইশারা করে তুলে ধরেন। (আহমাদ ৩/১২৫) ইমাম তিরমিযীও (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তিনি এটিকে হাসান সহীহ গারীব বলেছেন। (তিরমিযী ৮/৪৫১) ইমাম হাকিমও (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে হামাদ ইব্ন সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটি সহীহ মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তিনি এটি তার গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩২০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা শুধু কনিষ্ঠাঙ্গুলি বরাবর আলোকসম্পাৎ করেন, এর ফলেই মূসা (আঃ) অচেতন হয়ে পড়েন। হুশ ফিরে এলে মূসা (আঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি পবিত্র। আপনার প্রতি কেহই দৃষ্টি রাখতে পারেনা। আপনাকে দেখতে চেয়ে আমি যে ভুল করেছি তার জন্য তাওবাহ করছি। এখন আমার বিশ্বাস হয়ে গেছে এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী।' এখানে ঈমান দ্বারা ঈমান ও ইসলাম উদ্দেশ্য নয়। বরং এখানে বুঝানো হয়েছে ঃ 'আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, আপনার মাখলূক আপনাকে দেখতে পারেনা।'

وَخَرَّ موسَى صَعِقًا এই আয়াত সম্পর্কীয় আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন যে, একজন ইয়াহুদী এসে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করল ঃ 'আপনার একজন আনসারী সাহাবী আমার মুখের উপর এক থাপ্পড় মেরেছে।' ঐ সাহাবীকে ডেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি এই লোকটিকে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সমস্ত মানুষের উপর ফাযীলাত দান করেছেন।' আমি তখন বললাম, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরও কি? সে বলল ঃ 'হ্যাঁ।' এতে আমার ক্রোধের উদ্রেক হয়। তাই আমি তাকে এক থাপ্পড় মেরে দেই। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'তোমরা আমাকে নাবীগণের উপর মর্যাদা দিওনা। মানুষ কিয়ামাতের দিন অজ্ঞান হয়ে যাবে। সর্বপ্রথম চৈতন্য লাভ আমারই হবে। কিন্তু আমি দেখব যে, মূসা (আঃ) আরশের পায়া ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি জানিনা যে, আমার পূর্বে তাঁরই চৈতন্য লাভ হয়েছে, নাকি তিনি অজ্ঞানই হননি। কেননা তূরে আলোক সম্পাতের সময় তিনি একবার সংজ্ঞাহীন হয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৫২, ১৩/৪৫৫; বুখারী ৪৬৩৮, ২৪১২, ৬৯১৭, ৩৩৯৮, ৭৪২৭, ৬৫১৮; মুসলিম ৪/১৮৪৪, ২৩৭৪; আবূ দাঊদ ৪৬৬৮, আহমাদ ২/২৬৪)

১৪৪। আল্লাহ বললেন ঃ হে মূসা! আমি তোমাকেই আমার রিসালাত ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। অতএব আমি তোমাকে যা কিছু দিই তা তুমি গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও।	١٤٤. قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّى ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَـٰلَـٰتِى وَبِكَلَـٰمِى فَخُذْ مَآ ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ
১৪৫। অতঃপর আমি তার জন্য ফলকের উপর সর্ব বিষয়ের উপদেশ এবং সর্ব বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি, (অতঃপর তাকে বললাম) এই হিদায়াতকে দৃঢ়	١٤٥. وَكَتَبْنَا لَهُۥ فِى ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَىْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَىْءٍ فَخُذْهَا

بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا۟ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُو۟رِيكُمْ دَارَ ٱلْفَـٰسِقِينَ	**হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর এবং তোমার সম্প্রদায়কে এর সুন্দর সুন্দর বিধানগুলি মেনে চলতে আদেশ কর। আমি ফাসেক বা সত্যত্যাগীদের আবাসস্থান শীঘ্রই তোমাদেরকে প্রদর্শন করাব।**

মূসাকে (আঃ) আল্লাহর মনোনয়ন এবং ফলক প্রদান

এখানে আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে মূসা! আমি তোমাকে রিসালাতের জন্য ও আমার সাথে বাক্যালাপের জন্য সমস্ত লোকের মধ্য থেকে বেছে নিয়েছি।' তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদমের (আঃ) সমস্ত সন্তানের সরদার বা নেতা। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে খাতিমুল আম্বিয়া বানিয়েছেন। তাঁর শারীয়াত কিয়ামাত পর্যন্ত চালু থাকবে এবং তাঁর উম্মাতের সংখ্যা সমস্ত নাবীর উম্মাতের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হবে। মর্যাদা ও ফাযীলাতের দিক দিয়ে তাঁর পরে ইবরাহীম খলীলের (আঃ) স্থান। অতঃপর মূসা ইব্ন ইমরান কালীমুল্লাহর (আঃ) স্থান। আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করে বলেন ঃ

فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ আমি তোমাকে যে কালাম দান করেছি তা তুমি গ্রহণ কর এবং সে জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আর যা সহ্য করার তোমার শক্তি নেই তা যাঞ্চা করনা। এরপর সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, এই তাখতী বা ফলকে প্রত্যেক বিষয়ের উপদেশ এবং প্রত্যেক হুকুমের ব্যাখ্যা বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাতে উপদেশাবলী ও নির্দেশাবলী বিস্তারিতভাবে লিখে দিয়েছিলেন এবং সমস্ত হারাম এবং হালালও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এই ফলকের উপর তাওরাত লিখিত ছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ لِلنَّاسِ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩)

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ 'দৃঢ় হস্তে শক্তভাবে গ্রহণ কর' অর্থাৎ আনুগত্যের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ কর এবং স্বীয় সম্প্রদায়কেও নির্দেশ দাও যে, তারা যেন, উত্তমরূপে এর উপর আমল করে। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, আবূ সা'দ (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে আদেশ করেন যে, তাঁকে যা প্রদান করা হয়েছে তা যেন তিনি শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেন এবং ওর উপর আমল করেন, এবং তাঁর লোকদেরকেও তিনি যেন এ বিষয়ে নির্দেশ দেন। (তাবারী ১৩/১১০)

سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ হে মূসা! যারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে ও আমার আনুগত্যের বাইরে চলে যাবে তাদের পরিণাম কি হবে অর্থাৎ কিভাবে তারা ধ্বংস হবে তা আমি শীঘ্রই তোমাকে দেখাব।

১৪৬। পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার করে বেড়ায় আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ হতে ফিরিয়ে রাখব, প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখার পরেও তারা তাতে ঈমান আনবেনা, তারা যদি সৎ পথ দেখতে পায় তবুও সেই পথ সৎ পথ বলে গ্রহণ করবেনা। কিন্তু তারা ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখলে তাকেই তারা গ্রহণ করবে। এর কারণ হল, তারা আমার নিদর্শন-সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা তা থেকে

١٤٦. سَأَصۡرِفُ عَنۡ ءَايَـٰتِيَ
ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ
بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَإِن يَرَوۡاْ كُلَّ ءَايَةٖ
لَّا يُؤۡمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوۡاْ سَبِيلَ
ٱلرُّشۡدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلٗا وَإِن
يَرَوۡاْ سَبِيلَ ٱلۡغَيِّ يَتَّخِذُوهُ
سَبِيلٗاۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَذَّبُواْ

সম্পূর্ণ রূপে অমনোযোগী ছিল।	بِـَٔايَـٰتِنَا وَكَانُواْ عَنۡهَا غَـٰفِلِينَ
১৪৭। যারা আমার নিদর্শনসমূহ ও আখিরাতের সাক্ষাত মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাদের সমুদয় 'আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, তারা যা করে তদনুযায়ী তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে।	١٤٧. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا وَلِقَآءِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡۚ هَلۡ يُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ

অহংকারী কখনও আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত হয়না

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ যারা আমার আনুগত্য অস্বীকার করে এবং বিনা কারণে মানুষের কাছে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি শারীয়াত ও আহকাম অনুধাবন করা থেকে বঞ্চিত করে দিব যা আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও একাত্মবাদের উপর অকাট্য প্রমাণ। অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفۡـِٔدَتَهُمۡ وَأَبۡصَـٰرَهُمۡ كَمَا لَمۡ يُؤۡمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যেই বিভ্রান্ত থাকতে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্ফ, ৬১ ঃ ৫)

এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তাদের থেকে কুরআন বুঝার মূল জ্ঞান ছিনিয়ে নিবেন এবং স্বীয় নিদর্শনাবলী থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করবেন। (তাবারী ১৩/১১২) এটা হচ্ছে ইব্‌ন উয়াইনার (রহঃ) চিন্তাধারা। ইব্‌ন জারীর (রহঃ) সুফিয়ানের (রহঃ) বরাতে বলেন যে, এই আয়াতের ইঙ্গিত এই উম্মাতের দিকেও রয়েছে। (তাবারী ১৩/১১৩) কিন্তু এটা অবশ্যম্ভাবী নয়। ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) এটাকে প্রত্যেক উম্মাতের ব্যাপারেই প্রযোজ্য বলে থাকেন এবং উম্মাতদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননা। আল্লাহ তা'আলা সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا তারা যতই আয়াত শ্রবণ করুক না কেন, ঈমান আনবেনা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَآءَتْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً যদি তারা সৎ পথ দেখতেও পায় তবুও সেই পথ গ্রহণ করবেনা, কিন্তু তারা যদি ভ্রান্ত ও গুমরাহীর পথ দেখতে পায় তাহলে ওকেই জীবন পথরূপে গ্রহণ করবে। এর কারণ এই যে, আমার আয়াতসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তা থেকে সম্পূর্ণরূপে অমনোযোগী থেকেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ আমার আয়াতসমূহকে যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং পরকালের সাক্ষাৎকে অবিশ্বাস করেছে এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত থেকেছে তাদের সৎ আমলের সাথে সাথে ঈমান না থাকার কারণে তাদের সমস্ত সৎ আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং এ সবগুলি ছিনিয়ে নেয়া হবে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ তাদের আমল অনুযায়ী আমি তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করব। অর্থাৎ ঈমানের সাথে ভাল আমল করলে ভাল প্রতিফল দেয়া হবে এবং মন্দ আমল করলে মন্দ প্রতিফলই দেয়া হবে। যেমন কর্ম তেমনই ফল।

১৪৮। আর মূসার চলে যাবার পর অলংকার দ্বারা একটি বাছুরের (মত) পুতুল তৈরী করল, ওটা হতে গরুর মত শব্দ বের হত। তারা কি দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলেনা এবং তাদেরকে কোন পথও দেখিয়ে দেয়না? তবুও তারা ওটাকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করল। বস্তুতঃ তারা ছিল বড় অত্যাচারী।	١٤٨. وَٱتَّخَذَ قَوۡمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعۡدِهِۦ مِنۡ حُلِيِّهِمۡ عِجۡلٗا جَسَدٗا لَّهُۥ خُوَارٌۚ أَلَمۡ يَرَوۡاْ أَنَّهُۥ لَا يُكَلِّمُهُمۡ وَلَا يَهۡدِيهِمۡ سَبِيلًاۘ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَٰلِمِينَ
১৪৯। আর যখন তারা লজ্জিত হল এবং দেখল যে, (প্রকৃত পক্ষে) তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, তখন তারা বলল ঃ আমাদের প্রভু যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।	١٤٩. وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيۡدِيهِمۡ وَرَأَوۡاْ أَنَّهُمۡ قَدۡ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمۡ يَرۡحَمۡنَا رَبُّنَا وَيَغۡفِرۡ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

বাছুরের পূজা করার ঘটনা

আল্লাহ সুবহানাহু বর্ণনা করছেন যে, বানী ইসরাঈলের বিভ্রান্ত লোকেরা বাছুর পূজা করেছিল। কিবতীদের নিকট থেকে যেসব অলংকার ধারে নেয়া হয়েছিল সেগুলো দ্বারা সামিরী একটি বাছুর তৈরী করেছিল। ওর ভিতর ঐ মুষ্টি মাটি

নিক্ষেপ করেছিল যা সে জিবরাঈলের (আঃ) ঘোড়ার পায়ের চিহ্ন থেকে গ্রহণ করেছিল। ঐ বাছুরের মধ্য থেকে গাভীর আওয়াজের মত আওয়াজ বের হতে লাগল। এ সবকিছুই মূসার (আঃ) অনুপস্থিতির সময় ঘটেছিল। তূরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এই ফিতনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন। তাই মূসাকে (আঃ) সম্বোধন করা হচ্ছে ঃ

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

আমি তোমার সম্প্রদায়কে পরীক্ষায় ফেলেছি তোমার চলে আসার পর সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৮৫) ঐ বাছুরটিকে রক্ত-মাংস দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল, নাকি ওর মধ্য থেকে শব্দ বের হচ্ছিল, না কি ওটাকে সোনা দ্বারা তৈরী করা হয়েছিল এবং ওর মধ্যে বাতাস প্রবেশ করেছিল কিনা, ফলে ওর মধ্য থেকে গাভীর শব্দ বের হচ্ছিল, এ ব্যাপারে তাফসীরকারকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কথিত আছে যে, ঐ বাছুরটিকে তৈরী করার পর যখন ওটা গাভীর মত শব্দ করতে শুরু করল তখন জনগণ ওর চতুর্দিকে নাচতে নাচতে প্রদক্ষিণ করতে লাগল এবং তারা বড় রকমের ফিতনায় পতিত হল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে শুরু করল ঃ 'এটাই আমাদের মা'বূদ এবং মূসারও (আঃ) মা'বূদ। মূসা (আঃ) ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছেন।'

أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا

তাহলে কি তারা দেখেনা যে, ওটা তাদের কথায় সাড়া দেয়না এবং তাদের কোন ক্ষতি অথবা উপকার করার ক্ষমতাও রাখেনা? (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৮৯) তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً তারা কি এটুকুও বুঝেনা যে, ওটা শব্দ করছে তাতে কি হয়েছে? ওটাতো তাদের কোন কথার উত্তর দিতে পারেনা! না তাদের কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে!' সুতরাং অত্র আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তারা কি দেখেনি যে, ওটা তাদের সাথে কথা বলেনা এবং তাদেরকে কোন পথও দেখায়না? তবুও তারা ওটাকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করল, বস্তুতঃ তারা ছিল বড় অত্যাচারী।' তারা বাছুরকে মা'বূদ রূপে গ্রহণ করার ফলে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাকেও ভুলে গেল। তাদের অন্তরে অজ্ঞতা ও মূর্খতার পর্দা পড়ে গেছে।

অতঃপর যখন তারা নিজেদের কর্মের উপর লজ্জিত হল এবং বুঝতে পারল যে, বাস্তবিকই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে তখন বলতে লাগল ঃ

وَرَأَوْاْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং দয়া না করেন তাহলে আমরা বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হব ও ধ্বংস হয়ে যাব। যা হোক, তারা নিজেদের পাপকে স্বীকার করে নিল এবং অনুশোচনা করল।

১৫০। মূসা রাগান্বিত বিক্ষুদ্ধ অবস্থায় নিজ জাতির নিকট ফিরে এসে বলল ঃ আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কত নিকৃষ্ট প্রতিনিধিত্ব করেছ, তোমরা তোমাদের প্রভুর নির্দেশের পূর্বেই কেন তাড়াহুড়া করতে গেলে? অতঃপর সে ফলকগুলি ফেলে দিল এবং স্বীয় ভাইয়ের মস্তক (চুল) ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল। সে (হারুণ) বলল ঃ হে আমার মাতার পুত্র! এই লোকগুলি আমাকে পরাভূত করে ফেলেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। অতএব তুমি আমাকে শত্রু সমক্ষে হাস্যাস্পদ করনা, আর এই যালিম লোকদের মধ্যে আমাকে গণ্য করনা।	١٥٠. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ غَضۡبَٰنَ أَسِفٗا قَالَ بِئۡسَمَا خَلَفۡتُمُونِي مِنۢ بَعۡدِيٓۖ أَعَجِلۡتُمۡ أَمۡرَ رَبِّكُمۡۖ وَأَلۡقَى ٱلۡأَلۡوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأۡسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥٓ إِلَيۡهِۚ قَالَ ٱبۡنَ أُمَّ إِنَّ ٱلۡقَوۡمَ ٱسۡتَضۡعَفُونِي وَكَادُواْ يَقۡتُلُونَنِي فَلَا تُشۡمِتۡ بِيَ ٱلۡأَعۡدَآءَ وَلَا تَجۡعَلۡنِي مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظَّٰلِمِينَ
১৫১। তখন মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন!	١٥١. قَالَ رَبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِأَخِي

وَأَدۡخِلۡنَا فِى رَحۡمَتِكَ‌ۖ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ	**আর আমাদেরকে আপনার রাহমাতের মধ্যে দাখিল করুন! আপনি সব চেয়ে দয়াবান।**

মূসা (আঃ) যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করে স্বীয় কাওমের নিকট ফিরে আসেন তখন তিনি ছিলেন অত্যন্ত রাগান্বিত ও ভারাক্রান্ত। অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِيَ তোমাদের নিকট থেকে আমার বিদায়ের পর বাছুর-পূজায় লিপ্ত হয়ে তোমরা বাস্তবিকই অত্যন্ত অন্যায় ও মন্দ কাজ করেছ। أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ তোমরা কি অতি তাড়াতাড়ি আল্লাহর শাস্তি ডেকে আনার ইচ্ছা করেছিলে? আর আল্লাহর বাক্যালাপ থেকে সরিয়ে আমাকে সত্বর ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলে? আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَلْقَى الأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ কঠিন রাগতঃ স্বরে তিনি ফলকগুলি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন এবং ভাই হারুণের (আঃ) মাথা ধরে নিজের দিকে সজোরে টেনে আনেন। এই ঘটনাটি নিম্নের হাদীসটিকে প্রমাণিত করছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ 'শ্রুত সংবাদ দৃশ্যের মত নয়।' (আহমাদ ১/২৭১) আর প্রকাশ্য বচন হচ্ছে এই যে, মূসা (আঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফলকগুলি তাঁর কাওমের সামনে নিক্ষেপ করেন। এটা হচ্ছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিজ্ঞজনদের উক্তি। মূসা (আঃ) যে স্বীয় ভাই হারুনকে (আঃ) তাঁর মাথা ধরে টেনেছিলেন তার কারণ ছিল এই যে, তাঁর ধারণায় হারুণ (আঃ) জনগণকে বাছুর পূজায় বাধা দেয়ার ব্যাপারে অবহেলা করেছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

قَالَ يَٰهَٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذۡ رَأَيۡتَهُمۡ ضَلُّوٓاْ. أَلَّا تَتَّبِعَنِ‌ۖ أَفَعَصَيۡتَ أَمۡرِى. قَالَ يَبۡنَؤُمَّ لَا تَأۡخُذۡ بِلِحۡيَتِى وَلَا بِرَأۡسِىٓ‌ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقۡتَ بَيۡنَ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَلَمۡ تَرۡقُبۡ قَوۡلِى

মূসা বলল ঃ হে হারুণ! তুমি যখন দেখলে যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল আমার অনুসরণ হতে? তাহলে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে? হারুণ বলল ঃ হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও কেশ ধরে আকর্ষণ করনা; আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে ঃ তুমি বানি ইসরাঈলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ ও আমার বাক্য পালনে যত্নবান হওনি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৯২-৯৪) এখানে বলা হয়েছে, তখন হারুণ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلاَ تُشْمِتْ بِيَ الأعْدَاء وَلاَ تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ হে আমার মায়ের পুত্র! আমার দাড়ি বা মাথার চুল ধরে টানবেনা, আমার এ ভয়তো ছিলই যে, তুমি না জানি বলবে ঃ তুমি আমার জন্য কেন অপেক্ষা করনি এবং বানী ইসরাঈলকে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কেন নিক্ষেপ করেছ? হে আমার ভাই! এ লোকগুলো আমার কোনই পরওয়া করেনি। তারা আমাকে দুর্বল মনে করেছিল। এমন কি তারা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। শত্রুদের সামনে তুমি আমাকে হাস্যস্পদ করনা এবং আমাকে এই অত্যাচারীদের মধ্যে গণ্য করনা। 'হে আমার মায়ের পুত্র' হারুণের (আঃ) এ ভাষা প্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিল মূসার (আঃ) মনকে আকর্ষণ করা, যেন তাঁর প্রতি দয়ার উদ্রেক হয়। নচেৎ, তিনি পিতা ও মাতা উভয়ের দিক থেকেইতো মূসার (আঃ) ভাই ছিলেন। যখন মূসার (আঃ) কাছে তাঁর ভাই হারুণ নির্দোষ প্রমাণিত হলেন তখন তিনি হারুনকে (আঃ) ছেড়ে দিলেন। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِى

হারুণ তাদেরকে পূর্বেই বলেছিল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারাতো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে; তোমাদের রাব্ব দয়াময়, সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৯০) এ জন্যই মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ হে আমার রাব্ব! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করুন। আমাদের উভয়কে আপনার রাহমাতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। আপনি হচ্ছেন সবচেয়ে বড় দয়ালু। ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

Contents

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) উপর দয়া করুন। দর্শকের কথা ও শ্রোতার কথা পৃথক হয়ে থাকে। মহামহিমান্বিত আল্লাহ মূসাকে (আঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন, 'তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে তোমার কাওম শির্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।' এ কথা শুনে তিনি ফলকগুলি নিক্ষেপ করেননি। কিন্তু যখন তিনি স্বচক্ষে তাদেরকে শির্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে দেখেন তখন তিনি ক্রোধভরে ফলকগুলি ছুঁড়ে ফেলে দেন।' (ইব্ন মাজাহ ২/৩৮০)

১৫২। যারা গো-বৎসকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে, অবশ্যই তারা এই পার্থিব জীবনে তাদের রবের গযব ও লাঞ্ছনায় নিপতিত হবে, মিথ্যা রচনাকারীদেরকে আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।	١٥٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلۡعِجۡلَ سَيَنَالُهُمۡ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمۡ وَذِلَّةٌ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُفۡتَرِينَ
১৫৩। যারা খারাপ কাজ করে, এরপর তাওবাহ করলে ও ঈমান আনলে, তোমার আল্লাহতো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।	١٥٣. وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنۢ بَعۡدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

গো-বৎস পূজার শাস্তিস্বরূপ বানী ইসরাঈলের উপর যে গযব নাযিল হয়েছিল তা ছিল এই যে, তাদের তাওবাহ ঐ পর্যন্ত কবূল হবেনা যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশক্রমে পরস্পর একে অপরকে হত্যা করে। সূরা বাকারায় এ ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

فَتُوبُوٓاْ إِلَىٰ بَارِئِكُمۡ فَٱقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ عِندَ بَارِئِكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

অতএব তোমরা তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তোমরা তোমাদের নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জন দাও, তোমাদের রবের নিকট এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; অনন্তর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করলেন, নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, করুণাময়। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৪)

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ মিথ্যা রচনাকারীদেরকে (বিদ'আতী) আমি এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। এই অপমান ও লাঞ্ছনা প্রত্যেক মিথ্যা রচনাকারীর জন্য কিয়ামাত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। সুফইয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) বলেন যে, প্রত্যেক বিদ'আতপন্থী এভাবেই অপমানিত হবে। যে বিদ'আত চালু করবে সে এই শাস্তিই পাবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা এবং বিদ'আতের বোঝা তার অন্তর থেকে বের হয়ে তার স্কন্ধের উপর এসে পড়বে। হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, সে পার্থিব জগতে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় অবস্থান করলেও তার চেহারায় অপমানের ছাপ লেগে যাবে। আইউব আল সাখসিয়ানী (রহঃ) আবূ কিলাবাহ আল যারমী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মিথ্যা রচনাকারী/বিদ'আতী কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ শাস্তি পেতে থাকবে। (তাবারী ১৩/১৩৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ আল্লাহ হচ্ছেন তাওবাহ কবূলকারী। যত বড় পাপীই হোক না কেন, তাওবাহর পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই পাপীকে ক্ষমা করে দিবেন। যদি কেহ কুফরী, শির্‌ক ও নিফাকের কাজও করে, অতঃপর আন্তরিকতার সাথে তাওবাহ করে তাহলে সেই পাপও আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন।

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন মাসঊদকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একটি লোক কোন এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করল, অতঃপর তাকে সে বিয়ে করল, এর কি হবে? উত্তরে তিনি এ আয়াতটিই পাঠ করলেন ঃ

وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ যে ব্যক্তি পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পর তাওবাহ করে এবং ঈমান আনে, জেনে রেখ যে, এর পরেও তোমার রাব্বকে তুমি ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) দশবার এই আয়াতটি পাঠ করেন। তিনি তাদেরকে এর নির্দেশও দিলেননা এবং তা থেকে নিষেধও করলেননা। (দুররুল মানসুর ৩/৫৬৬)

Contents

১৫৪। মূসার ক্রোধ যখন প্রশমিত হল তখন সে প্রস্তর ফলকগুলি তুলে নিল, তাতে লিখা ছিল ঃ যারা তাদের রাব্বকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে হিদায়াত ও রাহমাত।	١٥٤. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلۡغَضَبُ أَخَذَ ٱلۡأَلۡوَاحَۖ وَفِي نُسۡخَتِهَا هُدٗى وَرَحۡمَةٞ لِّلَّذِينَ هُمۡ لِرَبِّهِمۡ يَرۡهَبُونَ

শান্ত হওয়ার পর মূসা (আঃ) ফলকগুলি আবার তুলে নেন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, যখন মূসার (আঃ) ক্রোধ প্রশমিত হল তখন তিনি প্রস্তর ফলকগুলি উঠিয়ে নিলেন যেগুলি তিনি কঠিন ক্রোধের কারণে ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর এ কাজটা ছিল মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধের কারণে। ইরশাদ হচ্ছে, এর মধ্যে হিদায়াত ও রাহমাত ছিল ঐ লোকদের জন্য যারা তাদের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করে। অধিকাংশ মুফাস্সির বলেন যে, যখন তিনি ওগুলি নিক্ষেপ করেছিলেন তখন সেগুলি ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারপর তিনি সেগুলি একত্রিত করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করেই পূর্ববর্তী কোন কোন বিজ্ঞজন বলেন যে, ঐ ভাঙ্গা ফলকগুলিতে হিদায়াত ও রাহমাতের আহকাম লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু তফসীল সম্পর্কিত আহকাম নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ধারণা করা হয় যে, ইসরাঈলী বাদশাহদের পুস্তকাগারে ইসলামী শাসনের যুগ পর্যন্ত এই খণ্ডগুলি বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

১৫৫। মূসা তার সম্প্রদায় হতে সত্তর জন নেতৃস্থানীয় লোক আমার নির্ধারিত স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য নির্বাচন করল, যখন ঐ লোকগুলি একটি কঠিন ভূ-কম্পনে আক্রান্ত হল তখন মূসা বলল ঃ হে আমার রাব্ব!	١٥٥. وَٱخۡتَارَ مُوسَىٰ قَوۡمَهُۥ سَبۡعِينَ رَجُلٗا لِّمِيقَٰتِنَاۖ فَلَمَّآ أَخَذَتۡهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ قَالَ

আপনি ইচ্ছা করলে এর পূর্বেও ওদেরকে এবং আমাকে ধ্বংস করতে পারতেন, আমাদের মধ্যকার কতক নির্বোধ লোকের অন্যায়ের কারণে কি আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন? এটাতো আপনার পরীক্ষা, আপনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন, আপনিইতো আমাদের অভিভাবক। সুতরাং আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করুন, এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, ক্ষমাকারীদের মধ্যে আপনিইতো উত্তম ক্ষমাকারী।	رَبِّ لَوۡ شِئۡتَ أَهۡلَكۡتَهُم مِّن قَبۡلُ وَإِيَّٰيَۖ أَتُهۡلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآۖ إِنۡ هِيَ إِلَّا فِتۡنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهۡدِي مَن تَشَآءُۖ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَاۖ وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلۡغَٰفِرِينَ
১৫৬। অতএব আমাদের জন্য এই দুনিয়ায় ও পরকালে কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন, আমরা আপনার নিকটই প্রত্যাবর্তন করেছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং আমি তাদের জন্যই কল্যাণ অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের	١٥٦. وَٱكۡتُبۡ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ إِنَّا هُدۡنَآ إِلَيۡكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِۦ مَنۡ أَشَآءُۖ وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ

Contents

প্রতি ঈমান আনে।	وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَـٰتِنَا يُؤْمِنُونَ

বানী ইসরাঈলের ৭০ জন লোকের নির্দিষ্ট স্থানে গমন এবং তাদের অবাধ্যাচরণের কারণে মৃত্যু

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) সত্তরজন লোক নির্বাচন করার আদেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং মূসা (আঃ) এরূপ সত্তরজন লোক নির্বাচন করে তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর কাছে দু'আ করল তখন নিম্নরূপ কথা বলল ঃ

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন কিছু দান করুন যা আপনি ইতোপূর্বে কেহকে দান করেননি এবং না আমাদের পরে কেহকেও দান করবেন।' তাদের এই প্রার্থনা আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হলনা। সুতরাং ভূমিকম্প তাদেরকে ঘিরে ফেললো। সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) এমন ত্রিশজনসহ আসতে বলেছিলেন যারা গো-বৎস পূজার কারণে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং দু'আর জন্য একটা সময় ও স্থান নির্ধারণ করেছিল। মূসা (আঃ) সত্তরজন লোক নির্বাচন করলেন, যাদেরকে নিয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বের হলেন। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে নিয়ে অঙ্গীকার স্থলে পৌঁছলেন তখন তারা তাঁকে বলল ঃ

حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً

আমরা আল্লাহকে প্রকাশ্যভাবে দর্শন না করা পর্যন্ত তোমাকে বিশ্বাস করবনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৫৫) এই স্পর্দ্ধামূলক কথার শাস্তি হিসাবে ঃ

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ

অতঃপর তাদের অবাধ্যতার জন্য বজ্রপাত তাদেরকে আক্রমণ করেছিল। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৫৩) মূসা (আঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা জানিয়ে বললেন ঃ

Contents

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ হে আমার রাব্ব! আমি এখন বানী ইসরাঈলের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে কি জবাব দিব? এরাতো তাদের মধ্যে ভাল লোক ছিল, আপনি তাদেরকেও ধ্বংস করে দিলেন। হে আল্লাহ! যদি আপনি তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করে দিতেন। (তাবারী ১৩/১৪১)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলের মধ্য থেকে সত্তরজন খুবই ভাল লোককে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 'চল, আল্লাহর কাছে যাই। তোমরা কাওমের অবশিষ্ট লোকদের পক্ষ থেকে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তোমরা তাওবাহ কর, সিয়াম পালন কর এবং শরীর ও কাপড় পবিত্র করে নাও।' অতঃপর তিনি নির্ধারিত দিনে তাদেরকে নিয়ে তূরে সিনাইর দিকে চললেন। এর সবকিছুই আল্লাহর অবগতি ও অনুমতিক্রমে হয়েছিল। যে সত্তরজন লোক যারা মূসার (আঃ) পরিচালনাধীনে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে এসেছিল তারা বলল ঃ হে মূসা! আল্লাহর সাথে আপনার বাক্যালাপ হয়ে থাকে, আমাদেরকে তা শুনতে দিন। মূসা (আঃ) বললেন ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। অতঃপর যখন মূসা (আঃ) পাহাড়ের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি একটা অত্যন্ত ঘন মেঘখণ্ডের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পাহাড়টিও মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। মূসা (আঃ) মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং তাঁর লোকগুলোকে বললেন ঃ তোমরাও আমার নিকটবর্তী হয়ে যাও। আল্লাহ তা'আলা যখন মূসার (আঃ) সাথে কথা বলতেন তখন এমন আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠত যে, কেহই তা সহ্য করতে পারতনা। এ জন্য তিনি তাঁর অবস্থানের নিচে পর্দা ফেলে দিতেন। ঐলোকগুলো যখন মেঘখণ্ডের নিকট এসে ওর মধ্যে প্রবেশ করল তখন তারা সাজদায় পড়ে গেল। তারা মূসা (আঃ) ও আল্লাহর কথা শুনতে লাগল। তিনি মূসাকে (আঃ) আদেশ ও নিষেধ করে বলেছিলেন ঃ 'এটা কর এবং ওটা করনা।' যখন তিনি ওটা থেকে মুক্ত হলেন এবং মেঘ সরে গেল তখন তিনি ঐ লোকদের দিকে মুখ ফিরালেন। তারা তাঁকে বলল ঃ হে মূসা! যে পর্যন্ত না আপনি আমাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহকে দেখাবেন সে পর্যন্ত আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবনা। তাদের এই ঔদ্ধত্যের কারণে বিজলী তাদেরকে পাকড়াও করল। তাদের প্রাণপাখী দেহ থেকে বেরিয়ে গেল। তারা মৃত অবস্থায় পড়ে রইল। এ দেখে মূসা (আঃ) বিলাপের সুরে বলতে লাগলেন ঃ

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ হে আল্লাহ! আপনি যখন এদেরকে ধ্বংস করারই ইচ্ছা করেছিলেন তখন তাদের সাথে আমাকেও ধ্বংস করলেননা কেন? (তাবারী ১৩/১৪০) এরা বোকামীর কাজ করেছে। বানী ইসরাঈলের যারা আমার অনুসরণ করেছে তাদেরকে কি আপনি ধ্বংস করে দিবেন?

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেন ঃ 'ঐ লোকগুলোর উপর শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কারণ ছিল এই যে, তাদের সামনে গো-বৎসের পূজা চলছিল, অথচ তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছিল। তাদের কাওমকে তারা ঐ শির্‌কের কাজ থেকে নিষেধ পর্যন্ত করেনি।' (তাবারী ১৩/১৪৩-১৪৪) এ জন্যই মূসা (আঃ) তাদেরকে নির্বোধ নামে অভিহিত করে বলেছিলেন ঃ

أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءِ مِنَّا হে আল্লাহ! আপনি কি নির্বোধদের কারণে আমাদেরকে শাস্তি দিবেন? তাদের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন ঃ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ হে আল্লাহ! এটা আপনার একটা পরীক্ষা। নিম্নরূপে তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করেছিলেন ঃ

أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ হে আল্লাহ! এটাতো আপনার পক্ষ থেকে একটা পরীক্ষা। একমাত্র আপনারই হুকুম চলে থাকে। আপনি যা চান তাই হয়। হিদায়াত দান ও পথভ্রষ্টকরণ আপনারই হাতে। আপনি যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ কুপথ দেখাতে পারেনা। আপনি যাকে দান থেকে বিমুখ করেন তাকে কেহ দান করতে পারেনা। পক্ষান্তরে আপনি যাকে দান করেন তা তার থেকে কেহ ছিনিয়ে নিতে পারেনা। রাজ্যের মালিক আপনিই। হুকুম দেয়ার অধিকার একমাত্র আপনারই রয়েছে। খাল্‌ক ও আমর আপনার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।

এরপর মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন ঃ وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ হে আল্লাহ! আপনিই আমাদের অলী বা অভিভাবক। সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন ও আমাদের উপর দয়া করুন। কেননা আপনিই হচ্ছেন সর্বোত্তম ক্ষমাশীল।

غُفْرَانٌ এর সঙ্গে যখন رَحْمَةٌ যুক্ত হয় তখন ভাবার্থ হয় 'ক্ষমা করে দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলার তাকে আগামীতে পুনরায় পাপে জড়িত না করা।' وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَـٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই দুনিয়ায়ও কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ নির্ধারিত করুন। حَسَنَةٌ এর তাফসীর সূরা বাকারায় হয়ে গেছে।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), ইবরাহীম আত তাইমী (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে إِنَّا هُدْنَـا إِلَيْكَ এর অর্থ করেছেন, আমরা অনুতপ্ত এবং তোমারই কাছে ফিরে এসেছি। (তাবারী ১৩/১৫৪-৫৫)

আল্লাহর দয়া তাদের জন্য যাদের রয়েছে তাকওয়া এবং তাঁর ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) প্রতি ঈমান

তিনি (আল্লাহ) বলেন ঃ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ যাকে ইচ্ছা আমি আমার শাস্তি দিয়ে থাকি, আর আমার করুণা ও দয়া প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে, সুতরাং কল্যাণ আমি তাদের জন্যই অবধারিত করব যারা পাপাচার হতে বিরত থাকে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি ঈমান আনে। মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ হে আল্লাহ! এটা আপনার পরীক্ষা। তাই ইরশাদ হচ্ছে ঃ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ শাস্তি সে'ই পায় যাকে শাস্তি দেয়ার আমি ইচ্ছা করি এবং মনে করি যে, তার শাস্তি হওয়াই উচিত। নচেৎ আমার করুণাতো প্রতিটি জিনিসকেই পরিব্যাপ্ত করে রয়েছে। আমি যা চাই তাই করি। প্রতিটি কাজে নিপুণতা ও ন্যায় পরায়ণতার অধিকার আমারই। রাহমাতযুক্ত আয়াত খুবই বিরাট ও ব্যাপক এবং সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরশ বহনকারী মালাইকার মুখে উচ্চারিত হয় ঃ

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

হে আমাদের রাব্ব! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৭)

জুনদুব ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক বেদুঈন এলো। সে তার উটটি বসিয়ে বাঁধলো। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে সালাত আদায় করল। সালাত শেষে উষ্ট্রীটিকে খুলে সে ওর উপর সাওয়ার হল এবং দু'আ করতে লাগল ঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমার উপর ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দয়া করুন। এই দয়ায় আপনি অন্য কেহকেও শরীক করবেননা।' তার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ 'আচ্ছা বলত, এই লোকটি বেশি পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ, নাকি তার উটটি? সে যা বলছে তা তোমরা শুনেছ কি?' সাহাবীগণ বললেন ঃ 'হ্যাঁ শুনেছি।' তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহর রাহমাত অতি প্রশস্ত। তিনি স্বীয় রাহমাতকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন। এক ভাগ তিনি সমস্ত মাখলূকের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন। দানব, মানব এবং চতুস্পদ জন্তু সবাই এক ভাগের অংশ থেকেই অংশ পেয়েছে। বাকী নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের জন্য নির্দিষ্ট রেখেছেন। এবার বলতো, এই উভয়ের মধ্যে কে বেশি পথভ্রষ্ট ও নির্বোধ?' (আহমাদ ৪/৩১২, আবূ দাঊদ ৫/১৯৭)

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাহমাতকে একশ' ভাগে ভাগ করেছেন। এই একশ' ভাগের মধ্যে মাত্র এক ভাগ দেয়ার কারণেই সৃষ্টজীব একে অপরের উপর করুণা ও মমতা দেখিয়ে থাকে। এমন কি এ কারণেই সমস্ত জীব-জন্তু নিজেদের সন্তান ও বাচ্চাদের উপর স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করে থাকে। বাকী নিরানব্বই ভাগ করুণা তাঁর কাছেই রয়েছে যা তিনি কিয়ামাত দিবসে প্রদর্শন করবেন। (আহমাদ ৫/৪৩৯, মুসলিম ৪/২১০৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ঐ ব্যক্তিই আমার রাহমাতের হকদার হবে, যে আমাকে ভয় করে ও পরহেজগারী অবলম্বন করে। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

তোমাদের রাব্ব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৪)

Contents

'তারা তাকওয়া অবলম্বন করে' অর্থাৎ শির্ক ও বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) থেকে বেঁচে থাকে। আর 'তারা যাকাত প্রদান করে।' বলা হয়েছে যে, এখানে যাকাত দ্বারা নাফ্সের যাকাত অথবা মালের যাকাত বুঝানো হয়েছে কিংবা দু'টিকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা এটা হচ্ছে মাক্কী আয়াত।

وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে। অর্থাৎ ওগুলির সত্যতা স্বীকার করে।

১৫৭। যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়, যে মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেয় ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করে, আর সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে, আর তাদের উপর চাপানো বোঝা ও বন্ধন হতে তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং তার প্রতি যারা ঈমান রাখে, তাকে সম্মান করে এবং সাহায্য করে ও সহানুভূতি প্রকাশ করে, আর সেই আলোকের অনুসরণ করে চলে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই (ইহকালে ও

١٥٧. ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ
ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ
مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ
وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ
لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
ٱلْخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَٱلْأَغْلَٰلَ ٱلَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ
فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِهِۦ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلنُّورَ ٱلَّذِىٓ
أُنزِلَ مَعَهُۥٓ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ

ٱلۡمُفۡلِحُونَ	পরকালে) সাফল্য লাভ করবে।

বিভিন্ন নাবীদের কিতাবে রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) বর্ণনা

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي

التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ যারা নিরক্ষর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করে এবং মুসলিম হয়, তারা সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সম্যক অবগত যে ভবিষ্যদ্বাণী তাদের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জীলে উম্মী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে করা হয়েছে। নাবীগণের গ্রন্থসমূহে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলী উল্লিখিত আছে। ঐসব গ্রন্থে নাবীগণ নিজ নিজ উম্মাতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন এবং তাঁর মাযহাব গ্রহণ করার হিদায়াত করে গেছেন। তাদের আলেম ও ধর্মযাজকরা তা অবগত আছেন।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে, আবূ শাখর আল উকাইলী (রহঃ) বলেছেন ঃ একজন বেদুইন বর্ণনা করেছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একবার আমি দুধেল উট বিক্রি করার উদ্দেশে মাদীনায় গমন করি। উটটি বিক্রি করে আমি মনে মনে বলি, এবার ঐ লোকটির (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর মুখের কিছু বাণী শুনে নেই। আমি দেখি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) সাথে কোথায় যেন যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের পিছু পিছু চললাম। তাঁরা তিনজন এমন এক ইয়াহুদীর বাড়ী পৌঁছলেন যে তাওরাতের জ্ঞান রাখত। তার ছেলে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিল। ছেলেটি ছিল নব যুবক এবং সৌন্দর্যের অধিকারী। ইয়াহুদীটি তার ছেলের পাশে বসে তাওরাত পাঠ করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ ইয়াহুদীকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! সত্য করে বলত, এতে আমার নাবুওয়াতের কোন সংবাদ আছে কি নেই?' সে মাথা নেড়ে উত্তর দিল ঃ 'না।' তখন তার মরণাপন্ন ছেলেটি বলে উঠল ঃ 'তাওরাত অবতীর্ণকারীর শপথ! আমাদের কিতাবে আপনার গুণাবলী ও নাবুওয়াতের সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল।' অতঃপর ছেলেটি মারা গেল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এই ইয়াহুদীকে (পিতাকে) তার কাছ থেকে সরিয়ে নাও এবং তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের

Contents

(দাফনের) ব্যবস্থা কর। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত থেকে তার কাফন ও জানাযার সালাতের ব্যবস্থা করলেন। (আহমাদ ৫/৪১১) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অপর একটি সহীহ হাদীস থেকেও এর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। (ফাতহুল বারী ৩/২৫৯)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ‘আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন ঃ ‘আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমরের (রাঃ) সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তাওরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা জিজ্ঞেস করি। তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! তাওরাতে তাঁর গুণাবলীর এরূপই বর্ণনা রয়েছে যেরূপ কুরআনে রয়েছে।’ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলছেন ঃ

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী রূপে, সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ৮) তদ্রূপ তাওরাতেও রয়েছে, ‘তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। তোমার নাম মুতাওয়াক্কিল, তুমি কঠোরও নও এবং সংকীর্ণমনাও নও। (তাবারী ১৩/১৬৪) ইমাম বুখারীও (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ফাতহুল বারী ৪/৪০২) আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে ঐ পর্যন্ত নিজের কাছে আহ্বান করবেননা যে পর্যন্ত না তুমি ভুল পথে পরিচালিত কাওমকে সোজা পথে পরিচালিত করতে পার। আর যে পর্যন্ত না তারা ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর থেকে পর্দা উঠে যায়, কান শ্রবণকারী ও চক্ষু দর্শনকারী হয়।’ অতঃপর কা‘বের (রহঃ) সাথে ‘আতার (রাঃ) সাক্ষাৎ হলে তাকেও তিনি এই প্রশ্ন করেন। তিনি যা বর্ণনা করেন তাতে একটি অক্ষরেরও গরমিল হয়নি। তবে তিনি নিম্নের বাক্যটুকু বাড়িয়ে দিয়েছেন ঃ ‘তিনি বাজারে শোরগোল করেননা, মন্দের বদলা মন্দ দ্বারা দেননা, বরং ক্ষমা করে দেন।’ তারপর বললেন ঃ পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের ভাষায় ‘তাওরাত’ শব্দের প্রয়োগ সাধারণতঃ আহলে কিতাবের কিতাবগুলির উপর হয়ে থাকে এবং হাদীসের কিতাবগুলিতেও এরূপই কিছু এসেছে। আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ নাবী মানুষকে সৎ কাজের নির্দেশ দেন এবং অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষণ যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে উল্লেখ রয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রেও

অবস্থা এই ছিল যে, তিনি কল্যাণকর কথা ছাড়া কিছুই বলতেননা এবং যা অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর হত তা থেকে তিনি মানুষকে বিরত রাখতেন। যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন ঃ 'যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে বলতে শোন ঃ يَاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ তখন কান খাড়া করে দাও। হয়তো কোন কল্যাণকর জিনিসের হুকুম করা হচ্ছে অথবা কোন মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা হচ্ছে। আর আল্লাহ সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি নাবীদেরকে এই বার্তাসহ পাঠিয়েছেন যে, তোমরা আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার করবেনা এবং শুধু তাঁরই ইবাদাত করবে। সমস্ত নাবী এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ ঃ ৩৬) ইরশাদ হচ্ছে, ঃ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ সে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ বৈধ করে এবং অপবিত্র ও খারাপ বস্তুকে তাদের প্রতি অবৈধ করে। অর্থাৎ তিনি তাদের এমন বস্তুসমূহ হালাল করেন যা তারা নিজেরাই নিজেদের উপর হারাম করে নিয়েছিল। যেমন 'বাহিরাহ', 'সাইবাহ', 'ওয়াসীলাহ' এবং 'হাম'। এসব জন্তু হালাল, কিন্তু তারা জোরপূর্বক এগুলোকে হারাম করে নিয়েছিল। এর দ্বারা তারা নিজেদের উপর সংকীর্ণতা এনেছে। আর যে অপবিত্র ও খারাপ বস্তুগুলো আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন যেমন শূকরের মাংস, সুদ এবং খাদ্য জাতীয় জিনিস যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সেগুলোকে তারা হালাল করে নিয়েছে। (তাবারী ১৩/১৬৬) আল্লাহ তা'আলা যেসব জিনিস হালাল করেছেন ওগুলি খেলে শরীরের উপকার হয় এবং দীনের সহায়ক হয়। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ব্যাপারে এরূপ বর্ণনা করেছেন। ঘোষিত হচ্ছে ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ মানুষের অন্তরে যে বোঝা ছিল, রাসূল তা হাল্কা করেন এবং প্রথার যে শিকলে তারা আবদ্ধ ছিল নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দূর করেন। তিনি সহজ পন্থা, দান ও ক্ষমা নিয়ে এসেছেন। যেমন হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি সহজ এবং দীনে হানিফ (ভেজালবিহীন দীন) নিয়ে প্রেরিত হয়েছি। (আহমাদ ৫/২৬৬, ৬/১১৬)

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুআ'য (রাঃ) ও আবূ মূসা আশআ'রীকে (রাঃ) আমীর করে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন তখন তিনি তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ 'তোমরা মানুষদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবে, তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিবেনা। তাদেরকে সহজ পন্থা বাতলে দিবে, কঠিন করবেনা। একে অপরকে বিশ্বাস করবে। নিজেদের মধ্যে যেন মতানৈক্য সৃষ্টির খেয়াল না জাগে। (ফাতহুল বারী ৫/১৮৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করেছি এবং তাঁর সহজ পন্থা বাতলানোর পন্থা সুন্দরভাবে অবলোকন করেছি। পূর্ববর্তী উম্মাতদের মধ্যে বড়ই কাঠিন্য ছিল। এই উম্মাতের উপর সবকিছু হালকা করে দেয়া হয়েছে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ আমার উম্মাতকে তাদের অন্তরের খেয়াল ও বাসনার জন্য পাকড়াও করেননা যে পর্যন্ত না তারা মুখে তা প্রকাশ করে অথবা কাজে পরিণত করে। (ফাতহুল বারী ৯/৩০০) তিনি আরও বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের ভুলত্রুটি ও বিস্মরণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তারা যদি ভুল বশতঃ কিছু করে অথবা জোরপূর্বক তাদেরকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করিয়ে নেয়া হয়। (ইব্‌ন মাজাহ ১/৬৫৯) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মাতকে নিম্নরূপ কথা প্রার্থনা করতে বলেছেন ঃ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى
ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ

হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রুপ ভার অর্পণ করবেননা। হে

আমাদের রাব্ব! যা আমাদের শক্তির বাইরে ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেননা, এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৬)

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, এ দু'আর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া হলে তিনি প্রত্যেক যাঞ্চার সময় বলেন ঃ আমি কবূল করলাম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ যারা তাঁর প্রতি (রাসূলের প্রতি) ঈমান রাখে, তাঁকে সম্মান করে ও সাহায্য সহানুভূতি দেখায়, আর সেই নূরকে অনুসরণ করে যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারাই ইহকালে ও পরকালে সাফল্য লাভ করবে।

١٥٨. قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

১৫৮। বল ঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম ও একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। যে আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর। আশা করা যায়, তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

রাসূল মুহাম্মাদের (সাঃ) রিসালাত সর্বকালের জন্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا হে নাবী! আরাব, অনারাব এবং দুনিয়ার লোকদেরকে বলে দাও, আমি সকলের জন্য নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। এটা তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দলীল যে, তাঁর উপর নাবুওয়াত শেষ হয়ে গেছে এবং তখন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত তিনি সারা দুনিয়ার পয়গাম্বর। তাঁকে আরও বলতে বলা হচ্ছে ঃ

قُلِ ٱللَّهُ ۖ شَهِيدٌۢ بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ ۚ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ

তুমি বলে দাও ঃ আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন সাক্ষী, আর এই কুরআন আমার নিকট অহীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে, যেন আমি তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটি পৌঁছবে তাদের সকলকে এর দ্বারা সতর্ক করি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৯) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ

আর অন্যান্য সম্প্রদায়ের যে ইহা (কুরআন) অমান্য করবে, জাহান্নাম হবে তার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৭) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْأُمِّيِّـۧنَ ءَأَسْلَمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسْلَمُوا۟ فَقَدِ ٱهْتَدَوا۟ ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا۟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَـٰغُ

এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে ও যারা নিরক্ষর তাদেরকে বল ঃ তোমরাও কি আত্মসমর্পণ করেছ? অতঃপর যদি তারা অত্মসমর্পণ করে তাহলে নিশ্চয়ই তারা সুপথ পেয়ে যাবে, আর যদি ফিরে যায় তাহলে তোমার উপর দায়িত্ব হচ্ছে প্রচার করা মাত্র। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ২০) এ বিষয়ে এত বেশি আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান রয়েছে যে, সেগুলির সংখ্যা অনেক। আর এ কথাতো সবারই জানা যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা দুনিয়ার (জিন ও মানব জাতির) জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে আবূ দারদা (রাঃ) হতে বলেন ঃ আবূ বাকর (রাঃ) ও উমারের (রাঃ) মধ্যে কোন

এক বিষয় নিয়ে তর্ক হয়। আবূ বাকর (রাঃ) উমারকে (রাঃ) রাগান্বিত করেন। উমার (রাঃ) দুঃখিত হয়ে ফিরে যান। আবূ বাকর (রাঃ) এটা অনুভব করেন। সুতরাং তিনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য তাঁর পিছু পিছু গমন করেন। কিন্তু উমার (রাঃ) তাঁকে নিজ বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। আবূ বাকর (রাঃ) তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করেন। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, আমিও সেই সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ 'তোমাদের এই সঙ্গী আজ একজনকে রাগান্বিত করেছেন।' অতঃপর উমারও (রাঃ) আবূ বাকরকে (রাঃ) বাড়ীতে প্রবেশের অনুমতি না দেয়ার কারণে লজ্জিত হন। তিনিও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে হাযির হন। তিনি সালাম দিয়ে তাঁর পাশে বসে পড়েন এবং তাঁর কাছে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। আবূ দারদা (রাঃ) বলেন, এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) প্রতি রাগান্বিত হন। আর এটা লক্ষ্য করে আবূ বাকর (রাঃ) বলতে থাকেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! বাড়াবাড়ি আমার পক্ষ থেকেই হয়েছিল।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আপনারা কি আমার বন্ধু ও সঙ্গীকে (আবূ বাকরকে রাঃ) একাকী ছেড়ে দিতে চান? আমি বলেছিলাম, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি! তখন আপনারা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলেন। অথচ আবূ বাকর (রাঃ) বলেছিলেন, 'আপনি সত্য কথাই বলেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৩)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আজ রাতে পাঁচটি জিনিস আমাকে বিশিষ্টভাবে দেয়া হয়েছে। ইতোপূর্বে এই বিশেষত্ব অন্য কোন নাবীকে দেয়া হয়নি। এবং এটা আমি গর্ব/অহংকার করে বলছিনা যে, (১) আমি সারা জাহানের সাদা-কালো সকল লোকদের কাছে নাবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। (২) আমি শুধু ভীতির মাধ্যমেই শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে থাকি, যদিও তার ও আমার মধ্যে এক মাসের পথের ব্যবধান হয়। (৩) যুদ্ধলব্ধ মাল আমার জন্য ও আমার উম্মাতের জন্য হালাল করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্বে আর কারও জন্য যুদ্ধলব্ধ মাল হালাল ছিলনা। (৪) সমস্ত যমীনই আমার জন্য পবিত্র ও সাজদাহর স্থান এবং এর মাটিকে পবিত্র করার বস্তু করা হয়েছে। (৫) আমাকে শাফাআ'তের অধিকার দেয়া হয়েছে। আমি এটা কিয়ামাতের দিনের জন্য আমার উম্মাতের উদ্দেশে জমা রেখেছি। এই

শাফা'আত ঐ ব্যক্তির জন্য হবে যে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। (আহমাদ ১/৩০১) এ হাদীসের বর্ণনাধারা সহীহ। তবে দুই শায়খ (ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেননি।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَــهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِـــي وَيُمِيتُ তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌম ও একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই, তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। তাই নির্দেশ হচ্ছে ঃ

فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সেই বার্তাবাহক নিরক্ষর নাবীর প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা খবর দিচ্ছেন ঃ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, তাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছে। তোমরা তাঁর অনুসরণ কর। তাঁর উপর ঈমান আন। তোমাদের কাছে এরই ওয়াদা নেয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী কিতাবগুলিতে এরই শুভ সংবাদ রয়েছে। ঐ কিতাবগুলিতে 'নাবী উম্মী' এই শব্দ দ্বারাই তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ যে (রাসূল) আল্লাহ ও তাঁর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করে, তোমরা তারই অনুসরণ কর, আশা করা যায় তোমরা সরল সঠিক পথের সন্ধান পাবে।

১৫৯। মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল লোক রয়েছে যারা সঠিক ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং ন্যায় বিচার করে।	١٥٩. وَمِن قَوۡمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهۡدُونَ بِٱلۡحَقِّ وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ

সংবাদ দেয়া হচ্ছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সঠিক ও সত্য কাজের অনুসরণ করে, নির্ভুল পথ প্রদর্শন করে এবং সত্য ও ন্যায়কে সামনে রেখে বিচার কাজ করে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتۡلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ وَهُمۡ يَسۡجُدُونَ

আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১১৩) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَـٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ۗ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

এবং নিশ্চয়ই আহলে কিতাবের মধ্যে এরূপ লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে এবং তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকে। যারা অল্প মূল্যে আল্লাহর নিদর্শনাবলী বিক্রি করেনা তাদেরই জন্য তাদের রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৯) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَـٰهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِهِۦ هُم بِهِۦ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِۦٓ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسْلِمِينَ. أُوْلَـٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ

এর পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এতে বিশ্বাস করে। যখন তাদের নিকট এটি আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা এতে ঈমান আনি, এটি আমাদের রাব্ব হতে আগত সত্য। আমরাতো পূর্বেও আত্মসমর্পনকারী ছিলাম। তাদেরকে দু'বার পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে; কারণ তারা ধৈর্যশীল। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫২-৫৪) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِۦٓ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا. وَيَقُولُونَ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

বল ঃ তোমরা বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের সামনে যখন আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বিনয়ের সাথে কাঁদতে কাঁদতে সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে ঃ আমাদের রাব্ব পবিত্র, মহান! আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। এবং কাঁদতে কাঁদতে তাদের মুখমন্ডল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং এতে তাদের বিনয়ই বৃদ্ধি পায়। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৭-১০৯)

১৬০। আমি বানী ইসরাঈলকে দ্বাদশ গোত্রে বিভক্ত করেছি। মূসার সম্প্রদায়ের লোকেরা যখন তার কাছে পানির দাবী জানাল, তখন আমি মূসার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠালাম, তোমার লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর। ফলে ওটা হতে দ্বাদশ প্রস্রবণ উৎসারিত হল, প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ পানস্থান জেনে নিল। আর আমি তাদের উপর মেঘ দ্বারা ছায়া বিস্তার করলাম এবং তাদের জন্য আকাশ হতে 'মান্না' ও 'সালওয়া' খাদ্যরূপী নি'আমাত অবতীর্ণ করলাম। সুতরাং (আমি বললাম) তোমাদেরকে যা কিছু পবিত্র জীবিকা দান করা হয়েছে তা আহার কর। (কিন্তু ওরা আমার শর্ত উপেক্ষা করে যুল্‌ম করল) তারা আমার উপর কোন যুল্‌ম

١٦٠. وَقَطَّعْنَـٰهُمُ ٱثْنَتَىْ عَشْرَةَ
أَسْبَاطًا أُمَمًا ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ
مُوسَىٰٓ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰهُ قَوْمُهُۥٓ
أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ
ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنۢبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا
عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ
أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ
ٱلْغَمَـٰمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ
وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ
مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا
وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ

করেনি, বরং তারা নিজেদের উপরই যুল্ম করেছে।	يَظۡلِمُونَ
১৬১। যখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম ঃ এই (বাইতুল মুকাদ্দাস ও তৎসংশ্লিষ্ট) জনপদে বসবাস কর এবং যা ইচ্ছা আহার কর, আর তোমরা বল ঃ (হে রাব্ব!) ক্ষমা চাই, আর দ্বারদেশ দিয়ে নত শিরে প্রবেশ কর; আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎ কর্মশীল লোকদের জন্য আমার দান বৃদ্ধি করব।	١٦١. وَإِذۡ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ وَكُلُواْ مِنۡهَا حَيۡثُ شِئۡتُمۡ وَقُولُواْ حِطَّةٞ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدٗا نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطِيٓـَٰٔتِكُمۡۚ سَنَزِيدُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ
১৬২। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা যালিম ও সীমা লংঘনকারী ছিল, তারা সেই কথা পরিবর্তন করে ফেললো যা তাদেরকে বলতে বলা হয়েছিল, সুতরাং তাদের সীমা লংঘনের কারণে আমি আসমান হতে তাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করলাম।	١٦٢. فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنۡهُمۡ قَوۡلًا غَيۡرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمۡ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِجۡزٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظۡلِمُونَ
১৬৩। আর তাদেরকে সেই জনপদের অবস্থাও জিজ্ঞেস কর যা সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল। যখন তারা শনিবারের	١٦٣. وَسۡـَٔلۡهُمۡ عَنِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلَّتِي كَانَتۡ حَاضِرَةَ ٱلۡبَحۡرِ إِذۡ

শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের সীমা লংঘন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ছিল ঃ

وَلَقَدۡ عَلِمۡتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعۡتَدَوۡاْ مِنكُمۡ فِي ٱلسَّبۡتِ

এবং অবশ্যই তোমরা অবগত আছ যে, তোমাদের মধ্যে যারা শনিবারের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছিল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬৫) এই আয়াতের আলোকেই সূরা আ'রাফের ১৬০ থেকে ১৬২ নং আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করছেন ঃ

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ
إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً

হে নাবী! যেসব ইয়াহুদী তোমাদের পাশে রয়েছে তাদেরকে ঐ লোকদের ঘটনা জানিয়ে দাও যারা আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ফলে তাদেরকে তাদের ঔদ্ধত্যপনার কারণে আকস্মিক শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল। এসব ইয়াহুদীকে খারাপ পরিণাম থেকে ভয় প্রদর্শন কর যারা তোমার সেই গুণাবলীকে গোপন করছে যা তারা তাদের কিতাবে পাচ্ছে, না জানি তাদের উপরও ঐ শাস্তি এসে পড়ে যা তাদের পূর্ববর্তী ইয়াহুদীদের উপর এসে পড়েছিল। ঐ বস্তি বা জনপদের নাম ছিল *আইলাহ*। ওটা কুলযুম সাগর (লোহিত সাগর) তীরে অবস্থিত ছিল। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) দাঊদ ইবনুল হুসাইন (রহঃ) থেকে, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা

করেন যে, এই আয়াতে সমুদ্রের তীরবর্তী যে জনপদের কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়ে ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনানুযায়ী ওর নাম হচ্ছে *'আইলাহ'* যা মাদইয়ান ও তূরের (যা সিনাইয়ে অবস্থিত) মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। (তাবারী ১৩/১৮০) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) একই বর্ণনা পেশ করেছেন। (তাবারী ১৩/১৮১)

يَعْدُوْنَ এর ভাবার্থ হচ্ছে, তারা শনিবারের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ঐ দিন মাছগুলি স্বাধীনভাবে পানির উপর ভেসে উঠত এবং কিনারায় ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু শনিবার ছাড়া অন্য দিন নদীর তীরে কখনই আসতনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি এরূপ কেন করেছিলাম? كَذَلِكَ نَبْلُوهُم এর দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা করা যে, আমার আদেশ তারা মেনে চলছে কি-না! যেদিন (শনিবার) মৎস্য শিকার হারাম ছিল সেদিন মাছগুলি আশাতীতভাবে নদীর তীরে এসে জমা হত। আবার যেদিনগুলিতে মাছ ধরা হালাল ছিল ঐ সময় ঐগুলি লুকিয়ে যেত। এটা ছিল একটা পরীক্ষা। بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ কেননা তারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকারের কৌশল অনুসন্ধান করেছিল এবং নিষিদ্ধ কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য গোপন পথে প্রবেশের ইচ্ছা করেছিল। ইমাম আবূ আবদুল্লাহ ইব্ন বাত্তাহ (রহঃ) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা এমন কাজে জড়িয়ে পড়না যে কাজে ইয়াহুদীরা জড়িয়ে পড়েছিল যে, তারা কূট-কৌশল খুঁজে খুঁজে হারামকে হালাল করে নিয়েছিল। (আদাব আয যাফাফ ১৯২)

১৬৪। যখন তাদের একদল লোক অপর দলের নিকট বলেছিল ঃ ঐ জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন শাস্তি দিবেন? তারা উত্তরে বলল ঃ তোমাদের রবের নিকট

١٦٤. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ۙ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ

দোষমুক্তির জন্য এবং এই আশা করছি যে, হয়তো তারা তাঁকে ভয় করবে।	وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
১৬৫। তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয় তা যখন তারা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করত তাদেরকে আমি উদ্ধার করি, আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মের কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম।	١٦٥. فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ
১৬৬। অতঃপর যখন তারা বেপরোয়াভাবে নিষিদ্ধ কাজগুলি করতে থাকল তখন আমি বললাম ঃ তোমরা ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও।	١٦٦. فَلَمَّا عَتَوْا۟ عَن مَّا نُهُوا۟ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا۟ قِرَدَةً خَـٰسِـِٔينَ

ইয়াহুদীদের মধ্যের সীমা লংঘনকারীরা বানরে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং অন্যায় কাজে বাধাদানকারীরা রক্ষা পায়

ইরশাদ হচ্ছে যে, এই জনপদবাসী তিন ভাগে ভাগ হয়েছিল। প্রথম প্রকার হচ্ছে ঐসব লোক যারা শনিবার মাছ ধরার কৌশল অবলম্বন করে নিষিদ্ধ কাজ করেছিল, যেমন সূরা বাকারায় আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ লোকেরা যারা ঐ পাপী লোকদেরকে ঐ পাপকাজ করতে নিষেধ করেছিল এবং নিজেরাও ঐ কাজ থেকে দূরে রয়েছিল। আর তৃতীয় প্রকার হচ্ছে ঐ দল যারা নিজেরা ঐ কাজে লিপ্ত হয়নি বটে, কিন্তু যারা ঐ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল তাদেরকে নিষেধও করেনি। বরং যারা নিষেধ করেছিল তাদেরকে তারা বলেছিল ঃ

لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا যে লোকদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করতে চান বা শাস্তি দিতে চান তাদেরকে উপদেশ দিয়ে লাভ কি? তোমরাতো জেনেছ যে, এরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছে। সুতরাং এদের ব্যাপারে উপদেশ মোটেই ক্রিয়াশীল হবেনা। নিষেধকারীরা জবাবে বলেছিল ঃ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ আমরাতো কমপক্ষে আল্লাহর কাছে এ কৈফিয়ত দিতে পারব যে, আমরা তাদেরকে নিষেধ করেছিলাম। কেননা ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা কর্তব্যতো বটে। আর এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা হয়তো এ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ কিন্তু তারা যখন তাদের উপদেশ গ্রহণ করলনা, বরং ঐ পাপকাজ করতেই থাকল তখন ঐ কাজ করতে নিষেধকারীদেরকে আমি বাঁচিয়ে নিলাম, কিন্তু ঐ পাপ কাজে লিপ্ত যালিমদেরকে আমি পাকড়াও করলাম এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করলাম।

এখানে নিষেধকারীদের মুক্তি ও পাপীদের ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু যারা ঐ পাপকাজে জড়িতও হয়নি এবং নিষেধও করেনি তাদের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা কাজ যেমন হবে প্রতিদান তেমনই হবে। সুতরাং তারা প্রশংসার যোগ্য হলনা, কারণ তারা প্রশংসার যোগ্য কাজ করেনি। আর তারা নিন্দারও পাত্র হলনা, কেননা তারা ঐ পাপকাজে জড়িত হয়নি।

ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি জানিনা ঐ লোকেরা রক্ষা পাবে কি পাবেনা যারা বলে لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ *ঐ জাতিকে তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন।* সুতরাং আমি তাকে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হই যে, তারাও রক্ষা পাবে। অতঃপর তিনি খুশি হয়ে আমাকে কিছু কাপড় উপহার দিলেন। (তাবারী ১৩/১৮৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ (*আর যালিমদেরকে তাদের অসৎ কর্মের কারণে কঠোর শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম*) অর্থাৎ যারা তা থেকে বিরত ছিল তারা রক্ষা পেল। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, بَئِيسٍ শব্দের অর্থ হল 'মারাত্মক'

(তাবারী ১৩/২০২) কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন 'যন্ত্রণাময়'। (তাবারী ১৩/২০২) এই উভয় অর্থই দাঁড়াচ্ছে একই ধরনের। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

١٦٧. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ
لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ
مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ۗ
إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۖ
وَإِنَّهُۥ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

১৬৭। তোমার রাব্ব ঘোষনা করলেন যে, তিনি তাদের (ইয়াহুদীদের) উপর কিয়ামাত পর্যন্ত এমন সব লোককে শক্তিশালী করে প্রেরণ করতে থাকবেন যারা তাদেরকে কঠিনতর শাস্তি দিতে থাকবে। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব শাস্তি দানে ক্ষিপ্র হস্ত, আর নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহশীল।

ইয়াহুদীদের উপর রয়েছে আল্লাহর চিরস্থায়ী গযব

تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন বা জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ ইয়াহুদীদের উপর কিয়ামাত পর্যন্ত কঠিন শাস্তি নাযিল হতে থাকবে। অর্থাৎ তাদের অবাধ্যতা, ঔদ্ধত্যপনা এবং প্রতিটি কাজে কর্মে প্রতারণার কারণে তারা লাঞ্ছনা ও অপমানজনক শাস্তি পেতে থাকবে। কথিত আছে যে, মূসা (আঃ) তাদের উপর সাত বছর বা তেরো বছর পর্যন্ত *খিরাজ* ধার্য করেছিলেন। আর তিনিই সর্বপ্রথম খিরাজ চালু করেছিলেন। অতঃপর ঐ ইয়াহুদীদের উপর গ্রীক, খুশদানীন এবং কালদানীরা আধিপত্য লাভ করে। (তাবারী ১৩/২০৫) তারপর তারা খৃষ্টানদের ক্রোধের শিকার হয়। তারা তাদেরকে লাঞ্ছিত করতে থাকে। তাদের নিকট থেকে তারা জিযিয়া ও খিরাজ আদায় করতে থাকে। যখন ইসলামের আবির্ভাব ঘটে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেন। তারা যিম্মী ছিল এবং জিযিয়া কর প্রদান করত। আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইয়াহুদীদের 'লাঞ্ছিত ও অপমানিত' হওয়া হল দয়া দাক্ষিণ্যের উপর বেঁচে থাকা এবং কর (ট্যাক্স) প্রদান করা। সর্বশেষে

Contents

তারা দাজ্জালের সাহায্যকারী রূপে বের হবে। কিন্তু মুসলিমরা ঈসাকে (আঃ) সাথে নিয়ে তাদেরকে হত্যা করবে। এসব কিয়ামাতের নিকটবর্তী সময়ে ঘটবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্বরই পাপীদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ কিন্তু তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল ও দয়ালুও বটে। যে তাওবাহ করে তাকে তিনি ক্ষমা করে থাকেন। এখানেও একই কথা যে, আযাব ও রাহমাতের বর্ণনা সাথে সাথেই হয়েছে। যেন শাস্তি থেকে ভয় প্রদর্শনের কারণে মানুষ নৈরাশ্যের মধ্যে হাবুডুবু না খায়। তিনি উৎসাহ প্রদান ও ভয় প্রদর্শন একই সাথে করেছেন, যাতে মানুষ ভয় ও আশার মধ্যে থাকতে পারে।

১৬৮। আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে দুনিয়ায় বিস্তৃত করেছি, তাদের কতক লোক সদাচারী, আর কিছু লোক ভিন্নতর। আর আমি ভাল ও মন্দের মধ্যে নিপতিত করে তাদেরকে পরীক্ষা করে থাকি যাতে তারা আমার পথে ফিরে আসে।	١٦٨. وَقَطَّعْنَٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمُ ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَبَلَوْنَٰهُم بِٱلْحَسَنَٰتِ وَٱلسَّيِّـَٔاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
১৬৯। অতঃপর তাদের অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু তারা এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত্ব করে আর বলে ঃ আমাদেরকে ক্ষমা করা হবে।	١٦٩. فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُۥ

يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَٰقُ ٱلْكِتَٰبِ أَن لَّا يَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُوا۟ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ	বস্তুতঃ ওর অনুরূপ সামগ্রী আবার তাদের নিকট এলে ওটাও তারা গ্রহণ করে। তাদের নিকট হতে কি কিতাবের প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবেনা? আর কিতাবে যা রয়েছে তাতো তারা অধ্যয়নও করে। মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু লোকদের জন্য পরকালের সামগ্রী, তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবণ করতে পারনা?
١٧٠. وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَٰبِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ	১৭০। যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে; আমিতো সৎ কর্মশীলদের কর্মফল নষ্ট করিনা।

অভিশাপের কারণে ইয়াহুদীরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে

ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে দলে দলে বিভক্ত করে দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَقُلْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ لِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱسْكُنُوا۟ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ ٱلْءَاخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا

এরপর আমি বানী ইসরাঈলকে বললাম ঃ তোমরা এই দেশে বসবাস কর এবং যখন কিয়ামাতের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তোমাদের সকলকে আমি একত্রিত করে উপস্থিত করব। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১০৪) مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ

وَمِنْهُمْ دُونَ এই বানী ইসরাঈলের মধ্যে ভাল লোকও রয়েছে এবং মন্দ লোকও রয়েছে। যেমন জীনেরা বলত ঃ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا

এবং আমাদের কতক সৎ কর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী। (৭২ ঃ ১১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ **وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ** আমি তাদেরকে শান্তি ও আরামের যুগ দিয়ে এবং ভয় ও বিপদের যুগ দিয়ে দু'প্রকারেই পরীক্ষা করেছি, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَـذَا الأَدْنَى

এরপর তাদের অযোগ্য উত্তরসুরীরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তারা কিতাবেরও উত্তরাধিকারী হয়ে এই নিকৃষ্ট দুনিয়ার স্বার্থাবলী করায়ত্ত করে। এই স্থলাভিষিক্ত লোকদের মধ্যে কোনই মঙ্গল নিহিত নেই, তারা শুধু নিজেরাই তাওরাত পাঠ করার ওয়ারিস হয়। অপরকে তারা পাঠ করায়নি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, তারা হারাম ও হালালের মোটেই পরওয়া করেনা। দুনিয়ার হারাম বস্তু তারা গ্রহণ করে এবং পরে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করে। কিন্তু আবার যখন দুনিয়ার কোন সম্পদ তাদের সামনে আসে তখন তারা ঐদিকে পা বাড়িয়ে দেয়। (তাবারী ১৩/২১২) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! এরা অতি নিকৃষ্ট উত্তরসুরী। নাবীগণের পরে এরাইতো ছিল তাওরাত ও ইঞ্জীলের উত্তরাধিকারী। আর আল্লাহ তা'আলা কিতাবে তাদের কাছে অঙ্গীকারও নিয়েছিলেন। অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ

তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা সালাত নষ্ট করল। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৫৯) দুনিয়া কামাইয়ের কোন সুযোগ এলে তখন তারা (হারাম-হালাল) কিছুই দেখেনা। কোন জিনিসই তাদেরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। যা পায় তা'ই খায়। না হালালের কোন পরওয়া করে, আর না হারামের প্রতি কোন লক্ষ্য রাখে। (তাবারী ১৩/২১৩)

সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বানী ইসরাঈলরা যখন কোন বিচারক নিয়োগ করত, সেই বিচারক লোকদের কাছ থেকে ঘুষ খেত। তাদের ভিতর যাকে উত্তম মনে করা হত তার কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেয়া হত যে, সে ঘুষ গ্রহণ করবেনা। কিন্তু যখন তাকে ঘুষ নেয়ার কারণে জবাবদিহি করা হত ঃ কি ব্যাপার! বিচার কাজের জন্য তুমি কেন ঘুষ নিচ্ছ? তখন সে উত্তরে বলত ঃ এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। সুতরাং তখন অন্যান্য লোকেরা তার এ কাজের জন্য তিরস্কার করত। অতঃপর সে যখন মারা যেত অথবা অন্য লোককে যদি তার স্থলাভিষিক্ত করা হত তখন সেও তার পূর্বসুরীর মত ঘুষ খেত। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, অন্য পক্ষ (যারা ঘুষ খাওয়ার জন্য তিরস্কার করে) যদি দুনিয়ার সম্পদ কুক্ষিগত করার সুযোগ পেত তাহলে তারাও তা করত। (তাবারী ১৩/২১৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ

তাদের নিকট হতে কি কিতাবের ওয়াদা নেয়া হয়নি যে, আল্লাহর নামে সত্য ছাড়া কিছুই বলবেনা? অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَـٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكۡتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمۡ وَٱشۡتَرَوۡاْ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلاً ۖ فَبِئۡسَ مَا يَشۡتَرُونَ

আর আল্লাহ যখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৮৭) ইব্ন যুরাইজ (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ তারা আল্লাহর কাছে পাপমোচনের আশা রাখে বটে, কিন্তু পাপকাজ ছাড়তে চায়না এবং তাওবাহর উপর কায়েম থাকেনা। (তাবারী ১৩/২১৫) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَالدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে আখিরাতের ঘর তোমাদের জন্য উত্তম। দুনিয়ার উপর উহাকে তোমরা প্রাধান্য দিচ্ছ কেন? তোমরা কি এতটুকু কথাও অনুধাবন করতে পারনা? আল্লাহ তা'আলা বড় ও উত্তম পুরস্কারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন এবং পাপের মন্দ পরিণাম থেকে ভয় দেখাচ্ছেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রশংসা

করছেন যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছে, যে কিতাব তাদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের দিকে আহ্বান করছে। এ সবকিছু তাদের কিতাব তাওরাত এবং ইঞ্জীলে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ যারা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে এবং সালাত কায়েম করে, তাঁর আদেশ নিষেধকে পূর্ণভাবে মেনে চলে, আর পাপকাজ থেকে বিরত থাকে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, এরূপ সৎকর্মশীলদের কর্মফল আমি কখনও বিনষ্ট করিনা।

১৭১। যখন আমি বানী ইসরাঈলের উপর পাহাড়কে স্থাপন করি, ওটা ছিল কোন একটি ছায়ার ন্যায়, তারা তখন মনে করেছিল যে, ওটা তাদের উপর পড়ে যাবে। তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা দৃঢ়ভাবে শক্ত হাতে ধারণ কর এবং ওতে যা রয়েছে তা স্মরণ রেখ। আশা করা যায় যে, তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে।	١٧١. وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُۥ ظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُۥ وَاقِعٌۢ بِهِمْ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ইয়াহুদীদের অবাধ্যতার কারণে তূর পাহাড়কে তাদের মাথার উপর তুলে ধরা হয়েছিল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আমি যখন বানী ইসরাঈলের মাথার উপর (তূর) পাহাড়কে ছাদের মত লটকিয়ে দিলাম। যেমন আল্লাহ তা'আলার وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ ... ('আমি তূর পাহাড়কে তাদের উপর উঠালাম') (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৯৩) এই উক্তি দ্বারা এটা প্রকাশিত হয়েছে। (তাবারী ১৩/২১৮) মালাইকা এই পাহাড়টিকে উঠিয়ে তাদের মাথার উপর স্থির করে রেখেছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মূসা (আঃ) যখন বানী ইসরাঈলকে নিয়ে পবিত্র

ভূমির দিকে যাচ্ছিলেন এবং ক্রোধ প্রশমিত হওয়ার পর ফলকগুলি উঠিয়ে নিয়েছিলেন, আর দা'ওয়াতের কর্তব্য সম্পর্কিত আল্লাহর নির্দেশ তাদেরকে শুনিয়েছিলেন তখন তাদের কাছে কঠিন ঠেকেছিল বলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের মাথার উপর পাহাড়কে এনে খাড়া করে রেখেছিলেন, যেমন মাথার উপর চাদোয়া থাকে। (নাসাঈ ৬/৩৯৬)

১৭২। যখন তোমার রাব্ব বানী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আমি কি তোমাদের রাব্ব (প্রভু) নই? তারা সমস্বরে উত্তর দিল ঃ 'হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম।' (এটা এ জন্য যে) যাতে তোমরা কিয়ামাত দিবসে বলতে না পার, 'আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম।"	١٧٢. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ أَن تَقُولُوا۟ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَـٰذَا غَـٰفِلِينَ
১৭৩। অথবা তোমরা যেন কিয়ামাত দিবসে এ কথা বলতে না পার ঃ আমাদের পূর্ব-পুরুষরাইতো আমাদের পূর্বে শির্‌ক করেছিল, আমরা ছিলাম (শুধুমাত্র) তাদের পরবর্তী বংশধর। সুতরাং আপনি কি আমাদেরকে সেই ভ্রান্ত ও বাতিলদের কৃতকর্মের দরুণ ধ্বংস করবেন?	١٧٣. أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۖ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ

১৭৪। এভাবেই আমি নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করি যাতে তারা ফিরে আসে।	١٧٤. وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

আদম সন্তানদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছিল

ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা আদমের (আঃ) সন্তানদেরকে তারই পৃষ্ঠদেশ হতে বের করেন। তারা নিজেরাই নিজেদের উপর সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তাদের রাব্ব ও মালিক। তিনি ছাড়া অন্য কেহ উপাস্য নেই। এটাই হচ্ছে মানব প্রকৃতির (ফিতরাত) স্বীকারোক্তি এবং এটাই তাদের স্বভাব। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ

তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৩০) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক সন্তান স্বীয় ইসলামী মাযহাবের উপর সৃষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং মাজূসী বানিয়ে দেয়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু ভাল ও নিখুঁতভাবেই সৃষ্ট হয়, কোনটি কি কানকাটা রূপে সৃষ্ট হয়? (ফাতহুল বারী ৩/২৯০, মুসলিম ৪/২০৪৭)

ইমাম মুসলিম (রহঃ) আইয়ায ইব্ন হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার বান্দাদেরকে একাত্মবাদের উপর সৃষ্টি করেছি, কিন্তু ইবলীস শাইতান এসে আমি যা তাদের জন্য বৈধ করেছি তা অবৈধ করে তাদেরকে ধর্ম থেকে বিপথে নিয়ে যায়। (হাদীস নং ৪/২১৯৭)

হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে তার সন্তানদেরকে বের করা হয় এবং তাদেরকে ডানদিক ওয়ালা ও বামদিক ওয়ালা বানানো হয়। আর তাদের নিকট থেকে সাক্ষ্য নেয়া হয় যে, আল্লাহই তাদের রাব্ব।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেছেন, কিয়ামাতের দিন একজন জাহান্নামীকে জিজ্ঞেস করা হবে ঃ যদি তুমি যমীনের সবকিছুর মালিক হয়ে যাও তাহলে এ

সবকিছু মুক্তিপণ হিসাবে দিয়েও কি তুমি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করতে চাবে? সে উত্তরে বলবে ঃ হ্যাঁ। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ 'আমিতো তোমার কাছে এর চেয়ে অনেক কম চেয়েছিলাম! আমি আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ থেকেই তোমার কাছে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তুমি আমার সাথে অন্য কেহকেও শরীক করবেনা। কিন্তু তুমি শরীক করেছিলে। (আহমাদ ৩/১২৭, ফাতহুল বারী ৬/৪১৯, মুসলিম ৪/২১৬০)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ হতে তাঁর সন্তানগুলি বেরিয়ে আসে যাদেরকে কিয়ামাত পর্যন্ত সৃষ্টি করা হবে। প্রত্যেকের কপালে একটা করে আলোর ব্যবস্থা করেন যা চমকাচ্ছিল। সমস্ত সন্তানকে আদমের (আঃ) সামনে পেশ করা হয়। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ হে আমার রাব্ব! এরা কারা? তিনি উত্তরে বলেন ঃ এরা তোমারই বংশধর। আদম (আঃ) দেখতে পেলেন যে, একটি লোকের চেহারায় ঔজ্জ্বল্য খুবই বেশি ছিল। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রাব্ব! ইনি কে? আল্লাহ উত্তর দিলেন ঃ বহু যুগ পরে ইনি তোমারই বংশের এক লোক হবে যার নাম হবে দাঊদ। আদম (আঃ) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ! এর বয়স কত হবে? উত্তর হয় ঃ ষাট বছর। তখন আদম (আঃ) বলেন ঃ হে আমার প্রভু! আমি আমার বয়স থেকে চল্লিশ বছর একে দান করলাম। কিন্তু আদমের (আঃ) বয়স যখন শেষ হয়ে গেল তখন মালাকুল মাউত এসে তাঁর কাছে হাযির হলেন। তিনি মালাইকা/ফেরেশতাকে বললেন ঃ 'এখনই কেন এলেন? এখনওতো আমার বয়সের চল্লিশ বছর বাকী রয়েছে?' তখন তাঁকে বলা হয়, এই চল্লিশ বছর কি আপনি আপনার সন্তান দাঊদকে (আঃ) দান করেননি? তখন আদম (আঃ) তা অস্বীকার করলেন। এ জন্য তাঁর সন্তানদেরও অস্বীকার করার স্বভাব হয়ে গেছে। আদম (আঃ) ভুলে গিয়েছিলেন বলে তাঁর সন্তানরাও ভুলে যায়। আদম (আঃ) ভুল করেছিলেন বলে তাঁর সন্তানরাও ভুল করে। (তিরমিযী ৮/৪৫৭, হাসান সহীহ)

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কর্তৃক বিভিন্ন বর্ণনাধারার মাধ্যমে এটি বর্ণিত হয়েছে। (হাদীস নং ৮/৪৫৭) ইমাম হাকিমও (রহঃ) এটি তার মুসতাদারক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিমের শর্তে তিনি এটিকে সহীহ বলেছেন। (হাকিম ২/৩২৫)

এ হাদীসটিসহ অনুরূপ আরও হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আদমের (আঃ) পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সন্তানদেরকে বের করার পর দুই ভাগে ভাগ করা

হয়েছে যার একটি অংশ হবে জান্নাতী এবং অপর অংশটি জাহান্নামী। আর তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করেন ঃ

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا۟ بَلَىٰ আমি কি তোমাদের রাব্ব নই? তারা সমস্বরে উত্তর করল ঃ হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম। অর্থাৎ অবস্থা ও উক্তি উভয় রূপেই তারা স্বীকারোক্তি করল। কেননা সাক্ষ্য কোন সময় উক্তির মাধ্যমে হয়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا

তারা জবাব দিবে ঃ হ্যাঁ, আমরাই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি (অর্থাৎ আমরা অপরাধ করেছি)। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩০) আবার কোন সময় অবস্থার মাধ্যমেও হয়ে থাকে। যেমন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৭) অর্থাৎ তাদের অবস্থাই তাদের কুফরীর সাক্ষ্য বহনকারী। এই সাক্ষ্য মুখের সাক্ষ্য নয়, বরং অবস্থার সাক্ষ্য। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

আর তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা তাঁর নিকট যা কিছু চেয়েছ। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৩৪) এ কথার উপর এই দলীলও হচ্ছে যে, তাদের শির্ক করার উপর এই সাক্ষ্য তাদের বিপক্ষে পেশ করা হয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

غَٰفِلِينَ. أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا

'অনবহিত ছিলাম।' অথবা তোমরা যেন কিয়ামাত দিবসে এ কথা বলতে না পার, 'আমাদের পূর্ব-পুরুষরাইতো আমাদের পূর্বে শির্ক করেছিল, আমরা ছিলাম (শুধুমাত্র) তাদের পরবর্তী বংশধর।' (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭২-১৭৩)

১৭৫। তুমি এদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনিয়ে দাও, যাকে আমি নিদর্শন দান	١٧٥. وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِىٓ

করেছিলাম, কিন্তু সে উহা বর্জন করে। ফলে শাইতান তার পিছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।	ءَاتَيْنَٰهُ ءَايَٰتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَٰنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ
১৭৬। আর আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার (প্রবৃত্তির) অনুসরণ করতে থাকে। তার উদাহরণ একটি কুকুরের ন্যায়, ওকে যদি তুমি কষ্ট দাও তাহলে জিহ্বা বের করে হাঁপায়, আবার কষ্ট না দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকে। যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, এই উদাহরণ হল সেই সম্প্রদায়ের জন্য। তুমি কাহিনী বর্ণনা করে শোনাতে থাক, হয়ত তারা এটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে।	١٧٦. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَٰهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُۥٓ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ ۚ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
১৭৭। কতই না মন্দ উদাহরণ সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তারা	١٧٧. سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَأَنفُسَهُمْ

كَانُواْ يَظْلِمُونَ	**নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করতে থাকে।**

অভিশপ্ত বাল'আম ইব্ন বা'উরার ঘটনা

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا আবদুর রায্যাক (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে এ আয়াতটি সম্পর্কে বলেন যে, সে ছিল বানী ইসরাঈলের মধ্যকার একটি লোক। তার নাম ছিল বালআ'ম ইব্ন বাউরা। (আবদুর রায্যাক ২/৪৪৩) কাতাদাহ (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তার নাম ছিল সাইফী ইব্ন রাহিব। কা'ব (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল বালকাবাসী (জর্ডানের একটি প্রদেশ) এক লোক। সে ইসমে আ'যম জানত। সে ইয়াহুদী আলিমদের সাথে বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সে ছিল ইয়ামানের অধিবাসী। আল্লাহ তা'আলা তাকে স্বীয় নিদর্শনাবলী ও কারামাত দান করেছিলেন। কিন্তু সে ঐগুলোর মর্যাদা দেয়নি। (তাবারী ১৩/২৬১) মালিক ইব্ন দীনার (রহঃ) বলেন যে, সে ছিল বানী ইসরাঈলের এক লোক যার প্রার্থনা কবূল করা হত। জনগণ বিপদাপদের সময় আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনার জন্য তাকেই দু'আ করার অনুরোধ করত। মূসা (আঃ) দীনের দা'ওয়াতের জন্য তাকে মাদইয়ান দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেখানকার বাদশাহ তাকে নিজের পক্ষে করে নেয় এবং জমি-জমা ও বহু উপঢৌকন প্রদান করে। সে মূসার (আঃ) দীন পরিত্যাগ করে বাদশাহর মতাদর্শ কবূল করে নেয়। ইমরান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুসাইন (রহঃ) বলেন, ইমরান ইব্নুল হারিস (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সে হল 'বাউরা' এর ছেলে 'বালআম' (তাবারী ১৩/২৫৩) মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইকরিমাহও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। অতএব এ থেকে জানা গেল যে, এ আয়াতটি প্রাচীন যুগের বানী ইসরাঈলের এক লোকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যেমনটি বলেছেন আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) এবং সালাফগণের অনেকে। (তাবারী ১৩/২৫৩)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মূসা (আঃ) যখন জাব্বারীনদের (জেরুযালেম) শহরে আগমন করেন তখন বালআ'মের কাছে তার লোকেরা এসে বলে ঃ 'মূসা (আঃ) একজন লৌহমানব। তাঁর সাথে বিরাট সেনাবাহিনী রয়েছে। যদি তিনি আমাদের উপর জয়যুক্ত হন তাহলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা

করুন যেন মূসা (আঃ) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের বিপদ আমাদের থেকে দূর হয়।' সে বলল ঃ 'যদি আমি এই দু'আ করি তাহলে আমার দীন ও দুনিয়া উভয়ই নষ্ট হয়ে যাবে।' কিন্তু জনগণ পীড়াপীড়ি করায় সে ঐরূপ দু'আ করল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তার বুযুর্গী ও কারামাত ছিনিয়ে নেন। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ সে কারামাত থেকে বঞ্চিত হল এবং শাইতান তার পিছনে লেগে গেল। (তাবারী ২৩/২৬০) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَـــكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ আমি ইচ্ছা করলে তাকে এই আয়াতসমূহের সাহায্যে উন্নত করতাম। কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং স্বীয় কামনা বাসনার অনুসরণ করতে থাকে। সে এমনভাবে দুনিয়ার ফাঁদে পড়ে যায় যেভাবে কোন অজ্ঞান লোক পড়ে থাকে। সে শাইতানের সহকর্মী হয়ে যায় এবং নীচতা ও হীনতা অবলম্বন করে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) সালিম (রহঃ) হতে, তিনি আবূ নাযর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, মূসা (আঃ) যখন সিরিয়া হতে বানী কিনআ'নে আসেন তখন বালআ'মকে তার কাওমের লোকেরা বলে ঃ 'মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়সহ আমাদের দেশে আসছেন। তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে হত্যা করে আমাদের এখানে তাঁর লোকদেরকে বসিয়ে দেয়া। আমরা আপনার কাওমেরই লোক। আমাদের অন্য কোন বাসস্থান নেই। আল্লাহ তা'আলা আপনার দু'আ কবূল করে থাকেন। সুতরাং আপনি তাদের জন্য মহান আল্লাহর নিকট বদ দু'আ করুন।' সে বলল ঃ 'তোমরা নিপাত যাও! মূসা (আঃ) হচ্ছেন আল্লাহর নাবী। তার সাহায্যার্থে মালাইকাও রয়েছেন এবং মু'মিনরাও রয়েছেন। সুতরাং আমি তাঁদের উপর কিরূপে বদ দু'আ করতে পারি? আমি যা জানি তা জানিই।' তার লোকেরা তখন বলল ঃ 'তাহলে আমরা থাকব কোথায়?' এভাবে সব সময় তারা তার উপর চাপ দিতে থাকে এবং বিনীতভাবে বদ দু'আ করার জন্য তার কাছে আবেদন জানাতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সে পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়। সে স্বীয় গর্দভীর উপর সাওয়ার হয়ে একটি পাহাড় অভিমুখে গমন করে, যে পাহাড়ের পিছনে বানী ইসরাঈলের সেনাবাহিনী অবস্থান করছিল। ঐ পাহাড়টিকে হুসবান পাহাড় বলা হয়। কিছু দূর গিয়ে তার গর্দভীটি বসে পড়ে। সে তখন নেমে গর্দভীকে মারতে শুরু করে যতক্ষণ না সে উঠে দাঁড়ায়। কিছু দূর গিয়ে আবার সে বসে পড়ে। এভাবেই সে বার বার যখন তাকে মারতে থাকে তখন সে আবার উঠে দাঁড়ায়। অবশেষে সে হুসবান নামক পাহাড়ের উপর উঠে গেল।

ওখানে পৌঁছে বাল'আম মূসা (আঃ) ও মু'মিনদের উপর বদ দু'আ করতে শুরু করল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার জিহ্বাকে এমনভাবে ঘুড়িয়ে দিলেন যে, তার নিজের সম্প্রদায়ের জন্য দু'আ করতে গেলে তা বদ দু'আ হয়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত এবং বানী ইসরাঈলের জন্য বদ দু'আ করলে উত্তম দু'আ হয়ে বেরিয়ে আসত। তার লোকেরা বলল ঃ ওহে বালআম! তুমি একি করছ! তুমিতো বানী ইসরাঈলের জন্য দু'আ করছ, আর আমাদের জন্য বদ দু'আ করছ! সে বলল ঃ ইহা আমার ইচ্ছার বিরূদ্ধে হয়ে যাচ্ছে। ইহা আল্লাহর তরফ থেকে হচ্ছে। তার জিহ্বা লম্বা হয়ে মুখের বাইরে বেরিয়ে এল। সে তাদেরকে বলল ঃ আমিতো ইহকাল ও পরকাল উভয়ই হারালাম। وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا এ আয়াতটি বাল'আম ইব্‌ন বাউরার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে।

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث এই আয়াতের তাফসীরে মুফাস্‌সিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেছেন যে, বালআ'মের জিহ্বা লটকে তার বক্ষে গিয়ে পড়েছিল। তাই তার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে কুকুরের সঙ্গে যে, যদি তাকে কষ্ট দেয়া হয় তাহলে সে হাঁপাবে এবং কষ্ট না দিলেও হাঁপাবে। তদ্রূপ বালআ'মেরও অবস্থা যে, তার উপর কারামাত নাযিল হোক অথবা দুঃখ-বেদনা নাযিল হোক, একই কথা। অথবা এই দৃষ্টান্ত তার পথভ্রষ্টতা এবং তাকে ঈমানের দিকে ডাকা বা না ডাকা উভয় অবস্থায়ই তার দ্বারা উপকৃত না হওয়ার ব্যাপারে কুকুরের সাথে তুলনা করা হয়েছে যে, তাকে তাড়ালেও সে জিহ্বা লটকিয়ে হাঁপাবে এবং না তাড়ালেও হাঁপাবে। তদ্রূপ বালআ'মকেও যদি ঈমানের দিকে আহ্বান করা হয় তাহলে তার দ্বারা সে উপকার লাভ করবেনা এবং আহ্বান না করলেও উপকার লাভ করবেনা। এই ধরণেরই একটি কথা আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ

তুমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন কর বা না কর, তারা ঈমান আনবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ৬) এইরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ

(হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৮০) অথবা এর অর্থ এও হতে পারে যে, কাফির, মুনাফিক এবং পথভ্রষ্ট লোকের অন্তর দুর্বল হয় এবং তা হিদায়াতশূন্য থাকে। যতই চেষ্টা করা হোক না কেন তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবেনা। হাসান বাসরী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতে অনুরূপ বর্ণনা নকল করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفكَّرُوْنَ হে রাসূল! তুমি জনগণকে এ ঘটনাগুলো শুনিয়ে দাও, যাতে তারা বানী ইসরাঈলের অবস্থা অবহিত হওয়ার পর চিন্তা-ভাবনা করে আল্লাহর পথে চলে এবং বালআ'মের অবস্থা কি হয়েছিল তাও চিন্তা ভাবনা করে। আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান রূপ মহামূল্যবান সম্পদকে সে দুনিয়ার নগণ্য আরাম ও বিলাসিতার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়। শেষে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই হারিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে এই ইয়াহুদী আলেমরা যারা তাদের কিতাবসমূহে আল্লাহর হিদায়াত পাঠ করছে এবং তোমার গুণাবলী তাতে লিপিবদ্ধ দেখছে, তাদের উচিত নয় দুনিয়ার মোহে নিমজ্জিত হয়ে শিষ্যদেরকে ভুল পথে চালিত করা। নতুবা তারাও ইহকাল ও পরকাল দুই'ই হারাবে। তাদের কর্তব্য হবে, তারা যেন তাদের জ্ঞান দ্বারা উপকার লাভ করে এবং তোমার (রাসূলের সাঃ) আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর অন্যদের কাছেও যেন সত্য কথা প্রকাশ করে দেয়। দেখ! কাফিরদের দৃষ্টান্ত কতই না জঘন্য যে, তারা কুকুরের মত শুধু খাদ্য ভক্ষণ ও কুপ্রবৃত্তির মধ্যে পড়ে রয়েছে! সুতরাং যে কেহই ইল্‌ম ও হিদায়াতকে ছেড়ে দিয়ে কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার কাজে লেগে যাবে সে'ই হবে কুকুরের মত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'জঘন্য দৃষ্টান্ত যেন আমাদের উপর প্রযোজ্য না হয়। কেহকে দেয়ার পর তা যে ব্যক্তি পুনরায় ফিরিয়ে নেয় তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ কুকুরের মত যে বমি করার পর পুনরায় তা খেয়ে নেয়। (ফাতহুল বারী ৫/২৮৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَأَنفُسَهُمۡ كَانُواْ يَظۡلِمُونَ তারা নিজেরা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। কেননা তারা হিদায়াতের অনুসরণ করেনি। তারা দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ বিলাসের মধ্যে পতিত হয়েছে। এটা আল্লাহর অত্যাচার করা নয়।

১৭৮। আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে'ই পথ প্রাপ্ত হয়, আর যাকে তিনি পথ প্রদর্শন হতে বঞ্চিত করেন সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	١٧٨. مَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلۡمُهۡتَدِى ۖ وَمَن يُضۡلِلۡ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَـٰسِرُونَ

আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেন যে, যাকে তিনি সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কার এমন শক্তি আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং তিনি যা চান না তা হয়না। এ জন্যই ইব্ন মাসউদের (রাঃ) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّه نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَهْدِيْه وَ نَسْتَغْفِرُهْ وَ نَعُوْذُ بِا اللّه مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّأتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِه اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُّضْــلِلْ اللّهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি; তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি, তাঁরই নিকট হিদায়াত কামনা করছি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের নাফসের অকল্যাণ হতে তাঁর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি এবং মন্দ আমল হতেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন তাকে কেহ পথভ্রষ্ট করতে পারেনা এবং যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেহ পথ দেখাতে পারেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। (আহমাদ ১/৩৯২, আবূ দাঊদ ২/৫৯১, তিরমিযী ৪/২৩৭, নাসাঈ ৩/১০৫, ইব্ন মাজাহ ১/৬০৯)

১৭৯। আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করেনা; তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা দেখেনা। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনেনা। তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন।

١٧٩. وَلَقَدۡ ذَرَأۡنَا لِجَهَنَّمَ
كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ ۖ
لَهُمۡ قُلُوبٌ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمۡ أَعۡيُنٌ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ
ءَاذَانٌ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ
كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ ٱلۡغَٰفِلُونَ

অবিশ্বাস এবং এর পরিণতি

আল্লাহ তা'আলা বলেন وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ *আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি*) অর্থাৎ আমি ইহা তাদের জন্যই তাদের আমলের ক্রমানুপাত হিসাবে তৈরী করে রেখেছি। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন তখন ঐ সৃষ্টি অস্তিত্বে আসার আগেই তিনি জানেন যে, তার আমল কেমন হবে। তিনি এসব কিছুই তাঁর কাছে রক্ষিত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, যা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই সম্পন্ন করে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলসমূহ সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই তাঁর সৃষ্টি জীবের তাকদীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন এবং তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। (মুসলিম ৪/২০৪৪) এ ব্যাপারে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর তাকদীরের মাসআলাটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। এখানে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়ার তেমন কোন সুযোগ নেই। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا তাদের অন্তর রয়েছে, কিন্তু তারা অনুধাবন করেনা। চক্ষু রয়েছে, কিন্তু দেখেনা। কান রয়েছে, কিন্তু শোনেনা। এ জিনিসগুলিকে হিদায়াত লাভ করার জন্য কারণ বানানো হয়েছিল। কিন্তু ওগুলি দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত হয়নি। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَـٰرًا وَأَفْـِٔدَةً فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ

আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ২৬) মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

তারা বধির, মূক, অন্ধ। অতএব তারা প্রত্যাবৃত্ত হবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮) আর কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা বুঝবেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَـٰرُ وَلَـٰكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِى فِى ٱلصُّدُورِ

বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষঃস্থিত হৃদয়। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৪৬) আরও বলেন ঃ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُۥ شَيْطَـٰنًا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ
لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর। শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে। অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৩৬-৩৭) এখন এখানে ইরশাদ হচ্ছে, ঃ

وْلَــئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَــئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত। তারা সত্য কথা শোনেওনা এবং সত্যের পথে চলতে সাহায্যও করেনা। তারা হল তৃণভোজী পশুর মত যারা এর দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনা, শুধুমাত্র পার্থিব জীবনে এর দ্বারা উপকার লাভ করা হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়, যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১) তদ্রূপ এই লোকগুলোকেও ঈমানের দিকে ডাকা হলে তারা এর উপকারিতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, তারা শুধু তাদের রাখালের ডাকের শব্দই শুনে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَــئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَــئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ এই লোকগুলো হল পশুর মত, না বরং তার চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। কেননা পশু তার রাখালের কথা না বুঝলেও কমপক্ষে তার দিকে মুখ ফিরে তাকায়। তাছাড়া ঐ জন্তুগুলো দ্বারা অনুধাবন করতে না পারার যে কাজ প্রকাশ পায় তা হচ্ছে তাদের প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগত ব্যাপার। পক্ষান্তরে কাফিরদেরকে কোন অংশী স্থাপন করা ছাড়াই আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা কুফরী ও শির্ক করেছে। আর এ জন্যই যারা আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করেছে তারা কিয়ামাতের দিন মালাইকা/ফেরেশতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে। কিন্তু যারা কুফরী করে তারা পশুর মত কিংবা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর বলে গণ্য হবে।

১৮০। আর আল্লাহর জন্য সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে, আর তাদেরকে বর্জন কর যারা তাঁর নাম বিকৃত করে, সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে।	١٨٠. وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَـٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলিকে বিশেষ সময়ে পাঠ করবে বা গণনা করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বেজোড় (এক)। তাই তিনি বেজোড়কেই পছন্দ করেন। (ফাতহুল বারী ৫/৪১৭, ১১/২১৮; মুসলিম ৪/২০৬২) তবে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার শুধু এই নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, আর কোন নাম নেই এমনটা সঠিক নয়। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কেহ দুঃখ কষ্টে পতিত হয় এবং আল্লাহর কাছে নিম্ন লিখিত দু'আটি পাঠ করে দু'আ করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার দুঃখ কষ্ট দূর করবেন এবং এর পরিবর্তে তাকে আনন্দিত করবেন। তখন জিজ্ঞেস করা হল ঃ আমরা কি এটা মুখস্থ করবনা? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, বরং যে এটা শুনবে তারই মুখস্থ করে নেয়া উচিত। (আহমাদ ১/৩৯১)

اَللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ' وَابْنُ عَبْدِكَ' وَابْنُ أَمَتِكَ' نَاصِيَتِي
بِيَدِكَ' مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ' عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ' أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ
لَكَ' سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ' أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ' أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ
خَلْقِكَ' أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ' أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ
الْعَظِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِي' وَنُوْرَ صَدْرِيْ' وَجَلَاءَ حُزْنِي' وَذِهَابَ هَمِّى

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা, বান্দার সন্তান, আমার ভাগ্য তোমার হাতে। আমার ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তোমার কাছেই আমার ফাইসালা। তোমার যে নামসমূহ রয়েছে এবং যে নামসমূহ তুমি তোমার কিতাবে বর্ণনা করেছ, অথবা শিক্ষা দিয়েছ, অথবা কেহকে শিক্ষা না দিয়ে তোমার কাছেই গোপন রেখেছ তার অসীলা দিয়ে বলছি, মহান কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের স্ফুরণ করে দাও, আমাদের বক্ষের নূর করে দাও এবং আমার দুঃখ–কষ্ট দূর করে দাও। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ যারা আল্লাহর নাম বিকৃত করে তাদেরকে বর্জন কর। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামসমূহের ব্যাপারে মিথ্যা বলা। যেমন বলা যে, লাত (একটি মূর্তি) আল্লাহর নাম থেকেই উৎসারিত। (তাবারী ১৩/২৮২) কাফিরেরা আল্লাহর নামের সাথে 'লাত' শব্দটিকেও যোগ করে দেয়। তারা 'লাত'-কে আল্লাহর স্ত্রীলিঙ্গ বলে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। 'উয্‌যা' শব্দটিকে তারা 'আযীয' থেকে বের করে থাকে এবং এটাকেও স্ত্রী খোদা বলে। 'ইলাহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর আরাবদের পরিভাষায় মধ্যম পন্থা থেকে সরে যাওয়াকে 'ইলহাদুন' বলা হয়। 'লাহাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে কাবর। কাবরকে 'লাহাদ' এ জন্যই বলা হয় যে, ওটা গর্তের ভিতর আর একটি গর্ত করে তৈরী করা হয়ে থাকে।

১৮১। আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি দলও রয়েছে যারা সত্য পথের দা'ওয়াত দেয় এবং ন্যায় বিচার করে।	١٨١. وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِۦ يَعْدِلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِه يَعْدِلُونَ আমার সৃষ্ট কাওমের মধ্যে কোন কোন কাওম কথায় ও কাজে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা সত্য কথা বলে, সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান করে এবং সত্যের দ্বারা ফাইসালাও করে। এই উম্মাত দ্বারা উম্মাতে

মুহাম্মাদীয়াকে বুঝানো হয়েছে। মুয়াবিয়া ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে একটি কাওম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, শেষ পর্যন্ত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। ঐ দলটি সত্যের উপর বিজয়ী থাকবে। কোন বিরুদ্ধবাদী দল তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। কিয়ামাত আসা পর্যন্ত বা মৃত্যু পর্যন্ত তারা ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (ফাতহুল বারী ১৩/৪৫১, মুসলিম ৩/১৫২৪)

١٨٢. وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا سَنَسۡتَدۡرِجُهُم مِّنۡ حَيۡثُ لَا يَعۡلَمُونَ	**১৮২। যারা আমার আয়াত-সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আমি তাদের অজ্ঞাতে তাদেরকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাব।**
١٨٣. وَأُمۡلِي لَهُمۡۚ إِنَّ كَيۡدِي مَتِينٌ	**১৮৩। আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অতি শক্ত।**

وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ এর ভাবার্থ এই যে, তাদের জীবিকার দরজাগুলি খুলে যাবে এবং পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত তারা এর দ্বারা প্রতারিত হবে এবং ধারণা করবে যে, তাদের ঐ অবস্থা চিরকালই থাকবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِۦ فَتَحۡنَا عَلَيۡهِمۡ أَبۡوَٰبَ كُلِّ شَيۡءٍ حَتَّىٰٓ إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذۡنَـٰهُم بَغۡتَةً فَإِذَا هُم مُّبۡلِسُونَ. فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْۚ وَٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَـٰلَمِينَ

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহাত করা হয়েছিল তা যখন তারা ভুলে গেল তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। যখন তারা তাদেরকে দানকৃত বস্তু লাভ করে খুব আনন্দিত ও উল্লসিত হল তখন

হঠাৎ একদিন আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম, আর তারা সেই অবস্থায় নিরাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মূল শিকড় কেটে ফেলা হল, আর সমস্ত প্রশংসা বিশ্বের রাব্ব আল্লাহরই জন্য। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৪-৪৫) এ জন্যই তিনি বলেন ঃ وَأُمْلِي لَهُمْ আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে রেখেছি। আমার কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাপনা খুবই বলিষ্ঠ ও অটুট।

১৮৪। তারা কি এটা চিন্তা করেনা যে, তাদের সঙ্গী পাগল নয়? সে নিছক একজন সুস্পষ্ট ভয় প্রদর্শনকারী!	١٨٤. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ ۗ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

এই মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা এটাও চিন্তা করেনি যে, তাদের বন্ধু ও সঙ্গী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোটেই পাগল নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল, যিনি মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করেন। যার স্থির বুদ্ধি রয়েছে এবং তা যে কাজে লাগায় সে'ই পরিষ্কারভাবে এটা বুঝতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ

এবং তোমাদের সহচর উন্মাদ নয়। (সূরা তাকউইর, ৮১ ঃ ২২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ ۚ

مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

বল ঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে দুই জন অথবা এক জন করে দাঁড়াও, অতঃপর তোমরা চিন্তা করে দেখ - তোমাদের সংগী আদৌ উন্মাদ নয়। সেতো আসন্ন কঠিন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৪৬) খাঁটি অন্তরে আল্লাহকে ডাকতে থাক। গোঁড়ামি ও একগুঁয়েমি পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা এরূপ কর তাহলে হাকীকাত তোমাদের কাছে খুলে যাবে যে, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য এবং তোমাদের শুভাকাংখী।

কাতাদাহ ইব্‌ন দিআমাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা 'সাফা' পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন। সেখানে তিনি কুরাইশদেরকে একত্রিত করেন এবং এক এক গোত্রের নাম ধরে ডাকতে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা থেকে ভয় প্রদর্শন করেন। তখন কোন কোন নির্বোধ ব্যক্তি বলতে শুরু করে যে, তাঁকেতো পাগল বলে মনে হচ্ছে। সকাল পর্যন্ত সে এভাবে চীৎকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৩/২৮৯)

১৮৫। তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে কোন গভীর চিন্তা করেনা? এবং তাদের জীবনে নির্দিষ্ট মেয়াদটি পূর্ণ হওয়ার সময়টি হয়তো বা নিকটে এসে পড়েছে, তারা কি এটাও চিন্তা করেনা? এরপর তারা আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে?	١٨٥. أَوَلَمْ يَنظُرُوا۟ فِى مَلَكُوتِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَىْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۖ فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ

ইরশাদ হচ্ছে, আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা এ কথা কি চিন্তা করে দেখেনা যে, আকাশ, পৃথিবী এবং এ দু'য়ের মধ্যস্থলে যা কিছু রয়েছে সবগুলির উপর আমার কিরূপ ক্ষমতা রয়েছে? তাদের উচিত ছিল এগুলি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। তাহলেই তারা এ শিক্ষা লাভ করত যে, এ সবকিছুই আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন। তাঁর সাথে কারও কোন তুলনা চলেনা এবং তাঁর সাথে কারও কোন সাদৃশ্যও নেই। তিনিই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য। তাদের আরও উচিত তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা স্বীকার করা, তাঁর অনুসরণে ঝুঁকে পড়া, মূর্তি/প্রতিমাগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করা এবং এই ভয় করা যে, মৃত্যু অতি নিকটবর্তী, সুতরাং যদি কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু এসে পড়ে তাহলে বেদনাদায়ক শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ এর পরও তারা কোন্ কথায় ঈমান আনবে? অর্থাৎ যে ভীতি প্রদর্শন মূলক হুমকি দেয়া হয়েছে এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেই এসেছে। তারা যদি এই অহী ও কুরআনের সত্যতা স্বীকার না করে যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেশ করেছেন তাহলে তারা আর কোন্ কথার সত্যতা স্বীকার করবে?

১৮৬। যাদেরকে আল্লাহ বিপথগামী করেন, তাদের কোন পথ প্রদর্শক নেই, আর আল্লাহ তাদেরকে তাদেরই বিভ্রান্তির মধ্যে উদভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন।	١٨٦. مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِىَ لَهُۥ ۚ وَيَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আল্লাহ তা'আলা যাদের নাম পথভ্রষ্ট হিসাবে লিখে দিয়েছেন তাদেরকে কেহই পথ প্রদর্শন করতে পারবেনা। তারা যতই নিদর্শনসমূহ অবলোকন করুক না কেন, তাদের কোনই উপকার হবেনা। আল্লাহ যাকে ফিতনায় পতিত করেন তাকে কে সত্য পথে আনবে? যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا

আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪১)

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْءَايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১)

১৮৭। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও ঃ এ	١٨٧. يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ

أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا
هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ
يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ
إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ
أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী, শুধু তিনিই ওটা ওর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন, তা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। তোমাদের উপর ওটা আকস্মিকভাবেই আসবে। তুমি যেন এ বিষয় সবিশেষ অবগত, এটা ভেবে তারা তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বলে দাও ঃ এ সম্পর্কীয় জ্ঞান একমাত্র আমার রবেরই রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ কথা বুঝেনা।

কিয়ামাত দিবসের আলামতসমূহ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ এই আয়াতটি কুরাইশদের সম্পর্কে অথবা ইয়াহুদীদের একটি দলের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। প্রথমটিই সঠিকতর। কেননা এটি মাক্কী আয়াত। আর ইয়াহুদীরাতো ছিল মাদীনার অধিবাসী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

يَسْـَٔلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ

লোকেরা তোমাকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৬৩) আসলে তা কিন্তু বিশ্বাস করার উদ্দেশে নয়, বরং তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দৃষ্টিকোণ নিয়েই প্রশ্ন করছে। যেমন নিম্নের আয়াতে দেখা যাচ্ছে ঃ

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ

আর তারা বলে ঃ (আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন (সংঘটিত) হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৪৮) অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِى ٱلسَّاعَةِ لَفِى ضَلَٰلٍۭ بَعِيدٍ

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য; জেনে রেখ, কিয়ামাত সম্পর্কে যারা বাক-বিতন্ডা করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে নাবী! তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে এবং দুনিয়া কখন শেষ হবে? আর ওর নির্ধারিত সময় কোন্টা? হে নাবী! তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ এর জ্ঞানতো একমাত্র আমার রাব্ব আল্লাহরই রয়েছে! আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহই এ সময় সম্পর্কে অবহিত নয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ যমীন ও আসমানবাসী এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। হাসান (রহঃ) এর ভাবার্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন যমীন ও আসমানবাসীর ওটা অত্যন্ত ভারী ও কঠিন বোধ হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর ভাবার্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এমন কোন জিনিস থাকবেনা যার উপর কিয়ামাতের কষ্ট পৌঁছবেনা। ইব্ন যুরাইয (রহঃ) বলেন ঃ আকাশ ফেটে যাবে, তারকারাজী খসে পড়বে, সূর্য অন্ধকার হয়ে যাবে, পাহাড় উড়তে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলা যা কিছু বলেছেন সবই হবে। আকাশবাসীদেরও এর জ্ঞান নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ **لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً** ওটা এমনভাবে হঠাৎ এসে পড়বে যে, ওর কোন ধারণাও কেহ করবেনা।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হঠাৎ করেই কিয়ামাত সংঘটিত হবে, যখন লোকদের কেহ পানির পাত্রের ছিদ্র মেরামত করতে থাকবে, কেহ তার পশুকে পানি পান করাতে থাকবে, কেহ বিক্রির জন্য মালামাল বাজারে উপস্থিত করবে অথবা (কেনা-বেচার জন্য) দাড়িপাল্লা ঠিকঠাক করতে থাকবে। (তাবারী ১৩/২৯৭)

সহীহ বুখারীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হবে তখন সবাই ওটা অবলোকন করে ঈমান আনবে। কিন্তু ঐ সময়ে ঈমান আনা কারও কোন উপকারে আসবেনা। পাপীদের সেই সময়ের সৎ কাজ মোটেই ফলদায়ক হবেনা। ঐ সময় দু'ব্যক্তি কাপড় আদান প্রদান করতে থাকবে, এই উদ্দেশে কাপড়ের মূল্য পরিশোধ কিংবা কাপড় গুটিয়ে ফিরার সময় থাকবেনা; দুধ দোহন করে পান করারও সময় পাওয়া যাবেনা, পশুকে পান করার পানির পাত্র পরিষ্কার করতেই থাকবে, তার খাদ্য-গ্রাস মুখে দেয়ার জন্য হাত তুলতে যাবে ইত্যবসরে কিয়ামাত শুরু হয়ে যাবে। (ফাতহুল বারী ১১/৩৬০)

يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا এর অর্থের ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের মতানৈক্য রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, তারা কিয়ামাতের রহস্য তোমাকে এমনভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বড় বন্ধু। আর তারা তোমাকে এটা এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করছে যেন তিনি কিয়ামাত সংঘটনের তারিখ অবগত রয়েছেন। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, এর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। আল্লাহ তা'আলা এই রহস্য নিজের নিকটতম কোন মালাক কিংবা কোন রাসূলের কাছেও প্রকাশ করেননি। (তাবারী ১৩/২৯৮)

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে ইব্ন নাযিহ (রহঃ) يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا এ আয়াত সম্পর্কে বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, আপনি যেমন এ প্রশ্ন করেছেন তেমনি এর অর্থও আপনারই জানার কথা।

একজন বেদুঈনের রূপ ধারণ করে একদা জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন, যেন জনগণ দীনী শিক্ষা লাভ করতে পারে। অতঃপর তিনি হিদায়াত অনুসন্ধিৎসু একজন প্রশ্নকারীর মত তাঁর পাশে বসে পড়েন এবং তাঁকে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এরপর জিজ্ঞেস করেন ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে। তারপর জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে?' এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে আপনার চেয়ে আমার জ্ঞান বেশি নেই।

অর্থাৎ আপনি যেমন এটা জানেননা, তেমনই আমিও জানিনা। কোন লোকই এ ব্যাপারে কিছুই জানেনা বা জানতে পারেনা।' অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ

কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ৩৪)

অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, জিবরাঈল (আঃ) একজন বেদুঈনের রূপ ধরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে কিয়ামাতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তখন তিনি নিদর্শনগুলি বলে দেন। তারপর তিনি বলেন ঃ পাঁচটি জিনিসের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। তাঁর প্রতিটি উত্তরের উপর জিবরাঈল (আঃ) বলে যাচ্ছিলেন ঃ 'আপনি সঠিক উত্তরই দিয়েছেন।' সুতরাং সাহাবাগণ এতে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, ইনি কি ধরনের প্রশ্নকারী? তিনি নিজেই প্রশ্ন করছেন, আবার উত্তরের সঠিকতা স্বীকার করছেন! যখন সেই প্রশ্নকারী চলে গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাগণকে বললেন ঃ ইনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। তিনি তোমাদেরকে দীনী মাসআলাগুলি শিক্ষা দেয়ার জন্য এসেছিলেন। এর পূর্বে যখন তিনি রূপ পরিবর্তন করে আসতেন তখন আমি তাঁকে চিনতে পারতাম। এবার কিন্তু আমিও তাঁকে চিনতে পারিনি। (ফাতহুল বারী ১/১৪০)

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আরাবের বেদুঈনরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত এবং প্রায়ই প্রশ্ন করত ঃ কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে?' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কোন এক শিশু সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন ঃ 'যদি আল্লাহ একে পূর্ণ বয়স দান করেন তাহলে এ বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমার কিয়ামাত এসে যাবে। (মুসলিম ৪/২২৬৯) এখানে কিয়ামাত দ্বারা মৃত্যুকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষকে এই দুনিয়া হতে সরিয়ে আলামে বারযাখে নিয়ে যাবে। শব্দের কম বেশি কিছু পরিবর্তনসহ এ বিষয়ের আরও বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। মোট কথা, এসব হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামাত আসবে এবং অবশ্যই আসবে। কিন্তু সময়ের নির্ধারণ সম্ভব নয়।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, ইন্তিকালের এক মাস পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন ঃ 'তোমরা আমাকে

কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছ। কিয়ামাত আসতে আর কত সময় বাকি আছে এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তবে আমি শপথ করে বর্ণনা করছি যে, বর্তমানে ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী রয়েছে, একশ' বছর পরে এগুলোর একটিরও অস্তিত্ব থাকবেনা।' (মুসলিম ৪/২২৭০) ইব্ন উমার (রাঃ) এর ভাবার্থ করেছেন, কিয়ামাতের দিন যেমন সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করবে, তদ্রূপ একশ' বছর পরে বর্তমানের সমস্ত লোকের জন্য কিয়ামাত এসে যাবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মিরাজের রাতে আমি ইবরাহীম (আঃ), মূসা (আঃ) এবং ঈসার (আঃ) পাশ দিয়ে গমন করি। তারা কিয়ামাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং এ বিষয়ে ইবরাহীমকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'এ ব্যাপারে আমার কোনই জ্ঞান নেই।' এরপর তারা মূসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও বললেন যে, এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। অতঃপর তারা ঈসাকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন। তিনিও বললেন ঃ এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। তবে এর আলামত সম্পর্কে আমার রাব্ব আমাকে জানিয়েছেন যে, দাজ্জাল বের হবে। আমার সাথে দু'টি বল্লম থাকবে। সে (দাজ্জাল) আমাকে দেখা মাত্রই সীসার মত গলে যাবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে ধ্বংস করে দিবেন। এমন কি গাছ কিংবা পাথরও বলে উঠবে ঃ হে মুসলিম! আমার আড়ালে একজন কাফির লুকিয়ে রয়েছে। সুতরাং তুমি এসে তাকে হত্যা কর। অতএব আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত কাফিরকে ধ্বংস করবেন। অতঃপর লোকেরা নিজ নিজ শহরে ও দেশে ফিরে যাবে। ইতোমধ্যে ইয়াজূজ ও মাজূজ প্রত্যেক প্রান্ত থেকে বেরিয়ে পড়বে। তারা শহর-পল্লী ধ্বংস করে চলবে। প্রতিটি জিনিস তাদের ঘুরা-ফিরার কারণে ধ্বংস ও নষ্ট হতে থাকবে। যেখান দিয়ে তারা চলবে সেখানের প্রস্রবণের পানি পান করে ওকে শূন্য করে ফেলবে। জনগণ তখন আমার কাছে তাদের অভিযোগ নিয়ে আসবে। আমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে বদ দু'আ করব। আল্লাহ তা'আলা সব ইয়াজুজ ও মাজূজদের মৃত্যু ঘটাবেন। অবশেষে প্রতিটি স্থান তাদের মৃতদেহে ভরে যাবে এবং ওগুলো পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের মৃতদেহগুলি ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিবেন। ঐ সময় পাহাড় স্থানচ্যুত হয়ে যাবে এবং যমীন বিস্তৃত হয়ে পড়বে। ঐ সময় কিয়ামাত এমনই

নিকটবর্তী হবে যেমন পূর্ণ গর্ভবতী মহিলা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে দিন-রাত যে কোন সময়ে সন্তান প্রসব করবে। (আহমাদ ১/৩৭৫, ইব্‌ন মাজাহ ২/১৩৬৫) বড় বড় নাবী হওয়া সত্ত্বেও তারা কিয়ামাতের সময় সম্পর্কে অবহিত ছিলেননা। ঈসাও (আঃ) শুধুমাত্র ওর আলামতগুলি বলে দিয়েছেন। কেননা এই উম্মাতের শেষ যুগে তিনি অবতরণ করবেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহকাম বাস্তবায়ন করবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং আল্লাহ তা‘আলা তাঁরই বদ দু‘আয় ইয়াজূজ-মাজূজকে ধ্বংস করবেন।

হুযাইফা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিয়ামাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ কিয়ামাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমি তোমাদেরকে কিয়ামাতের নিদর্শনগুলি বলছি। তা এই যে, ওর সামনে বড় বড় ফিতনা ও ‘হারাজ’ সংঘটিত হবে।’ সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা ফিতনাতো বুঝলাম। কিন্তু ‘হারাজ’ কি?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হাবশের আরাবী ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে হত্যা।’ অতঃপর তিনি বলেন ঃ জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা এত বৃদ্ধি পাবে যে, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে বলবে ঃ ‘আমি তোমাকে চিনিনা।’ (আহমাদ ৫/৩৮৯) সহীহায়িন এবং চারটি সুনান গ্রন্থে এ কথাটিকে এই ধারা বর্ণনায় বর্ণিত হয়নি।

তারিক ইব্‌ন সিহাব (রহঃ) বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লোকেরা প্রায়ই কিয়ামাতের ব্যাপারে প্রশ্ন করত। অবশেষে يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي *তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও ঃ এ বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী।* এ আয়াতটি নাযিল হয়। (তাবারী ৩/২৯২, নাসাঈ ৬/৫০৬) আমাদের উম্মী নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইয়্যেদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিঈন, যিনি রাহমাত ও তাওবাহর নাবী, বলেছেন ঃ ‘আমি ও কিয়ামাত এই দু’টি অঙ্গুলির মত।’ ঐ সময় তিনি তাঁর শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দু’টি মিলিত দেখিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ১১/৩৫৫) মোট কথা, عِلْمُ السَّاعَةِ বা কিয়ামাতের ইল্‌ম শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলারই রয়েছে।

١٨٨. قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ وَلَوۡ كُنتُ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ لَٱسۡتَكۡثَرۡتُ مِنَ ٱلۡخَيۡرِ وَمَا مَسَّنِيَ ٱلسُّوٓءُۚ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٞ وَبَشِيرٞ لِّقَوۡمٖ يُؤۡمِنُونَ

১৮৮। তুমি বল ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তাহলে আমি রবের কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতনা, আমিতো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী।

রাসূল (সাঃ) গাইবের খবর জানতেননা, তিনি নিজের ভাল-মন্দেরও পরিবর্তন করতে পারতেননা

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি সমস্ত বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দাও। নিজের সম্পর্কে তুমি বলে দাও, ভবিষ্যতের জ্ঞান আমারও নেই। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যেটা বলে দেন একমাত্র সেটাই আমি বলতে পারি। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

عَـٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ فَلَا يُظۡهِرُ عَلَىٰ غَيۡبِهِۦٓ أَحَدًا

তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেননা। (৭২ ঃ ২৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ হে নাবী! তুমি বলে দাও, আমি যদি অদৃশ্যের বিষয় জানতাম তাহলে আমি নিজের জন্য অনেক কিছু কল্যাণ জমা করে নিতাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) خَيْر এর অর্থ ধন-সম্পদ নিয়েছেন এবং এটাই উত্তমও বটে। অন্য বর্ণনায় যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস

(রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, এর ভাবার্থ হবে ঃ যে জিনিস ক্রয়ে লাভ বা উপকার রয়েছে তা আমার জানা থাকলে ওটা অবশ্যই ক্রয় করতাম। আর কোন জিনিস বিক্রয় করতামনা যে পর্যন্ত না ওর লাভ জানতাম। অথবা দারিদ্রতা বা সংকীর্ণতা আমাকে কখনও স্পর্শ করতনা। (দুররুল মানসুর ৩/৬২২) ইব্‌ন জারীর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এ অর্থও নিয়েছেন ঃ দুর্ভিক্ষ আসার খবর জানলে পূর্বেই বহু খাদ্য জমা করে রাখতাম এবং দুর্মূল্যের সময় তা ব্যবহার করতাম। আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তাহলে যে কোন অনিষ্টতা আমার কাছে আসার পূর্বেই আমি তা এড়িয়ে চলে নিজকে রক্ষা করতে সক্ষম হতাম। (তাবারী ১৩/৩০২)

إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ আমিতো শুধু (জাহান্নাম হতে) ভয় প্রদর্শনকারী এবং (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

আমিতো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি ওর দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতন্ডা প্রবণ সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৯৭)

১৮৯। তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই ব্যক্তি হতেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যেন সে তার নিকট থেকে প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলনে প্রবৃত্ত হয় তখন সেই মহিলাটি এক গোপন ও লঘু গর্ভ ধারণ করে, আর ওটা নিয়ে চলাফেরা করতে থাকে। যখন তার গর্ভ গুরুভার হয় তখন তারা উভয়েই তাদের	١٨٩. هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ

রবের কাছে প্রার্থনা করে ঃ আপনি যদি আমাদেরকে সৎ সন্তান দান করেন তাহলে আমরা আপনার কৃতজ্ঞ বান্দা হব।	ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ
১৯০। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে সৎ ও সুস্থ সন্তান দান করেন তখন তারা আল্লাহর দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে, কিন্তু তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তার অনেক উর্ধ্বে।	١٩٠. فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ۚ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

সমস্ত মানবগোষ্ঠিই আদম সন্তান

ইরশাদ হচ্ছে যে, দুনিয়ার সমস্ত মানুষই আদমের (আঃ) বংশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং স্বয়ং তাঁর স্ত্রী হাওয়া (আঃ) তাঁরই মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছেন। তাঁদের দু'জনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ১৩)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিনী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا তিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন যাতে সে তার সাথে বসবাস করে এবং সাহচর্য লাভ করে আনন্দ পায়। যেমন অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের সাথে শান্তিতে বাস করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২১) স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা জন্মে, এর চেয়ে অধিক ভালবাসা আর কোথাও হতে পারেনা। তাইতো আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'যাদুকর তার যাদুর মাধ্যমে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায় যে, কি করে সে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতে পারে।' মোট কথা, স্বামী যখন তার প্রকৃতিগত প্রেমের ভিত্তিতে স্বীয় স্ত্রীর সাথে মেলা মেশা করে তখন তার স্ত্রী প্রথমতঃ তার গর্ভাশয়ে একটা হালকা বোঝার অস্তিত্ব অনুভব করে। এটা হল গর্ভের সূচনার সময়। এই সময় নারীর কোন কষ্ট হয়না। কেননা এই গর্ভতো সবেমাত্র নুৎফা বা মাংসপিণ্ড। এখন ওটা হালকা পাতলা অবস্থায় রয়েছে।

আইউব (রহঃ) বলেন ঃ আমি হাসানকে (রহঃ) مَرَّتْ بِهِ এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'যদি আমি আরাববাসী হতাম এবং তাদের ভাষা বুঝতাম তাহলে এর অর্থ জানতাম। এর অর্থ এই হতে পারে যে, সে এই গর্ভ নিয়ে আরামেই চলাফিরা করে।'

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, এই গর্ভ প্রকাশিত হয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, ঐ গর্ভ নিয়ে সে সহজেই উঠাবসা করতে পারে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ এই প্রাথমিক সময় হচ্ছে এমন এক সময় যখন তার নিজেরই এই সন্দেহ থেকে যায় যে, তার গর্ভ আছে কি নেই। মোট কথা, এরপর নারী তার পেটের গর্ভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। তখন মাতা-পিতা

দু'জনই আল্লাহর কাছে এই কামনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে নিখুঁত ও সুন্দর সন্তান দান করেন তাহলে এটা তাঁর বড়ই ইহসান হবে! ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'মা-বাবার এই ভয়ও থাকে যে, সন্তান না জানি হয়তো কোন পশুর আকৃতি বিশিষ্ট হয়ে যায়! (তাবারী ১৩/৩০৬) আবূ বাখতারী (রহঃ) এবং মালিক (রহঃ) মন্তব্য করেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ তারা ভয়ে ভীত থাকেন যে, না জানি মানব সন্তান না হয়ে অন্য কিছু জন্ম লাভ করে। (তাবারী ১৩/৩০৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, 'যদি আল্লাহ আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন। (তাবারী ১৩/৩০৬) মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে সৎ ও নিখুঁত সন্তান দান করেন তখন তারা আল্লাহর দেয়া এই দানে অংশী স্থাপন করে ওটাকে মূর্তি/প্রতিমাগুলোর অংশ বানিয়ে দেয়। আল্লাহর সত্তা এরূপ শির্ক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, এটা আদমের (আঃ) ঘটনা নয়, বরং এটা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘটনা। হাসান বাসরী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা কোন আদম সন্তানের মুশরিক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এরূপ করে থাকে। (তাবারী ১৩/৩১৪) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, হাসান বাসরী (রহঃ) বলতেন যে, এটা হচ্ছে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানের কাজের বর্ণনা, যারা নিজেদের সন্তানদেরকে নিজেদের রীতিনীতির উপর পরিচালিত করে যা তাদেরকে ইয়াহুদী ও খৃষ্টান বানিয়ে দেয়। (তাবারী ১৩/৩১৪) এই আয়াতের যেসব তাফসীর বর্ণনা করা হয়েছে তন্মধ্যে এটাই উত্তম তাফসীর।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তারা যাকে অংশী করে আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক উন্নত ও মহান। এই আয়াতগুলির বর্ণনা, ইতোপূর্বে আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) বর্ণনাক্রমিক বর্ণনার মত। প্রথমে মূল মা-বাবার বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ অন্যান্য মা-বাবা ও তাদের শির্কের বর্ণনা দিয়েছেন। এরপর ব্যক্তিগত বর্ণনা শেষ করে শ্রেণীগত বর্ণনার দিকে মোড় ফিরানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَجَعَلْنَـٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَـٰطِينِ ۖ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি শাইতানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ৫) আর এটা স্পষ্ট কথা যে,

সৌন্দর্যের জন্য যে তারকাগুলি নির্দিষ্ট রয়েছে সেগুলি ছিটকে পড়েনা। ঐগুলি দ্বারা শাইতানদেরকে মারা হয়না। এখানেও কথার মোড় ফিরানো হচ্ছে যে, তারকারাজির স্বাতন্ত্র্যের বর্ণনার পর শ্রেণীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর আরও বহু দৃষ্টান্ত কুরআনুল হাকীমে বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানেন।

১৯১। তারা কি এমন বস্তুকে (আল্লাহর সাথে) অংশী করে যারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করেনা, বরং তারা নিজেরাই (আল্লাহর দ্বারা) সৃষ্ট?	١٩١. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْـًٔا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
১৯২। তারা যেমন তাদের কোন সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেনা, তেমনি নিজেরাও কোন সাহায্য করতে পারেনা।	١٩٢. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ
১৯৩। তোমরা যদি ওদেরকে সৎ পথে ডাক তাহলে তারা তোমাদের অনুসরণ করবেনা, তাদেরকে ডাকা অথবা চুপ করে থাকা উভয়ই তোমাদের পক্ষে সমান।	١٩٣. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَـٰمِتُونَ
১৯৪। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকেই ডাক, তারাতো তোমাদেরই মত বান্দা। সুতরাং যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তাদেরকে উপাস্য হিসাবে ডাকতে থাক, দেখ	١٩٤. إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لَكُمْ

তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় কি না!	إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
১৯৫। তাদের কি পা আছে যা দ্বারা চলছে? তাদের কি হাত আছে যদ্বারা কোন কিছু ধরে থাকে অথবা চক্ষু আছে যা দ্বারা দেখতে পায়? তাদের কি কর্ণ আছে যা দ্বারা শুনে থাকে? তুমি বল ঃ আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছ তাদেরকে ডাক, তারপর (সকলে একত্রিত হয়ে) আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাক, আমাকে আদৌ কোন অবকাশ দিওনা।	١٩٥. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَآ ۖ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ قُلِ ٱدْعُوا۟ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ
১৯৬। আমার অভিভাবক হলেন সেই আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনিই সৎ কর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করে থাকেন।	١٩٦. إِنَّ وَلِـِّۧىَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّـٰلِحِينَ
১৯৭। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখেনা এবং নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারেনা।	١٩٧. وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ

١٩٨. وَإِن تَدۡعُوهُمۡ إِلَى ٱلۡهُدَىٰ لَا يَسۡمَعُواْۖ وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ وَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ	**১৯৮। যদি তুমি তাদেরকে (মূর্তি) হিদায়াতের পথে ডাক তাহলে সে ডাক তারা শুনবেনা। আর তুমি দেখবে যে, তারা তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, আসলে তারা কিছুই দেখছেনা।**

মূর্তি/প্রতিমা কখনও কিছু সৃষ্টি করতে পারেনা, কেহকে সাহায্য করারও ক্ষমতা নেই

যে মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তি/প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তাদেরকে এখানে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে যে, এই মূর্তিগুলোও আল্লাহর সৃষ্ট এবং মানুষই এগুলো নির্মাণ করেছে। এদের কোনই ক্ষমতা নেই। এগুলো কারও কোন ক্ষতি করতে পারেনা এবং কোন উপকারও করতে পারেনা। এদের দেখারও শক্তি নেই এবং যারা এদের ইবাদাত করে তাদের এরা কোন সাহায্যও করতে পারেনা। বরং এ মূর্তিগুলোতো জড় পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারেনা। এমন কি যারা এদের ইবাদাত করে তারাও এদের চেয়ে উত্তম। কেননা তারা শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং স্পর্শ করতে পারে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ তারা কি ঐ পাথরের মূর্তিগুলোকে আল্লাহর অংশীদার বানিয়ে নিচ্ছে যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনা? বরং তারা নিজেরাইতো সৃষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٞ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥٓۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡلُقُواْ ذُبَابٗا وَلَوِ ٱجۡتَمَعُواْ لَهُۥۖ وَإِن يَسۡلُبۡهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيۡـٔٗا لَّا يَسۡتَنقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلۡمَطۡلُوبُ. مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

হে লোকসকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা, এ উদ্দেশে তারা সবাই একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবেনা; পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল! তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করেনা; আল্লাহ নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান, পরাক্রমশালী। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ৭৩-৭৪) তারা আল্লাহর মর্যাদা বুঝেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত। তাদের উপাস্যরা এতই দুর্বল ও শক্তিহীন যে, মাছি একটা নিকৃষ্ট খাবারও যদি তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উড়ে যায় তাহলে তার নিকট থেকে তা কেড়ে নেয়ারও শক্তি এদের নেই। যাদের বিশেষণ এরূপ তারা কি করে জীবিকা দান করতে পারে বা সাহায্য করতে পারে? ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ

তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মান কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৫) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ তারা তাদের উপাসনাকারীদের সামান্য পরিমাণও সাহায্য করতে পারেনা। এমন কি কেহ যদি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে তাহলে তা থেকে তারা নিজেদেরকে রক্ষাও করতে পারেনা। যেমন ইবরাহীম খলীল (আঃ) স্বীয় কাওমের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলেন এবং পূর্ণ মাত্রায় ওদেরকে লাঞ্ছিত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মূর্তিগুলোকে ইবরাহীম (আঃ) ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে ফেলেন।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ

অতঃপর সে তাদের উপর সবলে ডান হাত দিয়ে আঘাত হানলো। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৩) কিন্তু ভুতখানার সবচেয়ে বড় মূর্তিকে অক্ষত রেখে দিলেন, যেন জনগণ এসে ঐ বড় মূর্তিটিকে জিজ্ঞেস করে যে, এটা কি হয়েছে এবং কে করেছে?

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ

অতঃপর সে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল মূর্তিগুলিকে, তাদের বড় (প্রধান) মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৫৮)

মুআয্ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন জামূহ (রাঃ) এবং মুআয ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) দু'জন যুবক ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পর তাঁরা মুসলিম হয়েছিলেন। রাতে তাঁরা মাদীনায় মুশরিকদের মূর্তিগুলোর নিকট যেতেন এবং ওগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতেন। ওগুলো কাঠের নির্মিত হলে ওগুলো ভেঙ্গে জ্বালানী কাঠ রূপে ব্যবহারের জন্য গরীব বিধবা নারীদেরকে দিয়ে দিতেন। উদ্দেশ্য এই যে, যেন মুশরিকরা এর থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের আমল ও আকীদার উপর চিন্তা ভাবনা করে। আমর ইব্‌ন জামূহ (রাঃ) ছিলেন স্বীয় গোত্রের নেতা। তাঁর একটা মূর্তি ছিল। তিনি ঐ মূর্তির পূজা করতেন এবং ওর গায়ে তিনি সুগন্ধি মাখাতেন। রাতে ঐ দুই যুবক তার ভুতখানায় যেতেন এবং ঐ মূর্তি/প্রতিমার মাথার উপর পশুর মল-মূত্র রেখে দিতেন। আমর ইব্‌ন জামূহ মূর্তিটিকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেতেন এবং ময়লা-আবর্জনা ধুয়ে মুছে পুনরায় সুগন্ধি মাখাতেন। অতঃপর ওর পার্শ্বে তরবারী রেখে দিয়ে বলতেন ঃ 'এর দ্বারা তুমি নিজেকে রক্ষা করবে।' পরের রাতে যুবকদ্বয় আবার ঐ কাজই করতেন এবং ইব্‌ন জামূহ (রাঃ) ওটা ধুয়ে মুছে সাফ করতেন এবং পুনরায় ওর পাশে তরবারী রেখে দিতেন। অবশেষে একদিন যুবকদ্বয় ঐ মূর্তিটিকে বের করে আনেন এবং একটি কুকুরের মৃতদেহের সাথে ওকে বেঁধে একটি রশির মাধ্যমে একটি কুয়ায় লটকে দেন। আমর ইব্‌ন জামূহ (রাঃ) এসে মূর্তিটিকে এ অবস্থায় যখন দেখলেন তখন তাঁর জ্ঞান এলো যে, তিনি মূর্তি পূজায় লিপ্ত থেকে এতদিন বাতিল আকীদার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তাই তিনি মূর্তিটিকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'তুমি যদি সত্যিই উপাস্য হতে তাহলে এই কুয়ার মধ্যে মৃত কুকুরটির সাথে পড়ে থাকতেনা।' অতঃপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং একজন ভাল মুসলিম রূপে জীবন অতিবাহিত করেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতবাসী করুন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لاَ يَتَّبِعُوكُمْ তুমি যদি ওদেরকে সৎ পথে ডাক তাহলে ওরা তোমার অনুসরণ করবেনা। অর্থাৎ এই মূর্তিগুলো কারও ডাক শুনতে পায়না। ওদেরকে ডাকা এবং না ডাকা সমান কথা। ইবরাহীম (আঃ) বলেছিলেন ঃ

يَٰأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا

হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলা বলেন ঃ মূর্তিপূজকের মত এই মূর্তিগুলোও আল্লাহরই সৃষ্ট। এমন কি এই মূর্তিপূজকরাই বরং মূর্তিগুলোর চেয়ে উত্তম। কেননা তারা শুনতে পায়, দেখতে পায় এবং অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু মূর্তিরা তা পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ ادْعُواْ شُرَكَاءكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلاَ تُنظِرُونِ. إِنَّ وَلِيِّـيَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহর সাথে তোমরা যাদেরকে অংশী করছ তাদেরকে ডাক, তারপর সকলে সমবেত হয়ে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাক এবং আমাকে মোটেই কোন অবকাশ দিওনা। আর আমার বিরুদ্ধে মন খুলে চেষ্টা চালিয়ে যাও। আমার সাহায্যকারী হচ্ছেন ঐ আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। ঐ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। তাঁরই উপর আমি ভরসা করছি। তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে শুধু আমার নয়, বরং আমার পরেও সকল সৎকর্মশীল লোকেরই অভিভাবক ও বন্ধু। যেমন হুদ (আঃ) স্বীয় কাওমের কথার প্রতিউত্তরে বলেছিলেন, যখন তারা তাকে অপবাদ দিয়ে বলেছিল ঃ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ. مِن دُونِهِۦۖ فَكِيدُونِي جَمِيعٗا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمۚ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُۢ بِنَاصِيَتِهَآۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

আমাদের কথাতো এই যে, আমাদের উপাস্য দেবতাদের মধ্য হতে কেহ তোমাকে দুর্দশায় ফেলে দিয়েছে। সে বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক, তোমরা যে ইবাদাতে তাঁর (আল্লাহর) শরীক সাব্যস্ত করছ তা থেকে আমি মুক্ত । সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাও, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব; ভূ-পৃষ্ঠে যত বিচরণকারী রয়েছে সবাই তাঁর মুষ্টিতে আবদ্ধ; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব সরল পথে অবস্থিত। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬) ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন ঃ

أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ. أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ. ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ

তোমরা কি তার সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যার পূজা করছ তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষরা? তারা সবাই আমার শত্রু, জগতসমূহের রাব্ব ব্যতীত। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৭৫-৭৮) আরও যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতা এবং কাওমের লোককে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৬-২৮) এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ... إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ এরা না তোমাদের সাহায্য করতে পারে, না পারে নিজেদেরকে সাহায্য করতে। যদি তুমি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে আহ্বান কর তাহলে তারা তোমার ডাক শুনতে পাবেনা। তুমি মনে করছ যে, ওরা (মূর্তিগুলো) তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কিন্তু আসলে কিছুই দেখেনা। ওরা ছবির চক্ষু দ্বারা তোমাকে দেখছে। মনে হচ্ছে যেন প্রকৃতই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করছে। কিন্তু বাস্তবেতো ওরা নির্জীব। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ

তোমরা তাদেরকে আহ্বান করলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ১৪) কেননা ওগুলো হচ্ছে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট এবং মানুষের মতই মনে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তুমি দেখছ যে, তারা যেন মনোযোগের সাথে তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অথচ ওগুলোতো জড়

পদার্থ ও নির্জীব। ওদেরকেতো মানুষের আকারে তৈরী করা হয়েছে এবং দু'টি চোখ বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

১৯৯। তুমি বিনয় ও ক্ষমা পরায়ণতার নীতি গ্রহণ কর, এবং লোকদেরকে সৎ কাজের নির্দেশ দাও, আর মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।	١٩٩. خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ
২০০। শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।	٢٠٠. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

দয়াপরবশ হওয়া

যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, আল্লাহ মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার হুকুম করেছেন এবং দশ বছর পর্যন্ত এই ক্ষমার নীতি কার্যকর রাখতে বলেন। এরপর তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়। এটা হচ্ছে ইব্ন জারীরের (রহঃ) উক্তি। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, লোকদেরকে তাদের চরিত্র ও কাজের ব্যাপারে ক্ষমার চোখে দেখ। অর্থাৎ তাদের স্বভাব চরিত্র ও কাজ কারবারের খোঁজ খবর নিওনা। (তাবারী ১৩/৩২৭) হাশিম ইব্ন উরওয়াহ (রহঃ) বলেন ঃ ভাবার্থ হচ্ছে, লোকদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং খারাপ সাহচর্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাক। (তাবারী ১৩/৩২৭) অন্যত্র বলা হয়েছে, তাদের ব্যবহারের ব্যাপারে আমি তোমাকে যে ক্ষমা করতে বলেছি তুমি তা অবলম্বন কর।

হিশাম (রহঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তার ভাই আবদুল্লাহ ইব্ন যুবাইরকে (রহঃ) خُذِ الْعَفْوَ সম্পর্কে বলতে শুনেছেন যে, এটি কলুষ চরিত্রের লোকদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৫) অনুরূপ আর একটি হাদীস মুগিরাহ (রহঃ) হিশাম (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে,

তিনি ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া হিশাম (রহঃ) তার পিতা হতে, তিনি আয়িশা (রাঃ) হতে আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। উভয় হাদীসের বর্ণনা একই ধরণের। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৬) আল্লাহ তা'আলাই এ ব্যাপারে ভাল জানেন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) এবং ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইউনুস (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন যে, উমেই (রহঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈলকে (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে জিবরাঈল! এর উদ্দেশ্য কি? জিবরাঈল (আঃ) উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কেহ আপনার উপর অত্যাচার করলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন, যে আপনাকে দান থেকে বঞ্চিত করে তাকে আপনি দান করবেন এবং যে আপনার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে আপনি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবেন। (তাবারী ৬/১৫৪, ইব্ন আবী হাতিম ৫/১৬৩৮) এদের বর্ণনার ধারাবাহিকতায় ছেদ রয়েছে। ইব্ন কাসীর (রহঃ) বলেন যে, অন্যান্যদের বর্ণনার ধারাবাহিকতা রয়েছে, আর রিফাই (রহঃ) একে সহীহ বলেছেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উয়াইনা ইব্ন হিসন ইব্ন হুযাইফা স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্র হুর ইব্ন কায়িসের (রাঃ) নিকট আগমন করেন। হুর ইব্ন কায়িস (রাঃ) উমারের (রাঃ) একজন কাছের লোক ছিলেন। কুরআন কারীমে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি উমারের (রাঃ) মাজলিসের কারী ও আলিমদের অন্যতম কুরআন তিলাওয়াতকারী ছিলেন এবং তাঁর পরামর্শ সভার একজন সদস্য ছিলেন। উমারের (রাঃ) মাজলিশের আলিমগণ যুবকও ছিলেন, বৃদ্ধও ছিলেন। উয়াইনা স্বীয় ভ্রাতুস্পুত্রকে বললেন ঃ 'হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! তুমি আমীরুল মু'মিনীনের কাছের লোক। সুতরাং তুমি তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের অনুমতি নিয়ে এসো।' তখন হুর (রাঃ) উয়াইনার জন্য অনুমতি চাইলে উমার (রাঃ) উয়াইনাকে হাযির হওয়ার অনুমতি দিলেন। উয়াইনা যখন আমীরুল মু'মিনীন উমারের (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তখন তিনি তাঁকে বললেন ঃ 'হে খাত্তাবের পুত্র! আপনি আমাকে যথেষ্ট টাকাও দেননি এবং আমার প্রতি আদল বা ন্যায় বিচারও করেনি।' আদলের কথা শোনা মাত্রই উমার (রাঃ) তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন এবং উয়াইনাকে মারতে

উদ্যত হন। তখন হুর (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ তুমি বিনয় ও ক্ষমাপরায়ণতার নীতি অবলম্বন কর, জনগণকে সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদের সাথে জড়িয়ে পড়না (বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও)। আর ইনিতো মূর্খদেরই অন্তর্ভুক্ত! আল্লাহর শপথ। যখন উমারের (রাঃ) সামনে এ আয়াতটি পাঠ করা হল তখন তিনি থেমে গেলেন এবং উয়াইনাকে কোন শাস্তি দিলেননা। মহামহিমান্বিত আল্লাহর কিতাবে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৫)

কোন কোন আলিমের উক্তি রয়েছে যে, মানুষ দু' প্রকারের। প্রথম হচ্ছে উপকারী মানুষ। সে তোমাকে খুশি মনে যা কিছু দান করে তা তুমি কৃতজ্ঞতার সাথে গ্রহণ কর এবং সাধ্যের অতিরিক্ত ভার তার উপর চাপিয়ে দিওনা যার ফলে নিজেই সে পিষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয় হচ্ছে হতভাগ্য ব্যক্তি। তুমি তাকে ভাল কাজের পরামর্শ দাও। কিন্তু যদি তার বিভ্রান্তি বেড়েই চলে এবং সে তার অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে তাকে এড়িয়ে চল। সম্ভবতঃ এই ক্ষমাই তাকে তার দুষ্কার্য থেকে বিরত রাখবে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ ٱلسَّيِّئَةَۚ نَحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَصِفُونَ. وَقُل رَّبِّ
أَعُوذُ بِكَ مِنۡ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحۡضُرُونِ

মন্দের মুকাবিলা কর উত্তম দ্বারা, তারা যা বলে আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা হতে। হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৯৬-৯৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تَسۡتَوِي ٱلۡحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُۚ ٱدۡفَعۡ بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي
بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَدَٰوَةٞ كَأَنَّهُۥ وَلِيٌّ حَمِيمٞ. وَمَا يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا
يُلَقَّىٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٖ

ভাল কাজ এবং মন্দ কাজ সমান হতে পারেনা। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৪-৩৬)

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

শাইতানের কু-মন্ত্রণা যদি তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে তুমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ২০০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, যারা ফাসাদ সৃষ্টি করছে এবং বাড়াবাড়ি করছে তাদের সাথেও যেন তিনি উত্তম ব্যবহার করেন; হতে পারে যে তাঁর এ ব্যবহারের কারণে তারা তাদের খারাবী থেকে বিরত হবে। এ ব্যাপারেই আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত বলেন ঃ

فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ

ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩৪)।

আল্লাহ তা'আলা আরও আদেশ করছেন যে, জিন শাইতানের কুমন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যেন তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। যদি কেহ শাইতানের প্রতি উদার হয় তাহলে সে তার কোন ক্ষতি করবেনা। কারণ শাইতান এটাই চায় যে, এভাবে তার ধ্বংস ও মৃত্যু হোক। আল্লাহ বলেন যে, হে মানব সম্প্রদায়! শাইতান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, যেমন সে শত্রু ছিল তোমাদের আদি পিতার।

ইব্‌ন জারীর (রহঃ) **وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ** এর ব্যাখ্যায় বলেন যে, শাইতান তোমাকে রাগান্বিত করতে চেষ্টা করে এভাবে যে, তুমি মূর্খদের ক্ষমা করবেনা এবং তাদেরকে শাস্তি দিবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন **فَاسْتَعِذْ بِاللّٰه** তুমি শাইতানের ওয়াসওয়াসা থেকে আল্লাহর কাছ আশ্রয় চাবে। কারণ **إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** তিনিই সেই সত্তা যিনি সবার কথা শোনেন। তোমার প্রতি মূর্খদের অন্যায় আচরণ, শাইতানের কুমন্ত্রণা এবং অন্যান্য সৃষ্টি জীবের ব্যাপারেও তিনি অমনোযোগী নন। (তাবারী ১৩/৩৩২)

২০১। যারা আল্লাহভীরু, শাইতান যখন তাদেরকে কু-মন্ত্রণা দেয়, সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের জ্ঞান চক্ষু ফিরে পায়।	٢٠١. إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَٰٓئِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ
২০২। শাইতান যাদের অনুগত সাথী, তারা আরও বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে প্রবেশ করে, এ প্রচেষ্টায় তারা আদৌ থেমে থাকেনা।	٢٠٢. وَإِخْوَٰنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

আল্লাহভীতি বনাম শাইতানের ইবাদাত

যে সব বান্দা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকে, তাদেরকে যদি কোন সময় শাইতান কুমন্ত্রণা দিয়ে খারাপ কাজে নিমগ্ন করে তাহলে সত্বরই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। এই লোকদের আল্লাহর শাস্তি দান, সাওয়াব, তাঁর ওয়াদা, ভয় প্রদর্শন ইত্যাদি স্মরণ হয়ে যায়। ফলে তৎক্ষণাৎ তারা তাওবাহ করে এবং আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর ঐ মুহুর্তেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে শুরু করে। সাথে সাথেই তাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায় এবং সঠিক পথে ফিরে আসে।

মানুষের মধ্যের শাইতানের বন্ধুরা মিথ্যা কুমন্ত্রণা দেয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ তাদের সঙ্গী মানবরূপী শাইতানরা তাদেরকে বিভ্রান্তির পথে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓاْ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ

নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা শাইতানের ভাই। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ২৭) অর্থাৎ শাইতান তাদের অনুসারীদেরকে ও তাদের কথা মান্যকারীদেরকে

গুমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। পাপকাজ তাদের কাছে তারা সহজ করে দেয় এবং তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে তোলে।

ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ এই শাইতানরা তাদের চেষ্টায় মোটেই কোন ত্রুটি করেনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে– মানুষ অসৎ কাজ সম্পাদনে আদৌ অবহেলা প্রদর্শন করেনা এবং শাইতানরাও তাদেরকে বিপথে চালিত করার কাজে মোটেই ত্রুটি করেনা। (তাবারী ১৩/৩৩৮) গুমরাহীর দিকে আকৃষ্টকারীরা হচ্ছে জিন ও শাইতান, যারা নিজেদের মানব বন্ধুদের কাছে কুমন্ত্রণা দানের কাজে মোটেই ত্রুটি করেনা। কারণ তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবই এ রূপ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَٰطِينَ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য শাইতানদেরকে ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৩)

২০৩। তুমি যখন কোন নিদর্শন ও মু'জিযা তাদের কাছে পেশ করনা, তখন তারা বলে ঃ আপনি এ সব মু'জিযা কেন পেশ করেননা? তুমি বল ঃ আমার রবের নিকট থেকে আমার কাছে যা কিছু প্রত্যাদেশ পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করি। এই কুরআন তোমার রবের নিকট থেকে বিশেষ নিদর্শন, আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রাহমাত।	٢٠٣. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِـَٔايَةٍ قَالُوا۟ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ مِن رَّبِّى ۚ هَٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

মূর্তি পূজকদের মু'জিযার দাবী

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ قَالُوا۟ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا হে নাবী! এই লোকগুলো কোন মু'জিযা বা নিদর্শন দেখতে চায় এবং তুমি তা তাদের সামনে পেশ না করার কারণে তারা বলে, 'কোন নিদর্শন আপনি পেশ করছেননা কেন? নিজের পক্ষ থেকে তা বানিয়ে নিচ্ছেন না কেন? (তাবারী ১৩/৩৪১) যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَـٰقُهُمْ لَهَا خَـٰضِعِينَ

আমি ইচ্ছা করলে আকাশ হতে তাদের নিকট এক নিদর্শন প্রেরণ করতাম, ফলে তাদের গ্রীবা বিনত হয়ে পড়ত ওর প্রতি। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৪) এই কাফিরেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন লাভ করার চেষ্টা আপনি করেননা কেন? তাহলে আমরা তা দেখে ঈমান আনতাম! তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يِوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ আমি এ ব্যাপারে কোন ধরণের চেষ্টা করতে চাইনা। আমার কাছে যে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে আমি তা'ই পালনকারী। যদি তিনি স্বয়ং কোন মু'জিযা পাঠান তাহলে আমি তা পেশ করব। আর যদি তিনি তা প্রেরণ না করেন তাহলে আমি তা চাইতে পারিনা। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ هَـٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এই কুরআনই হচ্ছে তোমার রবের বিরাট দলীল ও নিদর্শন বিশেষ, আর এটা ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও অনুগ্রহের প্রতীক বিশেষ।

২০৪। যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগের সাথে তা শ্রবণ করবে এবং নীরব নিশ্চুপ হয়ে থাকবে, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে।	٢٠٤. وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُوا۟ لَهُۥ وَأَنصِتُوا۟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

কুরআন থেকে শিক্ষা নেয়ার আদেশ

যখন এই বর্ণনা সমাপ্ত হল যে, কুরআন হচ্ছে হিদায়াত ও রাহমাত এবং লোকদের বুঝার বিষয়, তখন ইরশাদ হচ্ছে ঃ তোমরা এই কুরআন পাঠের সময় নীরব থাকবে, যেন এর মর্যাদা রক্ষিত হতে পারে। এমন হওয়া উচিত নয় যেমন কুরাইশরা বলত ঃ

لَا تَسۡمَعُواْ لِهَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ وَٱلۡغَوۡاْ فِيهِ

তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করনা এবং তা আবৃত্তির সময় শোরগোল সৃষ্টি কর। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ২৬) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ 'আমরা সালাতের মধ্যে একে অপরকে سَلَامٌ عَلَيۡكَ বলতাম। এ জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।'

২০৫। তোমার রাব্বকে মনে মনে সবিনয় ও সশংক চিত্তে অনুচ্চ স্বরে প্রত্যুষে ও সন্ধ্যায় স্মরণ করবে, আর (হে নাবী!) তুমি এ ব্যাপারে গাফিল ও উদাসীন হয়োনা	٢٠٥. وَٱذۡكُر رَّبَّكَ فِي نَفۡسِكَ تَضَرُّعٗا وَخِيفَةٗ وَدُونَ ٱلۡجَهۡرِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡغَٰفِلِينَ
২০৬। যারা তোমাদের রবের সান্নিধ্যে থাকে (অর্থাৎ মালাক/ ফেরেশতা) তারা তাঁরই গুণগান ও মহিমা প্রকাশ করে এবং তাঁরই সম্মুখে সাজদাহ্‌বনত হয়। [সাজদাহ্‌]	٢٠٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَيُسَبِّحُونَهُۥ وَلَهُۥ يَسۡجُدُونَ ۩

আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে সকাল-সন্ধ্যায়, সব সময়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন, দিনের প্রথম ভাগে এবং শেষ ভাগে আল্লাহকে খুব বেশি বেশি করে স্মরণ কর, যেমন তিনি এই দুই আয়াতের মাধ্যমে এই দুই সময়ে তাঁর ইবাদাত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ

এবং তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে। (সূরা কাফ, ৫০ ঃ ৩৯) এটা শবে মিরাজে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য হওয়ার পূর্বের কথা। এটি মাক্কী আয়াত। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে ঃ

تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ তোমার রাব্বকে অন্তরেও স্মরণ কর এবং মুখেও স্মরণ কর। তাঁকে ডাক জান্নাতের আশা রেখে এবং জাহান্নামের ভয় করে। উচ্চ শব্দে তাকে ডেকনা। মুস্তাহাব এটাই যে, আল্লাহর যিক্‌র হবে নিম্ন স্বরে, উচ্চৈঃস্বরে নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ ‘আল্লাহ আমাদের কাছে রয়েছেন, নাকি দূরে রয়েছেন? যদি তিনি নিকটে থাকেন তাহলে কি আমরা তাঁকে চুপে চুপে সম্বোধন করব? আর যদি দূরে থাকেন তাহলে কি তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব?’ তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন ঃ

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৮৬)

আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন এক সফরে জনগণ উচ্চ শব্দে দু'আ করতে শুরু করে। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘হে লোকসকল! নিজেদের জীবনের উপর ইহা সহজ করে নাও। তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছনা। যাঁকে ডাকছ তিনি শুনতে রয়েছেন এবং তিনি নিকটে রয়েছেন। তিনি তোমাদের গ্রীবার প্রধান রগ থেকেও নিকটে রয়েছেন।’ (ফাতহুল বারী ৬/১৫৭, মুসলিম ৪/২০৭৭) এ আয়াতে কারীমায় এই

বিষয়ই রয়েছে ঃ তোমরা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যার ইবাদাতে উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করনা এবং ঐ মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেওনা যারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করেছে। তারা যেন কোন অবস্থায়ই আল্লাহর যিক্র থেকে বিস্মরণ না হয় এবং উদাসীন না থাকে। এ জন্যই ঐসব মালাইকার প্রশংসা করা হয়েছে যারা সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর যিক্রের কাজে উদাসীনতা প্রদর্শন করেননা। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه যারা তোমার প্রভুর সান্নিধ্যে থাকে (অর্থাৎ মালাইকা) তারা অহংকারে তাঁর ইবাদাত হতে বিমুখ হয়না। যেমন হাদীসে এসেছে, 'মালাইকা যেমন আল্লাহর ইবাদাতের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যান, তদ্রূপ তোমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াও। তারা প্রথম সারি পূর্ণ করার পর দ্বিতীয় সারি পূর্ণ করেন। কারণ তারা সারি বা কাতারকে সোজা করার প্রতি খুবই খেয়াল রাখেন।' (মুসলিম ১/৩২২) এখানে যে সাজদায়ে তিলাওয়াত রয়েছে এটা হচ্ছে কুরআনের সর্বপ্রথম সাজদায়ে তিলাওয়াত। এটা আদায় করা পাঠক ও শ্রোতা সবারই জন্য শারীয়াতসম্মত কাজ। এতে সমস্ত আলিম একমত।

সূরা আ'রাফ এর তাফসীর সমাপ্ত।

Contents

সূরা ৮ ঃ আনফাল, মাদানী

(আয়াত ঃ ৭৫, রুকূ ঃ ১০)

٨ - سورة الأنفال، مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ٧٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١٠)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
১। হে নাবী! লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। অতএব তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিক রূপে গড়ে নাও, আর যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।	١. يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ

আনফাল শব্দের অর্থ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, *'আনফাল'* গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদকে বলা হয়। তিনি আরও বলেন যে, সূরা আনফাল বদর যুদ্ধের সময় অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১৫৬) অন্যত্র আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনার ধারাবাহিকতা ছাড়া বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আনফাল হচ্ছে ঐ গানীমাতের মাল যাতে একমাত্র নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কারও অধিকার নেই।' (তাবারী ১৩/৩৭৮) মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), 'আতা (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ), মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৩/৩৬১-৩৬২) এও বর্ণিত আছে যে,

আনফাল হল ঐ অংশ, যা যুদ্ধলব্ধ মাল থেকে বিতরণ করার পর যে মাল অবশিষ্ট থাকে তা থেকে সেনাপতি তার যোদ্ধাদের কেহ কেহকে দিয়ে থাকেন। এও বলা হয়ে থাকে যে, যুদ্ধলব্ধ মালামালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ সৈন্যদের মাঝে বিতরণের পর যে এক ভাগ থাকে তা'ই আনফাল। আর এও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আনফাল' হচ্ছে ঐ মালামাল যা শত্রুদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে হস্তগত হয়, যাকে 'ফাই' নামে অভিহিত করা হয়। এতে আরও রয়েছে পশু, ভৃত্য এবং অন্যান্য জিনিস যা কাফিরদের কাছ থেকে মুসলিমদের হস্তগত হয়েছে।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী ইব্ন সালিহ ইব্ন হাই (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঃ মুসলিম সেনাবাহিনীর কোন অংশবিশেষকে সেই সময়ের ইমাম তাদের কর্মনৈপুণ্য ও উচ্চমানের প্রতিদান হিসাবে সাধারণ বন্টনের পরেও কিছু বেশি প্রদান করে থাকেন।

৮.১ নং আয়াতটি নাযিল করার কারণ

ইমাম আহমাদ (রহঃ) সা'দ ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, সা'দ (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আজ আমাকে মুশরিকদের নিকট পরাজিত হওয়ার গ্লানি থেকে রক্ষা করেছেন। সুতরাং এখন এ তরবারীটি আমাকে দান করুন। তখন তিনি বললেন ঃ 'এ তরবারী তোমারও নয়, আমারও নয়। কাজেই ওটা রেখে দাও।' আমি তখন ওটা রেখে দিয়ে ফিরে এলাম। আর আমি মনে মনে বললাম, আমি যদি এটা না পাই তাহলে কেহ অবশ্যই পেয়ে যাবে যে আমার মত এর হকদার নয় এবং আমার ন্যায় বিপদাপদও সহ্য করেনি। এমন সময় কেহ একজন আমাকে পিছন থেকে ডাক দিলেন। আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম এবং আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কোন অহী অবতীর্ণ হয়েছে কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তুমি আমার কাছে তরবারী চেয়েছিলে। কিন্তু ওটা আমার ছিলনা যে, তোমাকে দিব। এখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ... *হে নাবী! লোকেরা তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। তুমি বল ঃ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।* এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। (আহমাদ ১/১৭৮) এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ওটা প্রদান করেছেন। আমি এখন ওটা তোমাকে দিয়ে দিলাম।' (আবূ দাউদ ৩/১৭৭, তিরমিযী ৮/৪৬৬, নাসাঈ ৬/৩৪৮) ইমাম তিরমিযী একে হাসান সহীহ বলেছেন।

৮ ঃ ১ নং আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন ঃ আনফাল সম্পর্কে আমি আবূ উবাদাহকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ‘আমাদের সাথে বদরের যুদ্ধে যে মুজাহিদগণ অংশ গ্রহণ করেন তাদের ব্যাপারে সূরা আনফালের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যখন আনফালের জন্য আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয় এবং আমরা পরস্পর বাক্য বিনিময় করতে শুরু করি। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ ব্যাপারটা আমাদের হাত থেকে নিয়ে নেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গানীমাতের মাল মুসলিমদের মধ্যে সমানভাবে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৫/৩২২)

উবাদাহ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমরা বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শরীক হয়েছিলাম। একটি দল আল্লাহর শত্রুদেরকে পরাজিত করে এবং অপর একটি দল শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং হত্যা করে। আর একটি দল শত্রু সৈন্যদের ফেলে যাওয়া মালামাল জমা করল। আর একটি দল নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে রেখে তাঁর হিফাযাত করতে থাকল যেন শত্রুরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে না পারে। যখন রাত হল এবং সবাই তাবুতে ফিরে এলো তখন যারা গানীমাতের মাল জমা করে রেখেছিল তারা বলতে লাগল ঃ ‘এর হকদার একমাত্র আমরাই।’ যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল তারা বলল ঃ ‘শত্রুকে পরাজিত করার কারণ আমরাই। কাজেই এর হকদার শুধু আমরাই।’ আর যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রক্ষণাবেক্ষণ করছিল তারা বলল ঃ ‘আমাদের এই আশংকা ছিল যে, না জানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন বিপদে পতিত হন। সুতরাং আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ছিলাম।’ অতএব আমাদের চেয়ে গানীমাতের মালের উপর তোমাদের দাবী মোটেই বেশি হতে পারেনা।

তখন يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ ... এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম গানীমাতের মাল সকল দলের মধ্যে বন্টন করে দেন। (আহমাদ ৫/৩২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, শত্রুদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হয়ে বিনা যুদ্ধেই শত্রুদের মাল হস্তগত হলে তিনি গানীমাতের এক চতুর্থাংশ বন্টন করে দিতেন এবং সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে যুদ্ধশেষে যারা ফিরে আসতেন তাদেরকে এক তৃতীয়াংশ বন্টন করতেন। রাসূল

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্য গাণীমাতের মাল পছন্দ করতেননা। তিনি শক্তি সামর্থপূর্ণ যোদ্ধাদেরকে উৎসাহ দিতেন যে, তারা যেন তাদের অংশের গাণীমাতের মাল থেকে কিছু অংশ দুর্বল মুসলিম যোদ্ধাদের দিয়ে দেন। (তিরমিযী ৮/৪৬৮, ইব্‌ন মাজাহ ২/৯৫১) ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ তোমরা এ ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর এবং পরস্পর মিলেমিশে বাস কর। একে অপরের উপর অত্যাচার করনা এবং পরস্পর শত্রু হয়ে যেওনা। আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে যে হিদায়াত ও জ্ঞান দান করেছেন তা কি এই মাল হতে উত্তম নয় যার জন্য তোমরা যুদ্ধ করছ? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়ে যাও। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাগ বন্টন করছেন তা তিনি আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারেই করছেন। তাঁর ভাগ বন্টন ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ আয়াত সম্পর্কে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এটি হল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে মুসলিমদের প্রতি আদেশ যে, তারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাদের নিজেদের ভিতর যে মত পার্থক্য রয়েছে তা যেন মিটিয়ে নেয়। (তাবারী ১৩/৩৮৪) মুজাহিদও (রহঃ) অনুরূপ মতামত প্রদান করেছেন। সুদ্দী (রহঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন, তোমরা একে অপরকে অভিশাপ দিওনা।

২। নিশ্চয়ই মু’মিনরা এরূপই হয় যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের অন্তরসমূহ ভীত হয়ে পড়ে, আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়, আর তারা নিজেদের রবের উপর নির্ভর করে।	٢. إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ
৩। যারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে,	٣. ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ

٤. أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقًّاۚ لَّهُمۡ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمۡ وَمَغۡفِرَةٌ وَرِزۡقٌ كَرِيمٌ

৪। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার, এদের জন্য রয়েছে তাদের রবের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ, আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

অনুগত ও সত্যবাদী বিশ্বাসীদের গুণাবলী

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতের (৮ ঃ ২) ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মুনাফিকরা যখন সালাত আদায় করে তখন কুরআনুল হাকীমের আয়াতসমূহ তাদের অন্তরে মোটেই ক্রিয়াশীল হয়না। না তারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, আর না আল্লাহর উপর ভরসা করে। তারা সালাত আদায় করেনা, আর তারা যাকাতও দেয়না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মু'মিন কখনও এরূপ হয়না। এখানে মু'মিনদের গুণাবলী এভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে ঃ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ যখন তারা কুরআন পাঠ করে তখন ভয়ে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা ওগুলি বিশ্বাস করে। ফলে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায় এবং তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও উপর ভরসা করেনা। (তাবারী ১৩/৩৮৬) মুজাহিদ (রহঃ) وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ এর অর্থ করেছেন, মু'মিনের প্রকৃত পরিচয় এই যে, কোন ব্যাপারে মধ্যভাগে আল্লাহর নাম এসে গেলে তাদের অন্তর কেঁপে ওঠে। (তাবারী ১৩/৩৮৬) তারা তাঁর নির্দেশ পালন করে এবং তাঁর নিষেধকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوۡ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ

এবং যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩৫) অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ. فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِىَ ٱلْمَأْوَىٰ

পক্ষান্তরে যে স্বীয় রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার অবস্থিতি স্থান। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ৪০-৪১)

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) বলেন যে, সুদ্দী (রহঃ) মু’মিন ব্যক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন ঃ ‘সে ঐ ব্যক্তি যে পাপ কাজের ইচ্ছা করে, কিন্তু যখন তাকে বলা হয়, ‘আল্লাহকে ভয় কর’ তখন তার অন্তর কেঁপে ওঠে।’

উম্মু দারদা (রাঃ) বলেন, যে অন্তর আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে শুরু করে এবং দেহে এমন এক জ্বালার সৃষ্টি হয় যে, পশম খাড়া হয়ে যায়। যখন এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হবে তখন বান্দার উচিত যে, সে যেন সেই সময় স্বীয় মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। কেননা ঐ সময় দু‘আ কবূল হয়ে থাকে।

কুরআন পাঠে ঈমান বৃদ্ধি পায়

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا কুরআন শুনে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنًا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১২৪) আর জান্নাতের সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্যই।

ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং অন্যান্য ইমামগণ এই প্রকারের আয়াতসমূহ দ্বারাই এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, ঈমানের মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে। প্রসিদ্ধ ইমামদের মতামত এটাই। এমন কি বলা হয়েছে যে, বহু ইমামের এর উপরই ইজমা রয়েছে। যেমন ইমাম শাফিঈ (রহঃ), ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বল (রহঃ) এবং ইমাম আবূ উবাইদ (রহঃ)। আমরা এটা শারহে বুখারীতে বর্ণনা করেছি।

তাওয়াক্কুল কাকে বলে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ তারা তিনি ছাড়া আর কারও কাছে কোন আশাই করেনা, আশ্রয়দাতা একমাত্র তাঁকেই মনে করে। কিছু চাইলে তাঁর কাছেই চায়। প্রতিটি কাজে তাঁর দিকেই ঝুঁকে পড়ে। তারা জানে যে, তিনি (আল্লাহ) যা চান তাই হবে এবং যা চাননা তা হবেনা। তিনি একক। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সব কিছুরই মালিক একমাত্র তিনিই। তাঁর হুকুমের পর আর কারও হুকুম চলতে পারেনা। তিনি সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহর উপর ভরসা হচ্ছে ঈমানের নির্যাস।

মু'মিনদের কাজ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ মু'মিনদের বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করার পর তাদের আমলের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা সালাত আদায় করে এবং তাদের প্রদত্ত সম্পদ থেকে গরীব-দুঃখীদেরকে দান করে। এ কাজ দু'টি এত গুরুত্বপূর্ণ যে, সমস্ত মঙ্গলজনক কাজ এ দু'টি কাজের অন্তর্ভুক্ত। সালাত প্রতিষ্ঠা হচ্ছে আল্লাহর হকসমূহের মধ্যে একটি হক। কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ ইকামাতে সালাতের অর্থ হচ্ছে সময় মত সালাত আদায় করা, উযূ করার সময় উত্তম রূপে হাত-মুখ ধৌত করা, রুকূ'-সাজদায় তাড়াহুড়া না করা, আদবের সাথে কুরআনুম মাজীদ পাঠ করা এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাশাহ্হুদ ও দুরূদ পাঠ করা। (ইব্ন আবী হাতিম ১/৩৭) যা কিছু আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন তা যদি যাকাতের নিসাবে পৌঁছে তাহলে যাকাত প্রদান করবে এবং যা কিছু রয়েছে তা থেকেই মানুষকে দান করতে থাকবে। আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হতে সকল বান্দাকে সাহায্য করতে থাকবে। কেননা সমস্ত বান্দাই আল্লাহর উপর নির্ভরশীল/অধীনস্ত। আল্লাহ তা'আলার নিকট ঐ বান্দা সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত যে তাঁর সৃষ্টজীবের বেশি

উপকার করে। **أُوْلَـــئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا** এসব গুণে যারা গুণান্বিত তারাই হচ্ছে প্রকৃত মু’মিন।

দৃঢ় বিশ্বাসের ফলাফল

لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ তারা জান্নাতে বড় বড় পদ লাভ করবে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

هُمۡ دَرَجَـٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ

আল্লাহর নিকট মানুষের বিভিন্ন পদমর্যাদা রয়েছে এবং তোমরা যা করছ তদ্বিষয়ে আল্লাহ লক্ষ্যকারী। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘উপরের লোকদেরকে নীচের লোকেরা এরূপভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশের তারকারাজি দেখতে পাও।’ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কি নাবীগণের মানযিল, যা অন্য কেহ লাভ করবেনা?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘কেন লাভ করবেনা? আল্লাহর শপথ! যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং রাসূলদেরকে সত্য জেনেছে তারাও এর অধিকারী হবে।’ (ফাতহুল বারী ৬/৩৬৮, মুসলিম ৪/২১৭৭) ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং সুনান গ্রন্থসমূহের লেখকগণ ইব্ন আতিয়্যিয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আবূ সাঈদ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘জান্নাতবাসীরা উপরের জান্নাতবাসীদেরকে এরূপ দেখবে যেমন আকাশের উপর তারকারাজি দেখা যায়। আবূ বাকর (রাঃ) এবং উমার (রাঃ) তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারাও এই মর্যাদা লাভ করবে।’ (আহমাদ ৩/২৭, আবূ দাঊদ ৪/২৮৭, তিরমিযী ৮/১৪২, ইব্ন মাজাহ ১/৩৭)

৫। যেরূপ তোমার রাব্ব তোমাকে তোমার গৃহ হতে (বদরের দিকে) বের করলেন, আর মুসলিমদের একটি দল তা পছন্দ করেনি,	٥. كَمَآ أَخۡرَجَكَ رَبُّكَ مِنۢ بَيۡتِكَ بِٱلۡحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ لَكَـٰرِهُونَ

৬। সেই যথার্থ বিষয় প্রকাশ হওয়ার পরও ওতে তারা তোমার সাথে এরূপ বিবাদ করছিল যেন কেহ তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তারা তা প্রত্যক্ষ করছে।	٦. يُجَٰدِلُونَكَ فِي ٱلۡحَقِّ بَعۡدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلۡمَوۡتِ وَهُمۡ يَنظُرُونَ
৭। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে দু'টি দলের মধ্য হতে একটি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ওটা তোমাদের করতলগত হবে। তোমরা এই আশা করেছিলে যেন নিরস্ত্র দলটি তোমাদের আয়ত্তে এসে পড়ে, আর আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এই যে, তিনি স্বীয় নির্দেশাবলী দ্বারা সত্যকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাফিরদেরকে নির্মূল করেন।	٧. وَإِذۡ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحۡدَى ٱلطَّآئِفَتَيۡنِ أَنَّهَا لَكُمۡ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيۡرَ ذَاتِ ٱلشَّوۡكَةِ تَكُونُ لَكُمۡ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَيَقۡطَعَ دَابِرَ ٱلۡكَٰفِرِينَ
৮। ইহা এ জন্য যাতে সত্য সত্যরূপে এবং অসত্য অসত্যরূপে প্রতিভাত হয়ে যায়, যদিও এটা অপরাধীরা অপ্রীতিকরই মনে করে।	٨. لِيُحِقَّ ٱلۡحَقَّ وَيُبۡطِلَ ٱلۡبَٰطِلَ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ

রাসূলকে (সাঃ) অনুসরণ করা হল বিশ্বাসীদের কাজ

كَمَا أَخْرَجَكَ এর মধ্যে كَمَا শব্দটি আনার কারণ কি এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, এর দ্বারা পরহেজগারী ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারে

মু'মিনদের পারস্পরিক সন্ধি স্থাপনের সাথে সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমরা গানীমাতের মালের ব্যাপারে মতভেদ করেছিলে এবং তোমাদের মধ্যে বিবাদের সূচনা হয়েছিল, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফাইসালা করে দিয়েছেন এবং ঐ সম্পদ বন্টনের হক তোমাদের নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বীয় রাসূলকে প্রদান করেছেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের মধ্যে ওটা ইনসাফ ও সমতার সাথে বন্টন করে দিয়েছেন, এ সবকিছুই ছিল তোমাদের পূর্ণ কল্যাণের নিমিত্ত। তদ্রূপ এই স্থলে যখন তোমাদেরকে শত্রুদের সাথে মুকাবিলার জন্য মাদীনা থেকে বের হতে হয়েছিল তখন সেই শান শাওকাত বিশিষ্ট বিরাট সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় ছিল অর্থাৎ তাদের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে তোমাদের মন চাচ্ছিলনা। এই বিরাট সেনাবাহিনী ওরাই ছিল যারা তাদের স্বধর্মীয় কাফিরদের ব্যবসায়ের সম্পদ হিফাযাত করার জন্য মাক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই যুদ্ধকে অপছন্দ করার ফল এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাদেরকে বাধ্য করলেন এবং পরিণামে তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করলেন, আর তোমাদেরকে সাহায্য করে তাদের উপর জয়যুক্ত করলেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡـٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬)

يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ সম্পর্কে কেহ কেহ বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে নাবী! এই মু'মিনরা তোমার সাথে ঝগড়া করার নিয়তে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপন করছে, যেমনভাবে বদরের দিনেও তারা তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল এবং বলেছিল ঃ 'আপনিতো আমাদেরকে যাত্রীদলের

পথরোধ করার জন্য বের করেছিলেন। আমাদের ধারণাও ছিলনা যে, আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে বাড়ী থেকে বেরও হইনি।’ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَيُرِيدُ اللّٰهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِه তিনি চান যে, তোমরা সশস্ত্র অবস্থায় শত্রু সৈন্যদের সাথে মুকাবিলা কর এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে জয়যুক্ত হও যাতে তাঁর দীন-ধর্ম প্রতিপালিত হয় এবং অন্যান্য বাতিল ধর্মের উপর ইসলাম জয়যুক্ত হয়। তাঁর কাছেই রয়েছে সমস্ত কিছুর পরিণাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান। তোমরা তাঁর পরিকল্পনার আওতাধীনেই রয়েছ যদিও লোকেরা তা’ই কামনা করে যা তাদের দৃষ্টিতে সহায়ক বলে মনে করে।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সিরিয়া হতে আবূ সুফিয়ানের ফিরে আসার সংবাদ পেলেন তখন তিনি মুসলিমদেরকে ডেকে বললেন ঃ ‘কুরাইশের এই যাত্রীদলের সাথে প্রচুর মালপত্র রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে আক্রমণ কর। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা কাফিরদের গানীমাতের মাল তোমাদেরকে প্রদান করবেন।’ তাঁর এ কথা শুনে সাহাবীগণ রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁদের কেহ কেহ হালকা অস্ত্র নিলেন এবং কেহ কেহ ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিলেন। তাঁদের এ ধারণা ছিলনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধ করবেন। আবূ সুফিয়ান যখন হিজাযের নিকটবর্তী হলেন তখন তিনি গুপ্তচর পাঠিয়ে দেন এবং প্রত্যেক গমনাগমনকারীদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ জিজ্ঞেস করতে থাকেন। অবশেষে তিনি জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলের উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছেন। সুতরাং তিনি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ যামযাম ইব্ন আমর গিফারীকে মাক্কা পাঠিয়ে দিলেন যে, সে যেন কুরাইশদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে অবস্থা অবহিত করে যাত্রীদলের হিফাযাতের ব্যবস্থা করে আসে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাত্রীদলকে আক্রমণ করার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাথীদেরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন এবং ‘যাফরান’ উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেন। ইতোমধ্যে তিনি সংবাদ পান যে, কুরাইশরা যাত্রীদলের হিফাযাত ও মুসলিমদের আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশে মাক্কা থেকে যাত্রা শুরু করেছে। সুতরাং তিনি সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ

করলেন। তখন আবূ বাকর (রাঃ) দাঁড়ালেন এবং উত্তম কথা বললেন। অতঃপর উমারও (রাঃ) দাঁড়িয়ে ভাল কথা বললেন। তারপর মিকদাদ ইব্ন আমর (রাঃ) উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ আপনাকে যে আদেশ করেছেন তা আপনি পালন করুন। আমরা আপনার সাথেই রয়েছি। আল্লাহর শপথ! বানী ইসরাঈল যে কথা মূসাকে (আঃ) বলেছিল সে কথা আমরা আপনাকে বলবনা। তারা মূসাকে (আঃ) বলেছিল ঃ 'হে মূসা! আপনি ও আপনার প্রভু গমন করুন এবং যুদ্ধ করুন, আমরা এখানে বসে থাকছি।' (৫ ঃ ২৪) আপনি যদি আমাদেরকে হাবশ (বিরকুল গিমাদ) পর্যন্ত নিয়ে যেতে চান তাহলে যে পর্যন্ত আপনি সেখানে না পৌঁছবেন সেই পর্যন্ত আমরা আপনাকে ছেড়ে যাবনা। মিকদাদের (রাঃ) এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কল্যাণের জন্য দু'আ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা আমাকে পরামর্শ দান কর।' এ কথা তিনি আনসারগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন।

একটা কারণতো এই যে, আনসারগণ সংখ্যায় বেশি ছিলেন। দ্বিতীয় কারণ ছিল এটাও যে, আকাবায় যখন আনসারগণ বাইআত গ্রহণ করেন তখন তারা নিম্নরূপ কথার উপর তা গ্রহণ করেছিলেন ঃ 'যখন আপনি মাক্কা ছেড়ে মাদীনায় পৌঁছবেন তখন সর্বাবস্থায়ই আমরা আপনার সাথে থাকব। অর্থাৎ যদি শত্রুরা আপনার উপর আক্রমণ চালায় তাহলে আমরা তাদের প্রতিরোধ করব যেমনভাবে আমরা আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য করে থাকি।' যেহেতু তাদের বাইআত গ্রহণের সময় এ কথা ছিলনা যে, মুসলিমদের অগ্রগতির সময়ও তারা তাদের সাথে থাকবেন, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরও মত জানতে চাচ্ছিলেন, যেন তাদের নিকট থেকেও অঙ্গীকার নিয়ে তাদেরও সাহায্য সহানুভূতি লাভ করতে পারেন। সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ 'সম্ভবতঃ আপনি আমাদের উদ্দেশেই বলছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হ্যাঁ, আমি তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করেই বললাম।'

তখন সা'দ (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার আদেশ-নিষেধ মান্য করার বাইআত আমরা আপনার হাতে গ্রহণ করেছি। সুতরাং আমরা কোন অবস্থায়ই আপনার হাত ছাড়বনা। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে তাতে ঘোড়াকে নামিয়ে দেন তাহলে আমরাও সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে কেহই এতে মোটেই দ্বিধাবোধ করবেনা। যুদ্ধে আমরা বীরত্ব প্রদর্শনকারী এবং

কঠিন বিপদ আপদে সাহায্যকারী। ইনশাআল্লাহ আপনি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকবেন।’ এই উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশি হন। তৎক্ষণাৎ তিনি যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দেন এবং বলেন ঃ ‘আল্লাহর অনুগ্রহসহ যুদ্ধ-যাত্রা শুরু কর। আল্লাহ আমার সাথে দু’টির মধ্যে একটির ওয়াদা করেছেন এবং এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, ঐ একটি এই যুদ্ধই বটে। আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি এখান থেকেই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।’ আল আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৩৯৯, ৪০৩) সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং সালাফগণের অনেকে এবং তাদের পরবর্তীরাও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৪০২, ৪০৫) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) হতে বর্ণিত ঘটনাটিই আমরা এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি।

৯। স্মরণ কর সেই সংকট মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবূল করে বলেছিলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে এক হাজার মালাক/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।	٩. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ
১০। আল্লাহ এটা করেছিলেন শুভ সংবাদ হিসাবে এবং যাতে তোমাদের চিত্ত আশ্বস্ত হয়। বস্তুতঃ সাহায্যতো শুধু আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।	١٠. وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِۦ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মুসলিমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি মালাইকা/ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেন

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন ঃ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ. وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ এর ব্যাখ্যায় বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন ঃ আমি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের (রাঃ) কোন একটি কাজের ব্যাপারে সাক্ষী রয়েছি যে কাজটি করার ব্যাপারে আমি মনে করি যে, এর চেয়ে আর উত্তম কিছু হতে পারেনা। মিকদাদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে বদ দু’আ করলেন এবং ঘোষণা করলেন ঃ আমরা মূসার (আঃ) কাওমের মত এ কথা বলবনা যে, আপনি ও আপনার রাব্ব উভয়ে গিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করুন, বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পিছনে থেকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করব। আমি লক্ষ্য করলাম যে, মিকদাদের (রাঃ) এ কথায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতই খুশি হলেন যে, তাঁর মুখমন্ডল ঝলমল করছিল। (ফাতহুল বারী ৭/৩৩৫) ইমাম বুখারী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) বরাতে এরপর বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে দু’আ করলেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা আজ পূরণ করুন! আপনি যদি মুসলিমদের এই ছোট দলটিকে আজ ধ্বংস করেন তাহলে দুনিয়ার বুকে আপনার ইবাদাত করার কেহই থাকবেনা এবং তাওহীদের নাম ও চিহ্নটুকুও মুছে যাবে।’

তখন আবূ বাকর (রাঃ) তাঁর হাত ধরে নিয়ে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যথেষ্ট হয়েছে।’ অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন ঃ ‘অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাফিরেরা পরাজিত হবে এবং তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে।’ (ফাতহুল বারী ৭/৩৩৫, নাসাঈ ৬/৪৭৭)

بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ মালাইকার সারি একের পিছনে এক মিলিতভাবে ছিল। আল্লাহ তা’আলা বলেন بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ (*এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করব*) হারুণ ইব্‌ন হুবাইরাহ (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে مُرْدِفِينَ এর অর্থ করেছেন পর্যায়ক্রমে একজনের পিছনে আর একজন। আলী ইব্‌ন আবী তালহা আল ওয়ালিবি (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তা’আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তাঁর সাথের মুসলিমদেরকে এক হাজার ‘মালাক’ দ্বারা যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। তাদের ৫০০ জনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিবরাঈল (আঃ) এবং অপর ৫০০ জনের নেতৃত্বে ছিলেন মিকাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৩/৪২৩)

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, উমার (রাঃ) বলেছেন যে, একজন মুসলিম এক মুশরিকের পিছনে ধাওয়া করছিলেন। উপর হতে মুশরিকের মাথায় একটি চাবুক মারার শব্দ শোনা গেল এবং একজন অশ্বারোহীরও পদক্ষেপের শব্দ শ্রুত হল। সে শুনতে পেল যে, বলা হচ্ছে, কাছে এসো ওহে হাইযুম! তখন দেখা গেল যে, মুশরিক মাটিতে পড়ে গেছে। চাবুকের আঘাতে নাক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এবং মাথা ফেটে গেছে। মনে হল যেন কারও চাবুকের আঘাতে এরূপ হয়েছে এবং তার মুখমন্ডল সবুজ রং ধারণ করেছে। অথচ কোন মানুষ তাকে লাঠির আঘাত করেনি। যখন পিছনের আনসারী এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট পৌঁছে দিল তখন তিনি বললেন ঃ ‘তুমি সত্য বলেছ। এটা ছিল আসমানী সাহায্য।’ ঐ যুদ্ধে সত্তরজন কাফির নিহত হল এবং সত্তরজন বন্দী হল। (মুসলিম ৩/১৩৮৩ ১৩৮৪) রিফা ইব্‌ন রাফি আজ-জুরাকী (রাঃ) বাদরী সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে, একদা জিবরাঈল (আঃ) এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘আপনি বদরী সাহাবীগণকে কি মনে করেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ ‘বাদরী সাহাবীগণ মুসলিমদের মধ্যে সর্বোত্তম।’ তখন জিবরাঈল (আঃ) বলেন ঃ ‘বদরের যুদ্ধে যেসব মালাইকা/ফেরেশ্‌তা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য

এসেছিলেন তাঁদেরকেও অন্যান্য মালাইকার অপেক্ষা উত্তম মনে করা হয়।’ (ফাতহুল বারী ৭/৩৬২) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানীও (রহঃ) তার ‘আল মুজাম আল কাবীর’ গ্রন্থে রাফি ইব্‌ন খাদিযের (রহঃ) বরাতে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তার বর্ণনার ভিতর কিছু দুর্বলতা রয়েছে। রিফা ইব্‌ন রাফী আজ-জুরাকী (রাঃ) হতে বর্ণিত ইমাম বুখারীর (রহঃ) হাদীসটিই সহীহ।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, উমার (রাঃ) যখন হাতিব ইব্‌ন আবী বুলতাকে (রাঃ) হত্যা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ এই হাতিব (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আর আপনি কি এই খবর রাখেন যে, সম্ভবতঃ আল্লাহ তা‘আলা বদরী সাহাবীগণকে ক্ষমা করে দিয়েছেন? কেননা তিনি বলেছেন ঃ وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلاَّ بُشْرَى তোমরা যা ইচ্ছা তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। (ফাতহুল বারী ৭/৩৫৫, মুসলিম ৪/১৯৪১)

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلاَّ بُشْرَى মালাইকাকে পাঠানো শুধু তোমাদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি আনার জন্য। নতুবা আল্লাহ তা‘আলাতো সর্বপ্রকারেই তোমাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। সাহায্যের ব্যাপারে তিনি মোটেই মালাইকার মুখাপেক্ষী নন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَٱنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَٰلَهُمْ. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে; অতঃপর হয় অনুকম্পা, না হয় মুক্তিপণ।

তোমরা জিহাদ চালাবে যতক্ষণ না ওরা অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনও তাদের আমল বিনষ্ট হতে দেননা। তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দিবেন। তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়েছিলেন। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪-৬) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ. وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ وَيَمْحَقَ ٱلْكَـٰفِرِينَ

এবং এই দিনসমূহকে আমি জনগণের মধ্যে পরিক্রমণ করাই; এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এই রূপে প্রকাশ করেন; এবং তোমাদের মধ্য হতে কতককে শহীদ রূপে গ্রহণ করবেন, আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেননা। আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদেরকে আল্লাহ এইরূপে পবিত্র করেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে ধ্বংস করেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪০-১৪১) জিহাদের শরঈ দর্শন এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে একাত্মবাদীদের হাতে শাস্তি প্রদান করেন। ইতোপূর্বে তাদেরকে সাধারণ আসমানী শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করা হত। যেমন নূহের (আঃ) কাওমের উপর তুফান এসেছিল, প্রথম 'আদ সম্প্রদায় ঘূর্ণি-বার্তায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং লূতের (আঃ) কাওমকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করা হয়েছিল। শুআ'ইবের (আঃ) কাওমের মাথার উপর পাহাড়কে লটকে দেয়া হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর শত্রু ফির'আউন এবং তার কাওমকে নদীতে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। মূসার (আঃ) উপর তাওরাত অবতীর্ণ করে কাফিরদেরকে হত্যা করা ফার্‌য করা হয়েছিল এবং এই নির্দেশই অন্যান্য শারীয়াতের মধ্যেও কায়েম রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَـٰبَ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآئِرَ

আমিতো পূর্ববর্তী বহু মানব গোষ্ঠিকে বিনাশ করার পর মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, মানব জাতির জন্য জ্ঞান-বর্তিকা, পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪৩)

মু'মিনদের দ্বারা কাফিরদেরকে বন্দী করার পরিবর্তে হত্যা করা ঐ কাফিরদের কঠিন লাঞ্ছনার বিষয় ছিল। এতে মু'মিনদের অন্তরেও প্রশান্তি নেমে আসত। যেমন এই উম্মাতের মু'মিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল ঃ

قَـٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ

তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৪)

কেননা এই অহংকারী কুরাইশ নেতৃবর্গ মুসলিমদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত এবং তাদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিত। সুতরাং এরা যদি নিহত ও লাঞ্ছিত হয় তাহলে তাদের থেকে এই প্রতিশোধ গ্রহণের ফলে মুসলিমদের অন্তর কতই না ঠাণ্ডা হয়! তাই আবূ জাহল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেল তখন তার মৃতদেহের খুবই অবমাননা হল। যদি বাড়ীতে বিছানায় মারা যেত তাহলে তার এই লাঞ্ছনা ও অবমাননা হতনা। অথবা যেমন, আবূ লাহাব যখন মারা গেল তখন তার মৃতদেহ এমনভাবে পচে গলে গেল যে, তার নিকটতম আত্মীয়রাও তার মৃতদেহের কাছে আসতে পারছিলনা। তারা তাকে গোসল দেয়ার পরিবর্তে দূর থেকে তার মৃতদেহের উপর পানি নিক্ষেপ করেছিল এবং ঐ দূর থেকেই তার মৃতদেহের উপর পাথর নিক্ষেপ করেছিল যতক্ষণ না তার দেহ পাথরে চাপা পড়ে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ *(নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী)* সম্মান ও মর্যাদা কাফিরদের জন্য নয়, বরং দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা আল্লাহরই জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এবং মু'মিনদের জন্য। তিনি আরও বলেন ঃ

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَـٰدُ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৫১) কাফিরদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়ার মধ্যেও মহান আল্লাহর বিশেষ নৈপুন্য রয়েছে। নতুবা তিনিতো স্বীয় ক্ষমতা বলেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

১১। যখন তিনি (আল্লাহ) তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তির জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, (উদ্দেশ্য ছিল) তোমাদেরকে এর দ্বারা পবিত্র করবেন এবং তোমাদের হতে শাইতানের কু-মন্ত্রনা দূর করবেন, আর তোমাদের হৃদয়কে সুদৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির ও প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।	١١. إِذۡ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنۡهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ وَيُذۡهِبَ عَنكُمۡ رِجۡزَ ٱلشَّيۡطَٰنِ وَلِيَرۡبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمۡ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلۡأَقۡدَامَ
১২। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাইকার নিকট প্রত্যাদেশ করলেন ঃ আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ, আর যারা কাফির, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিব। অতএব তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হান, আর আঘাত হান তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায়।	١٢. إِذۡ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمۡ فَثَبِّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ سَأُلۡقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعۡبَ فَٱضۡرِبُواْ فَوۡقَ ٱلۡأَعۡنَاقِ وَٱضۡرِبُواْ مِنۡهُمۡ كُلَّ بَنَانٖ
১৩। এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে। যে ব্যক্তি	١٣. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ شَآقُّواْ ٱللَّهَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।	وَرَسُولَهُۥ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
১৪। সুতরাং তোমরা এর স্বাদ গ্রহণ কর, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের লেলিহান আগুনের শাস্তি।	١٤. ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ

তন্দ্রাচ্ছন্ন করার মাধ্যমে মুসলিমদের ইহসান করা হয়েছিল

আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে স্বীয় নি‘আমাত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, যুদ্ধের সময় তিনি তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের প্রতি ইহসান করেছেন। নিজেদের সংখ্যার স্বল্পতা এবং শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের অনুভূতি তাদের মনে জেগেছিল বলে তারা কিছুটা ভীত হয়ে পড়েছিল। তখন মহান আল্লাহ তাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে তাদের মনে প্রশান্তি আনয়ন করেন। এরূপ তিনি উহুদের যুদ্ধেও করেছিলেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا ...

অতঃপর তিনি দুঃখের পরে তোমাদের উপর শান্তি অবতরণ করলেন, তা ছিল তন্দ্রা, যা তোমাদের এক দলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিল। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৫৪) আবূ তালহা (রাঃ) বলেন ঃ ‘উহুদের যুদ্ধের দিন আমারও তন্দ্রা এসেছিল এবং আমার হাত থেকে তরবারী পড়ে যাচ্ছিল। আমি তা উঠিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি আমার পিছনের জনগণকেও দেখছিলাম যে, তন্দ্রায় তাদের মাথা ঢলে পড়ছে।’ আলী (রাঃ) বলেন ঃ ‘বদরের দিন মিকদাদ (রাঃ) ছাড়া আর কারও কাছে সাওয়ারী ছিলনা। আমরা সবাই নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নীচে সকাল পর্যন্ত সালাত আদায় করছিলেন এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছিলেন।’ (আবূ ইয়ালা ১/২৪২) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, যুদ্ধের দিন এই তন্দ্রা যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলার পক্ষ থেকে এক প্রকার শান্তি ও নিরাপত্তা ছিল। কিন্তু সালাতে এই তন্দ্রাই আবার শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। (তাবারী ১৩/৪১৯) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তন্দ্রা মাথায় হয় এবং ঘুম অন্তরে হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ৫/১৬৬৪) আমি বলি উহুদের যুদ্ধে মু'মিনদেরকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল। আর এ খবরতো খুবই সাধারণ ও প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে এই আয়াতে কারীমার সম্পর্ক রয়েছে বদরের ঘটনার সাথে। আর এ আয়াতটি এটা প্রমাণ করে যে, বদরের যুদ্ধেও মু'মিনদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করা হয়েছিল এবং কঠিন যুদ্ধের সময় এভাবে মু'মিনদের উপর তন্দ্রা ছেয়ে যেত, যাতে তাদের অন্তর আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে প্রশান্ত ও নিরাপদ থাকে। আর মু'মিনদের উপর এটা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا. إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

কষ্টের সাথেইতো স্বস্তি আছে, অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। (৯৪ ঃ ৫-৬) এ জন্যই সহীহ হাদীসে এসেছে যে, বদরের দিন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্য নির্মিত বাংকারে (পরিখায়) আবূ বাকরের (রাঃ) সাথে অবস্থান করছিলেন। ইতোমধ্যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তন্দ্রা ছেয়ে যায়। অতঃপর তিনি মুচকি হেসে তন্দ্রার ভাব কাটিয়ে উঠেন এবং বলেন ঃ 'হে আবূ বাকর (রাঃ)! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। ঐ দেখুন, জিবরাঈল (আঃ) ধূলিমলিন বেশে রয়েছেন!' অতঃপর তিনি বাংকার হতে বেরিয়ে এলেন এবং পাঠ করলেন ঃ

سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ

এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (সূরা কামার, ৫৪ ঃ ৪৫) (ফাতহুল বারী ৭/৩৬৪)

বদরের যুদ্ধের পূর্বক্ষণে বৃষ্টি দ্বারা মুসলিমদের যুদ্ধস্থলে অবস্থান সুদৃঢ় করা হয়েছিল

ইরশাদ হচ্ছে ঃ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء তিনি (আল্লাহ) তোমাদের উপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, বদরে যেখানে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করেছিলেন সেখানে মুশরিকরা বদর মাইদানের

পানি দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলিম ও পানির মাঝখানে তারা প্রতিবন্ধক রূপে দাঁড়িয়েছিল। মুসলিমরা দুর্বলতাপূর্ণ অবস্থানে ছিলেন। ঐ সময় শাইতান মুসলিমদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। সে তাদেরকে বলে, ‘তোমরা নিজেদেরকে বড়ই আল্লাহওয়ালা মনে করছ। আর তোমাদের মধ্যে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিদ্যমান রয়েছেন। পানির উপর দখলতো মুশরিকদের রয়েছে। আর তোমরা পানি থেকে এমনভাবে বঞ্চিত রয়েছ যে, নাপাক অবস্থায়ই সালাত আদায় করছ!’ তখন আল্লাহ তা‘আলা প্রচুর বারি বর্ষণ করলেন। মুসলিমরা পানি পান করলেন এবং পবিত্রতাও অর্জন করলেন। মহান আল্লাহ শাইতানের কুমন্ত্রণাও খাটো করে দিলেন। পানির কারণে মুসলিমদের দিকের বালু জমে শক্ত হয়ে গেল। ফলে জনগণের ও পশুগুলোর চলাফিরার সুবিধা হল। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু’মিনদেরকে এক হাজার মালাক/ফেরেশ্‌তা দ্বারা সাহায্য করলেন। জিবরাঈল (আঃ) একদিকে পাঁচশ’ মালাইকা নিয়ে বিদ্যমান ছিলেন। অপর দিকে পাঁচশ’ মালাইকা নিয়ে অবস্থান করছিলেন মিকাঈল (আঃ)। (তাবারী ১৩/৪২৩)

এর চেয়েও একটি উত্তম বর্ণনা পাওয়া যায় ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক ইব্‌ন ইয়াসারের (রহঃ) ‘আল মাগাজী’ নামক গ্রন্থে। এতে তিনি বলেন যে, ইয়াযিদ ইব্‌ন রুম্মান (রহঃ) তাকে বলেছেন, উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা বৃষ্টি বর্ষণ করেন, ফলে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকের ভূমি জমে গিয়ে শক্ত হয়ে যায় এবং ওর উপর চলতে সুবিধা হয়। পক্ষান্তরে কাফিরদের দিকের ভূমি নীচু ছিল। কাজেই ওখানকার মাটি কর্দমাক্ত হয়ে যায়। ফলে তাদের পক্ষে ঐ মাটিতে চলাফিরা কষ্টকর হয়। (আল মাগাজী ১/৫৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের প্রতি তন্দ্রার দ্বারা ইহসান করার পূর্বে বৃষ্টি বর্ষিয়ে ইহ্‌সান করেছিলেন। ধূলাবালি জমে গিয়েছিল এবং যমীন শক্ত হয়েছিল। সুতরাং মুসলিমরা খুব খুশি হয়েছিলেন এবং তাদের পায়ের স্থিরতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। (তাবারী ১৩/৪২৫)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ **لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ** আল্লাহ তা‘আলা *হাদাসে আসগার* (উযূ না থাকা অবস্থা) এবং *হাদাসে আকবার* (গোসল ফার্‌য হওয়ার অবস্থা) থেকে পবিত্র করার জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যেন তিনি তোমাদেরকে শাইতানের কুমন্ত্রণার পর পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন। এটা ছিল অন্তরের পবিত্রতা। যেমন জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

عَـٰلِيَهُمۡ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضۡرٌ وَإِسۡتَبۡرَقٌۖ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ

তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থুল রেশম; তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ২১) এটা হচ্ছে বাহ্যিক সৌন্দর্য। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পবিত্র সুরা পান করাবেন এবং হিংসা বিদ্বেষ থেকে তাদেরকে পাক-পবিত্র করবেন। এটা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য। বৃষ্টি বর্ষণ করার এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি এনে তোমাদেরকে ধৈর্যশীল করবেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদেরকে অটল রাখবেন। এই ধৈর্য ও মনের স্থিরতা হচ্ছে আভ্যন্তরীণ বীরত্ব এবং যুদ্ধে অটল থাকা হচ্ছে বাহ্যিক বীরত্ব। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

মুসলিমদের সাথে থেকে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তাঁর মালাইকাকে আদেশ করেছিলেন

মহান আল্লাহর উক্তি ঃ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ হে নাবী! ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর যখন তোমার রাব্ব মালাইকার কাছে অহী করলেন আমি তোমাদের সাথে আছি, সুতরাং তোমরা ঈমানদারদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ। এটা হচ্ছে গোপন নি'আমাত যা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের উপর প্রকাশ করছেন, যেন তারা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। তিনি হচ্ছেন কল্যাণময় ও মহান। তিনি মালাইকাকে অতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, তাঁরা যেন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, তাঁর দীনকে এবং মুসলিম জামা'আতকে সাহায্য করেন, যাতে তাদের মন ভেঙ্গে না যায় এবং তারা সাহসহারা না হয়। সুতরাং হে মালাইকার দল! তোমরাও ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ আমি কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করে দিব। অর্থাৎ হে মালাইকা! তোমরা মু'মিনদেরকে অটল ও স্থির রাখ এবং তাদের হৃদয়কে দৃঢ় কর।

فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ তোমরা তাদের স্কন্ধে আঘাত হানো।

وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ তোমরা আঘাত হানো তাদের অঙ্গুলিসমূহের প্রতিটি জোড়ায় জোড়ায়। (তাবারী ১৩/৪৩১) **فَوْقَ الأَعْنَاقِ** এর অর্থের ব্যাপারে কেহ কেহ মাথায় মারা অর্থ নিয়েছেন, আবার কেহ কেহ অর্থ নিয়েছেন গর্দানে মারা। এই অর্থের সাক্ষ্য নিম্নের আয়াতে পাওয়া যায় ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ

অতএব যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা কর তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর, পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত করবে তখন তাদেরকে কষে বাঁধবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৪)

বদরের দিন জনগণ ঐ নিহত ব্যক্তিদেরকে চিনতে পারত যাদেরকে মালাইকা হত্যা করেছিলেন। কেননা ঐ নিহতদের যখম ঘাড়ের উপর থাকত বা জোড়ার উপর থাকত। আর ঐ যখম এমনভাবে চিহ্নিত হয়ে যেত যেন আগুনে দগ্ধ করা হয়েছে।

وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের শত্রুদেরকে তাদের জোড়ার উপর আঘাত কর, যেন তাদের হাত-পা ভেঙ্গে যায়। **بَنَانٌ** শব্দটি হচ্ছে **بَنَانَةٌ** শব্দের বহুবচন। প্রত্যেক জোড়কে **بَنَانَةٌ** বলা হয়। ইমাম আওযায়ী (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে, হে মালাইকা! তোমরা ঐ কাফিরদের চেহারা ও চোখের উপর আঘাত কর এবং এমনভাবে আহত কর যেন মনে হয়, ওগুলোকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দ্বারা পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর কোন কাফিরকে বন্দী করে নেয়ার পর হত্যা করা জায়িয নয়। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বদরের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আবূ জাহল বলেছিল ঃ 'তোমরা মুসলিমদেরকে হত্যা করার পরিবর্তে জীবিত ধরে রাখ, যেন তোমরা তাদেরকে আমাদের ধর্মকে মন্দ বলা, আমাদেরকে বিদ্রূপ করা এবং 'লাত' ও 'উয্‌যা'কে অমান্য করার স্বাদ গ্রহণ করাতে পার।' তাই আল্লাহ মালাইকাকে বলে দিয়েছিলেন ঃ

أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি।

তোমরা মু'মিনদেরকে অটল রাখ। আমি কাফিরদের অন্তরে মুসলিমদের আতঙ্ক সৃষ্টি করব। তোমরা তাদের ঘাড়ে ও জোড়ায় জোড়ায় মারবে। বদরে নিহতদের মধ্যে অভিশপ্ত আবূ জাহল ৬৯ (ঊনসত্তর) নম্বরে ছিল। অতঃপর উকবা ইব্ন আবী মুঈতকে বন্দী করে হত্যা করা হয় এবং এভাবে ৭০ (সত্তর) পূর্ণ হয়। (তাবারী ১৩/৪৩১)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُّواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ এর কারণ এই ছিল যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং শারীয়াত ও ঈমান পরিহারের নীতি অবলম্বন করেছিল। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَن يُشَاقِقِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর। তিনি কোন কিছুই ভুলে যাননা। তাঁর গযবের মুকাবিলা কেহই করতে পারেনা।

ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ এটাই হচ্ছে তোমাদের শাস্তি, সুতরাং তোমরা এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। তোমরা দুনিয়ায় এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর এবং জেনে রেখ যে, কাফিরদের জন্য আখিরাতেও জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।

১৫। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন তাদের মুকাবিলা করা হতে কখনোই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবেনা।	١٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحۡفٗا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلۡأَدۡبَارَ
১৬। আর সেদিন যুদ্ধ কৌশল বা স্বীয় বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে স্থান নেয়া ব্যতীত কেহ তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে অর্থাৎ পালিয়ে গেলে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত	١٦. وَمَن يُوَلِّهِمۡ يَوۡمَئِذٖ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفٗا لِّقِتَالٍ أَوۡ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٖ فَقَدۡ بَآءَ بِغَضَبٖ

مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ	**হবে, তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান।**

যুদ্ধের মাঠ থেকে পলায়ন করা অপরাধ এবং এ অপরাধের শাস্তি

এখানে জিহাদের মাঠ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীদেরকে ধমক দেয়া হচ্ছে। ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধের জন্য মুখোমুখী হবে তখন তোমাদের সাথীদের ছেড়ে যুদ্ধের মাইদান থেকে পালিয়ে যাবেনা। তবে হ্যাঁ, যদি কেহ চতুরতা করে পালিয়ে যায় যে, যেন ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, আর এ ধারণা করে শত্রু তার পশ্চাদ্ধাবন করল, তখন সে ঐ শত্রুকে একাকী পেয়ে তার দিকে ফিরে গেল এবং তাকে আক্রমণ করে হত্যা করল। এই যৌক্তিকতায় পলায়ন করলে কোন দোষ নেই। (তাবারী ১৩/৪৩৬, ৪৩৭) এটা সাঈদ ইব্ন জুবাইর (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) উক্তি। যাহহাক (রহঃ) বলেন ঃ অথবা এই উদ্দেশে পলায়ন করে যে, সে মুসলিমদের অন্য দলের সাথে মিলিত হবে এবং তাদেরকে সাহায্য করবে অথবা তারাই তাকে সাহায্য করবে। এই পলায়নও জায়িয। অথবা সে যদি ইমামের কাছে যায় তাহলে তাও জায়িয।

আবূ উবাইদাহ (রাঃ) ইরানের একটি পুলের উপর নিহত হন। তখন উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলেন ঃ 'চতুরতা অবলম্বন করে তিনি পালিয়ে আসতে পারতেন। আমি তাঁর আমীর ও বন্ধন রূপে ছিলাম। তিনি আমার কাছে চলে এলেই হত!' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে লোকসকল! এ আয়াতটিকে কেন্দ্র করে তোমরা ভুল ধারণায় পতিত হয়োনা। এটা বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে ছিল। এখন আমি প্রত্যেক মুসলিমের জামাআত বা দল!' নাফি' (রহঃ) উমারকে (রাঃ) বলেন ঃ 'শত্রুদের সাথে যুদ্ধের সময় আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকতে পারিনা। আর আমাদের কেন্দ্র কোন্‌টা তা আমরা জানিনা। অর্থাৎ ইমাম আমাদের কেন্দ্র নাকি সেনাবাহিনী কেন্দ্র তা আমাদের জানা নেই।' তখন তিনি বলেন ঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কেন্দ্র।' আমি বললাম যে, আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা ... إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً এ আয়াত যে নাযিল করেছেন! তখন তিনি বলেন ঃ ‘এ আয়াতটি বদরের দিনের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। এটা বদরের পূর্বের সময়ের জন্যও নয়, এর পরবর্তী সময়ের জন্যও নয়।’ مُتَحَيِّزًا এর অর্থ হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আশ্রয় গ্রহণকারী। অনুরূপভাবে এখনও কোন লোক তার আমীরের কাছে বা সঙ্গীদের কাছে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু যদি এই পলায়ন এই কারণ ছাড়া অন্য কারণে হয় তাহলে তা হারাম এবং পাপে কাবীরার মধ্যে গণ্য হবে।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে বেঁচে থাক। (১) আল্লাহর সাথে কেহকেও শরীক করা, (২) যাদু করা, (৩) কেহকেও অন্যায়ভাবে হত্যা করা, (৪) সুদ ভক্ষণ করা, (৫) ইয়াতীমের মাল খেয়ে নেয়া, (৬) যুদ্ধক্ষেত্র হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সতী সাধ্বী সরলা মু’মিনা নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া।’ (ফাতহুল বারী ৫/৪৬২, মুসলিম ১/৯২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ ‘যে পালিয়ে যাবে সে আল্লাহর গযবে পরিবেষ্টিত হবে এবং তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর জাহান্নাম কতইনা নিকৃষ্ট স্থান!’

١٧. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ
ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ
وَلِيُبْلِىَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ
بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

১৭। তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর (হে নাবী!) যখন তুমি (ধূলাবালি) নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা মূলতঃ তুমি নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন। এটা করা হয়েছিল মু’মিনদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করার জন্য, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু শোনেন ও জানেন।

১৮। আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎ করে থাকেন।	١٨. ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

বদরের প্রান্তরে আল্লাহর নিদর্শন এবং কাফিরদের চোখে বালি নিক্ষেপ

এখানে এই কথার উপর আলোকপাত করা হচ্ছে যে, বান্দাদের কার্যাবলীর সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যে সৎ কাজ বান্দা হতে প্রকাশিত হয় তা আল্লাহই সৎ বানিয়ে থাকেন। কেননা সেই কাজ করার ক্ষমতা তিনিই প্রদান করেছেন। ঐ কাজ করার সাহস ও শক্তি তিনিই যুগিয়েছেন। এ জন্যই ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ ঐ কাফিরদেরকে তোমরা হত্যা করনি, বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন। তোমাদের এ শক্তি কি করে হত যে, তোমাদের সংখ্যা এত কম হওয়া সত্ত্বেও তোমরা এত অধিক সংখ্যক শত্রুকে পরাজিত করলে? এই সফলতা আল্লাহই তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছিলেন এবং তোমরা দুর্বল ছিলে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১২৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ

অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে (যুদ্ধে) বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও। যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উম্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, আর ভূ-পৃষ্ঠ প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করলে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ২৫) আল্লাহ জানেন যে,

যুদ্ধে বিজয় লাভ ও সফলতা সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করেনা এবং অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্যের উপরও নয়। বরং কৃতকার্যতা ও সফলতা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً

আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪৯)

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى ঐ মুষ্টিপূর্ণ বালি সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন যে বালি তিনি বদরের যুদ্ধে কাফিরদের মুখের উপর নিক্ষেপ করেছিলেন। ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধক্ষেত্রের বাংকার (পরিখা) থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত বিনীতভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালি কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন ঃ 'তোমাদের মুখমন্ডল ধ্বংস হোক।' তারপর তিনি সাহাবীগণকে মুশরিকদের উপর হামলা করার নির্দেশ দেন। আল্লাহর হুকুমে এই বালি মুশরিকদের চোখে গিয়ে পড়ে এবং তারা তা দূর করার কাজে ব্যস্ত থাকে। এমন কেহ অবশিষ্ট ছিলনা যার চোখে তা পড়েনি এবং তাকে যুদ্ধ করতে অপারগ করেনি। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى হে নাবী! যখন তুমি (বালি) নিক্ষেপ করছিলে তখন প্রকৃতপক্ষে তুমি তা নিক্ষেপ করনি, বরং আল্লাহই তা নিক্ষেপ করেছিলেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ) আল্লাহর وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, মু'মিনরা যেন আল্লাহর এই নি'আমাত সম্পর্কে অবহিত হয় যে, শত্রুদের সংখ্যা তাদের চেয়ে বহু গুণ বেশি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করলেন এবং এরপর হয়তো তারা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (তাবারী ১৩/৪৪৮) হাদীসে রয়েছে, 'আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের উপর প্রতিটি পরীক্ষা আমাদের ভালাইর জন্য। (মুসলিম ৬৯০০)

إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ নিশ্চয়ই আল্লাহ (প্রার্থনা) শ্রবণকারী এবং (কে তাঁর সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং কে নয় এ) সবকিছু জানেন।

ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ আর এমনিভাবেই আল্লাহ কাফিরদের চক্রান্ত দুর্বল ও নস্যাৎকারী। এটা হচ্ছে সাহায্য লাভের দ্বিতীয় সুসংবাদ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, তিনি কাফিরদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থতায় পর্যবেক্ষণকারী। আর ভবিষ্যতেও তিনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং ধ্বংস করবেন।

১৯। (হে কাফিরেরা!) তোমরাতো সত্যের বিজয় চাচ্ছ, বিজয়তো তোমাদের সামনেই এসেছে। তোমরা যদি এখনও (মুসলিমদের অনিষ্ট করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর, আর যদি পুনরায় তোমরা এ কাজ কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি দিব, আর তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকারে আসবেনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের সাথে রয়েছেন।	١٩. إِن تَسۡتَفۡتِحُواْ فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتۡحُۖ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدۡ وَلَن تُغۡنِيَ عَنكُمۡ فِئَتُكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَوۡ كَثُرَتۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

কাফিরদের ন্যায় বিচার চাওয়ার ফাইসালা

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ তোমরাতো এটাই চাচ্ছিলে যে, আল্লাহ তা'আলা যেন তোমাদের ও মুসলিমদের মধ্যে ফাইসালা করে দেন। সুতরাং তোমরা যা প্রার্থনা করছিলে তাই হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে যুহরী (রহঃ) থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইব্ন সালাবাহ ইব্ন শু'আইর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদরের দিন আবূ জাহল বলেছিল ঃ 'হে আল্লাহ! যারা আমাদের থেকে রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে

এবং আমাদের সামনে এমন কথা পেশ করেছে যা আমাদের জানা নেই, আজ আপনি তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন!' তখন إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৩/৪৫৩) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন সালাবাহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আবূ জাহল বদরের দিন মুসলিমদের দিকে ইশারা করে আল্লাহর কাছে বলেছিল, 'হে আল্লাহ! আমাদের ভিতর যারা রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং এমন কিছু নিয়ে এসেছে যা আমরা স্বীকার করিনা তুমি তাদেরকে আজকের এই দিনে ধ্বংস কর।' (আহমাদ ৫/৫৩১, নাসাঈ ৬/৩৫০, হাকিম ২/৩২৮) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন যে, দুই শায়খের শর্তে এ হাদীসটি সহীহ, তবে তারা তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইয়াযিদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, মুশরিকরা বদর যুদ্ধের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে প্রার্থনা করে ঃ 'হে আল্লাহ! এই দুই দলের মধ্যে (মুসলিম দল ও কাফির দল) যে দলটি আপনার নিকট উত্তম এবং যে দলটি উত্তম আমল করেছে সেই দলকে আপনি বিজয়ী করুন!' তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ তোমরা যা বলেছিলে আমি তাই করেছি। আমি মুহাম্মাদের দলকে সাহায্য করেছি, এটাই আমার কাছে উত্তম দল। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের প্রার্থনার ব্যাপারে জানিয়ে দেন ঃ

وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ *আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় ...।* (তাবারী ১৩/৪৫৩) অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ যদি তোমরা (মুসলিমদের ক্ষতি করা হতে) বিরত থাক তাহলে তা তোমাদের পক্ষেই কল্যাণকর হবে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا

কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের পূর্ব আচরণের পুনরাবৃত্তি কর তাহলে তিনিও তাঁর আচরণের পুনরাবৃত্তি করবেন। (১৭ ঃ ৮) আর যদি পুনরায় তোমরা এ কাজ

কর তাহলে আমিও তোমাদেরকে পুনরায় শাস্তি প্রদান করব। وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ আর জেনে রেখ যে, তোমাদের বিরাট বাহিনী তোমাদের কোনই উপকার করতে পারবেনা। কেননা আল্লাহ যাকে সাহায্য করেন তার উপর কে জয়যুক্ত হতে পারে?

أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ নিশ্চয়ই আল্লাহ মু’মিনদের সাথেই রয়েছেন। আর এরাই হচ্ছে মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দল।

২০। হে মু’মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তোমরা যখন তার কথা শুনছ তখন তোমরা তার আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা।	٢٠. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ
২১। তোমরা ঐ সব লোকের মত হয়োনা যারা বলে, আমরা আপনাদের কথা শুনলাম। কার্যতঃ তারা কিছুই শুনেনা।	٢١. وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
২২। আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে ঐ সব মূক ও বধির লোক, যারা কিছুই বুঝেনা (অর্থাৎ বিবেক বুদ্ধিকে কাজে লাগায়না)।	٢٢. إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكْمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ
২৩। আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন,	٢٣. وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ

তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত।	لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) বাধ্য হওয়ার নির্দেশ

এখানে মু'মিনদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার এবং বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আর তাদেরকে বলা হচ্ছে যে, তারা যেন কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপন না করে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ وَلَا تَوَلَّوۡاْ عَنۡهُ তোমরা তাঁর আনুগত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নিওনা।

وَأَنتُمۡ تَسۡمَعُونَ অথচ তোমরা জানছ যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে কোন্ কথার দিকে আহ্বান করছেন! وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُوا سَمِعۡنَا وَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ আর তোমরা ঐ লোকদের মত হয়োনা যারা বলে ঃ আমরা আপনার কথা শুনলাম, অথচ কার্যতঃ তারা কিছুই শোনেনা। ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুনাফিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। তাদের রীতিনীতি এই ছিল যে, তারা মুখে বলত, আমরা শুনলাম ও কবূল করলাম। কিন্তু আসলে তারা কিছুই শুনতনা। (তাবারী ১৩/৪৫৮)

এরপর জানিয়ে দেয়া হচ্ছে যে, এই প্রকারের আদম সন্তানরা হচ্ছে নিকৃষ্টতম জীব। প্রাণীদের মধ্যে ওরাই হচ্ছে নিকৃষ্টতম যারা সত্য কথা শোনার ব্যাপারে বধির ও সত্য কথা বলার ব্যাপারে মূক। তারা কোন জ্ঞানই রাখেনা। কেননা তারা সত্য কথা মোটেই বুঝেনা। এরা নিকৃষ্টতম প্রাণী, এরাই কাফির। চতুস্পদ জন্তু যে প্রকৃতিতে সৃষ্ট হয়েছে ওরা ঐভাবেই চলাফিরা করে, অতএব তারা আল্লাহর অনুগত নয়। কিন্তু মানুষতো প্রকৃতিগতভাবে ইবাদাতের জন্য সৃষ্ট হয়েছে, অথচ তারা কুফরী করছে। প্রকৃতির বিপরীত রূপে চলার কারণে তারা চতুস্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। এ জন্যই তাদেরকে চতুস্পদ জন্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنۡعِقُ بِمَا لَا يَسۡمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً

আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়, যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৭১) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلْأَنْعَٰمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْغَٰفِلُونَ

তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৭৯) ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন ঃ এর দ্বারা কুরাইশের বানু আবদিদ দারের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৩/৪৬০) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মুনাফিকরা। কিন্তু মুশরিক ও মুনাফিকদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। কেননা এই দু'দলই হচ্ছে জ্ঞান-বিবেকহীন লোক। ভাল কাজ করার মত কোন যোগ্যতাই তাদের মধ্যে নেই। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার (ও বুঝার) তাওফীক দিতেন। অন্তর্নিহিত কথা এই যে, যেহেতু তাদের মধ্যে কোন মঙ্গলই নিহিত নেই সেহেতু তারা কিছুই বুঝেনা। আর যদি মহান আল্লাহ তাদেরকে শোনানও তবুও এই হতভাগারা সরল সোজা পথ অবলম্বন করবেনা বরং তখনও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে।

২৪। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন। আর জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের অন্তরালে থাকেন, পরিশেষে তাঁর কাছেই তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।	٢٤. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَجِيبُوا۟ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِۦ وَأَنَّهُۥٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) ডাকে সাড়া দেয়ার নির্দেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদেরই সংশোধনের উদ্দেশে যখন নাবী তোমাদেরকে আহ্বান করেন তখন তোমরা অতিসত্বর সাড়া দাও এবং হুকুম পালন কর। আবূ সাঈদ ইব্ন মাআ'ল্লা (রাঃ) বলেন, আমি একদা সালাত আদায় করছিলাম, এমন সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গমন করেন। তিনি আমাকে ডাক দেন, কিন্তু আমি সালাতে থাকায় সাথে সাথে তাঁর কাছে যেতে পারলামনা। সালাত শেষে তাঁর কাছে পৌঁছলে তিনি আমাকে বলেন, তুমি এতক্ষণ আসনি কেন? আল্লাহ কি তোমাদেরকে বলেননি ঃ 'হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালন কর যখন রাসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করে?' অতঃপর তিনি আমাকে বলেন ঃ 'আমি এখান থেকে চলে যাওয়ার পূর্বে তোমাকে কুরআনের একটি মহাসম্মানিত সূরা শিখিয়ে দিব।' এরপর তিনি যাওয়ার উদ্যোগ করলে আমি তাঁকে ঐ কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে, ঐ সূরাটি হচ্ছে সূরা ফাতিহা। অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'এটাই হচ্ছে سَبْعٌ مَثَانِيٌّ সাতটি আয়াত যা সালাতে সদা পুনরাবৃত্তি করা হয়।' (ফাতহুল বারী ৮/১৫৮) এই হাদীসের বর্ণনা সূরা ফাতিহার তাফসীরে দেয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ইব্ন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ এ আয়াত সম্পর্কে উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ব্যাখ্যা করেছেন, যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে সেই জিহাদের দিকে আহ্বান করেন যার মাধ্যমে তোমরা মর্যাদা লাভ করেছ, অথচ এর পূর্বে তোমরা দুর্বল ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন।

মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আল্লাহ আড়াল হন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ জেনে রেখ যে, আল্লাহ মানুষ ও তার অন্তরের মাঝে আড়াল হয়ে রয়েছেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তিনি আড়াল হয়ে আছেন মু'মিন ও

কুফরীর মাঝে এবং কাফির ও ঈমানের মাঝে। মু'মিনকে তিনি কুফরী করতে দেননা এবং কাফিরকে ঈমান আনতে দেননা। (তাবারী ১৩/৪৬৮) এটাই হচ্ছে মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আতিয়্যিয়া এবং মুকাতিলেরও (রহঃ) উক্তি। মুজাহিদের (রহঃ) এক রিওয়ায়াতে আছে যে, يَاحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِه শেষ পর্যন্ত তিনি তাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেন যে, সে কিছুই বুঝতে পারেনা। আল হাকিম (রহঃ) তার মুসতাদরাক গ্রন্থে ইহা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ ইহা সহীহ, কিন্তু তাদের গ্রন্থে তারা ইহা লিপিবদ্ধ করেননি। (হাকিম ২/৩২৮) মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৩/৪৭০, ৪৭১) সুদ্দী (রহঃ) বলেন ঃ 'এর অর্থ হচ্ছে, কেহই এই ক্ষমতা রাখেনা যে, তাঁর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনে অথবা কুফরী করে।' এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত বহু হাদীস রয়েছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

'হে অন্তরকে পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন!' (আনাস রাঃ তখন বলেন) আমরা বললাম ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা আপনার উপর এবং কুরআনের উপর ঈমান এনেছি। আমাদের ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ রয়েছে কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, কেননা এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তোমাদের পরিবর্তন ঘটে যাবে। কারণ মানুষের অন্তর আল্লাহ তা'আলার দু' অঙ্গুলির মাঝে রয়েছে। তিনি যখন ইচ্ছা করবেন তখন বদলে দিবেন।' (আহমাদ ৩/১১২, তিরমিযী ৬/৩৪৯, ৩৫০) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

নাওয়াস ইব্ন সামআ'ন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ 'প্রত্যেক অন্তর আল্লাহর দু'টি অঙ্গুলির মধ্যভাগে রয়েছে। আল্লাহ যখন ওটাকে সোজা রাখার ইচ্ছা করেন তখন তা সোজা থাকে। আর যখন বাঁকা করে দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন তা বাঁকা হয়ে যায়।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'মীযান আল্লাহর হাতে রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি

ওকে হালকা করে দিবেন এবং ইচ্ছা করলে ভারী করবেন।’ (আহমাদ ৩/১৮২, নাসাঈ ৪/৪১৪, ইব্ন মাজাহ্ ১/৭২)

২৫। তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর যা তোমাদের মধ্যকার শুধুমাত্র যালিম ও পাপিষ্ঠদেরকেই বিশেষভাবে ক্লিষ্ট করবেনা। তোমরা জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।	٢٥. وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةًۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে সতর্কী করণ

এখানে মু’মিনদেরকে পরীক্ষা থেকে ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পরীক্ষা পাপী ও সৎ সবারই উপর পতিত হবে। এই পরীক্ষা শুধু পাপীদের উপর নির্দিষ্ট নয়। যুবাইরকে (রাঃ) বলা হয়েছিল ঃ ‘হে আবূ আবদুল্লাহ! আমীরুল মু’মিনীন উসমানকে (রাঃ) আপনি ত্যাগ করেছেন। অতঃপর এখন তাঁর খুনের দাবীদার হয়ে উটের যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন! খুনের যদি দাবীদারই হবেন তাহলে তাঁকে নিহত হতে দিলেন কেন?’ যুবাইর (রাঃ) উত্তরে বলেছিলেন ঃ ‘এটা ছিল আল্লাহর পরীক্ষা যার মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়েছি। আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ) এবং উসমানের (রাঃ) যামানায় কুরআনুল হাকীমের وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوْا مِنكُمْ এ আয়াতটি পাঠ করতাম। কিন্তু তখন আমাদের ধারণাও ছিলনা যে, আমরাও এর মধ্যে পতিত হব। শেষ পর্যন্ত ঐ পরীক্ষা আমাদের উপর এসে পড়েছে। (আহমাদ ১/১৬৫)

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) ধারণা মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ। (তাবারী ১৩/৪৭৪) অন্যত্র ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন ঃ ‘মু’মিনদের উপর নির্দেশ রয়েছে, পাপকে তোমরা নিজেদের মধ্যে আসতে দিওনা। যেখানেই কেহকেও কোন অসৎ কাজে লিপ্ত দেখতে পাও, সত্বরই তাকে

তা থেকে বিরত রাখ। নতুবা শাস্তি সবার উপরই আসবে।’ (তাবারী ১৩/৪৭৪) এটাই উত্তম তাফসীর!

وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً এর ব্যাখ্যায় মুজাহিদ (রহঃ) বলেন ঃ ‘এ হুকুম তোমাদের জন্যও বটে।’ আরও অনেক বিজ্ঞজন যেমন যাহহাক (রহঃ), ইয়াযিদ ইব্‌ন আবী হাবিব (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ তোমাদের ভিতর এমন কেহ নেই যার সাথে কিছু না কিছু ফিতনাহ জড়িয়ে না রয়েছে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَـٰدُكُمْ فِتْنَةٌ

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততিতো তোমাদের জন্য পরীক্ষা। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৫) সুতরাং তোমাদের সকলেরই ফিতনার বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। (তাবারী ১৩/৪৭৫) কেননা এই ভয় প্রদর্শন সাহাবা ও গায়ির সাহাবা সবার উপরই রয়েছে। তবে এটা সঠিক কথা যে, এর দ্বারা সাহাবীদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। এই হাদীসটি ফিতনা ও পরীক্ষাকে ভয় করার কথাই প্রমাণ করছে। এখানে বিশেষভাবে যেটা আলোচনা করা হয়েছে তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ! তোমরা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে থাকবে অন্যথায় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের উপর কঠিনতম শাস্তি অবতীর্ণ করতে পারেন। অতঃপর তোমরা দু‘আ করলেও সেই দু‘আ কবূল হবেনা। (আহমাদ ৫/৩৮৮)

আবূ রাকাদ (রহঃ) বলেন, আমি হুযাইফাকে (রাঃ) বলতে শুনেছি ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কেহ এ ধরনের একটি মাত্র কথা বললেও তাকে মুনাফিক মনে করা হত। কিন্তু আজ এক মাজলিসে তোমাদের কোন একজনের মুখ থেকে আমি এরূপ চারটি কপটতাপূর্ণ কথা শুনতে পাচ্ছি! তোমাদের উচিত এই যে, তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে সত্বর বাধা দিবে এবং মানুষকে ভাল কাজে উৎসাহিত করবে। নতুবা তোমরা সবাই শাস্তিতে গ্রেফতার হবে অথবা দুষ্ট লোককে তোমাদের উপর শাসনকর্তা বানিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর ভাল লোকেরা দু‘আ করলেও তা কবূল হবেনা। (আহমাদ ৫/৩৯০)

Contents

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ) বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ভাষন দেন। তিনি তাঁর কান দু’টি দুই আঙ্গুলে ইশারা করে বলছিলেন ঃ আল্লাহর হুদূদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং আল্লাহর হুদূদকে লংঘনকারী অথবা তাতে অবহেলা প্রদর্শনকারী ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এইরূপ যে, কতকগুলো লোক নৌকায় চড়েছে। তাদের কেহ ডেকের নীচে স্থান পেল, যা ছিল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট এবং অন্যরা উপরে আসন পেল। নীচের লোকদের পানির প্রয়োজন হওয়ায় তারা পানি আনার জন্য উপরে গেলে উপরের লোকদের কষ্ট হতে লাগল। তাই নীচের লোকেরা বলাবলি করল ঃ যদি আমরা নৌকার নীচের দিক থেকেই কোন তক্তা সরিয়ে দিয়ে পানির পথ করে নেই তাহলে উপরের লোকদের কোন কষ্ট হবেনা। এর ফলতো জানা কথা যে, নৌকায় পানি উঠার কারণে নৌকার আরোহীরা সবাই ডুবে মরবে। সুতরাং নৌকায় ছিদ্র করা থেকে তাদেরকে বাধা দেয়া উচিত। (আহমাদ ৪/২৬৯, ফাতহুল বারী ৫/১৫৭, ৩৪৫; তিরমিযী ৬/৩৯৪)

উম্মুল মু’মিনীন উম্মে সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ‘আমার উম্মাতের মধ্যে পাপ যখন সাধারণভাবে প্রকাশ পাবে তখন আল্লাহ সাধারণভাবে শাস্তি পাঠাবেন।’ তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদের মধ্যে সৎ লোক থাকলেও কি? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘হ্যাঁ, তারাও শাস্তিতে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু (মৃত্যুর পর) তারা আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভ করবে।’ (আহমাদ ৬/৩০৪) অন্য একটি বর্ণনায় আছে, ‘কোন কাওম পাপকাজ করছে যারা সংখ্যায় অনেক ও শক্তিশালী, আর তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা নিজেরা সেই পাপকাজে লিপ্ত নয় বটে, কিন্তু তারা সেই কাজে বাধা প্রদান করেনা, তখন আল্লাহ তাদের উপর সাধারণভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন।’ (আহমাদ ৪/৩৬৪, ৩৬৬; ইব্ন মাজাহ ২/১৩২৯)

২৬। স্মরণ কর, যখন তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে খুব দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, আর তোমরা এই শংকায় নিপতিত থাকতে যে, লোকেরা অকস্মাৎ তোমাদেরকে ধরে নিয়ে

٢٦. وَٱذۡكُرُوٓاْ إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلٞ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي

Contents

যাবে। (এই অবস্থায়) আল্লাহই তোমাদেরকে (মাদীনায়) আশ্রয় দেন এবং স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন, আর পবিত্র বস্তু দ্বারা তোমাদের জীবিকা দান করেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।	ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَـَٔاوَىٰكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِۦ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

মুসলিমদের অতীতের দুর্বলতা এবং আল্লাহর সাহায্য স্মরণ করিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা‘আলা ঐ নি‘আমাতরাজির কথা বলছেন যা মু’মিনদের প্রদান করা হয়েছে। তারা সংখ্যায় কম ছিল, তাদের সংখ্যা তিনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। তারা দুর্বল ছিল ও ভীত সন্ত্রস্ত ছিল, তিনি তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদের ভয়ের কারণগুলো দূর করে দিয়েছেন। তারা গরীব ও ফকির ছিল, তিনি তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছেন। তাদেরকে তিনি কৃতজ্ঞ বান্দা বানিয়েছেন। তারা অনুগত বান্দারূপে পরিগণিত হয়েছে। প্রতিটি কাজে তারা বাধ্য ও অনুগত হয়ে গেছে।

এই মু’মিনরা যখন মাক্কায় ছিল এবং সংখ্যায় খুবই কম ছিল। তারা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। মুশরিক, মাজুসী, রুমী সবাই তাদেরকে তাদের সংখ্যার স্বল্পতা ও শক্তিহীনতার কারণে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। সব সময় তাদের এই ভয় ছিল যে, আকস্মিকভাবে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাবে। কিছুকাল তাদের এই অবস্থাই ছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে মাদীনায় হিজরাত করার নির্দেশ দেন। সেখানে তারা আশ্রয় লাভ করে। মাদীনার লোকেরা তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে তাদের সাথে অংশগ্রহণ করে। জান ও মাল তাদের উপর কুরবান করে দেয়। কেননা তারা চাচ্ছিল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে।

وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ এ আয়াত সম্পর্কে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আরাবে এই লোকগুলি অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় ছিল। তাদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিসহ। তাদের পেটে খাবার ছিলনা, পরনে কাপড়

Contents

ছিলনা। সুপথ থেকেও তারা ছিল ভ্রষ্ট। তারা ছিল খুবই হতভাগা। তারা খাবার পেতনা, বরং তাদেরকেই খেয়ে নেয়া হচ্ছিল। দুনিয়ায় যে তাদের অপেক্ষা বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত আর কেহ ছিল তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু ইসলাম কবূল করার পর এই লাঞ্ছিত লোকেরাই দেশের পর দেশ দখল করে নেয় এবং আমীর ও শাসক হয়ে যায়। তারা প্রচুর পরিমান খাবার পেতে শুরু করে। আল্লাহ তাদেরকে সব কিছুই দান করেন যা তোমরা আজ স্বচক্ষে দেখছ। সুতরাং এখন তোমরা আল্লাহর নি'আমাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত নি'আমাত দাতা। কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তাদের ধন-সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেন। (তাবারী ১৩/৪৭৮)

২৭। হে মু'মিনগণ! তোমরা জেনেশুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করনা এবং তোমাদের পরস্পরের আমানাত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করনা।	٢٧. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ
২৮। আর তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র, আর আল্লাহর নিকট মহাপুরস্কার রয়েছে।	٢٨. وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ

৮ ঃ ২৭ আয়াতটি নাযিল করার কারণ

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হাতিব ইব্ন আবী বালাতা'আহ'র (রাঃ) ঘটনা বর্ণিত আছে ঃ তিনি কুরাইশ কাফিরদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিকল্পনা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশে পত্র লিখেছিলেন। এটা ছিল মাক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা। আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সংবাদ জানিয়ে দেন। সুতরাং তিনি পত্র বাহকের পিছনে লোক পাঠিয়ে দেন এবং ঐ পত্র ধরা পড়ে। হাতিবকে (রাঃ) ডাকা হল। তিনি স্বীয়

Contents

অপরাধ স্বীকার করেন। উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) বলে উঠেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এর গর্দান উড়িয়ে দেয়ার হুকুম দিন, কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ হে উমার! যেতে দিন। এ ব্যক্তি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। আপনার কি জানা নেই যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা যা চাও তাই আমল কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।' মোট কথা, সঠিক ব্যাপার এই যে, আয়াতটি সাধারণ। যদিও এটা সঠিক যে, আয়াতটির শানে নুযূল একটি বিশেষ কারণ। আর বহু আলেমের মতে শব্দের সাধারণত্বের দ্বারা উক্তি করা যেতে পারে, বিশেষ কারণ না থাকলে কোন কিছু আসে যায়না।

খিয়ানাতের সংজ্ঞার মধ্যে ছোট, বড়, সকর্মক ও অকর্মক সমস্ত পাপই মিলিত রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এখানে 'আমানাত' শব্দ দ্বারা ঐ সব আমলকে বুঝানো হয়েছে যেগুলিকে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর ফার্‌য করেছেন। ভাবার্থ হচ্ছে, ফার্‌য ভেঙ্গে দিওনা। (তাবারী ১৩/৪৮৫) আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি কর্তব্য পালনে অবহেলা করনা। (তাবারী ১৩/৪৮৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ *আর তোমরা জেনে রেখ যে, তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান সন্ততি প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার সামগ্রী মাত্র।* ফিতনার অর্থ হচ্ছে পরীক্ষা। আল্লাহ সন্তান দ্বারা পরীক্ষা করেন যে, সন্তান পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে কিনা এবং সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করছে কিনা। কিংবা হয়তো সন্তানের প্রতি ভালবাসার কারণে আল্লাহ থেকে গাফিল থাকছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ

তোমাদের সম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা। আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৫)

وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً

আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করি। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ৩৫) অন্যত্র বলেন ঃ

Contents

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَٰلُكُمْ وَلَآ أَوْلَـٰدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাইতো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ৯) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَـٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ

হে মু'মিনগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেহ কেহ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেক। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ১৪)

أَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ আল্লাহর নিকট যে সাওয়াব ও জান্নাত রয়েছে তা এই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি হতে বহুগুণে উত্তম। এগুলো শত্রুদের মত ক্ষতিকারক এবং এগুলোর অধিকাংশই মানুষের জন্য কল্যাণকর নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক। কিয়ামাতের দিন তাঁর কাছে মহাপুরস্কার রয়েছে।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তিনটি জিনিস যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। (১) যার কাছে সমস্ত জিনিস থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয়। (২) যে ব্যক্তি কোন লোককে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই ভালবাসে। (৩) যে ব্যক্তির কাছে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াও অধিক পছন্দনীয় সেই কুফরীর দিকে ফিরে যাওয়া অপেক্ষা যা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করেছেন। (মুসলিম ১/৬৬) সুতরাং সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মহব্বতকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপরেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেহই (পূর্ণ) মু'মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত না আমি তার কাছে তার নিজের চেয়ে, তার পরিবারবর্গের চেয়ে, তার সম্পদ এবং সমস্ত লোক হতে বেশি প্রিয় হই।' (ফাতহুল বারী ১/৭৫)

২৯। হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার একটি মান নির্ণয়ক শক্তি দান করবেন, আর তোমাদের দোষত্রুটি তোমাদের হতে দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়।	٢٩. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا وَيُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, فُرْقَانًا এর অর্থ হচ্ছে বের হওয়ার স্থান। মুজাহিদ (রহঃ) فُرْقَانًا فِيْ الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ (দুনিয়া ও আখিরাতে) এটুকু বেশি বলেছেন। (তাবারী ১৩/৪৮৯, ৪৯০) ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, فُرْقَانًا এর অর্থ হচ্ছে মুক্তি। তাঁর আর একটি বর্ণনায় نَصْرًا অর্থাৎ সাহায্য রয়েছে। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেছেন যে, فُرْقَانًا দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে ফাইসালা বুঝানো হয়েছে। ইব্‌ন ইসহাকের (রহঃ) এই তাফসীর পূর্ববর্তী তাফসীরগুলি হতে বেশি সাধারণ। কেননা যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাঁর নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকবে সে সত্য ও মিথ্যার পরিচয় লাভের তাওফীক প্রাপ্ত হবে। এটা হবে তার মুক্তি ও সাহায্য লাভের কারণ। তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা গাফ্ফার (বড় ক্ষমাশীল) এবং সাত্তার (দোষত্রুটি গোপনকারী) হয়ে যাবেন। আল্লাহর কাছে বড় পুরস্কার পাওয়ার সে হকদার হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦ يُؤۡتِكُمۡ كِفۡلَيۡنِ مِن رَّحۡمَتِهِۦ وَيَجۡعَل لَّكُمۡ نُورٗا تَمۡشُونَ بِهِۦ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদেরকে দিবেন দ্বিগুণ পুরস্কার এবং তিনি তোমাদেরকে দিবেন আলো, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২৮)

৩০। আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী।	٣٠. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ

রাসূলকে (সাঃ) হত্যা, বহিস্কার করা ইত্যাদি কুরাইশদের চক্রান্তের বিবরণ

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, إِثْبَاتْ শব্দের অর্থ হচ্ছে কয়েদ বা বন্দী করা। (তাবারী ১৩/৪৯১)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরাইশ নেতৃবর্গের একটি দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দারুন নাদওয়ায় একটি পরামর্শ সভায় মিলিত হয়। ঐ সভায় ইবলীসও একজন মর্যাদা সম্পন্ন বৃদ্ধের বেশে উপস্থিত হয়। জনগণ তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'আপনি কে?' সে উত্তরে বলে ঃ 'আমি নাজদবাসী এক বৃদ্ধ লোক। আপনারা পরামর্শ সভা আহ্বান করেছেন জেনে আমিও সভায় হাযির হয়েছি, যেন আপনারা আমার উপদেশ ও সৎ পরামর্শ থেকে বঞ্চিত না হন।' তখন কুরাইশ নেতৃবর্গ তাকে অভিনন্দন জানালো। সে তাদেরকে বলল ঃ 'আপনারা এই লোকটির (মুহাম্মাদ সাঃ) ব্যাপারে অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও তাদবীরের সাথে কাজ করুন। নতুবা খুব সম্ভব সে আপনাদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।' সুতরাং একজন মত প্রকাশ করল ঃ 'তাকে বন্দী করা হোক, শেষ পর্যন্ত সে বন্দী অবস্থায়ই ধ্বংস হয়ে যাবে, যেমন ইতোপূর্বে কবি যুহাইর ও নাবেগাকে বন্দী করা

হয়েছিল এবং ঐ অবস্থায়ই তারা ধ্বংস হয়ে গেছে; এওতো একজন কবি।' এ কথা শুনে ঐ অভিশপ্ত নাজদী বৃদ্ধ চীৎকার করে বলে উঠল ঃ 'আমি এতে কখনই একমত নই। আল্লাহর শপথ! তার প্রভু তাকে সেখান থেকে বের করে নিবে। ফলে সে তার সঙ্গীদের কাছে ফিরে যাবে। অতঃপর সে তোমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তোমাদের সবকিছু ছিনিয়ে নিবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের শহর থেকে বের করে দিবে।' লোকেরা তার এ কথা শুনে বলল ঃ 'এ বৃদ্ধ সত্য কথা বলেছেন। অন্য মত পেশ করা হোক।'

অন্য একজন তখন বলল ঃ 'তাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হোক, তাহলেই তোমরা শান্তি পাবে। সে যখন এখানে থাকবেই না তখন তোমাদের আর ভয় কিসের? তার সম্পর্ক তোমাদের ছাড়া অন্য কারও সাথে থাকবে।' তার এ কথা শুনে ঐ বৃদ্ধ বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! এ মতও সঠিক নয়। সে যে মিষ্টভাষী তা কি তোমাদের জানা নেই। সে মধু মাখানো কথা দ্বারা মানুষের মন জয় করে নিবে। তোমরা যদি এই কাজ কর তাহলে সে আরাবের বাইরে গিয়ে সারা আরাববাসীকে একত্রিত করবে। তারা সবাই সম্মিলিতভাবে তোমাদের উপর হামলা করবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবে। আর তোমাদের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে হত্যা করবে।' লোকেরা বলল ঃ 'তিনি সঠিক কথাই বলেছেন। অন্য একটি মত পেশ করা হোক।'

তখন আবূ জাহল বলল ঃ 'আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি। তোমরা চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবে যে, এর চেয়ে উত্তম মত আর হতে পারেনা। প্রত্যেক গোত্র থেকে তোমরা একজন করে যুবক বেছে নাও যারা হবে বীর পুরুষ ও সম্ভ্রান্ত। সবারই কাছে তরবারী থাকবে। সবাই সম্মিলিতভাবে হঠাৎ করে তাকে তরবারী দ্বারা আঘাত করবে। যখন সে মারা যাবে তখন সকল গোত্রের লোকেরাই তাকে হত্যা করার ব্যাপারে যুক্ত থাকবে। এটা কখনও সম্ভব হবেনা যে, বানু হাশিমের একটি গোত্র সমস্ত গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বাধ্য হয়ে বানু হাশিমকে রক্তপণ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তাদেরকে রক্তপণ দিয়ে দিব এবং তার থেকে ঝামেলা মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করব।' তার এ কথা শুনে নাজদী বৃদ্ধ বলল ঃ 'আল্লাহর শপথ! এটাই হচ্ছে সঠিকতম মত। এর চেয়ে উত্তম মত আর হতে পারেনা।' সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং এরপর তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেষ্টা শুরু হল।

অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ 'আজ রাতে আপনি বিছানায় শয়ন করবেননা।' এ কথা বলে

Contents

তিনি তাঁকে কাফিরদের ষড়যন্ত্রের কথা অবহিত করলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ রাতে নিজের বিছানায় শয়ন করলেননা এবং তখনই আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে হিজরাতের নির্দেশ দিলেন। মাদীনায় আগমনের পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর উপর সূরা আনফাল অবতীর্ণ করলেন এবং স্বীয় নি‘আমাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলাও (স্বীয় নাবীকে রক্ষা করার) তাদবীর ও ফিকির করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম কৌশলী। তাদের উক্তি ছিল ঃ তার ব্যাপারে তোমরা মৃত্যু ঘটানোর অপেক্ষা কর, শেষ পর্যন্ত সে ধ্বংস হয়ে যাবে। ঐ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ

তারা কি বলতে চায় যে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৩০) (ইব্‌ন হিশাম ১/৪৮০-৪৮২) তাই ঐ দিনের নামই রেখে দেয়া হয় يَوْمُ الزَّحْمَة ‘দুঃখ-বেদনার দিন।’ কেননা ঐ দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাফর ইবনুয যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) হতে وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন ঃ ‘তারা ষড়যন্ত্র করতে থাকে এবং আল্লাহ তা‘আলাও (স্বীয় নাবীকে রক্ষা করার) তাদবীর করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন সর্বাধিক উত্তম তাদবীরকারক।’ (ইব্‌ন হিশাম ২/৩২৫)

৩১। তাদেরকে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয় তখন তারা বলে ঃ আমরা শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, নিঃসন্দেহে এটা পুরাকালের উপাখ্যান

٣١. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا قَالُوا۟ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَآ ۙ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ

ছাড়া কিছু নয়।	أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ
৩২। আর স্মরণ কর, যখন তারা বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (কুরআন) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি এনে দিন।	٣٢. وَإِذْ قَالُوا۟ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
৩৩। (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চাননা যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।	٣٣. وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

কুরআনের অনুরূপ সৃষ্টি করতে পারে বলে কাফির কুরাইশদের দাবী

এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের কুফরী ও একগুঁয়েমীর সংবাদ দিচ্ছেন যে, তারা কুরআন কারীম শ্রবণ করে কিরূপ মিথ্যা দাবী করছে। তারা বলছে ঃ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَا আমরা যে কুরআন শুনলাম, ইচ্ছা করলে আমরাও এরূপ বলতে পারি। তাদের এ দাবী একেবারে ভিত্তিহীন এবং এটা হচ্ছে কার্যবিহীন কথা। কেননা এ ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে বার বার আহ্বান জানানো হয়েছে যে, তারা কুরআনের সূরার মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে আসুক তো? কিন্তু তারা তাতে সক্ষম হয়নি।

এরূপ কথা বলে তারা নিজেদেরকে প্রতারিত করছে, আর প্রতারিত করছে তাদের বাতিল পন্থী অনুসারীদেরকে। কথিত আছে যে, এই উক্তি করেছিল নাযার ইব্ন হারিস। ঐ বেদীন ব্যক্তি পারস্যে গিয়েছিল এবং সেখানকার ইরানী বাদশাহ রুস্তম ও ইসফিনদিয়ারের কাহিনী পড়েছিল। যখন সে সেখান থেকে ফিরে আসে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে কুরআন কারীম পাঠ করে শোনাতেন। যখন তিনি মাজলিস শেষ করতেন তখন ঐ দুরাচার নাযার ইব্ন হারিস বসে পড়ত এবং ইরানী বাদশাহদের ইতিহাস বর্ণনা করে বলত ঃ ‘আচ্ছা বলত, উত্তম গল্পকথক কে? আমি, নাকি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম?’ অতঃপর বদর যুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে যখন বিজয় দান করলেন এবং মাক্কার কতগুলো মুশরিক বন্দী হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাঁর সম্মুখে হত্যা করতে বলেন এবং তাকে হত্যাও করা হয়।

اَسَاطِيْرُ শব্দটি اُسْطُوْرَةٌ শব্দের বহুবচন। অর্থাৎ ঐ সব পুস্তক ও সংকলন যেগুলো শিক্ষা করে জনগণকে শোনানো হয় বলে কাফিরেরা দাবী করত। আর এগুলো হচ্ছে শুধু কিস্‌সা-কাহিনী। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَقَالُوٓاْ أَسَـٰطِيرُ ٱلۡأَوَّلِينَ ٱكۡتَتَبَهَا فَهِيَ تُمۡلَىٰ عَلَيۡهِ بُكۡرَةً وَأَصِيلاً. قُلۡ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعۡلَمُ ٱلسِّرَّ فِى ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضِ‌ۚ إِنَّهُ ۥ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

তারা (কাফিরেরা) বলে ঃ এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বল ঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ করেছেন, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন; তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৫-৬) অর্থাৎ যারা অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ তাদের তাওবাহ কবূল করে তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন।

মূর্তি পূজকদের আল্লাহর বিচার ও শাস্তি দাবী

ঘোষিত হচ্ছে ঃ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ যখন তারা (কাফিরেরা) বলেছিল ঃ হে আল্লাহ! ইহা (এই কুরআন ও নাবুওয়াত) যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিন। এই প্রার্থনা ছিল তাদের পূর্ণ অজ্ঞতা, মূর্খতা এবং বিরোধিতার কারণে। তাদেরতো নিম্নরূপ প্রার্থনা করা উচিত ছিল ঃ ‘হে আল্লাহ! এই কুরআন যদি আপনার পক্ষ থেকেই এসে থাকে তাহলে ওর অনুসরণ করার তাওফীক আমাদেরকে দান করুন!’ কিন্তু তারা নিজেদের জীবনের উপর শাস্তি অর্জন করে নেয় এবং শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করে। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৫৩) আল্লাহ তা‘আলা তাদের কথা আরও বলেন ঃ

وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ

তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! বিচার দিনের পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ১৬) এবং অন্যত্র বলেন ঃ

سَأَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ. لِّلْكَـٰفِرِينَ لَيْسَ لَهُۥ دَافِعٌ. مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ

এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা কাফিরদের জন্য অবধারিত, ইহা প্রতিরোধ করার কেহ নেই। ইহা আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। (সূরা মা‘আরিজ, ৭০ ঃ ১-৩) পূর্ব যুগীয় উম্মাতদের মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরাও অনুরূপ কথাই বলেছিল। শুআ’ইবের (আঃ) কাওম তাঁকে বলেছিল ঃ

فَأَسۡقِطۡ عَلَيۡنَا كِسَفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে আকাশের একটি খন্ড আমাদের উপর ফেলে দাও। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১৮৭) অথবা ‘হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আমাদের উপর আকাশ হতে পাথর বর্ষণ করুন!’ সুবাহ (রহঃ) আবদুল হামীদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন যে, আবূ জাহল ইব্‌ন হিশামও এ কথাই বলেছিল ঃ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ হে আল্লাহ! এটা যদি আপনার পক্ষ হতে সত্য হয় তাহলে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুন অথবা আমাদের কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিন! তখন وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) অর্থাৎ (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চাননা যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন।’

রাসূলের (সাঃ) অবস্থান স্থলে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় আয়াতের পুনরাবৃত্তি করছেন এবং তাদের উপর তাঁর রাহমাতের কথা উল্লেখ করছেন ঃ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ হে নাবী! তুমি তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে এটা আল্লাহর অভিপ্রায় নয় এবং আল্লাহ এটাও চান না যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ মুশরিকরা বাইতুল্লাহর তাওয়াফের সময় বলত ঃ

لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ‘ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

‘আমরা আপনার নিকট হাযির আছি, হে আল্লাহ! আপনার নিকট আমরা হাযির আছি। আপনার কোন অংশীদার নেই। আমরা আপনার নিকট উপস্থিত আছি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বলতেন ঃ ‘এখানেই ক্ষান্ত হও, আর কিছুই বলনা।’ কিন্তু ঐ মুশরিকরা সাথে সাথেই বলে উঠত ঃ

الاَّ شَرِيْكٌ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ ‘আপনার একজন শরীকও রয়েছে, আপনি তারও মালিক এবং সে যা কিছুর মালিক, তারও মালিক আপনি।’ এর সাথেই তারা আরও বলত غُفْرَانَكَ غُفْرَانَكَ ‘আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আমরা আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তারা দু’টি কারণে নিরাপত্তা লাভ করেছিল। প্রথম হচ্ছে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদ্যমানতা এবং দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা। এখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো বিদায় গ্রহণ করেছেন। কাজেই বাকী আছে শুধু ক্ষমা প্রার্থনা। (তাবারী ১৩/৫১১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহ আমার উম্মাতের জন্য নিরাপত্তার দু’টি কারণ রেখেছেন। প্রথম হচ্ছে তাদের মধ্যে আমার উপস্থিতি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা। সুতরাং আমার দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পরেও ক্ষমা প্রার্থনা কিয়ামাত পর্যন্ত লোকদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে থাকবে।’ (তিরমিযী ৮/৪৭২) আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শাইতান বলেছিল, ‘হে আল্লাহ! আপনার মর্যাদার শপথ! যে পর্যন্ত আপনার বান্দাদের দেহে রূহ থাকবে সেই পর্যন্ত আমি তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে থাকব।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘আমার ইয্যাতের শপথ! যে পর্যন্ত তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে সেই পর্যন্ত আমিও তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব।’ (আহমাদ ৩/২৯)

৩৪। কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়?	٣٤. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُۥٓ ۚ إِنْ

Contents

আল্লাহভীরু লোকেরাই উহার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়।	أَوۡلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ
৩৫। কা'বা ঘরের কাছে তাদের সালাত হল শিস দেয়া ও করতালি প্রদান ছাড়া অন্য কিছুই নয়, সুতরাং তোমরা কুফরী করার কারণে এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।	٣٥. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمۡ عِندَ ٱلۡبَيۡتِ إِلَّا مُكَآءٗ وَتَصۡدِيَةٗۚ فَذُوقُواْ ٱلۡعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ

অপরাধের কারণে শাস্তির যোগ্য হলেও মাক্কার কাফিরদেরকে রেহাই দেয়া হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মাক্কাবাসী মুশরিকরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্যতো অবশ্যই ছিল, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারাকাতে শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। এজন্য যখন তিনি মাক্কা ছেড়ে চলে যান তখন বদরের দিন তাদের উপর শাস্তি নেমে আসে। তাদের নেতারা নিহত এবং নামী দামী লোক বন্দী হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা বলে দেন, কিন্তু ওর সাথে তারা শিরক ও ফাসাদকেও মিলিয়ে দেয়। আর যদি এই দুর্বল, নির্যাতিত ও অপমানিত মুসলিমরা মাক্কায় অবস্থান করে ক্ষমা প্রার্থনা না করতেন তাহলে মাক্কাবাসীর উপর এমন বিপদ এসে পড়ত যা কোনক্রমেই দূর করা যেতনা। ক্ষমা প্রার্থনার বারাকাতেই মাক্কায় শাস্তি নাযিল হওয়া থেকে কুরাইশরা রক্ষা পেয়েছে এবং মাক্কার মুসলিমদের অবস্থানের কারণেই তারা কিছুকাল পর্যন্ত আযাব থেকে নিরাপদ থেকেছে। হুদাইবিয়ার দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আয়াত নাযিল করেন ঃ

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡهَدۡيَ
مَعۡكُوفًا أَن يَبۡلُغَ مَحِلَّهُۥۚ وَلَوۡلَا رِجَالٞ مُّؤۡمِنُونَ وَنِسَآءٞ مُّؤۡمِنَٰتٞ لَّمۡ تَعۡلَمُوهُمۡ

أَن تَطَـُٔوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِّيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا۟ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। তোমাদের যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত, যদি না থাকত এমন কতকগুলি মু'মিন নর-নারী যাদেরকে তোমরা জাননা, তাদেরকে তোমরা পদদলিত করতে অজ্ঞাতসারে। ফলে তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে। যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এ জন্য যে, তিনি যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহ দান করবেন, যদি তারা পৃথক হত, আমি তাদের মধ্যস্থিত কাফিরদেরকে মর্মন্তদ শাস্তি দিতাম। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫) এভাবে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে শাস্তি প্রাপক হিসাবে বেছে নেন এবং বলেন ঃ

وَمَا لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيَاءهُ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ এখন তাদের কি বলার আছে যে, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথরোধ করেছে?' অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়, মুত্তাকী লোকেরাই হল ওর তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়।' যাদেরকে কা'বা ঘরে যেতে বাধা দেয়া হচ্ছে তারাই এর বেশি হকদার যে, তারা ওখানে সালাত আদায় করবে এবং ওর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করবে। আর এই কাফিরদের মাসজিদুল হারামে যাওয়ার অধিকার নেই। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ شَـٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَـٰلِدُونَ. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা। তারা এমন যাদের সমস্ত

কাজ ব্যর্থ; এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। আশা করা যায় যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১৭-১৮) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ

আর আল্লাহর পথে প্রতিরোধ করা এবং তাঁকে অবিশ্বাস করা ও পবিত্র মাসজিদ হতে তার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা আল্লাহর নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৭) উরওয়াহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) আয়াতের 'তাকওয়াহ' অবলম্বনকারী সম্পর্কে বলেন যে, তারা হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ (রাঃ)। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জিহাদকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে, তাঁরা যাঁরাই হন বা যেখানেই থাকুন না কেন। অতঃপর এই আলোচনা করা হয়েছে যে, ঐ কাফির লোকেরা মাসজিদুল হারামে কি কাজ করত? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করছেন ঃ

وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً কা'বা ঘরের কাছে তাদের সালাত হল শিস ও করতালি দেয়া।

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), আবূ রাজা আল উতারদী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কাব আল কারাযী (রহঃ), হুজর ইব্ন আনবাস (রহঃ), নুবাইত ইব্ন শারিত (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতাংশে শিস দেয়ার কথা বলা হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫২২-৫২৬) মুজাহিদ (রহঃ) আরও পরিস্কার করে বলেন যে, মুশরিকরা তাদের মুখে আঙ্গুল ঢুকাতো (শিস দেয়ার জন্য)। (তাবারী ১৩/৫২৫)

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মন্তব্য করেছেন ঃ তারা উলঙ্গ অবস্থায় বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করত, মুখে আঙ্গুল দিয়ে বাঁশির মত শব্দ

বের করত এবং তালি বাজাতো। অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন আলী ইব্‌ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ)। ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কাব (রহঃ), আবূ সালামাহ ইব্‌ন আবদুর রাহমান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আতিয়্যিয়া আল আউফী (রহঃ), হুজর ইব্‌ন আনবাস (রহঃ) এবং ইব্‌ন আবজাও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً আয়াতাংশের تَصْدِيَةً এর অর্থ করেছেন আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বাধা প্রদান করা। (তাবারী ১৩/৫২৭)

যাহহাক (রহঃ), ইব্‌ন যুরাইয (রহঃ) এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ এর অর্থ করেছেন, 'সুতরাং এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর'। ঐ শাস্তি এই যে, বদরের যুদ্ধে তারা নিহত হয়েছিল এবং বন্দীও হয়েছিল। (তাবারী ১৩/৫২৮)

৩৬। নিশ্চয়ই কাফিরেরা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশে তাদের ধন- সম্পদ ব্যয় করে, তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভূতও হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।	٣٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ
৩৭। এটা এ কারণে যে, আল্লাহ ভাল থেকে মন্দকে পৃথক করবেন, আর কু-	٣٧. لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ

ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُۥ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُۥ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُۥ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ	**জনদের সকলকে একজনের উপর অপর জনকে স্তপীকৃত করবেন এবং অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। এরাই চরম ক্ষতিগ্রস্ত লোক।**

ধর্মের বিরুদ্ধে কাফিরদের সম্পদ ব্যয় করায় তাদের শুধু কষ্টই বৃদ্ধি পাবে

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যুহরী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন হিব্বান (রহঃ), আসীম ইব্ন উমার ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) এবং হুসাইন ইব্ন আবদুর রাহমান ইব্ন আমর ইব্ন সাঈদ ইব্ন মুয়ায (রহঃ) বলেন ঃ বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা পরাজয় বরণ করে এবং তারা মাক্কা প্রত্যাবর্তন করে, আর আবূ সুফিয়ানও কাফিলাসহ মাক্কা ফিরে যান। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন আবী রাবিআহ, ইকরিমাহ ইব্ন আবূ জাহল, সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া এবং কুরাইশদের আরও কয়েকজন লোক, যাদের পিতা, পুত্র কিংবা ভাই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তারা আবূ সুফিয়ানকে বলল এবং ঐ লোকদেরকেও বলল যাদের ব্যবসায়ের মাল ঐ কাফেলায় ছিল ঃ ‘হে কুরাইশের দল! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদেরকে গভীর শোকে নিমগ্ন করেছে এবং তোমাদের সম্ভ্রান্ত নেতাদেরকে হত্যা করেছে। তার সাথে পুনরায় যুদ্ধ করার জন্য তোমরা এই কাফেলার সমস্ত মাল দিয়ে দাও, যেন আমরা এর মাধ্যমে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারি।’ সুতরাং তারা তাদের সমস্ত মাল দিয়ে দিল। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা‘আলা ... إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৩/৫৩২) অর্থাৎ কাফিরেরা আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশে তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), হাকাম ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন আবজা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি উহুদের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু

Contents

'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আবূ সুফিয়ানের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫৩০, ৫৩১)

যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতটি আবূ সুফিয়ান এবং কুরাইশদের ধন-সম্পদ খরচ করার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে বদরের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল। মোট কথা, যে ব্যাপারেই অবতীর্ণ হোক না কেন আয়াতটি সাধারণ, যদিও এর শানে নুযূল বিশিষ্ট হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সত্যের পথ অনুসরণকারীদেরকে বাধা দেয়ার উদ্দেশে কাফিরেরা তাদের ধন-দৌলত ব্যয় করে থাকে। কিন্তু তাদের এই সমুদয় সম্পদ বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরিণামে তাদেরকে আফসোস করতে হবে। তারা আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, কিন্তু আল্লাহ চান তাঁর নূরকে পরিপূর্ণ করতে, যদিও এটা কাফিরদের কাছে অপছন্দনীয় হয়। আল্লাহ স্বীয় দীনের সাহায্যকারী ও স্বীয় কালেমাকে জয়যুক্তকারী থাকবেন। কাফিরদের জন্য দুনিয়ায় রয়েছে অপমান ও লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। কাফিরদের মধ্যের যারা যুদ্ধের মাইদান থেকে জীবিত ফিরেছে এবং আরও অনেক বছর বেঁচে থাকবে তারা তাদের লজ্জাজনক পরিণাম স্বচক্ষে অবলোকন করবে এবং নিজ কানে শুনবে। আর যারা নিহত হয়েছে তারাতো চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে গেছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ *তারা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে, অতঃপর ওটাই শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য দুঃখ ও আফসোসের কারণ হবে এবং তারা পরাভূতও হবে। আর যারা কুফরী করে তাদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে।*

আলী ইবন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, لِيَمِيزَ اللّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ এর ভাবার্থ হচ্ছে, যেন আল্লাহ ভাগ্যবানদের থেকে হতভাগাদেরকে পৃথক করে দেন। (তাবারী ১৩/৫৩৪) অর্থাৎ যেন মু'মিনরা কাফিরদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ

তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ কারা জিহাদ করে ও কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তোমাদের মধ্য হতে তাদেরকে এখনও পরীক্ষা করেননি? (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৪২) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু'মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা, আর গাইবের খবরও তাদেরকে অবহিত করবেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৯) সুতরাং এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে কাফিরদের সাথে মুকাবিলা করিয়ে পরীক্ষা করব। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের ধন-সম্পদ খরচ করবে। এটা শুধু এই পৃথকীকরণের জন্য যে, কারা অপবিত্র এবং কারা পবিত্র।

৩৮। তুমি কাফিরদেরকে বল ঃ তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের পূর্বের অপরাধ যা হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কিন্তু তারা যদি অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ততো রয়েছেই।	٣٨. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ
৩৯। তোমরা সদা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয় এবং দীন সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আর তারা যদি ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বিরত থাকে তাহলে তারা কি	٣٩. وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ

Contents

করেছে তা আল্লাহই দেখবেন।	ٱنتَهَوْا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
৪০। আর যদি তোমাকে না'ই মানে এবং দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তোমাদের (মুসলিমদের) অভিভাবক। তিনি কতইনা উত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী!	٤٠. وَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَىٰكُمْ ۚ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

কাফিরদের কুফরীর কারণে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার উপদেশ

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِن يَنتَهُوا۟ يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ তুমি কাফিরদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা যদি কুফরী ও বিরুদ্ধাচরণ হতে বিরত থেকে ইসলাম গ্রহণ করে ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে কুফরীর যুগে যেসব পাপ তোমরা করেছ সবই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। যেমন ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল কাজ করল তাকে অজ্ঞতা যুগের কার্যাবলী সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবেনা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে আসার পরেও খারাপ কাজ করতে থাকল তাকে দু' যুগেরই আমল সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।' (ফাতহুল বারী ১২/২৭৭) সহীহ হাদীসে আরও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইসলাম পূর্ববর্তী পাপরাশিকে ধুইয়ে-মুছে দেয় এবং এই তাওবাহর পূর্বে যে পাপ কাজ হয়েছে তা মিটিয়ে দেয়।' (মুসলিম ৫১২১, আহমাদ ৪/২০৫) কিন্তু হে নাবী! তারা যদি তাদের পূর্বের অবস্থার উপরই অটল থাকে এবং কুফরী ও বিরোধিতা পরিত্যাগ না করে তাহলে পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম কি হয়েছিল তা কি তারা জানেনা? জেনে রেখ যে, শাস্তিই হবে এর উত্তম পুরস্কার।

শির্ক এবং কুফরকে উৎপাটন করার জন্য যুদ্ধ করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّه এর ভাবার্থ হচ্ছে তোমরা কাফিরদের সাথে খুব বেশি যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না ফিতনা দূর হয় এবং দীন আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, একটি লোক ইব্ন উমারের (রাঃ) নিকট এসে বলেন ঃ হে আবদুর রাহমান! আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا

মু’মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। (সূরা হুজুরাত, ৪৯ ঃ ৯) এরূপ দু’টি জামাআতের উল্লেখ যখন কুরআন কারীমে রয়েছে তখন আপনি তা নিজের উপর বাস্তবায়ন করছেন না কেন? উত্তরে ইব্ন উমার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ ‘হে আমার ভ্রাতুস্পুত্র! কোন মু’মিনের সাথে যুদ্ধ করা অপেক্ষা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার ভর্ৎসনা সহ্য করা আমার পক্ষে অধিক সহজ। যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ

আর যে কেহ ইচ্ছা করে কোন মু’মিনকে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি জাহান্নাম। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৯৩) লোকটি বললেন ঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাতো বলছেন ঃ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ *তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনার অবসান হয়।* ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমাদের অবস্থা এরূপই ছিল। মুসলিমদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। দীনের ব্যাপারে লোকেরা পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তাদেরকে হত্যা করা হত অথবা বন্দী করা হত। এভাবে তারা কঠিন বিপদের মধ্যে পতিত হয়েছিল। অতঃপর যখন ইসলামের উন্নতি লাভ হল তখন ফিতনা আর বাকী থাকলনা।’ মোট কথা, ঐ আপত্তিকারী লোকটির মতের সাথে যখন ইব্ন উমারের (রাঃ) মতের মিল হলনা তখন সে কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বলল ঃ ‘আলী (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘আলী (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) সম্পর্কে আমি কিইবা বলতে পারি। উসমান (রাঃ) সম্পর্কে বলতে গেলেতো এটাই বলতে হয় যে, আল্লাহ

তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, অথচ তোমরা তাঁকে ক্ষমা করে দেয়াকে অপছন্দ করছ। আর আলীতো (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই ও জামাতা।' (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) অতঃপর তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন ঃ 'আর ঐ দেখ, ওখানে রয়েছে তার গৃহ।

সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন, ইব্ন উমার (রাঃ) আমাদের কাছে আগমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ 'ফিতনার যুদ্ধের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? ইব্ন উমার (রাঃ) বললেন ঃ তোমরা কি জান ফিতনা কাকে বলে? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করতেন সেই সময় মুশরিকদের সাথে থাকা এবং বসবাস করা ছিল ফিতনা। আর তোমাদের যুদ্ধতো শুধু নেতৃত্ব ও ক্ষমতা লাভের জন্যই চলছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৬০) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ এ আয়াত সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত শির্ক দূর না হয়। (তাবারী ১৩/৫৩৮) আবুল আলিয়া (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, তিনি যুহরী (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্য বিজ্ঞজন হতে জানতে পেরেছেন যে, আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে ঃ যতক্ষণ না মুসলিমদের উপর নির্যাতনের পরিবেশ বন্ধ হয় যে কারণে তারা তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। (ইব্ন আবী হাতিম ৫/১৭০১) যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله এর ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে, যাতে আল্লাহর একাত্মবাদের ব্যাপারে লোকেরা নির্বিঘ্নে আমল করতে পারে। (ইব্ন আবী হাতিম ৫/১৭০১) হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন জুরাইয (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে যাতে আল্লাহর কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সমুন্নত হয়। (তাবারী ১৩/৫৩৮-৫৩৯) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) মন্তব্য করেন যে, এর অর্থ হচ্ছে শির্কবিহীন তাওহীদের আমল এবং এর বিপরীত সমস্ত বাতিলের প্রতিরোধ। (ইব্ন হিশাম ২/৩২৭)

وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله দ্বারা খাঁটি বা নির্ভেজাল তাওহীদ বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে শির্কের কোনই মিশ্রণ থাকবেনা এবং আল্লাহর ক্ষমতায় কেহকে শরীক বানানো হবেনা। যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে দীন

ইসলামের বিদ্যমানতায় কুফরী অবশিষ্ট থাকবেনা। (তাবারী ১৩/৫৩৯) এর সত্যতা এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে। যদি তারা তা বলে তাহলে তাদের জান-মালের নিরাপত্তা এসে যাবে, তবে কোন কারণে কিসাস গ্রহণ হিসাবে তাকে হত্যা করা যেতে পারে এবং তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫৩) আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়, যে লোকটি স্বীয় বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশে যুদ্ধ করেছে বা গোত্র ও বংশের স্বার্থ রক্ষার্থে জিহাদ করেছে অথবা খ্যাতি লাভের উদ্দেশে যুদ্ধ করেছে, এগুলির মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদ কোন্‌টি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা সমুন্নত করার উদ্দেশে যুদ্ধ করে সেই শুধু আল্লাহর পথে জিহাদকারী রূপে পরিগণিত।' (বুখারী ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬, ৭৪৫৮)

... فَإِنِ انتَهَوْاْ হে মু'মিনগণ! তারা মনের ভিতর কুফরী রেখেই যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে তাহলে তোমরাও হাত উঠিয়ে নাও। কেননা তোমরা তাদের অন্তরের কথা অবগত নও। তাদের অন্তরের কথা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন। তিনি তাদেরকে সব সময় দেখতে রয়েছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ

অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫)

فَإِخْوَٰنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ

তাহলে তারা তোমাদের দীনের ভাই। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَـٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدْوَٰنَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّـٰلِمِينَ

ফিতনা দূর হয়ে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর; অতঃপর যদি তারা নিবৃত্ত হয় তাহলে অত্যাচারীদের উপর ব্যতীত শত্রুতা নেই। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৩) সহীহ হাদীসে রয়েছে, উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ) একটি লোককে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হলে লোকটি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে। তবুও উসামা (রাঃ) তাকে তরবারী দ্বারা হত্যা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি উসামাকে (রাঃ) বলেন ঃ 'সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে, এর পরও তুমি তাকে হত্যা করেছ কেন? কিয়ামাতের দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর ব্যাপারে তুমি কি করবে?' উত্তরে উসামা (রাঃ) আরয করেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সে শুধু প্রাণ বাঁচানোর জন্য এ কথা বলেছিল।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'তুমি কি তার অন্তর ফেড়ে দেখেছিলে?' অতঃপর 'কিয়ামাতের দিন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 'এর ব্যাপারে তুমি কী বলবে? এ কথা তিনি তাকে বার বার বলতে থাকেন। উসামা (রাঃ) তখন বলেন ঃ 'আমি আকাংখা করতে লাগলাম যে, আমি যদি ঐ দিনই ইসলাম কবূল করতাম (তাহলে আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাকে হত্যা করা হত)!' (মুসলিম ১/৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ তারা যদি তোমাকে না'ই মানে ও দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক ও বন্ধু, তিনি কতই না উত্তম অভিভাবক ও কতই না উত্তম সাহায্যকারী!

নবম পারা সমাপ্ত।

৪১। আর তোমরা জেনে রেখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গাণীমাতের মাল লাভ করেছ ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, (রাসূলের) নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন এবং মূসাফিরের জন্য, যদি তোমরা ঈমান এনে থাক	٤١. وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن

আল্লাহর প্রতি এবং যা আমি অবতীর্ণ করেছি আমার বান্দার উপর সেই চুড়ান্ত ফাইসালার দিন, যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।	كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

গাণীমাত এবং ফাই এর ব্যাপারে নির্দেশ

এখানে আল্লাহ তা'আলা গানীমাত বা যুদ্ধলব্ধ মালের ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যা তিনি বিশেষভাবে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্যই হালাল করেছেন। পূর্ববর্তী উম্মাতদের জন্য এটা হারাম ছিল। গানীমাত ঐ মালকে বলা হয় যা কাফিরদের উপর আক্রমণ চালানোর পর লাভ করা হয়। আর 'ফাই' হচ্ছে ঐ মাল যা যুদ্ধ না করেই লাভ করা হয়। যেমন তাদের সাথে সন্ধি করে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু আদায় করা হয় বা ঐ মাল যার কোন উত্তরাধিকারী নেই অথবা যে মাল জিযিয়া, খিরাজ ইত্যাদি হিসাবে পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰه خُمُسَهُ গানীমাতের মাল হতে এক পঞ্চমাংশ বের করে নিতে হবে, তা কমই হোক আর বেশীই হোক। তা সূঁচই হোক বা সূতাই হোক না কেন। বিশ্ব-রাব্ব ঘোষণা করছেন ঃ যে খিয়ানাত করবে সে তা নিয়ে কিয়ামাতের দিন হাযির হবে এবং প্রত্যেককেই তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে। কারও উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হবেনা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬১) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَنَّ لِلّٰه خُمُسَهُ وَلِلرَّسُول *ওর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের*। এর ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন এবং গানীমাতের মাল লাভ করতেন তখন তিনি ওটাকে প্রথমে পাঁচ ভাগে ভাগ করতেন। তারপর পঞ্চমাংশকে আবার পাঁচ অংশে বিভক্ত করতেন। অতঃপর তিনি এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। সুতরাং **وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ**

لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ এটা শুধু বাক্যের শুরুর জন্য বলা হয়েছে। আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে সবইতো আল্লাহর, যেমনটি অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৮৪) বহু মনীষী ও বিজ্ঞজনের এটাই উক্তি যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটাই অংশ। (তাবারী ১৩/৫৪৯) সহীহ সনদে বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে ঃ

ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন হানাফিইয়াহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), শা'বী (রহঃ), 'আতা ইব্ন আবী রাবাহ (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন বুরাইদাহ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুগীরাহ (রহঃ) এবং আরও অনেক জ্ঞানীজন বলেছেন যে, গাণীমাতের মালের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একই অংশ। (তাবারী ১৩/৫৪৮, ৫৫০) এরই সমর্থনে হাফিয ইমাম বাইহাকী (রহঃ) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন সাকীক (রহঃ) বলেন যে, 'বিলকীন' গোত্রের এক লোক বলেছেন ঃ আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাই। তখন তিনি *'ওয়াদী আল-কুরা'* নামক স্থানে একটি ঘোড়াকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! গানীমাতের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'ওর এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর জন্য এবং বাকী চার অংশ হচ্ছে মুজাহিদদের জন্য।' আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, কারও উপর কারও কি অধিক হক নেই? তিনি জবাব দিলেন ঃ 'না, এমন কি তুমি তোমার বন্ধুর দেহ থেকে যে তীরটি বের করবে সেই তীরটিও তুমি তোমার সেই মুসলিম ভাইয়ের চেয়ে বেশি নেয়ার হকদার নও।' (বাইহাকী ৬/৩২৪)

মিকদাম ইব্ন মা'দীকারীব আল কিনদী (রাঃ) একদা উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ), আবূ দারদা (রাঃ) এবং হারিস ইব্ন মুআবিয়া আল কিনদীর (রাঃ) সাথে বসেছিলেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসগুলির আলোচনা করছিলেন। আবূ দারদা (রাঃ) উবাদাহ ইব্ন সামিতকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন ঃ 'অমুক অমুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পঞ্চমাংশের ব্যাপারে কি কথা বলেছিলেন?' উত্তরে উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক যুদ্ধে গানীমাতের একটি

উটকে সামনে রেখে সালাত আদায় করেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং ঐ উটটির কিছু পশম হাতে নিয়ে বলেন ঃ 'গানীমাতের এই উটটির এই পশমও গানীমাতের মালেরই অন্তর্ভুক্ত। এ মাল আমার নয়। আমার অংশতো তোমাদেরই সাথে এক পঞ্চমাংশ মাত্র। এটাও আবার তোমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং সূঁচ, সূতা এবং ওর চেয়ে বড় ও ছোট প্রত্যেক জিনিসই পৌঁছে দাও। খিয়ানাত করনা। খিয়ানাত বড়ই দূষণীয় কাজ এবং খিয়ানাতকারীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই আগুন রয়েছে। নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকদের সাথে আল্লাহর পথে জিহাদ জারী রাখ। শারীয়াতের কাজে ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করনা। স্বদেশে এবং বিদেশে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হদ জারী করতে থাক। আল্লাহর ব্যাপারে জিহাদ করতে থাক। জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের বড় বড় দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। এই জিহাদের মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা দুঃখ ও চিন্তা হতে মুক্তি দিয়ে থাকেন।' (আহমাদ ৫/৩১৬)

আমল করার ব্যাপারে এটি একটি অতি উৎকৃষ্ট উৎসাহব্যাঞ্জক হাদীস। কিন্তু সহীহাইন কিংবা চারটি সুনান গ্রন্থের লেখকগণ কেহই তাদের গ্রন্থে এ হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেননি। উল্লিখিত সূত্রে অবশ্য ইমাম আহমাদ (রহঃ), ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) আমর ইব্ন সুআইব (রহঃ) হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার পিতা আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যা উপরে বর্ণিত হাদীসটির অনুরূপ। (আহমাদ ২/১৮৪, আবূ দাঊদ ২৬৯৪) আবূ দাঊদ (রহঃ) আনবাস ইব্ন আমর (রহঃ) থেকে আরও একটি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। (আবূ দাঊদ ২৭৫৫) মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ), আমীর আশ শা'বী (রহঃ) এবং আরও অনেকের মতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গাণীমাতের মাল থেকে কিছু কিছু জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করতেন। যেমন ভৃত্য, ঘোড়া, তলোয়ার ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ (রহঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহীহ সনদে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধে পাওয়া '*যুলফিকার*' নামক তলোয়ারটি তিনি পছন্দ করেছিলেন। (আহমাদ ১/২৭১, তিরমিযী ১৫৬১) আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, সাফিয়াহকে (রাঃ) যুদ্ধের সময় অন্যান্য মহিলা বন্দীদের সাথে বন্দী করা হয় এবং গাণীমাতের মাল বন্টন করার পূর্বেই তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অংশে নিয়ে নেন। (আবূ দাঊদ ২৯৯৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অংশ আত্মীয়দের জন্য প্রদেয় হিসাবে বানী হাশিম এবং বানী আবদুল মুত্তালিবের

মধ্যে বন্টন করে দিতেন। কারণ জাহিলিয়াত যামানায় এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবদুল মুত্তালিবের গোত্র হাশিম গোত্রকে সাহায্য সহযোগিতা করেছিল। কুরাইশরা তাদেরকে বয়কট করায় তারা যে তিন বছর পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করেছিলেন তখন তাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে আবদুল মুত্তালিবের গোত্রও তাদের সাথে একত্রে অবস্থান করেছিল এবং সব ধরণের নিরাপত্তা দিয়েছিল। আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের যারা মুসলিম হয়েছিলেন তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সব ধরণের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে এটাইতো স্বাভাবিক ছিল। এছাড়া আবদুল মুত্তালিবের গোত্রের অমুসলিমরা তাদের স্বগোত্রীয় মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবূ তালিবের প্রতি তাদের আনুগত্যের কারণেও সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে।

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ এ আয়াতে ইয়াতীমদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেহ কেহ বলেন যে, ইয়াতীমরা যদি দরিদ্র হয় তাহলে তারা হকদার হবে। আবার অন্য কেহ বলেন যে, ধনী দরিদ্র সব ইয়াতীমই এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মিসকীন শব্দ দ্বারা ঐ অভাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে যাদের কাছে এই পরিমাণ মাল নেই যে, তা দ্বারা তাদের দারিদ্রতা ও অভাব দূর হতে পারে এবং তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়। *'ইব্নস সাবীল'* দ্বারা ঐ মুসাফিরকে বুঝানো হয়েছে যে দেশ থেকে বের হয়ে এত দূরে যাচ্ছে যেখানে পৌঁছলে তার জন্য সালাত কসর করা জায়িয হবে এবং সফরের যথেষ্ট খরচ তার কাছে নেই। এর তাফসীর সূরা বারাআতের إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ (৯ ঃ ৬০) এই আয়াতে ইনশাআল্লাহ আসবে। আল্লাহ তা'আলার উপরই আমাদের ভরসা এবং তাঁরই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করছি।

إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا হে মু'মিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর উপর এবং তাঁর বান্দার প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান এনে থাক তাহলে তিনি যা আদেশ করছেন তা পালন কর। অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মাল হতে এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে দাও। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদে কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদলকে বলেছিলেন ঃ 'আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয় মেনে চলা এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। (১)

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ কি তা কি তোমরা জান? তা হচ্ছে সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল। (২) সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করা, (৩) যাকাত দেয়া এবং (৪) গানীমাতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করা’। (ফাতহুল বারী ১/১৫৭, মুসলিম ১/৪৬) সুতরাং এক পঞ্চমাংশ আদায় করাও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় কিতাব সহীহ বুখারীতে একটি বাব বা অনুচ্ছেদ করেছেন যে, ‘খুমুস’ বা এক পঞ্চমাংশ বের করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত।’ অতঃপর তিনি ঐ হাদীস এনেছেন। আমরা শারহে সহীহ বুখারীতে এর পূর্ণ ভাবার্থ আলোচনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর একটা ইহসান ও ইনআমের কথা বর্ণনা করছেন ঃ

إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য এনেছেন। তিনি স্বীয় দীনকে জয়যুক্ত করেছেন, স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছেন এবং বদরের যুদ্ধে তাঁদেরকে জয়যুক্ত করেছেন। তিনি ঈমানের কালেমাকে কুফরীর কালেমার উপর উঠিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ কুফরীর কালেমা ঈমানের কালেমার নীচে পড়ে গেছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এবং আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, **يَوْمَ الْفُرْقَانِ** দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে, যে দিন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে। (তাবারী ১৩/৫৬১) ইমাম হাকিমও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), মিকসাম (রহঃ), উবাইদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) প্রমুখজনও ভিন্ন ভিন্নভাবে এ কথা বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৩/৫৬১, ৫৬৩)

৪২। আর স্মরণ কর, যখন তোমরা প্রান্তরের এই দিকে ছিলে, আর তারা প্রান্তরের অপর দিকে শিবির রচনা করেছিল, আর উষ্ট্রারোহী কাফেলা তোমাদের অপেক্ষা নিম্নভূমিতে	٤٢. إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ

وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي
الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ
أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا
لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ
وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ ۗ
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

ছিল, যদি পূর্ব হতেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাইতে তাহলে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হত, কিন্তু যা ঘটানোর ছিল তা আল্লাহ সম্পন্ন করার জন্য উভয় দলকে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত করলেন, তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর জীবিত থাকে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।

বদরের যুদ্ধের কিছু বর্ণনা

يَوْمَ الْفُرْقَانِ সম্পর্কে সংবাদ দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ إِذْ أَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا ঐ দিন তোমরা একটি উপত্যকার পাশে ছিলে যা মাদীনার নিকটবর্তী প্রবেশ দ্বারে অবস্থিত। আর মুশরিকরা মাক্কার দিকে এবং মাদীনার দূরবর্তী উপত্যকায় অবস্থান করছিল। أَسْفَلَ مِنكُمْ এদিকে আবূ সুফিয়ান ও তার বাণিজ্যিক কাফেলা ব্যবসার মাল সম্ভারসহ নীচের দিকে সমুদ্রের কাছে ছিল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন আব্বাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) আমাকে বলেছেন ঃ তার পিতা لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ এ আয়াতের বিশ্লেষণে বলেন ঃ যদি তোমরা ও কাফির কুরাইশরা প্রথম থেকেই যুদ্ধ করার ইচ্ছা পোষণ করতে তাহলে যুদ্ধ কোথায় সংঘটিত হবে এ নিয়ে তোমাদের মধ্যে অবশ্যই মতানৈক্য সৃষ্টি হত।

Contents

وَلَـــكِن لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً এ জন্যই মহান আল্লাহ কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত ছাড়াই দু'টি দলকে আকস্মিকভাবে একত্রে মিলিয়ে দিলেন যাতে আল্লাহর ইচ্ছা পূর্ণ হয় এবং ইসলাম ও মুসলিমদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং মুশরিকদের হীনতা ও নীচতা প্রকাশ পায়। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা করতে চেয়েছিলেন তা তিনি করেই ফেললেন। (ইব্ন হিশাম ২/৩২৮) কা'ব ইব্ন মালিক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমরা একমাত্র কাফেলার উদ্দেশেই বের হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কোন তারিখ নির্ধারণ ও কোন যুদ্ধ প্রস্তুতি ছাড়াই মুসলিমদেরকে কাফিরদের সাথে মুখোমুখী করে দিলেন। (তাবারী ১৩/৫৬৬)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াযীদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ) তাকে বলেছেন যে, উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) বলেছেন ঃ বদরের নিকটবর্তী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ), সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং যুবাইর ইব্ন আওয়ামকে (রাঃ) খবর নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন। আরও কয়েকজন সাহাবীকেও তাদের সঙ্গী করে দেন। তাঁরা বানু সাঈদ ইব্ন আস ও বানু হাজ্জাজের দুই ভৃত্যকে কূয়ার ধারে পেয়ে যান। দু'জনকেই গ্রেফতার করে তাঁরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির করেন। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করছিলেন। তারা তাদেরকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন ঃ 'তোমরা কে?' তারা উত্তরে বলল ঃ 'আমরা কুরাইশ সেনাবাহিনীর পানি বহনকারী, তারা আমাদেরকে পানি সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিল।' সাহাবীগণের ধারণা ছিল যে, তারা আবূ সুফিয়ানের লোক। এ জন্য তাঁরা তাদেরকে কঠোর প্রহার করলেন। তাই বাধ্য হয়ে তারা ভয় পেয়ে বলে উঠল যে, তারা আবূ সুফিয়ানের কাফেলার লোক। তখন তাঁরা তাদেরকে প্রহার করা বন্ধ করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন ঃ 'তারা যখন সত্য কথা বলল তখন তোমরা তাদেরকে মারধর করলে, আর যখন তারা মিথ্যা কথা বলল তখন তোমরা তাদেরকে প্রহার করা বন্ধ করলে? আল্লাহর শপথ! এরা পূর্বে সত্য কথাই বলেছিল। এরা কুরাইশেরই গোলাম।' অতঃপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আচ্ছা বলত, কুরাইশদের সেনাবাহিনী কোথায় রয়েছে?' তারা উত্তরে

বলল ঃ 'উপত্যকার ঐ দিকের ঐ পাহাড়ের পিছনে রয়েছে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সংখ্যায় তারা কত হতে পারে?' তারা বলল ঃ 'সংখ্যাতো আমাদের জানা নেই, সংখ্যায় তারা অনেক।' তিনি বললেন ঃ 'আচ্ছা, দৈনিক তারা কয়টা উট যবাহ্ করে তা তোমরা বলতে পার কি?' উত্তরে তারা বলল ঃ 'কোনদিন নয়টি এবং কোন দিন দশটি।' তিনি তখন মন্তব্য করলেন ঃ 'তাহলে তাদের সংখ্যা নয় শত থেকে এক হাজার হবে।' তারপর তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তাদের মধ্যে কুরাইশ নেতৃবর্গের কে কে আছে?' তারা উত্তর দিল ঃ 'তারা হচ্ছে উৎবা ইব্ন রাবীআ', সাইবা ইব্ন রাবীআ', আবুল বাখতারী ইব্ন হিশাম, হাকীম ইব্ন হিজাম, নাওফেল ইব্ন খুয়াইলিদ, হারিস ইব্ন আমির ইব্ন নাওফেল, তুআইমাহ ইব্ন আদী ইব্ন নাওফাল, নাযার ইব্ন হারিস, যামআহ ইব্ন আসওয়াদ, আবূ জাহল ইব্ন হিশাম, উমাইয়াহ ইব্ন খালাফ, নাবীহ ইব্ন হাজ্জাজ, মুনাব্বাহ্ ইব্ন হাজ্জাজ, সুহাইল ইব্ন আমর এবং আমর ইব্ন আবদ ওয়াদ।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গকে বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, মাক্কা নগরী ওর প্রভাব প্রতিপত্তিযুক্ত সন্তানদেরকে তোমাদের দিকে নিক্ষেপ করেছে।' (ইব্ন হিশাম ২/২৬৮) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ইব্ন ইসহাকের সীরাতে এই আয়াতের শেষ বাক্যটির তাফসীর নিম্নরূপ এসেছে ঃ 'এটা এ কারণে যে, যেন কাফিরেরা কুফরীর উপর থেকেও আল্লাহর দলীল প্রমাণ দেখে নেয় এবং মু'মিনরাও দলীল দেখেই ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। (তাবারী ১৩/৫৬৮) অর্থাৎ কোন উত্তেজনা, শর্ত ও দিন নির্ধারণ ছাড়াই আকস্মিকভাবে আল্লাহ তা'আলা এখানে মু'মিন ও কাফিরদেরকে মুকাবিলা করালেন এই উদ্দেশে যে, তিনি সত্যকে মিথ্যার উপর জয়যুক্ত করে সত্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেন, এভাবে যেন কারও মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ অবশিষ্ট না থাকে। এখন যে কুফরীর উপর থাকবে সে কুফরীকে কুফরী মনে করেই থাকবে। আর যে মু'মিন হবে সে দলীল প্রমাণ দেখেই ঈমানের উপর কায়েম থাকবে। ঈমানই হচ্ছে অন্তরের জীবন এবং কুফরীই হচ্ছে প্রকৃত ধ্বংস।' যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ

এমন ব্যক্তি যে ছিল প্রাণহীন, অতঃপর তাকে আমি জীবন দান করি এবং তার জন্য আমি এমন আলোকের ব্যবস্থা করে দিই, যার সাহায্যে সে জনগণের মধ্যে চলাফিরা করে। (৬ ঃ ১২২)

إِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيْمٌ আল্লাহ তোমাদের বিনয়, প্রার্থনা, ইস্‌তিগফার, ফরিয়াদ, মুনাজাত ইত্যাদি সবই শ্রবণকারী। তোমরা যে আহলে হক, তোমরা যে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য এবং তোমরা এরও যোগ্য যে, তোমাদেরকে কাফির ও মুশরিকদের উপর জয়যুক্ত করা উচিত, এসব বিষয় আল্লাহ ভালভাবে অবগত আছেন।

৪৩। আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নযোগে ওদের সংখ্যা অল্প দেখিয়েছিলেন, যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হত, কিন্তু আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত।	٤٣. إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِى مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَـٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
৪৪। আরও স্মরণ কর, যা ঘটানোর ছিল, চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য যখন দু'দল মুখোমুখী দন্ডায়মান হয়েছিল তখন তোমাদের দৃষ্টিতে ওদের সংখ্যা খুব অল্প দেখাচ্ছিল, আর ওদের চোখেও তোমাদেরকে খুব স্বল্প সংখ্যক পরিদৃষ্ট হচ্ছিল, সমস্ত বিষয় ও সমস্যাই আল্লাহর	٤٤. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِىٓ أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِىٓ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ

وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ	দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলা একে অন্যের চোখে কম সংখ্যক দেখিয়েছেন

وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ *যদি তোমাকে তাদের সংখ্যা অধিক দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে মুশরিকদের সংখ্যা খুবই কম দেখান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীবর্গের নিকট তা বর্ণনা করেন। এটা যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁদের পাগুলি অটল থাকার কারণ হয়ে যায়। (তাবারী ১৩/৫৭০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অন্তরের গুপ্ত কথা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ

চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে তিনি অবহিত। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ১৯) তিনি চোখের খিয়ানাত ও অন্তরের গুপ্ত রহস্য জানেন। وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً তিনি এই দয়াও দেখালেন যে, মুসলিমদের দৃষ্টিতে যুদ্ধের সময়েও মুশরিকদের সংখ্যা কম দেখালেন, যাতে তাঁরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে খুবই নগণ্য মনে করেন। আবূ ইসহাক আস সুবাই (রহঃ) বলেন যে, আবূ উবাইদাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি আমার সঙ্গীকে মুশরিকদের আনুমানিক সংখ্যা বললাম, তুমি কি মনে কর যে, তারা প্রায় ৭০ (সত্তর) জন হবে। আমার সাথী তখন পূর্ণভাবে অনুমান করে বললেন ঃ ‘না, তারা প্রায় ১০০ (একশ’) জন হবে।’ অতঃপর তাদের এক লোক আমাদের হাতে বন্দী হলে তাকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা কতজন রয়েছ? সে উত্তরে বলল ঃ ‘আমাদের সৈন্যসংখ্যা এক হাজার।’ (তাবারী ১৩/৫৭২) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) ইকরিমাহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা’আলা উভয় দলকে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এরূপ দেখিয়েছিলেন। (হাদীস নং ৫/১৭১০) এ বর্ণনাটির ক্রমধারা সহীহ। মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন আব্বাদ ইব্ন আবদুল্লাহ

ইবনুয যুবাইর (রহঃ) তাকে বলেন যে, তার পিতা لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা উভয় দলকে একে অপরের দৃষ্টিতে খুবই অল্প সংখ্যক দেখিয়েছিলেন যাতে এক দলের বিরুদ্ধে অপর দল যুদ্ধ করার জন্য আগ্রহী হয়। এটা ছিল যুদ্ধ শুরু করার পূর্বাবস্থা। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে পর্যায়ক্রমে এক হাজার মালাইকা দ্বারা সাহায্য করেন। ফলে কাফিরেরা মুসলিমদের সংখ্যা দ্বিগুণ দেখতে পাচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِى فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَٰتِلُ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْىَ ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِۦ مَن
يَشَآءُ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُو۟لِى ٱلْأَبْصَٰرِ

(ওহে ইয়াহুদ!) নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে মহান নমুনা রয়েছে, তাদের একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল এবং অপর দল অবিশ্বাসী ছিল; তারা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে মুসলিমদেরকে দ্বিগুণ দেখেছিল এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তদ্বীয় সাহায্য দানে শক্তিশালী করেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে চক্ষুস্মানদের জন্য উপদেশ রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৩)

٤٥. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ	**৪৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং অবিচল থাকবে যখন কোন দলের সম্মুখীন হও, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।**
٤٦. وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ	**৪৬। তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও। তোমরা সাহস ও ক্ষমতাহারা হয়ে যাবে যদি নিজেদের মধ্যে বিবাদ কর। তোমরা ধৈর্য**

ধারণ কর। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।	رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ

যুদ্ধের কৌশল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ *হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর এবং অবিচল থাকবে যখন কোন দলের সম্মুখীন হও।* এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মু'মিন বান্দাদেরকে যুদ্ধের কৌশল এবং শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় বীরত্ব প্রকাশ করার কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য পশ্চিম গগণে ঢলে পড়ার পর দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেন ঃ 'হে লোকসকল! যুদ্ধে শত্রুদের সম্মুখীন হওয়ার আশা করনা। আল্লাহর নিকট নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। কিন্তু যখন শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়ে যাবে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাক এবং বিশ্বাস রেখ যে, জান্নাত তরবারীর ছায়ার নীচে রয়েছে।' তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেন ঃ 'হে কিতাব অবতীর্ণকারী আল্লাহ! হে মেঘমালাকে চালনাকারী আল্লাহ! হে সেনাবাহিনীকে পরাজিতকারী আল্লাহ! এই কাফিরদেরকে পরাজিত করুন এবং তাদের উপর আমাদেরকে সাহায্য করুন।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪০, মুসলিম ৩/১৩৬২)

শত্রুর মুকাবিলায় অটল থাকার নির্দেশ

এই আয়াতে মহান আল্লাহ শত্রুদের সাথে মুকাবিলার সময় যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকার ও ধৈর্যধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ তারা (মু'মিনরা) যেন ভীরুতা প্রদর্শন না করে এবং ভয় না পায়। আল্লাহর উপরই যেন ভরসা করে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তারা যেন সর্বদা আল্লাহকেই স্মরণ করে, কখনও যেন তাঁকে ভুলে না যায়। এটাই হচ্ছে সফলতার উপায়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য পরিত্যাগ না করে। তাঁরা যা বলেন তা'ই যেন পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকে। পরস্পর যেন ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত না হয় এবং মতানৈক্য সৃষ্টি না করে। নতুবা তারা লাঞ্ছিত হবে, তাদেরকে কাপুরুষতায় ঘিরে ফেলবে এবং তারা শক্তিহীন হয়ে পড়বে। এর ফলে তাদের অগ্রযাত্রায় বাধা পড়বে। তারা ধৈর্যের অঞ্চল যেন ছেড়ে না দেয় এবং তারা যেন বিশ্বাস রাখে

Contents

ধৈর্যশীলদের সাথে স্বয়ং আল্লাহ রয়েছেন। সাহাবায়ে কিরাম এই হুকুম এমনভাবে পালন করেছিলেন যে, তাঁদের তুলনা পূর্বেও ছিলনা এবং পরবর্তীদের মধ্যেতো তুলনার কোন কথাই উঠতে পারেনা। এই বীরত্ব, এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আনুগত্য এবং এই ধৈর্য ও সহ্যই ছিল আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য লাভের কারণ। আর এর ফলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যার স্বল্পতা এবং যুদ্ধাস্ত্রের নগণ্যতা সত্ত্বেও মুসলিমরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলো জয় করেছিলেন। রোম, পারসিক, তুর্কী, সাকালিয়া, বার্বারী, ইথিওপিয়ান, সুদানী এবং কিবতীদেরকে তথা দুনিয়ার সমস্ত গৌর ও কৃষ্ণ বর্ণের লোককে বশীভূত করে ফেলেন। এভাবে তাঁরা আল্লাহর কালেমাকে সমুচ্চ করেন, সত্য দীনকে ছড়িয়ে দেন এবং ইসলামী হুকুমাত বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেন। দেখে বিস্মিত হতে হয় যে, তাঁরা ত্রিশ বছরের মধ্যে দুনিয়ার মানচিত্র পরিবর্তন করে দেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিবর্তিত করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন। আল্লাহ আমাদেরকেও তাঁদেরই দলভুক্ত করুন। তিনি পরমদাতা ও করুণাময়।

৪৭। তোমরা তাদের মত আচরণ করনা যারা নিজেদের গৃহ হতে সদর্পে এবং লোকদেরকে (নিজেদের শক্তি) প্রদর্শন করে বের হয় ও মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত রাখে, তারা যা করে আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।	٤٧. وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ خَرَجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
৪৮। স্মরণ কর, যখন শাইতান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, সে গর্বভরে বলেছিল ঃ কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ	٤٨. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ أَعْمَـٰلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ

Contents

করতে পারবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হল তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ল এবং বলল ঃ আমি তোমাদের বিষয়ে দায়িত্ব মুক্ত, আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখনা, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর।	لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ
৪৯। যারা মুনাফিক, অন্তরে যাদের ব্যাধি রয়েছে তারা বলে, তাদের ধর্ম তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে। যে কেহ আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।	٤٩. إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَٰفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰٓؤُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

যুদ্ধের উদ্দেশে কাফিরদের মাক্কা ত্যাগ

জিহাদে অটল থাকা, ভাল নিয়াত রাখা এবং খুব বেশি বেশি আল্লাহর যিক্র করার উপদেশ দানের পর আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলিমদেরকে মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত হতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন, মুশরিকরা যেমন সত্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া এবং জনগণের মধ্যে নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য গর্বভরে চলছে, তোমরা তদ্রূপ করনা। আবূ জাহলকে যখন বলা হয়েছিল, 'বাণিজ্যিক কাফেলাতো রক্ষা পেয়েছে, সুতরাং চল, আমরা এখান থেকেই ফিরে যাই' তখন

সেই অভিশপ্ত লোকটি উত্তরে বলেছিল ঃ ‘না, আল্লাহর শপথ! আমরা ফিরে যাবনা, বরং আমরা বদরের পানির কাছে অবতরণ করব, উটগুলি যবাহ করব, সেখানে মদ পান করব এবং মেয়েদের গান শুনব, যেন জনগণের মাঝে আমাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং জনগণের মাঝে আলোচিত হবে যে, ঐ দিন আমরা কী করেছি।’

وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা তাদের বাসনার উল্টো অবস্থা ঘটিয়ে দিলেন। ওখানেই তাদের মৃত্যু হল এবং সেখানেই লাঞ্ছনা ও অপমানের সাথে তাদের মৃতদেহগুলো গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হল। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ আল্লাহ তাদের কার্যাবলী পরিবেষ্টনকারী, তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য তাঁর কাছে প্রকাশমান। এ জন্যই তিনি তাদেরকে জঘন্য প্রতিদান প্রদান করলেন। (ইব্ন হিশাম ২/৩২৯)

অভিশপ্ত শাইতানের কু-পরামর্শ ও প্রতারণা

আল্লাহ তা’আলা বলেন ঃ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ *স্মরণ কর, যখন শাইতান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, সে গর্বভরে বলেছিল ঃ কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব।* অভিশপ্ত শাইতান তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। সে তাদেরকে মিষ্টি কথা দিয়ে ভুলাচ্ছিল এবং তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল। (তাবারী ১৪/১১) তাদের কানে কানে সে বলছিল ঃ ‘তোমাদেরকে কে পরাজিত করতে পারে? আমি তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে রয়েছি।’ তাদের অন্তর থেকে সে বানু বকরের মাক্কার উপর আক্রমণ করার ভয় দূর করছিল এবং সুরাকাহ ইব্ন মালিক ইব্ন যুশুমের রূপ ধারণ করে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছিল ঃ ‘আমিতো ঐ এলাকার সরদার। বানু মুদলিজ গোত্রের লোকেরা সবাই আমার অনুগত। আমি তোমাদের সহায়তাকারী। সুতরাং তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।’ শাইতানের কাজইতো

হল এটা যে, সে মিথ্যা অঙ্গীকার করে। পূরণ হবেনা এমন আশা সে প্রদান করে এবং মানুষকে সে প্রতারণার জালে আটকে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু শাইতান প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২০)

ইবনুয যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ বদরের দিন সে স্বীয় পতাকা ও সেনাবাহিনী নিয়ে মুশরিকদের দলে যোগদান করেছিল এবং তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, কেহই তাদেরকে পরাজিত করতে পারবেনা। সে তাদেরকে আরও বলেছিল ঃ 'তোমাদের কোনই ভয় নেই, আমি তোমাদের সাহায্যার্থে সর্বদা তোমাদের সাথেই থাকব।' কিন্তু যখন উভয়পক্ষের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হল এবং সেই পাপাচার শাইতান মালাইকাকে মুসলিমদের সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখল তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে শুরু করল এবং বলতে লাগল ঃ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাওনা।' (তাবারী ১৪/৯) এ আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বদরের দিন ইবলীস স্বীয় পতাকা উঁচু করে মুদলিজ গোত্রের সুরাকাহ ইব্ন মালিক ইব্ন যুশুমের রূপ ধারণ করে তার সেনাবাহিনীসহ উপস্থিত হয়ে বলে ঃ

لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ আজ তোমাদের কেহ পরাস্ত করতে পারবেনা, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব। এভাবে সে মুশরিকদের অন্তরে সাহস ও উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাতে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন উভয় বাহিনী কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুষ্টি বালি নিয়ে মুশরিকদের দিকে নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথে তাদের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। জিবরাঈল (আঃ) শাইতানের দিকে অগ্রসর হন। ঐ সময় সে এক মুশরিকের হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। জিবরাঈলকে (আঃ) দেখা মাত্রই সে লোকটির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজ বাহিনীসহ পালাতে শুরু করল। ঐ লোকটি তখন তাকে বলল ঃ 'হে সুরাকা! তুমিতো বলেছিলে যে, আমাদের সাহায্যার্থে তুমি

আমাদের সাথেই থাকবে, কিন্তু এখন এ কী করছ?’ ঐ অভিশপ্ত শাইতান যেহেতু মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাচ্ছিল তাই সে বলল ঃ

إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছনা। আমিতো আল্লাহকে ভয় করছি। আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠোর। (তাবারী ১৪/৭)

বদরের যুদ্ধে মুনাফিকদের বর্ণনা

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـــؤُلاء دِينُهُمْ এ আয়াত সম্পর্কে আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, উভয় সেনাবাহিনী যখন কাতারবন্দী হয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে মুশরিকদের চোখে কম দেখান। তখন মুশরিকরা মুসলিমদের সম্পর্কে বিদ্রূপ করে বলে ঃ غَرَّ هَـــؤُلاء دِينُهُمْ এদের দীন এদেরকে প্রতারিত করেছে। তাদের এ কথা বলার কারণ ছিল এই যে, তারা মুসলিমদের সংখ্যা তাদের চোখে খুবই কম দেখছিল। তাই তারা ধারণা করছিল যে, নিঃসন্দেহে তারা মুসলিমদেরকে পরাজিত করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ এরা হচ্ছে ভরসাকারী দল। তাদের ভরসা এমন সত্তার উপর রয়েছে যিনি বিজয়ের মালিক এবং হিকমাতের মালিক। (দুররুল মানসুর ৪/৭৮) মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহর দীনের উপর দৃঢ়তা অনুভব করেই মুশরিকদের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল যে, তারা দীনের পাগল। আল্লাহর শত্রু অভিশপ্ত আবূ জাহল পাহাড়ের উপর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও অস্ত্র-শস্ত্রের নগণ্যতা লক্ষ্য করে বলতে লাগল ঃ ‘আল্লাহর শপথ! আজ থেকে আল্লাহর ইবাদাতকারী যমীনে আর কেহ থাকবেনা। (তাবারী ১৪/১৪) আমীর (রহঃ) বলেন যে, মাক্কার কিছু লোক শুধু মুখেই মুসলিম হয়েছিল, কিন্তু বদরের প্রান্তরে তারা মুশরিকদের সাথে যোগ দিয়েছিল। মুসলিমদের সংখ্যার স্বল্পতা ও তাদের সাজ-সরঞ্জামের দুর্বলতা দেখে বিস্মিত হয়ে বলেছিল ঃ ‘এ লোকগুলো ধর্মের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।’ (তাবারী ১৪/১৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ যারা মালিকুল মুলকের (আল্লাহর) উপর ভরসা করে তিনি তাদেরকে মর্যাদার অধিকারী বানিয়ে দেন। কেননা সম্মান ও মর্যাদা দানের মালিক একমাত্র তিনিই। বিজয় দান তাঁরই হাতে। যারা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই তিনি সাহায্য করেন। আর যারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার যোগ্য তাদেরকে তিনি লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।

৫০। তুমি যদি ঐ অবস্থা দেখতে যখন মালাইকা কাফিরদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত হেনে তাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে, (আর বলছে) তোমরা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।	٥٠. وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۙ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَٰرَهُمْ وَذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ
৫১। এই শাস্তি হল তোমাদের সেই কাজেরই পরিণাম ফল যা তোমাদের দু'হাত পূর্বাহ্নেই আয়োজন করেছিল, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর কখনও অত্যাচারী নন।	٥١. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ

কাফিরদের প্রতি মালাইকা/ফেরেশতাদের আঘাত হানা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلآئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ হে মুহাম্মাদ! মালাইকা কত জঘন্যভাবে কাফিরদের রূহ কবয করে তা যদি তুমি দেখতে! তারা ঐ সময় কাফিরদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে মারতে থাকে এবং বলে ঃ

وَذُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ নিজেদের দুষ্কার্যের প্রতিফল হিসাবে জাহান্নামের শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। এর এক ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটাও

বদরের দিনেরই ঘটনা। মুসলিমরা সামনের দিক থেকেই সেইদিন ঐ কাফিরদের মুখমন্ডলে তরবারীর আঘাত করছিল এবং যখন তারা পলায়ন করছিল তখন মালাইকা তাদের পিছনে আঘাত হানছিলেন। (তাবারী ১৪/১৬)

আসল কথা এই যে, এই আয়াতটি বদরের সাথে নির্দিষ্ট নয়। শব্দগুলি সাধারণ। প্রত্যেক কাফিরেরই অবস্থা এরূপ হয়ে থাকে। সূরা কিতালেও (সূরা মুহাম্মাদ) এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা আন'আমের وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ... (৬ ঃ ৯৩) এই আয়াতেও তাফসীরসহ বর্ণিত হয়েছে।

যেহেতু তারা ছিল নাফরমান লোক, সেহেতু তাদের মৃত্যুর সময় তাদের দুষ্কার্যের কারণে তাদের রূহসমূহ তাদের দেহের মধ্যে লুকিয়ে যায়। সুতরাং মালাইকা ওগুলো জোরপূর্বক বের করেন এবং বলেন ঃ 'তোমার জন্য আল্লাহর গযব ও আযাব রয়েছে।' যেমন বারা' (রাঃ) এর হাদীসে রয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মৃত্যুর মালাক কাফিরের কাছে এসে বলেন ঃ 'হে কলুষিত আত্মা! গরম বাতাস, গরম পানি এবং গরম ছায়ার দিকে চল।' তখন ঐ আত্মা দেহের মধ্যে লুকাতে থাকে। অবশেষে মালাক ভিজা পশম থেকে কোন সূঁচকে যেমন তন্ন তন্ন করে খুঁজে জোর করে বের করা হয় অনুরূপ ঐ আত্মাকে জোরপূর্বক টেনে বের করেন এবং সাথে সাথে শিরা-উপশিরাগুলিও ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। (আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮) মালাক/ফেরেশতা তাকে বলেন ঃ 'এখন দহনের স্বাদ গ্রহণ কর। ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ এটা তোমার পার্থিব দুষ্কার্যাবলীর শাস্তি।' وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের উপর মোটেই অত্যাচার করেননা। তিনিতো ন্যায়পরায়ণ হাকীম। তিনি কল্যাণময়, সর্বোচ্চ, অমুখাপেক্ষী, পবিত্র, মহামর্যাদা সম্পন্ন এবং প্রশংসিত। এ জন্যই সহীহ সনদে আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর অত্যাচার হারাম করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপরও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পর একে অপরের উপর অত্যাচার করনা। হে আমার বান্দারা! আমিতো শুধু তোমাদের কৃত আমলগুলিকে পরিবেষ্টন করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।' (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

Contents

৫২। এটা ফির‘আউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকদের অবস্থার ন্যায়; তারা আল্লাহর নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের পাপের কারণে তাদেরকে পাকড়াও করলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিমান ও কঠিন শাস্তি দাতা।	٥٢. كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! এই মুশারিকরা তোমার সাথে ঐ ব্যবহারই করছে যে ব্যবহার তাদের পূর্ববর্তী কাফির ও মুশরিকরা তাদের নাবীগণের সাথে করেছিল। সুতরাং আমিও এদের সাথে ঐ ব্যবহারই করেছি যে ব্যবহার এদের পূর্ববর্তীদের সাথে করেছিলাম, যারা এদের মতই ছিল। যেমন ফির‘আউনের বংশ ও তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। এ কারণে আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছিলেন। إِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ সমস্ত শক্তির মালিক আল্লাহ এবং তাঁর শাস্তিও খুবই কঠিন। এমন কেহ নেই যে তাঁর উপর জয়যুক্ত হতে পারে এবং এমন কেহ নেই যে তাঁর নিকট থেকে পলায়ন করতে পারে।

৫৩। এই শাস্তির কারণ এই যে, আল্লাহ যদি কোন জাতির উপর নি‘আমাত দান করেন সেই নি‘আমাত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জাতি নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশ্রোতা	٥٣. ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ

ও মহাজ্ঞানী।	عَلِيمٌ
৫৪। ফির‘আউনের বংশধর ও তৎপূর্বের জাতিসমূহের ন্যায় তারা তাদের রবের নিদর্শনসমূহ মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। ফলে আমি তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফির‘আউনের বংশধরকে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করেছি, তারা প্রত্যেকেই ছিল যুল্মকারী।	٥٤. كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا۟ ظَٰلِمِينَ

এখানে আল্লাহ তা‘আলার আদল ও ইনসাফের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি তাঁর দেয়া নি‘আমাতরাশি পাপকাজ করার পূর্বে তাঁর বান্দাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেননা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ

নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে যদি আল্লাহ অশুভ কিছু ইচ্ছা করেন তাহলে তা রদ করার কেহ নেই এবং তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক (ওয়ালী) নেই। (সূরা রা‘দ ১৩ ঃ ১১)

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের বংশধর এবং তাদের মত স্বভাব বিশিষ্ট তাদের পূর্ববর্তীদের সাথে এরূপ ব্যবহারই করেছিলেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে নি‘আমাতরাজি দান করেছিলেন। কিন্তু তারা দুষ্কার্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। ফলে তিনি তাদেরকে প্রদত্ত বাগান, প্রস্রবণ, ক্ষেত-খামার, কোষাগার, অট্টালিকা এবং অন্যান্য নি‘আমাত যা তারা উপভোগ করছিল সবই তাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেছিল। আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি মোটেই অত্যাচার করেননি।

৫৫। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট জীব তারাই যারা কুফরী করে এবং যারা ঈমান আনেনা।	٥٥. إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ
৫৬। ওদের মধ্যে যাদের সাথে তুমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছ তারাও নিকৃষ্ট, তারা প্রতিবারেই কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছে, (চুক্তি ভঙ্গের ব্যাপারে আল্লাহকে কিছুমাত্র) তারা ভয় করেনা।	٥٦. ٱلَّذِينَ عَٰهَدتَّ مِنۡهُمۡ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهۡدَهُمۡ فِي كُلِّ مَرَّةٖ وَهُمۡ لَا يَتَّقُونَ
৫৭। অতএব তোমরা যদি তাদেরকে যুদ্ধের মাইদানে আয়ত্তে আনতে পার তাহলে তাদেরকে তাদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের হতে বিচ্ছিন্ন করে এমনভাবে শায়েস্তা কর যাতে তারা শিক্ষা পায়।	٥٧. فَإِمَّا تَثۡقَفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡحَرۡبِ فَشَرِّدۡ بِهِم مَّنۡ خَلۡفَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ

চুক্তি ভঙ্গকারী এবং কাফিরদের প্রতি কঠিন আঘাত হানা

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন, ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী চলাফিরা করছে ওদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট তারাই যারা বেঈমান ও কাফির, যারা চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে, যদিও তারা তা মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করে। তাদের না আছে আল্লাহর কোন ভয় এবং না আছে কৃত পাপের কোন পরওয়া। সুতরাং হে মুহাম্মাদ! যখন তুমি যুদ্ধে তাদের উপর জয়যুক্ত হবে তখন তাদেরকে এমন শাস্তি দিবে যে, যেন তাদের পরবর্তী লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তারাও যেন ভয় পেয়ে যায়। তাহলে হয়ত তারা তাদের পূর্ববর্তীদের কৃত দুষ্কার্য থেকে বিরত থাকবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), 'আতা আল খুরাসানী (রহঃ) এবং ইব্ন উয়াইনা (রহঃ) এ কথা বলেছেন। (তাবারী ১৪/২৩, ২৪)

৫৮। (হে নাবী!) তুমি যদি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর তাহলে তোমার চুক্তিকেও প্রকাশ্যভাবে তাদের সামনে চুক্তি ভঙ্গের খবর দিয়ে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেননা।	٥٨. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآئِنِينَ

চুক্তি ও অঙ্গীকার বাতিল করার পদ্ধতি

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ হে নাবী! যদি কারও সাথে তোমার চুক্তি হয় এবং তোমার ভয় হয় যে, তারা এই চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে তাহলে তোমাকে এ অধিকার দেয়া হচ্ছে যে, তুমি সমতা রক্ষা করে সেই চুক্তিনামা রদ করে দিবে। এ সংবাদ তাদের কানে পৌঁছে দিতে হবে, যেন তারাও সন্ধির ধারণা ত্যাগ করে। কিছুদিন পূর্বেই তাদেরকে এটা অবশ্যই জানাতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তোমাদের উভয়ের মাঝে যুদ্ধাবস্থা চলছে। إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাস ভঙ্গ করা পছন্দ করেননা। সুতরাং কাফিরদের সাথেও তুমি খিয়ানাত করনা।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, আমীর মুআ'বিয়া (রাঃ) স্বীয় সেনাবাহিনী রোম সীমান্তে পাঠাতে শুরু করেন, যেন সন্ধিকাল শেষ হওয়া মাত্রই আকস্মিকভাবে তাদের উপর আক্রমণ চালানো যায়। তখন একজন বৃদ্ধ স্বীয় সাওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় বলতে বলতে এলেন ঃ আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। ওয়াদা-অঙ্গীকার পূরা করুন, বিশ্বাস ভঙ্গ করা থেকে সাবধান থাকুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন কোন কাওমের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে তখন ওর কোন বন্ধন খুলে ফেলনা যে পর্যন্ত না চুক্তিকাল শেষ হয় কিংবা তাদেরকে জানিয়ে দিয়ে অঙ্গীকার ও চুক্তিনামা বাতিল করা হয়।' এ খবর মুআ'বিয়ার (রাঃ) কানে পৌঁছা মাত্রই তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে আসার নির্দেশ দেন। এই বৃদ্ধ লোকটি ছিলেন আমর ইব্‌ন

আমবাসা (রাঃ)। (আহমাদ ৪/১১১, আবূ দাউদ ৩/১৯০, তিরমিযী ৫/২০৩, নাসাঈ ৫/২২৩, ইব্ন হিব্বান ৭/১৮২) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

৫৯। যারা কাফির তারা (বদর প্রান্তরে প্রাণ বাঁচাতে পেরে) যেন মনে না করে যে, তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তারা মু'মিনগণকে হতবল করতে পারবেনা।	٥٩. وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَبَقُوٓا۟ ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ
৬০। তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যদ্দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে, এছাড়া অন্যান্য-দেরকেও যাদেরকে তোমরা জাননা, কিন্তু আল্লাহ জানেন। আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় কর, তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে, তোমাদের প্রতি (কম দিয়ে) অত্যাচার করা হবেনা।	٦٠. وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর শত্রুদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া

আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে বলেন ঃ الَّذِينَ كَفَرُوْا سَبَقُوْا কাফিরেরা আমার হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং আমি তাদেরকে ধরতে সক্ষম নই এরূপ ধারণা

যেন তারা না করে। বরং তারা সব সময় আমার ক্ষমতা ও আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। তারা আমার কাছ থেকে পালাতে পারবেনা। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

যারা মন্দ কাজ করে তারা কি মনে করে যে, তারা আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে? তাদের সিদ্ধান্ত কত মন্দ! (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۖ وَلَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করনা; তাদের আশ্রয়স্থল আগুন; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম! (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৫৭) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ. مَتَٰعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ

যারা অবিশ্বাসী হয়েছে তাদের নগরসমূহে প্রত্যাগমন যেন তোমাদেরকে প্রতারিত না করে। এটা মাত্র কয়েকদিনের সম্ভোগ; অনন্তর তাদের অবস্থান জাহান্নাম এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯৬-১৯৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

وَأَعِدُّوا۟ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم তোমরা তোমাদের শক্তি মোতাবেক যা কিছু সরঞ্জাম রয়েছে তা দ্বারা সদা সর্বদা ঐ কাফিরদের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাক। মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, উকবাহ ইব্ন আমীর (রাঃ) বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে আরোহিত অবস্থায় বলতে শুনেছেন ঃ 'তোমরা কাফিরদের মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত রাখ।' এরপর তিনি বলেন ঃ 'জেনে রেখ যে, এই শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজী, এই শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপণ।' (আহমাদ ৪/১৫৬, মুসলিম ৩/১৫২২)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঘোড়া পালনকারী তিন প্রকারের। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি

যে ঘোড়া পালন করার কারণে সাওয়াবের অধিকারী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ওর কারণে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে ঘোড়া পালন করার কারণে পাপের অধিকারী হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি জিহাদের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে, তার ঘোড়াটি যদি লম্বা রশি দিয়ে কোন তৃণভূমি অথবা মাঠে বেঁধে রাখে তাহলে যে মাঠে চলে ফিরে খায়, এর উপর তাকে সাওয়াব দেয়া হয়। এমন কি যদি ঐ ঘোড়াটি রশি ছিঁড়ে পালিয়ে যায় তাহলে ওর পদ চিহ্নের বিনিময়ে এবং ওর লাদ বা মলের বিনিময়েও সে সাওয়াব প্রাপ্ত হয়। যদি ঘোড়াটি কোন প্রবাহিত পানির পাশ দিয়ে গমনের সময় পানি পান করে তাহলে এ কারণেও মুজাহিদ ব্যক্তি সাওয়াব প্রাপ্ত হয়, যদিও সে ওকে পানি পান করানোর ইচ্ছাও না করে থাকে। সুতরাং এ ঘোড়াটি ঐ মুজাহিদের জন্য সাওয়াব বা সাওয়াব লাভের কারণ। আর যে ব্যক্তি ঘোড়া পালন করে অন্যদের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার জন্য, অতঃপর সে যদি ওর ব্যাপারে আল্লাহর হকের কথা ভুলে না যায় তাহলে ওটা তার জন্য আশ্রয় স্বরূপ। আর যে ব্যক্তি অহংকার ও রিয়া প্রকাশের উদ্দেশে ঘোড়া পালন করে এবং সে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাহলে ওটা তার জন্য পাপের বোঝা স্বরূপ।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে নিম্নের আয়াতটি ছাড়া আর কিছুই অবতীর্ণ করেননি। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،

কেহ অণু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে এবং কেহ অণু পরিমান অসৎ কাজ করলে তাও দেখতে পাবে। (৯৯ ঃ ৭-৮) (মুআত্তা ২/৪১৪, বুখারী ২৮৬০, মুসলিম ৯৮৭) এ বর্ণনা বুখারী থেকে নেয়া হয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ঘোড়া তিন প্রকারের রয়েছে। (১) রাহমানের (আল্লাহর) ঘোড়া, (২) শাইতানের ঘোড়া এবং (৩) মানুষের ঘোড়া। রাহমানের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে আল্লাহর পথে বেঁধে রাখা হয়। সুতরাং ওর খড়, ওর গোবর, ওর প্রস্রাব সবগুলি আল্লাহর পথে। আর শাইতানের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া যাকে ঘোড় দৌড় ও জুয়াবাজীর উদ্দেশে রাখা হয়। মানুষের ঘোড়া হচ্ছে ঐ ঘোড়া

Contents

যাকে মানুষ শুধুমাত্র ওর পেটের উদ্দেশে বেঁধে রাখে। সুতরাং ওটা হচ্ছে তার পক্ষে দারিদ্রতার মুকাবিলায় রক্ষা-কবচ স্বরূপ।' (আহমাদ ১/৩৯৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ লিখা থাকবে। ওটা হচ্ছে সাওয়াব ও গানীমাত। (ফাতহুল বারী ৬/৬৬)

تُرْهِبُونَ এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা ভয় প্রদর্শন করবে। عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রু অর্থাৎ কাফিরদেরকে।

وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইয়াহুদী বানু কুরাইযাকে বুঝানো হয়েছে। সুদ্দী (রহঃ) এর দ্বারা পারস্যবাসীকে বুঝিয়েছেন। মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে মুনাফিক। (তাবারী ১৪/৩৬) আর এ উক্তিটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্যও বটে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَـٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟
عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ

আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০১) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ জিহাদে তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে, তোমাদের প্রতি অবিচার করা হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّا۟ئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَـٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্যবীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) এক শত

শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৬১)

৬১। যদি তারা (কাফিরেরা) সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধি করতে আগ্রহী হও, আর আল্লাহর উপর ভরসা কর, নিঃসন্দেহে তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাত।	٦١. وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ
৬২। আর তারা যদি তোমাকে প্রতারিত করার ইচ্ছা করে তাহলে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি এমন (মহাশক্তিশালী) যে, (গাইবি) সাহায্য (মালাইকা) দ্বারা এবং মু'মিনগণ দ্বারা তোমাকে শক্তিশালী করেছেন।	٦٢. وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ
৬৩। আর তিনি মু'মিনদের অন্তরে প্রীতি ও ঐক্য স্থাপন করেছেন, তুমি যদি পৃথিবীর সমুদয় সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে প্রীতি, সদ্ভাব ও ঐক্য স্থাপন করতে পারতেনা, কিন্তু আল্লাহই ওদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব স্থাপন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি মহাশক্তিমান ও মহাকৌশলী।	٦٣. وَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡۚ لَوۡ أَنفَقۡتَ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا مَّآ أَلَّفۡتَ بَيۡنَ قُلُوبِهِمۡ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيۡنَهُمۡۚ إِنَّهُۥ عَزِيزٌ حَكِيمٞ

কাফিরেরা শান্তি চাইলে তাদের সাথে চুক্তি করা যাবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ ‘হে নাবী! তুমি যদি মুশরিক ও কাফিরদের খিয়ানাতের ভয় কর তাহলে সমতা রক্ষা করে তাদেরকে চুক্তি ও সন্ধিপত্র বাতিল করে দেয়ার সংবাদ অবহিত করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। আর যদি আবার তারা সন্ধির প্রস্তাব দেয় তাহলে পুনরায় সন্ধি করে নাও।’ এই আয়াতের উপর আমল করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ায় মাক্কার কুরাইশদের সাথে কয়েকটি শর্তের উপর নয় বছরের মেয়াদে সন্ধি করেন। আবদুল্লাহ ইব্ন ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আলী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমার পরে সত্বরই মতভেদ সৃষ্টি হবে। সুতরাং যদি তা মিটিয়ে নেয়া সম্ভব হয় তাহলে তা করে নিবে। (আহমাদ ১/৯০) আল্লাহ তা’আলা বলেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ যারা শান্তিতে বিশ্বাসী এবং আল্লাহয় অবিশ্বাস করেনা তাদের সাথে শান্তি চুক্তিতে আবদ্ধ হও। فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ তারা যদি চুক্তির মাধ্যমে কোন চক্রান্তের আশ্রয় নেয় তাহলে জেনে রেখ যে, অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

মু’মিনদের প্রতি আল্লাহর নি‘আমাতের স্মরণ করানো

এরপর আল্লাহ তা‘আলা নিজের বড় নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ আমি স্বীয় ফায্ল ও কারমে মুহাজির ও আনসারগণের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছি। তাদেরকে তোমার প্রতি ঈমান আনার ও তোমার আনুগত্য করার তাওফীক দান করেছি।

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ তুমি যদি সারা দুনিয়ার ধন ভাণ্ডারও ব্যয় করতে তবুও তাদের মধ্যে সেই প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি করতে পারতেনা যা আল্লাহ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাদের পুরাতন শত্রুতা দূর করে দিয়েছেন। আউস ও খাযরাজ নামক আনসারগণের দু’টি গোত্রের মধ্যে অজ্ঞতার যুগে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। তারা সব সময় কাটাকাটি, মারামারি করত। ঈমানের আলো তাদের সেই শত্রুতাকে বন্ধুত্বে পরিণত করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

Contents

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে দান রয়েছে তা স্মরণ কর। যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অনল-কুন্ডের ধারে ছিলে, অনন্তর তিনিই তোমাদেরকে ওটা হতে উদ্ধার করেছেন; এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন, যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৩)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টন করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'হে আনসারের দল! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পেয়ে আল্লাহর অনুগ্রহে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করিনি? তোমরা দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ কি তোমাদেরকে সম্পদশালী করেননি? তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলে, তারপর আমার মাধ্যমে কি আল্লাহ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলন ঘটাননি? 'এভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরে আনসারগণ বলছিলেন ঃ 'নিশ্চয়ই আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসান রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪, মুসলিম ২/৭৩৮) মোট কথা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইন'আম ও ইকরামের বর্ণনা দেয়ার পর তাঁর মর্যাদা ও নৈপুন্যের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি মহান ও সর্বোচ্চ এবং যে ব্যক্তি তাঁর রাহমাতের আশা রাখে সে নিরাশ হয়না। তিনি স্বীয় কাজ-কর্মে ও হুকুম দানে মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়।

৬৪। হে নাবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী মু'মিনদের জন্য (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহই যথেষ্ট।	٦٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
৬৫। হে নাবী! মু'মিনদেরকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ কর,	٦٥. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَرِّضِ

Contents

তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল মুজাহিদ থাকে তাহলে তারা দু'শ জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে তারা এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে, কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই, কিছুই বোঝেনা।	ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَـٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ
৬৬। আল্লাহ এক্ষণে তোমাদের গুরু দায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন, এতদসত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে একশ' জন ধৈর্যশীল লোক থাকলে তারা দু'শ' জন কাফিরের উপর জয়যুক্ত হবে, আর এক হাজার জন থাকলে তারা আল্লাহর হুকুমে দু'হাজার কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।	٦٦. ٱلْـَٔـٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ

জিহাদের প্রতি মু'মিনদের উদ্বুদ্ধ করণ

এখানে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন এবং তাঁদের অন্তরে প্রশান্তি

দান করছেন যে, তিনি তাঁদেরকে শত্রুদের উপর জয়যুক্ত করবেন, যদিও তারা সংখ্যায় অধিক ও তাদের অস্ত্রশস্ত্রও বেশী, আর মুসলিমরা সংখ্যায় কম এবং তাঁদের যুদ্ধাস্ত্রও নগণ্য। মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ ‘আল্লাহই তোমার জন্য যথেষ্ট এবং যে স্বল্প সংখ্যক মুসলিম তোমার সাথে রয়েছে তাদের দ্বারাই তুমি সফলতা লাভ করবে।’ এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ তুমি মু’মিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিতে থাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের শ্রেণী বিন্যাস করার সময় এবং মুকাবিলার সময় সৈন্যবাহিনীর মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। বদর যুদ্ধের দিন তিনি তাঁদেরকে বলেন ঃ ‘উঠ, ঐ জান্নাত লাভ কর যার প্রস্থ হচ্ছে আসমান ও যমীনের সমান।’ এ কথা শুনে উমায়ের ইব্ন হুমাম (রাঃ) বলেন ঃ ‘প্রস্থ এত বেশী?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, এতটাই বটে।’ তখন তিনি বলেন ঃ ‘বাহ! বাহ!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে বলেন ঃ ‘এ কথা তুমি কি উদ্দেশে বললে?’ তিনি উত্তরে বলেন ঃ ‘আমি এ কথা এ আশায় বললাম যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকেও একটি জান্নাত দান করবেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, তুমি সত্যিই জান্নাত লাভ করবে।’ তিনি তখন উঠে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তরবারীর কোষ ভেঙ্গে দিলেন। অতঃপর তাঁর কাছে যা কিছু খেজুর ছিল তা খেতে শুরু করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ ‘এগুলি খাওয়া পর্যন্ত আমি বিলম্ব করতে পারিনা। সুতরাং তিনি ওগুলি হাত থেকে ফেলে দিলেন এবং আক্রমণে উদ্যত হয়ে সিংহের ন্যায় শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর সুতীক্ষ্ণ তরবারী দ্বারা কাফিরদেরকে হত্যা করতে করতে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন! (মুসলিম ৩/১৫১১) এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা মু’মিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান পূর্বক নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ

إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ তোমাদের বিশজন মুসলিম দু’শজন কাফিরের উপর বিজয়ী হবে এবং একশ’জন এক হাজারের উপর জয়যুক্ত হবে। মোট কথা, একজন মুসলিম দশজন কাফিরের উপর বিজয় লাভ করবে। অতঃপর এ হুকুম

মানসূখ বা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু সুসংবাদ বাকী রয়েছে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারাক (রহঃ) বলেন, জারীর ইব্‌ন হাজিম (রহঃ) তাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, যুবাইর ইবনুল খিররিত (রহঃ) তাকে বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বলেছেন ঃ যখন মুসলিমদের কাছে এটা কঠিন ঠেকল তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দিলেন এবং বললেন যে, আল্লাহ তা'আলা বোঝা হালকা করে দিলেন। কিন্তু সংখ্যা যতটা কম হয়ে গেল সেই পরিমাণ ধৈর্যও কম হল। (আবূ দাঊদ ৩/১০৫, ফাতহুল বারী ৮/১৬৩) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন মুসলিমদের কাছে আয়াতটি খুবই কঠিন মনে হল। কারণ দুইশত লোকের মুকাবিলায় বিশজন কিংবা এক হাজার লোকের মুকাবিলায় একশত জন মুসলিমের যুদ্ধ করা খুবই কঠিন। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য বিষয়টি সহজ করার লক্ষ্যে এ আয়াতটি বাতিল করে আর একটি আয়াত নাযিল করেন।

الْآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا *আল্লাহ এক্ষণে তোমাদের গুরু দায়িত্ব লাঘব করে দিলেন, তোমাদের মধ্যে যে দৈহিক দুর্বলতা রয়েছে সে সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন।* এখন এই হুকুম হল যে, তাদের দ্বিগুণ সংখ্যা অর্থাৎ একশ' জন মুসলিম যেন দু'শ' জন কাফির থেকে পলায়ন না করে। সুতরাং পূর্বের হুকুম মু'মিনদের কাছে কঠিন হওয়ার কারণে তাদের দুর্বলতা কবূল করে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর হুকুম হালকা করে দেন। অতএব যুদ্ধের মাইদানে কাফিরদের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া অবস্থায় মুসলিমদের পিছনে সরে যাওয়া উচিত নয়। তবে হ্যাঁ, তাদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণের বেশি হলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব নয় এবং ঐ অবস্থায় তাদের পিছনে সরে যাওয়া জায়িয। (বুখারী ৪৬৫২-৪৬৫৩)

৬৭। কোন নাবীর পক্ষে তখন পর্যন্ত বন্দী (জীবিত) রাখা শোভা পায়না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভূ-পৃষ্ঠ (দেশ) হতে শত্রু বাহিনী নির্মূল না হয়, তোমরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সম্পদ কামনা করছ, আর আল্লাহ চান	٦٧. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُۥٓ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ

ٱلدُّنۡيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلۡأٓخِرَةَۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ	তোমাদের পরকালের কল্যাণ, আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
٦٨. لَّوۡلَا كِتَٰبٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذۡتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ	৬৮। আল্লাহর লিপি পূর্বেই লিখিত না হলে তোমরা যা কিছু গ্রহণ করেছ তজ্জন্য তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আপতিত হত।
٦٩. فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمۡتُمۡ حَلَٰلًا طَيِّبًاۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ	৬৯। সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গাণীমাত রূপে লাভ করেছ তা হালাল ও পবিত্র রূপে ভোগ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, বদরের বন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবীবর্গের সাথে পরামর্শ করেন। তিনি তাদের বলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা এই বন্দীদেরকে তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন। বল, তোমাদের ইচ্ছা কি?’ উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদেরকে হত্যা করা হোক।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, এরা কাল পর্যন্তও তোমাদের ভাইই ছিল।’ এবারও উমার (রাঃ) দাঁড়িয়ে একই উত্তর দিলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাদের ঘাড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করা হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং

পুনরায় ঐ একই কথা বললেন। এবার আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) দাঁড়িয়ে গিয়ে আরয করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার মত এই যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করুন।’ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা থেকে চিন্তার লক্ষণ দূর হয়। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং মুক্তিপণ নিয়ে সকলকেই মুক্ত করে দেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ আয়াত (৮ ঃ ৬৭) অবতীর্ণ করেন। (আহমাদ ৩/২৪৩) মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ আল্লাহর কিতাবে প্রথম থেকেই যদি তোমাদের জন্য গানীমাতের মাল হালাল রূপে লিপিবদ্ধ না করা হত এবং ‘বর্ণনা করে দেয়ার পূর্বে আমি শাস্তি প্রদান করিনা’ এটা যদি আমার নীতি না হত তাহলে যে ফিদইয়া বা মুক্তিপণ তোমরা গ্রহণ করেছ তার কারণে আমি তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করতাম। এভাবেই আল্লাহ তা‘আলা ফাইসালা করে রেখেছিলেন যে, কোন বদরী সাহাবীকে তিনি শাস্তি দিবেননা। তাদের জন্য ক্ষমা লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। উম্মুল কিতাবে তোমাদের জন্য গানীমাতের মাল হালাল বলে লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং গানীমাতের মাল তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র। ইচ্ছামত তোমরা তা খাও, পান কর এবং নিজেদের কাজে লাগাও।’ পূর্বেই এটা লিখে দেয়া হয়েছিল যে, এই উম্মাতের জন্য এটা হালাল। এটাই ইব্ন জারীরের (রহঃ) নিকট পছন্দনীয় উক্তি। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), ইব্ন মাসউদ (রাঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আল আমাশও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন বলে জানা যায়। (তাবারী ১৪/৬৫-৬৯)

আর সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এর সাক্ষ্য মিলে। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস প্রদান করা হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কোন নাবীকে প্রদান করা হয়নি। (১) এক মাসের পথ পর্যন্ত ভয় ও প্রভাব দ্বারা বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (২) যমীনকে আমার জন্য মাসজিদ ও পবিত্র বানানো হয়েছে। (৩) গানীমাতের মাল আমার জন্য হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারও জন্য হালাল ছিলনা। (৪) আমাকে শাফাআ’তের অনুমতি দেয়া হয়েছে। (৫) প্রত্যেক নাবীকে বিশেষভাবে তাঁর

নিজের কাওমের কাছে প্রেরণ করা হত। কিন্তু আমি সাধারণভাবে সকল মানুষের নিকট প্রেরিত হয়েছি।’ (ফাতহুল বারী ১/৫১৯, মুসলিম ১/৩৭০)

আমাস (রহঃ) আবূ সালিহ (রহঃ) থেকে বলেছেন ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আমাদের ছাড়া আর কোন মানুষের জন্য গানীমাতের মাল হালাল করা হয়নি।’ এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমরা যে গানীমাতের মাল লাভ করেছ তা হালাল ও পবিত্ররূপে আহার কর।’ (তিরমিযী ৮/৪৭৪, নাসাঈ ৬/৩৫২) সাহাবীগণ কয়েদীদের নিকট থেকে মুক্তিপণ আদায় করেছিলেন। সুনান আবূ দাঊদে রয়েছে যে, প্রত্যেকের নিকট থেকে চারশ (দিরহাম) করে আদায় করা হয়েছিল। সুতরাং প্রসিদ্ধ উলামার মতে প্রতি যুগের ইমামের এ অধিকার রয়েছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে বন্দী কাফিরদেরকে হত্যা করতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানু কুরাইযার বন্দীদেরকে হত্যা করেছিলেন। আর ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরী বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে আযাদ করে দিয়েছিলেন। আবার ইচ্ছা করলে মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে মুক্ত করে দিতে পারেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামাহ ইব্ন আকওয়া গোত্রের এক মহিলা ও তার মেয়েকে মুশরিকদের নিকট মুসলিম বন্দীদের বিনিময়ে তাদেরকে প্রদান করেছিলেন। আর ইচ্ছা করলে ঐ বন্দীদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখতে পারে।

৭০। হে নাবী! তোমাদের হাতে যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে বলে অবগত হন তাহলে তোমাদের হতে (মুক্তিপণ রূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।	٧٠. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ قُل لِّمَن فِىٓ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

৭১। আর তারা যদি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার ইচ্ছা রাখে তাহলে এর পূর্বে আল্লাহর সাথেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সুতরাং তিনি তাদের উপর তোমাকে শক্তিশালী করেছেন; আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।	٧١. وَإِن يُرِيدُوا۟ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا۟ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

কাফির বন্দীদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল যে, তারা মুসলিম হলে, যা হারিয়েছে তার চেয়ে বেশি দেয়া হবে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিন বলেছিলেন ঃ ‘নিশ্চিতরূপে আমি অবগত আছি যে, কোন কোন বানু হাশিমকে জোরপূর্বক এই যুদ্ধে বের করে আনা হয়েছে। আমাদের সাথে যুদ্ধ করার তাদের মোটেই ইচ্ছা ছিলনা। সুতরাং বানু হাশিমকে হত্যা করনা, আবুল বাখতারী ইব্ন হিশামকেও মেরে ফেলনা এবং আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবকেও হত্যা করনা। লোকেরা তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের সাথে টেনে এনেছে।’ তখন আবূ হুযাইফা ইব্ন উৎবা (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে, আমাদের সন্তানদেরকে, আমাদের ভাইদেরকে এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে হত্যা করব, আর আব্বাসকে (রাঃ) ছেড়ে দিব? আল্লাহর শপথ! যদি আমি তাকে পেয়ে যাই তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব।’ এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছলে তিনি বলেন ‘হে আবূ হাফ্স! (এটা ছিল উমারের (রাঃ) কুনিয়াত বা উপনাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচার মুখে কি তরবারীর আঘাত করা হবে?’ উমার (রাঃ) বলেন, এটাই ছিল প্রথম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ‘আবূ হাফস’ বলে ডাকলেন। তিনি বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! অনুমতি হলে আমি আবূ হুযাইফার (রাঃ) গর্দান উড়িয়ে দিব। আল্লাহর শপথ! সে মুনাফিক হয়ে গেছে।’ আবূ হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ! আমার সেই দিনের কথার খটকা আজ পর্যন্তও রয়েছে। ঐ কথার জন্য আমি আজও ভীত আছি। আমিতো ঐ

দিনই শান্তি লাভ করব যে দিন আমার এই কথার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আর সেই কাফফারা হচ্ছে এই যে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাব।' আবূ হুযাইফা (রাঃ) ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন! (তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৪/১০)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যে দিন বদরী বন্দীরা গ্রেফতার হয়ে আসে সেই রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম হয়নি। সাহাবীগণ কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ 'এই কয়েদীদের মধ্য থেকে হাতে-পায়ে বেড়ি পরানোর কারণে, আমার চাচা আব্বাসের (রাঃ) কান্নাকাটির শব্দ আমার কানে আসছে, তোমরা তার বন্ধন খুলে দাও।' তখন সাহাবীগণ তাঁর বন্ধন খুলে দেন। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমোতে যান। (তাবাকাত ইব্ন সা'দ ৪/১৩, মুরসাল) মূসা ইব্ন উকবাহ (রহঃ) ইব্ন শিহাব (রহঃ) হতে, তিনি আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, কোন কোন আনসারী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'আমরা আপনার চাচা আব্বাসকে (রাঃ) মুক্তিপণ ছাড়াই ছেড়ে দিতে চাই।' কিন্তু সমতা কায়েমকারী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'না, আল্লাহর শপথ! তোমরা এক দিরহাম কম করনা। বরং পূর্ণ মুক্তিপণ আদায় কর।' (ফাতহুল বারী ৭/৩৭৩) ইউনুস ইব্ন বিক্কির (রহঃ) মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) হতে, তিনি ইয়াযীদ ইব্ন রূম্মান (রহঃ) হতে, তিনি উরওয়াহ (রহঃ) হতে, তিনি যুহরী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, অনেকে তাকে বলেছেন যে, কুরাইশরা মুক্তিপণের অর্থ দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। প্রত্যেকেই ধার্যকৃত অর্থ দিয়ে নিজ নিজ কয়েদীকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন। আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল! আমিতো মুসলিমই ছিলাম।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ আপনি যদি মুসলিম হন আল্লাহ তা জানেন। যদি আপনার কথা সত্য হয় তাহলে আল্লাহ আপনাকে এর বিনিময় প্রদান করবেন। কিন্তু আহকাম বাহ্যিকের উপর জারী হয়ে থাকে বলে আপনাকে আপনার মুক্তিপণ আদায় করতেই হবে। তাছাড়া আপনার দু'ভ্রাতুস্পুত্র নাওফেল ইব্ন হারিস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব ও আকীল ইব্ন আবী তালিব ইব্ন আবদিল মুত্তালিবের মুক্তিপণ আপনাকে আদায় করতে হবে। আরও আদায় করতে হবে আপনার মিত্র উৎবা ইব্ন আমরের মুক্তিপণ, যে বানু হারিস ইব্ন ফাহরের গোত্রভুক্ত।' আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার কাছেতো এত অর্থ নেই।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আপনার ঐ অর্থ/সম্পদ কোথায় গেল যা আপনি ও উম্মুল ফাযল যমীনে পুঁতে রেখেছেন আর তাকে বলেছেন, 'যদি এই

যুদ্ধে আমার মৃত্যু হয় তাহলে এই সম্পদ হবে বানুল ফায্ল, আবদুল্লাহ এবং কাসামের।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে আব্বাস (রাঃ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, আপনি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমার এই সম্পদ পুঁতে রাখার ঘটনা আমি ও উম্মুল ফায্ল (তাঁর স্ত্রী) ছাড়া আর কেহই জানেনা! আচ্ছা, এক কাজ করুন যে, আমার নিকট থেকে আপনার সেনাবাহিনী বিশ আওকিয়া সোনা প্রাপ্ত হয়েছে, ওটাকেই আমার মুক্তিপণ হিসাবে গণ্য করা হোক।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কখনও নয়। ওটাতো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে দান করেছেন।' সুতরাং আব্বাস (রাঃ) নিজের, তাঁর দুই ভাইয়ের ছেলের এবং তাঁর মিত্রের মুক্তিপণ নিজের পক্ষ হতে আদায় করলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ
خَيۡرٗا يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرٗا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

হে নাবী! তোমাদের হাতে যারা বন্দী হয়েছে তাদেরকে বল, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কল্যাণকর কিছু রয়েছে বলে অবগত হন তাহলে তোমাদের হতে (মুক্তিপণ রূপে) যা কিছু নেয়া হয়েছে তা অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৭০) আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলার এই ঘোষণা কার্যকরী হয়েছে। আমার ইসলাম গ্রহণের কারণে আমার এই বিশ আওকিয়ার বিনিময়ে আল্লাহ আমাকে বিশটি গোলাম দান করেছেন। সাথে সাথে আমি এ আশাও করছি যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিবেন।' (কুরতুবী ৮/৫২)

হাফিয আবূ বাকর আল বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বাহরাইন হতে মালামাল আসে। তিনি সাহাবীগণকে বলেন ঃ 'এগুলি বিতরণের জন্য আমার মাসজিদে নিয়ে যাও।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অন্য সময় যে মাল এসেছিল, ওগুলির চেয়ে এটাই ছিল অধিক মাল অর্থাৎ এর পূর্বে বা পরে এত অধিক মালামাল তাঁর কাছে আর আসেনি। অতঃপর তিনি সালাতের জন্য বেরিয়ে আসেন। সালাত আদায় করার পর তিনি ঐ মালের কাছে বসে পড়লেন এবং যাকেই দেখলেন তাকেই দিলেন। ইতোমধ্যে আব্বাস (রাঃ) এসে গেলেন এবং বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকেও দান করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ 'আপনি নিজের হাতেই নিয়ে নিন।' তিনি যতক্ষণ পারলেন তা তার চাদরে পুটলি বাঁধলেন। কিন্তু ওটা ওযনে ভারী হয়ে যাওয়ার কারণে উঠাতে পারলেননা। সুতরাং বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কেহকে এটা আমার কাঁধে উঠিয়ে দিতে বলুন।' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'কেহকে আমি এটা উঠিয়ে দিতে বলবনা।' তখন তিনি বললেন ঃ 'তাহলে দয়া করে আপনিই উঠিয়ে দিন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। তাই বাধ্য হয়ে তাঁকে কিছু কম করতেই হল। অতঃপর তিনি ওটা কাঁধে উঠিয়ে চলতে শুরু করলেন। তার এ লোভ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে চেয়েই থাকলেন যে পর্যন্ত না তিনি তাঁর দৃষ্টির অন্তরাল হলেন। যখন সমস্ত মাল বন্টিত হয়ে গেল এবং একটা মুদ্রাও বাকী থাকলনা তখন তিনি ওখান থেকে উঠলেন। (বুখারী ৪২১, ৩০৪৯, ৩১৬৫; বাইহাকী ৬/৩৫৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ এ লোকগুলো যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে এটা কোন নতুন কথা নয়। এর পূর্বে তারা আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং তাদের দ্বারা এটাও সম্ভব যে, এখন মুখে তারা যা প্রকাশ করছে, অন্তরে হয়তো এর বিপরীত কিছু গোপন করছে। এতে ঘাবড়ানোর কিছুই নেই। এখন যেমন আল্লাহ তা'আলা এদেরকে বদরের যুদ্ধের পর তোমার আয়ত্বাধীনে রেখেছেন, এরূপই তিনি সব সময়েই করতে সক্ষম। আল্লাহর কোন কাজই জ্ঞান ও হিকমাত থেকে শূন্য নয়।

৭২। যারা ঈমান এনেছে, দীনের জন্য হিজরাত করেছে, নিজেদের জানমাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা আশ্রয় দান ও সাহায্য করেছে, তারা পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরাত করেনি, তারা হিজরাত না

٧٢. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَـٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ج

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمۡ يُهَاجِرُواْ مَا
لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَيۡءٍ حَتَّىٰ
يُهَاجِرُواْۚ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمۡ فِي
ٱلدِّينِ فَعَلَيۡكُمُ ٱلنَّصۡرُ إِلَّا عَلَىٰ
قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٌۗ وَٱللَّهُ
بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই, কিন্তু তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থী হয় তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, তবে তোমাদের এবং যে জাতির মধ্যে চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়, তোমরা যা করছ আল্লাহ তা খুব ভাল রূপেই লক্ষ্য করেন।

মুহাজির এবং আনসারগণ একে অন্যের সহায়তাকারী

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিশ্বাসীদের প্রকারভেদ বর্ণনা করছেন। প্রথম হলেন মুহাজির যারা আল্লাহর নামে স্বদেশ ত্যাগ করেছেন। তারা একমাত্র আল্লাহর দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার উদ্দেশে নিজেদের ঘরবাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের পরিত্যাগ করেছেন। তারা জীবনকে জীবন মনে করেননি এবং সম্পদকে সম্পদ মনে করেননি। দ্বিতীয় হলেন মাদীনার আনসারগণ, যারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের কাছে আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের সম্পদের অংশ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে মিলিত হয়ে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তারা সব পরস্পর একই। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পরস্পর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। একজন মুহাজিরকে একজন আনসারীর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী ১২/৩০) এই বানানো ভাই আত্মীয়তাকেও হার মানিয়েছিল। তারা একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়ে যেতেন। পরে এটা মানসূখ (রহিত) হয়ে যায়। ইব্ন আবদুল্লাহ আল বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'মুহাজির ও আনসার একে অপরের সহযোগী/ওলী এবং মাক্কা বিজয়ের আযাদকৃত কুরাইশ ও আযাদকৃত বানু সাকীফ কিয়ামাত পর্যন্ত একে অপরের সহযোগী।

(আহমাদ ৪/৩৬৩) মুহাজির ও আনসারের প্রশংসায় অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ

আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০০) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ

আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এক সংকট মুহূর্তে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন ঃ

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ. وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ

Contents

ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। তারাইতো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এই নগরীতে বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করেনা, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৮-৯) আল্লাহর তরফ থেকে সবচেয়ে যে উত্তম বাণী তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে তা হল ঃ

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟

এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করেনা। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ৯) এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, আনসারগণের উপর মুহাজিরদের অগ্রগন্যতা প্রমাণ করছে। তবে আলেমদের মাঝে এ বিষয়ে মতদ্বৈততা রয়েছে।

যে সকল মুসলিম হিজরাত করেনি গাণীমাতে তাদের অধিকার

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَالَّذِينَ آمَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরাত করেনি, তারা হিজরাত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমাদের নেই। এটা হচ্ছে মু'মিনদের তৃতীয় প্রকার। এরা হচ্ছে ওরাই যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু নিজেদের জায়গায়ই অবস্থানরত ছিল। গানীমাতের মালে তাদের কোন অংশ ছিলনা এবং এক পঞ্চমাংশেও ছিলনা। তবে হ্যাঁ, তারা কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে সেটা অন্য কথা।

মুসনাদ আহমাদে রয়েছে যে, বুরাইদাহ ইবনুল হাসিব আল আসলামী (রাঃ) বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই কোন যুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠাতেন তখন বাহিনীর প্রধানকে উপদেশ দিতেন যে, তিনি যেন অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখেন এবং মুসলিমদের সাথে সদা সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করেন। তিনি আরও বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর পথে জিহাদ কর, আল্লাহর সাথে কুফরীকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমাদের শত্রু মুশরিকদের সাথে মুকাবিলার পর তাদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করবে। এ তিনটির যে কোন একটি গ্রহণ করলে তাদের থেকে বিরত থাকেবে। প্রথমে তাদের সামনে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করবে। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের ইসলাম গ্রহণকে স্বীকার করে নিবে। অতঃপর তাদেরকে বলবে যে, তারা যেন

কাফিরদের দেশ ত্যাগ করে মুহাজিরদের কাছে চলে যায়। যদি তারা এ কাজ করে তাহলে মুহাজিরদের জন্য যেসব হক রয়েছে, তাদের জন্যও সেই সব হক প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মুহাজিরদের উপর যা রয়েছে তাদের উপরও তা'ই থাকবে। অন্যথায় এরা গ্রামাঞ্চলের অন্যান্য মুসলিমদের মত হয়ে যাবে। ঈমানের আহকাম তাদের উপর জারী হবে। 'ফাই' ও গানীমাতের মালে তাদের কোন অংশ থাকবেনা যতক্ষণ না তারা কোন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হয় তাহলে তাদেরকে জিযিয়া প্রদানে বাধ্য করবে। যদি তারা মেনে নেয় তাহলে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে এবং তাদের নিকট থেকে জিযিয়া আদায় করবে। যদি তারা এর কোনটাই স্বীকার না করে তাহলে আল্লাহর সাহায্যের উপর ভরসা রেখে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দাও। (আহমাদ ৫/৩৫২, মুসলিম ৩/১৩৫৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ যে গ্রাম্য মুসলিমরা হিজরাত করেনি, তারা যদি কোন সময় তোমাদের কাছে দীনের দুশমনের বিরুদ্ধে সাহায্যের প্রত্যাশী হয় তাহলে তাদের সাহায্য কর। তারা তোমাদের মুসলিম ভাই। কিন্তু যদি তারা এমন মুশরিকের মুকাবিলায় তোমাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে সাবধান! তোমরা বিশ্বাস ভঙ্গ করনা এবং শপথও ভেঙ্গে দিওনা।' ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এটি বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৪/৮৩)

৭৩। যারা কুফরী করছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু, তোমরা যদি (উপরোক্ত) বিধান কার্যকর না কর তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।	٧٣. وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍۚ إِلَّا تَفۡعَلُوهُ تَكُن فِتۡنَةٞ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَفَسَادٞ كَبِيرٞ

কাফিরেরা একে অন্যের বন্ধু, মুসলিমদের নয়

উপরে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করলেন যে, মু'মিনরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর এখানে তিনি বর্ণনা করছেন যে, কাফিরেরা একে অপরের বন্ধু এবং তিনি মুসলিম ও কাফিরের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলেন। যেমন মুসতাদরাক হাকিমে উসামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘দু’টি ভিন্ন মাযহাবের লোক একে অপরের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা। না পারে মুসলিম কাফিরের উত্তরাধিকারী হতে এবং না পারে কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে।’ অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ এ আয়াতটিই পাঠ করেন। (হাকিম ২/২৪০) সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘মুসলিম কাফিরের এবং কাফির মুসলিমের ওয়ারিস হতে পারেনা।’ (ফাতহুল বারী ১২/৫১, মুসলিম ৩/১২৩৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ আয়াতের এই শব্দগুলির ভাবার্থ হচ্ছে, তোমরা যদি মুশরিকদের থেকে দূরে না থাক এবং মু’মিনদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না কর তাহলে ভীষণ ফিতনা সৃষ্টি হয়ে যাবে। কাফিরদের সাথে মুসলিমদের এই মেলামেশা খারাপ পরিণতি টেনে আনবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

৭৪। যারা ঈমান এনেছে, (দীনের জন্য) হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, আর যারা (মু’মিন-দেরকে) আশ্রয় দিয়েছে এবং যাবতীয় সাহায্য সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, তারাই হল প্রকৃত মু’মিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।	٧٤. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ
৭৫। আর যারা এর পরে ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে এবং তোমাদের সাথে একত্রে জিহাদ	٧٥. وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنۢ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَـٰهَدُواْ مَعَكُمْ

فَأُوْلَـٰٓئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ	**করেছে, তারা তোমাদেরই অন্ত-র্ভুক্ত; আল্লাহর বিধানে আত্মীয়গণ একে অন্যের অপেক্ষা বেশি হকদার, নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে ভাল রূপে অবহিত।**

মুসলিমরাই সত্যের পথে আছে

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের পার্থিব হুকুম বর্ণনা করার পর আখিরাতে তাদের জন্য কি রয়েছে তার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি তাদের ঈমানের সত্যতা প্রকাশ করছেন। যেমন এই সূরার প্রথম দিকে এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তারা দান প্রাপ্ত হবে। তাদের পাপসমূহ, যদি থাকে, আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তারা সম্মানজনক জীবিকা লাভ করবে, যা হবে চিরস্থায়ী এবং পাক ও পবিত্র। সেগুলি হবে বিভিন্ন প্রকারের উপাদেয় খাদ্য এবং সেগুলি কখনও নিঃশেষ হবেনা। তাদের যারা অনুসারী এবং ঈমানে ও ভাল আমলে তাদের সাথে অংশগ্রহণকারী তারাও আখিরাতে সমমর্যাদা লাভ করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ

আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১০০)

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجْعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আপনিতো

Contents

দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (সূরা হাশর, ৫৯ ঃ ১০) এটা সর্বসম্মত মত। এমন কি মুতাওয়াতির হাদীসেও রয়েছে, মানুষ তার সাথেই থাকবে যাকে সে ভালবাসে। (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৩) অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি কোন কাওমের সাথে ভালবাসা রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, তার হাশরও ওদের সাথেই হবে। (তাবারানী ৩/১৯)

মিরাসের অংশ নির্দিষ্ট লোকদের জন্য নির্ধারিত

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ এখানে উলুল আরহামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। উলুল আরহাম দ্বারা ঐ আত্মীয়দের উদ্দেশ্য করা হয়নি যাদেরকে ফারায়েয শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় উলুল আরহাম বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ যাদের কোন অংশ নির্ধারিত নেই এবং যারা আসাবাও নয়। আল্লাহ তা‘আলার কিতাবে যেসব ওয়ারিশের অংশ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে অংশ দেয়ার পর বাকী অংশ যেসব ওয়ারিশ পেয়ে থাকে তাদেরকে ফারায়েযের পরিভাষায় আসাবা বলে। যেমন মামা, খালা, ফুফু, কন্যার ছেলেমেয়ে, বোনের ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। কারও কারও মতে এখানে উলুল আরহাম দ্বারা এদেরকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁরা এ আয়াতটিকেই দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাকে স্পষ্টভাবে ওলী বলে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তা নয়। বরং সঠিক কথা এই যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, মিত্রদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া এবং বানানো ভাইদের পরস্পর ওয়ারিশ হওয়া, যে প্রথা ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় ছিল তা এ আয়াতটি দ্বারা মানসূখ বা রহিতকারী। (তাবারী ১৪/৯০) সুতরাং এটা বিশেষ নামের সাথে ফারায়েযের আলেমদের যাবিল আরহামকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর যারা এদেরকে ওয়ারিস বলেননা তাদের কয়েকটি দলীল রয়েছে। তাদের সবচেয়ে মযবুত দলীল হচ্ছে নিম্নের হাদীসটি ঃ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য অসিয়াত নেই।’ (আবূ দাঊদ ৩/২৯১)

সূরা আনফাল এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ৯ ঃ তাওবাহ, মাদানী

(আয়াত ঃ ১২৯, রুকু ঃ ১৬)

٩ - سورة التوبة، مَدَنِيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٢٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١٦)

১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে অব্যাহতি (ঘোষনা করা) হচ্ছে ঐ মুশরিকদের প্রতি যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করেছিলে।	١. بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
২। সুতরাং (হে মুশরিকরা!) তোমরা এই ভূ-মন্ডলে চার মাস বিচরণ করে নাও এবং জেনে রেখ যে, তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে অপদস্থ করবেন।	٢. فَسِيحُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ ۙ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَـٰفِرِينَ

সূরা তাওবাহর শুরুতে কেন ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ নেই

সাধারণ নিয়ম অনুসারে অন্য সূরা হতে পৃথক করার জন্য সূরার প্রথমে ‘বিসমিল্লাহ’ লিপিবদ্ধ করার কথা। কিন্তু এই সূরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উহা লিখেননি এবং এই সূরা কোন্ সূরার অংশ তাও বলেননি। সুতরাং মাসহাফ-ই উসমানীতেও (তৃতীয় খালীফা উসমান (রাঃ) কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন) এর প্ররাম্ভে ‘বিসমিল্লাহ’ লিখা হয়নি। সূরা আনফাল এই সূরার পূর্বে অবতীর্ণ হওয়ায় উহা এর পূর্বে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। সূরাটি আনফালের সাথে পঠিত হলে এর পূর্বে ‘বিসমিল্লাহ’ পাঠ করতে হয়না, অন্যথায় পাঠ করতে হয়। সূরাটির আর একটি নাম ‘বারাআা’। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত তরজমা কুরআনুল কারীম দ্রষ্টব্য)

Contents

এই সম্মানিত সূরাটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিলকৃত সর্বশেষ সূরা। সহীহ বুখারীতে বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে ঃ

يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِ

তারা তোমাদের নিকট ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে, তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে পিতা-পুত্রহীন সম্বন্ধে ব্যবস্থা দান করেছেন। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১৭৬) এ আয়াতটি এবং সর্বশেষ সূরা হচ্ছে সূরা বারাআত। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৭) এই সূরার প্রথমে বিসমিল্লাহ লিখিত না থাকার কারণ এই যে, সাহাবীগণ আমীরুল মু’মিনীন উসমান ইব্ন আফফানকে (রাঃ) অনুকরণ করে কুরআনে এই সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ লিখেননি।

এই সূরার প্রথম অংশ ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসছিলেন। ওটা হাজ্জের মওসুম ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাজ্জ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। মুশরিকরা নিজেদের অভ্যাস মত হাজ্জ করতে এসে উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফ করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে মিলিত হতে অপছন্দ করেন এবং আবূ বাকরকে (রাঃ) ঐ বছর হাজ্জের ইমাম বানিয়ে মাক্কা অভিমুখে রওয়ানা করান, যেন তিনি মুসলিমদেরকে হাজ্জের আহকাম শিক্ষা দেন এবং মুশরিকদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, তারা যেন আগামী বছর হাজ্জ করতে না আসে। আর জনসাধারণের মধ্যে তিনি যেন সূরা বারাআতেরও ঘোষণা শুনিয়ে দেন بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِه। আবূ বাকরের (রাঃ) গমনের পর তার পিছনে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকেও (রাঃ) পাঠিয়ে দেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে তাঁর নিকটতম আত্মীয় হিসাবে তিনিও যেন তাঁর বার্তা পৌঁছে দেন। এর বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ আসছে।

মূর্তি পূজক কাফিরদের সাথের চুক্তি বাতিল করণ

ঘোষণা হচ্ছে ঃ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِه এটা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হতে সম্পর্ক ছিন্নতা।’ কেহ কেহ বলেন যে, এই ঘোষণা ঐ চুক্তি ও অঙ্গীকার সম্পর্কে, যার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট ছিলনা বা যাদের সাথে চার মাসের কম সময়ের জন্য চুক্তি ছিল। কিন্তু যাদের

সাথে চুক্তির মেয়াদ দীর্ঘ ছিল ওটা যথা নিয়মে বাকী থেকে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ

সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিতে তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৪) আবূ মাশার আল মাদানী (রহঃ) বলেন যে, মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ বাকরকে (রাঃ) হাজ্জের আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন এবং আলীকে (রাঃ) এই সূরাটির ত্রিশ অথবা চল্লিশটি আয়াতসহ পাঠিয়ে দেন। মূর্তি পূজকদেরকে যিলহাজ্জ মাসের ২০ দিন, মুহাররাম, সফর এবং রাবিউল আউওয়াল মাস ও রাবিউস সানি মাসের দশ দিন সময় বেঁধে দেয়া হয়। তাদের তাবুতে গিয়ে গিয়ে এ কথা জানিয়ে দেয়া হয়। তিনি আরাফার মাঠে গিয়ে আয়াতগুলি তাদেরকে পাঠ করে শোনান এবং মূর্তি পূজকদের চার মাসের মেয়াদ বেঁধে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, ঐ সময়ের মধ্যে তারা যেখানে খুশি চলাফিরা করতে পারবে। তিনি আরাফার মাঠে মুশরিকদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নির্দেশও শুনিয়ে দেন যে, এ বছরের পর কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তি যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ না করে। (তাবারী ৬/৩০৪)

٣. وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِىٓءٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۙ وَرَسُولُهُۥ ۚ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّكُمْ غَيْرُ

৩। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে বড় হাজ্জের তারিখসমূহে জনগণের সামনে ঘোষনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ই এই মুশরিকদের (নিরাপত্তা প্রদান করা) হতে নিঃসম্পর্ক হচ্ছেন; তবে যদি তোমরা তাওবাহ কর তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম, আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে জেনে রেখ যে, তোমরা

আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা, আর (হে নাবী!) এই কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও।	مُعۡجِزِى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এটা হয়েছে আবার বড় হাজ্জের দিন অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের দিন, যা হাজ্জের সমস্ত দিন অপেক্ষা বড় ও উত্তম। ঐ ঘোষণা এই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের থেকে দায়িত্বমুক্ত, অসন্তুষ্ট ও পৃথক। তবে হে মুশরিকের দল! এখনও যদি তোমরা পথভ্রষ্টতা, শির্ক এবং দুষ্কার্য পরিত্যাগ কর তাহলে তা তোমাদের পক্ষে উত্তম হবে।

وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ আর যদি পরিত্যাগ না কর এবং পথভ্রষ্টতার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাক তাহলে তোমরা আল্লাহর আয়ত্তের বাইরে এখনও নও এবং ভবিষ্যতেও থাকবেনা। আর তোমরা আল্লাহকে অক্ষম করতে পারবেনা। তিনি তোমাদের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি কাফিরদেরকে দুনিয়ায়ও শাস্তি প্রদান করবেন এবং পরকালেও আযাবে নিপতিত করবেন।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ 'কুরবানীর দিন (১০ যিলহাজ্জ) আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে লোকদের মধ্যে ঐ কথা প্রচার করতে পাঠালেন যার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। আমি ঘোষণা করে দিলাম ঃ এই বছরের পর কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করে। হুমাইদ (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) পাঠান যে, তিনি যেন জনগণের মধ্যে সূরা তাওবাহ প্রচার করেন। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ সুতরাং তিনি মিনায় আমাদের সাথে ঈদের দিন ঐ আহকামই প্রচার করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৮)

অন্য এক হাদীসে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ কুরবানীর দিন আবূ বাকর (রাঃ) আরও কয়েকজন ঘোষনাকারীর সাথে আমাকে মিনায় এই ঘোষনা দিতে পাঠালেন যে, পরবর্তী বছর থেকে কোন মূর্তি পূজককে হাজ্জ পালন করতে দেয়া হবেনা এবং কোন বস্ত্রহীন লোককে কা'বার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। ঐ বছর আবূ বাকর (রাঃ) হাজ্জ কাফিলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পরের বছর অর্থাৎ বিদায় হাজ্জের বছর যখন রাসূল

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জ পালন করেন তখন মুশরিকদের কেহ হাজ্জ পালন করেনি। (ফাতহুল বারী ৮/১৬৮)

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন আলী ইবনুল হুসাইন (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন সূরা বারাআহ (তাওবাহ) অবতীর্ণ হয় ঐ সময় আবূ বাকর (রাঃ) লোকদের হাজ্জ পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলা হয় ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ আয়াতগুলি কি আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে? তখন তিনি বললেন ঃ আমার কাছ থেকে না শুনতে পেলে লোকেরা এটা গ্রহণ করবেনা, এমন কেহকে বলতে হবে যে আমার পরিবারের লোক। অতঃপর তিনি আলীকে (রাঃ) ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ সূরার এই অংশটুকু তুমি সাথে নিয়ে যাও এবং কুরবানীর দিন যখন সবাই মিনায় সমবেত হবে তখন তাদেরকে জানিয়ে দিবে ঃ কোনো অবিশ্বাসী কাফির কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। এ বছরের পরে আর কোন মূর্তিপূজক হাজ্জ করতে অনুমতি পাবেনা। বস্ত্রহীন অবস্থায় কেহ কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা। আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যাদের চুক্তি রয়েছে তার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে। এর পরে আর মেয়াদ বাড়ানো হবেনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উট 'আল আযবা' এর উপর সাওয়ার হয়ে আলী (রাঃ) রওয়ানা হন এবং কাফিলার নেতৃত্ব দেয়া আবূ বাকরের (রাঃ) সাথে পথে মিলিত হন। আবূ বাকর (রাঃ) আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি হাজ্জ কাফিলার নেতৃত্ব দেয়ার জন্য এসেছেন, নাকি সফর সঙ্গী হিসাবে এসেছেন? আলী (রাঃ) উত্তরে বললেন, সফর সঙ্গী হিসাবে। তারা উভয়ে চলতে থাকলেন। আবূ বাকর (রাঃ) হাজ্জ কাফিলা নিয়ে যখন পৌঁছেন তখন মাক্কার লোকেরা জাহিলিয়াতের প্রথা অনুযায়ী তাদের তাবুতে স্থান নিয়ে নিয়েছে। কুরবানীর দিন আলী ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং ঘোষনা করেন ঃ হে লোকসকল! কোনো অবিশ্বাসী কাফির কখনও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা। পরের বছর থেকে কোনো মূর্তিপূজক আর হাজ্জ করার অনুমতি পাবেনা। বিবস্ত্র অবস্থায় কেহ কা'বা ঘরের তাওয়াফ করতে পারবেনা এবং যাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তি রয়েছে তা চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

ফলে পরের বছর থেকে কোনো মূর্তিপূজক আর হাজ্জ করেনি কিংবা বস্ত্রহীন অবস্থায় কেহ তাওয়াফ করেনি। মিনার ঘোষনার পর যাদের সাথে কোনো চুক্তি

Contents

ছিলনা তারা এক বছরের জন্য চুক্তি সম্পাদন করে এবং যাদের সাথে চুক্তি ছিল তাদের সাথের চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে। (তাবারী ১৪/১০৭)

৪। কিন্তু হ্যাঁ ঐ সব মুশরিক হচ্ছে স্বতন্ত্র যাদের নিকট থেকে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছ, অতঃপর তারা তোমাদের বিরুদ্ধে কেহকেও সাহায্য করেনি। সুতরাং তাদের সন্ধি চুক্তিতে তাদের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত পূর্ণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীলদের পছন্দ করেন	٤. إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْـًٔا وَلَمْ يُظَٰهِرُوا۟ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓا۟ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

স্বাক্ষরিত চুক্তি উহার মেয়াদকাল পর্যন্ত কার্যকর থাকা

পূর্বে বর্ণিত হাদীসগুলি এবং এই আয়াতের বিষয়বস্তু একই। এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যাদের সাথে সাধারণভাবে (কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট না করে) সন্ধি (চুক্তি) ছিল তাদেরকেতো চার মাসের অবকাশ দেয়া হয়, এর মধ্যে তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যেতে পারবে। আর যাদের সাথে কোন একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সন্ধি-চুক্তি হয়েছে ঐসব চুক্তি ঠিক থাকবে, যদি তারা চুক্তির শর্তাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তারা নিজেরাও মুসলিমদেরকে কোন কষ্ট দেয়না এবং মুসলিমদের শত্রুদেরকেও সাহায্য সহযোগিতা করেনা। যারা ওয়াদা বা অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন ও পছন্দ করেন।

৫। অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর, তাদেরকে ধরে ফেল, তাদেরকে অবরোধ করে রাখ	٥. فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ

এবং তাদের সন্ধানে ঘাঁটিসমূহে অবস্থান কর। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে, সালাত আদায় করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমা পরায়ণ, পরম করুণাময়।	وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ

যুদ্ধের প্রস্তুতিমূলক আয়াত

মুজাহিদ (রহঃ), আমর ইব্‌ন সুআইব (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইবন যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) বলেন, চার মাসের ব্যাপারে উক্তি করা হয়েছে যে, যে মাসগুলিতে মুশরিকরা মুক্তি লাভ করেছিল এবং তাদেরকে বলা হয়েছিল- এর পরে তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে তা সূরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে। এই সূরারই অন্য আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে, যা পরে আসছে। মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যাবে তখন ঐ মুশরিকদের যেখানেই পাবে সেখানেই তাদের সাথে যুদ্ধ করে হত্যা কর, তাদেরকে পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ঘাঁটিস্থলসমূহে তাদের সন্ধানে অবস্থান কর।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ 'যেখানেই পাবে।' সুতরাং এটা সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের যেখানেই পাবে তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর ইত্যাদি। কিন্তু প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, এটা সাধারণ নির্দেশ নয়, বরং বিশেষ নির্দেশ। হারাম এলাকায় যুদ্ধ চলতে পারেনা। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمۡ عِندَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمۡ فِيهِۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمۡ فَٱقۡتُلُوهُمۡ ...

Contents

এবং তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর; অবিশ্বাসীদের জন্য এটাই প্রতিফল। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯১) অর্থাৎ তোমাদেরকে শুধু এই অনুমতি দেয়া হচ্ছে না যে, তাদেরকে সামনে পেলে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, বরং তোমাদের জন্য এ অনুমতিও রয়েছে যে, তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকেই তাদের খুঁজে খুঁজে আক্রমণ চালাবে, তাদের পথরোধ করে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে অথবা যুদ্ধ করতে বাধ্য করবে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ যদি তারা তাওবাহ করে সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত প্রদান করে তাহলে তাদের রাস্তা খুলে দিবে এবং তাদের উপর থেকে সংকীর্ণতা উঠিয়ে নিবে।' এই আয়াতটিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেই আবূ বাকর (রাঃ) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। মহান আল্লাহ এই আয়াতে ইসলামের রুকনগুলি তরতীব বা বিন্যাস সহকারে বর্ণনা করেছেন। বড় থেকে শুরু করে ছোটর দিকে এসেছেন। ইসলামের সর্বাপেক্ষা বড় রুকন হচ্ছে সালাত, যা মহামহিমান্বিত আল্লাহর হক। সালাতের পরে হচ্ছে যাকাত, যার উপকার ফকীর, মিসকীন ও অভাবগ্রস্তেরা লাভ করে থাকে। এর মাধ্যমে মাখলূকের বিরাট হক, যা মানুষের দায়িত্বে রয়েছে তা আদায় হয়ে যায়। এ কারণেই অধিকাংশ জায়গায়ই আল্লাহ তা'আলা সালাতের সাথে সাথেই যাকাতের উল্লেখ করেছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইব্‌ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমি এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকব যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কেহ উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয়।' (ফাতহুল বারী ১/৯৫, মুসলিম ১/৫৩)

যাহ্‌হাক ইব্‌ন মুজাহিম (রহঃ) বলেন যে, এটা হচ্ছে তরবারীর আয়াত যা মুশরিকদের সাথে কৃত সমস্ত সন্ধি-চুক্তিকে কর্তন করে দিয়েছে। আল আউফী (রহঃ) বলেন, ইব্‌ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি রয়েছে যে, সূরা বারাআত অবতীর্ণ হওয়ার পর কাফিরদের সাথে আর কোন সন্ধি ও চুক্তি অবশিষ্ট থাকেনি।

পূর্বশর্তগুলি সমতার ভিত্তিতে ভেঙ্গে দেয়া হয়। সূরা বারা‘আহ (তাওবাহ) নাযিল হওয়ার পর সমস্ত চুক্তি রাবিউল আখির মাসের দশ তারিখ শেষ হয়ে যায়।

৬। মুশরিকদের মধ্য হতে যদি কেহ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাকে আশ্রয় দান কর, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়; অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও, এই আদেশ এ জন্য যে, এরা এমন লোক যারা জ্ঞান রাখেনা।	٦. وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ

মূর্তি পূজকরা চাইলে তাদের দেশ ত্যাগ করার সুযোগ দিতে হবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ আমি তোমাকে যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছি তাদের মধ্য হতে কেহ যদি তোমার কাছে নিরাপত্তা প্রার্থনা করে তাহলে তুমি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবে ও নিরাপত্তা দিবে, যেন তারা কুরআনুল কারীম শুনতে পায় ও তোমার কথা শোনার সুযোগ লাভ করে। আর তারা দীনের তালীম অবগত হয় এবং আল্লাহর দীনের দা‘ওয়াতের পরিপূর্ণতা লাভ করে। ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ অতঃপর নিরাপত্তার মাধ্যমেই তাদেরকে তাদের স্বদেশে নির্ভয়ে পাঠিয়ে দিবে, যেন তারা তাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে যেতে পারে। (তাবারী ১৪/১৩৯) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ এর ফলে হয়ত চিন্তা ভাবনা করে তারা সত্য দীন কবূল করে নিবে। এটা এ কারণে যে, তারা অজ্ঞ ও মূর্খ লোক। সুতরাং তাদের কাছে দীনী শিক্ষা পৌঁছে দাও যাতে আল্লাহর দা‘ওয়াত সর্বত্র ছড়িয়ে পরে।

এ আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে ঃ যদি কেহ তোমার কাছে ধর্মীয় কথা শোনার জন্য আসে সে নিরাপত্তা লাভ করবে যে পর্যন্ত সে আল্লাহর কালাম না শোনে এবং যেখান থেকে সে এসেছিল সেখানে নিরাপদে ফিরে যায়। এ জন্যই, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দীন বুঝার জন্য বা কোন বার্তা নিয়ে আসত তাকে তিনি নিরাপত্তা দান করতেন। হুদাইবিয়ার সন্ধির বছর এটাই হয়েছিল। কুরাইশের যত দূত এসেছিল তাদের কোন ভয় বা বিপদ ছিলনা। উরওয়া ইব্‌ন মাসঊদ, মিকরাম ইব্‌ন হাফস, সুহাইল ইব্‌ন আমর প্রমুখ একের পর এক আসতে থাকে। এখানে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মুসলিমদের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন তাদের দৃষ্টিগোচর হয় যা রোম সম্রাট কাইসার এবং পারস্য সম্রাট কিসরার দরবারেও তারা দেখতে পায়নি। এ কথা তারা তাদের কাওমের কাছে গিয়ে বর্ণনা করে। সুতরাং এ বিষয়টিও বহু লোকের হিদায়াতের মাধ্যম হয়েছিল। ভণ্ড নাবী মুসাইলামা কায্‌যাবের দূত যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করে তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তুমি মুসাইলামার রিসালাতকে স্বীকার করেছ?' সে উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ।' তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আমার নিকট দূতকে হত্যা করা যদি নাজায়িয না হত তাহলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।' (ইব্‌ন হিশাম ৪/২৪৭) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদের (রাঃ) কুফার শাসক থাকার সময় ঐ লোকটিকে (ইব্‌ন আন নাওওয়াহাহ) শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ) যখন অবহিত হন যে, সে তখনও মিথ্যুক মুসাইলামাকে নাবী বলে স্বীকারকারী তখন তাকে ডেকে পাঠান এবং বলেন ঃ 'এখন তুমি দূত নও। সূতরাং এখন তোমাকে হত্যা করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।' অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়। তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হোক!

মোট কথা, যদি কোন অমুসলিম দেশ থেকে কোন দূত বা ব্যবসায়ী অথবা সন্ধি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি কিংবা জিযিয়া আনয়নকারী ব্যক্তি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করে এবং ইমাম বা নায়েবে ইমাম তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেন তাহলে যে পর্যন্ত সে ইসলামী রাষ্ট্রে অবস্থান করবে এবং স্বদেশে না পৌঁছবে সেই পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হারাম।

৭। এই (কুরাইশ) মুশরিকদের অঙ্গীকার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট কি	٧. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ

عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِۦٓ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَـٰهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَـٰمُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

রূপে (বলবৎ) থাকবে যদি না তাদের সাথে তোমরা মাসজিদুল হারামের সন্নিকটে অঙ্গীকার নিয়ে থাক? অতএব যে পর্যন্ত তারা তোমাদের সাথে সরলভাবে থাকে, তোমরাও তাদের সাথে সরলভাবে থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সংযমশীলদের পছন্দ করেন।

মূর্তি পূজকরা শির্ক ও কুফরী পরিত্যাগ করার নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত হুকুমের হিকমাত বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, মুশরিকদেরকে চার মাস অবকাশ দেয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দানের কারণ এই যে, তারা শির্ক ও কুফরী পরিত্যাগ করছেনা এবং সন্ধি ও চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিতও থাকছেনা। إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ তবে হ্যাঁ, হুদাইবিয়ার সন্ধি তাদের পক্ষ থেকে যে পর্যন্ত ভেঙ্গে না দেয়া হয় সেই পর্যন্ত তোমরাও তা ভেঙ্গে দিবেনা। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ

তারাইতো কুফরী করেছিল এবং নিবৃত্ত করেছিল তোমাদেরকে মাসজিদুল হারাম হতে এবং বাধা দিয়েছিল কুরবানীর জন্য আবদ্ধ পশুগুলিকে যথাস্থানে পৌঁছতে। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৫) হুদাইবিয়ায় দশ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাস হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তির মেয়াদ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি ভেঙ্গে দেয়া হয়। তাদের মিত্র বানু বকর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিত্র খুযাআ'র উপর আক্রমণ চালান, এমন কি হারাম এলাকায়ও তাদেরকে হত্যা করে। এটার উপর ভিত্তি করেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি

ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীর রামাযান মাসে কুরাইশদের উপর আক্রমণ চালান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে মাক্কা মুকাররমার উপর বিজয় দান করেন এবং তাদের উপর তাঁকে ক্ষমতার অধিকারী করেন। তিনি বিজয় ও ক্ষমতা লাভ করার পর তাদের মধ্যে যারা ইসলাম কবূল করে তাদেরকে আযাদ করে দেন। তাদেরকেই طُلَقَاءُ বা মুক্ত বলা হয়। তারা সংখ্যায় প্রায় দু' হাজার ছিল। আর যারা কুফরীর উপরই ছিল এবং এদিক ওদিক পালিয়ে গিয়েছিল, বিশ্ব শান্তির দূত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে সাধারণভাবে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন এবং মাক্কায় আগমনের ও সেখানে নিজ নিজ বাড়ীতে অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, চার মাস পর্যন্ত তারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আসা-যাওয়া করতে পারে। তাদের মধ্যেই ছিলেন সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রাঃ) ও ইকরিমাহ ইব্ন আবূ জাহল (রাঃ) প্রমুখ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দান করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিটি কাজে ও পরিমাপ করণে প্রশংসিত।

٨. كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا۟
عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا۟ فِيكُمْ إِلًّا
وَلَا ذِمَّةً ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفْوَٰهِهِمْ
وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ
فَٰسِقُونَ

৮। কি করে চুক্তি রক্ষা হবে, যদি অবস্থা এই হয় যে, তারা যদি তোমাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে তাহলে তোমাদের আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবেনা এবং অঙ্গীকারেরও না। তারা তোমাদেরকে নিজেদের মুখের কথায় সন্তুষ্ট রাখে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই ফাসিক।

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের প্রতারণা এবং তাদের অন্তরের শত্রুতা থেকে মুসলিমদেরকে সতর্ক করছেন, যেন তারা তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব না রাখে। তারা যেন তাদের কথা ও অঙ্গীকারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না থাকে। তাদের কুফরী ও শির্ক তাদেরকে তাদের ওয়াদার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দিবেনা। তারাতো সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ক্ষমতা পেলে তারা অশান্তি সৃষ্টি করবে, হত্যা যজ্ঞ

চালাবে। তারা আত্মীয়তার মর্যাদাও রক্ষা করবেনা এবং ওয়াদা অঙ্গীকারেরও কোন পরওয়া করবেনা। তারা তাদের সাধ্যমত তোমাদেরকে কষ্ট দিবে এবং এতে তৃপ্তি লাভ করবে।

৯। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে নগণ্য মূল্যে বিক্রি করেছে এবং তারা আল্লাহর পথ থেকে (মু'মিনদেরকে) সরিয়ে রেখেছে। নিশ্চয়ই তাদের কাজ অতি মন্দ।	٩. ٱشۡتَرَوۡاْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦٓۚ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ
১০। তারা কোন মু'মিনের সাথে আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা করেনা এবং না অঙ্গীকারের; আর তারাই সীমা লংঘনকারী।	١٠. لَا يَرۡقُبُونَ فِي مُؤۡمِنٍ إِلࣰّا وَلَا ذِمَّةࣰۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُعۡتَدُونَ
১১। অতঃপর যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদের দীনী ভাই; আর আমি জ্ঞানী লোকদের জন্য বিধানাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে থাকি।	١١. فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ وَنُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمࣲ يَعۡلَمُونَ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের নিন্দার সাথে সাথে মু'মিনদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলছেন যে, اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً ঐ কাফিরেরা নগণ্য ও নশ্বর দুনিয়াকে মনোরম ও চিরস্থায়ী আখিরাতের বিনিময়ে পছন্দ করে নিয়েছে। তারা নিজেরাও আল্লাহর পথ থেকে সরে রয়েছে এবং

মু'মিনদেরকেও ঈমান থেকে ফিরিয়ে রেখেছে। إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ. لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً তাদের আমল অতি জঘন্য। তারা মু'মিনদের শুধু ক্ষতিই করতে চায়। তারা না কোন আত্মীয়তার খেয়াল রাখে, না চুক্তির কোন পরোয়া করে। তারা সীমালংঘন করেছে। তবে হ্যাঁ, হে মু'মিনগণ! এখনও যদি তারা তাওবাহ করে এবং সালাত আদায় করে ও যাকাত দেয় তাহলে তারা তোমাদেরই লোক হয়ে যেতে পারে।

... فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ যদি তারা তাওবাহ করে অর্থাৎ মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে এবং সালাত আদায়কারী ও যাকাতদাতা হয়ে যায় তাহলে (হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। তারা তখন তোমাদেরই দীনী ভাই। ইমাম বাযযার (রহঃ) বলেন ঃ 'আমার ধারণায় فَارَقَهَا وَهُوَ عَنْهُ رَاضٍ (অর্থাৎ সে দুনিয়া হতে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হল যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট) এখান থেকেই মারফূ' হাদীস শেষ এবং বাকী অংশটুকু বর্ণনাকারী রাবী ইব্ন আনাসের (রহঃ) কথা। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

১২। আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথগুলিকে ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তাহলে তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (এই অবস্থায়) তাদের শপথ রইলনা, হয়তো তারা বিরত থাকবে।

١٢. وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَـٰنَهُم مِّنۢ بَعۡدِ عَهۡدِهِمۡ وَطَعَنُواْ فِى دِينِكُمۡ فَقَـٰتِلُوٓاْ أَئِمَّةَ ٱلۡكُفۡرِ ۙ إِنَّهُمۡ لَآ أَيۡمَـٰنَ لَهُمۡ لَعَلَّهُمۡ يَنتَهُونَ

মুশরিকরা তাদের শপথের কোনই মূল্য রাখেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে মুশরিকদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদে তোমাদের চুক্তি হয়েছে তারা যদি তাদের শপথ ভেঙ্গে দিয়ে ওয়াদা ও চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি দোষারোপ করে তাহলে তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর।

Contents

এ জন্যই আলেমগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দিবে বা দীনের উপর দোষারোপ করবে কিংবা ঘৃণার সাথে এর উল্লেখ করবে তাকে হত্যা করতে হবে।

তাদের শপথের কোনই মূল্য নেই। তাদেরকে কুফরী, শির্ক ও বিরুদ্ধাচরণ হতে ফিরিয়ে আনার এটাই পন্থা। কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ মুরুব্বীজন বলেন যে, কুফরীর অগ্রনায়ক হচ্ছে আবূ জাহল, উৎবা, শাইবাহ, উমাইয়া ইব্ন খালফ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ। একদা সা’দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) খারেজীদের একটি লোকের পাশ দিয়ে গমন করেন। ঐ খারেজী সা’দের (রাঃ) প্রতি ইঙ্গিত করে বলে ঃ ‘ইনি হচ্ছেন কুফরীর অগ্রনায়ক।’ তখন সা’দ (রাঃ) বলেন ঃ ‘তুমি মিথ্যা বলছ। আমি বরং কুফরীর অগ্রনায়কদেরকে হত্যা করেছি।’ হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, এর পরে এই আয়াতওয়ালাদেরকে হত্যা করা হয়নি। (তাবারী ১৪/১৫৬) আলী (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত আছে। সঠিক কথা এই যে, শানে নুযূল হিসাবে এই আয়াত দ্বারা মুশরিক কুরাইশ উদ্দেশ্য হলেও আয়াতটি ‘আম’ বা সাধারণ। হুকুমের দিক দিয়ে তারা এবং অন্যান্য সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। ওয়ালিদ ইব্ন মুসলিম (রহঃ) বলেন যে, সাফওয়ান ইব্ন আমর (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ বাকর (রাঃ) সিরিয়া অভিমুখে সেনাবাহিনী প্রেরণ করার সময় তাদেরকে বলেন ঃ ‘তোমরা সেখানে এমন কতকগুলো লোককে দেখতে পাবে যাদের মাথা কামানো রয়েছে। তোমরা ঐ শাইতানের দলকে তরবারী দ্বারা হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহর শপথ! তাদের একজন লোককে হত্যা করা অন্য সত্তরজন লোককে হত্যা করা অপেক্ষা আমার নিকট অধিক পছন্দীয়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ ‘তোমরা কুফরের অগ্রনায়কদেরকে হত্যা কর।’ (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৭৬১)

১৩। তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবেনা যারা নিজেদের শপথগুলিকে ভঙ্গ করেছে, আর রাসূলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে	١٣. أَلَا تُقَـٰتِلُونَ قَوۡمًا نَّكَثُوٓاْ أَيۡمَـٰنَهُمۡ وَهَمُّواْ بِإِخۡرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم

আক্রমন করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছ? বস্তুতঃ আল্লাহকেই তোমাদের ভয় করা উচিত, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাক।	بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
১৪। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, আর তোমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী করবেন এবং মু'মিনের অন্তরসমূহকে প্রশান্ত ও ঠান্ডা করবেন।	١٤. قَٰتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
১৫। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্ষোভ দূর করে দিবেন এবং যার প্রতি ইচ্ছা, আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন, আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।	١٥. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দান

আল্লাহ তা'আলা এখানে মুসলিমদেরকে পূর্ণ মাত্রায় জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করে বলছেন, এই চুক্তি ও শপথ ভঙ্গকারী কাফির ওরাই যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেশান্তর করার পূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۖ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَٰكِرِينَ

আর স্মরণ কর, যখন কাফিরেরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত করবে। তারাও ষড়যন্ত্র করতে থাকুক এবং আল্লাহও (স্বীয় নাবীকে বাঁচানোর) কৌশল করতে থাকেন, আল্লাহ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ কৌশলী। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩০) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

تُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ۙ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ

রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ১)

وَإِن كَادُوا۟ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا

তারা তোমাকে দেশ হতে উৎখাত করার চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল তোমাকে সেখান হতে বহিস্কার করার জন্য। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৬)

বিবাদ সৃষ্টি প্রথমে তারাই করেছে। বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে, যে দিন তারা তাদের বাণিজ্যিক কাফেলাকে সাহায্য করার উদ্দেশে বের হয়েছিল। তাদের যাত্রীদলতো নির্বিঘ্নে কা'বা পৌঁছে গেল। কিন্তু তারা দম্ভ ও অহংকারের সাথে মুসলিমদেরকে পরাস্ত করার উদ্দেশে বদর প্রান্তরে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর পূর্ণ ঘটনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তারা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, খুযাআ'র বিরুদ্ধে বানু বাকরকে সাহায্য করে। এই ওয়াদা খেলাফের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে পদানত করেন। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ তোমরা এই (অপবিত্র) লোকদেরকে ভয় করছ? তোমরা যদি মু'মিন হও তাহলে আমাকে ছাড়া আর কেহকেও ভয় করা তোমাদের উচিত নয়। তিনি এরই হকদার যে, মু'মিনরা শুধুমাত্র তাঁকেই ভয় করবে। অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তাদেরকে ভয় করনা বরং আমাকেই ভয় কর। আমার প্রতাপ, আমার আধিপত্য, আমার শাস্তি, আমার ক্ষমতা এবং আমার অধিকার অবশ্যই এই যোগ্যতা রাখে যে, সর্ব সময়ে প্রতিটি অন্তর আমার ভয়ে কাঁপতে থাকবে। সমুদয় কাজ কারবার আমার হাতে রয়েছে। আমি যা চাই তা করতে পারি এবং করে থাকি। আমার ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হতে পারেনা।'

মুসলিমদের উপর জিহাদ ফার্‌য হওয়ার রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এই কাফির ও মুশরিকদেরকে যে কোন শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু হে মু'মিনরা! তিনি তোমাদের হাত দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। তাদেরকে তোমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দাও, যাতে তোমাদের মনের ঝাল ও আক্রোশ মিটে যায় এবং তোমাদের মনে প্রশান্তি নেমে আসে ও প্রফুল্লতা লাভ কর। এটা সমস্ত মু'মিনের জন্য সাধারণ। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ দ্বারা খুযাআ গোত্রকে বুঝানো হয়েছে যাদের উপর কুরাইশরা সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করে তাদের মিত্রদের সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণ চালিয়েছিল। (তাবারী ১৪/১৬১)

ঐ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যকার যার প্রতি ইচ্ছা হয় তার তাওবাহ কবূল করে থাকেন। বান্দাদের জন্য কল্যাণকর কি তা তিনি ভালরূপেই জানেন। তিনি তাঁর সমস্ত কাজ-কর্মে, সমস্ত শরঈ বিধানে ও সমস্ত হুকুম করায় অতি নিপুণ ও বিজ্ঞানময়। তিনি যা চান তাই করেন এবং যা ইচ্ছা করেন তাই নির্দেশ দেন। তিনি ন্যায় বিচারক ও হাকিম। তিনি অত্যাচার করা থেকে পবিত্র। তিনি অণু পরিমাণও ভাল বা মন্দ নষ্ট করেননা, বরং তার প্রতিদান দুনিয়ায় ও আখিরাতে দিয়ে থাকেন।

١٦. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا۟ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ	**১৬। তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমাদেরকে এভাবেই ছেড়ে দেয়া হবে? অথচ আল্লাহতো এখনও তোমাদেরকে পরীক্ষা করেননি যে, কারা তোমাদের মধ্য হতে জিহাদ করেছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ ছাড়া অন্য কেহকেও অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে গ্রহণ করেনি? আর আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কর্মের পূর্ণ খবর রাখেন।**

জিহাদে অংশ নেয়া প্রকৃত মুসলিমের পরিচয়

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً হে মু’মিনগণ! এটা সম্ভব নয় যে, আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব, অথচ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবনা এবং দেখবনা যে, তোমাদের মধ্যে ঈমানের দাবীতে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী। সুতরাং ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ঐ ব্যক্তি যে জিহাদে অগ্রগামী হয়ে অংশ নেয় এবং প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মঙ্গল কামনা করে ও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

الٓمٓ. أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ. وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلۡكَٰذِبِينَ

আলিফ লাম মীম, মানুষ কি মনে করেছে যে, ‘আমরা ঈমান এনেছি’ এ কথা বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? আমিতো তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আনকাবূত, ২৯ ঃ ১-৩)

আর এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা এ বিষয়টিকেই أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواالْجَنَّةَ ... এই শব্দে বর্ণনা করেছেন। (৩ ঃ ১৪২) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ঃ

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمۡ عَلَيۡهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلۡخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ

সৎকে অসৎ (মুনাফিক) হতে পৃথক না করা পর্যন্ত আল্লাহ মু’মিনদেরকে, তারা যে অবস্থায় আছে ঐ অবস্থায় রেখে দিতে পারেননা। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৭৯) সুতরাং শারীয়াতে জিহাদের বিধান দেয়ার এটাও একটা হিকমাত যে, এর দ্বারা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য ও তারতম্য হয়ে যায়। যদিও আল্লাহ সবকিছুই অবগত আছেন, যা হবে সেটাও তিনি জানেন, যা হয়নি সেটাও জানেন,

আর যখন হবে তখন ওটা কিভাবে হবে সেটাও তিনি অবগত রয়েছেন। কোন কিছু হওয়ার পূর্বেই ওর জ্ঞান তাঁর থাকে এবং প্রত্যেক জিনিসেরই অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তবুও তিনি দুনিয়ায়ও ভাল-মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যা প্রকাশ করে দিতে চান। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদও নেই এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন রাব্বও নেই। তাঁর ফাইসালা ও ইচ্ছাকে কেহই পরিবর্তন করতে পারেনা।

১৭। মুশরিকরা যখন নিজেরাই নিজেদের কুফরী স্বীকার করে তখন তারা আল্লাহর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে এমনতো হতে পারেনা। তারা এমন যাদের সমস্ত কাজ ব্যর্থ; এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।	١٧. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ شَـٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَـٰلِدُونَ
১৮। আল্লাহর মাসজিদগুলি সংরক্ষণ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কেহকেও ভয় করেনা। আশা করা যায় যে, এরাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।	١٨. إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

Contents

মূর্তি পূজকরা মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللهِ যারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করে তারা আল্লাহর মাসজিদগুলি আবাদ করার যোগ্যই নয়। তারাতো মুশরিক! আল্লাহর ঘরের সাথে তাদের কি সম্পর্ক? **مَسَاجِد** শব্দটিকে **مَسْجِد** ও পড়া হয়েছে। এর দ্বারা মাসজিদুল হারামকে বুঝানো হয়েছে, যা দুনিয়ার মাসজিদসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী। এটা প্রথম দিন থেকে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের জন্যই নির্মিত হয়েছে। আল্লাহর খলীল ইবরাহীম (আঃ) এ ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এ লোকগুলো নিজেদের অবস্থার দ্বারা ও কথার দ্বারা নিজেদের কুফরীর স্বীকারোক্তিকারী। যেমন সুদ্দী (রহঃ) বলেন, তুমি যদি খৃষ্টানকে জিজ্ঞেস কর, 'তোমার ধর্ম কি?' সে অবশ্যই উত্তরে বলবে ঃ 'আমি খৃষ্টান ধর্মের লোক।' ইয়াহুদীকে তার ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলবে ঃ 'আমি ইয়াহুদী ধর্মাবলম্বী।' সাবীকে জিজ্ঞেস করলে সেও বলবে ঃ 'আমি সাবী।' এই মুশরিকরাও বলবে, 'আমরা মুশরিক।' (তাবারী ১৪/১৬৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ তাদের সমস্ত আমল বিফল হয়ে গেল। কারণ তারা আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করেছে। চিরদিনের জন্য তারা জাহান্নামী হয়ে গেল। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا لَهُمۡ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمۡ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوۡلِيَآءَهُۥٓۚ إِنۡ أَوۡلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ

কিন্তু তাদের কি বলার আছে যে জন্য আল্লাহ তাদের শাস্তি দিবেননা, যখন তারা মাসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে, অথচ তারা মাসজিদুল হারামের তত্ত্বাবধায়ক নয়? আল্লাহভীরু লোকেরাই উহার তত্ত্বাবধায়ক, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক এটা অবগত নয়। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৩৪) হ্যাঁ, আল্লাহর ঘরের আবাদ হবে মু'মিনদের দ্বারা। সুতরাং যাদের দ্বারা আল্লাহর ঘর আবাদ হয়, কুরআন কারীম হচ্ছে তাদের ঈমানের সাক্ষী।

Contents

মুসলিমরাই হবে মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী

আল্লাহ বলেন ঃ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ আল্লাহ তা'আলা তাদের ঈমানের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যারা তাঁর ঘর মাসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করে। আমর ইব্ন মাইমূন আউদী (রহঃ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণকে বলতে শুনেছি ঃ 'ভূ-পৃষ্ঠের মাসজিদগুলি আল্লাহর ঘর। যারা এখানে আসবে, আল্লাহর হক হচ্ছে তাদেরকে মর্যাদা দেয়া।' আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর মাসজিদগুলি আবাদ করা তাদেরই কাজ, যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামাতের দিনের প্রতি ঈমান আনে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তারা সালাত প্রতিষ্ঠিত করে। এরাই হচ্ছে সুপথপ্রাপ্ত লোক এবং এরাই হচ্ছে একাত্মবাদী ও ঈমানদার। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৭৯) এখানে অর্থ হবে, হে নাবী! এটা নিশ্চিত কথা যে, আল্লাহ তোমাকে মাকামে মাহমূদে পৌঁছে দিবেন। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহর কালামে عَسَى শব্দটি সত্য ও নিশ্চয়তার জন্য এসে থাকে। (তাবারী ১৪/১৬৭)

১৯। তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়; যারা সীমা লংঘনকারী	١٩. أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِّ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَجَـٰهَدَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُۥنَ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا

তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেননা।	يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّٰلِمِينَ
২০। যারা ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে, আর নিজেদের ধন ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে তারা মর্যাদায় আল্লাহর কাছে অতি বড়, আর তারাই হচ্ছে পূর্ণ সফলকাম।	٢٠. ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَآئِزُونَ
২১। তাদের রাব্ব তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে সুসংবাদ দিচ্ছেন রাহমাতের ও অতি সন্তুষ্টির, আর এমন জান্নাতের যার মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী নি'আমাত থাকবে।	٢١. يُبَشِّرُهُمۡ رَبُّهُم بِرَحۡمَةٖ مِّنۡهُ وَرِضۡوَٰنٖ وَجَنَّٰتٖ لَّهُمۡ فِيهَا نَعِيمٞ مُّقِيمٌ
২২। ওর মধ্যে তারা অনন্তকাল থাকবে, নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট রয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।	٢٢. خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ

মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা হাজীদের পানি পান করানোকারী কখনও মু'মিন ও মুজাহিদের সমান নয়

এর তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কাফিরেরা বলত ঃ 'বাইতুল্লাহর খিদমাত করা এবং হাজীদেরকে পানি পান করানো ঈমান ও জিহাদ হতে উত্তম। যেহেতু আমরা এ দু'টি খিদমাত আঞ্জাম দিচ্ছি সেহেতু আমাদের চেয়ে উত্তম আর

কেহই হতে পারেনা।' আল্লাহ তা'আলা এখানে তাদের অহংকার ও দম্ভ এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ

قَدْ كَانَتْ ءَايَـٰتِى تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَـٰبِكُمْ تَنكِصُونَ.

مُسْتَكْبِرِينَ بِهِۦ سَـٰمِرًا تَهْجُرُونَ

আমার আয়াত তোমাদের কাছে পাঠ করা হত, কিন্তু তোমরা পিছন ফিরে সরে পড়তে দম্ভ ভরে, এ বিষয়ে অর্থহীন গল্প গুজব করতে। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৬৬-৬৭) সুতরাং তোমাদের এসব গর্ব ও অহংকার বাজে ও অযৌক্তিক। এমনিতেইতো আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম, তদুপরি তোমাদের মুকাবিলায় এর গুরুত্ব আরও বেশী। কেননা তোমাদের যে কোন সৎকর্মকেই শির্ক ধ্বংস করে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এ দু'টি দল কখনও সমান হতে পারেনা। এই মুশরিকরা নিজেদেরকে আল্লাহর ঘরের আবাদকারী বলছে বটে, কিন্তু আল্লাহ তাদের নামকরণ করছেন যালিমরূপে। তাঁর ঘরের যে খিদমাত তারা করছে তা সম্পূর্ণ বৃথা বলে তিনি ঘোষণা করলেন। (তাবারী ১৪/১৭০)

আব্বাস (রাঃ) বদরের যুদ্ধে মুসলিমদের হাতে বন্দী থাকার সময় মুসলিমরা তাকে শির্কের কারণে নিন্দা করলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'তোমরা যদি ইসলাম ও জিহাদে অংশ গ্রহণ করে থাক তাহলে আমরাওতো কা'বা ঘরের খিদমাত এবং হাজীদেরকে পানি পান করানোর কাজে ছিলাম।' তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, শির্কের অবস্থায় যে সাওয়াবের কাজ করা হয় তার সবই বিফলে যায়। বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন আব্বাসের (রাঃ) সাথে কথা কাটাকাটি শুরু করেন তখন তিনি তাদেরকে বলেন ঃ 'আমরা মাসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লী ছিলাম, গোলামদেরকে আমরা আযাদ করতাম, আমরা বাইতুল্লাহর উপর গিলাফ চড়াতাম এবং হাজীদেরকে পানি পান করাতাম।' তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَوُونَ عِندَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ *তোমরা কি হাজীদের পানি পান করানোকে এবং মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করাকে তাদের সমান সাব্যস্ত করে রেখেছ যারা আল্লাহ ও কিয়ামাত*

দিবসের প্রতি ঈমান আনে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করে? তারা আল্লাহর সমীপে সমান নয়; যারা সীমা লংঘনকারী তাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেননা। অর্থাৎ তাদের ঐ সমস্ত কাজ তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য হবেনা, যদি ঐ সময় তারা শির্কের ভিতরে লিপ্ত থাকে। (তাবারী ১৪/১৭০) যাহহাক ইব্ন মুযাহিম (রহঃ) বলেন, আব্বাস (রাঃ) এবং তার সঙ্গীরা যখন বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়ে আসেন তখন মুসলিমরা তাদেরকে শির্ক করার জন্য কটাক্ষ করছিলেন। তখন আব্বাস (রাঃ) বলেছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমরাতো মাসজিদুল হারামের রক্ষণাবেক্ষণ করতাম, দেনাদারকে তার দেনা থেকে মুক্ত করতাম, কা'বা ঘরের গিলাফ পড়াতাম এবং হাজীদেরকে পানি পান করাতাম। তার এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন। (তাবারী ১৪/১৭২)

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ এ আয়াতের তাফসীরে একটি মারফূ' হাদীসও এসেছে যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। নু'মান ইব্ন বাশীর আল আনসারী (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক দল সাহাবীর সাথে তাঁর মিম্বরের নিকট বসেছিলাম। তাদের মধ্যে একজন লোক বলেন ঃ 'ইসলাম গ্রহণের পর হাজীদেরকে পানি পান করানো ছাড়া আমি আর কোন আমল না করলেও আমার কোন পরওয়া নেই।' অন্য একটি লোক মাসজিদে হারামের আবাদ করার কথা বললেন। তৃতীয় এক ব্যক্তি বললেন ঃ 'তোমরা দু'জন যে আমলের কথা বললে তার চেয়ে জিহাদই উত্তম।' তখন উমার (রাঃ) তাঁদেরকে ধমক দিয়ে বললেন ঃ 'তোমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিম্বরের নিকট উচ্চৈঃস্বরে কথা বলনা।' ওটা ছিল জুমু'আর দিন। উমার (রাঃ) তাঁদেরকে বলেন ঃ 'জুমু'আর সালাত আদায় করার পর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করব।' তিনি তাই করেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ হতে وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ পর্যন্ত আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (মুসলিম ১৮৭৯)

২৩। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের পিতাদেরকে ও ভাইদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ	٢٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ لَا

Contents

تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمۡ وَإِخۡوَٰنَكُمۡ أَوۡلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ	করনা যদি তারা ঈমানের মুকাবিলায় কুফরকে প্রিয় মনে করে; আর তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখবে, বস্তুতঃ ঐ সব লোকই হচ্ছে বড় অত্যাচারী।
٢٤. قُلۡ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ وَإِخۡوَٰنُكُمۡ وَأَزۡوَٰجُكُمۡ وَعَشِيرَتُكُمۡ وَأَمۡوَٰلٌ ٱقۡتَرَفۡتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٞ تَخۡشَوۡنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرۡضَوۡنَهَآ أَحَبَّ إِلَيۡكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٖ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأۡتِيَ ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِۦۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡفَٰسِقِينَ	২৪। (হে নাবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাও ঃ যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ অথবা ঐ গৃহসমূহ যেখানে অতি আনন্দে বসবাস করছ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে যদি (এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক যে পর্যন্ত আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে পথ প্রদর্শন করেননা।

আত্মীয় হলেও কোন কাফিরকে মুসলিমদের সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়

এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করছেন, যদিও তারা তাদের মা-বাবা, ভাই-বোন প্রভৃতি হোক না কেন, যদি তারা ইসলামের উপর কুফরীকে প্রাধান্য দেয়। অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

لَّا تَجِدُ قَوۡمًا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يُوَآدُّونَ مَنۡ حَآدَّ ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ وَلَوۡ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ أَوۡ أَبۡنَآءَهُمۡ أَوۡ إِخۡوَٰنَهُمۡ أَوۡ عَشِيرَتَهُمۡۚ
أُوْلَٰٓئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلۡإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّٰتٖ
تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ

আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় তুমি পাবেনা যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে, হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠি। তাদের অন্তরে (আল্লাহ) ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা; তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ২২)

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন আবূ উবাইদাহ্ ইব্ন জাররাহর (রাঃ) পিতা তার সামনে এসে মূর্তির প্রশংসা করতে শুরু করে। তিনি তাকে বারবার বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বলতেই থাকে। জাররাহ যখন বার বার তার কথা বলে যাচ্ছিল তখন পিতা-পুত্রে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আবূ উবাইদাহ (রাঃ) স্বীয় পিতাকে হত্যা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (বাইহাকী ৯/২৭) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করছেন যে, যারা তাদের পরিবারবর্গকে, আত্মীয়-স্বজনকে এবং স্বগোত্রীয়দেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর প্রাধান্য দেয় তাদেরকে যেন তিনি ভীতি প্রদর্শন করে বলেন ঃ 'যদি তোমাদের পিতাগণ, তোমাদের পুত্রগণ, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের স্বগোত্র, আর ঐ সব ধন-সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর ঐ ব্যবসায় যাতে

তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ, (যদি এই সব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে, তাহলে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ নিজের নির্দেশ পাঠিয়ে দেন, আর আল্লাহ আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের লক্ষ্যস্থল পর্যন্ত পৌছাননা।’

জাররাহ ইব্ন মা’বাদ (রহঃ) তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (তাঁর দাদা) বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে পথ চলছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমারের (রাঃ) হাত ধরা অবস্থায় ছিলেন। উমার (রাঃ) তাঁকে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ! আপনি আমার নিকট আমার প্রাণ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে প্রিয়তম।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘আপনাদের কেহই (পূর্ণ) মু’মিন হতে পারেনা যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় না হই।’ উমার (রাঃ) তখন বললেন ঃ ‘আপনি এখন আমার কাছে আমার জীবন থেকেও প্রিয়।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ ‘হে উমার! আপনি এখন (পূর্ণ মু’মিন) হলেন।’ (ফাতহুল বারী ১১/৫৩২, আহমাদ ৪/৩৩৬)

মুসনাদ আহমাদে ও সুনান আবূ দাঊদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যখন তোমরা *‘ঈনাহ’* (عِيْنَة) (এক প্রকার সুদ) এর লেন-দেন শুরু করবে, বলদ-গাভীর লেজ ধারণ করে চাষাবাদে ব্যস্ত থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন, আর তা দূর হবেনা যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেদের দীনের দিকে ফিরে আসবে।’ (আহমাদ ২/৪২, আবূ দাঊদ ৩৪৬২)

২৫। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে (যুদ্ধে) বহু ক্ষেত্রে বিজয়ী করেছেন এবং হুনাইনের দিনেও। যখন তোমাদেরকে তোমাদের সংখ্যাধিক্য গর্বে উম্মত্ত করেছিল, অতঃপর সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কোনই কাজে আসেনি, আর ভূ-পৃষ্ঠ	٢٥. لَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِى مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْـًٔا وَضَاقَتْ

Contents

প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গেল, অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন পূর্বক পলায়ন করলে।	عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ ثُمَّ وَلَّيۡتُم مُّدۡبِرِينَ
২৬। অতঃপর আল্লাহ নিজ রাসূলের প্রতি এবং অন্যান্য মু'মিনদের প্রতি তাঁর সাকীনা (প্রশান্তি) নাযিল করলেন এবং এমন সৈন্যদল (অর্থাৎ মালাইকা) নাযিল করলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি, আর কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদান করলেন; আর এটা হচ্ছে কাফিরদের কর্মফল।	٢٦. ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمۡ تَرَوۡهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ
২৭। অতঃপর আল্লাহ (ঐ কাফিরদের মধ্য হতে) যাকে ইচ্ছা দয়া প্রদর্শন করেন, আর আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	٢٧. ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অলৌকিকভাবে বিজয় লাভ

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূরা বারাআতের এটাই প্রথম আয়াত যাতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের উপর তাঁর বড় ইহসানের কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহচরদেরকে সাহায্য করে তাদের শত্রুদের উপর তাদেরকে জয়যুক্ত করেন। এটা ছিল একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ফল, মাল ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্যে নয়। আর এটা সংখ্যাধিক্যের কারণেও ছিলনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেন ঃ 'তোমরা হুনাইনের দিনটি স্মরণ কর। সেই

দিন তোমরা তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে কিছুটা গর্ববোধ করেছিলে। তখন তোমাদের অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে! মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক শুধু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে থাকল। ঐ সময়েই আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হল এবং তিনি তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করলেন যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার যে, বিজয় লাভ শুধু আল্লাহর সাহায্যের মাধ্যমেই সম্ভব। তাঁর সাহায্যের ফলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বড় বড় দলের উপর বিজয়ী হয়ে থাকে। আল্লাহর সাহায্য ধৈর্যশীলদের সাথেই থাকে।' এ ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে আমরা ইনশাআল্লাহ এখনই বর্ণনা করছি।

হুনাইনের যুদ্ধ

অষ্টম হিজরীতে মাক্কা বিজয়ের পর শাওয়াল মাসে হুনাইনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মাক্কা বিজয়ের ঘটনা হতে অবকাশ লাভের পর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাথমিক সমুদয় কাজ সম্পাদন করেন, আর এদিকে মাক্কার প্রায় সব লোকই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলকে আযাদও করে দেন। এমতাবস্থায় তিনি অবহিত হন যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সম্মিলিতভাবে একত্রিত হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। তাদের নেতা হচ্ছে মালিক ইব্ন আউফ নাসরী। সাকীফের সমস্ত গোত্রও তাদের সাথে যোগ দিয়েছে। অনুরূপভাবে বানু জাশম এবং বানু সা'দ ইব্ন বাকরও তাদের সাথে রয়েছে। বানু হিলালের কিছু লোকও ইন্ধন যোগাচ্ছে। বানু আমর ইব্ন আমির এবং আউন ইব্ন আমিরের কিছু লোকও তাদের সাথে আছে। এসব লোক একত্রিতভাবে তাদের স্ত্রী, ছেলেমেয়ে এবং বাড়ীর ধন-সম্পদ নিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হল। এমন কি তারা তাদের বকরী ও উটগুলোকেও সাথে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে ১০ হাজার মুহাজির ও আনসারগণকে নিয়ে তাদের মুকাবিলার জন্য রওয়ানা হলেন। মাক্কার প্রায় দু'হাজার নওমুসলিমও তাঁর সাথে যোগ দেন। মাক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী উপত্যকায় উভয় সেনাবাহিনী মুখোমুখী হল। ঐ স্থানটির নাম ছিল হুনাইন।

অতি সকালে আঁধার থাকতেই গুপ্তস্থানে গোপনীয়ভাবে অবস্থানকারী হাওয়াযেন গোত্র মুসলিমদের অজান্তে আকস্মিকভাবে তাঁদেরকে আক্রমণ করে। তারা অসংখ্যা তীর বর্ষণ করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং তরবারী চালনা শুরু করে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় এবং তাঁদের মধ্যে

পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে অগ্রসর হন। ঐ সময় তিনি সাদা খচ্চর *‘আশ-শাহবা’র* উপর সাওয়ার ছিলেন। আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্তুটির লাগামের ডান দিক ধরে ছিলেন এবং আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ) বাম দিক ধারণ করেছিলেন। এ দু’জন গাধাটির দ্রুতগতি প্রতিরোধ করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে নিজের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং মুসলিমদেরকে ফিরে আসার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। তিনি জোর গলায় বলছিলেন ঃ ‘হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এসো, আমি আল্লাহর সত্য রাসূল। আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর।’ ঐ সময় তাঁর সাথে মাত্র আশি থেকে একশ’ জন সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), আলী (রাঃ), ফাযল ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস (রাঃ), আইমান ইব্ন উম্মে আইমান (রাঃ), উসামাহ ইব্ন যায়িদ (রাঃ) প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গ তাঁর সাথেই ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উচ্চৈঃস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাঁর চাচা আব্বাসকে (রাঃ) হুকুম দিলেন যে, তিনি যেন গাছের নীচে বাইআত গ্রণকারীদেরকে পালাতে নিষেধ করেন। সুতরাং আব্বাস (রাঃ) উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন ঃ ‘হে বাবলা গাছের নীচে দীক্ষা গ্রহণকারীগণ! হে সূরা বাকারাহর বহনকারীগণ!’ এ শব্দ যাঁদেরই কাছে পৌঁছলো তাঁরাই চারদিক থেকে লাব্বায়েক লাব্বায়েক বলতে বলতে ঐ শব্দের দিকে দৌড়ে এলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এমন কি কারও উট ক্লান্ত হয়ে থেমে গেলে তিনি স্বীয় বর্ম পরিহিত হয়ে উটের উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়েন এবং পায়ে হেঁটে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির হন। যখন কিছু সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারদিকে একত্রিত হন তখন তিনি আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করতে শুরু করেন। প্রার্থনায় তিনি বলেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ করুন!’ অতঃপর তিনি এক মুষ্টি বালি নেন এবং তা কাফিরদের দিকে নিক্ষেপ করেন। তাদের এমন কেহ বাকী থাকলনা যার চোখে ও মুখে ঐ বালির কিছু না পড়ল। ফলে তারা যুদ্ধ করতে অপারগ হয়ে গেল এবং পরাজয় বরণ করল। এদিকে মুসলিমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। মুসলিমদের বাকী সৈন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে গেলেন।

যাঁরা শত্রুদের পিছনে ছুটেছিলেন তাঁরা তাদের কিছু সংখ্যক লোককে হত্যা করেন এবং অবশিষ্টদেরকে বন্দী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এনে হাযির করেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বারা ইব্‌ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাঁকে একটি লোক বলেন ঃ 'হে আবূ আম্মারাহ (রাঃ)! আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন?' উত্তরে তিনি বলেন ঃ '(এ কথা সত্য বটে) কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পা মুবারক একটুও পিছনে সরেনি। ব্যাপার ছিল এই যে, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা তীর চালনায় উস্তাদ ছিল। আল্লাহর ফযলে আমরা প্রথম আক্রমণেই তাদেরকে পরাস্ত করি। কিন্তু লোকেরা যখন গানীমাতের মালের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা সুযোগ বুঝে পুনরায় তীর বর্ষণ শুরু করে। ফলে মুসলিমদের মধ্যে পলায়নের হিড়িক পড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ! সেদিন দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্ণ সাহস ও বীরত্বপনা! মুসলিম সৈন্যরা পলায়ন করেছে। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরে আছেন এবং তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলছেন ঃ আমি আল্লাহর রাসূল! আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। (ফাতহুল বারী ৬/৮১, মুসলিম ৩/১৪০১)

ثُمَّ أَنَزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ এখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ও মুসলিমদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করার কথা বলছেন এবং আরও বলছেন যুদ্ধে মালাক/ফেরেশ্‌তা প্রেরণের কথা যাঁদেরকে কেহই দেখতে পায়নি।

ইমাম আবূ জা'ফর ইব্‌ন জারীর (রহঃ) (আত-তাবারী) বলেন যে, কাসিম (রহঃ) তাকে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান ইব্‌ন আরাফা (রহঃ) বলেছেন যে, মুতামির ইব্‌ন সুলাইমান (রহঃ) আউফ ইব্‌ন আবী জামিলা আল আরাবী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইব্‌ন বারশানের (রহঃ) ভৃত্য আবদুর রাহমান (রহঃ) থেকে এক মুশরিকের উক্তি নকল করেছেন যে, ঐ মুশরিক বর্ণনা করেছে ঃ 'হুনাইনের দিন যখন আমরা যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের মুখোমুখী হই তখন তাদেরকে আমরা একটি বকরী দোহনে যে সময় লাগে এতটুকু সময়ও আমাদের সামনে টিকতে দেইনি, এর মধ্যেই তারা পরাজিত হয় এবং পালাতে শুরু করে। আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করি। এমতাবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা খচ্চরের উপর সাওয়ার দেখতে পাই। আমরা আরও দেখতে

Contents

পাই যে, কয়েকজন সুন্দর সাদা উজ্জ্বল চেহারার লোক যাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে, 'তোমাদের চেহারাগুলো নষ্ট হোক, তোমরা ফিরে যাও।' তাদের এ কথা বলার সাথে সাথে আমরা দৌড়াতে শুরু করলাম এবং তারা পিছু ধাওয়া করল এবং আমাদের পরাজয় ঘটে যায়। শেষ পর্যন্ত মুসলিমরা আমাদের কাঁধে চেপে বসে।' (তাবারী ১৪/১৮৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ثُمَّ يَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاء وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ হাওয়াযিন গোত্রের বাকী লোকদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হয়। তাদেরও সৌভাগ্য লাভ হয় যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়। ঐ সময় তিনি বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তনের পথে মাক্কার নিকটবর্তী জিরানাহ নামক স্থানে পৌঁছেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে বিশদিন অতিক্রান্ত হয়েছিল। এ জন্যই তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ 'দু'টির মধ্যে যে কোন একটি তোমরা পছন্দ করে নাও, বন্দী অথবা মাল!' তারা বন্দীদেরকে ফিরিয়ে নেয়াই পছন্দ করল। ঐ বন্দীদের ছোট-বড়, নর-নারী, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রভৃতির মোট সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব বন্দীকেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেন এবং তাদের মালকে গানীমাত হিসাবে মুসলিমদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তিনি মাক্কার আযাদকৃত নও মুসলিদেরকেও ঐ মাল থেকে কিছু কিছু প্রদান করেন, যেন তাদের অন্তর পূরাপুরিভাবে ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মালিক ইব্ন আউফ আন নাসরীকেও তিনি একশ'টি উট প্রদান করেন এবং তাকেই তার কাওমের নেতা বানিয়ে দেন, যেমন সে আগেও ছিল। এরই প্রশংসায় সে তার প্রসিদ্ধ কবিতায় বলেছিল ঃ (অনুবাদ) 'আমিতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মত কেহকেও দেখিওনি, শুনিওনি। দান খাইরাতে এবং অপরাধ ক্ষমা করণে তিনি হচ্ছেন বিশ্বের মধ্যে অদ্বিতীয়।

২৮। হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে, আর যদি তোমরা	٢٨. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ

দারিদ্রতার ভয় কর তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন, যদি তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী, বড়ই হিকমাতওয়ালা।	هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦٓ إِن شَآءَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
২৯। যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিনের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজা রূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।	٢٩. قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ

মূর্তি পূজকদের মাসজিদুল হারামে প্রবেশের অধিকার নেই

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র দীনের অনুসারী এবং পাক পবিত্র মুসলিম বান্দাদেরকে হুকুম করছেন যে, তারা যেন ধর্মের দিক থেকে অপবিত্র মুশরিকদেরকে বাইতুল্লাহর পাশে আসতে না দেয়। এই আয়াতটি নবম হিজরীতে অবতীর্ণ হয়। ঐ বছরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলীকে (রাঃ) আবূ বাকরের (রাঃ) সাথে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন ঃ 'হাজ্জের সমাবেশে ঘোষণা করে দাও যে,

Contents

এ বছরের পরে কোন মুশরিক যেন হাজ্জ করতে না আসে এবং কেহ যেন উলঙ্গ হয়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করে।’ শারীয়াতের এই হুকুমকে আল্লাহ তা‘আলা এমনিভাবেই পূর্ণ করে দেন। সেখানে আর মুশরিকদের প্রবেশ লাভের সৌভাগ্য হয়নি এবং এরপরে নগ্ন অবস্থায় কেহ আল্লাহর ঘরের তাওয়াফও করেনি। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) গোলাম ও যিম্মী ব্যক্তিকে এই হুকুমের বহির্ভূত বলেছেন। (মুসনাদ আবদুর রায্যাক ২/২৭১)

মুসলিমদের খালীফা উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) ফরমান জারী করেছিলেন ঃ ‘ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে মুসলিমদের মাসজিদে আসতে দিবেনা।’ এই আয়াতকে (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৮) কেন্দ্র করেই তিনি এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। ‘আতা (রহঃ) বলেন যে, সম্পূর্ণ হারাম এলাকাই মাসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـــذَا (*অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে*) মুশরিকরা যে অপবিত্র, এই আয়াতটিই এর দলীল। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, মু’মিন অপবিত্র হয়না। (ফাতহুল বারী ৩/১৫০) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ তোমরা কোনই ভয় করনা। আল্লাহ তোমাদের আরও বহু পন্থায় দান করবেন। আহলে কিতাবের নিকট থেকে তোমাদের জন্য তিনি জিযিয়া আদায় করিয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে সম্পদশালী করবেন। তোমাদের জন্য কোন্টা বেশি কল্যাণকর তা তোমাদের রাব্বই ভাল জানেন। তাঁর নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা সবটাই নিপুণতাপূর্ণ। এ ব্যবসা তোমাদের জন্য ততটা লাভজনক নয় যতটা লাভজনক তোমাদের জিযিয়া প্রাপ্তি ঐ আহলে কিতাবের নিকট থেকে যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কিয়ামাতকে অস্বীকারকারী। (তাবারী ১৪/১৯৭)

আহলে কিতাবীরা জিযিয়া কর না দিলে তাদের সাথে যুদ্ধ করার আদেশ

আল্লাহ বলেন ঃ قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ

الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ *যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা এবং কিয়ামাত দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলিকে হারাম মনে করেনা যেগুলিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল হারাম বলেছেন, আর সত্য ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) গ্রহণ করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজা রূপে জিযিয়া দিতে স্বীকার করে।* প্রকৃত অর্থে তারা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনলনা তখন কোন নাবীর উপরই তাদের ঈমান রইলনা। বরং তারা নিজেদের প্রবৃত্তির ও তাদের বড়দের অন্ধ বিশ্বাসের পিছনে পড়ে রয়েছে। যদি তাদের নিজেদের নাবীর উপর এবং নিজেদের শারীয়াতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস থাকত তাহলে তারা আমাদের এই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরে অবশ্যই ঈমান আনত। তাঁর শুভাগমনের সুসংবাদতো প্রত্যেক নাবীই দিয়ে গেছেন এবং তাঁর অনুসরণ করার হুকুমও সব নাবীই (আঃ) প্রদান করেছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এই সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করছে। সুতরাং পূর্ববর্তী নাবীগণের শারীয়াতকে মুখে স্বীকার করার কোনই মূল্য নেই। কেননা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন নাবীগণের নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, সর্বশেষ নাবী এবং রাসূলদের পূর্ণকারী। অথচ তারা তাঁকেই অস্বীকার করছে। সুতরাং তাদের সাথেও জিহাদ করতে হবে।

তাদের সাথে জিহাদের হুকুম হওয়ার এটাই প্রথম আয়াত। ঐ সময় পর্যন্ত আশে পাশের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাদের অধিকাংশই তাওহীদের পতাকা তলে আশ্রয় নিয়েছিল। আরাব উপদ্বীপে ইসলাম স্বীয় জায়গা করে নিয়েছিল। এখন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সংবাদ নেয়ার এবং তাদেরকে সত্য পথ দেখানোর নির্দেশ দেয়া হয়। এ হুকুম অবতীর্ণ হয় হিজরী নবম সনে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। জনগণকে তিনি স্বীয় সংকল্পের কথা অবহিত করেন। মাদীনার চতুস্পার্শ্বের আরাবীয়দেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে রোম সাম্রাজ্য অভিমুখে রওয়ানা হন। এই যুদ্ধ থেকে বিমুখ থাকল মুনাফিকরা এবং আরও কিছু সংখ্যক লোক। গরমের মৌসুম ছিল এবং গাছের ফল পেকে গিয়েছিল। রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গমনের ব্যাপারে সিরিয়ার পথ ছিল বহু দূরের পথ এবং ঐ সফর ছিল খুবই কঠিন সফর। তাঁরা তাবূক পর্যন্ত পৌঁছে যান। সেখানে প্রায় বিশ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলার নিকট ইসতিখারা করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। কেননা তাঁদের অবস্থা

ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন এবং তাঁরা খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ইনশাআল্লাহ সত্বরই এর বর্ণনা আসছে।

জিযিয়া কর প্রদান কুফরী ও লাঞ্ছিত হওয়ার নামান্তর

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া দিতে স্বীকৃত হয়, তাদেরকে ছেড়ে দিওনা। সুতরাং মুসলিমদের উপর যিম্মীদের মর্যাদা দেয়া বৈধ নয়। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা ইয়াহুদী ও নাসারাদেরকে প্রথমে সালাম দিওনা এবং যদি পথে তোমাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাদেরকে সংকীর্ণ পথে যেতে বাধ্য কর।' (মুসলিম ৪/১৭০৭) এ কারণেই উমার (রাঃ) তাদের সাথে এরূপই শর্ত করেছিলেন।

আবদুর রাহমান ইব্ন গানাম আশআরী (রাঃ) বলেন, আমি নিজের হাতে চুক্তিনামা লিখে উমারের (রাঃ) নিকট পাঠিয়েছিলাম। চুক্তিপত্রের বিষয় বস্তু হচ্ছে ঃ 'আল্লাহর নামে শুরু করছি। সিরিয়ার অমুক অমুক শহরের খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে আল্লাহর বান্দা ও আমীরুল মু'মিনীন উমারের (রাঃ) প্রতি। যখন আপনারা আমাদের উপর এসে পড়লেন, আমরা আপনাদের নিকট আমাদের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততি ও আমাদের ধর্মের লোকজনদের জন্য নিরাপত্তার প্রার্থনা জানাচ্ছি। আমরা এ নিরাপত্তা চাচ্ছি এ শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে যে, আমরা এই শহরগুলিতে এবং এগুলির আশে পাশে নতুন কোন মন্দির, গীর্জা এবং খানকা নির্মাণ করবনা। এরূপ কোন নষ্ট হয়ে যাওয়া ঘরের মেরামত ও সংস্কারও করবনা। এসব ঘরে যদি কোন মুসলিম মুসাফির অবস্থানের ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা তাকে বাধা দিবনা, তাঁরা রাতেই অবস্থান করুন অথবা দিনেই অবস্থান করুন। আমরা পথিক ও মুসাফিরদের জন্য ওগুলির দরজা (ইবাদাতের জন্য) সব সময় খুলে রাখব। যেসব মুসলিম আগমন করবেন আমরা তিন দিন পর্যন্ত তাঁদের মেহমানদারী করব। আমরা ঐসব ঘরে বা বাসভূমিতে কোন গুপ্তচর লুকিয়ে রাখবনা। মুসলিমদের সাথে কোন প্রতারণা করবনা। নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দিবনা। নিজেরা শির্ক করবনা এবং অন্য কেহকেও শির্কের দিকে আহ্বান করবনা। আমাদের মধ্যে কেহ যদি ইসলাম গ্রহণ করার ইচ্ছা করে তাহলে আমরা তাকে মোটেই বাধা দিবনা। মুসলিমদেরকে আমরা সম্মান করব। যদি

Contents

তাঁরা আমাদের কাছে বসার ইচ্ছা করেন তাহলে আমরা তাঁদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিব। কোন কিছুতেই আমরা নিজেদেরকে মুসলিমদের পোশাক-পরিচ্ছদ, টুপি-পাগড়ী, স্যান্ডেল, চুলের ষ্টাইল, বক্তৃতা, উপনাম ইত্যাদির অনুকরণ করবনা। আমরা তাঁদের কথার উপর কথা বলবনা। আমরা তাঁদের পিতৃপদবী যুক্ত নামে নামকরণ করবনা। জিন্ বিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আমরা সাওয়ার হবনা। আমরা কাঁধে তরবারী লটকাবনা এবং নিজেদের সাথেও তরবারী রাখবনা। অঙ্গুরীর উপর আরাবী নক্শা অংকন করাবনা, মদ বিক্রি করবনা এবং মাথার অগ্রভাগের চুল কেটে ফেলবনা। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমরা আমাদের প্রথাযুক্ত পোশাক পরিধান করব। আমাদের গির্জাসমূহের উপর ক্রুশচিহ্ন প্রকাশ করবনা, আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলি মুসলিমদের যাতায়াত স্থানে এবং বাজারসমূহে প্রকাশিত হতে দিবনা। গীর্জায় উচ্চৈঃস্বরে ঘন্টাধ্বনি বাজাবনা, মুসলিমদের উপস্থিতিতে আমাদের ধর্মীয় পুস্তকগুলি জোরে জোরে পাঠ করবনা, রাস্তাঘাটে নিজেদের চাল চলন ও রীতি নীতি প্রকাশ করবনা, নিজেদের মৃতদের উপর হায়! হায়!! করে উচ্চৈঃস্বরে শোক প্রকাশ করবনা এবং মুসলিমদের চলার পথে মৃতদেহের সাথে চলার সময় বাতি নিয়ে চলবনা। মুসলিমদের কাবরের কাছে আমাদের মৃতদের কাবর দিবনা, যে সমস্ত গোলাম মুসলিমদের হাতে বন্দী হবে তাদেরকে আমরা ক্রয় করবনা। আমরা অবশ্যই মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকব। মুসলিমদের ব্যক্তিগত বিষয়ে গোয়েন্দাগিরী করবনা।’ যখন এই চুক্তি পত্র উমারের (রাঃ) সামনে পেশ করা হল তখন তিনি তাতে আরও একটি শর্ত বাড়িয়ে নিলেন। তা হচ্ছে, ‘আমরা কখনও কোন মুসলিমকে প্রহার করবনা।’ অতঃপর তারা বলল ঃ ‘এসব শর্ত আমরা মেনে নিলাম। আমাদের ধর্মাবলম্বী সমস্ত লোকই এসব শর্তের উপর নিরাপত্তা লাভ করল। এগুলির কোন একটি যদি আমরা ভঙ্গ করি তাহলে আমাদেরকে নিরাপত্তা দানের ব্যাপারে আপনার কোন দায়িত্ব থাকবেনা এবং আপনি আপনার শত্রুদের সাথে যা কিছু করেন, আমরাও ওরই যোগ্য ও উপযুক্ত হয়ে যাব।’ (আল মুহাল্লা ৭/৩৪৬)

৩০। ইয়াহুদীরা বলে ঃ উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে ঃ মাসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের	٣٠. وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ

Contents

মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়), তারাতো তাদের মতই কথা বলছে যারা তাদের পূর্বে কাফির হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে!	ٱبۡنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوۡلُهُم بِأَفۡوَٰهِهِمۡ ۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوۡلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبۡلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤۡفَكُونَ
৩১। তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের পন্ডিত ও ধর্ম যাজকদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে এবং মারইয়ামের পুত্র মসীহকেও। অথচ তাদের প্রতি শুধু এই আদেশ করা হয়েছে যে, তারা শুধুমাত্র এক মা'বূদের ইবাদাত করবে যিনি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেহই নয়। তিনি তাদের অংশী স্থির করা হতে পবিত্র।	٣١. ٱتَّخَذُوٓاْ أَحۡبَارَهُمۡ وَرُهۡبَٰنَهُمۡ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبۡحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

মূর্তি পূজা এবং কুফরীর কারণে ইয়াহুদী ও নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বৈধ

এ আয়াতগুলিতেও মহামহিমান্বিত আল্লাহ মু'মিনদেরকে মুশরিক, কাফির, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সাথে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করছেন। মহান আল্লাহ বলেন, দেখ! আল্লাহর শত্রুরা কেমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করছে! ইয়াহুদীরা উযায়েরকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। আল্লাহ এটা থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধ্বে যে, তাঁর কোন পুত্র থাকবে!

খৃষ্টানরা ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর পুত্র বলত (আমরা এর থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। তাঁর ঘটনাতো সর্বজন বিদিত। সুতরাং এ দু'টি দলের ভুল বর্ণনা কুরআন কারীমে বর্ণিত হচ্ছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, এটা তাদের মুখের কথা মাত্র। তাদের কাছে এর কোন দলীল নেই। ইতোপূর্বে তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন কুফরী ও বিভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তদ্রূপ এরাও তাদের মুরীদ ও অন্ধ বিশ্বাসী। আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করুন! হক থেকে তারা কেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে!

আদী ইব্ন হাতিমের (রাঃ) কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন যখন পৌঁছে তখন তিনি সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যান। অজ্ঞতার যুগেই তিনি খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখানে তাঁর বোন ও তাঁর দলের লোকেরা বন্দী হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া পরবশ হয়ে তাঁর বোনকে মুক্তি দেন এবং তাকে কিছু অর্থও প্রদান করেন। সে তখন সরাসরি তার ভাইয়ের কাছে চলে যায় এবং তাঁকে ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করে ও মাদীনায় গমনের অনুরোধ করে। সুতরাং আদী (রাঃ) মাদীনায় চলে আসেন। তিনি তাঁর 'তাঈ' গোত্রের নেতা ছিলেন। তাঁর পিতার দানশীলতা দুনিয়াব্যাপী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর আগমনের সংবাদ অবহিত করেন। তিনি স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। ঐ সময় আদীর (রাঃ) গলায় রৌপ্য নির্মিত ক্রুশ লটকানো ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখে اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল। তখন আদী (রাঃ) বলেন ঃ 'ইয়াহুদী খৃষ্টানরাতো তাদের আলেম ও দরবেশদের উপাসনা করেনি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ 'তাহলে শোন! তারা তাদের আলেম ও দরবেশদের হারামকৃত বিষয়কে হারাম বলে মেনে নেয় এবং হালালকৃত বিষয়কে হালাল বলে স্বীকার করে নেয়। এটাই তাদেরকে তাদের উপাসনা করার শামিল।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে আদী! আল্লাহ সবচেয়ে বড় এটা তুমি মেনে নিতে পারনি বলে কি সিরিয়া পালিয়ে গিয়েছিলে? তোমার ধারণায় আল্লাহর চেয়ে বড় কেহ আছে কি? 'আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য আর কেহ নেই' এটা কি তুমি অস্বীকার করছ? তোমার মতে কি তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য আছে?' অতঃপর তিনি তাঁকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। আদী (রাঃ) তা কবূল করেন এবং আল্লাহর একাত্মবাদ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করেন। এ দেখে রাসূলুল্লাহ

Contents

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমন্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন ঃ ‘ইয়াহুদীদের উপর আল্লাহর ক্রোধ পতিত হয়েছে এবং খৃষ্টানরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে।’ (আহমাদ ৪/৩৭৮, তিরমিযী ৮/৪৯২, তাবারী ১৪/২১০)

হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এ আয়াতের তাফসীর এরূপই বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হারাম ও হালালের মাসআলায় ইয়াহুদী ও খৃষ্টান আলেম ও ইমামদের কথার প্রতি তাদের অন্ধ অনুকরণ। (তাবারী ১৪/২১২) এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـهًا وَاحِدًا তাদেরকে শুধু এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করবেনা। তিনি যেটা হারাম করেছেন সেটাই হারাম এবং তিনি যেটা হালাল করেছেন সেটাই হালাল। তাঁর ফরমানই হচ্ছে শারীয়াত। তাঁর হুকুমই মান্য করার যোগ্য। لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ তাঁরই সত্তা ইবাদাতের দাবীদার। তিনি শির্ক ও শরীক হতে পবিত্র। তাঁর কোন শরীক, কোন নাযীর ও কোন সাহায্যকারী নেই। তাঁর বিপরীতও কেহ নেই। তিনি সন্তান-সন্ততি থেকে পবিত্র। তিনি ছাড়া না আছে কোন উপাস্য, আর না আছে কোন রাব্ব।

৩২। তারা এরূপ চাচ্ছে যে, আল্লাহর নূরকে নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা নির্বাপিত করে দেয়, অথচ আল্লাহ স্বীয় নূরকে (দীন ইসলাম) পূর্ণত্বে পৌঁছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেননা, যদিও কাফিরেরা অপ্রীতিকরই মনে করে।	٣٢. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَـٰفِرُونَ
৩৩। সেই আল্লাহ এমন যে, তিনি নিজ রাসূলকে হিদায়াত (কুরআন) এবং	٣٣. هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ

بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ	**সত্য ধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন ওকে সকল ধর্মের উপর প্রবল করে দেন, যদিও মুশরিকরা অপ্রীতিকর মনে করে।**

আহলে কিতাবীরা ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চায়

আল্লাহ তা'আলা বলেন, সর্ব শ্রেণীর কাফিরদের মনের ইচ্ছা একটাই যে, أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ তারা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিবে এবং তাঁর হিদায়াত ও সত্য দীনকে দুনিয়ার বুক থেকে মুছে ফেলবে। তবে তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, যদি কেহ তার মুখের ফুৎকার দ্বারা সূর্যের বা চন্দ্রের রশ্মিকে নিভিয়ে দেয়ার ইচ্ছা করে তাহলে তা কখনও সম্ভব হবে কি? কখনই না। অনুরূপভাবে এ লোকগুলোও আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দেয়ার উদ্দেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষে অপারগ হয়ে গেছে। এটা অবশ্যম্ভাবী বিষয় এবং আল্লাহর ফাইসালা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সত্য দীনসহ প্রেরণ করা হয়েছে তা সদা বিজয়ী থাকবেই। হে কাফির ও মুশরিকের দল! তোমরা আল্লাহর দীনকে মিটিয়ে দিতে চাচ্ছ, কিন্তু আল্লাহ চাচ্ছেন তা উন্নত রাখতে। আর স্পষ্ট কথা হল, আল্লাহর ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছার উপর নিঃসন্দেহে বিজয়ী থাকবে। যদিও তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর মনে হয় তবুও হিদায়াতের সূর্য মধ্য গগণে পৌঁছে যাবেই।

আরাবী অভিধানে কোন জিনিস গোপনকারীকে কাফির বলা হয়। এ কারণেই রাত সব জিনিসকে গোপন করে দেয় বলে ওকেও কাফির বলা হয়। কৃষককেও কাফির বলা হয়ে থাকে, কেননা সে শস্য-বীজকে মাটির মধ্যে গোপন করে দেয়। যেমন কুরআন কারীমে বলা হয়েছে ঃ

أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ

যদ্বারা উৎপন্ন শস্য সম্ভার কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ২০)

সমস্ত ধর্মকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মনোনীত করেছেন

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ঐ আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিদায়াত ও দীনে-হকসহ পাঠিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য সংবাদ, সঠিক ঈমান এবং উপকারী ইল্‌মই হচ্ছে হিদায়াত। আর উত্তম কার্যাবলী, যেগুলি দুনিয়া ও আখিরাতে ফায়দা দেয় সেটাই হচ্ছে দীনে-হক। এটা দুনিয়ার সমুদয় দীনের উপর বিজয়ী রূপে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার জন্য ভূ-পৃষ্ঠের পূর্ব ও পশ্চিম দিককে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আমার উম্মাতের রাজ্য এই সমুদয় স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।' (মুসলিম ৪/২২১৫) তামীমুদদারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ 'অবশ্যই এই দীন ঐ সব জায়গায় পৌঁছবে যেখানে রাত ও দিন পৌঁছে থাকে। এমন কোন কাঁচা ঘর ও পাকা ঘর বাকী থাকবেনা যেখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ ইসলামকে পৌঁছাবেননা। আল্লাহ তা'আলা সম্মানিতদেরকে সম্মান দিবেন এবং লাঞ্ছিতদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। যারা ইসলামের মর্যাদা দেয় তারা সম্মান পাবে এবং কাফিরেরা লাঞ্ছিত হবে।' তামীমুদদারী (রাঃ) (যিনি পূর্বে খৃষ্টান ছিলেন) বলতেন ঃ 'এটাতো আমি স্বয়ং আমার বাড়ীতেই দেখতে পেয়েছি। যে মুসলিম হয়েছে সে কল্যাণ, বারাকাত, সম্মান এবং মর্যাদা লাভ করেছে, আর যে কাফির হয়েছে সে লাভ করেছে ঘৃণা ও অভিসম্পাত। তাদেরকে অপমানের সাথে জিযিয়া প্রদান করতে হয়েছে।' (আহমাদ ৪/১০৩)

৩৪। হে মু'মিনগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রূহবান (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের আলেম ও ধর্ম যাজক) মানুষের ধন-সম্পদ শারীয়াত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা স্বর্ণ	٣٤. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ

ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।	ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
৩৫। সেদিন জাহান্নামের আগুনে ঐগুলিকে উত্তপ্ত করা হবে, অতঃপর ঐগুলি দ্বারা তাদের ললাটসমূহে, পার্শ্বদেশসমূহে এবং পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে, আর বলা হবে ঃ এটা হচ্ছে ওটাই যা তোমরা নিজেদের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলে, সুতরাং এখন নিজেদের সঞ্চয়ের স্বাদ গ্রহণ কর।	٣٥. يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا۟ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

অসৎ ও বিপথে পরিচালিত ধর্মগুরুদের ব্যাপারে সতর্কীকরণ

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, ইয়াহুদী আলেমদেরকে আহবার এবং খৃষ্টান আবেদদেরকে রুহবান বলা হয়। (তাবারী ১৪/২১৬) যেমন আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّـٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ

তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয়। (সূরা

মায়িদাহ, ৫ ঃ ৬৩) এই আয়াতে ইয়াহুদী আলেমদেরকে 'আহবার' আর কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতে খৃষ্টান আবেদদেরকে 'রূহবান' এবং তাদের আলেমদেরকে 'কিস্‌সীস' বলা হয়েছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا

ঐ সব লোককে পাবে যারা নিজেদেরকে নাসারাহ্ (খৃষ্টান) বলে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৮২) উপরোক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে পথভ্রষ্ট দরবেশ ও সুফীদের থেকে সতর্ক ও ভয় প্রদর্শন করা। সুফিয়ান ইব্‌ন উয়াইনা (রহঃ) বলেন যে, আমাদের আলেমদের মধ্যে যারা বিভ্রান্ত হয়েছে তাদের ইয়াহুদীদের সাথে কিছু না কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। আর আমাদের সুফী ও দরবেশদের মধ্যে যারা ভুল পথে পরিচালিত করে তাদের খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। সহীহ হাদীসে রয়েছে- 'নিশ্চিতরূপে তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে। তারা যেখানে পা ফেলেছে তোমরাও সেখানে পা ফেলবে।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের গতির উপর কি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ, যদি তারা না হয় তাহলে আর কারা?' (আশ শারীয়াহ ১৮) সুতরাং তাদের কথা ও কাজের সাথে সাদৃশ্য হওয়া থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য কর্তব্য। তাদের এসবের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে বড় বড় পদ লাভ করা ও প্রভাব বিস্তার করা। আর এর মাধ্যমে তারা চায় জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করতে। অজ্ঞতার যুগে ইয়াহুদী আলেমদের জনগণের মধ্যে খুবই মর্যাদা ছিল। তাদের জন্য উপঢৌকন এবং ফকির দরবেশদের মাযারে বাতি জ্বালানোর উদ্দেশে দান নির্দিষ্ট ছিল। এগুলো তাদেরকে চাইতে হতনা, বরং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের কাছে ওগুলো পৌঁছে দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের পর এ লালসাই তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রেখেছিল। তারা আল্লাহর গযবে পতিত হয়েছে। দুনিয়ায় তারা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হয়েছে এবং পরকালেও তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। হারাম ভক্ষণকারী এই দলটি নিজেরা হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদেরকেও ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করত। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে জনগণকেও তারা সত্যের পথ থেকে বিরত রাখত। মূর্খদের মধ্যে বসে চড়া গলায় তারা বলত ঃ 'জনগণকে আমরা সত্যের পথে আহ্বান করছি।' অথচ এটা স্পষ্ট প্রতারণা মাত্র। তারাতো লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে ডাকতে রয়েছে। কিয়ামাতের দিন এদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে যে তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবেনা।

যারা সোনা-রূপা জমা করে রাখে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়ার বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ *আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।* আলেম ও সুফী-দরবেশ অর্থাৎ বক্তা ও আবেদদের বর্ণনা দেয়ার পর এখন আমীর, সম্পদশালী এবং নেতাদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। পূর্বোক্ত দুই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে যেমন হীন প্রবৃত্তির লোক রয়েছে, তদ্রূপ পরবর্তী শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও হীন ও সংকীর্ণমনা লোক রয়েছে। সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীর লোকদের বিশেষ প্রভাব পড়ে। বহু সংখ্যক লোক তাদের অনুসারী হয়। সুতরাং যখন এই লোকদের অবস্থা নীতিহীন হবে তখন সাধারণ মানুষের অবস্থাও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। যেমন ইব্ন মুবারক (রহঃ) বলেন ঃ وَهَلْ اَفْسَدَ الدِّيْنَ اِلاَّ الْمُلُوْنَ * وَاَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا ‘দীনকে বিগড়ে থাকে শাসকরা এবং নিকৃষ্ট ও হীন প্রকৃতির আলেম, সুফী ও দরবেশরা।’

শারীয়াতের পরিভাষায় كَنْز ঐ মালকে বলা হয় যে মালের যাকাত আদায় করা হয়না। ইব্ন উমার (রাঃ) হতে এটাই বর্ণিত আছে। (মুআত্তা ১/২৫৬) উমার ইব্ন খাত্তাবও (রাঃ) এ কথাই বলেন এবং তিনি বলেন যে, যে মালের যাকাত আদায় করা হয়না ঐ মাল দ্বারা মালদারকে দাগ দেয়া হবে। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ হুকুম যাকাত ফার্‌য হওয়ার পূর্বে ছিল। যাকাতের হুকুম অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা‘আলা ওটাকে মাল পবিত্রকারী বানিয়ে দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৭৫) ন্যায় পরায়ণ খালীফা উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) এবং ইরাক ইব্ন মালিকও (রহঃ) এ কথাই বলেছেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ... (৯ ঃ ১০৩) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এ উক্তি দ্বারা এটাকে মানসূখ বা রহিত করে দেয়া হয়েছে।

আলী (রাঃ) হতে মুসনাদ আবদুর রাযযাকে বর্ণিত আছে যে, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ এ আয়াতকে কেন্দ্র করে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'সোনা ও চাঁদির (মালিকের) জন্য ধ্বংস (অনিবার্য)।' এ কথা তিনি তিনবার বলেন। এটা সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। তাই তারা প্রশ্ন করেন ঃ 'তাহলে আমরা কোন মাল ব্যবহার করব?' তখন উমার (রাঃ) তাঁদেরকে বলেন ঃ 'আচ্ছা, আমি এটা তোমাদের জন্য জেনে নিব।' অতঃপর তিনি বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার এ কথাটি আপনার সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়েছে এবং তাঁরা কি মাল ব্যবহার করবেন তা জানতে চেয়েছেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ '(তারা রাখবে), যিক্‌রকারী জিহ্বা, শোকরকারী অন্তর এবং দীনের কাজে সাহায্যকারিণী স্ত্রী।' (আবদুর রায্‌যাক ২/২৬৩) এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـــذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে যেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দেয়া হয়। কিয়ামাতের দিন ঐ মালকেই আগুনের মত অত্যধিক গরম করা হবে এবং তা দ্বারা তাদের কপালে, পাশে এবং পিছনে দাগ দেয়া হবে। অতঃপর তাদেরকে ধমকের সুরে বলা হবে, আজকে তোমাদের সঞ্চিত মালের স্বাদ গ্রহণ কর। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِۦ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ. ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ

অতঃপর (বলা হবে) তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। এবং আস্বাদন কর। তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ৪৮-৪৯) এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি যে জিনিসকে ভালবেসে আল্লাহর আনুগত্যের উপর ওকে প্রাধান্য দিবে, ওর দ্বারাই তাকে শাস্তি দেয়া হবে। ঐ মালদারেরা মালের মহব্বতে আল্লাহর ফরমান ভুলে গিয়েছিল। তাই আজ ঐ মাল দ্বারাই তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। যেমন আবূ লাহাব খোলাখুলিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতা করত এবং তার স্ত্রী তাকে সাহায্য করত। কিয়ামাতের দিন আগুনকে আরও প্রজ্জ্বলিত করার জন্য সে তার গলায় রশি লটকিয়ে দিয়ে কাঠ এনে এনে ঐ আগুনকে প্রজ্জ্বলিত করবে এবং ঐ আগুনে তারা জ্বলতে থাকবে। এই মাল, যা এখানে

Contents

সবচেয়ে বেশি প্রিয়, এটাই কিয়ামাতের দিন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক প্রমাণিত হবে। ওটাকেই গরম করে ওর দ্বারা কপালে, পিঠে ও পাশে দাগ দেয়া হবে।

তাঊস (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন সঞ্চিত সম্পদ একটা বিরাট অজগর হয়ে সম্পদের মালিকের পিছনে ধাবিত হবে, আর সে ওর থেকে পালাতে থাকবে। ঐ সময় সাপটি তার পিছনে ছুটবে ও বলতে থাকবে ঃ 'আমি তোমার সঞ্চিত ধন।' অতঃপর সাপটি তার যে অঙ্গকেই পাবে ওটাকেই কামড়ে ধরবে।

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, যে ব্যক্তি তার পিছনে সঞ্চিত ধন ছেড়ে যাবে, কিয়ামাতের দিন তার ঐ ধন বিষাক্ত অজগর সাপের রূপ ধারণ করবে, যার চক্ষুদ্বয়ের উপর দু'টি বিন্দু থাকবে। সাপটি মালদারের পিছনে ছুটবে। লোকটি তখন পালাতে পালাতে বলবে ঃ 'তোমার অমঙ্গল হোক! তুমি কে?' সাপটি উত্তরে বলবে ঃ 'আমি তোমার জমাকৃত সম্পদ, যা তুমি তোমার পিছনে ছেড়ে এসেছিলে।' শেষ পর্যন্ত সাপটি তাকে ধরে ফেলবে এবং তার হাত চিবাতে থাকবে, এরপর তার সারা দেহকেও চিবাবে। (তাবারী ৬/৩৬৩, ইব্‌ন হিব্বান ৮০৩, ইব্‌ন খুজাইমাহ ২২৫৫, বুখারী ৪৬৫৯)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করবেনা, কিয়ামাতের দিন তার সম্পদকে আগুনের শলাকা বানানো হবে এবং তা দ্বারা তার পার্শ্বদেশে, কপালে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে। পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে লোকদের ফাইসালা না হওয়া পর্যন্ত তার ঐ শাস্তি চলতে থাকবে। অতঃপর তাকে তার মনযিলের পথ দেখানো হবে, হয় জাহান্নামের পথ না হয় জান্নাতের পথ।' (মুসলিম ২/৬৮২)

ইমাম বুখারী (রহঃ) এই আয়াতেরই তাফসীরে বলেন যে, যায়িদ ইব্‌ন অহাব (রহঃ) আবূ যারের (রাঃ) সাথে *'রাবাযাহ'* এলাকায় সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'এখানে আপনি কেন এ এলাকায় বাস করছেন?' তিনি উত্তরে বলেন ঃ 'আমি সিরিয়ায় অবস্থান করছিলাম। সেখানে আমি وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ ... *(আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও)* এ আয়াতটি পাঠ করি। তখন মুআ'বিয়া (রাঃ) বলেন ঃ 'এ আয়াত আমাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি, বরং আহলে কিতাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন

Contents

আমি বললাম ঃ তা নয়, বরং এটি তাদের এবং আমাদের উভয়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৮/১৭৩)

৩৬। নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। এর মধ্যে বিশেষ রূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।

٣٦. إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ
ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرًا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ
يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٌۚ
ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا
تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ
وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةً
كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةًۚ
وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ

বছরের হিসাব বারো মাসে

আবূ বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর (বিদায়) হাজ্জের ভাষণে বলেন ঃ 'যামানা ঘুরে ঘুরে নিজের মূল অবস্থায় এসে গেছে। বছরের বারোটি মাস হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে চারটি হচ্ছে সম্মানিত ও মর্যাদা সম্পন্ন মাস। তিনটি ক্রমিকভাবে রয়েছে। সেগুলি হচ্ছে যিলকাদ, যিলহাজ্জ ও মুহাররাম। আর চতুর্থটি হচ্ছে মুযার গোত্রের (কাছে অতি সম্মানিত) রজব মাস, যা জামাদিউল সানি ও শা'বানের মাঝখানে রয়েছে।' অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আজ কোন্ দিন?' (বর্ণনাকারী বলেন) আমরা

উত্তরে বললাম ঃ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। আমরা মনে করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম বলবেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আজ কি 'ইয়াওমুন নাহর' বা কুরবানীর ঈদের দিন নয়?' আমরা উত্তর দিলাম ঃ হ্যাঁ। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কোন্ মাস?' আমরা জবাব দিলাম, এ সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই ভাল জ্ঞান আছে। এবারও তিনি চুপ থাকলেন। সুতরাং আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি এ মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ 'এটা কি যিলহাজ্জ মাস নয়?' আমরা জবাব দিলাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কোন্ শহর?' আমরা উত্তরে বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামই এটা ভাল জানেন। তিনি এবারও নীরব হয়ে যান এবং আমরা এবারও মনে করলাম যে, তিনি হয়তো এর অন্য কোন নাম রাখবেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এটা কি বালাদা (মাক্কা) নয়?' আমরা জবাবে বললাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপই মর্যাদাসম্পন্ন যেমন মর্যাদাসম্পন্ন তোমাদের এ দিনটি, এ মাসটি এবং এ শহরটি। সত্বরই তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। সাবধান! আমার পরে যেন তোমরা পথভ্রষ্ট না হও এবং যেন একে অপরকে হত্যা না কর! আমি কি (শারীয়াতের সমস্ত কথা তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিয়েছি? জেনে নাও, তোমাদের যারা এখানে বিদ্যমান রয়েছ তারা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে এসব কথা পৌঁছে দেয়। কেননা হতে পারে যে, যারা উপস্থিত নেই তাদের কেহ কেহ শ্রোতাদের অপেক্ষা বেশি স্মরণশক্তির অধিকারী।' (আহমাদ ৫/৩৭, ফাতহুল বারী ৮/১৭৫, ৬/৩৩৮, মুসলিম ৩/১৩০৫)

'ফাস্ল' বা পরিচ্ছেদ ঃ শায়খ আলীমুদ্দীন সাখাভী (রহঃ) তাঁর *আল মাশহুর ফী আসমা আল আইয়াম ওয়াশ শুহুর* নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

'মুহাররাম' মাসকে ওর সম্মানের কারণে মুহাররাম বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমার মতে এই নামের কারণ হচ্ছে ওর সম্মানের প্রতি গুরুত্বারোপ করণ। কেননা অজ্ঞতা যুগের আরাবরা ওকে বদলে দিত। কোন বছর তারা সম্মানিত মাস বলত, আবার কোন বছর সম্মানিত মাস বলতনা।

‘সফর’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে সাধারণতঃ তাদের ঘর খালি বা শূন্য থাকত। কেননা এই মাসটি তারা যুদ্ধ বিগ্রহে ও ভ্রমণে কাটিয়ে দিত। ঘর শূন্য হয়ে গেলে আরাবরা صَفِرَ الْمَكَانُ বলে থাকে।

‘রাবীউল আউওয়াল’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরাবরা বাড়ীতেই অবস্থান করে থাকে। অবস্থান করাকে اِرْتِبَاع বলা হয়।

‘রাবীউল আখির’ এর নামকরণের কারণও এটাই। এটা যেন বাড়ীতে অবস্থানের দ্বিতীয় মাস।

‘জামাদিউল আউওয়াল’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে পানি শুকিয়ে যেত। কিন্তু এ কথাটি যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা ঐ মাসগুলির হিসাব যখন চন্দ্রের উপর নির্ভরশীল তখন এটা পরিষ্কার কথা যে, প্রতি বছর প্রতি মাসে মৌসুমী অবস্থা একই রূপ থাকবেনা।

‘জামাদিউল আখির’ এর নামকরণের কারণও এটাই। এটা যেন পানি শুকিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় মাস।

‘রজব’ শব্দটি *‘তারজিব’* শব্দ থেকে গৃহীত। *‘তারজিব’* বলা হয় সম্মান করাকে। এই মাসটি মর্যাদাপূর্ণ মাস বলে একে রজব বলা হয়।

‘শা‘বান’ এর নামকরণের কারণ এই যে, এই মাসে আরাবরা লুটপাট করার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ত।

‘রামাযান’ এর নামকরণের কারণ এই মাসে অত্যধিক গরমের জন্য। কারও কারও মতে এটা আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহের একটি নাম। কিন্তু এটা ভুল ও অযৌক্তিক কথা মাত্র।

পবিত্র মাসসমূহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ এই বারো মাসের মধ্যে চারটি মাস (বিশেষ) মর্যাদাপূর্ণ। অজ্ঞতার যুগের আরাবরাও এ চার মাসকে সম্মানিত মাস রূপে স্বীকার করত। কিন্তু ‘বাসল’ নামক একটি দল তাদের গোঁড়ামীর কারণে আটটি মাসকে সম্মানিত মাস মনে করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণে ‘রজব’ মাসকে ‘মুযার’ গোত্রের দিকে সম্পর্কযুক্ত করার কারণ এই যে, যে মাসকে তারা ‘রজব’ মাস হিসাবে গণনা করত, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিকটেও ওটাই রজব মাস ছিল, যা জামাদিউল উখরা এবং শা’বানের মাঝে রয়েছে। কিন্তু রাবীআ’ গোত্রের নিকট ‘রজব’ মাস শাবান ও

শাওয়াল মাসের মধ্যবর্তী মাস অর্থাৎ রামাযানের নাম ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, সম্মানিত মাস হচ্ছে মুযার গোত্রের রজব মাস, রাবীআ' গোত্রের রজব মাস নয়।

সম্মানিত এই চারটি মাসের মধ্যে তিনটি ক্রমিক রূপে হওয়ার যৌক্তিকতা এই যে, হাজ্জ ও উমরাহসমূহ যেন এই মাসসমূহে সহজভাবে পালন করা যায়। যিলকাদ মাসে বাড়ী হতে বের না হয়ে, ঐ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারপিট, ঝগড়া-বিবাদ এবং খুনাখুনি বন্ধ করে লোকেরা বাড়ীতে বসে থাকে। অতঃপর যিলহাজ্জ মাসে তারা হাজ্জের আহকাম নিরাপদে এবং উত্তমরূপে আদায় করেন, যাতে মর্যাদাপূর্ণ মুহাররাম মাসে তারা নিরাপদে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারেন। চাঁদের বছরের মধ্যভাগে রযব মাসকে সম্মানিত বানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যিয়ারাতকারিগণ যেন বাইতুল্লাহর তাওয়াফের আকাংখায় উমরাহ পূর্ণ করতে পারেন। যারা বহু দূরের লোক তারাও যেন উমরাহ পালন করে তাদের বাসগৃহে ফিরে যেতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। সুতরাং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তোমরা এই মাসগুলির যথাযথ মর্যাদা দান কর। فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ বিশেষভাবে এই মাসগুলিতে পাপকাজ থেকে দূরে থাক। কেননা এতে পাপের শাস্তির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। যেমন হারাম এলাকায় কৃত পাপ অন্যান্য স্থানে কৃত পাপ অপেক্ষা বেশি দোষনীয় হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

আর যে ইচ্ছা করে ওতে পাপ কাজের সীমা লংঘন করে তাকে আমি আস্বাদন করাব মর্মন্তদ শাস্তি। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ২৫) অনুরূপভাবে এই মাসগুলির মধ্যে পাপকাজ করলে অন্যান্য মাসে কৃত পাপকাজের চেয়ে পাপ বেশি হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, فِيهِنَّ শব্দ দ্বারা বছরের সমস্ত মাসকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এ উক্তির মর্মার্থ হচ্ছে, তোমরা সমস্ত মাসে পাপকাজ থেকে বিরত থাকবে, বিশেষ করে এই চার মাসে। কেননা এগুলি বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন মাস। এ মাসগুলিতে পাপ শাস্তির দিক দিয়ে এবং সাওয়াব প্রতিদান প্রাপ্তির দিক দিয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (তাবারী ১৪/২৩৮)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই সম্মানিত মাসগুলিতে পাপের শাস্তির পরিমান বেড়ে যায়, যদিও অত্যাচার সর্বাবস্থায়ই খারাপ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে

কাজকে ইচ্ছা বড় করে থাকেন। তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সৃষ্টির মধ্য থেকেও বাছাই ও মনোনীত করেছেন। তিনি মালাইকার মধ্য থেকে দূত মনোনীত করেছেন, মানব জাতির মধ্য থেকে রাসূলদেরকে মনোনীত করেছেন, বাণীর মধ্য থেকে তাঁর বাণীকে পছন্দ করেছেন, যমীনের মধ্যে মাসজিদসমূহকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, মাসগুলির মধ্যে রামাযান ও হারাম মাসগুলিকে মনোনীত করেছেন, দিনগুলির মধ্যে শুক্রবারকে পছন্দ করেছেন এবং রাতগুলির মধ্যে লাইলাতুল কাদরকে মনোনীত করেছেন। এভাবে মহান আল্লাহ যেভাবে ইচ্ছা করেছেন একটির উপর অন্যটিকে প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। সুতরাং যেগুলিকে আল্লাহ তা'আলা মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সেগুলির মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য কর্তব্য।

পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً তোমরা সমস্ত মুসলিম ঐ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা হয়তো মুসলিমদেরকে উৎসাহিত ও জিহাদের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশে বলছেন, তারা যেমন তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সবাই চতুর্দিক থেকে সমবেতভাবে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তদ্রূপ তোমরাও সমস্ত মু'মিনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের মুকাবিলা কর। এটাতো জানা কথা যে, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ করা কিংবা যুদ্ধ শুরু করা নিষেধ। যেমন তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলী, নিষিদ্ধ মাসগুলির অবমাননা করা বৈধ মনে করনা। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ২)

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

নিষিদ্ধ মাসের পরিবর্তে নিষিদ্ধ মাস ও সমস্ত নিষিদ্ধ বিষয় পরস্পর সমান; অতঃপর যে কেহ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাহলে সে তোমাদের প্রতি

যেরূপ অত্যাচার করবে তোমরাও তার প্রতি সেরূপ অত্যাচার কর (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯৪) এবং আরও রয়েছে ঃ

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ

অতঃপর যখন নিষিদ্ধ মাসগুলি অতীত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে তাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং হত্যা কর। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫) এটাও সম্ভব যে, এই বাক্যে মুসলিমদেরকে নিষিদ্ধ মাসগুলিতেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, যখন আক্রমণের সূচনা মুশরিকদের পক্ষ থেকে হবে। যেমন নিম্নের আয়াতে রয়েছে ঃ

وَلَا تُقَـٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَـٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَـٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ

তোমরা তাদের সাথে পবিত্রতম মাসজিদের নিকট যুদ্ধ করনা, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের সাথে তন্মধ্যে যুদ্ধ করে; কিন্তু যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তোমরাও তাদেরকে হত্যা কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৯১) সম্মানিত মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের তায়েফ অবরোধ করার জবাব এটাই যে, উহা ছিল হাওয়াযিন গোত্র ও তাদের মিত্র বানু সাকীফ গোত্রের যৌথ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যুদ্ধের সূচনা তাদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। তারা এদিক ওদিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধী লোকদেরকে একত্রিত করে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছিল। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর এই অগ্রযাত্রাও আবার সম্মানিত মাসে ছিলনা। এখানে পরাজিত হয়ে ঐ লোকগুলো পালিয়ে গিয়ে তায়েফে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখানে দুর্গ স্থাপন করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কেন্দ্রকে খালি করার উদ্দেশে আরও সামনে অগ্রসর হন। তারা মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করে এবং মুসলিমদের একটি দলকে হত্যা করে। প্রায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে ঘিরে রাখা হয়। মোট কথা, যুদ্ধের সূচনা সম্মানিত মাসে হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় সম্মানিত মাসও চলে আসে। কিছুদিন অতিবাহিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবরোধ উঠিয়ে নেন। সুতরাং যুদ্ধ জারি রাখা এক কথা এবং যুদ্ধের সূচনা হওয়া আর এক কথা।

Contents

٣٧. إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلۡكُفۡرِۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُۚ زُيِّنَ لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ

৩৭। নিশ্চয়ই এই (মাসগুলির) স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরও কুফরী বৃদ্ধি করা, যদ্বারা কাফিরদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়। (তা এ রূপে যে) তারা সেই হারাম মাসকে কোন বছর হালাল করে নেয় এবং কোন বছর হারাম মনে করে, আল্লাহ যে মাসগুলিকে হারাম করেছেন, যেন তারা ওগুলির সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে, অতঃপর তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ মাসগুলিকে হালাল করে নেয়, তাদের দুস্কর্মগুলি তাদের কাছে শোভনীয় মনে হয়, আর আল্লাহ এইরূপ কাফিরদেরকে হিদায়াত (এর তাওফীক দান) করেননা।

ধর্মীয় বিষয়ে নিজস্ব মতামত প্রদানের ব্যাপারে সতর্কতা

এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কুফরী বৃদ্ধির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, কিভাবে তারা নিজেদের বিকৃত মত এবং নাপাক প্রবৃত্তিকে আল্লাহর শারীয়াতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তাঁর দীনের আহ্কামকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে! তারা খায়েশের বশবর্তী হয়ে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানিয়ে নিত। তারা মনে করত যে, পর পর তিন মাস নিষিদ্ধ মাস হওয়ায় ঐ দীর্ঘ সময় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকা খুব বেশি লম্বা সময়, যেহেতু ইতোমধ্যে তাদের ক্রোধ ও রাগের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। এজন্য তারা ইসলাম পূর্ব সময় পবিত্র মাস মুহাররামের ব্যাপারে নতুন এক পন্থা আবিস্কার করে সফর মাস পর্যন্ত বিলম্বিত করত। ফলে তারা পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা বৈধ করে নেয় এবং যে মাস নিষিদ্ধ ছিলনা ঐ মাসকে পবিত্র ঘোষনা করে আল্লাহর বিধানে প্রতি বছর যে চারটি মাস পবিত্র বলে

ঘোষনা করা হয়েছে সেই সংখ্যা ঠিক রাখত। জানাদা ইব্ন আমর ইব্ন উমাইয়া কিনানী নামক তাদের এক নেতা প্রতি বছর হাজ্জ করতে আসত। তার কুনিয়াত বা পিতৃপদবীযুক্ত নাম ছিল আবূ সুমামাহ। সে সকলের সামনে ঘোষণা করে ঃ ‘জেনে রেখ যে, কেহ আবূ সুমামাহর সামনে কোন শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনা বা কেহ তার উক্তির প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করতে পারেনা। জেনে রেখ যে, প্রথম বছরের সফর মাস হালাল এবং দ্বিতীয় বছরের মুহাররাম মাস হালাল।’ সুতরাং এক বছর মুহাররাম মাসের সম্মান করতনা এবং পর বছর সম্মান করত। এ কারণেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ *নিশ্চয়ই এই (মাসগুলির) স্থানান্তর কুফরের মধ্যে আরও কুফরী বৃদ্ধি করা।* এ আয়াতে তার কুফরীর এই বৃদ্ধির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। লাইস ইব্ন আবী সুলাইমান (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন ঃ বানী কিনানাহ গোত্রের এক লোক প্রতি বছর হাজ্জ করার উদ্দেশে গাধার উপর সাওয়ার হয়ে আসত। সে ঘোষনা করত ঃ হে লোকসকল! আমি কখনও প্রত্যাখ্যাত হয়নি। আমি যা বলি তা মানুষ গ্রহণ করেছে। আমরা আগামী মুহাররাম মাসকে নিষিদ্ধ করছি এবং সফর মাসকে তা থেকে বাদ দিচ্ছি। পরের বছর সে আবার আগমন করবে এবং ঘোষনা করবে যে, এ বছর আমরা সফর মাসকে নিষিদ্ধ মাস এবং মুহাররাম মাসকে বিলম্বিত করছি। তাদের এরূপ আচরণের কারণেই আল্লাহ তা’আলা বলেন ঃ

لِّيُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ *আল্লাহ যে মাসগুলিকে হারাম করেছেন, যেন তারা ওগুলির সংখ্যা পূর্ণ করে নিতে পারে।* (তাবারী ১৪/২৪৬) মুশ্‌রিকরা এক বছরতো মুহাররাম মাসকে হালাল করে নিত এবং ওর বিনিময়ে সফর মাসকে হারাম করে নিত। বছরের অবশিষ্ট মাসগুলি স্ব স্ব স্থানেই থাকত। তারপর দ্বিতীয় বছরে মুহাররাম মাসকে হারাম মনে করত এবং ওর মর্যাদা ঠিক রাখত, যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত সম্মানিত মাসগুলির সংখ্যা ঠিক থাকে। সুতরাং কখনও তারা পরপর বা ক্রমিকভাবে অবস্থিত তিনটি মাসের শেষ মাস মুহাররামকে সম্মানিত মাস হিসাবেই রাখত, আবার কখনও সফরের দিকে সরিয়ে দিত।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) তাঁর ‘কিতাবুস সীরাহ্’ নামক গ্রন্থে এ সম্পর্কে খুব ভাল কথা বলেছেন, যা অত্যন্ত উপকারী ও উত্তম। তিনি লিখেছেন, প্রথম যে ব্যক্তি আল্লাহর হারামকৃত মাসকে হালাল এবং তাঁর হালালকৃত মাসকে

হারাম করার রীতি আরাবে চালু করেছিল সে হল কালামমাস। আর সে'ই হচ্ছে হুযায়ফা ইব্‌ন আব্‌দ ফুকাইয়িম ইব্‌ন আদী ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সালাবাহ ইবনুল হারিস ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন কিননাহ ইব্‌ন খুযাইমা ইব্‌ন মুদরিকাহ ইব্‌ন ইলইয়াস ইব্‌ন মুযার ইব্‌ন নিযার ইব্‌ন মাদ্‌ ইব্‌ন আদনান। তারপর তার ছেলে আব্বাদ, এরপর তার ছেলে কালা, তারপর তার ছেলে উমাইয়া, তারপর ওর ছেলে আউফ, তারপর তার ছেলে আবূ সুমামাহ জুনাদাহ। তার যুগেই ইসলাম বিস্তার লাভ করে। আরাবের লোকেরা হাজ্জপর্ব শেষ করে তার পাশে জমা হত। সে তখন দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করত এবং রজব, যিলকাদ ও যিলহাজ্জ এ তিনটি মাসের মর্যাদা বর্ণনা করত। আর এক বছর মুহাররামকে হালাল করত এবং সফরকে মুহাররাম বানিয়ে দিত। আবার অন্য বছর মুহাররামকেই সম্মানিত মাস বলে দিত। ফলে নিষিদ্ধ মাসগুলির সংখ্যা ঠিক রেখে সে আল্লাহর ঘোষিত হারাম মাসকে হালাল করত এবং হালাল মাসকে হারাম বানাত। (ইবন্‌ হিশাম ১/৪৫)

৩৮। হে মু'মিনগণ! তোমাদের কি হল যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, বের হও আল্লাহর পথে, তখন তোমরা মাটিতে লেগে থাক (অলসভাবে বসে থাক)। তাহলে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের উপর পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসতো আখিরাতের তুলনায় কিছুই নয়, অতি সামান্য।	٣٨. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَـٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ
৩৯। যদি তোমরা বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে	٣٩. إِلَّا تَنفِرُوا۟ يُعَذِّبْكُمْ

Contents

কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতিকে স্থলাভিষিক্ত করবেন, আর তোমরা আল্লাহর (দীনের) কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।	عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْـًٔا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

জিহাদ পরিত্যাগ করে সহজ জীবন যাপন করার জন্য তিরস্কার

ঘটনা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বহু দূরের সফর তাবূকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করার জন্য সাহাবীগণকে এমন সময়ে নির্দেশ দেন যখন প্রচন্ড গরম পড়েছিল, গাছের ফল পেকে উঠেছিল এবং গাছের ছায়া বেড়ে গিয়েছিল। কিছু লোক পিছনেই রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকেই তিরস্কার করে বলা হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার জন্য ডাক দেয়া হচ্ছে তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে বসে থাকছ কেন? أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ তোমরা কি দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আখিরাতের চিরস্থায়ী নি‘আমাতকে ভুলে গেছ? فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ জেনে রেখ যে, পরকালের তুলনায় দুনিয়ার কোন মূল্যই নেই।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, মুস্‌তাওয়ারিদ (রহঃ) নামের ‘বানী ফিহর’ গোত্রের এক লোক বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পরকালের জীবনের সাথে পৃথিবীর জীবনের তুলনা করতে গেলে এরূপ বলা যেতে পারে যে, তুমি যদি তোমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ সমুদ্রে ডুবাও তাহলে ঐ আঙ্গুল সমুদ্রের পানির তুলনায় যতটুকু পানি বহন করে নিয়ে এসেছে। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তর্জনী দ্বারা ইশারা করলেন। (আহমাদ ৪/২২৮, মুসলিম ৪/২১৯৩)

আশ শাউরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল আমাস (রহঃ) فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ এ আয়াত সম্পর্কে বলেন ঃ ‘দুনিয়ার যা অতীত হয়েছে এবং যা বাকী আছে সমস্তই আখিরাতের তুলনায় অতি অল্প।’ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবী হাসিম (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল আযীয ইব্‌ন মারওয়ানের (রহঃ) যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন ঃ ‘যে কাপড়ে আমাকে কাফন পরানো হবে ওটা আমার কাছে নিয়ে এসো, আমি একটু দেখে নিই।’ কাপড়টি তাঁর সামনে রাখা হলে তিনি ওটার দিকে তাকিয়ে বলেন ঃ ‘দুনিয়ায়তো আমার অংশ এটাই ছিল। এটুকু দুনিয়া নিয়ে আমি যাচ্ছি!’ অতঃপর তিনি পিঠ ফিরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন ঃ ‘হায় এ জীবন, ধিক! তোমার অধিকও অল্প এবং তোমার অল্পতো খুবই ছোট! আফসোস! আমরা ধোঁকার মধ্যেই পড়ে রয়েছি!’ আল্লাহ তা‘আলা জিহাদ পরিত্যাগ করার ব্যাপারে সতর্ক করে বলছেন ঃ

إِلاَّ تَنفِرُواْ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا যদি তোমরা (যুদ্ধের জন্য) বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আরাবের কিছু লোককে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তখন আল্লাহ তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দেন। এটাই ছিল তাদের প্রতি শাস্তি। (তাবারী ১৪/২৫৫) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক জাতি সৃষ্টি করবেন। অর্থাৎ তোমরা গর্বে ফুলে উঠনা যে, তোমরাই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্যকারী। জেনে রেখ যে,

وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمْثَٰلَكُم

যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; তারা তোমাদের মত হবেনা। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩৮) তোমরা আল্লাহর দীনের কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা। এটা মনে করনা যে, তোমরা জিহাদ না করলে মুজাহিদরা জিহাদ করতেই পারবেনা। আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ ক্ষমতাবান। তোমাদের ছাড়াই তিনি তাঁর মুজাহিদ বান্দাদেরকে শত্রুদের উপর বিজয় দান করতে পারেন।

Contents

৪০। যদি তোমরা তাকে (রাসূলুল্লাহকে) সাহায্য না কর তাহলে আল্লাহই তাকে সাহায্য করবেন যেমন তিনি তাকে সাহায্য করেছিলেন সেই সময়ে যখন কাফিরেরা তাকে দেশান্তর করেছিল, যখন দু'জনের মধ্যে একজন ছিল সে, যে সময় উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, যখন সে স্বীয় সঙ্গীকে (আবূ বাকরকে) বলেছিল ঃ তুমি বিষণ্ন হয়োনা, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে শক্তিশালী করলেন এমন সেনাদল দ্বারা যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি এবং আল্লাহ কাফিরদের বাক্য নীচু করে দিলেন, আর আল্লাহর বাণী সমুচ্চ রইল, আর আল্লাহ হচ্ছেন প্রবল প্রজ্ঞাময়।

٤٠. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ
ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟
ثَانِىَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى
ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـٰحِبِهِۦ لَا
تَحْزَنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۖ فَأَنزَلَ
ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُۥ
بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ
كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟
ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِىَ
ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আল্লাহ তাঁর নাবীকে সাহায্য করেন

আল্লাহ তা'আলা (জিহাদ পরিত্যাগকারীদের সম্বোধন করে) বলেন ঃ তোমরা যদি আমার রাসূলের সাহায্য সহযোগিতা ছেড়ে দাও তাহলে জেনে রেখ যে, আমি কারও মুখাপেক্ষী নই। আমি নিজেই তাঁর সহায়ক ও পৃষ্ঠপোষক। ঐ সময়ের কথা তোমরা স্মরণ কর অর্থাৎ হিজরাতের বছর যখন কাফিরেরা আমার রাসূলকে হত্যা করা বা বন্দী করা অথবা দেশান্তর করার ষড়যন্ত্র করেছিল তখন তিনি প্রিয় ও বিশ্বস্ত সহচর আবূ বাকরকে (রাঃ) সাথে নিয়ে অতি সন্তর্পণে মাক্কা

থেকে বেরিয়ে যান। সেই সময় তাঁর সাহায্যকারী কে ছিল? তিন দিন পর্যন্ত ‘সাওর’ পর্বতের গুহায় তাঁরা আশ্রয় নেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনকারীরা তাঁদেরকে না পেয়ে যখন নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে তখন তাঁরা মাদীনার পথ ধরবেন। ক্ষণে ক্ষণে আবূ বাকর (রাঃ) ভীত বিহ্বল হয়ে ওঠেন যে, না জানি কেহ হয়তো জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ ‘হে আবূ বাকর (রাঃ)! আপনি দু’জনের কথা চিন্তা করছেন কেন? তৃতীয় জন যে আল্লাহ রয়েছেন!’ (ফাতহুল বারী ৮/১৭৬)

আনাস (রাঃ) বলেন, আবূ বাকর ইব্ন আবূ কুহাফা (রাঃ) তাকে বলেন যে, গুহায় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বলেন ঃ ‘কাফিরদের কেহ যদি পায়ের দিকে তাকায় তাহলেইতো আমাদেরকে দেখে নিবে!’ তখন তিনি বললেন ঃ ‘হে আবূ বাকর! আপনি ঐ দু’জনকে কি মনে করেন যাঁদের সাথে তৃতীয় জন আল্লাহ রয়েছেন?’ (আহমাদ ১/৪, ফাতহুল বারী ৭/১১, মুসলিম ৪/১৮৫৪) মোট কথা, এই জায়গায়ও মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছিলেন। কোন কোন বিজ্ঞজন বলেছেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার নিজের পক্ষ থেকে আবূ বাকরের (রাঃ) উপর সান্ত্বনা ও প্রশান্তি নাযিল করা বুঝানো হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) ও অন্যান্যদের তাফসীর এটাই। তাঁদের দলীল এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যেতো প্রশান্তি ছিলই। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থায় প্রশান্তি নতুনভাবে নাযিল করার মধ্যেও কোন বৈপরীত্য নেই। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এরই সাথে বলেন ঃ

وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا আমি আমার অদৃশ্য সেনাবাহিনী পাঠিয়ে অর্থাৎ মালাইকার মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করেছি।

আল্লাহ তা‘আলা কুফরকে দাবিয়ে দিয়েছেন এবং নিজের কালেমাকে সমুন্নত করেছেন। তিনি শির্ককে নীচু করেছেন এবং তাওহীদকে উপরে উঠিয়েছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ ‘একটি লোক বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশে এবং আর একটি লোক মানুষকে খুশি করার জন্য যুদ্ধ করছে, অন্য একটি লোক যুদ্ধ করছে জাতীয় মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশে, এ তিনজনের মধ্যে আল্লাহর পথের মুজাহিদ কে?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘যে ব্যক্তি

আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করার নিয়তে যুদ্ধ করে সেই হচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদ।' (ফাতহুল বারী ১/২৮৬, মুসলিম ৩/১৫১২)

প্রতিশোধ গ্রহণে আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন। তাঁর ইচ্ছায় কেহ পরিবর্তন আনয়ন করতে পারেনা।

৪১। অভিযানে বের হও স্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক, অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা যুদ্ধ কর, এটাই তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে।	٤١. ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

যে কোন অবস্থায় জিহাদে অংশ নেয়া আবশ্যকীয়

সুফিয়ান শাউরী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি আবুয যুহা হতে, তিনি মুসলিম ইব্ন সাবীহ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, সূরা বারাআতের انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً এ আয়াতটিই সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৪/২৭০)

মুতামির ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তার পিতা বলেছেন ঃ হাদরামী (রহঃ) দাবী করেছেন যে, তাকে কিছু লোক বলেছেন যে, যদি তারা জিহাদে অংশ গ্রহণ না করে তাহলে তাতে তাদের পাপ হবেনা। কারণ তারা দুর্বল ও বৃদ্ধ। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/২৬৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রাসূলকে তাবূকের যুদ্ধের জন্য একটি বড় দল গঠন করার জন্য নির্দেশ দেন, যাতে তারা আল্লাহর শত্রু কাফির আহলে কিতাব এবং রোমকদের সাথে মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। আল্লাহ আরও আদেশ করেন যে মুসলিমদের ভিতর সক্ষম, অলস, সুখে কিংবা কষ্টে আছে এমন ধরনের সব লোকই যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধাভিযানে অগ্রসর হয়। আলী ইব্ন যায়িদ (রহঃ) আনাস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালহা (রাঃ) انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً এ আয়াত সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ যুবক হোক কিংবা বৃদ্ধ হোক, আল্লাহ তা'আলা কোন লোককেই এ যুদ্ধে অংশ নেয়া হতে

অব্যাহতি দেননি। এই হুকুম পালনার্থে এই মনীষী সিরিয়ার ভূমিতে চলে যান এবং খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জীবনদাতা আল্লাহর কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকে সন্তুষ্ট রাখুন!

আর একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, আবূ তালহা (রাঃ) একদা **انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ** এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ 'আমার ধারণায়তো আমাদের রাব্ব যুবক-বৃদ্ধ সকলকেই জিহাদে অংশগ্রহণের দা'ওয়াত দিয়েছেন। হে আমার প্রিয় ছেলেরা! তোমরা আমার জন্য যুদ্ধের সরঞ্জাম প্রস্তুত কর।' তার ছেলেরা তখন তাকে বললেন ঃ 'আব্বা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বাধীন আপনি তাঁর জীবদ্দশায় জিহাদ করেছেন। আবূ বাকরের (রাঃ) খিলাফাতের আমলেও আপনি মুজাহিদদের সাথে থেকেছেন। উমারের (রাঃ) খিলাফাত কালেও আপনি একজন বিখ্যাত বীর হিসাবে পরিচিত হয়েছেন। এখন আপনার জিহাদ করার বয়স আর নেই। আমরাই আপনার পক্ষ থেকে জিহাদের মাইদানে যোগদান করছি।' কিন্তু তিনি তাদের কথা মানলেননা এবং ঐ মুহুর্তেই জিহাদের উদ্দেশে রওয়ানা হন। সমুদ্র পার হওয়ার জন্য তিনি মুয়াবিয়ার (রহঃ) নেতৃত্বে নৌকায় আরোহণ করলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে তখনও কয়েকদিনের পথ বাকী। সমুদ্রের মাঝপথেই তার প্রাণ পাখী উড়ে যায়। নয় দিন পর্যন্ত নৌকা চলতে থাকে, কিন্তু কোন দ্বীপ পাওয়া গেলনা যেখানে তাকে দাফন করা যায়। নয় দিন পর যাত্রীরা স্থলভাগে অবতরণ করে এবং তাকে দাফন করা হয়। তখন পর্যন্ত মৃতদেহের কোনই পরিবর্তন ঘটেনি। (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮০২)

সুদ্দী (রহঃ) হতে **خِفَافًا وَثِقَالاً** এর তাফসীরে যুবক ও বৃদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি বড় ও মোটা দেহ বিশিষ্ট লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি নিজের অবস্থা প্রকাশ করে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে অনুমতি দেননি এবং এ আয়াত অবতীর্ণ হল। তখন এ হুকুম সাহাবীগণের কাছে খুবই কঠিন মনে হল। আল্লাহ তা'আলা তখন **لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى ...** (৯ ঃ ৯১) এই আয়াতটি অবতীর্ণ করে উক্ত আয়াতটি মানসূখ করে দেন।

হিব্বান ইব্ন যায়িদ আশ শার'আবী (রহঃ) বলেন, আমি হিমসের শাসনকর্তা সাফওয়ান ইব্ন আমরের (রহঃ) সাথে জারাজিমা অভিমুখে জিহাদের উদ্দেশে

রওয়ানা হই। আমি দামেস্কের একজন অতি বয়স্ক বুযুর্গকে দেখলাম যিনি সৈন্যবাহিনীর সাথে নিজের উটের উপর সাওয়ার হয়ে আসছেন। তার ভ্রুগুলি চোখের উপর পড়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে বললাম, চাচাজান! আল্লাহ তা'আলার কাছেতো আপনার ওযর করার অবকাশ রয়েছে। এ কথা শুনে তিনি চোখের উপর থেকে ভ্রূগুলি সরালেন এবং বললেন ঃ 'হে ভাতিজা! আল্লাহ তা'আলা হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায়ই আমাদেরকে জিহাদে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকে তিনি পরীক্ষাও করে থাকেন। অতঃপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তিনি তার উপর রাহমাত বর্ষণ করেন। দেখ, আল্লাহর পরীক্ষা শোক্‌র, সাব্‌র, তাঁর যিক্‌র এবং খাঁটি তাওহীদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।' (তাবারী ১৪/২৬৪)

وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ জিহাদের হুকুম দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির কাজে সম্পদ ও প্রাণ ব্যয় করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন যে, এতেই দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল রয়েছে। পার্থিব মঙ্গল লাভ এই যে, সামান্য কিছু খরচ করে বহু গানীমাতের মাল লাভ করা যাবে। আর আখিরাতের লাভ এই যে, এর চেয়ে বড় সাওয়াব আর নেই। যেমন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর পথে জিহাদকারীর জন্য এ দায়িত্ব গ্রহণ করেন যে, হয় তাকে শহীদ করে তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, না হয় প্রতিদান ও গানীমাতসহ নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনবেন।' (মুসলিম ৪/১৪৯৬) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

জিহাদকে তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য রূপে অবধারিত করা হয়েছে এবং এটি তোমাদের নিকট অপ্রীতিকর; বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন

বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২১৬) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে বলেন ঃ ‘তুমি ইসলাম গ্রহণ কর।’ লোকটি বলল ঃ ‘আমার মন যে চায়না।’ তখন তিনি তাকে বললেন ঃ ‘মন না চাইলেও তুমি ইসলাম কবূল কর।’ (আহমাদ ৩/১০৯)

৪২। যদি কিছু আশু লভ্য হত এবং সফরও সহজ হত তাহলে তারা অবশ্যই তোমার সহগামী হত; কিন্তু তাদেরতো পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল; আর তারা অচিরেই আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে ঃ যদি আমাদের সাধ্য থাকত তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তোমাদের সাথে বের হতাম; তারা (মিথ্যা বলে) নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে; আর আল্লাহ জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।	٤٢. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّٱتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

মুনাফিকদের জিহাদে অংশ না নেয়ার কারণ

যারা তাবূকের যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়েছিল এবং পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বানানো মিথ্যা ওযর পেশ করেছিল এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেন- প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনই ওযর ছিলনা। যদি সহজ লভ্য গানীমাতের আশা থাকত এবং নিকটের সফর হত তাহলে এই লোভীদের দল অবশ্যই সঙ্গে যেত। কিন্তু সিরিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ সফর তাদের মন ভেঙ্গে দেয়। তাই তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে মিথ্যা শপথ করে করে তাঁকে

প্রতারিত করছে যে, তাদের যদি ওযর না থাকত তাহলে অবশ্যই তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গমন করত। আল্লাহ তা‘আলা বলছেন, তারা মিথ্যা কথা বলে নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। তিনি জানেন যে, তারা মিথ্যাবাদী।

৪৩। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করেছেন (কিন্তু) তুমি তাদেরকে কেন অনুমতি দিলে যে পর্যন্ত না সত্যবাদী লোকেরা তোমার কাছে প্রকাশ হয়ে যেত এবং তুমি মিথ্যাবাদীদেরকে জেনে নিতে?	٤٣. عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعۡلَمَ ٱلۡكَٰذِبِينَ
৪৪। যারা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করার ব্যাপারে তোমার কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করবেনা, আর আল্লাহ এই পরহেজগার লোকদের সম্বন্ধে খুবই অবগত আছেন।	٤٤. لَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُۢ بِٱلۡمُتَّقِينَ
৪৫। অবশ্যই ঐসব লোক তোমার কাছে অব্যাহতি চেয়ে থাকে যারা আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখেনা, আর তাদের অন্তর-সমূহ সন্দেহে নিপতিত রয়েছে। অতএব তারা নিজেদের সন্দেহে হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে।	٤٥. إِنَّمَا يَسۡتَـٔۡذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱرۡتَابَتۡ قُلُوبُهُمۡ فَهُمۡ فِي رَيۡبِهِمۡ يَتَرَدَّدُونَ

Contents

জিহাদে অংশ না নেয়ার অনুমতি দানের জন্য রাসূলকে (সাঃ) মৃদু ভর্ৎসনা

ইব্‌ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আউন (রাঃ) স্বীয় সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কি এর চেয়ে উত্তম তিরস্কারের কথা শুনেছেন? কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরস্কারপূর্ণ কথা বলার পূর্বেই তাঁকে ক্ষমা করে দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ (হে নাবী!) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বটে, কিন্তু কেন তুমি তাদেরকে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি দিয়েছ? (ইব্‌ন আবী হাতিম ৬/১৮০৫, তাবারী ১৪/২৭৪) এরপর তিনি সূরা নূরে আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অধিকার/সুযোগ দেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে অনুমতি দিতে পারেন। তিনি বলেন ঃ

فَإِذَا ٱسۡتَـٔۡذَنُوكَ لِبَعۡضِ شَأۡنِهِمۡ فَأۡذَن لِّمَن شِئۡتَ مِنۡهُمۡ ...

তারা তাদের কোন কাজে বাইরে যাবার জন্য তোমার অনুমতি চাইলে তাদের মধ্যে যাদেরকে ইচ্ছা তুমি অনুমতি দিবে। (সূরা নূর, ২৪ ঃ ৬২)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূরা তাওবাহর এ আয়াতটি ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতির অনুমতি প্রার্থনা করবে। যদি অনুমতি মিলে যায় তাহলেতো ভাল কথা। আর যদি তিনি অনুমতি নাও দেন তবুও তারা যুদ্ধে গমন করবেনা। (তাবারী ১৪/২৭৩) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঃ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ যদি তারা অনুমতি লাভ না করত তাহলে এটুকু লাভতো অবশ্যই হত যে, সত্য ওযরকারী ও মিথ্যা বাহানাকারীদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেয়ে যেত। ভাল ও মন্দ এবং সৎ ও অসতের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি হত। অনুগত লোকেরাতো হাযির হয়েই যেত। আর অবাধ্য লোকেরা যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি না পেলেও বের হতনা। কেননা তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে অনুমতি দিন আর না'ই দিন, তারা যুদ্ধে গমন করবেনা। এ

জন্যই আল্লাহ তা‘আলা পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করেন- এটা সম্ভব নয় যে, খাঁটি ঈমানদার লোকেরা তোমার কাছে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা করবে। তারা জিহাদকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে নিজেদের জান ও মালকে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে সর্বদা আকাঙ্ক্ষী। আল্লাহ তা‘আলা এই পরহেযগার লোকদেরকে ভালরূপেই অবগত আছেন। আর এ লোকগুলো, যাদের শারীয়াত সম্মত কোনই ওযর নেই, যারা শুধু বাহানা করে যুদ্ধ হতে অব্যাহতি লাভের অনুমতি প্রার্থনা করছে তারা বে-ঈমান লোক। তারা আখিরাতের পুরস্কারের কোন আশা রাখেনা। হে নাবী! তারা এখনও তোমার শারীয়াতের ব্যাপারে সন্দিহান রয়েছে এবং তারা সদা উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। তারা এক পা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে তো আর এক পা পিছনের দিকে সরাচ্ছে। তাদের কোন ধৈর্য ও মনের স্থিরতা নেই। তারা না আছে এদিকে, না আছে ওদিকে। হে নাবী! আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি কখনও তার জন্য কোন পথ পাবেনা।

৪৬। আর যদি তারা (যুদ্ধে) যাত্রা করার ইচ্ছা করত তাহলে সেজন্য কিছু সরঞ্জামতো প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এ জন্য তাদেরকে তাওফীক দেননি এবং বলে দেয়া হল, তোমরাও এখানেই অক্ষম লোকদের সাথে বসে থাক।	٤٦. وَلَوۡ أَرَادُواْ ٱلۡخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُۥ عُدَّةٗ وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ فَثَبَّطَهُمۡ وَقِيلَ ٱقۡعُدُواْ مَعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ
৪৭। যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত তাহলে দ্বিগুণ বিভ্রাট সৃষ্টি করা ব্যতীত আর কি হত? তারা তোমাদের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশে দৌড়াদৌড়ি করে ফিরত, আর তোমাদের মধ্যের	٤٧. لَوۡ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمۡ إِلَّا خَبَالٗا وَلَأَوۡضَعُواْ خِلَٰلَكُمۡ يَبۡغُونَكُمُ ٱلۡفِتۡنَةَ

وَفِيكُمْ سَمَّـٰعُونَ لَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّـٰلِمِينَ	**কতিপয় উহা শ্রবণ করত; আল্লাহ এই যালিমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন।**

মুনাফিকদের পরিচয় প্রকাশ

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً হে নাবী! তাদের ওযর যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তার বাহ্যিক প্রমাণ এটাও যে, তাদের যুদ্ধে গমনের ইচ্ছা থাকলে কমপক্ষে তারা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করত। কিন্তু তারা যুদ্ধে গমনের ঘোষণা ও নির্দেশের পরেও এবং দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও হাতের উপর হাত রেখে বসে রয়েছে। অবশ্য তোমাদের সাথে তাদের বের হওয়াকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দও করেননি। এ কারণেও তিনি তাদেরকে পিছনে সরিয়ে রেখেছেন। আর স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে বলে দিয়েছিলেন, যুদ্ধ থেকে দূরে অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর। হে মুসলিমরা! তোমাদের সাথে তাদের বের হওয়া আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ এই যে, তারাতো ভীরু ও বড় রকমের কাপুরুষ। যুদ্ধ করার সাহস তাদের মোটেই নেই। তোমাদের সাথে গেলেও তারা দূরে দূরেই থাকত। তা ছাড়া তারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাঁধিয়ে দিত। তারা এদিকের কথা ওদিকে এবং ওদিকের কথা এদিকে লাগিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি করত এবং কোন একটা নতুন ফিতনা খাড়া করে তোমাদের অবস্থাকে জটিল করে তুলত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ তোমাদের মধ্যে এমন লোকও বিদ্যমান রয়েছে যারা ঐসব লোককে মান্য করে, তাদের মতামত সমর্থন করে এবং তাদের কার্যক্রমকে সুনজরে দেখে থাকে। তারা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে বলে ঐসব লোকের দুষ্কার্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে বে-খবর থাকে। মু'মিনদের পক্ষে এর ফল খুবই খারাপ হয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে অনাচার ও ঝগড়া-বিবাদ ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, অনুমতি প্রার্থনাকারীদের কয়েকজন গোত্র প্রধান/নেতাও ছিল। তাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল এবং জাদ ইব্ন কায়েসও ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেন। কারণ তারা যদি মুসলিমদের সাথে বের হত তাহলে তাদের অনুগত

লোকেরা সময় সুযোগে তাদের সাথে যোগ দিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করত। (তাবারী ১৪/২৭৭) কিছু কিছু মুসলিম তাদের প্রকৃত অবস্থা অবহিত ছিলনা। তাই তারা তাদের বাহ্যিক ইসলাম ও মুখরোচক কথায় পাগল ছিল এবং তখন পর্যন্ত তাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। এটা সত্য কথা যে, তাদের এ অবস্থা মুনাফিকদের আসল অবস্থা অবগত না হওয়ার কারণেই ছিল। পূর্ণ জ্ঞান আল্লাহ তা'আলারই রয়েছে। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত খবরই রাখেন। তিনি অদৃশ্যের সংবাদ রাখেন বলেই মুসলিমদেরকে বলছেন ঃ

لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً হে মুসলিমরা! এই মুনাফিকদের যুদ্ধে গমন না করাকে তোমরা গানীমাত মনে কর। যদি তারা তোমাদের সাথে থাকত তাহলে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করত। তারা নিজেরাও ভাল কাজ করতনা এবং তোমাদেরকেও করতে দিতনা। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَـذِبُونَ

যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (৬ ঃ ২৮) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ

আল্লাহ যদি জানতেন যে, তাদের মধ্যে কল্যাণকর কিছু নিহিত রয়েছে তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে শোনার তাওফীক দিতেন, তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেন তাহলেও তারা উপেক্ষা করে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে যেত। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ২৩) আর এক স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيَـٰرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِۦ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. وَإِذًا لَّأَتَيْنَـٰهُم مِّن لَّدُنَّآ أَجْرًا عَظِيمًا. وَلَهَدَيْنَـٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا

আর আমি যদি তাদের উপর বিধিবদ্ধ করতাম যে, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা স্বীয় গৃহ প্রাচীর হতে নিস্ক্রান্ত হও তাহলে তাদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত ওটা করতনা এবং যদ্বিষয়ে তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়েছিল তা যদি তারা করত তাহলে নিশ্চয়ই ওটা হত তাদের জন্য কল্যাণকর এবং ধর্মের উপর সুদৃঢ় থাকার

জন্যও। এবং তখন আমি তাদেরকে অবশ্যই স্বীয় সন্নিধান হতে বৃহত্তর প্রতিদান প্রদান করতাম। এবং নিশ্চয়ই তাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করতাম। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৬৬-৬৮) এ ধরনের আরও অনেক আয়াত রয়েছে।

৪৮। পূর্বেও তারা ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল এবং তোমার কার্যক্রম ব্যর্থ করার চেষ্টায় রত ছিল। শেষ পর্যন্ত হক ও আল্লাহর নির্দেশ প্রকাশমান হল, যদিও তা তাদের মনঃপুত ছিলনা।	٤٨. لَقَدِ ٱبۡتَغَوُاْ ٱلۡفِتۡنَةَ مِن قَبۡلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلۡأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلۡحَقُّ وَظَهَرَ أَمۡرُ ٱللَّهِ وَهُمۡ كَٰرِهُونَ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে মুনাফিকদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করার জন্য বলেন ঃ لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ হে নাবী! তুমি কি ভুলে গেছ যে, এই মুনাফিকরা বহুদিন ধরে ফিতনা-ফাসাদের অগ্নি প্রজ্বলিত করতে রয়েছে এবং তোমার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করার সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মাদীনায় তোমার হিজরাত করার পর পরই সমস্ত আরাবের মূর্তিপূজক এবং মাদীনার ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা মাদীনায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বদরের যুদ্ধ তাদেরকে হতবাক করে আল্লাহ তাদের মনের কামনা ও বাসনা মুছে ফেলেন অর্থাৎ তারা তাদের সফল হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায়। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই পরিষ্কারভাবে বলে দেয়, ‘এ লোকগুলো এখন আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। এখন আমাদের এ ছাড়া কোন উপায় নেই যে, আমরা বাহ্যতঃ ইসলামের অনুকূলে থাকব, কিন্তু অন্তরে যা আছে তাতো আছেই। সময় সুযোগ এলে দেখা যাবে এবং দেখানো যাবে।’ তারপর যতই সত্যের উন্নতি হতে থাকে এবং তাওহীদ বিকাশ লাভ করতে থাকে, ততই তারা হিংসার আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকে।

৪৯। আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও আছে যে বলে ঃ	٤٩. وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ ٱئۡذَن

আমাকে (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেননা। ভাল রূপে বুঝে নাও যে, তারাতো বিপদে পড়েই আছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম এই কাফিরদের বেষ্টন করবেই।	لِّي وَلَا تَفْتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي হে রাসূল! আমাকে (বাড়ীতেই) বসে থাকার অনুমতি দিন এবং আপনার সাথে যুদ্ধে গমনের নির্দেশ দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেননা। কেননা আমি হয়তো রোমক যুবতী নারীদের প্রেমে পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ এ কথা বলার কারণে তারাতো বিপদে পড়েই গেছে। যুহরী (রহঃ), ইয়াযীদ ইব্ন রুম্মান (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বাকর (রহঃ), আসিম ইব্ন কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যদের থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তারা বলেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে গমনের প্রস্তুতি গ্রহণের অবস্থায় জাদ ইব্ন কায়েসকে বলেন ঃ 'তুমি এ বছর কি বানী-আসফারকে দেশান্তর করার কাজে আমাদের সঙ্গী হবে?' উত্তরে সে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি দিন এবং আমাকে বিপদে ফেলবেননা। আল্লাহর শপথ! আমার কাওম জানে যে, আমার চেয়ে মহিলাদের প্রতি বেশি আকৃষ্ট আর কেহ নেই। আমি আশংকা করছি যে, আমি যদি বানী আসফারের নারীদের দেখতে পাই তাহলে ধৈর্যধারণ করতে পারবনা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন ঃ 'আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।' এই জাদ ইব্ন কায়েসের সম্পর্কেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে, এই মুনাফিক এই বাহানা বানিয়ে নিয়েছে, অথচ সেতো ফিতনার মধ্যে পড়েই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ ছেড়ে দেয়া এবং জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কি কম ফিতনা? (তাবারী ১৪/২৮৭) এই মুনাফিক বানু সালামাহ গোত্রের বড় নেতা ছিল। যখন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গোত্রের লোকদেরকে জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমাদের নেতা কে?’ তারা তখন উত্তরে বলে ঃ ‘আমাদের নেতা হচ্ছে জাদ ইব্‌ন কায়েস, কিন্তু আমরা মনে করি, সে খুবই কৃপণ।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলেন ঃ ‘কৃপণতা অপেক্ষা জঘন্য রোগ আর নেই। জেনে রেখ যে, তোমাদের নেতা হচ্ছে সাদা দেহ ও সুন্দর চুল বিশিষ্ট নব যুবক বিশর ইব্‌ন বারা ইব্‌ন মা’রূর।’ (হাকিম /২১৯)

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُۢ بِٱلۡكَٰفِرِينَ নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টনকারী। তারা জাহান্নাম থেকে রক্ষাও পাবেনা, পালাতেও পারবেনা এবং মুক্তিও পাবেনা।

৫০। যদি তোমার প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয় তাহলে তাদের জন্য তা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা বলে ঃ আমরাতো প্রথম থেকেই নিজেদের জন্য সাবধানতার পথ অবলম্বন করেছিলাম এবং তারা খুশী হয়ে চলে যায়।	٥٠. إِن تُصِبۡكَ حَسَنَةٞ تَسُؤۡهُمۡۖ وَإِن تُصِبۡكَ مُصِيبَةٞ يَقُولُواْ قَدۡ أَخَذۡنَآ أَمۡرَنَا مِن قَبۡلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمۡ فَرِحُونَ
৫১। বল ঃ আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আপতিত হবেনা, তিনিই আমাদের কর্ম বিধায়ক, আর সকল মু’মিনের কর্তব্য হল, তারা যেন নিজেদের যাবতীয় কাজে আল্লাহর উপরই নির্ভর করে।	٥١. قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوۡلَىٰنَاۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ

Contents

وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ মুনাফিকদের অন্তরের কুটিলতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, মুসলিমদের বিজয়, সাহায্য, কল্যাণ ও উন্নতি লাভে তারা অত্যন্ত চিন্তান্বিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। আর আল্লাহ না করুন, যদি মুসলিমদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে তখন তারা মনে খুবই আনন্দ লাভ করে এবং নিজেদের চতুরতার প্রশংসা করে। তারা বলে ঃ

قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ এই কারণেই আমরা আগে থেকেই তাদের থেকে দূরে রয়েছি। অতঃপর তারা আনন্দ করতে করতে চলে যায়। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে বলেন, তোমরা ঐ মুনাফিকদেরকে উত্তর দাও, لَّن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللّهُ দুঃখ ও অশান্তি আমাদের তাকদীরের লিখন এবং আমরা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন। তিনিই আমাদের অভিভাবক, তিনিই আমাদের রাব্ব, তিনিই আমাদের আশ্রয়স্থল। আমরা মু'মিন, আর মু'মিনদের ভরসা আল্লাহর উপর। তিনি আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনিই উত্তম অভিভাবক।

৫২। বল ঃ তোমরাতো আমাদের জন্য দু'টি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলের প্রতীক্ষায় রয়েছ; আর আমরা তোমাদের জন্য এই প্রতীক্ষা করছি যে, আল্লাহ তোমাদের উপর কোন্ শাস্তি সংঘটন করবেন - নিজের পক্ষ হতে অথবা আমাদের দ্বারা; অতএব তোমরা অপেক্ষা করতে থাক, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান রইলাম।

٥٢. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّآ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِۦٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ

৫৩। তুমি বল ঃ তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কক্ষণই গৃহীত হবেনা; নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লংঘনকারী সম্প্রদায়।	٥٣. قُلۡ أَنفِقُواْ طَوۡعًا أَوۡ كَرۡهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمۡ ۖ إِنَّكُمۡ كُنتُمۡ قَوۡمًا فَٰسِقِينَ
৫৪। আর তাদের দান খাইরাত গ্রহণ না হওয়ার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা শৈথিল্যের সাথে ছাড়া সালাত আদায় করেনা। আর তারা দান করেনা। কিন্তু অনিচ্ছার সাথে।	٥٤. وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলেন ঃ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ হে রাসূল! ঐ মুনাফিকদেরকে বলে দাও ঃ তোমরা আমাদের জন্য দু'টি মঙ্গলের মধ্যে একটি মঙ্গলেরই প্রতীক্ষায় রয়েছ। অর্থাৎ যদি আমরা যুদ্ধে শহীদ হই তাহলে আমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি বিজয় লাভ করি ও গাণীমাতের অধিকারী হই তাহলে এটাও মঙ্গল। সুতরাং হে মুনাফিকের দল! আমরা তোমাদের ব্যাপারে যার অপেক্ষা করছি তা হচ্ছে দু'টি মন্দের একটি মন্দ। অর্থাৎ হয় তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব সরাসরি এসে যাবে অথবা আমাদের হাতে পর্যুদস্ত হবে। তা এভাবে যে, তোমরা আমাদের হাতে নিহত হবে অথবা বন্দী হবে। এখন তোমরা ও আমরা নিজ নিজ জায়গায় প্রতীক্ষায় থাকি, দেখা যাক গাইব থেকে কি প্রকাশ পায়! অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বলেন ঃ

أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ তোমরা খুশি মনে খরচ কর বা অসন্তুষ্ট চিত্তে, কোন অবস্থায়ই আল্লাহ তোমাদের দান কবূল করবেননা। কেননা তোমরাতো ফাসিক বা আল্লাহর আদেশ লংঘনকারী সমাজ। তোমাদের দান-খাইরাত কবূল না করার কারণ হচ্ছে তোমাদের কুফরী। আর আমল কবূল হওয়ার শর্ত হচ্ছে কুফরী না থাকা এবং ঈমান থাকা। তা ছাড়া কোন কাজেই তোমাদের সদিচ্ছা ও সৎ সাহস নেই। সালাত আদায় করলেও তোমরা উদাসীনতার সাথে আদায় কর। তাতে তোমাদের কোন মনোযোগ থাকেনা। সত্যবাদী ও সত্যায়িত রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ দিয়েছেনঃ ‘আল্লাহ বিরক্ত হননা যে পর্যন্ত না তোমরা বিরক্ত হও। আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র জিনিসই কবূল করেন।’ এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা এসব ফাসিকের দান-খাইরাত ও আমল কবূল করবেননা। কেননা তিনি একমাত্র মুত্তাকীদের আমলই কবূল করেন।

৫৫। অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণ কুফরী অবস্থায় বের হয়।	৫৫. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَٰفِرُونَ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

তুমি তোমার চক্ষুদ্বয় কখনও প্রসারিত করনা ওর প্রতি যা আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ উপভোগের উপকরণ হিসাবে দিয়েছি তদ্বারা তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য; তোমার রাব্ব প্রদত্ত জীবনোপকরণ উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১৩১)

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ. نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে সাহায্য স্বরূপ যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করি তদ্বারা তাদের জন্য সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করছি? না, তারা বুঝেনা। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৫৫-৫৬) হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, এটা তাদের পক্ষে ভাল ও খুশির ব্যাপার নয়। এটাতো তাদের জন্য পার্থিব শাস্তিও বটে। কেননা এর যাকাত আদায় করতে হবে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করতে হবে বলে তারা পছন্দ করেনা। (তাবারী ১৪/২৯৬) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ তারা ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির মধ্যে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়বে যে, মৃত্যু পর্যন্ত হিদায়াত তাদের ভাগ্যে জুটবেনা। এমনভাবে ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে যে, তারা টেরও পাবেনা। এই ধন-সম্পদই জাহান্নামের আগুনে পরিণত হবে। আমরা এর থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৬। আর তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা (মুনাফিকরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত; অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তারা হচ্ছে কাপুরুষের দল।	٥٦. وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ
৫৭। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল পেত, অথবা গুহা কিংবা লুকিয়ে থাকার একটু	٥٧. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَـًٔا أَوْ

স্থান পেত তাহলে তারা অবশ্যই ক্ষিপ্র গতিতে সেদিকে ধাবিত হত।	مَغَٰرَٰتٍ أَوۡ مُدَّخَلٗا لَّوَلَّوۡاْ إِلَيۡهِ وَهُمۡ يَجۡمَحُونَ

জিহাদে অংশ নিতে মুনাফিকরা ভয় পায়

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের অস্থিরতা, হতবুদ্ধিতা, উদ্বেগ, ত্রাস ও ব্যাকুলতার সংবাদ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ

وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَـكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ হে মুসলিমরা! এই মুনাফিকরা তোমাদের কাছে এসে তোমাদের মন জয় করার উদ্দেশে এবং তোমাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লম্বা চওড়া শপথ করে করে বলে ঃ আল্লাহর শপথ! আমরা তোমাদের সাথেই রয়েছি, আমরা মুসলিম। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এর বিপরীত। এটা শুধু ভয় ও ত্রাসের ফল, যা তাদের মনে সৃষ্টি হচ্ছে। ইবন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এর ভাবার্থে বলেন ঃ আজ যদি তারা নিজেদের রক্ষার জন্য কোন দুর্গ পেয়ে যায় বা অন্য কোন সুরক্ষিত স্থান দেখতে পায় অথবা কোন সুড়ঙ্গের সংবাদ পায় তাহলে তারা সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ঐ দিকে ধাবিত হবে। তাদের একজনকেও তোমার কাছে দেখা যাবেনা। কেননা প্রকৃতপক্ষে তোমার সাথে তাদের কোন ভালবাসা ও বন্ধুত্বই নেই। তারাতো শুধু ভয়ে বাধ্য হয়ে তোমাদেরকে তোষামোদ করছে। ইসলামের যতই উন্নতি হচ্ছে ততই তারা মনঃক্ষুণ্ন হচ্ছে। মুসলিমদের কল্যাণে ও খুশিতে তারা জ্বলে পুড়ে মরছে। তোমাদের উন্নতি এদের সহ্য হচ্ছে না। সুযোগ পেলেই তারা আশ্রয়স্থলের দিকে দৌড়ে পালাবে।

৫৮। আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা সাদাকাহর (বন্টন) ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে, অতঃপর যদি তারা ঐ সমস্ত সাদাকাহ হতে (অংশ) প্রাপ্ত হয় তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়, আর	٥٨. وَمِنۡهُم مَّن يَلۡمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ فَإِنۡ أُعۡطُواْ مِنۡهَا رَضُواْ وَإِن لَّمۡ يُعۡطَوۡاْ مِنۡهَآ إِذَا

৫৯। তাদের জন্য উত্তম হত যদি তারা ওর প্রতি সন্তুষ্ট থাকত যা কিছু তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দান করেছিলেন, আর বলত ঃ আমাদের পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট, ভবিষ্যতে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে আরও দান করবেন এবং তাঁর রাসূলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।	٥٩. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا۟ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَرَسُولُهُۥٓ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَٰغِبُونَ

রাসূলের (সাঃ) সততার ব্যাপারে মুনাফিকদের প্রশ্ন করণ

وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَات কোন কোন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই অপবাদ দিত যে, তিনি যাকাতের মালের সঠিক বণ্টন করেননা ইত্যাদি। আর এর দ্বারা তাঁর থেকে কিছু লাভ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই উদ্দেশ্য ছিলনা। তাঁর থেকে কিছু পেলে তারা খুবই সন্তুষ্ট হয়, আর না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত অন্য একটি রিওয়ায়াতে আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোনা রূপা বণ্টন করছিলেন। এমতাবস্থায় একজন গ্রাম্য নওমুসলিম তাঁর কাছে এসে বলে ঃ ‘হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর শপথ! আল্লাহ যদি আপনাকে ইনসাফের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি ইনসাফ করছেননা।’ তখন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ ‘তুমি ধ্বংস হও। আমিই যদি ইনসাফকারী না হই তাহলে যমীনে ইনসাফকারী আর কে হবে?’ অতঃপর তিনি বলেন ঃ ‘তোমরা এই ব্যক্তি থেকে এবং এর সাথে সাদৃশ্যযুক্ত লোক থেকে বেঁচে থাক। আমার উম্মাতের মধ্যে এর মত লোক হবে। তারা কুরআন পাঠ করবে বটে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠ থেকে নীচে নামবেনা। তারা যখন (কোন মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য) বের হবে তখন তাদেরকে হত্যা করবে। আবার যখন বের হবে তখন তাদেরকে

মেরে ফেল। পুনরায় যখন প্রকাশ পাবে তখনও তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে।' তিনি মাঝে মাঝে বলতেন ঃ 'যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ! আমি নিজ থেকে তোমাদেরকে কিছু প্রদানও করিনা এবং প্রদান করা থেকে বিরতও থাকিনা, আমিতো একজন রক্ষক মাত্র।' (তাবারী ১৪/৩০২)

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হুনাইনের যুদ্ধের গানীমাতের মাল বণ্টন করছিলেন তখন যুলখুওয়াইসিরা হারকুস নামক একটি লোক আপত্তি করে বলে ঃ 'ইনসাফ করুন, কেননা আপনি ইনসাফ করছেননা।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'আমি যদি ইনসাফ করে না থাকি তাহলেতো আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব।' অতঃপর তিনি তাকে চলে যেতে দেখে বললেন ঃ 'এর বংশ থেকে এমন এক কাওম বের হবে যাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাত নগণ্য মনে হবে এবং যাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়াম তুচ্ছ মনে হবে। কিন্তু তারা দীন থেকে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমনভাবে তীর নিক্ষেপকারীর নিকট থেকে তীর বেরিয়ে যায়। তাদেরকে তোমরা যেখানেই পাবে হত্যা করবে। আকাশের নীচে তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্টতম হত্যাযোগ্য আর কেহ নেই।' (ফাতহুল বারী ১২/৩০২, মুসলিম ২/৭৪৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِه وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ তাদেরকে আল্লাহ স্বীয় রাসূলের মাধ্যমে যা কিছু দান করেছেন, ওর উপর যদি তারা তুষ্ট থাকত এবং ধৈর্যধারণ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলত ঃ 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে আরও দান করবেন।' সুতরাং মহান আল্লাহ এখানে এই শিক্ষা দিলেন যে, তিনি যা কিছু দান করবেন তার উপর মানুষের সবর ও শোক্র করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের ব্যাপারে চুল পরিমাণও যেন ত্রুটি না হয়।

٦٠. إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ	**৬০। সাদাকাহতো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সাদাকাহর (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং (দীনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের),**

আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য) আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।	قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

যাকাত প্রদানের খাত

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা ঐ অজ্ঞ মুনাফিকদের বর্ণনা দিয়েছেন যারা সাদাকাহ বণ্টনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর আপত্তি উঠিয়েছিল। এখন এই আয়াতে বর্ণনা করছেন যে, যাকাতের মাল বণ্টন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়, বরং যাকাত বণ্টন করার ক্ষেত্রগুলি স্বয়ং আল্লাহ বাতলে দিয়েছেন। তিনি কেহকেও তাঁর ইচ্ছার বাইরের কোন নিয়মে তা বন্টন করার অনুমতি দেননি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা এ আয়াতে জানিয়ে দিলেন যে, কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোক যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত। প্রথমেই তিনি ফকিরদের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ অন্য যে কোন শ্রেণীর তুলনায় তারা সবচেয়ে বেশী অভাবী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, কোন কিছু পাওয়ার ব্যাপারে ফকীরদের দাবী অগ্রগন্য। কারণ তারা কারও কাছেই কোন কিছু যাঞ্চা করেনা। এর পরেই রয়েছে মিসকীনদের স্থান। (তাবারী ১৪/৩০৫-৩০৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, ফকীর হচ্ছে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং মিস্কীন হচ্ছে সুস্থ সবল লোক। ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন যে, এখানে ফকীর দ্বারা মুহাজির ফকীরদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এখন ঐ হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলি এই আট প্রকারের সম্পর্কে এসেছে ঃ

(১) فُقَرَاءُ ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘সাদাকাহ ধনী ও সুস্থ সবলের জন্য হালাল নয়।’ (আহমাদ ৪/১৬৪, আবূ দাঊদ ২/২৮৫, তিরমিযী ৩/৩১৭)

Contents

(২) مَسَاكِيْن আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘ঐ ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে লোকদের কাছে ঘুরাফিরা করে, অতঃপর তাকে সে এক গ্রাস বা দু’গ্রাস (খাদ্য) এবং একটি বা দু’টি খেজুর প্রদান করে।’ জনগণ জিজ্ঞেস করল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাহলে মিসকীন কে?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘যার কাছে এমন কিছু নেই যার দ্বারা সে অমুখাপেক্ষী হতে পারে, যার এমন অবস্থা প্রকাশ পায়না যা দেখে মানুষ তার অবস্থা বুঝতে পেরে তাকে কিছু দান করে এবং যে কারও কাছে ভিক্ষা চায়না।’ (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯, মুসলিম ২/৭১৯)

(৩) اَلْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا এরা হচ্ছে যাকাত আদায়কারী। তারা ঐ সাদাকাহর (যাকাতের) মাল থেকেই মজুরী পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, (যাদের উপর সাদাকাহ হারাম) এই পদে আসতে পারেননা। আবদুল মুত্তালিব ইব্ন রাবীআ ইব্ন হারিস (রাঃ) এবং ফায্ল ইব্ন আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আবেদন করেন ঃ ‘আমাদেরকে সাদাকাহ আদায়কারী নিযুক্ত করুন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁদেরকে বলেন ঃ ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের জন্য সাদাকাহ হারাম। এটাতো লোকদের ময়লা-আবর্জনা।’ (মুসলিম ২/৭৫২)

(৪) اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْب এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে। কেহকে এ কারণে দেয়া হয় যে, এর ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফওয়ান ইব্ন উমাইয়াকে হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গানীমাতের মাল থেকে প্রদান করেছিলেন। অথচ ঐ সময় তিনি কুফরী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে গমন করেছিলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন ঃ ‘তাঁর দান ও সুবিচার আমার অন্তরে সবচেয়ে বেশি তাঁর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করেছিল। অথচ ইতোপূর্বে তিনি আমার কাছে ছিলেন সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি।’ (আহমাদ ৬/৪৬৫, ইমাম মুসলিম ৪/১৮০৬, তিরমিযী ৩/৩৩৪) আবার কেহকে এ জন্য দেয়া হয় যে, এর ফলে তার ইসলাম দৃঢ় হয়ে যাবে। আর ইসলামের উপর তার মন বসে যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুনাইনের যুদ্ধে প্রাপ্ত গানীমাতের মাল থেকে মাক্কার আযাদকৃত লোকদের সর্দারদেরকে এক শত করে উট দান করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ

'আমি একজনকে দিয়ে থাকি এবং তার চেয়ে আমার নিকট যে প্রিয়জন তাকে দিইনা, এই ভয়ে যে (তাকে না দিলে সে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, ফলে) তাকে উল্টা মুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (ফাতহুল বারী ৩/৩৯৯)

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার আলী (রাঃ) ইয়ামান থেকে মাটি মিশ্রিত কাঁচা সোনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করেন। তিনি তা শুধুমাত্র চারজন লোকের মধ্যে বণ্টন করে দেন। তারা হলেন (১) আকরা ইব্ন হাবিস (রাঃ), (২) উয়াইনা ইব্ন বদর (রাঃ), (৩) আলকামা ইব্ন উলাসা (রাঃ) এবং (৪) যায়িদ আল খাইর (রাঃ)। তিনি বলেন ঃ 'তাদের মন জয় করার উদ্দেশে আমি এটা তাদেরকে প্রদান করেছি।' (ফাতহুল বারী ৬/৪৩৩, মুসলিম ২/৭৪১) কেহকে এ জন্যও দেয়া হয় যে, তার সাথীদের কেহ ইসলাম কবূল করবে অথবা সে পার্শ্ববর্তী লোকদের কাছে তা পৌঁছে দিবে অথবা আশেপাশের শত্রুদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে এবং তাদেরকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার সুযোগ দিবেনা। আল্লাহ তা'আলাই এসব বিষয়ে সঠিক ও সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।

(৫) فِى الرِّقَابِ হাসান বাসরী (রহঃ), মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ), উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যুহরী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, 'রিকাব' হল ঐ সমস্ত দাস যাদের মালিকের সাথে তাদের এই চুক্তি হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদান করলে তাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে। (তাবারী ১৪/৩১৭) আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৪/৩১৬)

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন যে, যাকাতের টাকা দিয়ে গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়াও বৈধ। আসলে যাকাতের টাকা দিয়ে দাসকে মুক্ত করার ব্যাপারে সাহায্য করা কিংবা দাসকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেয়ার ভিতরেই 'রিকাব' এর ব্যাপকতা সীমিত নয়। যেমন একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, যদি কেহ কোন দাসের একটি অঙ্গ মুক্ত করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ অঙ্গ মুক্ত করে দিবেন। এমনকি লজ্জাস্থানের পরিবর্তে লজ্জাস্থানকেও। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৩৯)

কৃতদাস মুক্ত করায় ফাযীলাত

বারা ইব্ন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক এসে বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন ঃ 'তুমি 'নাস্মা' আযাদ কর ও গর্দান মুক্ত কর।' সে বলল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দু'টিতো একই।' তিনি বললেন ঃ 'না, 'নাসমা' আযাদ করার অর্থ এই যে, তুমি একাই কোন গোলাম আযাদ করবে। আর গর্দান মুক্ত করার অর্থ এই যে, তুমি ওর মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে সাহায্য করবে।' (আহমাদ ৪/২৯৯)

(৬) اَلْغَارِمِيْنَ দেনাদার ঃ বিভিন্ন প্রকারের দেনাদার রয়েছে। যেমন কেহ মানুষের মাঝে বিবাদ মিটিয়ে দিতে গিয়ে দেনাদার হয়েছে, আবার কেহ অন্যের ঋণের যামীন হতে গিয়ে তা নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ না করায় যামীনদারকে ঐ ঋণের টাকা প্রদান করতে হয়েছে। অথবা এমন দেনাদার যার ধারের টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার ক্ষমতা নেই। এ ধরনের লোকদের যাকাতের টাকা পাওয়ার হক রয়েছে।

কাবিসাহ ইব্ন মুখারিক আল হিলালী (রাঃ) বলেন, আমি অন্যের (ঋণের) বোঝা নিজের ঘাড়ে নিয়ে ফেলেছিলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে আবেদন নিবেদন করি। তিনি বলেন ঃ 'অপেক্ষা কর, আমার কাছে সাদাকাহর (যাকাতের) মালামাল এলে তা থেকে তোমাকে প্রদান করব।' এরপর তিনি বলেন ঃ 'হে কাবিসাহ! জেনে রেখ যে, তিন প্রকার লোকের জন্যই শুধু যাঞ্চা করা হালাল। এক হচ্ছে যামিন ব্যক্তি যার জামানতের অর্থ পূরা না হওয়া পর্যন্ত তার জন্য যাঞ্চা করা জায়িয। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার সম্পদ কোন দৈব দুর্বিপাকে নষ্ট হয়ে গেছে, তার জন্যও যাঞ্চা করা জায়িয যে পর্যন্ত না তার স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে দারিদ্রতায় পেয়ে বসেছে এবং তার কাওমের তিনজন বিবেকবান লোক সাক্ষ্য দেয় যে, নিঃসন্দেহে অমুক ব্যক্তির দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটে। তার জন্যও ভিক্ষা করা জায়িয যে পর্যন্ত না সে কোন আশ্রয় লাভ করে এবং তার জীবিকার ব্যবস্থা হয়ে যায়। এই তিন প্রকারের লোক ছাড়া অন্যান্যদের জন্য

ভিক্ষা হারাম। যদি তারা ভিক্ষা করে কিছু খায় তাহলে অবৈধ উপায়ে হারাম খাবে।' (মুসলিম ২/৭২২)

আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক লোক একটি বাগান খরিদ করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাগানের ফল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সে ভীষণভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম (জনগণকে) বললেন ঃ 'তোমরা তার উপর সাদাকাহ কর।' জনগণ সাদাকাহ করল, কিন্তু তাতেও তার ঋণ পরিশোধ হলনা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণ দাতাদেরকে বললেন ঃ 'তোমরা যা পেলে তাই গ্রহণ কর, এ ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবেনা।' (মুসলিম ৩/১১৬১)

(৭) فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঐ মুজাহিদ ও গাযীরা এর অন্তর্ভুক্ত যাদের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মুসলিমদের কোন খাত থাকেনা।

(৮) ابْنُ السَّبِيْلِ বা মুসাফির, যার সাথে কোন অর্থ নেই, তাকেও যাকাতের মাল থেকে এই পরিমাণ দেয়া যাবে যাতে সে নিজ শহরে পৌঁছতে পারে, যদিও সে নিজের জায়গায় একজন ধনী লোকও হয়। ঐ ব্যক্তির জন্যও এই হুকুম যে নিজের শহর থেকে অন্য জায়গায় সফর করতে ইচ্ছুক, কিন্তু তার কাছে মালধন নেই বলে সফরে বের হতে পারছেনা। তাকেও সফরের খরচের জন্য যাকাতের মাল দেয়া জায়িয, যা তার যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট হবে।

এ আয়াতটি ছাড়াও নিম্নের হাদীসটি এর দলীল ঃ

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম ইব্ন মাজাহ (রহঃ) মা'মার (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন, 'আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'পাঁচ প্রকারের মালদার ব্যতীত কোন মালদারের জন্য সাদাকাহ হালাল নয়। (১) ঐ ধনী যাকে যাকাত আদায় করার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। (২) ঐ মালদার, যে যাকাতের মালের কোন জিনিস নিজের মাল দিয়ে কিনে নিয়েছে। (৩) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি। (৪) আল্লাহর পথের গাযী। (৫) ঐ সম্পদশালী লোক, যাকে কোন মিসকীন তার যাকাত হতে প্রাপ্ত কোন মাল উপঢৌকন হিসাবে দিয়েছে। (আবূ দাঊদ ২/২৮৮, ইব্ন মাজাহ ১/১৫৯০)

যাকাতের মাল খরচের এই আটটি ক্ষেত্র বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করছেন ঃ

فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত। আল্লাহ তা‘আলা যাহির ও বাতিনের পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তিনি বান্দাদের উপযোগিতা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। তিনি তাঁর কথায়, কাজে, শারীয়াতে ও হুকুমে অতি প্রজ্ঞাময়। তিনি ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেহই নেই এবং তিনি ছাড়া কারও কোন পালনকর্তা নেই।

৬১। আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নাবীকে যাতনা দেয় এবং বলে ঃ তিনি প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকেন। বলে দাও ঃ এই নাবী কর্ণপাত করে সেই কথায় যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর, সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আর মু’মিনদের বিশ্বাস করে, আর সে ঐ সব লোকের প্রতি রাহমাত স্বরূপ যারা মু’মিন। আর যারা আল্লাহর রাসূলকে যাতনা দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٦١. وَمِنۡهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ ٱلنَّبِيَّ
وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٞۚ قُلۡ أُذُنُ
خَيۡرٖ لَّكُمۡ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤۡمِنُ
لِلۡمُؤۡمِنِينَ وَرَحۡمَةٞ لِّلَّذِينَ
ءَامَنُواْ مِنكُمۡۚ وَٱلَّذِينَ يُؤۡذُونَ
رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٞ

রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের রাগান্বিত করার চেষ্টা

আল্লাহ তা‘আলা এখানে বলেন যে, মুনাফিকদের একটি দল রয়েছে, তারা বড়ই কষ্টদায়ক। তারা কথার দ্বারা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুঃখ দিয়ে থাকে। তারা বলে, ‘নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামতো সবারই কথায় কর্ণপাত করেন। তিনি যার কাছে যা শুনেন তাই মেনে নেন। তিনি আমাদের মিথ্যা শপথ করে বলা কথাও বিশ্বাস করে নিবেন।’ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) থেকে এরূপ ভাবার্থ বর্ণনা করা

হয়েছে। (তাবারী ১৪/৩২৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, নাবীতো তা’ই শোনেন যা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তিনি আল্লাহর কথা মেনে থাকেন এবং ঈমানদার লোকদের সত্যবাদিতা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবহিত। তিনি মু’মিনদের জন্য রাহমাত স্বরূপ। وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৬২। তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে শপথ করে যেন তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করা তাদের জন্য বেশি যরুরী, যদি তারা সত্যিকারের মু’মিন হয়ে থাকে।	٦٢. يَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمۡ لِيُرۡضُوكُمۡ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرۡضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤۡمِنِينَ
৬৩। তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, এমন লোকের ভাগ্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন? তারা তাতে অনন্তকাল থাকবে, এটা হচ্ছে চরম লাঞ্ছনা।	٦٣. أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَأَنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَٰلِدٗا فِيهَاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡخِزۡيُ ٱلۡعَظِيمُ

রাসূলকে (সাঃ) খুশি করার জন্য মুনাফিকদের বক্তব্য পাল্টে দেয়ার চেষ্টা

কাতাদাহ (রহঃ) এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলেন, বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকদের একটি লোক বলে, ‘আল্লাহর শপথ! আমাদের এসব সর্দার ও নেতা

খুবই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ লোক। যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা সত্যই হত, আর তারা যদি তা না মানত তাহলে তারাতো গাধাতুল্য।’ তার এ কথা একজন শুনতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সব কথাই সত্য। আর যারা তাকে মেনে নিচ্ছে না তারা গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট।’ ঐ সাহাবী নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ লোকটিকে (মুনাফিক) ডেকে পাঠান। কিন্তু সে শক্ত শপথ করে বলে, ‘আমিতো এ কথা বলিনি। এ লোকটি আমার উপর অপবাদ দিচ্ছে।’ তখন ঐ সাহাবী দু‘আ করেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি সত্যবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং মিথ্যাবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে দেখিয়ে দিন!’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/৩২৯) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا

তাদের কি এ কথা জানা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারী চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে? সেখানে তারা অপমানজনক শাস্তি ভোগ করবে। এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা ও দুর্ভাগ্য আর কি হবে?

৬৪। মুনাফিকরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলিমদের) প্রতি না জানি এমন কোন সূরা নাযিল হয় যা তাদের (মুনাফিকদের) অন্তরের কথা অবহিত করে দেয়। তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, তোমরা বিদ্রুপ করতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দিবেন যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে।	٦٤. يَحۡذَرُ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيۡهِمۡ سُورَةٞ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمۡۚ قُلِ ٱسۡتَهۡزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخۡرِجٞ مَّا تَحۡذَرُونَ

মুনাফিকরা তাদের গোপন অভিসন্ধি জনসমক্ষে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা (মুনাফিকরা) পরস্পর আলাপ আলোচনা করত, কিন্তু সাথে সাথে এ আশংকাও করত যে, না জানি আল্লাহ তা'আলা হয়তো অহীর মারফত মুসলিমদেরকে তাদের গুপ্ত কথা জানিয়ে দিবেন। (তাবারী ১৪/৩৩১) যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন ঃ

وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوۡكَ بِمَا لَمۡ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُۚ حَسۡبُهُمۡ جَهَنَّمُ يَصۡلَوۡنَهَاۖ فَبِئۡسَ ٱلۡمَصِيرُ

তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন কথা দ্বারা অভিবাদন করে যদ্বারা আল্লাহ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলে ঃ আমরা যা বলি উহার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেননা কেন? জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি, সেখানে তারা প্রবেশ করবে, কত নিকৃষ্ট সেই আবাস! (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ ঃ ৮) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ হে মুনাফিকরা! তোমরা মুসলিমদের অবস্থার উপর মন খুলে উপহাসমূলক কথা বলে নাও। কিন্তু জেনে রেখ যে, তোমাদের মনের সমস্ত গুপ্ত কথা আল্লাহ প্রকাশ করে দিবেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخۡرِجَ ٱللَّهُ أَضۡغَٰنَهُمۡ. وَلَوۡ نَشَآءُ لَأَرَيۡنَٰكَهُمۡ فَلَعَرَفۡتَهُم بِسِيمَٰهُمۡۚ وَلَتَعۡرِفَنَّهُمۡ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِ

যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দিবেননা? আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবগত। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২৯-৩০) এ জন্যই কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই সূরারই নাম হচ্ছে '*সূরা ফাযিহাহ্*।' কেননা এই সূরায় মুনাফিকদের মুখোশ খুলে দেয়া হয়েছে। (তাবারী ১৪/৩৩২)

৬৫। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তাহলে তারা বলে দিবে ঃ আমরাতো শুধু আলাপ আলোচনা ও হাসি তামাশা করছিলাম। তুমি বল ঃ তাহলে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি তামাসা করছিলে?	٦٥. وَلَئِن سَأَلۡتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلۡعَبُۚ قُلۡ أَبِٱللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمۡ تَسۡتَهۡزِءُونَ
৬৬। তোমরা এখন অজুহাত দেখিয়োনা, তোমরাতো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই। কারণ তারা অপরাধী ছিল।	٦٦. لَا تَعۡتَذِرُواْ قَدۡ كَفَرۡتُم بَعۡدَ إِيمَٰنِكُمۡۚ إِن نَّعۡفُ عَن طَآئِفَةٖ مِّنكُمۡ نُعَذِّبۡ طَآئِفَةَۢ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ مُجۡرِمِينَ

মুনাফিকরা মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর খবরের উপর নির্ভর করে

আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ তাবুকের যুদ্ধের সময় এক ব্যক্তি জনসমাবেশে বসা ছিল। সে বলছিল ঃ 'আমাদের এই কুরআন পাঠকারী লোকদেরকে দেখি যে, তারা আমাদের মধ্যে বড় পেটুক, বড় মিথ্যাবাদী এবং যুদ্ধের সময় বড়ই কাপুরুষ।' ওখানে থাকা এক ব্যক্তি বলল ঃ তুমি মিথ্যাবাদী, তুমি মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ কথা বলে দিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বিষয়টি অবগত করানো হয় এবং তখন কুরআনের এ আয়াতাংশটি নাযিল হয়। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ পরবর্তী সময়ে আমি দেখেছি যে, ঐ মুনাফিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের কাঁধের উপর হাত রেখে পাথরের সাথে টক্কর খেতে খেতে তাঁর সাথে সাথে চলছিল এবং ঐ কথা

বলছিল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা শুধু হাসি তামাসা করছিলাম।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে চেয়েও দেখছিলেননা। তিনি তখন أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ এ আয়াতটি পাঠ করছিলেন। (তাবারী ১৪/৩৩৩) অন্যান্য মুনাফিকদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে জবাব দেয়া হচ্ছে ঃ لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً এখন তোমরা কোন বাজে ওযর পেশ করনা। যদিও তোমরা মুখে ঈমানদার ছিলে, কিন্তু এখন ঐ মুখেই তোমরা কাফির হয়ে গেলে। এটা হচ্ছে কুফরী কালেমা যে, তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং কুরআনুল হাকীমের সাথে হাসি তামাসা করবে। إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً আমি যদি কেহকে ক্ষমা করেও দেই, তবুও জেনে রেখ যে, সকলের সাথে এরূপ ব্যবহার করা হবেনা। بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ কারণ তোমাদের এই অপরাধ, এই জঘন্য পাপ এবং কুফরী কালেমার শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

৬৭। মুনাফিক পুরুষ এবং মুনাফিক নারীরা সবাই এক রকম, অসৎ কর্মের শিক্ষা দেয় এবং সৎ কাজ হতে বিরত রাখে, আর নিজেদের হাতসমূহকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন, নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা হচ্ছে অতি অবাধ্য।

٦٧. ٱلۡمُنَـٰفِقُونَ وَٱلۡمُنَـٰفِقَـٰتُ بَعۡضُهُم مِّنۢ بَعۡضٍۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمُنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَقۡبِضُونَ أَيۡدِيَهُمۡۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمۡۗ إِنَّ ٱلۡمُنَـٰفِقِينَ هُمُ ٱلۡفَـٰسِقُونَ

৬৮। আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের এবং কাফিরদের সাথে জাহান্নামের আগুনের অঙ্গীকার করেছেন, তাতে তারা চিরকাল থাকবে, ওটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি।	٦٨. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقَـٰتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ هِىَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

মুনাফিকদের অন্যান্য চরিত্র

এখানে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন ঃ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ মুনাফিকদের আচরণ মু'মিনদের সম্পূর্ণ বিপরীত। মু'মিনরা ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। পক্ষান্তরে মুনাফিকরা মন্দ কাজের আদেশ করে এবং ভাল কাজ থেকে নিষেধ করে। মু'মিনরা দানশীল হয়, আর মুনাফিকরা হয় কৃপণ। মু'মিনরা আল্লাহর যিক্‌রে মগ্ন থাকে এবং মুনাফিকরা আল্লাহর যিক্‌র থেকে উদাসীন থাকে। এর ফলে আল্লাহও তাদের সাথে ঐরূপ ব্যবহারই করেন, যেমন একজন অন্যজনকে ভুলে থাকে। কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে এ কথাই বলবেন ঃ

وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَنسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا

আর বলা হবে ঃ আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হব যেমন তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। (সূরা জাসিয়া, ৪৫ ঃ ৩৪) মুনাফিকরা সরল সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছে এবং বিভ্রান্তির পথে প্রবেশ করেছে। وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا এই মুনাফিক ও কাফিরদের এসব দুষ্কার্যের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেখানে তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। هِيَ

حَسْبُهُمْ সেখানে এই শাস্তিই তাদের জন্য যথেষ্ট। وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ তাদেরকে মহান ও দয়ালু আল্লাহ স্বীয় রাহমাত থেকে দূর করে দিয়েছেন। তাদের জন্য তিনি ঠিক করে রেখেছেন চিরস্থায়ী শাস্তি।

٦٩. كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
كَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ
أَمْوَٰلًا وَأَوْلَـٰدًا فَٱسْتَمْتَعُوا۟
بِخَلَـٰقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَـٰقِكُمْ
كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن
قَبْلِكُم بِخَلَـٰقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِى
خَاضُوٓا۟ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ
أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ
وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ

৬৯। তোমাদের পূর্বে যারা গত হয়েছে, যারা ছিল তোমাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী এবং ধন-সম্পদ ও সন্তানাদীর প্রাচুর্য্যও ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী; তারা তাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা যথেষ্ট উপকার লাভ করেছে। অতঃপর তোমরাও তোমাদের (পার্থিব) অংশ দ্বারা খুব উপকার লাভ করলে যেমন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা নিজেদের অংশ দ্বারা ফল ভোগ করেছিল; আর তোমরাও ব্যাঙ্গাত্মক হাসি তামাসায় এরূপভাবে নিমগ্ন রয়েছ যেমন তারা নিমগ্ন হয়েছিল। তাদের কার্যসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে দুনিয়ায় ও আখিরাতে, আর তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

পূর্ববর্তীদের পরিণতি থেকে মুনাফিকদের শিক্ষা লাভ করার উপদেশ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, দুনিয়ায় এই লোকদের উপরেও আল্লাহর শাস্তি পৌঁছে এবং পরকালেও পৌঁছবে, যেমন এদের পূর্ববর্তীদের উপর তাঁর শাস্তি

Contents

পৌঁছেছিল। হাসান (রহঃ) বলেন যে, خَلَاق এর অর্থ হচ্ছে দীন। পূর্ববর্তী লোকেরা যেমন মিথ্যা ও বাতিলের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, তেমনই এরাও ওর মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। এদের এই অসৎ আমল অকেজো ও মূল্যহীন হয়ে গেল। তারা না দুনিয়ায় উপকৃত হল, না আখিরাতে। এটাই হচ্ছে প্রকাশ্য ক্ষতি যে, আমল করল অথচ ফল পেলনা। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেমন আজকের রাতের সাথে কালকের রাতের সাদৃশ্য রয়েছে, তদ্রূপ এই উম্মাতের মধ্যেও ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য এসে গেছে। তিনি বলেন, আমার ধারণা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই তাদের অনুসরণ করবে, এমন কি যদি তাদের কেহ গো সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে তাহলে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে।’ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা অনুসরণ করবে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে ও গজে গজে। এমন কি তারা যদি কোন গো সাপের গর্তে ঢুকে গিয়ে থাকে তাহলে তোমরাও অবশ্যম্ভাবীরূপে তাতে ঢুকে পড়বে।’ তখন জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা? আহলে কিতাব কি?’ তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘আর কারা হবে?’ এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ ‘তোমরা ইচ্ছা করলে كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ... এ আয়াতটি পড়ে নাও।’ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন ঃ خَلَاق শব্দ দ্বারা دِيْن বুঝানো হয়েছে। وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا সম্পর্কে জনগণ জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম? পারসিক ও রোমকদের মত কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ ‘লোকদের মধ্যে এরা ছাড়া আর কেহ নয়।’ (তাবারী ১৪/৪৩২) এ হাদীসের সত্যতার সাক্ষ্য সহীহ হাদীসসমূহেও পাওয়া যায়।

৭০। তাদের কাছে কি ঐ সব লোকের সংবাদ পৌঁছেনি যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে, নূহ	٧٠. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن

قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَٰهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتِ ج أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ صلے فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ	সম্প্রদায় এবং আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়, আর ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ানের অধিবাসীরা এবং বিধ্বস্ত জনপদগুলির? তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের প্রতি অত্যাচার করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছিল।

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদেরকে আরও উপদেশ দিচ্ছেন ঃ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وِأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ হে মুনাফিকের দল! তোমরা তোমাদের মত লোকদের অবস্থার উপর গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং দেখ, নাবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ফল কি হয়েছিল! নূহের (আঃ) কাওমের ডুবে মরা এবং মুসলিম ছাড়া অন্য কেহ রক্ষা না পাওয়ার ব্যাপারটা স্মরণ কর! 'আদ সম্প্রদায়ের হুদকে (আঃ) না মানার কারণে প্রবল ঝটিকায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখ! ছামূদ সম্প্রদায়ের সালিহকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা এবং আল্লাহর নিদর্শনের উষ্ট্রীটিকে হত্যা করার কারণে এক গগণ বিদারী শব্দ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়ার ঘটনাটি মনে কর। দুষ্কার্য ও কুফরীর প্রতিফল হিসাবেই শুআইবের (আঃ) কাওমকে ভূমিকম্প দ্বারা এবং 'ছায়ার দিনের শাস্তি' দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়। তারা ছিল মাদায়িনের অধিবাসী। লূতের (আঃ) কাওমের বসতি হচ্ছে বিধ্বস্ত জনপদ। তারা মাদায়িনে বসবাস করত। আবার বলা হয়েছে যে, সেটা হচ্ছে সুদুম। মোট কথা, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী লূতকে (আঃ) না মানা এবং দুষ্কার্য পরিত্যাগ না করার কারণে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছেন। আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ তাদের কাছে আমার রাসূলগণ আমার কিতাবসমূহ, মু'জিযা এবং স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদীসহ গমন করেছিল। কিন্তু তারা তাদেরকে মোটেই মেনে চলেনি। অবশেষে তারা নিজেরা নিজেদের উপর যুল্ম করার কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। তারা রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহর কিতাবের প্রতি আমল করা ছেড়ে দেয় এবং সত্যের মুকাবিলা করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত নাযিল হয় এবং তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যায়।

৭১। আর মু'মিন পুরুষরা ও মু'মিনা নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু। তারা সৎ বিষয়ের শিক্ষা দেয় এবং অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে, আর সালাতের পাবন্দী করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ মেনে চলে, এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমাতওয়ালা।

٧١. وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

মু'মিনদের গুণাগুণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের বদ অভ্যাসের বর্ণনা দেয়ার পর এখানে মু'মিনদের উত্তম স্বভাবের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ এই মু'মিনরা পরস্পর একে অপরকে সাহায্য করে এবং একে অন্যের বাহু স্বরূপ হয়ে থাকে। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে ঃ 'এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে

শক্ত ও মযবুত করে।’ তিনি এ কথা বলে তাঁর এক হাতের অঙ্গুলিগুলিকে অন্য হাতের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে দেন। (ফাতহুল বারী ১০/৪৬৪) অপর একটি সহীহ হাদীসে রয়েছে ঃ ‘মু’মিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি দেহের মত, দেহের একটি অংশ অসুস্থ হলে সমস্ত অংশে তা সঞ্চারিত হয় ও সর্বাঙ্গই অসুস্থ হয়ে পড়ে।’ (ফাতহুল বারী ১০/৪৫২) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ তারা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ

এবং তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে আহবান করে এবং সৎ কাজে আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ তারা সালাত সুপ্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত দেয়। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে আদেশ করেছেন তা তারা পালন করে এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে।

أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন। অর্থাৎ যারা উপরোক্ত গুণের অধিকারী হবে তারা অবশ্যই আল্লাহর করুণা লাভের হকদার।

আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন মহাক্ষমতাবান। অর্থাৎ যারা তাঁর অনুগত হয় তাদেরকেই তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কেননা মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এবং মু’মিনদের জন্য।

إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ আল্লাহ হচ্ছেন হিকমাতওয়ালা। এটা তাঁর হিকমাত ও নিপুণতা যে, তিনি মু’মিনদেরকে এসব গুণের অধিকারী করেছেন এবং মুনাফিকদের ঐ সব বদ স্বভাবের অধিকারী করেছেন। তাঁর প্রতিটি কাজ নিপুণতায় পরিপূর্ণ। তিনি বড়ই কল্যাণময় ও মর্যাদাবান।

Contents

٧٢. وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

৭২। আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিনা নারীদেরকে আল্লাহ এমন উদ্যানসমূহের ওয়াদা দিয়ে রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশে বইতে থাকবে নহরসমূহ, যেখানে তারা অনন্ত কাল থাকবে, আরও (ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানসমূহের, ঐ স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় নি'আমাত, এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা।

মু'মিনদের জন্য পরকালে আনন্দময় জীবনের সুসংবাদ

মু'মিন পুরুষ এবং মু'মিনা নারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও চিরস্থায়ী নি'আমাতরাজি প্রস্তুত রেখেছেন, এখানে তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। جَنَّات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً তিনি তাদের জন্য এমন জান্নাতসমূহ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশে নির্মল পানির প্রস্রবণ বইতে থাকে। সেখানে রয়েছে সুউচ্চ, সুন্দর, ঝকঝকে এবং সাজসজ্জাপূর্ণ প্রাসাদসমূহ! যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবূ মূসা (রহঃ) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন কায়িস (রহঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'দু'টি জান্নাত শুধু সোনার তৈরী, ও দু'টির পাত্র এবং ও দু'টির মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই সোনার তৈরী। আর দু'টি জান্নাত রয়েছে রূপার তৈরী, ও দু'টির পাত্র এবং অন্য যা কিছু রয়েছে সবই রূপার তৈরী। তারা (জান্নাতবাসীরা) তাদের রবের দিকে এমন অবস্থায় তাকাবে যে, তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্যময় চাদর ছাড়া অন্য কোন পর্দা থাকবেনা। এটা আদন নামক জান্নাতের মধ্যে হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৪৯১, মুসলিম ১/১৬৩) অন্য হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মু'মিনদের জন্য জান্নাতে একটি তাঁবু রয়েছে তা যেন একটি মাত্র মুক্তা দ্বারা

নির্মিত। উপরের দিকে ওর দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। সেখানে মু'মিনদের পরিবার থাকবে যাদের কাছে তারা যাতায়াত করবে, কিন্তু কেহ একে অপরকে দেখতে পাবেনা। (ফাতহুল বারী ৮/৪৪১, মুসলিম ৪/২১৮১)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান এনেছে, সালাত কায়েম করে ও রামাযানের সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তা'আলার উপর এ হক রয়েছে যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, সে হিজরাত করে থাকুক বা বাড়ীতে বসেই থাকুক। লোকেরা জিজ্ঞেস করল ঃ 'আমরা অন্যদেরকেও এ হাদীস শুনিয়ে দিব কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'জান্নাতে একশ'টি শ্রেণী/স্তর রয়েছে, যেগুলিকে আল্লাহ তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য তৈরী করেছেন। প্রতি দু'শ্রেণীর মাঝে এতটা দূরত্ব রয়েছে যতটা দূরত্ব রয়েছে আসমান ও যমীনের মাঝে। সুতরাং যখনই তোমরা আল্লাহর কাছে জান্নাতের জন্য প্রার্থনা করবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা করবে। ওটা সবচেয়ে উঁচু ও সর্বাপেক্ষা উত্তম জান্নাত। জান্নাতসমূহের সমস্ত নাহর ওখান থেকেই উৎসারিত হয়। ওর উপরেই রাহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে।' (ফাতহুল বারী ৬/১৪)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যখন তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে তখন আল্লাহর কাছে আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে।' জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! 'ওয়াসীলা' কি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ওটা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চতম শ্রেণী/স্তর, যা একটি মাত্র লোক লাভ করবে। আমি আশা রাখি যে, ঐ লোকটি আমিই।' (আহমাদ ২/২৫৬)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের কাছে জান্নাতের বর্ণনা দিন! ইহা কিসের তৈরী? তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'ওর ভিত্তি হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইটের। ওর গাথুনীর মিশ্রণ হবে খাঁটি মিশ্‌ক। ওর কংকর হবে মুক্তা ও ইয়াকূত। ওর মাটি হবে জাফরান। সেখানে যে যাবে সে ঐ সুখ সম্ভোগের মধ্যে থাকবে যা কখনও শেষ হবেনা। সেখানে সে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে, যার পরে মৃত্যুর কোন ভয় নেই। না তার কাপড় ছিঁড়ে যাবে, আর না যৌবনে কোন ভাটা পড়বে।' (আহমাদ ২/৩০৪) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ أَكْبَرُ আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষ বড় (নি‘আমাত) অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি যা তাদের সমুদয় ভোগ্য বস্তু অপেক্ষা বড় ও মর্যাদাপূর্ণ। ইমাম মালিক (রহঃ) যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, ‘আতা ইব্ন ইয়াসার (রহঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহামহিমান্বিত আল্লাহ জান্নাতবাসী-দেরকে বলবেন ঃ ‘হে জান্নাতবাসীরা! তখন তারা (সমস্বরে) বলে উঠবে ঃ ‘হে আমাদের রাব্ব! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার হাতেই কল্যাণ রয়েছে।’ আল্লাহ তা‘আলা তখন বলবেন ঃ ‘তোমরা সন্তুষ্ট হয়েছ কি?’ তারা উত্তরে বলবে ঃ ‘হে আমাদের রাব্ব! কেন আমরা সন্তুষ্ট হবনা? আপনিতো আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টির মধ্যে আর কেহকেই দান করেননি।’ আল্লাহ তা‘আলা জিজ্ঞেস করবেন ঃ ‘এর চেয়ে উত্তম জিনিস কি আমি তোমাদেরকে দান করবনা?’ তারা জবাব দিবে ঃ ‘হে আমাদের রাব্ব! এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কি হতে পারে?’ আল্লাহ তা‘আলা বলবেন ঃ ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে, জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি নাযিল করলাম। আজ থেকে আমি তোমাদের উপর কখনও অসন্তুষ্ট হবনা।’ (ফাতহুল বারী ১১/৪২৩, মুসলিম ৪/২১৭৬)

৭৩। হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন কর। তাদের বাসস্থান হচ্ছে জাহান্নাম; এবং ওটা নিকৃষ্ট স্থান।	٧٣. يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ
৭৪। তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলছে যে, তারা কিছুই বলেনি; অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে গেল, আর তারা	٧٤. يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ

وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَـٰمِهِمْ
وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا
نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ
وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن
يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ وَإِن
يَتَوَلَّوْا۟ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا
فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِى
ٱلْأَرْضِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকর করতে পারেনি; তারা শুধু এ কারণে প্রতিশোধ নিয়েছে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল স্বীয় অনুগ্রহে তাদেরকে সম্পদশালী করেছেন। যদি তারা তাওবাহ করে তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হবে; আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন, আর ভূ-পৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী থাকবে আর না কোন সাহায্যকারী।

কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ

جَاهد الْكُفَّارَ وَالْمُنَافقِينَ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তাঁর অনুসারী মু'মিনদের সাথে নম্র ব্যবহার করার আদেশ করছেন। তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, কাফির ও মুনাফিকদের মূল স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।

جَاهد الْكُفَّارَ وَالْمُنَافقِينَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, হাত দ্বারা না পারলে তাদেরকে কঠোরতম ধমক দিতে হবে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন, আর মুনাফিকদের সাথে মুখে জিহাদ করার হুকুম

করেছেন এবং তাদের সাথে নম্র ব্যবহার করা ত্যাগ করতে বলেছেন। (তাবারী ১৪/৩৫৯) এ বিষয়ে যাহহাক (রহঃ) ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ কাফিরদের সাথে অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা এবং মুনাফিকদের সাথে রুঢ় ভাষী হওয়ার মাধ্যমে জিহাদে অংশ নিতে হবে। (তাবারী ১৪/৩৫৯) মুকাতিল ইব্ন হিব্বান (রহঃ) এবং রাবী ইব্ন আনাসও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮৪২) হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার অর্থ এও যে, ইসলামিক আইন বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে তাদের ব্যাপারেও সম অধিকারের আইন প্রয়োগ করা। (তাবারী ১৪/৩৫৯) এ সমস্ত বক্তব্য একত্রিত করলে অর্থ এই দাড়ায় যে, কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সময়োপযোগী যখন যা দরকার সেই ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে হবে। আল্লাহই এ বিষয়ে ভাল জানেন।

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ তারা শপথ করে করে বলে যে, তারা (অমুক কথা) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছিল এবং নিজেদের (বাহ্যিক) ইসলাম গ্রহণের পর খোলাখুলিভাবে কুফরী করেছে।

৯ ঃ ৭৪ আয়াতটি নাযিল করার কারণ

আমুভী (রহঃ) তাঁর 'মাগাযী' গ্রন্থে কা'ব ইব্ন মালিকের (রাঃ) তাবূক সম্পর্কীয় ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তাবূকের যুদ্ধে যে মুনাফিকেরা অংশ না নিয়ে নিজ বাসস্থানে রয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ যাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করেন তাদের একজন হল জুলাস ইব্ন সুওয়াইদ ইবনুস সামিত। উমাইর ইব্ন সা'দের (রাঃ) মা তার ঘরে (স্ত্রী রূপে) ছিলেন, যিনি উমাইরকেও (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।[1] যখন ঐ মুনাফিকদের ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন জুলাস বলে ঃ 'আল্লাহর শপথ! যদি এ ব্যক্তি (মুহাম্মাদ সঃ) তাঁর কথায় সত্যবাদী হন তাহলেতো আমরা এই গাধার চেয়েও নিকৃষ্ট!' এ কথা শুনে উমাইর ইব্ন সা'দ (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ 'আপনিতো আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এবং আপনার কষ্ট আমার কষ্টের চেয়েও আমার কাছে বেশি পীড়াদায়ক। কিন্তু এখন আপনি আপনার মুখ থেকে এমন একটা কথা বের করলেন যে, যদি

---

[1] উমাইর ইব্ন সা'দ (রাঃ) তার মায়ের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র ছিলেন। উমাইর (রাঃ) এর পিতার মৃত্যুর পর তার মায়ের জুলাসের সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর তিনি তার পুত্র উমাইরকেও (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে জুলাসের বাড়ীতে আসেন।

আমি তা পৌঁছে দেই তাহলে আমার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা, আর না পৌঁছালে রয়েছে ধ্বংস। তবে লাঞ্ছনা অবশ্যই ধ্বংস হতে হাল্কা।’

এ কথা বলেই উমাইর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে জুলাসের ঐ কথা বলে দিলেন। জুলাস এ সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে শপথ করে বলে ঃ ‘উমাইর ইব্‌ন সা’দ (রাঃ) মিথ্যা কথা বলেছে। আমি কখনও এ কথা বলিনি।’ তখন يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। বর্ণিত আছে যে, এরপর জুলাস তাওবাহ করে নেয় এবং ঠিক হয়ে যায়।

তাফসীর ইব্‌ন জারীরে ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। ঐ সময় তিনি (সাহাবীদেরকে) বলেন ঃ ‘এখনই তোমাদের কাছে একটি লোক আসবে এবং সে তোমাদের দিকে শাইতানের দৃষ্টিতে তাকাবে। যখন সে আসবে তখন তোমরা তার সাথে কথা বলবেনা।’ তখনই নীল রং (অর্থাৎ খুবই কালো) চক্ষু বিশিষ্ট একটি লোক এসে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘তুমি ও তোমার সঙ্গীরা আমাকে গালি দাও কেন?’ তৎক্ষণাৎ সে গিয়ে তার সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে এলো এবং সবাই আল্লাহর নামে শপথ করে বলল যে, তারা ওসব কথা বলেনি। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

রাসূলকে (সাঃ) মুনাফিকদের হত্যা করার চেষ্টা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ (তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি) এ উক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা জুলাসের সংকল্পকে বুঝানো হয়েছে। সে সংকল্প করেছিল যে, তার স্ত্রীর পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত যে ছেলেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার কথা বলে দিয়েছিলেন তাঁকে সে হত্যা করবে। একটি উক্তি এই যে, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উবাই স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। (তাবারী ১৪/৩৬৩) সুদ্দী (রহঃ) বলেন, একটি

উক্তি এও আছে যে, কতকগুলো লোক ইচ্ছা করেছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মত না হলেও তারা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাইকে তাদের সরদার বানাবে।

এটাও বর্ণিত আছে যে, কিছু লোক তাবূকের যুদ্ধে গমনের সময় পথে প্রতারণা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সংকল্প করেছিল। তারা ছিল দশ জনেরও বেশির একটি দল। ‘দালায়িলুন নাবুওয়াহ’ কিতাবে হাফিয আবূ বাকর আল বাইহাকী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ) বলেছেন ঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীর আগে ও আম্মার (রাঃ) পিছনে চলছিলাম। একজন পিছন থেকে হাঁকাচ্ছিলাম এবং অন্যজন আগে আগে লাগাম ধরে টানছিলাম। আমরা আকাবা নামক স্থানে পৌঁছলাম। এমন সময় দেখি যে, বারোজন লোক মুখোশ পড়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উষ্ট্রীটিকে ঘিরে ধরল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি সতর্ক করলে তিনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করলেন। সুতরাং তারা পালিয়ে গেল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘তোমরা তাদেরকে চিনতে পেরেছ কি?’ আমরা উত্তর দিলাম ঃ না ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা মুখোশ পরিহিত ছিল। তবে তাদের সাওয়ারীগুলো আমরা চিনতে পেরেছি। তিনি বললেন ঃ ‘এরা হচ্ছে মুনাফিক এবং কিয়ামাত পর্যন্ত এদের অন্তরে নিফাক (কপটতা) থাকবে। এরা কোন্ উদ্দেশে এসেছিল তা তোমরা জান কি?’ আমরা উত্তরে বললাম ঃ না। তিনি বললেন ঃ ‘এরা এসেছিল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকাবাহ পাহাড়ে ছুড়ে ফেলে দেয়ার জন্য ও কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে।’ আমরা বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি তাদের গোত্রগুলোর কাছে এ সংবাদ পাঠাবনা যে, প্রত্যেক কাওম যেন তাদের এই প্রকারের লোকের (কর্তিত) মস্তক আপনার কাছে পাঠিয়ে দেয় (অর্থাৎ তার গর্দান উড়িয়ে দেয়)? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘না, (এটা করা যায়না) তাহলে লোকেরা সমালোচনা করবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেতো এই লোকদেরকে নিয়েই শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছেন, আবার নিজের সেই সঙ্গীদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন।’ অতঃপর তিনি বদ্ দু‘আ করলেন ঃ ‘হে আল্লাহ! আপনি এদের অন্তরে *‘দুবাইলাহ’* করে দিন!’ আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! *‘দুবাইলাহ’* কী? উত্তরে তিনি বললেন ঃ উহা

Contents

হল এমন এক অগ্নি উৎক্ষেপণ যা কারও হৃদয়ে আঘাত করে এবং এর ফলে তার মৃত্যু ঘটে। (দালায়িলুল নাবুওয়াহ ৫/২৬০)

সহীহ মুসলিমে আবূ তুফাইল (রহঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হুযাইফার (রাঃ) সাথে একটি লোকের কথোপকথন হয়। তিনি হুযাইফাকে (রাঃ) আল্লাহর শপথ দিয়ে আহলে আকাবার সংখ্যা জিজ্ঞেস করেন। তখন লোকেরাও হুযাইফাকে (রাঃ) তাদের সংখ্যা বলতে বলে। হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ 'আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা ছিল চৌদ্দজন। আর তোমাকেও যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত ধরা যায় তাহলে সংখ্যা দাঁড়াবে পনের।' হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর শপথ! বারোজন দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধকারী। তাদের তিনজনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল যারা বলেছিল ঃ 'আল্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানকারীর আহ্বানও শুনিনি এবং ঐ কাওমের কি উদ্দেশ্য ছিল সেটাও আমরা জানতামনা।' কারণ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেটে চলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ পানির স্বল্পতা রয়েছে, অতএব আমার পূর্বে কেহ যেন সেখানে না পৌঁছে। কিন্তু তবুও কিছু লোক সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি তাদের উপর অভিশাপ দেন। (মুসলিম ৪/২১৪৪) আম্মার ইব্ন ইয়াসার (রাঃ) একটি হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আমার সহচরদের মধ্যে বারোজন মুনাফিক রয়েছে। তারা কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবেনা যতক্ষণ না সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করতে পারবে এবং ওর সুগন্ধও পাবেনা। আটজনের কাঁধে আগুনের ফোঁড়া হবে যা বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে।' (মুসলিম ৪/২১৪৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাত্র হুযাইফাকে (রাঃ) ঐ মুনাফিকদের নাম বলেছিলেন বলেই তাঁকে তার রাযদার (যিনি গোপন কথা জানেন) বলা হত। এসব ব্যাপার আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এ আয়াতেই এর পরে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِه রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি কোন অন্যায় করেননি, শুধু ব্যাপার এই যে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে তাদেরকে মালদার করেছেন। যদি তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ অনুগ্রহ হত তাহলে তাদের ভাগ্যেও হিদায়াত জুটত। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারগণকে বলেন ঃ ‘আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় পাইনি, অতঃপর আমার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা কি বিচ্ছিন্ন ছিলেনা, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে প্রেমের সূত্রে আবদ্ধ করেছেন? তোমরা কি দরিদ্র ছিলেনা, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে ধনী করেছেন?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি প্রশ্নের জবাবে আনসাররা বলছিলেন ঃ ‘নিশ্চয়ই আমাদের উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইহসান রয়েছে।’ (ফাতহুল বারী ৭/৬৪৪) এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তাওবাহর দিকে ডাক দিয়ে বলেন ঃ

فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ এখনও যদি তারা তাওবাহ করে তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তারা তাদের নীতির উপরই অটল থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।’ অর্থাৎ যদি তারা তাদের পন্থা ও নীতিকেই আঁকড়ে ধরে থাকে তাহলে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ায় যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন হত্যা, দুঃখ এবং চিন্তার দ্বারা, আর পরকালে জাহান্নামের অপমানজনক ও কষ্টদায়ক আযাব দ্বারা। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ দুনিয়ায় তাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন কেহ নেই যে তাদেরকে কোন সাহায্য করতে পারবে। না পারবে তারা তাদের কোন উপকার করতে এবং না পারবে তাদের কোন কষ্ট দূর করতে।

৭৫। আর তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করে ঃ আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে (প্রচুর সম্পদ) দান করেন তাহলে আমরা অনেক দান খাইরাত করব এবং খুব ভাল কাজ করব।	٧٥. وَمِنۡهُم مَّنۡ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنۡ ءَاتَىٰنَا مِن فَضۡلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ

ٱلصَّٰلِحِينَ	
٧٦. فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضۡلِهِۦ بَخِلُواْ بِهِۦ وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعۡرِضُونَ	৭৬। কার্যতঃ যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ প্রদান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং (আনুগত্য করা হতে) মুখ ফিরিয়ে নিল, আর তারাতো মুখ ফিরিয়ে রাখতেই অভ্যস্ত।
٧٧. فَأَعۡقَبَهُمۡ نِفَاقٗا فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَىٰ يَوۡمِ يَلۡقَوۡنَهُۥ بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكۡذِبُونَ	৭৭। অতঃপর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তাদের অন্তরসমূহে নিফাক (সৃষ্টি) করে দিলেন, যা আল্লাহর সামনে হাযির হওয়ার দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে এ কারণে যে, তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের ওয়াদার খেলাফ করেছে; আর এ কারণে যে, তারা মিথ্যা বলেছিল।
٧٨. أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ سِرَّهُمۡ وَنَجۡوَىٰهُمۡ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّٰمُ ٱلۡغُيُوبِ	৭৮। তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? আর তাদের কি এ খবর জানা নেই যে, আল্লাহ সমস্ত গাইবের কথা খুবই জ্ঞাত আছেন?

মুনাফিকরা সম্পদ লাভে আগ্রহী, কিন্তু দান করতে অনিচ্ছুক

আল্লাহ তা'আলা বলেন, মুনাফিকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে যে, যদি তিনি তাদেরকে সম্পদশালী করে দেন

তাহলে তারা প্রচুর দান-খাইরাত করবে এবং সৎ লোক হয়ে যাবে। অতঃপর যখন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ধনী বানিয়ে দিলেন এবং তাদের অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে যায় তখন সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ও কৃপণতা করতে শুরু করে। এর শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা‘আলা তাদের অন্তরে চিরদিনের জন্য নিফাক বা কপটতা সৃষ্টি করে দেন।

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিকের লক্ষণ হচ্ছে তিনটি (১) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (২) যখন কোন ওয়াদা করে তখন তা ভঙ্গ করে এবং (৩) সে আমানাতের খিয়ানাত করে। (ফাতহুল বারী ১/১১১, মুসলিম ১/৭৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ সবই অবগত আছেন? তিনি পূর্ব হতেই জানেন যে, এটা শুধু তাদের মুখের কথা যে, তারা সম্পদশালী হলে এরূপ এরূপ দান-খাইরাত করবে, এমন এমন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং এরূপ সৎ কাজ করবে। কিন্তু তাদের অন্তরের উপর দৃষ্টিপাতকারীতো হচ্ছেন আল্লাহ।

وَأَنَّ اللّهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ আল্লাহ তা‘আলা সমস্ত গাইবের খবর খুবই জ্ঞাত আছেন। তিনি সমস্ত প্রকাশ্য ও গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত। সব কিছুই তাঁর সামনে উজ্জ্বল। কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নেই।

৭৯। স্বতঃপ্রবৃদ্ধ হয়ে সাদাকাহ প্রদানকারী মু’মিন এবং যারা নিজ পরিশ্রম থেকে দেয়া ছাড়া অন্য কিছু দিতে পারেনা তাদের প্রতি যারা দোষারোপ করে/উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে এই উপহাসের প্রতিফল দিবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে	٧٩. ٱلَّذِينَ يَلۡمِزُونَ ٱلۡمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَٰتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهۡدَهُمۡ فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।	

মুনাফিকরা মু'মিনদের দানকে কটাক্ষ করে থাকে

এটাও মুনাফিকদের একটি বদ অভ্যাস যে, তাদের মুখের ভাষা থেকে দাতা বা কৃপণ কেহই বাঁচতে পারেনা। এই দোষযুক্ত ও কর্কশভাষী লোকগুলো খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যদি কোন ব্যক্তি মোটা অংকের অর্থ আল্লাহর পথে দান করে তাহলে এরা তাকে রিয়াকার বলতে থাকে। আর কেহ যদি সামান্য মাল নিয়ে আসে তাহলে তারা বলে যে, এই ব্যক্তির দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। উবাইদুল্লাহ ইব্ন সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবূ নুমান আল বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, সু'বাহ (রহঃ) বলেন যে, সুলাইমান (রহঃ) আবূ ওয়াইল (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ যখন সাদাকাহ দেয়ার আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ নিজ নিজ সাদাকাহ নিয়ে হাযির হন। এক ব্যক্তি প্রচুর পরিমান সাদাকাহ দেন। তখন ঐ মুনাফিকরা তাঁর উপাধি দেয় রিয়াকার। অতঃপর একজন দরিদ্র লোক শুধুমাত্র এক সা'[1] শস্য নিয়ে আসেন। তা দেখে মুনাফিকরা বলে যে, তার এটুকু জিনিসের আল্লাহ তা'আলার কি প্রয়োজন ছিল। তখন ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ এই আয়াত নাযিল হয়। (ফাতহুল বারী ৩/৩৩২, মুসলিম ২/৭০৬)

আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন-সম্মুখে বের হয়ে ঘোষণা করেন ঃ 'তোমরা তোমাদের সাদাকাহগুলি জমা কর।' তখন জনগণ তাঁদের সাদাকাহগুলি জমা করেন। সর্বশেষ একটি লোক এক সা' খেজুর নিয়ে হাযির হন এবং বলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রাতে পানি বহন করার কাজের বিনিময়ে আমি দুই সা' খেজুর লাভ করেছিলাম। এক সা' আমার সন্তানদের জন্য রেখে বাকী এক সা' আপনার কাছে নিয়ে এসেছি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁর ঐ মালকে জমাকৃত মালের মধ্যে রেখে দিতে বললেন। মুনাফিকরা তখন বলাবলি করতে লাগল যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই এক সা' খেজুরের মুখাপেক্ষী নন, এ দিয়ে

---

[1] এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মাদীনার সা', যার ওযন হল প্রায় ২.৭০ কে. জি। (মাদীনার ১ সা'=৪ মুদ, ১ মুদ=.৬৭ কে জি)

সে কি’ইবা লাভ করতে পারবে? অতঃপর আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ ‘সাদাকাহ দানকারীদের আর কেহ অবশিষ্ট আছে কি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ ‘তুমি ছাড়া আর কেহ অবশিষ্ট নেই।’ তখন আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) বললেন ঃ ‘আমার কাছে একশ’ আউকিয়া সোনা রয়েছে, সবগুলি আমি সাদাকাহ করে দিলাম।’ উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) তখন তাঁকে বললেন ঃ ‘তুমি কি পাগল?’ তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘আমার মধ্যে পাগলামি নেই। আমি যা করলাম সজ্ঞানেই করলাম।’ উমার (রাঃ) বললেন ঃ ‘তুমি যা দিতে চাচ্ছ তা তুমি দিবে কী?’ তিনি উত্তর দিলেন ঃ ‘হ্যাঁ শুনুন! আমার মাল রয়েছে আট হাজার (দিরহাম)। চার হাজার আমি আল্লাহ তা‘আলাকে ঋণ দিচ্ছি এবং বাকী চার হাজার নিজের জন্য রাখছি।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘তুমি যা রাখলে এবং যা দান করলে তাতে আল্লাহ বারাকাত দান করুন!’ মুনাফিকরা তখন বলতে লাগল ঃ ‘আল্লাহর শপথ! আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ (রাঃ) যা দান করলেন তা রিয়া ছাড়া কিছুই নয়।’ মুনাফিকরা অসত্য কথা বলেছিল জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা **الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ** ... এ আয়াত নাযিল করে বড় ও ছোট দানকারীদের সত্যবাদিতা এবং মুনাফিকদের কষ্টদায়ক কথা প্রকাশ করে দিলেন। (তাবারী ১৪/৩৮৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ *তাদের প্রতি যারা উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে এই উপহাসের প্রতিফল দিবেন।* ঐ মুনাফিকদের এই উপহাসের শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা‘আলা তাদের থেকে এই প্রতিশোধই গ্রহণ করলেন। পরকালে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কেননা আমলের শাস্তিতো আমল অনুযায়ীই হয়ে থাকে।

৮০। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও	**٨٠. ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً**

Contents

আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। কারণ তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর এরূপ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেননা।	فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ

মুনাফিকদের জন্য দু‘আ করায় নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন, হে নাবী! কাফিরেরা এ যোগ্যতা রাখেনা যে, তুমি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। একবার নয় বরং সত্তর বারও যদি তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তথাপি আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। এখানে যে সত্তরের উল্লেখ করা হয়েছে তা দ্বারা শুধু গণনার আধিক্য বুঝানো হয়েছে। বর্ণনার গুরুত্বের জন্য আরাবরা সত্তর সংখ্যাটি ব্যবহার করে থাকে। মূল কথা এই যে, আল্লাহ সুবহানাহু তার ব্যাপারে কোন ক্ষমা প্রার্থনাই কবূল করবেননা।

শা’বী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, মুনাফিক আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার পুত্র নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরয করে ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার পিতা মারা গেছে। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এই যে, আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করাবেন।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ‘তোমার নাম কি?’ সে উত্তরে বলে ঃ ‘আমার নাম হুবাব ইব্ন আবদুল্লাহ।’ তিনি বললেন ঃ ‘এখন থেকে তোমার নাম আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ (রাখা হল)। কারণ হুবাবতো শাইতানের নাম।’ অতঃপর তিনি তার সাথে গেলেন। তার পিতাকে স্বীয় জামাটি পরিধান করালেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করালেন। তাঁকে বলা হল ঃ ‘আপনি এর (মুনাফিকের) জানাযার সালাত আদায় করবেন?’ তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন ঃ ‘তুমি যদি সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা।’ তাই আমি সত্তর বার, আবার সত্তর বার এবং আবারও সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করব। (তাবারী ১৪/৩৯৬, ৩৯৭) উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ ইব্ন দিআ’মাহ (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন জারীর (রহঃ) এটিকে ইসনাদসহ বর্ণনা করেছেন।

৮১। রাসূলুল্লাহকে (যুদ্ধে গমনের পর) পিছনে পরে থাকা লোকেরা নিজেদের গৃহে বসে থেকে উল্লাস প্রকাশ করছিল এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করল। অধিকন্তু বলতে লাগল ঃ তোমরা এই গরমের মধ্যে বের হয়োনা। তুমি বলে দাও -জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, কত ভাল হত যদি তারা বুঝতে পারত!	٨١. فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا۟ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا۟ لَا تَنفِرُوا۟ فِى ٱلْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوْ كَانُوا۟ يَفْقَهُونَ
৮২। অতএব তারা অল্প কয়েকদিন (হেসে খেলে) কাটিয়ে দিক, আর প্রচুর তারা কাঁদবে, ঐ সব কাজের বিনিময়ে যা তারা অর্জন করেছিল।	٨٢. فَلْيَضْحَكُوا۟ قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا۟ كَثِيرًا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ

তাবূকের জিহাদে অংশ না নেয়ায় মুনাফিকদের আত্মশ্লাঘা!

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করছেন যারা তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমন করেনি এবং বাড়ীতে বসে থাকায় আনন্দিত হয়েছিল। আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করা তাদের কাছে ছিল অপছন্দনীয়।

তারা পরস্পর বলাবলি করছিল ঃ এই কঠিন গরমের সময় কোথায় যাবে? তাবূকের যুদ্ধে বের হওয়ার সময়টা এমনই ছিল যে, এক দিকে ছিল প্রচন্ড গরম, অপরদিকে ফলগুলি সব পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়া ছিল

উপভোগ্য। আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, তোমরা তোমাদের অবাধ্যতার মাধ্যমে যে দিকে যাচ্ছ, তার মধ্যে বর্তমানের চেয়ে বহুগুণ গরমের প্রখরতা রয়েছে। তা হচ্ছে জাহান্নামের আগুন।

ইমাম মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ আজ জিনাদ (রহঃ) আল আরায (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আদম সন্তান যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তারা বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই আগুনইতো যথেষ্ট। তিনি বললেন ঃ এর সাথে আরও উনসত্তর গুণ যোগ করা হবে। (মুয়াত্তা ২/৯৯৪, ফাতহুল বারী ৬/৩৮০, মুসলিম ৪/২১৮৪)

আল আমাস (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আবূ ইসহাক (রহঃ) বলেন যে, নুমান ইব্ন বাশির (রাঃ) বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামে যে লোকটির শাস্তি সবচেয়ে হালকা হবে তা হবে এই যে, তার পায়ে আগুনের জুতা পরানো হবে, যার ফলে তার মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। সে তখন মনে করবে যে, তাকেই সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে ওটাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা হাল্কা শাস্তি। (হাকিম ৪/৫৮০, ফাতহুল বারী ১১/৪২৫, মুসলিম ১/১৯৬) কুরআনুল কারীমে ঘোষিত হচ্ছে ঃ

كَلَّآ ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ. نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ

না, কখনই নয়, ইহাতো লেলিহান অগ্নি যা গাত্র হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ১৫-১৬) আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِۦ مَا فِى بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ. وَلَهُم مَّقَـٰمِعُ مِنْ حَدِيدٍ. كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যদ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। আর তাদের জন্য থাকবে লৌহ-মুগুর। যখনই তারা যন্ত্রণাকাতর হয়ে জাহান্নাম হতে বের হতে চাবে তখনই তাদেরকে

ফিরিয়ে দেয়া হবে; তাদেরকে বলা হবে ঃ স্বাদ গ্রহণ কর দহন যন্ত্রণার। (সূরা হাজ্জ, ২২ ঃ ১৯-২২) অন্য স্থানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَـٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ

নিশ্চয়ই যারা আমার নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই আমি জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাব। যখন তার চর্ম বিদগ্ধ হবে, আমি তৎপরিবর্তে তাদের চর্ম পরিবর্তন করে দিব, যেন তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করে। (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৫৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (হে নাবী!) তুমি বলে দাও, জাহান্নামের আগুন এর চেয়ে অধিকতর গরম, কি ভাল হত যদি তারা বুঝতে পারত! অর্থাৎ যদি তারা এটা অনুধাবন করত যে, জাহান্নামের আগুনের প্রখরতা অত্যন্ত বেশী, তাহলে অবশ্যই গ্রীষ্মের মৌসুম হওয়া সত্ত্বেও খুশি মনে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে গমন করত এবং নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করতনা। এবার আল্লাহ তা'আলা এই মুনাফিকদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন ঃ

فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً অল্পদিন তারা এই নশ্বর জগতে হাসি-তামাশা ও আমোদ আহ্লাদ করে জীবনটা কাটিয়ে দিক, অতঃপর ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী জীবনে তাদেরকে শুধু কাঁদতেই হবে যা কখনও শেষ হবেনা।

৮৩। আল্লাহ যদি তোমাকে (মাদীনায়) তাদের কোন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা কোন জিহাদে বের হতে অনুমতি চায়, তাহলে তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কখনও আমার সাথী হয়ে বের হবেনা এবং আমার সাথী হয়ে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে	٨٣. فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِىَ أَبَدًا وَلَن تُقَـٰتِلُواْ مَعِىَ

عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْخَـٰلِفِينَ	**যুদ্ধও করবেনা; তোমরা পূর্বেও বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে। অতএব এখনো তোমরা ঐ সব লোকের সাথে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য।**

মুনাফিকদের জিহাদে অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ فَإِن رَّجَعَكَ اللّهُ إِلَى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا হে রাসূল! যদি আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে এই যুদ্ধ হতে নিরাপদে মাদীনায় ফিরিয়ে আনেন এবং এই মুনাফিকদের কোন দল (কাতাদাহর (রহঃ) মতে ঐ বার জন মুনাফিকের দল) অন্য কোন যুদ্ধে তোমার সাথে গমনের জন্য প্রার্থনা জানায় তাহলে তুমি শাস্তি দান হিসাবে স্পষ্টভাবে তাদেরকে বলে দিবে, যুদ্ধে গমনকারী আমার সাথীদের সাথে তোমরা কখনও গমন করতে পারবেনা এবং আমার সাথী হয়ে তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেও সক্ষম হবেনা। সুতরাং এই আয়াতটি নিম্নের আয়াতটির মতই ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ

আর যেহেতু তারা প্রথমবার ঈমান আনেনি, এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১০) পাপের প্রতিফল পাপ কাজের পরেই পাওয়া যায়। যেমন সাওয়াবের প্রতিদান সাওয়াব কাজের পরেই লাভ করা যায়। হুদাইবিয়ার উমরাহর পর কুরআন কারীমে ঘোষিত হয়েছিল ঃ

سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ

তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে ঃ আমাদেরকে তোমাদের সাথে যেতে দাও। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ১৫) আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَاقْعُدُواْ مَعَ الْخَالِفِينَ হে মুহাম্মাদ! যারা তোমার সাথে জিহাদে গমন না করে বাড়ীতেই বসেছিল সেই (মুনাফিক) লোকদেরকে বলে দাও ঃ বাড়ীতে অবস্থানকারীদের সাথে তোমরাও অবস্থান কর, যারা মহিলাদের মত বাড়ীতেই বসে থাকে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে যারা তাবূকের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছিল। (তাবারী ১৪/৪০৪)

৮৪। আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন লোক মারা গেলে তার (জানাযার) সালাত তুমি কখনই আদায় করবেনা এবং তাদের কাবরের পাশে কখনও দাঁড়াবেনা। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু বরণ করেছে।	٨٤. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ فَٰسِقُونَ

মুনাফিকদের জানাযায় অংশ নিতে নিষেধাজ্ঞা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন মুনাফিকদের সাথে কোনই সম্পর্ক না রাখেন, তাদের কেহ মারা গেলে যেন তার জানাযার সালাত আদায় না করেন এবং তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা দু‘আ করার উদ্দেশে যেন তার কাবরের কাছে না দাঁড়ান। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কুফরী করেছে এবং ঐ অবস্থায়ই মারা গেছে।

এ আয়াতটি মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালূলের ব্যাপারে বিশেষভাবে অবতীর্ণ হলেও এটা ব্যাপক ও সাধারণ হুকুম। যার মধ্যেই নিফাক বা কপটতা পাওয়া যাবে তারই ব্যাপারে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। সহীহ বুখারীতে ইব্ন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই মারা গেলে তার পুত্র আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আবেদন করেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম!

আমার পিতার কাফনের জন্য আপনার গায়ের জামাটি দান করুন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে জামাটি দিয়ে দেন। অতঃপর তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর পিতার জানাযার সালাত আদায় করার জন্য অনুরোধ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ আবেদনও কবূল করেন এবং তার জানাযার জন্য দাঁড়িয়ে যান। তখন উমার (রাঃ) তাঁর কাপড়ের অঞ্চল টেনে ধরে বলেন ঃ ‘আপনি কি এর জানাযার সালাত আদায় করাবেন? অথচ আল্লাহ তা‘আলা আপনাকে এ থেকে নিষেধ করেছেন!’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাঁকে বলেন ঃ ‘দেখুন! আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ইখতিয়ার দিয়ে বলেছেন, ঃ

اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ তুমি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না’ই কর (সমান কথা), যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনও ক্ষমা করবেননা। সুতরাং আমি সত্তরেরও অধিক বার ক্ষমা প্রার্থনা করব।’ উমার (রাঃ) বললেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ লোকটিতো মুনাফিক ছিল।’ তথাপিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ *আর ভবিষ্যতে তাদের (মুনাফিকদের) কোন লোক মারা গেলে তার (জানাযার) সালাত তুমি কখনই আদায় করবেনা।* এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৮৪)

উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) থেকে অনুরূপ আরও একটি হাদীস বর্ণিত আছে। (ফাতহুল বারী ৮/১৮৫) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জানাযার সালাত আদায় করান, জানাযার সাথে চলেন এবং দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। উমার (রাঃ) বলেন ঃ ‘এরপর আমার এই ঔদ্ধত্যপনার কারণে আমি দুঃখ করতে লাগলাম যে, এসব ব্যাপার আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন। সুতরাং এরূপ হঠকারিতা করা আমার পক্ষে মোটেই উচিত হয়নি। অল্পক্ষণ পরেই وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا এ দু’টি আয়াত অবতীর্ণ হয়। এরপরে শেষ জীবন পর্যন্ত নাবী

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম না কোন মুনাফিকের জানাযার সালাত আদায় করেছেন, আর না তার কাবরে এসে দু‘আ ইসতিগফার করেছেন।’ (আহমাদ ১/১৬, তিরমিযী ৮/৪৯৫, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪)

৮৫। আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিস্মিত না করে; আল্লাহ শুধু এটাই চাচ্ছেন যে, এ সমস্ত বস্তুর কারণে দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তিতে আবদ্ধ রাখেন এবং তাদের প্রাণবায়ু কুফরী অবস্থায়ই বের হয়ে যায়।	٨٥. وَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَٰلُهُمۡ وَأَوۡلَٰدُهُمۡۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنۡيَا وَتَزۡهَقَ أَنفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَٰفِرُونَ
৮৬। আর যখনই কুরআনের কোন অংশ এ বিষয়ে অবতীর্ণ করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁর রাসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর তখন তাদের মধ্যকার সম্পদশালী ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অব্যাহতি চায় ও বলে ঃ আমাদেরকে অনুমতি দিন, আমরাও এখানে অবস্থানকারীদের সাথে থেকে যাই।	٨٦. وَإِذَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٌ أَنۡ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَٰهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَـٔۡذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوۡلِ مِنۡهُمۡ وَقَالُواْ ذَرۡنَا نَكُن مَّعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ
৮৭। তারা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল, তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হল, কাজেই তারা বুঝতে পারেনা।	٨٧. رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلۡخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ فَهُمۡ لَا يَفۡقَهُونَ

যারা জিহাদে অংশ নেয়নি তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে

ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের কটাক্ষ করছেন যারা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জিহাদে না গিয়ে পিছনে পরে থাকে এবং আল্লাহর নির্দেশ শোনার পরেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বাড়ীতে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করে। তারা এতই নিষ্ক্রিয় যে, বাড়ীতে নারীদের সাথে থাকা পছন্দ করে। সেনাবাহিনী অভিযানে বের হয়ে পড়েছে, অথচ তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত পিছনে রয়ে গেছে। যুদ্ধের সময় তারা ভীরু ও কাপুরুষের মত লেজ গুটিয়ে ঘরে অবস্থানকারী। আর শান্তি ও নিরাপত্তার সময় তারা বড় বড় কথা বলে এবং বীরত্বপনা প্রকাশ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ

যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে মূর্ছাতুর ব্যক্তির ন্যায় চক্ষু উল্টিয়ে তারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায় তখন তারা সম্পদের লোভে তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতায় অবতীর্ণ হয়। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ১৯) তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সময় শক্তিশালী বীরপুরুষ, কিন্তু যুদ্ধের সময় অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۖ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِىِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا۟ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

মু'মিনরা বলে ঃ একটি সূরা অবতীর্ণ হয়না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং তাতে জিহাদের কোন নির্দেশ থাকে তাহলে তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের। আনুগত্য ও ন্যায় সঙ্গত

বাক্য ওদের জন্য উত্তম ছিল; সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করত তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ২০-২১)

وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ তাদের দুষ্কার্যের দরুন তাদের অন্তরের উপর মোহর লেগে গেছে। কারণ তারা জিহাদ থেকে পালিয়ে বেরিয়েছে এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য থেকে দূরে সরে গেছে। এখন তাদের মধ্যে এই যোগ্যতাই নেই যে, তারা নিজেদের লাভ ও লোকসান বুঝতে পারে।

৮৮। কিন্তু রাসূল ও তার সঙ্গীদের মধ্যে যারা মুসলিম ছিল তারা নিজেদের ধন সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা জিহাদ করল; তাদেরই জন্য রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ এবং তারাই হচ্ছে সফলকাম।	٨٨. لَـٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ جَـٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَٰتُ ۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ
৮৯। আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যেগুলির নিম্নদেশ দিয়ে নহরসমূহ বয়ে চলবে, আর তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল অবস্থান করবে; এটাই হচ্ছে (তাদের) বিরাট সফলতা।	٨٩. أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

মুনাফিকদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করার পর আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদের প্রশংসা ও তাদের পারলৌকিক কল্যাণ ও সুখের বর্ণনা দিচ্ছেন। لَـٰكِنِ

Contents

الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ মু'মিনরা জিহাদের জন্য নিজেদের জান ও মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দেয়। وَأُوْلَـئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ তাদের ভাগ্যেই মঙ্গল ও কল্যাণ। তারাই হচ্ছে সফলকাম। তাদেরই জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউস। আর তাদেরই জন্য রয়েছে উচ্চতম মর্যাদা। তারা তাদের গন্তব্যস্থানেও সফলতার সাথে পৌঁছে যাবে।

৯০। আর গ্রামবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় বাহানাকারী লোক এলো যেন তারা অনুমতি পায়। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সম্পূর্ণ রূপেই মিথ্যা বলেছিল তারা একেবারেই বসে রইল; তাদের মধ্যে যেসব লোক কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	٩٠. وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা বাস্তবিকই শারঈ ওযরের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণে অক্ষম ছিল। মাদীনার চার পাশের এ লোকগুলি এসে নিজেদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার কথা বর্ণনা করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে যে, যদি তিনি তাদেরকে বাস্তবিকই অক্ষম মনে করেন তাহলে যেন অনুমতি দান করেন। এই বাক্যের পরে ঐ লোকদের বর্ণনা রয়েছে যারা ছিল মিথ্যাবাদী। তারা না আগমন করেছিল, না জিহাদ থেকে বিরত থাকার কোন কারণ দর্শিয়েছিল, আর না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিহাদ থেকে বিরত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৯১। দুর্বল লোকদের উপর কোন পাপ নেই, আর না	٩١. لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا

রুগ্নদের উপর, আর না ঐ সব লোকের উপর যাদের খরচ করার সামর্থ্য নেই। যদি এই সব লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি নিষ্ঠা রাখে (এবং আন্তরিকতার সাথে আনুগত্য স্বীকার করে) তাহলে এ সব সৎ লোকের প্রতি কোন প্রকার অভিযোগ নেই। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا۟ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
৯২। আর ঐ লোকদের উপরও নয়, যখন তারা তোমার নিকট এ উদ্দেশে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে, আর তুমি বলে দিয়েছ - আমার নিকটতো কোন বাহন নেই যার উপর আমি তোমাদেরকে উপবিষ্ট করাই, তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে যায় যে, তাদের চক্ষুসমূহ হতে অশ্রু বইতে থাকে এই অনুতাপে যে, তাদের ব্যয় করার মত কোন সম্বল নেই।	٩٢. وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا۟ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا۟ مَا يُنفِقُونَ
৯৩। অভিযোগতো শুধুমাত্র ঐ লোকদেরই উপর যারা সামর্থ্যশালী হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি	٩٣. إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى

জিহাদে অংশ না নেয়ার ব্যাপারে শার‘য়ী অনুমোদন

وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা ঐ শারীয়াত সম্মত ওযরসমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে ওযরগুলি কোন মানুষের মাঝে থাকলে সে যদি জিহাদে অংশগ্রহণ না করে তাহলে শারীয়াতের দৃষ্টিতে তার কোন অপরাধ হবেনা। ঐ ওযরগুলির মধ্যে এক প্রকার হচ্ছে এই যে, তা সব সময়ই থাকবে, কোন অবস্থায়ই মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবেনা। যেমন খোঁড়া হওয়া, অন্ধ হওয়া, বিকলাঙ্গ হওয়া, সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হওয়া ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকারের ওযর হচ্ছে ঐ সব ওযর যেগুলি কখনও থাকে আবার কখনও থাকেনা। যেমন কেহ রুগ্ন হয়ে পড়ল বা অভাবগ্রস্ত হল অথবা সফরের ও জিহাদের সরঞ্জাম জোগাড় করতে পারছেনা ইত্যাদি। সুতরাং এসব ওযর বিশিষ্ট লোকেরা জিহাদে অংশগ্রহণ না করলে শারীয়াতের দৃষ্টিতে তাদের কোন অপরাধ হবেনা। তাদের কর্তব্য হবে অন্যদেরকে জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করবে, গুজব ছড়াবেনা, বাড়ীতে বসে যতটুকু সম্ভব মুজাহিদদের খিদমাত করতে হবে। এরূপ সৎ প্রকৃতির লোকদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

একবার অনাবৃষ্টির সময় জনগণ ইসতিস্কার সালাত আদায় করার জন্য মাঠের দিকে বের হয়। তাদের সাথে বিলাল ইব্ন সা’দও (রাঃ) ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে আল্লাহ তা‘আলার হাম্দ ও সানার পর জনগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ ‘হে উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা কি এটা স্বীকার করেন যে, আপনারা সবাই আল্লাহ তা‘আলার পাপী বান্দা?’ সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন ঃ ‘হ্যাঁ।’ অতঃপর তিনি

প্রার্থনার জন্য হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! আপনি আপনার পবিত্র কালামে বলেছেন ঃ

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ সৎ লোকদের প্রতি কোন প্রকারের অভিযোগ নেই। আমরা আমাদের দুষ্কার্যের স্বীকারোক্তি করছি। সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করুন! আমাদের উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন! আমাদের উপর দয়াপরবশ হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করুন!' তিনি হাত উঠালেন এবং জনগণও তাঁর সাথে হাত উঠাল। আল্লাহর করুণা উথলে উঠল এবং মুষলধারে রাহমাতের বৃষ্টি বর্ষণ হতে শুরু হল। (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮৬২) এরপর ঐ লোকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সদা উদ্বিগ্ন, কিন্তু স্বভাবগত কারণে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ *আর ঐ লোকদের উপরও নয়, যখন তারা তোমার নিকট এ উদ্দেশে আসে যে, তুমি তাদেরকে বাহন দান করবে।* মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, এ আয়াতটি মুযাইনা গোত্রের শাখা বানু মাকরানের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ১৪/৪২১) ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হাসান (রহঃ) বলেন, নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'হে আমার মুজাহিদ সাহাবীবর্গ! তোমরা মাদীনায় যেসব লোককে পিছনে ছেড়ে এসেছ তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা তোমাদের খরচ করার মধ্যে, তোমাদের মাঠে-মাইদানে চলাফিরার মধ্যে, তোমাদের জিহাদ করার মধ্যে শরীক রয়েছে। এতে তোমাদের যে সাওয়াব হবে তাতে তারাও শরীক থাকবে।' (ইব্ন আবী হাতিম ৬/১৮৬৩) অতঃপর তিনি এই আয়াতটিই পাঠ করেন।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শুনে সাহাবীগণ বলেন ঃ 'তারা বাড়ীতে বসে থেকেও সাওয়াবে আমাদের সাথে শরীক হবে?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, কেননা তাদের ওযর রয়েছে। (ফাতহুল বারী ৭/৭৩২, মুসলিম ১৯১১) অতঃপর প্রকৃতপক্ষে যাদের কোন ওযর নেই, আল্লাহ তা'আলা তাদের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন ঃ অভিযোগতো শুধু ঐ লোকদের উপরই যারা ধন-সম্পদের মালিক ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধে গমন না করার অনুমতি চাচ্ছে। তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের মত বাড়ীতেই অবস্থান করতে ইচ্ছুক। **وَطَبَعَ**

اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ তাদের দুষ্কার্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দেন। সুতরাং তারা নিজেদের ভাল মন্দ কিছুই জানতে পারছেনা।

দশম পারা সমাপ্ত।

৯৪। তারা তোমাদের কাছে ওযর পেশ করবে যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে; (হে নাবী) তুমি বলে দাও ঃ তোমরা ওযর পেশ করনা, আমরা কখনও তোমাদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করবনা, আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের (জিহাদে না যাওয়ার) বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়েছেন, আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন, অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয় অবগত আছেন, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা কিছু তোমরা করেছিলে।	٩٤. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ۚ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
৯৫। হ্যাঁ, তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার	٩٥. سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمْ ۖ إِنَّهُمْ

رِجۡسٌ ۖ وَمَأۡوَىٰهُمۡ جَهَنَّمُ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ	উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত
٩٦. يَحۡلِفُونَ لَكُمۡ لِتَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡ ۖ فَإِن تَرۡضَوۡاْ عَنۡهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرۡضَىٰ عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡفَٰسِقِينَ	৯৬। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও, অতঃপর যদি তোমরা তাদের প্রতি খুশী হও তাহলে আল্লাহতো এমন দুস্কর্মকারী লোকদের প্রতি খুশী হবেননা।

মুনাফিকদের প্রতারণামূলক আচরণ

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, মু'মিনরা যখন মাদীনায় ফিরে আসবে তখন ঐ মুনাফিকরা তাদের কাছে ওযর পেশ করবে। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ

قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ হে নাবী! ঐ মুনাফিকদেরকে বলে দাও, তোমরা আমাদের কাছে মিথ্যা ওযর পেশ করনা। তোমাদের কথা কখনও আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করবনা। قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তোমাদের সংবাদ অবহিত করেছেন। অতি সত্বরই তিনি দুনিয়ায় লোকদের সামনে তোমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিবেন। অতঃপর তোমরা তোমাদের কর্মের ফলও দেখতে পাবে।

এরপর মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে আরও সংবাদ দিচ্ছেন ঃ তারা তাদের ওযরের কথা শপথ করে করে বর্ণনা করবে, যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। কিন্তু হে মু'মিনগণ! তোমরা কখনও তাদের কথার সত্যতা স্বীকার করনা এবং ঘৃণার সাথে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। জেনে রেখ যে, তাদের নাফ্স

কলুষিত হয়ে গেছে। তাদের ভিতর খুবই খারাপ এবং তাদের ধারণা ও বিশ্বাস অপবিত্র। পরকালে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। এটাই তাদের দুষ্কর্মের সঠিক প্রতিফল। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আরও বলেন ঃ

فَإِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ তোমরা যদি এই মুনাফিকদের কথা ও শপথ বিশ্বাস করে তাদের ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা ফাসিকদের প্রতি কখনও সন্তুষ্ট হবেননা। তারাতো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য হতে বেরিয়ে গেছে। তারা ফাসিক। *ফাসিক* শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাইরে বের হয়ে যাওয়া।

৯৭। পল্লীবাসী লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর, আর আল্লাহ তাঁর রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তাদের ঐ সব আহকামের জ্ঞান না থাকায় তাদের এইরূপ হওয়াই উচিত; আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়।	٩٧. ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا۟ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
৯৮। আর এই গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য দুর্দিনের প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুতঃ) অশুভ আবতর্ন তাদের উপরই পতিত প্রায়, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন।	٩٨. وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
৯৯। আর গ্রামবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং	٩٩. وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن

يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْـَٔاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ
قُرُبَـٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ
ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ
سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦٓ ۗ
إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

কিয়ামাত দিনের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে, আর যা কিছু ব্যয় করে ওকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপকরণ ও রাসূলের দু‘আ লাভের উপকরণ রূপে গ্রহণ করে। স্মরণ রেখ, তাদের এই ব্যয় কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে নিজের রাহ্‌মাতে দাখিল করে নিবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

গ্রাম্য লোকেরা সবচেয়ে বেশি মুনাফিক ও অবিশ্বাসী

আল্লাহ তা‘আলা এখানে সংবাদ দিচ্ছেন যে, গ্রাম্য লোকদের মধ্যে কাফিরও রয়েছে, মুনাফিকও রয়েছে এবং মু’মিনও রয়েছে। আর তাদের কুফরী ও নিফাক অন্যদের তুলনায় খুবই বড় ও কঠিন। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে হুকুম ও আহ্‌কাম নাযিল করেছেন তা থেকে তারা বে-খবর থাকে। আমাশ (রহঃ) ইবরাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন গ্রাম্য বেদুঈন যায়িদ ইব্‌ন সাওহানের (রহঃ) নিকট উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের সাথে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তিনি তাঁর হাত হারিয়েছিলেন। বেদুঈনটি তাঁকে বলল ঃ ‘আপনার কথাগুলিতো খুবই ভাল এবং আপনাকে ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু আপনার কর্তিত হাত আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।’ তখন যায়িদ (রহঃ) বললেন ঃ ‘আমার কর্তিত হাত দেখে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন? এটাতো বাম হাত।’ বেদুঈন বলল ঃ ‘আল্লাহর শপথ! চুরির অপরাধে ডান হাত কেটেছে নাকি বাম হাত কেটেছে তা আমার জানা নেই।’ তখন যায়িদ ইব্‌ন সাওহান (রহঃ) বলে উঠলেন, আল্লাহ সত্য বলেছেন ঃ

الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ গ্রাম্য লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোর, আর তাদের এরূপ হওয়াই উচিত কারণ, তাদের ঐসব আহকামের জ্ঞান নেই যা আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। (তাবারী ১৪/৪২৯)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইসনাদসহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘যারা পল্লীতে বাস করে তারা কঠিন হৃদয়ের লোক, যারা শিকারের খোঁজে ঘোরে তারা অসাবধান, নির্বোধ এবং যারা কোন বাদশাহ্র সাহচর্য গ্রহণ করে তারা ফিতনায় পতিত হয়ে থাকে।’ (আহমাদ ১/৩৫৭, আবূ দাঊদ ৩/২৭৮, তিরমিযী ৬/৫৩২, নাসাঈ ৭/১৯৫) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান গারীব বলেছেন।

একবার এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু হাদিয়া পাঠায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে ওর কয়েকগুণ বেশি হাদিয়া পাঠান যে পর্যন্ত না সে খুশি হয়। ঐ সময় তিনি বলেছিলেন ঃ ‘আমি এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কুরাইশ, সাকাফী, আনসারী এবং দাওসী ছাড়া আর কারও হাদিয়া কবূল করবনা। (নাসাঈ ৬/২৮০) কেননা এর কারণ ছিল এই যে, তারা হচ্ছে শহুরে লোক। এরা মাক্কা, তায়েফ, মাদীনা এবং ইয়ামানের অধিবাসী। কঠোর হৃদয়ের বেদুঈনের তুলনায় এদের ব্যবহার বহু গুণে উত্তম। আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ

وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ বেদুঈনদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে ওটাকে জরিমানা মনে করে এবং মু’মিনরা কোন দৈব দুর্বিপাকে পতিত হোক তারা এরই প্রতীক্ষায় থাকে। কিন্তু তারা নিজেরাই সেই দুর্বিপাকে পতিত হবে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের কথা খুবই ভাল শোনেন ও জানেন। অপমান ও ব্যর্থতার যোগ্য কারা এবং কারা সাহায্য প্রাপ্তি ও সফলতার যোগ্য এটাও তিনি ভালরূপেই জানেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

Contents

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়। অর্থাৎ আল্লাহ ঐ লোকদেরকে ভালরূপেই জানেন যারা এর যোগ্য, যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমানের তাওফীক দেয়া হবে। তিনি স্বীয় বান্দাদের মধ্যে জ্ঞান অথবা অজ্ঞতা, ঈমান অথবা কুফরী এবং নিফাকের বন্টন অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার সাথে করে থাকেন। وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ তিনি তাঁর জ্ঞান ও নৈপুন্যের ভিত্তিতে যা কিছু করেন এর বিরুদ্ধে কেহ মুখ খুলতে পারেনা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ পল্লীবাসীদের আর এক শ্রেণীর লোক প্রশংসার পাত্র। তারা হচ্ছে ওরা যারা আল্লাহর পথে খরচ করাকে তাঁর নৈকট্য লাভ ও সন্তুষ্টির মাধ্যম মনে করে। তারা এটা কামনা করে যে, এর মাধ্যমে তারা তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আয়ে খাইর লাভ করবে। হ্যাঁ, অবশ্যই এই খরচ তাদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কারণ হবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে স্বীয় রাহমাতের মধ্যে প্রবেশ করাবেন। إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ কারণ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

১০০। আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নহরসমূহ বইতে থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে	١٠٠. وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَـٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا

Contents

অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা।	ٱلۡأَنۡهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

মুহাজির, আনসার এবং তাদের অনুসরণকারীদের মর্যাদা

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ আমি ঐসব মুহাজির, আনসার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি সন্তুষ্ট যারা আমার সন্তুষ্টি লাভ করার ব্যাপারে অগ্রবর্তী হয়েছে। আমি যে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছি তা এভাবে প্রমাণিত যে, আমি তাদের জন্য সুখময় জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছি।

শা’বী (রহঃ) বলেন যে, মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যে অগ্রবর্তী ও প্রথম তারাই যারা হুদাইবিয়ায় বাই‘আতে রিযওয়ানের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। (তাবারী ১৪/৪৩৫) আর আবূ মূসা আশ্‘আরী (রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন (রহঃ), হাসান (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তারা হচ্ছেন ঐসব লোক যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দুই কিবলার (বাইতুল মুকাদ্দাস ও কা‘বা) দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। (তাবারী ১৪/৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৯)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, মুহাজিরদের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম এবং আনসার ও তাদের অনুসারীদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। আফসোস্ ঐ হতভাগ্যদের প্রতি যারা এই সাহাবীগণের প্রতি হিংসা পোষণ করে, তাদেরকে গালি দেয়, অথবা কোন কোন সাহাবীকে গালি দেয়। বিশেষ করে ঐ সাহাবীকে যিনি সমস্ত সাহাবীর নেতা, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থলাভিষিক্ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরেই যার মর্যাদা, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন অর্থাৎ মহান খালীফা আবূ বাকর ইব্ন আবী কুহাফা (রাঃ)! এরা হচ্ছে রাফেযী সম্প্রদায়ের বিভ্রান্ত দল। তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবীর প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তাকে তারা গালি-গালাজ করে। আমরা এই দুষ্কার্য থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এটা এ কথাই প্রমাণ করে যে, এদের বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়েছে এবং অন্তর বিগড়ে গেছে। যদি এই দুর্বৃত্তের দল এমন লোকদেরকে গালি দেয় যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সনদ দিয়েছেন, তাহলে কোন্ মুখে তারা কুরআনের প্রতি ঈমান আনার দাবী করে? আর কুরআনের উপর ঈমান আনা'ই বা আর কি করে থাকল? আর আহলে সুন্নাত ঐ লোকদেরকে সম্মান করেন এবং ঐ লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট রয়েছেন। এই আহলে সুন্নাত ঐ লোকদেরকে মন্দ বলেন যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্দ বলেছেন। আর তারা ঐ লোকদেরকে ভালবাসেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা ভালবাসেন। তারা ঐ লোকদের বিরুদ্ধাচরণ করেন স্বয়ং আল্লাহ যাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তারা হিদায়াতের অনুসারী। তারা বিদআ'তী নন। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই অনুসরণ করেন। তারাই হচ্ছেন আল্লাহর দল এবং তারাই সফলকাম। তারাই হচ্ছেন আল্লাহর মু'মিন বান্দা।

১০১। আর তোমাদের মরুবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় লোক এবং মাদীনাবাসীদের মধ্য হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক রয়েছে যারা নিফাকের চরমে পৌঁছে গেছে। তুমি তাদেরকে জাননা, আমিই তাদেরকে জানি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।	١٠١. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَٰفِقُونَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا۟ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

গ্রাম্য ও মাদীনাবাসীদের মধ্যের মুনাফিকদের বর্ণনা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর দিচ্ছেন ঃ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ মাদীনার চতুস্পার্শ্বে অবস্থানকারী আরাব গোত্রগুলোর মধ্যে কতকগুলো লোক মুনাফিক রয়েছে এবং স্বয়ং মাদীনায়

বসবাসকারীদের মধ্যে কিছুসংখ্যক মুসলিমও প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক। তারা কপটতা থেকে বিরত থাকছেনা। তুমি তাদের জাননা, আমি তাদের ভাল করেই জানি। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَـٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَـٰهُمْ ۚ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ ٱلْقَوْلِ

আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদের পরিচয় দিতাম। ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবে। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ ঃ ৩০) এই উক্তির মধ্যে কোনই বৈপরীত্য নেই। কেননা এটা এই প্রকারের জিনিস যে, এর মাধ্যমে তাদের গুণাবলী চিহ্নিত করা হয়েছে, যেন তাদেরকে চেনা যায়। এর অর্থ এটা নয় যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্টভাবে সমস্ত মুনাফিককেই চিনতেন। তিনি মাদীনাবাসীদের মধ্যে শুধুমাত্র ঐ কতিপয় মুনাফিককেই চিনতেন যারা তাঁর সাথে উঠা-বসা করত এবং সকাল-সন্ধ্যায় তিনি তাদেরকে দেখতেন।

وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ (৯ ঃ ৭৪) অংশের তাফসীরে এটা বর্ণিত হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুযাইফাকে (রাঃ) ১৪ বা ১৫ জন লোকের নাম বলে দিয়েছিলেন যারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক ছিল। এই বিশিষ্টকরণ এটা দাবী করেনা যে, তিনি সমস্ত মুনাফিকেরই নাম জানতেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জ্ঞান রাখেন।

এ আয়াতের ব্যাপারে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ ‘ঐ লোকদের কি হয়েছে যারা কৃত্রিমভাবে মানুষের ব্যাপারে নিজেদের নিশ্চিত জ্ঞান প্রকাশ করে বলে যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী ও অমুক ব্যক্তি জাহান্নামী? অথচ যদি স্বয়ং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় ঃ আচ্ছা বলত, তোমরা জান্নাতী, না জাহান্নামী? তখন তারা বলে ঃ আমরা এটা জানিনা। যারা অন্যদের সম্পর্কে বলতে পারে যে, তারা জান্নাতী কি জাহান্নামী, তাহলেতো তাদের নিজেদের সম্পর্কে আরও ভাল জানতে পারা উচিত ছিল। আসলে তারা এমন কিছু দাবী করছে যে দাবী নাবীরাও করা থেকে বিরত থাকতেন।’ আল্লাহর নাবী নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

তারা কি কাজ করছে তা জানা আমার কি দরকার? (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ১১২) আল্লাহ তা‘আলার নাবী শুআ’ইব (আঃ) বলেছিলেন ঃ

بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ

আল্লাহ প্রদত্ত যা অবশিষ্ট থাকে, তা'ই তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমাদের বিশ্বাস হয়, আর আমি তোমাদের পাহারাদার নই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৮৬) আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এখানে বলছেন ঃ

لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ হে নাবী! তুমি তাদেরকে জাননা, আমি তাদেরকে জানি। (আবদুর রায্যাক ২/২৮৫)

আল্লাহ তা'আলার **سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ** এ উক্তি সম্পর্কে মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যা ও বন্দী। অন্য এক রিওয়ায়াতে তিনি ক্ষুধা ও কাবরের আযাবের কথা বলেছেন। **ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ** অতঃপর বড় আযাবের দিকে ফিরানো হবে। আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, দুনিয়ার শাস্তি হচ্ছে ধন-সম্পদ ও সন্তান সন্ততির ফিতনার শাস্তি। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তিটি পাঠ করে শোনান ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَٰلُهُمْ وَلَآ أَوْلَٰدُهُمْ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا

অতএব তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর কারণে তাদেরকে পার্থিব জীবনে আযাবে আবদ্ধ রাখেন। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৫৫) এই বিপদসমূহ তাদের জন্য শাস্তি কিন্তু মু'মিনদের জন্য প্রতিদানের কারণ। আর আখিরাতের শাস্তি দ্বারা জাহান্নামের শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

১০২। এবং আরও কতকগুলি লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, যারা মিশ্রিত 'আমল করেছিল, কিছু ভাল, আর কিছু মন্দ, আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা দৃষ্টি করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।	١٠٢. وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُوا۟ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا۟ عَمَلًا صَٰلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

কিছু মু'মিন অলসতার কারণে জিহাদে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে

আল্লাহ তা'আলা ঐসব মুনাফিকের অবস্থার বর্ণনা শেষ করলেন যারা মুসলিমদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছিল এবং যুদ্ধে শরীক হওয়া থেকে অনাগ্রহ দেখিয়েছিল, আর মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল ও সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। এবার তিনি ঐ পাপীদের বর্ণনা শুরু করলেন যারা শুধুমাত্র অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণেই জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে হক পন্থী ও ঈমানদার ছিল। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ ঐ মুনাফিকদের ছাড়া অন্যরা যে জিহাদে শরীক হওয়া থেকে বিরত ছিল তারা নিজেদের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা এমনই লোক যে, তাদের ভাল আমলও রয়েছে। আর ঐ সৎ আমলের সাথে কিছু দোষত্রুটিও জড়িয়ে ফেলেছে। তাদের এই দোষ-ত্রুটিকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু ঐ মুনাফিকদের অপরাধ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেননা যাদের কোন সৎ আমলও নেই।

এ আয়াতটি কতকগুলো নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও সমস্ত অপরাধী ও পাপী মু'মিনদের জন্যও এটা সাধারণ এবং তাদের সকলের ব্যাপারেই এটা প্রযোজ্য। ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) উক্তি এই যে, اَخَرُوْنَ দ্বারা আবূ লুবাবা ও তার দলকে বুঝানো হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাবূকের যুদ্ধে না গিয়ে পিছনে রয়ে গিয়েছিল। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবূক হতে ফিরে আসেন তখন আবূ লুবাবা (রাঃ) এবং তার সাথের আরও পাঁচ, সাত অথবা নয় জন নিজেদেরকে মাসজিদের থামের সাথে বেঁধে ফেলে এবং শপথ করে বলে ঃ 'যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে স্বয়ং না খুলবেন সেই পর্যন্ত আমাদের বন্ধন খোলা হবেনা।' অতঃপর যখন وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বন্ধন খুলে দেন এবং তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার অপরাধ ক্ষমা করে দেন। (তাবারী ১৪/৪৩৭) এ হাদীসটির বর্ণনা সঠিক নয়। সাঈদ

ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ) হতে *‘দালায়িলুল নাবুওয়াহ’* গ্রন্থে অনুরূপ বর্ণনায় একটি মুরসাল হাদীসও বর্ণিত আছে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, সামুরাহ ইব্ন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গত রাতে দু’জন আগন্তুক আমার নিকট আগমন করেন এবং আমাকে এমন এক শহর পর্যন্ত নিয়ে যান যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। সেখানে আমি এমন কতগুলো লোক দেখতে পেলাম যাদের দেহের অর্ধাংশ খুবই সুন্দর ছিল যেমনটি তোমরা কখনও দেখনি। কিন্তু বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত যা তোমরা কখনও দেখনি। আমার সঙ্গীদ্বয় তাদেরকে বললেন ঃ ‘তোমরা এই নদীতে ডুব দিয়ে এসো।’ তারা ডুব দিয়ে যখন বের হয়ে এলো তখন তাদের দেহের কুৎসিত ভাব দূর হল এবং সর্বাঙ্গ সুন্দর দেখাল। আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে বললেন ঃ ‘এটা হচ্ছে জান্নাতে আদ্ন। এটাই হচ্ছে আপনার বাসস্থান।’ অতঃপর তারা বললেন ঃ ‘এই যে লোকগুলো, যাদের দেহের অর্ধাংশ ছিল খুবই সুন্দর এবং বাকী অর্ধাংশ ছিল অত্যন্ত কুৎসিত, এর কারণ এই যে, তারা সৎ আমলের সাথে বদ আমলও মিশ্রিত করেছিল। আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৯৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) এ আয়াতের তাফসীরে সংক্ষেপে এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন।

১০৩। (হে নাবী!) তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদাকাহ গ্রহণ কর, যদ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে, আর তাদের জন্য দু‘আ কর। নিঃসন্দেহে তোমার দু‘আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ, আর আল্লাহ খুব শোনেন, খুব জানেন।	١٠٣. خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
১০৪। তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ	١٠٤. أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ

বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন, আর তিনিই দান খাইরাত কবূল করে থাকেন, আর এটাও যে, আল্লাহ হচ্ছেন তাওবাহ কবূল করতে এবং অনুগ্রহ করতে পূর্ণ সামর্থ্যবান?	يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

যাকাত আদায় এবং এর উপকারিতা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি তাদের মালের যাকাত আদায় কর। এটা তাদেরকে পবিত্র করবে। কিছু কিছু লোক أَمْوَالِهِمْ এর সর্বনাম ঐ লোকদের দিকে ফিরিয়েছেন যারা নিজেদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছিল এবং ভাল ও মন্দ উভয় আমল করেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হুকুম বিশিষ্ট নয়, বরং এটা সাধারণ হুকুম। আরাব গোত্রগুলোর মধ্যে কিছু লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, ইমামের যাকাত নেয়ার অধিকার নেই, এটা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। আর এ জন্যই তারা আল্লাহ তা'আলার خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً এই উক্তিকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আবূ বাকর (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ তাদের ভুল ব্যাখ্যা ও বাজে বিশ্বাস খণ্ডন করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তখন বাধ্য হয়ে তারা সেই সময়ের খালীফাকে যাকাত প্রদান করেছে যেমন তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করত। এমন কি আবূ বাকর (রাঃ) ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'যদি তারা যাকাত আদায় করা থেকে বিরত থাকে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।' (ফাতহুল বারী ১৩/২৬৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি وَصَلِّ عَلَيْهِمْ হে নাবী! তুমি তাদের জন্য দু'আ কর এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। যেমন সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন আবী আউফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, যখনই কারও কাছ থেকে যাকাতের মাল আসত তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার

জন্য দু'আ করতেন। আমার পিতা যখন যাকাতের মাল নিয়ে এলেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'আ করলেন ঃ 'হে আল্লাহ! আবূ আউফার (রাঃ) পরিবারের উপর দয়া করুন।' (মুসলিম ২/৭৫৬)

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ নিশ্চয়ই তোমার দু'আ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاللّهُ سَمِيعٌ হে নাবী! আল্লাহ তোমার দু'আ শ্রবণকারী। কে তোমার দু'আর দাবীদার তা আল্লাহ খুব ভালই জানেন। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন, আর তিনিই দান-খাইরাত কবূল করে থাকেন? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাওবাহ ও দান খাইরাতের ব্যাপারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। কেননা এ দু'টি জিনিসই মানুষ থেকে পাপকে সরিয়ে দেয় এবং নাফরমানী নিশ্চিহ্ন করে। আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন, যে তাঁর কাছে তাওবাহ পেশ করে তিনি তার সেই তাওবাহ কবূল করে থাকেন। যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি টুকরাও সাদাকাহ করে, আল্লাহ সেটা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওটাকে সাদাকাহকারীর জন্য বিনিয়োগ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাদাকাহর একটি মাত্র খেজুরও উহুদ পাহাড়ের মত হয়ে যায়। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই সাদাকাহ কবূল করে থাকেন এবং ওকে নিজের ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি ওর দানকারীর জন্য বড় করতে থাকেন, যেমন তোমরা ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন পালন করে বড় করে থাক। শেষ পর্যন্ত সাদাকাহর এক লুকমা খাদ্যও উহুদ পাহাড় সমান হয়ে যায়।' আল্লাহর কিতাবের দ্বারাও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন ঃ

أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ 'তারা কি জানেনা যে, আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের তাওবাহ কবূল করেন এবং যাকাত ও সাদাকাহও গ্রহণ করেন?' মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَـٰتِ

আল্লাহ সুদকে ক্ষয় করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭৬) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সাদাকাহর মাল ভিক্ষুকের

হাতে পড়ার পূর্বেই আল্লাহর হাতে পড়ে। অতঃপর ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) আল্লাহ তা'আলার أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ এ উক্তিটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৪/৪৬০)

১০৫। হে নাবী! তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কাজ করতে থাক, অতঃপর তোমাদের কার্যকে অচিরেই দেখে নিবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর নিশ্চয়ই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে এমন এক সত্তার নিকট যিনি হচ্ছেন সকল অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দিবেন।

١٠٥. وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَـٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

অবাধ্যদের প্রতি সাবধান বাণী

মুজাহিদের (রহঃ) উক্তি এই যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণকারীদের জন্য ভীতি প্রদর্শন যে, তাদের কার্যাবলী আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কাছেও পেশ করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদের মধ্যেও তাদের কাজ প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (তাবারী ১৪/৪৬৩) কিয়ামাতের দিন এটা অবশ্যই হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

সেই দিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। (সূরা হাক্কাহ, ৬৯ ঃ ১৮) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآئِرُ

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ

এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। (সূরা 'আদিয়াত, ১০০ ঃ ১০)

ইমাম বুখারী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আয়িশা (রাঃ) বলেন, যখন তোমরা কোন মুসলিমের সৎ আমলে সন্তুষ্ট হও তখন তাদেরকে বল ঃ 'তোমরা আমল করে যাও, অনন্তর তোমাদের আমল অচিরেই আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মু'মিনগণ দেখে নিবেন।' (ফাতহুল বারী ১৩/৫১২) এ ধরনের আরও একটি হাদীস এসেছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা কারও ভাল আমল দেখে খুশি হয়োনা, বরং অপেক্ষা কর, তার সমাপ্তি ভাল আমলের উপর হচ্ছে কিনা। কেননা একজন আমলকারী দীর্ঘদিন পর্যন্ত সৎ আমল করতে থাকে এবং ঐ সৎ আমলের উপর মারা গেলে সে জান্নাতে চলে যেত। কিন্তু হঠাৎ করে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং সে খারাপ আমল করতে শুরু করে। আর এক বান্দা এরূপই হয় যে, কিছুকাল সে খারাপ আমল করতে থাকে। ঐ আমলের উপর মারা গেলে নিশ্চিতরূপে সে জাহান্নামে চলে যেত। কিন্তু অকস্মাৎ তার কাজ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং সে ভাল আমল করতে শুরু করে। আল্লাহ যখন কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাকে সাওয়াব লাভের তাওফীক দান করেন এবং সে ঐ সাওয়াবের উপরই মৃত্যুবরণ করে।' জনগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এটা কিরূপে হয়?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'তাকে ভাল কাজের তাওফীক দান করা হয়, তারপর তার রূহ কব্য করা হয়।' (আহমাদ ৩/১২০)

১০৬। এবং আরও কতক লোক আছে যাদের ব্যাপার মুলতবী রয়েছে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত, হয় তিনি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন, অথবা তাদের তাওবাহ কবূল করবেন, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

١٠٦. وَءَاخَرُونَ مُرۡجَوۡنَ لِأَمۡرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمۡ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيۡهِمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

তাবূকের যুদ্ধে অংশ না নেয়া তিন জনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ায় বিলম্ব

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, তারা ছিলেন তিন ব্যক্তি যাদের তাওবাহ কবূল হওয়ার ব্যাপারটা পিছিয়ে গিয়েছিল। তারা হচ্ছেন মারারাহ ইব্ন রাবী (রাঃ), কাব ইব্ন মালিক (রাঃ) এবং হিলাল ইব্ন উমাইয়া (রাঃ)।

তারা তাবূকের যুদ্ধে ঐ লোকদের সাথেই রয়ে গিয়েছিলেন যারা অলসতা ও আরামপ্রিয়তার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। আর একটি কারণ ছিল এই যে, তাদের বাগানের ফল পেকে গিয়েছিল এবং সময়টা ছিল মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক বসন্তকাল। তাদের যুদ্ধের প্রতি অবহেলা, সন্দেহ ও নিফাকের কারণে ছিলনা। তাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও ছিলেন যাঁরা নিজেদেরকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে ফেলেছিলেন। যেমন আবূ লুবাবাহ্ ও তার সঙ্গীরা। অন্যান্য কতকগুলো লোক এরূপ করেননি। তারা ছিলেন উপরোল্লিখিত তিন ব্যক্তি। আবূ লুবাবাহ (রাঃ) ও তার সঙ্গীদের তাওবাহ এদের পূর্বেই কবূল হয়েছিল। এই তিন ব্যক্তির তাওবাহ কবূল হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব হয়েছিল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ
فِي سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرَةِ مِنۢ بَعۡدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٖ مِّنۡهُمۡ ثُمَّ تَابَ
عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ. وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا
ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ

আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারগণের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এমন সংকট মুহূর্তে যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর স্নেহশীল, করুণাময়। আর ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে, তখন ভূ-

পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবাহ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ১১৭-১১৮) (তাবারী ১৪/৪৬৫, ৪৬৬) যেমন কা'ব ইব্ন মালিকের (রাঃ) হাদীসের বর্ণনা আসছে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ এটা আল্লাহর ইচ্ছাধীন রয়েছে, তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন এবং ইচ্ছা করলে তাদের তাওবাহ কবূল করবেন (এবং ক্ষমা করে দিবেন)। কিন্তু আল্লাহর রাহমাত তাঁর গযবের উপর জয়যুক্ত। কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য তা তিনি ভালরূপেই জানেন। **وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** তিনি তাঁর কাজে ও কথায় বিজ্ঞানময় এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বূদ ও রাব্ব নেই।

১০৭। আর কেহ কেহ এমন আছে যারা এ উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করেছে যেন তারা (ইসলামের) ক্ষতি সাধন করে এবং কুফরী কথাবার্তা বলে, আর মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, আর ঐ ব্যক্তির অবস্থানের ব্যবস্থা করে যে এর পূর্ব হতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধী, আর তারা শপথ করে বলবে, মঙ্গল ভিন্ন আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই; আর আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, তারা সম্পূর্ণ মিথ্যাবাদী।	١٠٧. وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ ۖ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ

Contents

১০৮। (হে মুহাম্মাদ!) তুমি কখনও ওতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবেনা; অবশ্য যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাকওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এর উপযোগী যে, তুমি তাতে (সালাতের জন্য) দাঁড়াবে; ওতে এমন সব লোক রয়েছে যারা উত্তম রূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে, আর আল্লাহ উত্তম রূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন।	١٠٨. لَا تَقُمۡ فِيهِ أَبَدًاۚ لَّمَسۡجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقۡوَىٰ مِنۡ أَوَّلِ يَوۡمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ

মাসজিদুল যিরা ও মাসজিদুত তাকওয়া

এই আয়াতগুলির শানে নুযূল (অবতীর্ণ হওয়ার কারণ) এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাদীনায় আগমনের পূর্বে সেখানে খাযরাজ গোত্রের একটি লোক বাস করত যার নাম ছিল আবূ আমির রাহিব। অজ্ঞতার যুগে সে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং আহলে কিতাবের জ্ঞান লাভ করেছিল। জাহিলিয়াতের যুগে সে বড় আবিদ লোক ছিল। নিজের গোত্রের মধ্যে সে খুব মর্যাদা লাভ করেছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরাত করে মাদীনায় গমন করেন এবং মুসলিমরা তাঁর কাছে একত্রিত হতে শুরু করে ও ইসলামের উন্নতি সাধিত হয় এবং বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে জয়যুক্ত করেন, তখন এটা অভিশপ্ত আবূ আমিরের কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়। সুতরাং সে খোলাখুলিভাবে ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করতে শুরু করে এবং মাদীনা হতে পলায়ন করে মাক্কার কাফির ও মুশরিক কুরাইশদের সাথে মিলিত হয়। তাদেরকে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে আরাবের সমস্ত গোত্র একত্রিত হয় এবং উহুদ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। অবশেষে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মহামহিমান্বিত আল্লাহ এই যুদ্ধে মুসলিমদেরকে পরীক্ষা করেন। তবে পরিণাম ফলতো আল্লাহভীরুদের

জন্যই বটে। ঐ পাপাচারী (আবূ আমির) উভয় ক্যাম্পের মাঝে কয়েকটি গর্ত খনন করে রেখেছিল। একটি গর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়ে যান এবং আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাঁর মুখমন্ডল যখম হয় এবং নীচের দিকের সামনের একটি দাঁত ভেঙ্গে যায়। তাঁর পবিত্র মাথাও যখম হয়। যুদ্ধের শুরুতে আবূ আমির তার কাওম আনসারের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁদেরকে সম্বোধন করে তাকে সাহায্য সহযোগিতার জন্য দা‘ওয়াত দেয়। যখন আনসারগণ আবূ আমিরের এসব কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেন তখন তারা তাকে বললেন ঃ ‘ওরে নরাধম ও পাপাচারী! ওরে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুন!’ এভাবে তারা তাকে গালাগালি করেন ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেন। তখন সে বলে ঃ ‘আমার পরে আমার কাওম আরও বিগড়ে গেছে।’ এ কথা বলে সে ফিরে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তার মাদীনা হতে পলায়নের পূর্বে ইসলামের দা‘ওয়াত দিয়েছিলেন এবং কুরআনের অহী শুনিয়েছিলেন। কিন্তু সে ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতি বদ দু‘আ দেন যে, সে যেন নির্বাসিত হয় এবং বিদেশেই যেন সে মৃত্যুবরণ করে। এই বদ দু‘আ তার প্রতি কার্যকরী হয়ে যায় এবং এটা এভাবে সংঘটিত হয় যে, জনগণ যখন উহুদ যুদ্ধ শেষ করল এবং সে লক্ষ্য করল যে, ইসলাম দিন দিন উন্নতির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে তখন সে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গমন করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। সম্রাট তাকে সাহায্য করার অঙ্গীকার করল। সে তার আশা পূর্ণ হতে দেখে হিরাক্লিয়াসের কাছেই অবস্থান করল। সে তার কাওম আনসারগণের মধ্যকার মুনাফিকদেরকে এ বলে চিঠি পাঠিয়ে দিল ঃ ‘আমি সেনাবাহিনী নিয়ে আসছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। আমরা তাঁর উপর জয়যুক্ত হব এবং ইসলামের পূর্বে তাঁর অবস্থা যেমন ছিল তিনি ঐ অবস্থায়ই ফিরে যাবেন।’

সে ঐ মুনাফিকদের কাছে চিঠিতে আরও লিখল যে, তারা যেন তার জন্য একটা আশ্রয়স্থান নির্মাণ করে রাখে। আর যেসব দূত তার নির্দেশনামা নিয়ে যাবে তাদের জন্যও যেন অবস্থানস্থল ও নিরাপদ জায়গা বানানো হয়, যাতে সে নিজেও যখন যাবে তখন সেটা গুপ্ত অবস্থান রূপে ব্যবহার করা যায়।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঐ মুনাফিকরা মাসজিদে কুবার নিকটেই মাসজিদের বাহানায় আর একটি গৃহের ভিত্তি স্থাপন করে এবং ওটাকে পাকা করে নির্মাণ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবূক অভিমুখে বের হওয়ার পূর্বেই তারা ওর নির্মাণ কাজ শেষ করে ফেলে। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আবেদন করে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন তাদের ওখানে যান এবং তাদের মাসজিদে সালাত আদায় করেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যাতে এই সনদ হয়ে যায় যে, ঐ মাসজিদটি স্বীয় স্থানে অবস্থানযোগ্য এবং এতে তাঁর সমর্থন রয়েছে। তাঁর সামনে তারা বর্ণনা করে যে, দুর্বল ও রোগাক্রান্ত লোকদের জন্যই তারা ঐ মাসজিদটি নির্মাণ করেছে এবং শীতের রাতে দূরের মাসজিদে যেতে অক্ষম হলে তাদের পক্ষে ঐ মাসজিদে আসা সহজ হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঐ মাসজিদে সালাত আদায় করা থেকে রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন ঃ 'এখনতো আমরা সফরে বের হওয়ার জন্য ব্যস্ত রয়েছি, ফিরে এলে আল্লাহ চানতো দেখা যাবে।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক হতে মাদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মাদীনায় পৌঁছতে এক অথবা দুই দিনের পথ বাকী থাকে বা তার চেয়ে কিছু কম, তখন জিবরাঈল (আঃ) মাসজিদে যিরারের খবর নিয়ে তাঁর কাছে হাযির হন এবং মুনাফিকদের গোপন তথ্য প্রকাশ করে দেন যে, মাসজিদে কুবার নিকটে আর একটি মাসজিদ নির্মাণ করে মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করাই হচ্ছে ঐ কাফির ও মুনাফিকদের আসল উদ্দেশ্য। মাসজিদে কুবা হচ্ছে এমন এক মাসজিদ যার ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে। এটা জানার পর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনা পৌঁছার পূর্বেই কিছু লোককে মাসজিদে যিরার বিধ্বস্ত করার জন্য পাঠিয়ে দেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তারা ছিল আনসারের কিছু লোক যারা একটি মাসজিদ নির্মাণ করেছিল এবং আবূ আমির তাদেরকে বলেছিল ঃ 'তোমরা একটি মাসজিদ নির্মাণ কর এবং যথাসম্ভব সেখানে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের আসবাবপত্র লুকিয়ে রাখ, আর ওটাকে আশ্রয়স্থল ও গুপ্তস্থান বানিয়ে নাও। কেননা আমি রোম বাদশাহর নিকট যাচ্ছি। রোম থেকে আমি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে আসব এবং মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকে মাদীনা হতে বের করে দিব।’ সুতরাং মুনাফিকরা মাসজিদে যিরারের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয় এবং আবেদন করে ঃ ‘আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, আপনি আমাদের মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করবেন এবং আল্লাহর কাছে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য দু‘আ করবেন।’ তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا হতে قَوْمَ الظَّالِمِينَ পর্যন্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। (তাবারী ১৪/৪৭০)

যারা এ মাসজিদটি নির্মাণ করেছিল তারা শপথ করে বলেছিল ঃ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى আমরাতো সৎ উদ্দেশেই এর ভিত্তি স্থাপন করেছি। আমাদের লক্ষ্য শুধু জনগণের মঙ্গল কামনা। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী। তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মাসজিদুল কুবার ক্ষতি সাধন করা, কুফরী ছড়িয়ে দেয়া, মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য গোপন ঘাঁটি বানিয়ে রাখা, যেখানে তাদের পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ লোকটি হচ্ছে ফাসিক আবূ আমির যাকে রাহিব বা আবিদ বলা হত। আল্লাহ তার উপর লা’নত বর্ষণ করুন।

মাসজিদুল কুবার মর্যাদা

আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাসজিদুল যিরায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। সালাত আদায় না করার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী এবং উম্মাতও শামিল রয়েছে। অতঃপর মাসজিদে কুবায় সালাত আদায় করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। প্রথম থেকেই মাসজিদে কুবার ভিত্তি তাকওয়ার উপর স্থাপন করা হয়েছে। তাকওয়া বলা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করাকে। এখানে মুসলিমরা পরস্পর মিলিত হয় এবং ধর্মীয় বিষয়ে পরামর্শ করে। এটা হচ্ছে ইসলাম ও আহলে ইসলামের আশ্রয়স্থল। এ জন্যই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

Contents

لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ অবশ্য যে মাসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই তাক্ওয়ার উপর স্থাপিত হয়েছে তা এরই উপযোগী যে, তুমি তাতে সালাতের জন্য দাঁড়াবে। সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘মাসজিদে কুবায় সালাত আদায় করা (সাওয়াবের দিক দিয়ে) একটি উমরাহ করার মত।’ (তিরমিযী ৩২৪, ইব্ন মাজাহ ১/৪৫২) আরও সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় কখনও সাওয়ার হয়ে আসতেন এবং কখনও পদব্রজেও আসতেন। (ফাতহুল বারী ৩/৮২, মুসলিম ১৩৯৯)

উওয়াইম ইব্ন সাঈদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে কুবায় তাদের নিকট আগমন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন ঃ ‘তোমাদের মাসজিদের ঘটনায় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের পবিত্রতার ব্যাপারে অতি উত্তম ভাষায় প্রশংসা করেছেন, তোমরা যদ্বারা পবিত্রতা লাভ করে থাক সেটা কি?’ তারা উত্তরে বলেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহর শপথ, আমরাতো এটা ছাড়া আর কিছুই জানিনা যে, ইয়াহুদীরা আমাদের প্রতিবেশী ছিল। তারা পায়খানার কাজ সেরে পানি দ্বারা তাদের গুহ্যদ্বার ধৌত করত। সুতরাং আমরাও তদ্রূপ করে থাকি।’ (আহমাদ ৩/৪২২) ইব্ন খুযাইমাহও (রহঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে অনুরূপ লিখেছেন। (হাদীস নং ১/৪৫)

যে প্রাচীন মাসজিদগুলির প্রথম ভিত্তি এক ও লা-শারিক আল্লাহর ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলিতে সালাত আদায় করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। জামা‘আতে সালিহীন ও ইবাদে আমিলীনের সাথে সালাত আদায় করা উচিত এবং যথানিয়মে পূর্ণ মাত্রায় উযূ করা দরকার, আর অপবিত্রতা হতে মুক্ত থাকা উচিত।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের সালাত আদায় করান এবং তাতে সূরা ‘রূম’ পাঠ করেন। পাঠে তাঁর কিছু ত্রুটি হয়। সালাত শেষে তিনি বলেন ঃ ‘কুরআন পাঠে আমরা মাঝে মাঝে ভুল করি। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ এমনও রয়েছে যে আমার সাথে সালাত আদায় করে, কিন্তু উত্তম রূপে উযূ করেনা। সুতরাং যে আমাদের সাথে সালাত আদায় করতে চায় তার উচিত উত্তম রূপে উযূ করা।’ (আহমাদ ৩/৪৭১, ৪৭২)

১০৯। তাহলে কোন্ ব্যক্তি উত্তম, যে ব্যক্তি স্বীয়	١٠٩. أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ

ইমারাতের ভিত্তি আল্লাহভীতির উপর এবং তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি যে স্বীয় ইমারাতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন গহ্বরের কিনারায়, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ এমন যালিমদেরকে (ধর্মের) জ্ঞান দান করেননা।	عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَـٰنَهُۥ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِۦ فِى نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّـٰلِمِينَ
১১০। তাদের এই ইমারাত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সদা তাদের মনে খট্‌কা সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তাদের অন্তরই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাজ্ঞানী।	١١٠. لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةً فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

মাসজিদুত তাকওয়া ও মাসজিদুল যিরার মধ্যে পার্থক্য

আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, যারা মাসজিদের ভিত্তি তাকওয়া ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে, আর যারা মাসজিদে যিরার ও মাসজিদে কুফর বানিয়েছে এবং মু'মিনদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেছে ও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে ঐ মাসজিদকে আশ্রয়স্থল করেছে তারা কখনও সমান হতে পারেনা। ঐ লোকগুলোতো মাসজিদে যিরারের ভিত্তি যেন একটি গহ্বরের কিনারার উপর স্থাপন করেছে, যা ধ্বসে পড়ার উপক্রম, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়েছে। وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ যারা সীমালংঘন করে

আল্লাহ তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেননা। অর্থাৎ বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের আমলকে সংশোধন করেননা।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমি মাসজিদে যিরারটি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশক্রমে যখন তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় তখন তার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছিল।’ (তাবারী ১৪/৪৯৩) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ ঐ ইমারাত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সর্বদা তাদের মনে খটকা সৃষ্টি করতে থাকবে। এর কারণে তাদের অন্তরে নিফাকের বীজ বপন করার কাজ চলতে থাকবে, যেমন গো-বৎস পূজারীদের অন্তরে ওর মহব্বত সৃষ্টি হয়েছিল। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), হাবীব ইব্ন আবী শাবিত (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং সালাফগণের আরও অনেকে বলেছেন এর অর্থ হচ্ছে যতক্ষণ না তারা মৃত্যু বরণ করে। (তাবারী ১৪/৪৯৫-৪৯৭) অবশ্যই যদি তাদের সেই অন্তরই ধ্বংস হয়ে যায় তাহলেতো কোন কথাই থাকেনা। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের আমলগুলি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং তিনি ভাল ও মন্দের প্রতিদান দেয়ার ব্যাপারে মহাজ্ঞানী ও বড়ই বিজ্ঞানময়।

১১১। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু’মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন সম্পদসমূহকে এর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদের জন্য জান্নাত রয়েছে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা (কখনও) হত্যা করে এবং (কখনও) নিহত হয়, এর কারণে (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা	١١١. إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَـٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ

হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং কুরআনে। নিজের অঙ্গীকার পালনকারী আল্লাহ অপেক্ষা অধিক আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয় বিক্রয়ের উপর, যা তোমরা সম্পাদন করেছ, আর এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।

জান্নাতের বিনিময়ে মুজাহিদের জীবন ক্রয়

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে তাঁর পথে ব্যয়কৃত জান ও মালের বিনিময় হিসাবে জান্নাত প্রদান করবেন। আর এটা বিনিময় নয় বরং তাঁর ফায্ল, কার্ম ও অনুগ্রহ। কেননা বান্দাদের সাধ্যে যা ছিল তা তারা করেছে। এখন তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য কোন বিনিময় বা প্রতিদান ঠিক করলে জান্নাতই ঠিক করবেন। এ জন্যই হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর বান্দাদের সাথে বেচাকেনা করলেন তখন তিনি তাদের খিদমাতের বিনিময়ে বিরাট ও উচ্চমূল্য প্রদান করলেন। শিমর ইব্ন আতিয়্যা (রহঃ) বলেন যে, এমন কোন মুসলিম নেই যার স্কন্ধে আল্লাহর অঙ্গীকার ও চুক্তি নেই, যা সে পূর্ণ করে এবং যার উপর সে মৃত্যুবরণ করে। অতঃপর তিনি উপরোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন। (তাবারী ১৪/৪৯৯) এ জন্যই বলা হয় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদে যোগ দিল সে যেন আল্লাহর সাথে বেচাকেনা করল। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰه فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, অতঃপর হয় হত্যা করে না হয় নিহত হয়। সর্বাবস্থায়ই তাদের জন্য জান্নাত অবধারিত রয়েছে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এসেছে ঃ 'যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য বের হয়, আর এই বের হওয়ার পেছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর পথে জিহাদ করা এবং তাঁর রাসূলদের সত্যতা প্রমাণ করা, এ অবস্থায়ই যদি তার মৃত্যু হয় তাহলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি

Contents

মারা না যান তাহলে আল্লাহ এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন যে, সে যেখান থেকে বের হয়েছে সেখানে তাকে তার লাভকৃত গানীমাতের মালসহ পৌঁছে দিবেন।’ (ফাতহুল বারী ৬/২৫৪, মুসলিম ৩/১৪৯৬)

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই উক্তিটি তাঁর ওয়াদার গুরুত্ব হিসাবে করা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, তিনি নিজের পবিত্র সত্তার উপর এটা ফার্‌য করে নিয়েছেন এবং তাঁর রাসূলদের উপর তাঁর এই ওয়াদার অহীও পাঠিয়েছেন, যা মূসার (আঃ) উপর অবতারিত কিতাব তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে এবং ঈসার (আঃ) উপর অবতারিত কিতাব ইঞ্জীলেও লিখিত রয়েছে, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতারিত কিতাব আল কুরআনে লিখা আছে। তাঁদের সবারই উপর আল্লাহর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ আল্লাহ অপেক্ষা স্বীয় ওয়াদা অধিক পূর্ণকারী আর কে হতে পারে? কেননা তিনি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননা। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا

এবং বাক্যে আল্লাহ অপেক্ষা কে বেশি সত্য পরায়ণ? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ৮৭) আর এক স্থানে তিনি বলেন ঃ

وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا

এবং কে আল্লাহ অপেক্ষা বাক্যে অধিকতর সত্য পরায়ণ? (সূরা নিসা, ৪ ঃ ১২২) অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ আল্লাহর সাথে তোমরা যে বেচা-কেনা করেছ এতে তোমরা খুশি হয়ে যাও এবং এই সফলতা হচ্ছে বিরাট সফলতা, যদি তোমরাও নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ কর।

১১২। তারা হচ্ছে তাওবাহকারী, ইবাদাতকারী, আল্লাহর প্রশংসা-কারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও	١١٢. ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ

সাজদাহকারী, সৎ বিষয় শিক্ষা প্রদানকারী এবং মন্দ বিষয়ে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহর সীমাসমূহের (অর্থাৎ আহকামের) সংরক্ষণকারী; আর তুমি এমন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।	ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

এই পবিত্র আয়াতটি ঐ মু'মিনদের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে যাদের জান ও মালকে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই উত্তম গুণাবলীর বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা তাওবাহ করে এবং সমস্ত পাপ ও নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকে, নিজেদের রবের ইবাদাতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং নিজেদের কথা ও কাজে একাগ্র থাকে। কথার মধ্যে বিশিষ্ট বিষয় হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা। এ জন্যই মহান আল্লাহ اَلْحَامِدُوْنَ বলছেন। আর আমল ও কাজের দিক দিয়ে উত্তম কাজ হচ্ছে সিয়াম। সিয়াম বা রোযা হচ্ছে পানাহার, স্ত্রী-সহবাস হতে বিরত থাকা। আর سَلٰحَات দ্বারা এই সিয়ামকেই বুঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে رُكُوْع ও سُجُوْد দ্বারা صَلٰوة (সালাত) অর্থ নেয়া হয়েছে এবং رَاكِعُوْنَ ও سَاجِدُوْنَ বলা হয়েছে। তারা শুধু নিজেদের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রেখেই ইবাদাত করেনা, বরং আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদেরকেও সুপথ প্রদর্শন করে 'সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ' এর উপর আমল করে উপকার পৌঁছে থাকে। কোন্ কাজ করা উচিত এবং কোন্ কাজ পরিত্যাগ করা ওয়াজিব এসব কথা বাতলে থাকে, আর জ্ঞান ও আমল উভয় প্রকারে হালাল ও হারামের ব্যাপারে আল্লাহর সীমা সংরক্ষণের প্রতি তারা পূর্ণ দৃষ্টি রাখে। সুতরাং তারা আল্লাহর ইবাদাত ও সৃষ্টজীবের মঙ্গল কামনা, এই উভয় প্রকারের ইবাদাতে অগ্রগামী। এ জন্যই মহান রাব্ব আল্লাহ বলেন, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ দিয়ে দাও, কেননা ও দু'টির সমষ্টির নামই হচ্ছে ঈমান। পূর্ণমাত্রায় সৌভাগ্য তারাই লাভ করেছে যারা এই দু'টি গুণে গুণান্বিত।

Contents

১১৩। নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, এ কথা প্রকাশ হবার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী।	١١٣. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِي قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ
১১৪। আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা শুধু সেই ওয়াদার কারণে ছিল, যে ওয়াদা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ বিষয় প্রকাশ পেল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল।	١١٤. وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوۡعِدَةٖ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُۥٓ أَنَّهُۥ عَدُوّٞ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنۡهُۚ إِنَّ إِبۡرَٰهِيمَ لَأَوَّٰهٌ حَلِيمٞ

বহু ঈশ্বরবাদীদের জন্য দু'আ করায় নিষেধাজ্ঞা

মুসনাদ আহমাদে ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার পিতা আবূ মুসাইয়াব (রাঃ) বলেছেন ঃ আবূ তালিব যখন মারা যাচ্ছিলেন, সেই সময় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে গমন করেন। ঐ সময় তাঁর কাছে আবূ জাহল ও আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া উপস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে চাচা! আপনি 'লা-ইলাহা

ইল্লাল্লাহ' পাঠ করুন! এই বাক্যটিকেই আমি আপনার পক্ষে আল্লাহর নিকট ক্ষমা করার জন্য আরয করব।' তখন আবূ জাহল এবং আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া বলল ঃ 'হে আবূ তালিব! আপনি কি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন?' আবূ তালিব তখন বললেন ঃ 'আমি আবদুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরই থাকব।' এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ 'আমি ঐ পর্যন্ত আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকব যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমাকে নিষেধ না করেন।' আল্লাহ তা'আলা তখন مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 'নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মু'মিনদের জন্য এটা জায়িয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।' নিম্নের আয়াতটিও এই সম্পর্কেই নাযিল হয়।

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎ পথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎ পথ অনুসরণকারী। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬) (আহমাদ ৫/৪৩৩, ফাতহুল বারী ৮/১৯২, মুসলিম ১/৫৪)

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, সুলাইমান ইব্ন বুরাইদাহ (রহঃ) বলেন যে, তার পিতা বলেন ঃ আমরা এক সফরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কা পৌঁছে একটি কাবরের পাশে এসে বসে পড়েন এবং কিছু বলতে শুরু করেন। অতঃপর তিনি কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ান। তাঁর চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি যা করেছেন তা আমরা দেখেছি। তিনি বললেন ঃ 'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার মায়ের কাবর যিয়ারাত করার অনুমতি চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর আমি তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলে আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি।' সেই দিন তিনি এত বেশি কেঁদেছিলেন যে, ইতোপূর্বে আমরা তাঁকে কখনও এত কাঁদতে দেখিনি। (তাবারী ৬/৪৮৯)

আল আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার ইচ্ছা

করেছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তা থেকে নিষেধ করেন। তখন তিনি বলেন 'ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ) তো তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।' এ সময় আল্লাহ তা'আলা مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى *নাবী ও অন্যান্য মু'মিনদের জন্য জায়েয নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন।* এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াতের ব্যাপারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, লোকেরা তাদের মৃতদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করত। তখন وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ ... এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। জনগণ তখন ঐ নাজায়িয ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু মুসলিমদেরকে তাদের জীবিত মুশ্‌রিক আত্মীয় স্বজনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করা হয়নি। (তাবারী ১৪/৫১৩)

فَلَمَّا تَبَيَّنَ সম্পর্কে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর যখন তিনি অবহিত হলেন যে, সে আল্লাহর শত্রু ছিল তখন তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন ঃ যখন তাঁর বাবা মারা যায় তখন তিনি বুঝতে পারেন যে, সে আল্লাহর শত্রু হিসাবে মারা গেছে। (তাবারী ১৪/৫১৯) মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৪/৫১৮-৫১৯)

উবাইদ ইব্ন উমাইর (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন যে, কিয়ামাতের দিন ইবরাহীম (আঃ) যখন পিতার সাথে মিলিত হবেন তখন দেখবেন যে, সে অত্যন্ত ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন হয়ে ফিরছে। ঐ সময় তাঁর পিতা তাঁকে বলবে ঃ 'হে ইবরাহীম! (দুনিয়ায়) আমি তোমার কথা মানিনি। কিন্তু আজ আমি তোমার কোন কথাই অমান্য করবনা।' তখন ইবরাহীম (আঃ) বলবেন ঃ 'হে আমার রাব্ব! আপনি কি আমার সাথে ওয়াদা করেননি যে, কিয়ামাতের দিন আমাকে অপমানিত করবেননা? তাহলে আজকের দিন এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে (যে, আমার পিতা অত্যন্ত লাঞ্ছিতভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে)?' তখন তাঁকে বলা হবে ঃ 'তোমার পিছন দিকে তাকাও।' তিনি তখন দেখতে পাবেন যে, একটি রক্তাক্ত হায়েনা পড়ে রয়েছে এবং ওর পা ধরে টেনে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। (তাবারী ১৪/৫২১) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ *বাস্তবিকই ইবরাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল।* ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, أَوَّاهٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে অত্যধিক প্রার্থনাকারী। এও বর্ণিত হয়েছে যে, ‘আওয়াহ’ (আরাবী) শব্দের অর্থ করা হয়েছে ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর কাছে অনুনয়-বিনয় করে তাঁর করুনা প্রার্থনা করে, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে ইত্যাদি।

১১৫। আর আল্লাহ এরূপ নন যে, কোন জাতিকে হিদায়াত করার পর পথভ্রষ্ট করেন, যে পর্যন্ত না তাদেরকে সেই সব বিষয় পরিস্কারভাবে বলে দেন, যে বিষয়ে তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে; নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।	١١٥. وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًۢا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ
১১৬। নিশ্চয়ই আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান; আল্লাহ ছাড়া তোমাদের না কোন বন্ধু আছে, আর না কোন সাহায্যকারী।	١١٦. إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ

সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই অবাধ্যতার শাস্তি প্রযোজ্য

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মহান সত্তা ও ন্যায়নীতিপূর্ণ হিকমাত সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, যতক্ষণ না তিনি কোন কাওমের নিকট রাসূল পাঠিয়ে ফিতনা খতম করেন এবং সত্য প্রতিভাত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে পথভ্রষ্টতার জন্য ছেড়ে দেননা। যেমন তিনি অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـٰهُمْ

আর ছামূদ সম্প্রদায়ের ব্যাপার এই যে, আমি তাদেরকে পথ নির্দেশ করেছিলাম। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ১৭) মুজাহিদ (রহঃ) আল্লাহ তা‘আলার وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, মৃত মুশরিকদের জন্য মু’মিনদের ক্ষমা প্রার্থনা করা ত্যাগ করার ব্যাপারে মহিমান্বিত আল্লাহর বর্ণনাটি হচ্ছে বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। আর তাদের তাঁর আনুগত্য করা এবং অবাধ্যতার কাজ না করা হচ্ছে সাধারণ। অতএব মেনে চল, অথবা শাস্তি ভোগ কর। (তাবারী ১৪/৫৩৭)

ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন, যদি তোমরা তোমাদের মধ্যস্থিত মৃত মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে কেন তিনি তোমাদের উপর পথভ্রষ্টতার ফাইসালা দিবেননা? কেননা তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান আনার তাওফীক দিয়েছেন। আর তোমাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয় হতে দূরে রেখেছেন এবং তোমরা তা থেকে বিরত থেকেছ। কিন্তু এর পূর্বে নয়, যতক্ষণ না তিনি ঐ নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর নিকৃষ্টতা বর্ণনা করে দিয়েছেন, যখন তোমরা ঐগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছ। ঐ অবস্থায় কি করে তিনি তোমাদের উপর পথভ্রষ্টতার হুকুম লাগাতে পারেন যখন পর্যন্ত তোমাদেরকে সাবধান করা হয়নি? কেননা আনুগত্যতা ও অবাধ্যতাতো আদেশ ও নিষেধের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু যে ঈমানই আনেনি এবং বিরতও থাকেনি, তাকে অনুগত বলা যাবেনা এবং অবাধ্যও বলা যাবেনা। (তাবারী ১৪/৫৩৬) আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِـــي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ আল্লাহরই রাজত্ব রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে এবং তিনিই জীবন দান করেন ও তিনিই মৃত্যু ঘটান। ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন, এটা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তাঁর মু’মিন বান্দাদেরকে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রতি উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রদান করা হয়েছে এবং এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, তাদের আল্লাহ তা‘আলার সাহায্যের উপর ভরসা করা উচিত এবং তাঁর শত্রুদেরকে মোটেই ভয় করা উচিত নয়। কেননা আল্লাহ ছাড়া তাদের না কোন বন্ধু আছে, আর না আছে কোন সাহায্যকারী। (তাবারী ১৪/৫৩৮)

১১৭। আল্লাহ অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন নাবীর অবস্থার প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের অবস্থার প্রতিও, যারা নাবীর অনুগামী হয়েছিল এমন সংকট মুহূর্তে যখন তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি করলেন; নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের সকলের উপর স্নেহশীল, করুণাময়।	١١٧. لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

তাবূকের যুদ্ধের বর্ণনা

মুজাহিদ (রহঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, এ আয়াতটি তাবূকের যুদ্ধ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ জনগণ যখন তাবূকের যুদ্ধে বের হন তখন কঠিন গরমের সময় ছিল। সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর এবং পানি ও পাথেয়র বড়ই সংকট ছিল। (তাবারী ১৪/৫৪০) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যখন মুজাহিদরা তাবূকের পথে যাত্রা শুরু করেন তখন ছিল কঠিন গরমের সময়। মুজাহিদরা কত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তা আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তারা যখন সিরিয়ায় পৌঁছেন তখন একটি খেজুরকে দু’টুকরা করে দু’জন মুজাহিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত। কখনও কখনও একটি খেজুর একজন হতে অন্যজনকে চুষতে দেয়া হত এবং এরপর পানি পান করতেন। এভাবেই তাঁরা সান্ত্বনা লাভ করতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হন। তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্র হতে ফিরে আসেন। (তাবারী ১৪/৫৪১)

আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্ন খাত্তাবকে (রাঃ) তাবূকের সংকট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ আমরা তাবূকের উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বের হই। কঠিন গরমের মৌসুম ছিল। আমরা এক জায়গায় অবস্থান করি। সেখানে আমরা পিপাসায়

Contents

এমন কাতর হয়ে পড়ি যে, মনে হল আমরা প্রাণে আর বাঁচবনা। কেহ পানির খোঁজে বের হলে সে বিশ্বাস করে নিত যে, ফিরার পূর্বেই তার মৃত্যু ঘটে যাবে। লোকেরা উট যবাহ করত। উটের পাকস্থলীর এক জায়গায় পানি সঞ্চিত থাকত। তারা তা বের করে নিয়ে পান করত। তখন আবূ বাকর (রাঃ) বললেন ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহতো আপনার দু'আ সব সময় কবূল করেছেন। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য দু'আ করুন।' তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'আপনারা কি এটাই চান?' আবূ বাকর (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ 'হ্যাঁ!' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দু'আর জন্য তাঁর হাত দু'টি উঠালেন এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত নিচে নামালেননা। দু'আ শেষ না হতেই আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি হতে লাগল। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি থেমে গেল এবং আবার বৃষ্টি হতে লাগল। জনগণ পানি দ্বারা তাদের পাত্রগুলি ভর্তি করে নিল। কোথায় কোথায় বৃষ্টি হয়েছে তা দেখার জন্য আমরা বের হলাম। দেখলাম যে, আমাদের ক্যাম্পের চারপাশ ছাড়া আর কোন জায়গায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়নি। (তাবারী ১৪/৫৩৯)

ইমাম ইব্‌ন জারীর (রহঃ) আল্লাহ তা'আলার لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, এই আয়াতের عُسْرَةَ শব্দ দ্বারা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয়, পথ খরচ এবং পানির সংকীর্ণতা বুঝানো হয়েছে।

مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ এরপর তাদের মধ্যকার এক দলের অন্তর বিচলিত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তারা সত্যের পথ থেকে সরে পড়ার কাছাকাছি হয়েছিল। তারা এই সফরে এত বড় বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠেছিল। ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া করেন এবং তাদেরকে তাঁর দিকে ফিরে আসার তাওফীক দান করেন। আর তাদেরকে দীনের উপর অটল থাকার মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি বড়ই স্নেহশীল ও করুণাময়।

Contents

১১৮। আর ঐ তিন ব্যক্তির অবস্থার প্রতিও (অনুগ্রহ করলেন) যাদের ব্যাপার মুলতবী রাখা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে, তখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল; আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়ও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত; অতঃপর তাদের অবস্থার প্রতিও অনুগ্রহের দৃষ্টি করলেন, যাতে তারা তাওবাহ করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতিশয় অনুগ্রহকারী, করুণাময়।	١١٨. وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ
১১৯। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।	١١٩. يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

ঐ তিন ব্যক্তি যাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) বিলম্ব করেছিলেন

আবদুল্লাহ ইব্ন কা'ব ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইব্ন মালিক (রাঃ) তাবূকের যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ না করার কাহিনী এবং রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমন না করার ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তাবূকের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গ লাভ থেকে বঞ্চিত হইনি। অবশ্য বদর যুদ্ধেও আমি শরীক হতে পারিনি। তবে এ যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের প্রতি আল্লাহ কোন দোষারোপ করেননি। ব্যাপারটা ছিল এই যে, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের একটি যাত্রীদলের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেন। সেখানে আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছানুযায়ী পূর্বে কোন দিন নির্ধারণ করা ছাড়াই তাঁর শত্রুদের সাথে মুকাবিলা হয়। আকাবার রাতে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই ছিলাম, তিনি ইসলামের উপর আমাদের বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে উপস্থিতি অপেক্ষা আকাবার রাতে উপস্থিতি আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় ছিল, যদিও জনগণের মধ্যে বদরের খ্যাতি বেশি রয়েছে। তাবূকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমি যে অংশগ্রহণ করতে পারিনি তার ঘটনা এই যে, যে সময় আমি তাবূকের যুদ্ধ থেকে পিছনে রয়ে গিয়েছিলাম সেই সময় আমার শারীরিক শক্তি, আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই ভাল। ইতোপূর্বে আমার কখনও দু’টি সাওয়ারী ছিলনা। কিন্তু এই যুদ্ধে আমি দু’টি সাওয়ারীও রাখতে পারতাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন যুদ্ধে যাত্রার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি সাধারণভাবে এ সংবাদ আগে থেকেই কেহকে কিছু জানাতেননা। এই যুদ্ধে গমনের সময়টি ছিল কঠিন গরম এবং এটা ছিল খুবই দূরের সফর। আর এই সফরে মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং বহু সংখ্যক শত্রুর মুকাবিলা করতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের কাছে এ কথা প্রচার করেছিলেন যাতে তারা তাদের সুবিধামত শত্রুর মুকাবিলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এত অধিক সংখ্যায় ছিলেন যে, তাদেরকে তালিকাভুক্ত করা কঠিন ছিল। কা‘ব (রাঃ) বলেন, যুদ্ধে যোগদান না করা লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে যাদের অনুপস্থিতির খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারবেন, যদি আল্লাহ তাকে না জানান। এই যুদ্ধের উদ্দেশে এমন সময় যাত্রা শুরু করা হয়েছিল যখন গাছের ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছের ছায়া ছিল অনেক আরামদায়ক। এমতাবস্থায় আমার প্রবৃত্তি আরামপ্রিয়তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এবং মুসলিমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন। তাদের সাথে জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশে বের হতাম, কিন্তু কোন কিছু না করে ফিরে আসতাম। মনকে এ বলে প্রবোধ দিতাম যে, যখনই ইচ্ছা করব তখনইতো ক্ষণিকের মধ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলব। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে থাকে। জনগণ পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুতি গ্রহণ করে ফেলে, এমন কি মুসলিমরা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু আমি তাদের সাথে রওয়ানা হলামনা। আমি মনে মনে বললাম যে, দু' একদিন পরে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আমিও তাঁদের সাথে মিলিত হব।

তাদের চলে যাওয়ার পরদিন ভোরে আমি প্রস্তুতি গ্রহণের উদ্দেশে বের হই। কিন্তু এবারও প্রস্তুতি গ্রহণ ছাড়াই ফিরে আসি। পরদিনও এরূপ হল। শেষ পর্যন্ত প্রত্যহ এরূপই হতে থাকে এবং দিন অতিবাহিত হতেই থাকে। এরপরও আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাড়াতাড়ি যাত্রা শুরু করে তাঁদের সাথে মিলিত হব। তখনও যদি আমি যাত্রা শুরু করতাম! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়ে উঠলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধে গমনের পর যখন আমি বাজারে যেতাম তখন এ দেখে আমার বড়ই দুঃখ হত যে, কোন লোককে দৃষ্টিগোচর হলে হয় সে মুনাফিক বলে আখ্যায়িত, না হয় এমন মুসলিমকে দেখা যেত যারা বাস্তবিকই অসুস্থতার কারণে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমার্হ। তাবূকে পৌঁছার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তখন জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কা'ব ইব্ন মালিকের (রাঃ) কি হয়েছে?' তখন বানু সালিমাহ গোত্রের একটি লোক উত্তরে বলে ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! স্বচ্ছলতা ও আরামপ্রিয়তা তাকে মাদীনায়ই আটকে রেখেছে।' এ কথা শুনে মুয়া'জ ইব্ন জাবাল (রাঃ) তাকে বলেন ঃ 'তুমি ভুল ধারণা পোষণ করছ। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তার সম্পর্কে আমরা ভাল ধারণাই রাখি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ কথা শুনে নীরব হয়ে যান।

অতঃপর কা'ব (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক হতে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম যে, এখন কি করি? আমি মিথ্যা বাহানার কথা চিন্তা করলাম যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে পারি। সুতরাং আমি সকলের মত খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম এবং যখন অবগত হলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এসেই পড়েছেন তখন মিথ্যা কথা বলার চিন্তা মন থেকে দূর করে দিলাম। এখন আমি ভালরূপে বুঝতে পারলাম যে, কোন মিথ্যা অজুহাত দ্বারা আমি রক্ষা পেতে পারিনা। তাই আমি সত্য বলারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম মাসজিদে অবস্থান করতেন, দুই রাক‘আত সালাত আদায় করতেন এবং লোকদেরকে নিয়ে বসতেন। এবারও তিনি যখন সবাইকে নিয়ে বসলেন। তখন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তারা এসে ওযর পেশ করতে লাগল এবং শপথ করতে শুরু করল। এরূপ লোকদের সংখ্যা আশি জনের কিছু বেশি ছিল। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাহ্যিক কথার উপর ভিত্তি করে তা কবূল করে নিচ্ছিলেন এবং তাদের অবহেলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করছিলেন। কিন্তু তাদের মনের গোপন কথা তিনি আল্লাহ তা‘আলার দিকে সমর্পণ করছিলেন। অতঃপর আমি গিয়ে সালাম করলাম। তিনি ক্রোধের হাসি হাসলেন। তারপর আমাকে বললেন ঃ ‘এখানে এসো।’ আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ ‘তুমি কেন যুদ্ধে যোগদান করনি? তুমি কি যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে আসবাবপত্র ক্রয় করনি?’ আমি উত্তরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আমি এ সময় আপনি ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলতাম তাহলে এমন বানানো ওযর পেশ করতাম যে, তা কবূল করতেই হত। কেননা কথা বানানো, তর্ক বিতর্ক এবং ওযর পেশ করার যোগ্যতা আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি জানি যে, এই সময় মিথ্যা কথা বানিয়ে নিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারব বটে, তবে আল্লাহ আপনাকে সত্বরই আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট করবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে আপনি রাগান্বিত হলেও আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি উত্তম পরিণামের আশা করতে পারি। হে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আল্লাহর শপথ! আমার কোন গ্রহণযোগ্য ওযর ছিলনা। অন্য কোন সময়ের চেয়ে এখন আমি অর্থ ও শক্তিতে বলবান। প্রকৃতপক্ষে আমার কাছে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কোনই অজুহাত নেই। আমার এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘এ লোকটি বাস্তবিকই সত্য কথা বলেছে। ঠিক আছে, তুমি এখন যাও এবং তোমার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশের অপেক্ষা কর।’ সুতরাং আমি চলে এলাম।

বানু সালিমাহ গোত্রের লোকেরাও আমার সাথে এলো এবং আমাকে বলল ঃ ‘আল্লাহর শপথ! ইতোপূর্বে আমরা আপনাকে কোন অপরাধ করতে দেখিনি। অন্যান্য লোকেরা যেমন আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে

ওযর পেশ করল তেমনি আপনিও কেন তাঁর কাছে কোন একটা ওযর পেশ করলেন না? তাহলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদের ন্যায় আপনার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। আর তাঁর ক্ষমা প্রার্থনাই আপনার জন্য যথেষ্ট হত।' মোট কথা, লোকগুলো এর উপর এত জোর দিল যেন আমি পুনরায় ফিরে গিয়ে কিছু ওযর পেশ করি এবং এর ফলে মিথ্যা বলার দোষে দোষী হই। আমি লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত আর কারও কি এরূপ পরিস্থিতি হয়েছে? তারা উত্তরে বলল ঃ 'হ্যাঁ, আপনার মত আরও দু'জন লোক সত্য কথাই বলেছে এবং তাদেরকেও আপনার মতই বলা হয়েছে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারা কারা? উত্তরে বলা হল ঃ 'তারা হচ্ছে মুরারাহ্ ইব্ন রাবী আল আমিরী এবং হিলাল ইব্ন উমাইয়া আল ওয়াকিফী।' এ দু'জন সৎলোক রূপে পরিচিত ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং আমি পুনরায় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন না করে তাদেরই পদাংক অনুসরণ করলাম।

এরপর আমি জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণকে আমাদের সাথে সালাম-কালাম করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং লোকেরা আমাদেরকে বয়কট করেছে। তারা আমাদের থেকে এমনভাবে বদলে গেছে যে, যমীনে অবস্থান আমাদের কাছে একটা বোঝা স্বরূপ মনে হয়েছে। এভাবে আমাদের উপর দিয়ে পঞ্চাশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। ঐ দু'জনতো মুখ লুকিয়ে গৃহ-বাস অবলম্বন করে সদা কাঁদতে থাকেন। কিন্তু আমি যুবক এবং শক্ত প্রকৃতির লোক ছিলাম বলে আমার মধ্যে ধৈর্য অবলম্বনের শক্তি ছিল। তাই আমি বরাবর জামাআতে সালাত আদায় করতে থাকি এবং বাজারে ঘোরাফিরাও করি। কিন্তু আমার সাথে কেহ কথা বলতনা। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যেতাম, তাঁকে সালাম দিতাম এবং সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট নড়ছে কি-না তা লক্ষ্য করতাম। আমি তাঁর পাশেই সালাত আদায় করতাম। আমি আড়চোখে তাকাতাম এবং দেখতাম যে, আমি সালাত শুরু করলে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করতেন। আর আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকালে তিনি আমার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু যখন এই বয়কটের সময়কাল দীর্ঘ হয়ে যায় তখন আমি একদা আবূ কাতাদাহর (রাঃ) বাড়ীর প্রাচীরের উপর দিয়ে তাঁর কাছে গমন করি। তিনি আমার চাচাতো ভাই হতেন। আমি তাঁকে খুবই ভালবাসতাম। আমি তাঁকে সালাম দেই। কিন্তু আল্লাহর শপথ! তিনি আমার সালামের জবাব দিলেননা। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আবূ

কাতাদাহ! আপনার কি জানা আছে যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসি? তিনি শুনে নীরব থাকেন। আমি আবার আল্লাহর শপথ দিয়ে কথা বলি। তবুও তিনি কথা বললেননা। পুনরায় আমি শপথ দেই। কিন্তু তিনি অপরিচিতের মত বললেন ঃ ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন।’ এতে আমার কান্না এসে যায়। অতঃপর আমি প্রাচীর টপকে ফিরে আসি।

একদা আমি মাদীনার বাজারে ঘুরছিলাম। এমন সময় সিরিয়ার একজন কিবতী, যে মাদীনার বাজারে শষ্য বিক্রি করছিল, লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ ‘কেহ আমাকে কা‘ব ইব্ন মালিকের (রাঃ) ঠিকানা দিতে পারবে কি?’ লোকেরা আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দেয়। সুতরাং সে আমার কাছে আগমন করে এবং গাস্সানের বাদশাহর একখানা চিঠি আমাকে প্রদান করে। আমি লিখাপড়া জানতাম। চিঠি পড়ে দেখি যে, তাতে লিখা রয়েছে, ‘আমাদের কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, আপনার সঙ্গী (নাবী সঃ) আপনার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ আপনাকে একজন সাধারণ লোক করেননি! আপনার মর্যাদা রয়েছে। সুতরাং আপনি আমাদের সাথে যোগ দিন। আপনাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করব।’ চিঠিটি পড়ে আমি মনে মনে বললাম যে, এটি একটি নতুন পরীক্ষা। অতঃপর আমি চিঠিখানা (আগুনের) চুল্লীতে ফেলে দেই। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন দূত আমার নিকট এসে বলেন ঃ ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে আপনার স্ত্রী থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন?’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, তালাক দিতে বলেছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘না, শুধুমাত্র স্ত্রী হতে পৃথক থাকতে বলেছেন এবং মেলামেশা করতে নিষেধ করেছেন।’ দূত এ কথাও বললেন যে, অপর দু’জনকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, বাপের বাড়ী চলে যাও। দেখা যাক, আল্লাহ তা‘আলার কি নির্দেশ আসে। হিলাল ইব্ন উমাইয়ার (রাঃ) স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে আরয করে ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার স্বামী একজন খুবই দুর্বল ও বৃদ্ধ লোক। তাঁর সেবা করার কোন লোক নেই। আমি যদি তার সেবায় লেগে থাকি তাহলে আপনি কি অমত করবেন!’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন ঃ ‘আচ্ছা, ঠিক আছে। তবে তুমি তার সাথে সহবাস করবেনা।’ সে তখন বলে ঃ ‘তাঁরতো কোন কিছুরই আশা নেই। আপনার

অসন্তুষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত তিনি শুধু কাঁদছেনই।' আমার পরিবারের একজন লোক আমাকে বলল ঃ 'আপনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আপনার স্ত্রী থেকে খিদমাত নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করুন, যেমন হিলাল (রাঃ) অনুমতি লাভ করেছেন।' আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে আবেদন করবনা। জানিনা তিনি কি বলবেন, আমিতো একজন যুবক লোক। কারও সেবা গ্রহণের আমার প্রয়োজন নেই। এরপর আরও দশ রাত অতিবাহিত হয় এবং জনগণের সম্পর্ক ছিন্নতার পঞ্চাশ রাত কেটে যায়।

পঞ্চাশতম দিনের সকালে আমার ঘরের ছাদের উপর ফাজরের সালাত আদায় করে ঐ অবস্থায় বসেছিলাম যে অবস্থার কথা মহান আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বলেছেন ঃ 'যখন ভূ-পৃষ্ঠ নিজ প্রশস্ততা সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হতে লাগল এবং তারা নিজেরা নিজেদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ল, আর তারা বুঝতে পারল যে, আল্লাহর পাকড়াও হতে কোথাও আশ্রয় পাওয়া যেতে পারেনা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত।' এমন সময় *'সাল'* পাহাড় হতে একজন চীৎকারকারীর শব্দ আমার কানে এলো। সে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে বলছিল ঃ 'হে কা'ব ইব্‌ন মালিক (রাঃ)! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন!' এটা শোনা মাত্রই আমি সাজদায় পতিত হই এবং বুঝতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবূল করেছেন এবং ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমার দুঃখ ও বিপদের দিন ফুরিয়েছে। ফাজরের সালাতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই তিনজনের তাওবাহ কবূল করেছেন। লোকেরা আমাদেরকে সুসংবাদ জানাতে দৌড়ে আসেন। তারা ঐ দু'জনের কাছেও যায় এবং আমার কাছেও আসে। একটি লোক দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে আমার কাছে আগমন করে। কিন্তু পাহাড়ের উপর উঠে চীৎকারকারী সবচেয়ে বেশি সফলকাম হয়। কেননা তার মাধ্যমেই আমি সর্বপ্রথম সংবাদ পাই। কারণ ঘোড়ার গতি অপেক্ষা শব্দের গতি বেশী। সুতরাং যখন ঐ লোকটি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে যার শব্দ আমি শুনেছিলাম, তখন তার শুভ সংবাদ প্রদানের বিনিময়ে আমি আমার পরনের কাপড় তাকে পরিয়ে দেই। আল্লাহর শপথ! সেই সময় আমার কাছে দ্বিতীয় কোন কাপড় ছিলনা, তাই অপরের কাছ থেকে কাপড় ধার করে আমি তা পরিধান করি। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে বের হই। পথে লোকেরা দলে দলে আমার সাথে মিলিত হয় এবং আমাকে মুবারকবাদ জানাতে থাকে।

Contents

আমি মাসজিদে প্রবেশ করে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের মাঝে বসে আছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইব্‌ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) দৌড়ে এসে আমার সাথে মুসাফাহা করেন এবং আমাকে মুবারকবাদ জানান। আল্লাহর শপথ! মুহাজিরদের মধ্যে তিনি ছাড়া অন্য কেহ আমাকে এই অভ্যর্থনা করেননি। এ কারণে আমি কখনও তালহাকে (রাঃ) ভুলতে পারবনা। আমি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করি। তাঁর মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন ঃ ‘খুশি হয়ে যাও। সম্ভবতঃ তোমার জন্মগ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত তোমার জীবনে এর চেয়ে বড় খুশির দিন আর আসেনি।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, এই সুসংবাদ কি আপনার পক্ষ থেকে নাকি আল্লাহর পক্ষ থেকে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ ‘আল্লাহর পক্ষ থেকে।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুশি হতেন তখন তাঁর চেহারা চাঁদের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত। তা যেন চাঁদের খণ্ড বিশেষ। তাঁর খুশির চিহ্ন তাঁর চেহারায়ই প্রকাশিত হত। আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমার তাওবাহ কবূলের এই বারাকাত হওয়া উচিত যে, আমি আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথে বিলিয়ে দেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ‘তোমার কিছু সম্পদ সাদাকাহ কর এবং কিছু রেখে দাও। এটাই হচ্ছে উত্তম পন্থা।’ আমি বললাম ঃ খাইবার থেকে আমি যে অংশ লাভ করেছি তা আমার জন্য রেখে দিলাম। হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সত্যবাদিতার বারাকাতে আল্লাহ আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, আল্লাহর শপথ! যখন থেকে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সত্যবাদিতার বর্ণনা করেছি তখন থেকে কখনও মিথ্যা কথা বলিনি। আল্লাহ তা‘আলার কাছে প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতেও যেন তিনি আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা কথা বের না করান। আমার জানা নেই যে, আল্লাহ তা‘আলা আমাকে ছাড়া অন্য কেহকে সত্য কথা বলার জন্য এমনভাবে পুরস্কৃত করেছেন কিনা। (আহমাদ ৩/৪৫৬)

لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ ... আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই উক্তি সম্পর্কে কা‘ব (রাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমার উপর আল্লাহ তা‘আলার এর চেয়ে বড় নি‘আমাত আর কি হতে পারে যে, তিনি আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সত্য কথা বলার তাওফীক দান করেছেন? নতুবা আমিও

ঐ লোকদের মতই ধ্বংস হয়ে যেতাম যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা কথা বলে পারলৌকিক জীবনের দিক দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এই লোকদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

হ্যাঁ, তারা তখন তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও; অতএব তোমরা তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়েই দাও; তারা হচ্ছে অতিশয় অপবিত্র, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, ঐ সব কর্মের বিনিময়ে যা তারা করত। তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি খুশী হও তাহলে আল্লাহতো এমন দুস্কর্মকারী লোকদের প্রতি খুশী হবেননা। (সূরা তাওবাহ, ৯ ঃ ৯৫-৯৬)

এই আয়াতটি পাঠ করে কা‘ব (রাঃ) বলেন ঃ ‘আমাদের তিন ব্যক্তির ফাইসালা ঐ লোকদের পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যারা মিথ্যা শপথ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের বাহ্যিক শপথকে মেনে নিয়ে তাদের বাইআত কবূল করতে হয়েছিল। তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করেছিলেন। (আহমাদ ২/৪৫৬) কিন্তু আমাদের ফাইসালা তিনি স্থগিত রেখেছিলেন যে পর্যন্ত না আল্লাহ তা‘আলা ... وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। আমাদেরকে পিছনে নিক্ষেপ করা দ্বারা আমাদের ফাইসালাকে পিছনে নিক্ষেপ করা বুঝানো হয়েছে। এটা নয় যে, আমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।’ এ হাদীসটি বিশুদ্ধ রূপে প্রমাণিত এবং মুত্তাফিক আলাইহি। ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিমও (রহঃ) যুহরীর (রহঃ) হাদীস হতে এরূপই রিওয়ায়াত করছেন। (ফাতহুল বারী ৮/১৯৩, মুসলিম ৪/২১২১) এই হাদীসটি উত্তম পন্থায় এই আয়াতে কারীমার তাফসীর করছে। পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনদের প্রায় সবাই এরূপই রিওয়ায়াত করেছেন। যাবির ইব্ন আবদুল্লাহরও (রাঃ) এই আয়াত সম্পর্কে এই উক্তিই রয়েছে যে, এই তিনজন হচ্ছেন কা‘ব ইব্ন মালিক (রাঃ), হিলাল ইব্ন

Contents

উমাইয়া (রাঃ) এবং মুরারাহ ইব্ন রাবী (রাঃ)। এরা সবাই আনসারী ছিলেন। (তাবারী ১৪/৫৪৪)

সত্য বলার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা ঐ তিন ব্যক্তির দুশ্চিন্তার বর্ণনা করলেন যা তারা মুসলিমদের বয়কটের পঞ্চাশ দিন ভোগ করেছিলেন এবং তাদের জীবন ও দুনিয়া তাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তাদের বাইরে যাতায়াতও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা কি করবেন তা অনুধাবন করতে পারছিলেন না। তারা বুঝেছিলেন যে, ধৈর্য ধারণ এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের উপর সন্তুষ্ট থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে মিথ্যা ওযর পেশ না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিছুকাল শাস্তি ভোগ করানোর পর তাদের তাওবাহ কবূল করেন। এ জন্য তিনি বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (কাজে কর্মে) সত্যবাদীদের সাথে থাক। তাহলে তোমরা ধ্বংস ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবে। তিনি তোমাকে দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা করবেন এবং আশ্রয় দান করবেন। ইব্ন মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা শুধু সত্য আঁকড়ে ধর। কেননা সত্যবাদিতা হচ্ছে সাওয়াবের কাজ। আর সাওয়াব জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। যে ব্যক্তি সত্য কথা বলে এবং সত্যের জন্য মেহনত করে তার নাম আল্লাহর দফতরে সত্যবাদীরূপে লিখিত হয়। মিথ্যা কথা বলা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপাচার জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলতে থাকে এবং মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করে তখন আল্লাহর দফতরে তার নাম 'মিথ্যাবাদী' রূপে লিখে দেয়া হয়।' (আহমাদ ১/৩৮৪, ফাতহুল বারী ১/৫২৩, মুসলিম ৪/২০১২)

১২০। মাদীনার অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশে যে সব পল্লী রয়েছে তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিলনা যে, তারা আল্লাহর রাসূলের	١٢٠. مَا كَانَ لِأَهۡلِ ٱلۡمَدِينَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ أَن

يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا
يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ
وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِى سَبِيلِ
ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ
ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ
نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌ
صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
ٱلْمُحْسِنِينَ

সঙ্গী না হয়; আর এটাও (উচিত ছিল) না যে, নিজেদের প্রাণ তার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মনে করে। এর কারণ এই যে, আল্লাহর পথে তাদের যে পিপাসা, ক্লান্তি আর ক্ষুধা পায় এবং তাদের এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করায় কাফিরদের যে ক্রোধের কারণ হয়ে থাকে, আর দুশমনদের হতে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় - এর প্রত্যেকটি সৎ কাজ বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীল লোকদের শ্রমফল (সাওয়াব) বিনষ্ট করেননা।

জিহাদে অংশ গ্রহণের পুরস্কার

তাবূকের যুদ্ধে মাদীনাবাসীদের যে আরাব গোত্রগুলো এবং আশেপাশের যে বেদুঈনরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যুদ্ধে যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল তাতে সহানুভূতি না দেখিয়ে, বরং আরামপ্রিয়তা অবলম্বন করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা ক্রোধের স্বরে বলেন ঃ

لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রতিদান থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করেছে। তারা না পিপাসার কষ্ট

Contents

পেয়েছে, না যুদ্ধের ক্লান্তি সহ্য করেছে, আর না ক্ষুধার কষ্ট অনুধাবন করেছে। না তারা এমন স্থানে এসেছে যা কাফিরদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করত, আর না তারা কাফিরদের উপর জয়যুক্ত ও সফলকাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, যারা এসব কষ্ট সহ্য করেছে এবং এসব কষ্ট যারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে স্বীকার করে নিয়েছে তাদের উপর কোন জোর জবরদস্তি করা হয়নি, আল্লাহ এসব মু'মিন লোকের সৎ কাজের প্রতিদান কখনও নষ্ট করবেননা। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً

যে সৎ কাজ করে আমি তার কর্মফল নষ্ট করিনা। (১৮ ঃ ৩০)

১২১। আর ছোট-বড় যা কিছু তারা ব্যয় করেছে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে, তৎসমুদয়ও তাদের নামে লিখিত হয়েছে, যেন আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন।

١٢١. وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ এই গাযী লোকগুলি আল্লাহর পথে অল্প-বেশি খরচও করে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে মরু প্রান্তরের অল্প-বিস্তর পথ অতিক্রমও করে। এর প্রতিদান তারা অবশ্যই পাবে। আল্লাহ তা'আলা এখানে إِلَّا كُتِبَ لَهُم বলেছেন। আমীরুল মু'মিন উসমান ইব্ন আফফান (রাঃ) এই আয়াতে কারীমা হতে একটি পূর্ণ ও বিরাট অংশ লাভ করেছেন। কেননা তাবূকের যুদ্ধে তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে তাঁর প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন।

আবদুর রাহমান ইব্ন খাব্বাব আস সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ভাষণ দান করেন এবং এই

দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন। তখন উসমান (রাঃ) বললেন ঃ ‘জিন ও গদিসহ আমি একশ’টি উট দান করব।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সকলের কাছে চাঁদা চাইলেন। এবারও উসমান (রাঃ) বললেন ঃ ‘জিন ও গদিসহ আমি আরও একশ’টি উট দান করব।’ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর থেকে এক সিঁড়ি নেমে আবার বললেন ঃ ‘হে লোকসকল! আরও সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে।’ তখন উসমান (রাঃ) আবারও বললেন ঃ ‘সাজ ও সামানসহ আরও একশ’টি উট দান করব।’ (বর্ণনাকারী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম যে, তিনি খুশিতে তাঁর হাত এভাবে নাড়াচ্ছেন (সর্বশেষ বর্ণনাকারী আবদুস সামাদ (রহঃ) এ কথা বলার সময় তাঁর হাত নাড়ালেন) এবং তিনি (নাবী সঃ) বললেন ঃ ‘এরপর উসমান (রাঃ) যে আমলই করুক না কেন তার (জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়ার) আর কোন ভয় নেই।’ (আহমাদ ৪/৭৫) আবদুর রাহমান ইব্ন সামুরাহ (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে নিয়ে এলেন এবং তা তাঁর ক্রোড়ে রেখে দিলেন, যেন তিনি তা দিয়ে অভাব ও অসুবিধাগ্রস্ত সেনাবাহিনীর যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যবস্থা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বর্ণমুদ্রাগুলি নাড়াচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ ‘আজ থেকে উসমানকে (রাঃ) তার কোন আমলই কোন কষ্টে ফেলতে পারবেনা। এই এক আমলই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট।’ (আহমাদ ৫/৬৩)

কাতাদাহ (রহঃ) আল্লাহ তা‘আলার وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ এই উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহর পথে সফর করতে গিয়ে মানুষ যত দূরের পথ অতিক্রম করে ততই তারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য লাভের দিক দিয়ে সামনে এগিয়ে যাবে। (তাবারী ১৪/৫৬৫)

১২২। আর মু’মিনদের এটাও সমীচীন নয় যে, (জিহাদের জন্য) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং এমন কেন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে)	١٢٢. وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ

Contents

বহির্গত হয়, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওমকে (নাফরমানী হতে) ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা তাদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন তারা পরহেয করে চলতে পারে।	طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই বর্ণনা দিয়েছেন যে, তাবূকের যুদ্ধে জনগণ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গমনের ইচ্ছা করলেন তখন পূর্ববর্তীদের একটি দলের এই ধারণা হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন যুদ্ধের জন্য বের হবেন তখন প্রত্যেক মু'মিনের উপর সেই যুদ্ধে গমন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً *অভিযানে বের হও স্বল্প সরঞ্জামের সাথেই হোক, অথবা প্রচুর সরঞ্জামের সাথেই হোক।* (৯ ঃ ৪১) এবং مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ *মাদীনার অধিবাসী এবং তাদের আশেপাশে যে সব পল্লী রয়েছে তাদের পক্ষে এটা উচিত ছিলনা যে, তারা আল্লাহর রাসূলের সঙ্গী না হয়।* (৯ ঃ ১২০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই আয়াত দ্বারা উপরের আয়াতগুলি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। এ কথা বলা হয়েছে যে, সমস্ত গোত্রের সফর করা বা কোন গোত্রের সবাই বের না হয়ে কতক লোকের সফর করা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য এই যে, যারা সফরে গিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অবস্থান করবে তারা যেন নতুন অবতারিত অহী লিখে নেয় এবং মুখস্থ করে রাখে। এরপর সফর হতে প্রত্যাবর্তন করার পর তাদের কর্তব্য হবে যারা সফরে বের হননি তাদেরকে এটা জানিয়ে দেয়া যে, তারা শত্রুদের সাথে কিভাবে সময় কাটিয়েছে এবং কাফিরদের অবস্থা কি রূপ ছিল। এভাবে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সফরে বের হয়েছিলেন তারা দু'টি বিষয়ে লাভবান হয়েছেন। প্রথমতঃ তারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এবং দ্বিতীয়তঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অহী নাযিলের অবস্থা জানতে পেরেছেন। এ উদ্দেশে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের সাথে থেকে যাওয়া ছিল ফারযে কিফায়া। কিছু লোক না করলে বাকী লোকদের উপর তা যরুরী ও ফারয।

ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ মু'মিনদের জন্য এটা উচিত নয় যে, নাবীর নিকট থেকে সবাই চলে যাবে এবং তাকে একাকী ছেড়ে দিবে। আর এরূপ কেন হবেনা যে, প্রত্যেক দলের মধ্য থেকে লোকেরা যুদ্ধে অংশ নিবে এবং অবশিষ্ট লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থান করে দীনের জ্ঞান লাভ করতে পারে। যখন তারা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসবে তখন তারা নিজেদের কাওমের লোকদের কাছ থেকে দীন সম্পর্কে অবহিত হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতক্ষণ না সফরে গমনের অনুমতি দেন ততক্ষণ সফরে গমন করবেনা। এই লোকদের অনুপস্থিতির সময় কুরআনের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে ঐ লোকদেরকে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অবস্থানকারী লোকেরা তা জানিয়ে দিবে এবং বলে দিবে ঃ 'আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এগুলি অবতীর্ণ করেছেন, আমরা এগুলি শিখেছি। এখন তোমরা সফর হতে ফিরে এসেছ, সুতরাং তোমরাও এগুলি শিখে নাও।' এখন আবার দ্বিতীয় দলকে পাঠানো হবে যেন তারা পরহেয করে চলে। لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ এর অর্থ এটাই। (তাবারী ১৪/৫৬৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে ঐ লোকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয় যারা শিক্ষা লাভ করে নিজেদের পল্লীতে চলে যায়। সেখানে জনগণের নিকট থেকে উপকার লাভ করে, শান্তি ও আরাম প্রাপ্ত হয়, ধন-সম্পদও উপার্জন করে এবং দীনের দা'ওয়াতও প্রচার করে। কিন্তু জনগণ তাদেরকে বলে ঃ 'তোমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণের সাহচর্য পরিত্যাগ করে আমাদের কাছে চলে এসেছ এবং তাঁর সঙ্গ লাভ হতে সরে পড়েছ!' এ কথায় তারা মনে খুব ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করল। তারা সবাই পল্লী হতে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে গেল। এ ব্যাপারেই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করলেন ঃ 'এমন কেন করা হয়না যে, তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল (জিহাদে) বহির্গত হয় যাতে অবশিষ্টরা ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে, আর যাতে তারা নিজ কাওম অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণকারীদেরকে নাফরমানী হতে ভয় প্রদর্শন করে যখন তারা ওদের নিকট প্রত্যাবর্তন করে, যেন

তারা পরহেয করে চলে।’ (তাবারী ১৪/৫৬৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এই আয়াত ঐ সময় অবতীর্ণ হয় যখন আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে নিয়ে গঠিত একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং অপর একটি দল তাঁর সাথে অবস্থান করে, যাতে তারা ধর্মীয় জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর একটি দল যেন নিজের গোত্রের কাছে পল্লীতে চলে যায় এবং আল্লাহর ঐ আযাব থেকে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে যে আযাব তাদের পূর্ববর্তী কাওমদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। (তাবারী ১৪/৫৬৮)

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً এই আয়াতটি জিহাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়নি। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মুযার গোত্রের উপর দুর্ভিক্ষের বদ দু‘আ করেন এবং সবাই দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হয় তখন সবাই মাদীনায় এসে বাস করতে শুরু করে এবং নিজেদেরকে মুসলিম বলে মিথ্যা পরিচয় দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের উপর তাদের মেহমানদারী বোঝা স্বরূপ হয়। তখন আল্লাহ তা‘আলা অহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দেন যে, প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলিম নয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে নিজ নিজ গোত্রের নিকট ফিরিয়ে দেন। আর দ্বিতীয়বার যেন এরূপ না করা হয় এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করে দেন।

১২৩। হে মু’মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে, যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়; আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ পরহেযগারদের সাথে রয়েছেন।

١٢٣. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَـٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ

কাছের শত্রুদের বিরুদ্ধে আগে এবং দূরের শত্রুদের বিরুদ্ধে পরে জিহাদ করার নির্দেশ

আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন প্রথমে ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করে যারা ইসলামের কেন্দ্রস্থলের অতি নিকটবর্তী। এ

জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম আরাব উপদ্বীপের মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। তারপর তিনি মাক্কা, মাদীনা, তায়েফ, ইয়ামান, ইয়ামামা, হিজর, খাইবার, হাযারা মাউত প্রভৃতি জায়গায় অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। আরাব গোত্রগুলি দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এরপর আহলে কিতাবদের সাথে যুদ্ধ হয় এবং রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই লোকগুলো আরাব উপদ্বীপের নিকটেই বসবাস করত। ইসলামের দা‘ওয়াত সর্বপ্রথম তাদেরকেই দেয়ার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া তারা ছিল আহলে কিতাব। কিন্তু তাবূক পর্যন্ত পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর না এগিয়ে ফিরে আসেন। কেননা ওটা ছিল খুবই কঠিন সময়, বৃষ্টি/পানি কিছুই ছিলনা। তদুপরি ছিল খাদ্য সংকট। এটা ছিল নবম হিজরীর ঘটনা।

দশম হিজরী নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। বিদায় হাজ্জের একাশি দিন পর তিনি ইন্তিকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর নির্দেশ পূরণকারীরূপে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁর সদা-সহচর ও বন্ধু আবূ বাকর (রাঃ)। এই সময়ে দীনের মধ্যে একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা আবূ বাকরের (রাঃ) মাধ্যমে দীনের মধ্যে দৃঢ়তা আনয়ন করেন। আবূ বাকর (রাঃ) দীনকে মযবুত করেন এবং এর স্তম্ভকে দৃঢ় করেন। আর ধর্মত্যাগী লোকদেরকে পুনরায় ধর্মের দিকে ফিরিয়ে আনেন। যারা যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে যাকাত প্রদানে বাধ্য করেন। যারা ধর্মের বিধি-বিধান বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিল তাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেসব কর্তব্য ছিল সেগুলি তিনি পূর্ণ করেন। তারপর তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে রোম সাম্রাজ্যের দিকে প্রেরণ করেন। তারা ছিল ক্রুশের পূজারী। ইসলামী বাহিনীকে তিনি অগ্নিপূজক পারস্যবাসীদের দিকেও প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা এই অঞ্চলগুলির উপর মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেন। আর (পারস্য সম্রাট) কিসরা ও (রোম সম্রাট) কাইসার এবং তাদের অনুসারীরা হয় লাঞ্ছিত ও অপমানিত। আবূ বাকর (রাঃ) এই দুই সম্রাটের ধনভাণ্ডার আল্লাহর পথে খরচ করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিতাবস্থায় এর সংবাদ দিয়েছিলেন।

তারপর পূর্ণ করেন আবূ বাকরের (রাঃ) স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি উমার (রাঃ)। আল্লাহ তা‘আলা উমারের (রাঃ) মাধ্যমে এই বিপথগামী কাফিরদেরকে খুবই লাঞ্ছিত করেন। বিদ্রোহী ও মুনাফিকদেরকে পূর্ণরূপে দমন করেন এবং পূর্ব ও

পশ্চিমের সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর বিজয় লাভ করেন। নিকটের ও দূরের সমস্ত রাজ্যের ধন-সম্পদ উমারের (রাঃ) কাছে নিয়ে আসা হয় এবং এসব সম্পদ শারীয়াতের বিধান অনুযায়ী তিনি লোকদের মধ্যে ন্যায়ানুগভাবে বন্টন করেন। উমার (রাঃ) জীবিত ছিলেন প্রশংসার পাত্র হয়ে এবং মারা যান শহীদ রূপে।

তারপর মুহাজির ও আনসারগণ সর্বসম্মতভাবে আমীরুল মু'মিনীন উসমানকে (রাঃ) খালীফা নির্বাচন করলেন। উসমানের (রাঃ) যুগে ইসলামের শান-শওকত বৃদ্ধি পায় এবং সুনাম অর্জিত হয়। আর সারা ইসলামী জগতে মানুষের উপর দ্ব্যর্থহীনভাবে আল্লাহর দা'ওয়াত জয়যুক্ত হয়। তাঁর যুগেই পূর্ব ও পশ্চিমের সব জায়গায়ই ইসলাম উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। আল্লাহর কালেমার প্রভাব প্রতিটি জায়গায় মানুষদের উপর ছড়িয়ে পড়ে এবং মিল্লাতে হানীফিয়্যা আল্লাহর শত্রুদের উপর পূর্ণ বিজয় লাভ করে। কোন সময় এক কাওমের উপর বিজয় লাভ করে। আবার অন্য সময় অন্য কাওমের উপর বিজয় লাভ হতে থাকে যাদের সাথে ঐ কাফির ও মুশ্‌রিকদের মিত্রতা রয়েছে। এটা ছিল আল্লাহ তা'আলার নিম্নের নির্দেশ অনুযায়ী ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ। *হে মু'মিনগণ! ঐ কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের আশেপাশে অবস্থান করছে।* অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً *যেন তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা খুঁজে পায়।* অর্থাৎ হে মু'মিনগণ! তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা পায়।' কেননা পূর্ণ মু'মিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার আচরণ মু'মিনদের জন্য খুবই কোমল এবং কাফিরদের উপর অত্যন্ত কঠোর। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

আল্লাহ সত্ত্বরই (তাদের স্থলে) এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবে, তারা মুসলিমদের প্রতি মেহেরবান থাকবে, কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৫৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। (সূরা ফাত্হ, ৪৮ ঃ ২৯) অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱغۡلُظۡ عَلَيۡهِمۡ

হে নাবী! কাফির ও মুনাফিকের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। (সূরা তাহরীম, ৬৬ ঃ ৯)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধ কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। আর বিশ্বাস রেখ যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর আনুগত্য কর তাহলে তিনি সদা তোমাদের সাথে রয়েছেন।' এ বিষয়টি এই উম্মাতের সর্বোত্তম যুগ কুরূণে সালাসার মধ্যে খুবই দৃঢ়তার সাথে ছিল। আর এ যুগটা ছিল আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠার যুগ। মুসলিমরা সদা কাফিরদের উপর বিজয়ী হতে থাকে এবং কাফিরেরা সর্বদা ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হয়।

যখন মুসলিম বাদশাহদের মধ্যে গণ্ডগোল ও মতানৈক্য সৃষ্টি হয় তখন শত্রুরা দেশসমূহের চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে শুরু করে। তারা ইসলামী সাম্রাজ্যগুলির দিকে ধাবিত হয় এবং শত্রু দেশগুলি একে অপরের সাথে এক জোট হয়ে যায়। তারপর একে অপরের সাহায্যে ইসলামী সাম্রাজ্যগুলির সীমান্তের উপর চড়াও হয়। এভাবে তারা মুসলিম বাদশাহদের বহু দেশ দখল করে নেয়। কিন্তু যে ইসলামী বাদশাহ সব সময় আল্লাহর আহকাম মেনে চলে, আল্লাহর উপর ভরসা করে, তখন আল্লাহ অবশ্যই তাকে বিজয় দান করেন এবং সে হারানো দেশ পুনরুদ্ধার করে। আমরা আশা রাখি যে, আল্লাহ তা'আলা পুনরায় মুসলিমদের বিজয় দান করবেন এবং সারা দুনিয়ায় তাওহীদের কালেমা সমুন্নত হবে। তিনি হচ্ছেন পরম দাতা ও দয়ালু।

১২৪। আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় তখন কেহ কেহ বলে, তোমাদের মধ্যে এই সূরা কার ঈমান বৃদ্ধি করল? অবশ্যই যে সব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত	١٢٤. وَإِذَا مَآ أُنزِلَتۡ سُورَةٞ فَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتۡهُ هَٰذِهِۦٓ إِيمَٰنٗاۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ

করেছে এবং তারাই আনন্দ লাভ করছে।	ءَامَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
১২৫। কিন্তু যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে, এই সূরা তাদের মধ্যে তাদের কলুষতার সাথে আরও কলুষতা বর্ধিত করেছে, আর তাদের কুফরী অবস্থায়ই মৃত্যু হয়েছে।	١٢٥. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ

মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফিকদের সন্দেহ-সংশয় বাড়তেই থাকে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِ إِيمَانًا যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন মুনাফিকরা একে অপরকে বলে ঃ আচ্ছা, এই সূরাটি মুসলিমদের মধ্যে এমন কোন্ অতিরিক্ত ঈমান সৃষ্টি করল? তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই মুসলিমদের মধ্যে অধিক ঈমান সৃষ্টি হয়েছে। আর তারা এতে খুশিও হয়েছে।

এই আয়াতটি এ ব্যাপারে বড় দলীল যে, ঈমান বাড়ে এবং কমে। এটা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ আলেমের মতামত। এমন কি অধিকাংশের উক্তি এই যে, এই ইতেকাদ বা বিশ্বাসের উপর উম্মাতের ইজমা হয়েছে। শারহে বুখারীর শুরুতে এই মাসআলার উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ কিন্তু যাদের অন্তরে পীড়া রয়েছে, এই আয়াতের মাধ্যমে তাদের সন্দেহ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা। (১৭ ঃ ৮২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ

বল ঃ মু’মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে তাদের জন্য অন্ধত্ব। তারা এমন যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হয় বহু দূর হতে। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪) এটা কতই না দুর্ভাগ্যের কথা যে, যে জিনিস অন্তরের হিদায়াতের যোগ্যতা রাখে, সেটাই তাদের পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়। যেমন যে উপাদেয় খাদ্য রোগীরা খেলে ক্ষতি হতে পারে তা আরও অধিক ভাল হলেও উক্ত খাদ্য রোগীকে খেতে দিলে তা তার ক্ষতি বৃদ্ধিই করে থাকে।

১২৬। আর তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, তারা প্রতি বছর একবার অথবা দু’বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়? তবুও তারা তাওবাহ করেনা, আর না তারা উপদেশ গ্রহণ করে।	١٢٦. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ
১২৭। আর যখন কোন সূরা নাযিল করা হয় তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (এবং ইঙ্গিতে বলে) তোমাদেরকে কেহ দেখছেনা তো? অতঃপর তারা চলে যায়;	١٢٧. وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ

يَرَىٰكُم مِّنۡ أَحَدٖ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ	আল্লাহ তাদের অন্তরগুলিকে (আলো থেকে) ফিরিয়ে দিয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছে নির্বোধ সমাজ!

মুনাফিকরা ফিতনা ফাসাদে জড়িয়ে পড়তেই থাকে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ এই মুনাফিকরা কি এটুকুও বুঝেনা যে, প্রতি বছর তাদেরকে একবার বা দু’বার ফিতনায় জড়িয়ে ফেলা হয়। তথাপি তারা তাদের পূর্ববর্তী পাপ থেকে তাওবাহ করছেনা এবং এ ব্যাপারে আগামীতে তাদের যে অবস্থা ঘটতে যাচ্ছে তা থেকে একটুও ভয় করছেনা? মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, মুনাফিকদেরকে অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। (তাবারী ১৪/৫৮০) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقَهُون উল্লিখিত আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয়েছে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তারা একে অপরকে লক্ষ্য করে বলে, তোমাদেরকে কেহ দেখছেনা তো? তারপর তারা মুখমন্ডলকে ডানে-বামে ঘুরিয়ে সত্য থেকে ফিরে যায়। দুনিয়ায় মুনাফিকদের অবস্থা এই যে, না তারা সত্যের সামনে আসে, না তা বুঝে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَا لَهُمۡ عَنِ ٱلتَّذۡكِرَةِ مُعۡرِضِينَ. كَأَنَّهُمۡ حُمُرٞ مُّسۡتَنفِرَةٞ. فَرَّتۡ مِن قَسۡوَرَةِۭ

তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় উপদেশ হতে? তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্থ গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর। (সূরা মুদ্দাস্সীর, ৭৪ ঃ ৪৯-৫১) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ. عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ

কাফিরদের হল কি যে, ওরা তোমার দিকে ছুটে আসছে ডান ও বাম দিক হতে দলে দলে? (সূরা মা'আরিজ, ৭০ ঃ ৩৬-৩৭) তারা যেন বন্য পশু। সত্য থেকে মিথ্যার দিকে তারা ঝুঁকে পড়ছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরগুলো ফিরিয়ে দিয়েছেন।

فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ্‌ফ, ৬১ ঃ ৫) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ না তারা আল্লাহর ডাক বুঝতে পারছে, আর না বুঝার চেষ্টা করছে।

১২৮। তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রাসূল যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে হচ্ছে তোমাদের খুবই হিতাকাংখী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ।	١٢٨. لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
১২৯। অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি ছাড়া অন্য কেহ মা'বূদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করছি, আর তিনি হচ্ছেন অতি বড় আরশের মালিক।	١٢٩. فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ.

রাসূলের (সাঃ) আগমন আল্লাহর তরফ হতে বিরাট নি‘আমাত

এই আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদের উপর নিজের ইহসান প্রকাশ করে বলেন, আমি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের প্রতি দয়ার্দ্র এবং তোমাদের ভাষায়ই কথা বলে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) প্রার্থনা করেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَٱبۡعَثۡ فِيهِمۡ رَسُولاً مِّنۡهُمۡ

হে আমাদের রাব্ব! তাদেরই মধ্য হতে এমন একজন রাসূল প্রেরণ করুন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১২৯) আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ঃ

لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ بَعَثَ فِيهِمۡ رَسُولاً مِّنۡ أَنفُسِهِمۡ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মু’মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৬৪) এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٌ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ অবশ্যই তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছে। যেমন জা’ফর ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) নাজ্জাশীকে এবং মুগীরা ইব্ন সুবাহ (রাঃ) কিসরার (পারস্য সম্রাট) দূতকে বলেছিলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদের মধ্য থেকেই আমাদের কাওমের একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন যাঁর বংশ সম্পর্কে আমরা অবহিত রয়েছি, যাঁর গুণাবলী আমরা জানি। যাঁর উঠা, বসা, আসা, যাওয়া, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে। (আহমাদ ১/২০২, ৫/২৯১) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ হে উম্মাতে মুহাম্মাদী! তোমাদের যে কোন কষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয় তাঁর (রাসূল (সঃ)) কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ بُعِثْتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ السَّمْحَةِ সহজ দীনসহ আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। (আহমাদ ৫/২৬৬) সহীহ হাদীসে রয়েছে, ‘নিশ্চয়ই এই শারীয়াত খুবই সহজ। এটা তার জন্য সহজ আল্লাহ তা‘আলা যার জন্য এটা সহজ করে পাঠিয়েছেন।’ (ফাতহুল বারী ১/১১৬)

حَرِيصٌ عَلَيْكُم আল্লাহ তা'আলা বড়ই আশা পোষণ করেন যে, তোমরা হিদায়াত লাভ করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার প্রাপ্ত হও।

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হারাম ও নাজায়িয বিষয় সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং তিনি জানেন যে, তোমাদের কেহ কেহ তা অমান্য করবে। আমি যেন তোমাদের কোমর আঁকড়ে ধরে আছি যাতে তোমরা আগুনে নিক্ষিপ্ত না হও যেমনভাবে পোকা-মাকড় আগুনে পতিত হয়।' (আহমাদ ১/৩৯০) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (যিনি) *মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণা পরায়ণ।* এ আয়াতটিরই অনুরূপ আর একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ. فَإِنۡ عَصَوۡكَ فَقُلۡ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تَعۡمَلُونَ. وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱلۡعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

এবং যারা তোমার অনুসরণ করে, সেই সব মু'মিনের প্রতি বিনয়ী হও। তারা যদি তোমার অবাধ্যতা করে তাহলে তুমি বল ঃ তোমরা যা কর তার জন্য আমি দায়ী নই। তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ২১৫-২১৭) অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ! যে মহান শারীয়াতের তুমি দা'ওয়াত দিচ্ছ, যদি এই লোকগুলো এর থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তাহলে তুমি তাদেরকে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আমি তোমাদের উপর নয়, বরং তাঁরই উপর ভরসা করছি। আল্লাহ বলেন ঃ

رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلٗا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের রাব্ব, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ৯) অতঃপর তিনি বলেন, **وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ** তিনি প্রত্যেক জিনিসের মালিক ও স্রষ্টা, তিনি বিরাট আরশের রাব্ব। যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলূক তাঁর আরশের নীচে রয়েছে। সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর ক্ষমতার দখলে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টনকারী।

উবাই ইব্ন কা‘ব (রাঃ) বলেন যে, ... لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ এই আয়াতটিই হচ্ছে কুরআনুল হাকীমের শেষ আয়াত। (আহমাদ ৫/১১৭)

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, যায়িদ ইব্ন সাবিত (রাঃ) বলেছেন ঃ ‘সূরা বারাআতের শেষ অংশটুকু আমি খুযাইমা ইব্ন সাবিত বা আবূ খুযাইমার (রাঃ) নিকট পেয়েছিলাম। (ফাতহুল বারী ৮/১৯৫)

সূরা তাওবাহ এর তাফসীর সমাপ্ত।

সূরা ১০ ঃ ইউনুস, মাক্কী

(আয়াত ঃ ১০৯, রুকূ ঃ ১১)

١٠ – سورة يونس، مَكِّيَّةٌ

(اٰيَاتُهَا : ١٠٩، رُكُوْعَاتُهَا : ١١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
১। আলিফ লাম রা, এটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াত।	١. الٓر ۚ تِلۡكَ ءَايَـٰتُ ٱلۡكِتَـٰبِ ٱلۡحَكِيمِ
২। লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে এই সুসংবাদ দাও যে, তারা তাদের রবের নিকট পূর্ণ মর্যাদা লাভ করবে। কাফিরেরা বলতে লাগল যে, এ ব্যক্তিতো নিঃসন্দেহে প্রকাশ্য যাদুকর।	٢. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنۡ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنۡهُمۡ أَنۡ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمۡ قَدَمَ صِدۡقٍ عِندَ رَبِّهِمۡ ۗ قَالَ ٱلۡكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَـٰحِرٌ مُّبِينٌ

যে সূরাসমূহের শুরুতে حُرُوْفٌ مُّقَطَّعَاتٌ এসে থাকে সেগুলির উপর আলোচনা ইতোপূর্বে হয়ে গেছে এবং সূরা বাকারায় এর পুরাপুরি ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ এটা হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম তত্ত্বপূর্ণ কিতাবের আয়াতসমূহ।

মানুষ ছাড়া অন্য কেহ রাসূল হয়ে দুনিয়ায় আসেননি

কাফিরদের বিস্ময়ের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا মানুষের মধ্য হতেই যদি রাসূল নির্বাচিত হয় তাতে বিস্ময়ের কি আছে? (তাবারী ১৫/১৩) যেমন মহান আল্লাহ অতীত যুগের কাফিরদের উক্তি নকল করে বলেন ঃ

أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا

মানুষই কি আমাদের পথের সন্ধান দিবে? (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৬) এখানে কাফিরেরা হুদ (আঃ) ও সালিহকে (আঃ) উদ্দেশ্য করে ঐ কথা বলেছিল। হুদ (আঃ) ও সালিহ (আঃ) তাঁদের কাওমকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ

তোমাদের মধ্য থেকে একজন লোকের মাধ্যমে তোমাদের রবের পক্ষ হতে উপদেশ বাণী আসায় কি তোমরা বিস্মিত হয়েছ? (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ৬৩) কুরাইশ কাফিরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَةَ إِلَـٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌ عُجَابٌ

সে কি অনেক মা'বূদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫)

যাহহাক (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল করে পাঠালেন তখন অধিকাংশ আরাব তাঁকে অস্বীকার করল এবং বলতে লাগল ঃ আল্লাহ হচ্ছেন অনেক বড়, তিনি কেন মুহাম্মাদের ন্যায় (উম্মী) মানুষকে রাসূল করে পাঠাবেন? তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন যে, এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ এ উক্তির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আলী ইব্ন আবী তালহা (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, قَدَمَ صِدْقٍ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জন্য রয়েছে আত্মিক আনন্দ। (তাবারী ১৫/১৫) আল আওফী (রহঃ) বলেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে নিজের আমলের উত্তম প্রতিদান লাভ করা। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উত্তম আমল বুঝানো হয়েছে। যেমন সালাত, সিয়াম, সাদাকাহ এবং তাসবীহ পাঠ। অতঃপর তিনি

Contents

বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাফায়াত করবেন। (তাবারী ১৫/১৪) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) এবং মুকাতিল ইব্‌ন হিব্বান (রহঃ) এরূপই বলেছেন। আল্লাহ সুবহানাহুর উক্তি ঃ

قَالَ الْكَافِرُوْنَ إِنَّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ مُّبِيْنٌ যদিও আমি তাদেরই মধ্য হতে একজন লোককে সুসংবাদদাতা ও ভয়প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি তবুও ঐ কাফিরেরা বলে ঃ এই ব্যক্তি অবশ্যই একজন প্রকাশ্য যাদুকর। এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যাবাদী।

৩। নিশ্চয়ই আল্লাহই হচ্ছেন তোমাদের রাব্ব, যিনি আসমান-সমূহকে এবং যমীনকে সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন, তিনি প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার কেহ নেই; এমন আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের রাব্ব। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদাত কর; তবুও কি তোমরা বুঝছনা?	٣. إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ إِذْنِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যবস্থাপনা তাঁরই হাতে

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি সমস্ত জগতের রাব্ব। তিনি আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। বলা হয়েছে যে, এই দিন আমাদের দিনের মতই ছিল। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, হাজার বছরের একটি দিন ছিল, যার বর্ণনা সামনে আসবে। ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হলেন। আরশ হচ্ছে সমস্ত সৃষ্টবস্তুর মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টবস্তু। ওটা সকলের জন্য ছাদ স্বরূপ। আল্লাহ তা‘আলা হচ্ছেন সারা মাখলূকের পরিচালনাকারী, অভিভাবক এবং যামানাতদার।

لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩)

তাঁর একদিকের মনোযোগ অন্য দিকের মনোযোগ থেকে বিরত রাখতে পারেনা। তাঁর কোন সিদ্ধান্ত কারও বিরামহীন অনুরোধে/দু‘আয়ও বাধা হয়ে থাকতে পারেনা। পাহাড়ে, সাগরে, লোকালয়ে, জঙ্গলে এবং ভূ-পৃষ্ঠে এমন কোন প্রাণী নেই যার দায়িত্ব আল্লাহ তা‘আলার উপর অর্পিত নয়।

وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬)

وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ

তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫৯) দারওয়ার্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, সা’দ ইব্ন ইসহাক ইব্ন কা‘ব ইব্ন উযারাহ (রহঃ) বলেছেন যে, যখন إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ... এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন এক বিরাট যাত্রীদল মুসলিমদের দৃষ্টিগোচর হয় যাদেরকে বেদুঈন মনে করা হয়েছিল। জনগণ তাদেরকে জিজ্ঞেস করে ঃ ‘তোমরা কারা?’ তারা উত্তরে বলে ঃ ‘আমরা জিন জাতি, এই আয়াতের কারণে আমরা মাদীনা হতে বেরিয়ে পড়েছি।’ ইব্ন আবী হাতিম এটি বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ এই উক্তিটি তাঁর নিম্নের উক্তিগুলির মতই ঃ

مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦ

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৫৫)

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ شَيۡـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ ...

আকাশে কত মালাইকা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। (সূরা নাজ্‌ম, ৫৩ ঃ ২৬) এবং

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ

যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ২৩)

ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ ঐ লোকগুলি ইবাদাতের জন্য আল্লাহ তা'আলাকেই বিশিষ্ট করে নিয়েছে। আর হে মুশরিকরা! তোমরা ইবাদাতে আল্লাহর সাথে তোমাদের অন্যান্য দেবতাদেরকেও শরীক করে নিচ্ছ! অথচ তোমরা ভালরূপেই জান যে, সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর কারও ইবাদাত/উপাসনা করা যেতে পারেনা। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন ঃ

وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَهُمۡ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ

যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ! (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ৮৭) আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন ঃ

قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ ٱلسَّبۡعِ وَرَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِۚ قُلۡ أَفَلَا تَتَّقُونَ

জিজ্ঞেস কর ঃ কে সপ্তাকাশের রাব্ব এবং কে'ইবা মহান আরশের রাব্ব? তারা বলবে ঃ আল্লাহ! বল ঃ তবুও কি তোমরা আল্লাহভীরু হবেনা? (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ৮৬-৮৭) এরূপ আরও আয়াত এর পূর্বেও আছে এবং পরেও আছে।

৪। তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে,	٤. إِلَيۡهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗاۖ وَعۡدَ

ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُۥ يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجۡزِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ بِٱلۡقِسۡطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ شَرَابٌ مِّنۡ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ

আল্লাহর ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই পুর্নবার সৃষ্টি করবেন, যাতে এরূপ লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা অবিশ্বাসী তারা পান করার জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, তাদের কুফরীর কারণে।

সবকিছুই আল্লাহর কাছে প্রত্যাম্বিত হবে

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামাতের দিন সমস্ত সৃষ্টজীব তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। তাঁর সৃষ্ট সমস্ত প্রাণীকে অবশ্য অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনি যেমন তাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন তেমনই তিনি দ্বিতীয়বারও তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম।

وَهُوَ ٱلَّذِى يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ২৭)

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ *তোমাদের সকলকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য; নিশ্চয়ই তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনিই পুর্নবার সৃষ্টি করবেন, যাতে এরূপ লোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফ মত প্রতিফল প্রদান করেন; আর যারা অবিশ্বাসী তারা পান করার জন্য পাবে উত্তপ্ত পানি এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি, তাদের কুফরীর কারণে।* আল্লাহ তা‘আলা আদল

ও ইনসাফের সাথে আমলের প্রতিদান প্রদান করবেন। একটুও কম করবেননা। আর কাফিরদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কিয়ামাতের দিন বিভিন্ন প্রকার শাস্তি দেয়া হবে। যেমন প্রচণ্ড লু হাওয়া, গরম পানি, কালো ধুয়ার ছায়া এবং এ ধরনের আরও শাস্তি।

هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ

এটা সীমা লংঘনকারীদের জন্য। সুতরাং তারা আস্বাদন করুক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ। আরও আছে এ রূপ বিভিন্ন ধরণের শাস্তি। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ৫৭-৫৮)

هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ. يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ

এটাই সেই জাহান্নাম, যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করত। তারা জাহান্নামের আগুন ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৫৩-৪৪)

৫। আল্লাহ এমন, যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান এবং চাঁদকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্য মানযিলসমূহ নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার; আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি এই প্রমাণসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ঐসব লোকের জন্য যারা জ্ঞানবান।	٥. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
৬। নিঃসন্দেহে রাত ও দিনের পরিবর্তনের মধ্যে এবং আসমান-সমূহে ও যমীনে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তৎসমুদয়ের মধ্যে প্রমাণসমূহ	٦. إِنَّ فِى ٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা আল্লাহর ভয় পোষণ করে।	وَٱلْأَرْضِ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

দুনিয়ার সবকিছু আল্লাহর অসীম ক্ষমতার স্বাক্ষী বহন করে

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনি তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতা এবং তাঁর সাম্রাজ্যের বিরাটত্বের প্রমাণস্বরূপ বহু নিদর্শন সৃষ্টি করেছেন। সূর্যের কিরণ হতে বিচ্ছুরিত আলোকমালাকে তিনি তোমাদের জন্য দীপ্তিময় বানিয়েছেন। আর চন্দ্রের কিরণকে তোমাদের জন্য নূর বানিয়েছেন। সূর্যের কিরণ এক রকম এবং চন্দ্রের কিরণ অন্য রকম। একই আলো, অথচ দু’টির মধ্যে বিরাট পার্থক্য। একটির কিরণ অপরটির সঙ্গে মোটেই খাপ খায়না বা একটির কিরণের সাথে অপরটির কিরণ মিলিত হয়না। দিনে সূর্যের রাজত্ব, আর রাতে চন্দ্রের কর্তৃত্ব। আল্লাহ তা‘আলা চন্দ্রের মঞ্জিল নির্ধারণ করেছেন। প্রথম তারিখের চাঁদ অতি ক্ষুদ্ররূপে প্রকাশিত হয়। তারপর ওর কিরণও বাড়ে এবং আয়তনও বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ওটা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং গোল বৃত্তের আকার ধারণ করে। এরপর আবার কমতে শুরু করে এবং পূর্ণ একমাস পর প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ. لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মানযিল, অবশেষে ওটা শুস্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩৯-৪০) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا

সূর্য, চাঁদকে সময়ের নিরূপক করে দিয়েছেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৬) مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا۟ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ এই আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে যে, সূর্যের মাধ্যমে দিনের পরিচয় পাওয়া যায়, আর চন্দ্রের আবর্তনের মাধ্যমে

পাওয়া যায় মাস ও বছরের হিসাব। مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلكَ إِلاَّ بالْحَقِّ আল্লাহ এগুলি বৃথা সৃষ্টি করেননি। বরং জগত সৃষ্টি মহান আল্লাহর বিরাট নৈপুন্যের পরিচয় বহন করে এবং এটা তাঁর ব্যাপক ক্ষমতার যে স্পষ্ট প্রমাণ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا بَٰطِلٗاۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْۚ فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ ঃ ২৭) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَفَحَسِبۡتُمۡ أَنَّمَا خَلَقۡنَٰكُمۡ عَبَثٗا وَأَنَّكُمۡ إِلَيۡنَا لَا تُرۡجَعُونَ. فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡحَقُّۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡكَرِيمِ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনূন, ২৩ ঃ ১১৫-১১৬)

يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ এ আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে, আমি দলীল প্রমাণাদী বিস্তারিত বর্ণনা করছি যাতে অনুধাবনকারীরা অনুধাবন করতে পারে।

إِنَّ فِي اخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ এর ভাবার্থ এই যে, দিন গেলে রাত আসে এবং রাত গেলে দিনের আগমন ঘটে। একে অপরের উপর জয়যুক্ত হয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

لَا ٱلشَّمۡسُ يَنۢبَغِي لَهَآ أَن تُدۡرِكَ ٱلۡقَمَرَ وَلَا ٱلَّيۡلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ

সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া এবং রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৪০) সকাল হয়ে যায় এবং রাত নির্বিঘ্নে অতিক্রান্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَالِقُ ٱلۡإِصۡبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيۡلَ سَكَنٗا

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী, তিনিই রাতকে করেছেন বিশ্রামকাল। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৯৬)

وَمَا خَلَقَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ আল্লাহ আসমান ও যমীনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেগুলি এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁর ক্ষমতা কতই না ব্যাপক। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০৫) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

قُلِ ٱنظُرُوا۟ مَاذَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِى ٱلْـَٔايَـٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদি ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১০১) আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

أَفَلَمْ يَرَوْا۟ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ

তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করেনা? (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَـٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَـَٔايَـٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১৯০) আর এখানে বলেন ঃ

لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ অবশ্যই নিদর্শনসমূহ রয়েছে ঐ লোকদের জন্য যারা (আল্লাহর শাস্তির) ভয় করে।

৭। যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করেনা এবং পার্থিব জীবনেই পরিতৃপ্ত এবং এতেই নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে গাফিল -	٧. إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَٱطۡمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِنَا غَٰفِلُونَ
৮। এইরূপ লোকদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তাদের কার্যকলাপের কারণে।	٨. أُوْلَٰٓئِكَ مَأۡوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ

যারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা তাদের স্থান জাহান্নামে

যে দুর্ভাগা কাফিরেরা কিয়ামাতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং এ ব্যাপারে প্রস্তুতি গ্রহণ করেনা, শুধু পার্থিব জগতই কামনা করে এবং এই দুনিয়া নিয়েই যারা খুশি থাকে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে আলোচনা করেছেন। হাসান (রহঃ) বলেন ঃ 'আল্লাহর শপথ! এই কাফিরেরা দুনিয়াকে না শোভনীয় করেছে, না উন্নত করেছে, অথচ এই জীবনের প্রতি সন্তুষ্টও হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ হতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন রয়েছে। তারা নিজেদের জীবনের উপর মোটেই চিন্তা গবেষণা করেনা। কিয়ামাতের দিন তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর এটা তাদের পার্থিব আমলের সঠিক প্রতিদানও বটে। কেননা তারা যে আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং পরকালকে অস্বীকার করেছে এবং যে অবাধ্যাচরণ ও অপরাধ তারা করেছে তার জন্য তাদের উপযুক্ত শাস্তি এটাই।

৯। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের রাব্ব তাদেরকে লক্ষ্য স্থলে (জান্নাতে) পৌঁছে দিবেন	٩. إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ يَهۡدِيهِمۡ رَبُّهُم

তাদের ঈমানের কারণে, শান্তির উদ্যানসমূহে, তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ বইতে থাকবে।	بِإِيمَـٰنِهِمْ ۖ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ فِى جَنَّـٰتِ ٱلنَّعِيمِ
১০। সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান, পবিত্র! এবং পরস্পরের অভিবাদন হবে ‘সালাম’ (আসসালামু ‘আলাইকুম), আর তাদের দু‘আর শেষ বাক্য হবে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)	١٠. دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَـٰنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـٰمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعْوَىٰهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

উত্তম প্রতিদান উত্তম আমলকারী মু’মিনদের জন্য

এখানে ঐ ভাগ্যবানদের খবর দেয়া হচ্ছে যারা ঈমান এনেছে, নাবী রাসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হয়েছে এবং ভাল কাজ করেছে, তাদের ব্যাপারে এই ওয়াদা করা হয়েছে যে, তাদের সৎ আমলের বিনিময়ে তাদেরকে হিদায়াত দান করা হবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদের ঈমান আনা ও উত্তম আমল করার কারণে কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সরল সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। শেষ পর্যন্ত তারা সেই পথ অতিক্রম করে নিবে এবং জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ঈমান তাদের চলার পথে আলো হিসাবে কাজ করবে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ এ কথা বলেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *সেখানে তাদের বাক্য হবে ঃ হে আল্লাহ! তুমি মহান,*

পবিত্র! এবং পরস্পরের সালাম হবে - আসসালামু ‘আলাইকুম, আর তাদের দু‘আর শেষ বাক্য হবে - আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন (সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের রাব্ব মহান আল্লাহর জন্য)।

تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهُۥ سَلَـٰمٌ

যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে ‘সালাম’। (সূরা আহযাব, ৩৩ ঃ ৪৪)

لَا يَسۡمَعُونَ فِيهَا لَغۡوًا وَلَا تَأۡثِيمًا. إِلَّا قِيلاً سَلَـٰمًا سَلَـٰمًا

সেখানে তারা শুনবেনা কোন অসার অথবা পাপ বাক্য, ‘সালাম’ আর ‘সালাম’ বাণী ব্যতীত। (সূরা ওয়াকি‘আহ, ৫৬ ঃ ২৫-২৬)

سَلَـٰمٌ قَوۡلاً مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

পরম দয়ালু রবের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে ‘সালাম’। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৮)

وَٱلۡمَلَـٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٍ. سَلَـٰمٌ عَلَيۡكُم

এবং মালাইকা তাদের কাছে হাযির হবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (হাযির হয়ে তারা) বলবে ঃ তোমাদের প্রতি শান্তি! (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ২৩-২৪)

وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ এগুলি এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা সদা সর্বদাই প্রশংসিত এবং সর্বদাই ইবাদাতের যোগ্য। এ জন্যই সৃষ্টির শুরুতেও তিনি স্বীয় সত্তার প্রশংসা করেছেন এবং অবতারণের শুরুতেও। যেমন তিনি বলেন ঃ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبۡدِهِ ٱلۡكِتَـٰبَ وَلَمۡ يَجۡعَل لَّهُۥ عِوَجَا

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর দাসের প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ১) অন্যত্র বলেন ঃ

ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٲتِ وَٱلۡأَرۡضَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১) তিনি প্রথমেও প্রশংসিত এবং শেষেও প্রশংসিত, তা দুনিয়াই হোক অথবা আখিরাতে হোক। এ জন্যই হাদীসে এসেছে যে,

জান্নাতবাসীকে তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করতে উৎসাহিত করা হবে যেমনভাবে তারা শ্বাস-প্রশ্বাস করে। (মুসলিম ৪/২১৮১) যেমন আল্লাহর নি‘আমাতরাজী তাদের উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে, তেমনি তাঁর তাহমীদ ও তাসবীহও বর্ধিত হতে থাকবে। তা কখনও শেষ হবার নয়। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ ও রাব্ব নেই।

১১। আর আল্লাহ যদি মানুষের উপর ত্বরিত ক্ষতি সাধন করতেন, যেমন তারা ত্বরিত উপকার লাভ করতে আগ্রহ রাখে, তাহলে তাদের অঙ্গীকার কবেই পূর্ণ হয়ে যেত! অতঃপর আমি সেই লোকদেরকে, যারা আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা করেনা, ছেড়ে দিই তাদের অবস্থার উপর, যেন তারা তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।	١١. وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

খারাপ কাজে সাহায্য করার জন্য সাড়া দেয়া আল্লাহর নীতি নয়

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের উপর নিজের স্নেহ ও সহনশীলতার সংবাদ দিচ্ছেন যে, মানুষ যদি তার সংকীর্ণমনা ও ক্রোধের কারণে নিজের জান, মাল ও সন্তানদের উপর বদ দু‘আ করে তাহলে তিনি তার সেই বদ দু‘আ কবূল করেননা। কেননা তিনি জানেন যে, এটা তার আন্তরিক ইচ্ছা নয়। এটা হচ্ছে আল্লাহর বিশেষ দয়া ও মেহেরবানীর দাবী। কিন্তু যদি মানুষ তার নিজের জন্য এবং তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির পক্ষে দু‘আ করে তাহলে আল্লাহ সেই দু‘আ কবূল করেন। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ

মানুষ যেমন তার কল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করে তেমনি যদি আল্লাহ তা‘আলা তার উপর বিপদ-আপদ পৌঁছানোর ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতেন তাহলে তার অকাল

মৃত্যু ঘটে যেত। তবে মানুষের জন্য এটা কখনই শোভনীয় নয় যে, সে বারবার এরূপ বলতে থাকে এবং বদ দু'আ করার অভ্যাস করে ফেলে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের উপর, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর বদ দু'আ' করনা, কেননা কোন কোন সময় দু'আ কবূল হয়ে থাকে। সুতরাং যদি সেই সময় বদ দু'আ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাহলে তা কবূল হয়েই যাবে।' (আবূ দাউদ ২/১৮৫) নিম্নের আয়াত থেকেও এ ধরণেরই ধারণা পাওয়া যায় ঃ

وَيَدْعُ ٱلْإِنسَـٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ

মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে সেভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১১)

মুজাহিদ (রহঃ) **وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ** এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, এই বদ দু'আ মানুষের একটা উক্তি যা সে ক্রোধের সময় নিজের উপর, নিজের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উপর করে থাকে। (তাবারী, ১৫/৩৪) আল্লাহ তা'আলা যেমন মানুষের ভালর জন্য দু'আ কবূল করেন তেমনি যদি খারাবী দু'আও কবূল করতেন তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যেত।

১২। আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও; অতঃপর যখন আমি তার সেই কষ্ট দূর করে দিই তখন সে নিজের পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনও ডাকেইনি; এই সীমা লংঘন-কারীদের কার্যকলাপ তাদের কাছে এইরূপই পছন্দনীয় মনে হয়।	١٢. وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَـٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا

كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

দুঃখ-দৈন্যে মানুষ আল্লাহকে ডাকে এবং সুখের সময় তাঁকে ত্যাগ করে

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তখন সম্পূর্ণরূপে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ

এবং তাকে অনিষ্টতা স্পর্শ করলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৫১) যখন তার উপর বিপদ পৌঁছে তখন সে ব্যাকুল ও অধৈর্য হয়ে পড়ে। উঠতে, বসতে, শুইতে, জাগ্রত সর্বাবস্থায়ই বিপদ দূর হওয়ার জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করে। অতঃপর যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই বিপদ সরিয়ে দেন তখন সে আল্লাহকে এড়িয়ে চলে এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। তার ভাব দেখে মনে হয় যেন তার উপর ইতোপূর্বে কোন বিপদই পৌঁছেনি। মহান আল্লাহ এই অভ্যাসের নিন্দা করে বলেন ঃ

مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ তাদের উপর যে বিপদ আপতিত হয়েছিল এবং আল্লাহ সুবহানাহু তা থেকে তাদের উদ্ধার করেছিলেন এ কথা তারা মনেই করছেনা। এরূপ ব্যবহারতো পাপী ও বদ আমলকারীদের জন্যই শোভা পায়। আল্লাহ তা'আলা যাকে হিদায়াত ও তাওফীক দান করেন সে এর থেকে স্বতন্ত্র। তিনি বলেন ঃ

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ

কিন্তু যারা ধৈর্য ধারণ করে ও ভাল কাজ করে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি রয়েছে ঃ

মু'মিনের বিষয়টি খুবই বিস্ময়কর। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তার উপর যা কিছু অবতীর্ণ করেন তা তার জন্য কল্যাণকরই হয়ে থাকে। আর যদি সুখ শান্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাতে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাহলে তাতেও সাওয়াব লাভ করে। যদি তার উপর কোন বিপদ আপদ পৌঁছে এবং তাতে সে ধৈর্য ধারণ করে তাহলে সে তার প্রতিদান লাভ করে থাকে। (মুসলিম ৪/২২৯৫)

Contents

১৩। আমি তোমাদের পূর্বে বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যখন তারা যুল্‌ম করেছিল, অথচ তাদের নিকট তাদের রাসূলগণও প্রমাণাদীসহ আগমন করেছিল। কিন্তু কিছুতেই তারা ঈমান আনলনা। আর আমি অপরাধী-দেরকে এই রূপেই শাস্তি দিয়ে থাকি।	١٣. وَلَقَدۡ أَهۡلَكۡنَا ٱلۡقُرُونَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَمَّا ظَلَمُواْ ۙ وَجَآءَتۡهُمۡ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُواْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡمُجۡرِمِينَ
১৪। অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূমন্ডলে আবাদ করলাম, যেন আমি প্রত্যক্ষ করি যে, তোমরা কি রূপ কাজ কর।	١٤. ثُمَّ جَعَلۡنَٰكُمۡ خَلَٰٓئِفَ فِي ٱلۡأَرۡضِ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ لِنَنظُرَ كَيۡفَ تَعۡمَلُونَ

পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ

আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী রাসূলগণের ব্যাপারে খবর দিচ্ছেন যারা কাফিরদের নিকট আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণসমূহ উপস্থাপন করেছিলেন। তাদের পর আল্লাহ তা‘আলা এই কাওমকে সৃষ্টি করলেন এবং তাদের কাছে তাঁর একজন রাসূলকে পাঠালেন। তিনি দেখতে চান যে, তারা তাঁর এই রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মানছে কি না। সহীহ মুসলিমে আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘দুনিয়াটা (বাহ্যিকভাবে) খুবই মিষ্ট ও সবুজ শ্যামল। আল্লাহ তা‘আলা এক কাওমের পরিবর্তে অন্য কাওমকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি দেখতে চান যে, তোমরা কিরূপ আমল করছ। তোমাদের উচিত, তোমরা দুনিয়ার অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে দূরে থাকবে এবং মহিলাদের থেকে খুবই সতর্ক থাকবে। কেননা বানী ইসরাঈলের উপর প্রথম যে ফিতনা এসেছিল তা ছিল এই মহিলাদেরই ফিতনা।’ (মুসলিম ৪/২০৯৮)

একবার আউফ ইব্‌ন মালিক (রাঃ) আবূ বাকরের (রাঃ) কাছে নিজের স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন যে, আকাশ থেকে যেন একটি রজ্জু ঝুলানো আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজ্জুটি ধরে উঠে গেলেন। আবার ওটা আকাশ থেকে ঝুলানো হল। তখন আবূ বাকর (রাঃ) ওটা ধরে উঠে গেলেন। এরপর জনগণ মিম্বরের চারদিকে ওটাকে মাপতে লাগলেন। উমারের (রাঃ) মাপে ওটা মিম্বর থেকে তিন হাত লম্বা হল। এই স্বপ্নের কথা শুনে উমার (রাঃ) বললেন ঃ ‘রেখে দিন আপনার স্বপ্ন। এর সাথে আমাদের কি সম্পর্ক? কোথাকার কি স্বপ্ন!’ কিন্তু যখন উমার (রাঃ) খালীফা নির্বাচিত হলেন তখন আউফকে (রাঃ) ডেকে বললেন ঃ ‘হে আউফ (রাঃ)! আপনার স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমাকে শুনিয়ে দিন।’ তখন আউফ (রাঃ) বললেন ঃ ‘এখন স্বপ্ন শ্রবণের কি প্রয়োজন পড়েছে? আপনিতো ঐ সময় আমাকে ধমক দিয়েছিলেন।’ তাঁর এই কথা শুনে উমার (রাঃ) তাকে বললেন ঃ ‘আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! আমি এটা কখনও চাচ্ছিলামনা যে, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের খালীফা নাফ্‌সে সিদ্দীকের (রাঃ) মৃত্যুর সংবাদ শোনান।’ অতঃপর আউফ (রাঃ) তাঁর স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন। যখন তিনি এই পর্যন্ত পৌছলেন যে, জনগণ ওটাকে মিম্বর পর্যন্ত তিন হাত মাপলেন, তখন উমার (রাঃ) বলে উঠলেন ঃ ‘এই তিনের মধ্যে একজন ছিলেন খালীফা অর্থাৎ আবূ বাকর (রাঃ)। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যিনি আল্লাহর ব্যাপারে কারও তিরস্কার ও অসন্তুষ্টির কোনই পরওয়া করেননা। আর তৃতীয় হাতের উপর সমাপ্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তিনি শহীদ হবেন।’ উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلاَئِفَ فِي الأَرْضِ مِن بَعْدِهِم لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

‘অতঃপর আমি তাদের স্থলে তোমাদেরকে তাদের পর ভূ-পৃষ্ঠে আবাদ করলাম, আমি দেখতে চাই যে, তোমরা কিরূপ কাজ কর।’ সুতরাং হে উমার! তুমি এখন খালীফা নির্বাচিত হয়েছ। অতএব তুমি কাজ করার সময় চিন্তা করবে যে, তুমি কি কাজ করছ। উমার (রাঃ) যে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করার কথা বললেন ওটা ছিল আল্লাহর আহকামের ব্যাপারে। আর شَهِيْد শব্দ দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি শহীদ হবেন। আর ওটা ঐ সময় হবে যখন সমস্ত লোক তার অনুগত হয়ে যাবে। (তাবারী ১৫/৩৯)

১৫। আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, যা অতি স্পষ্ট, তখন ঐ সব লোক, যাদের আমার নিকট উপস্থিত হওয়ার চিন্তা নেই, এইরূপ বলে ঃ এটা ছাড়া অন্য কোন কুরআন আনয়ন করুন অথবা এতেই কিছু পরিবর্তন করে দিন। বল ঃ আমার দ্বারা ইহা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, আমিতো শুধুমাত্র উহারই অনুসরণ করব যা অহীযোগে আমার কাছে পৌঁছেছে। আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি তাহলে আমি এক অতি ভীষণ দিনের শাস্তির আশংকা রাখি।	١٥. وَإِذَا تُتۡلَىٰ عَلَيۡهِمۡ ءَايَاتُنَا بَيِّنَـٰتٍ ۙ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَآءَنَا ٱئۡتِ بِقُرۡءَانٍ غَيۡرِ هَـٰذَآ أَوۡ بَدِّلۡهُ ۚ قُلۡ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنۡ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلۡقَآيِٕ نَفۡسِيٓ ۖ إِنۡ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ ۖ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٍ
১৬। তুমি বলে দাও ঃ যদি আল্লাহর ইচ্ছা হত তাহলে, না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শোনাতাম আর না আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন। কেননা আমি এর পূর্বেওতো জীবনের এক দীর্ঘ সময় তোমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছি; তাহলে কি তোমরা এতটুকু জ্ঞান রাখনা?	١٦. قُل لَّوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوۡتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ وَلَآ أَدۡرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدۡ لَبِثۡتُ فِيكُمۡ عُمُرًا مِّن قَبۡلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ

কুরাইশ প্রধানদের অস্বীকার করণ

মুশরিক কুরাইশদের মধ্যে যারা উদ্ধত কাফির ছিল এবং যারা সব কথাই অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করত, আল্লাহ তা'আলা তাদেরই সংবাদ দিচ্ছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে আল্লাহর কিতাব শুনিয়ে দেন এবং তাদের সামনে সুস্পষ্ট দলীল পেশ করেন তখন তারা বলে ঃ এই কুরআন ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এসো, যা অন্য ধারায় লিখিত। এখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করছেন ঃ **قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ** তুমি তাদেরকে বল ঃ আচ্ছা বলত! আমার কি অধিকার আছে যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে কুরআনকে পরিবর্তন করতে পারি? আমিতো শুধু আল্লাহর একজন আদিষ্ট বান্দা এবং তাঁর বার্তাবাহক। যা কিছু আমি তোমাদের সামনে পেশ করছি, সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। আমার উপর যা অহী করা হচ্ছে, আমি শুধু ওগুলিই বলছি। আমি যদি আল্লাহর অবাধ্য হই তাহলে আমি কিয়ামাতের কঠিন শাস্তির ভয় করি।

কুরআনে সত্য প্রকাশের প্রমাণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নাবুওয়াতের সত্যতা ও দা'ওয়াতের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য তাঁর লোকদের কাছে কিভাবে যুক্তিপূর্ণ ব্যাকালাপ করবেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা তাঁর রাসূলকে এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলেন ঃ **قُل لَّوْ شَاء اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَاكُم بِهِ** *তুমি বলে দাও ঃ যদি আল্লাহর ইচ্ছা হত তাহলে, না আমি তোমাদেরকে এটা পাঠ করে শোনাতাম আর না আল্লাহ তোমাদেরকে ওটা জানাতেন।* এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দা'ওয়াত দিয়েছেন তা আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর প্রতি আদেশ জারী করার কারণেই করেছেন। এর একটি প্রমাণ এই যে, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ কোন কিছুই তিনি পরিবর্তন করেননি, তিনি যা বলেছেন তা অস্বীকার করারও তাদের কোন সুযোগ ছিলনা এবং তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা সম্পর্কেও তারা পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল, যেহেতু তিনি তাদের মাঝে ছোট থেকে বড় হয়েছেন। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কালাম হতে পারেনা।

Contents

তাছাড়া তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার কথা তখন থেকে অবগত আছ যখন থেকে আমি তোমাদেরই কাওমের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি। আর এখন আমি যে তোমাদের কাছে রাসূলরূপে মনোনিত হয়েছি তখনও তোমরা আমার সত্যবাদিতা ও ঈমানদারীর উপর কোন কটাক্ষ করতে পারনা। তোমাদের কি এতটুকুও জ্ঞান নেই যে, তোমরা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পার? এ জন্যই যখন রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে নতুন নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে প্রশ্ন করেন ঃ ‘তোমাদের কাছে তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেছেন এরূপ কোন প্রমাণ আছে কি?’ আবূ সুফিয়ান (রাঃ) উত্তরে বলেন ঃ ‘না।’ আবূ সুফিয়ান (রাঃ) ঐ সময় কাফিরদের সরদার ও মুশরিকদের নেতা ছিলেন। তথাপি তাঁকে এই নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদিতার কথা স্বীকার করতেই হয়েছিল। সেই সময় হিরাক্লিয়াস মন্তব্য করেছিলেন ঃ ‘মানুষের ব্যাপারে যিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, আল্লাহর ব্যাপারে কিরূপে তিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন।’ (ফাতহুল বারী ৮/৮২)

জা’ফর ইব্ন আবী তালিব (রাঃ) হাবশার (ইথিওপিয়ার) বাদশাহ নাজ্জাশীর সামনে বলেছিলেন ঃ ‘আল্লাহ তা‘আলা আমাদের নিকট এমন একজন রাসূল পাঠিয়েছেন যাঁর স্বভাবগত সত্যবাদিতা, বংশগত মর্যাদা এবং আমানাতদারী সম্পর্কে আমরা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। নাবুওয়াতের পূর্বে সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর তিনি আমাদের সাথে অবস্থান করেছেন।’ (আহমাদ ১/২০২)

১৭। অতএব সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবেনা।	١٧. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِـَٔايَـٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে, তাঁর ব্যাপারে মিথ্যা দাবী করে এবং বলে যে, আল্লাহ হতে তার নিকট অহী প্রেরিত? এই ব্যক্তি অপেক্ষা বড়

অপরাধী ও পাপী আর কেহ হতে পারে কি? এ কথা কোন স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন ও বোকা লোকের কাছেও গোপনীয় নয়। তাহলে বুদ্ধিমান ও নাবীগণের কাছে কিভাবে এটা গোপন থাকতে পারে? যে ব্যক্তি নাবুওয়াতের দাবী করে সে সত্যবাদী হোক বা মিথ্যাবাদী হোক, আল্লাহ তার সুকর্ম ও কুকর্মের উপর দলীল কায়েম করে থাকেন যা সূর্যের চেয়েও অধিক প্রকাশমান। সুতরাং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসাইলামা কায্যাবকে দেখেছে সে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিক এভাবেই করতে পারবে যেভাবে দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। এখন দু'জনের স্বভাব-চরিত্র, কার্যাবলী এবং কথাবার্তার মধ্যে তুলনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও কাজের মধ্যে কি পরিমাণ সততা ও সত্যবাদিতা ছিল, আর মুসাইলামা কায্যাব, সাজাহ এবং আসওয়াদ আনসীর মধ্যে কি পরিমাণ মিথ্যা ও বেঈমানী ছিল।

আবদুল্লাহ ইব্ন সালাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাদীনায় আগমন করেন তখন কিছু লোক তার আগমনে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। তাঁর আগমনে যারা উদ্বিগ্ন হয়েছিল আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। আমি যখন প্রথম তাঁকে দেখি তখনই আমার অন্তর এই সাক্ষ্য দেয় যে, কোন মিথ্যাবাদী লোকের চেহারা এমন আলোকময় কখনই হতে পারেনা। আমি সর্বপ্রথম তাঁর মুখে যে কথা শুনি তা ছিল নিম্নরূপ ঃ 'হে লোকসকল! তোমরা পরস্পর একে অপরকে সালাম দিবে, গরীব ও ক্ষুধার্তদেরকে পেট পুরে খাওয়াবে, আত্মীয়দের সাথে কর্তব্য পালন করবে এবং রাতে উঠে সালাত আদায় করবে যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তোমরা নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (আহমাদ ৫/৪৫১)

দিমাম ইব্ন সা'লাবাহ (রাঃ) তাঁর গোত্র বানু সাদ ইব্ন বকরের পক্ষ হতে প্রতিনিধি হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করেন এবং তাঁকে বলেন ঃ 'আচ্ছা বলুন তো, এই আকাশকে কে এমন উঁচু করে সৃষ্টি করেছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'আল্লাহ।' এরপর লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করেন ঃ 'কে এই পাহাড়কে এমনভাবে যমীনে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন?' উত্তরে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'আল্লাহ।' লোকটি আবার প্রশ্ন করেন ঃ 'এই যমীনকে কে বিছিয়ে রেখেছেন?' নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বলেন ঃ 'আল্লাহ।' লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করেন ঃ 'আপনাকে ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যিনি ঐ উঁচু আকাশ বানিয়েছেন,

এই বড় বড় পাহাড়গুলি যমীনে প্রোথিত করেছেন এবং এত বড় ও প্রশস্ত যমীন ছড়িয়ে দিয়েছেন, তিনিই কি আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন ঃ 'হ্যাঁ, ঐ আল্লাহরই শপথ! তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।' অতঃপর লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর শপথ করে সালাত, যাকাত, হাজ্জ এবং সাওমের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহর শপথ করে করে উত্তর দিতে থাকেন। তখন লোকটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ 'আপনি সত্য বলেছেন, যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন সেই সত্তার শপথ করে বলছি! আপনি যা বলেছেন তারচেয়ে আমি বেশীও করবনা, কমও করবনা। বরং সঠিকভাবে এর উপরই আমল করব।' সুতরাং এই পরিমাণ আমলই তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায় এবং তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতার উপর ঈমান আনেন। কেননা তিনি দলীল প্রমাণাদী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (যাদুল মা'আদ ৩/৬৪৭)

বর্ণিত আছে যে, অজ্ঞতার যুগে আমর ইব্ন আস (রাঃ) মুসাইলামার নিকট গমন করেন। তিনি তার বন্ধু ছিলেন। তখন পর্যন্ত আমর ইব্ন আস (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেননি। মুসাইলামা তাকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'হে আমর! আপনাদের লোকের উপর (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সঃ-এর উপর) এখন কি অহী অবতীর্ণ হয়েছে?' উত্তরে ইব্ন আস (রাঃ) বলেন ঃ 'আমি তাঁর সঙ্গীদেরকে এক ব্যাপক অথচ সংক্ষিপ্ত সূরা পাঠ করতে শুনেছি।' সে জিজ্ঞেস করল ঃ ' সেটা কি?' আমর (রাঃ) উত্তরে বললেন, তা হল ঃ

وَٱلۡعَصۡرِ. إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَفِي خُسۡرٍ. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ.

মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে। (সূরা 'আসর, ১০৩ ঃ ১-৩)

মুসাইলামা কাযযাব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল ঃ 'আমার উপরও এমনি এক অহী অবতীর্ণ হয়েছে।' আমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সেটা কি?' সে জবাবে বলল ঃ 'হে উবর, হে উবর (এক প্রকার জন্তু) তোমার দু'টি কান ও একটি বক্ষ প্রতীয়মান হচ্ছে, এ ছাড়া তোমার সারা দেহই বাজে।' অতঃপর সে আমরকে

(রাঃ) বলল ঃ ‘হে আমর (রাঃ)! আমার অহী কেমন মনে হল?’ আমর ইব্ন আস (রাঃ) বলেন ঃ ‘আল্লাহর শপথ! আপনিতো নিজেও জানেন এবং আমিও ভাল করেই জানি যে, আপনি মিথ্যাবাদী।’ (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬/৩২৬) যখন একজন মুশরিকের এই অবস্থা যে, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যবাদী হওয়া ও মুসাইলামার মিথ্যাবাদী হওয়া তার কাছেও গোপনীয় নয়, তখন চক্ষুষ্মানদের কাছে এটা কিরূপে গোপন থাকতে পারে? তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করে, কিংবা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ২১) আর এই আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ অতএব সেই ব্যক্তির চেয়ে অধিক অত্যাচারী (যালিম) কে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? নিঃসন্দেহে এমন পাপাচারীদের কিছুতেই মঙ্গল হবেনা। অনুরূপভাবে ঐ ব্যক্তিও বড় অত্যাচারী যে ব্যক্তি ঐ সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, যে সত্য রাসূলগণ আনয়ন করেছেন এবং ওর উপর দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৮। আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যারা তাদের কোন অপকার করতে পারেনা এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন	١٨. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّـُٔونَ ٱللَّهَ

বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে।	بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ
১৯। আর সমস্ত মানুষ (প্রথম) এক উম্মাতই ছিল, অতঃপর তারা মতভেদ সৃষ্টি করল। আর যদি তোমার রবের পক্ষ হতে এক নির্দেশ বাণী প্রথমে সাব্যস্ত হয়ে না থাকত তাহলে যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে তার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত।	١٩. وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّآ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَٱخْتَلَفُوا۟ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

মূর্তি পূজকদের দেব-দেবীদের সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস

আল্লাহ তা'আলা ঐ মুশরিকদের নিন্দা করছেন যারা এমন সবের ইবাদাত করে যারা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে সক্ষম নয়। তারা না পারে কোন ক্ষতি করতে এবং না পারে কোন উপকার করতে। তারা কোন কিছুর মালিকও নয় এবং তারা যা ইচ্ছা করে তা করতেও পারেনা। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, না যমীনে? এরপর তিনি স্বীয় মহান সত্তাকে শির্ক ও কুফরী থেকে পবিত্র ঘোষণা করে বলেন ঃ

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ আল্লাহ তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্বে। (তাবারী ১৫/৪৬)

শির্কের প্রথম উদ্ভাবন

আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, এখন লোকদের মধ্যে শির্কের উৎপত্তি ঘটেছে। পূর্বে এর কোন অস্তিত্ব ছিলনা, কিন্তু এখন হয়েছে। সমস্ত লোক একই দীনের উপর ছিল। আর তা ছিল প্রথম হতেই ইসলাম। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আদম (আঃ) ও নূহের (আঃ) মধ্যে দশটি শতবর্ষ অতিবাহিত হয়েছে। এসব লোক আদমের (আঃ) সত্য দীন ইসলামের উপর ছিল। তারপর লোকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয় এবং তারা মূর্তি পূজা করতে শুরু করে। তখন আল্লাহ তা‘আলা দলীল প্রমাণাদীসহ রাসূল প্রেরণ করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১০১)

لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنۢ بَيِّنَةٍ

তাতে যে ধ্বংস হবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর ধ্বংস হয়, আর যে জীবিত থাকবে সে যেন সত্য সুস্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হবার পর জীবিত থাকে। (সূরা আনফাল, ৮ ঃ ৪২)

وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার এই উক্তির ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তা‘আলা কেহকেও শাস্তি দেননা যে পর্যন্ত তিনি তার কাছে নাবী পাঠিয়ে দলীল প্রমাণাদী দ্বারা তাকে সাবধান না করেন। আল্লাহ তা‘আলা মাখলূককে একটা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত রেখে পরে মৃত্যু দান করেন। আর যে ব্যাপারে তারা পরস্পর মতভেদ করছিল, কিয়ামাতের দিন তিনি তার ফাইসালা করে দিবেন। সেই দিনই মু’মিনরা আনন্দিত ও উদ্বেলিত হবে, আর কাফিরেরা হবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

২০। আর তারা বলে ঃ তার প্রতি তার রবের পক্ষ হতে কোন মু‘জিযা কেন নাযিল হলনা? তুমি বলে দাও ঃ গাইবের খবর শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন। অতএব তোমরা প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।	٢٠. وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ ۖ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ

Contents

মূর্তি পূজক মুশরিকদের মু'জিযা প্রদর্শনের দাবী

মিথ্যাবাদী কাফিরেরা বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেন এমন (নাবুওয়াতের) নিদর্শন দেয়া হয়নি, যেমন ছামূদ সম্প্রদায়কে উষ্ট্রী দেয়া হয়েছিল? মাক্কার কাফিরেরাও চাচ্ছিল যে, আল্লাহ কেন সাফা পাহাড়কে সোনায় পরিণত করে দেননা? অথবা কেন মাক্কার পাহাড় মাক্কা হতে সরে গিয়ে ঐ জায়গায় বাগান ও নদী সৃষ্টি হচ্ছেনা? আল্লাহ অবশ্যই এসব কিছু করতে সক্ষম। তিনি তাঁর কাজে বড়ই ক্ষমতাবান ও মহাবিজ্ঞ। যেমন তিনি বলেন ঃ

تَبَارَكَ ٱلَّذِىٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰلِكَ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًۢا. بَلْ كَذَّبُوا۟ بِٱلسَّاعَةِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا

কত মহান তিনি যিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে দিতে পারেন এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তু - উদ্যানসমূহ, যার নিম্নদেশে নদীনালা প্রবাহিত এবং দিতে পারেন প্রাসাদসমূহ। বরং তারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করেছে এবং যারা কিয়ামাতকে অস্বীকার করে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নি। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ১০-১১) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرْسِلَ بِٱلْـَٔايَـٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ

পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার কারণেই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হতে বিরত রাখে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৫৯)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, মাখলূকের ব্যাপারে আমার নীতি এই যে, তারা যা চায়, আমি তাদেরকে তা দিয়ে থাকি। তারা যদি মু‘জিযা দেখে আমার উপর ঈমান না আনে তাহলে আমি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করে থাকি । এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বাধীনতা দিয়ে বললেন ঃ ‘দু’টির যে কোন একটি গ্রহণ কর। প্রথম হল এই যে, তাদের আবেদন অনুযায়ী আমি তাদেরকে মু‘জিযা দিচ্ছি। যদি তারা মু‘জিযা দেখে ঈমান আনে তাহলেতো ভালই। নতুবা আমি তাদেরকে অতি তাড়াতাড়ি শাস্তি প্রদান করব। আর দ্বিতীয় হল, আমি তাদেরকে তাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবকাশ দিব, যাতে তারা সংশোধিত হয়।’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মাতের জন্য দ্বিতীয়টিই গ্রহণ করলেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, তুমি বলে দাও ঃ সব কিছুই আল্লাহর অধিকারে রয়েছে। কাজের পরিণতি সম্পর্কে তিনিই পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তোমরা যদি চোখে না দেখা পর্যন্ত ঈমান আনতে না চাও তাহলে আমার ও তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা কর। তারা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন কতগুলি মু‘জিযা দেখেছিল যেগুলি তাদের কাংখিত মু‘জিযার চেয়ে বড় ছিল। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখের সামনে পূর্ণ চাঁদকে অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেন এবং সাথে সাথে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এর একটি অংশ পাহাড়ের পিছনে এবং অপর অংশটি তাদের সামনে তারা দেখতে পেয়েছিল। এখনও যদি তারা কোন মু‘জিযা সুপথ প্রাপ্তির ইচ্ছায় দেখতে চাইত তাহলে তিনি অবশ্যই তা দেখাতেন। কিন্তু আল্লাহ জানেন যে, তারা জিদ ও অবাধ্যতার মন নিয়েই মু‘জিযা দেখতে চাচ্ছে। তাই তাদের আবেদন মঞ্জুর করা হচ্ছেনা। মহান আল্লাহ এটা জ্ঞাত ছিলেন যে, এখনও তারা ঈমান আনবেনা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬) অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟

আমি যদি তাদের কাছে মালাক অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্ত বস্তুও যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১১) কেননা শুধু জিদ করাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। যেমন তিনি বলেন ঃ

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ...

যদি তাদের জন্য আমি আকাশের দরজা খুলে দিই ... (সূরা হিজর, ১৫ ঃ ১৪) তিনি আরও বলেন ঃ

وَإِن يَرَوۡاْ كِسۡفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ...

তারা যদি আকাশের কোন খন্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে .. (সূরা তূর, ৫২ ঃ ৪৪) তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوۡ نَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ كِتَٰبًا فِي قِرۡطَاسٖ فَلَمَسُوهُ بِأَيۡدِيهِمۡ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنۡ هَٰذَآ إِلَّا سِحۡرٞ مُّبِينٞ

আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কোন কিতাব অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তারা তা নিজেদের হাত দ্বারা স্পর্শও করত; তবুও কাফির ও অবিশ্বাসী লোকেরা বলত ঃ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৭) সুতরাং তাদেরকে কাম্য বস্তু প্রদান করে লাভ কি? কেননা তারা যা কিছুই দেখতে চাচ্ছে তা শুধু জিদের বশবর্তী হয়ে। এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

فَانْتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ অতএব তোমরাও প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম।

২১। আর যখন আমি মানুষকে কোন নি‘আমাতের স্বাদ উপভোগ করাই তাদের উপর কোন বিপদ পতিত হওয়ার পর, তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি করতে থাকে। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহ অতি দ্রুত কলাকৌশল তৈরী করতে পারেন। নিশ্চয়ই আমার মালাইকা তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে।	٢١. وَإِذَآ أَذَقۡنَا ٱلنَّاسَ رَحۡمَةٗ مِّنۢ بَعۡدِ ضَرَّآءَ مَسَّتۡهُمۡ إِذَا لَهُم مَّكۡرٞ فِيٓ ءَايَاتِنَاۚ قُلِ ٱللَّهُ أَسۡرَعُ مَكۡرًاۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكۡتُبُونَ مَا تَمۡكُرُونَ

Contents

২২। তিনি এমন, যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও পানি পথে পরিভ্রমন করান; যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর, আর সেই নৌকাগুলি লোকদেরকে নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়, (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচন্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে খাঁটি বিশ্বাসের সাথে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে ঃ (হে আল্লাহ!) যদি আপনি আমাদেরকে এটা হতে রক্ষা করেন তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।	٢٢. هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَـٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّـٰكِرِينَ
২৩। অতঃপর যখনই মা’বূদ তাদেরকে উদ্ধার করেন তখনই তারা ভূপৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে লোক সকল! (শুনে রেখ), তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (প্রাণের) জন্য বিপদ হবে, পার্থিব জীবনে (এটা দ্বারা কিছু ফল) ভোগ	٢٣. فَلَمَّآ أَنجَىٰهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ مَّتَـٰعَ ٱلْحَيَوٰةِ

ٱلدُّنۡيَا ۖ ثُمَّ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُكُمۡ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

করে নাও, অতঃপর আমারই কাছে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, অতঃপর আমি তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম তোমাদেরকে জানিয়ে দিব।

বিপদ থেকে উদ্ধারের পর মানুষ তার প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ إِذَا لَهُم مَّكۡرٌ فِي آيَاتِنَا বিপদাপদের স্বাদ গ্রহণ করার পর মানুষ যখন আমার রাহমাত প্রাপ্ত হয়, যেমন দারিদ্রের পরে স্বচ্ছলতা, দুর্ভিক্ষের পরে উত্তম উৎপাদন, মুষলধারে বৃষ্টি ইত্যাদি, তখন সে হাসি-তামাশা করতে শুরু করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (তাবারী ১৫/৪৯) এ ধরণের আরও একটি আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوۡ قَاعِدًا أَوۡ قَآئِمًا

আর যখন মানুষকে কোন ক্লেশ স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে এবং দাঁড়িয়েও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ১২)

সহীহ হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ফাজরের সালাত আদায় করান। তখন বর্ষার রাত ছিল। তিনি বললেন ঃ ‘আজ রাতে আল্লাহ তা‘আলা কি বলেছেন তা তোমরা জান কি?’ সাহাবীগণ উত্তরে বললেন ঃ ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামই খুব ভাল জানেন।’ তিনি বললেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন ঃ ‘আজ আমার কিছু বান্দা মু’মিন হয়েছে এবং আমার কিছু বান্দা অস্বীকারকারী হয়েছে। যে বান্দা বলেছে যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও করুণা, সে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং তারকার প্রভাবকে অস্বীকারকারী। পক্ষান্তরে যে বান্দা এই বিশ্বাস রাখে যে, এই বৃষ্টির কারণ হচ্ছে নক্ষত্রের প্রভাব, সে আমাকে অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী।’ (ফাতহুল বারী ২/৬০৭) বলা হয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُ أَسۡرَعُ مَكۡرًا তাদেরকে আস্তে আস্তে পাকড়াও করে আল্লাহ তা’আলা শাস্তি দানে সক্ষম, অথচ অপরাধীরা তাদেরকে শাস্তি দানে বিলম্বের কারণে মনে

করতে থাকে যে, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবেনা। আসলে তাদেরকে কিছু দিনের জন্য ঢিল দেয়া হয়েছে, অতঃপর হঠাৎ করেই পাকড়াও করা হবে। তারা যা করছে তা সবকিছু সম্মানিত লেখকগণ (মালাইকা) লিখে রাখছেন এবং তাদের কোন কাজই গণনার বাইরে নয়। হে পাপীদের দল! তোমরা কি ধারণা করছ যে, তোমাদেরকে তোমাদের কুফরীর কারণে কোন শাস্তি দেয়া হবেনা? প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরকে ঢিল দিয়ে রাখা হয়েছে। অতঃপর যখন তোমাদের উদাসীনতা শেষ সীমায় পৌঁছবে তখন আকস্মিকভাবে তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মালাইকা তাদের কাজ কর্ম লিখে থাকে। অতঃপর তারা তা আলিমুল গাইব আল্লাহর নিকট পেশ করবে। তারপর তিনি প্রত্যেক বড় ও ছোট পাপের শাস্তি প্রদান করবেন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থলভাগ ও নৌভাগে ভ্রমণ সহজ করে দিয়েছেন এবং পানির মধ্যেও তিনি তোমাদেরকে তাঁর আশ্রয় ও হিফাযাতে নিয়ে নিয়েছেন। যখন তোমরা নৌকায় আরোহণ কর এবং বাতাস নৌকা চালাতে শুরু করে তখন তোমরা বাতাসের নিম্নগতি ও দ্রুত গতিতে চলার কারণে খুবই খুশি হয়ে থাক। হঠাৎ তোমাদের উপর এক প্রচণ্ড ও প্রতিকূল বাতাস এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক থেকে তোমাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে। ঐ সময় তোমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তোমরা খাঁটি বিশ্বাসের সাথে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে থাক। ঐ সময় না তোমাদের কোন মূর্তি/প্রতিমার কথা স্মরণ হয়, আর না স্মরণ হয় লাত, হুবল ইত্যাদি কোন মূর্তির কথা। বরং তখন শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাকেই সম্বোধন করে থাক। এটি নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِى ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ كَفُورًا

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে সরে যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৬৭) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا ... তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে ডেকে বলে ঃ হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাদেরকে এই বিপদ হতে রক্ষা করেন তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ হয়ে যাব। অতঃপর যখন তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন তখন তারা দেশে অন্যায় ও অবিচার করতে শুরু করে। দেখে মনে হয় যেন তারা কখনও বিপদেই পড়েনি। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم ... হে লোকসকল! জেনে রেখ যে, তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদের প্রাণের জন্য বিপদের কারণ হবে, এতে অন্য কারও ক্ষতি হবেনা। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ ‘(আল্লাহর বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ঘোষণা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করণ, এ দু’টো এমনই পাপ যে, এ কারণে পরকালে শাস্তি হবেই, এমনকি দুনিয়ায়ও সত্বর এর শাস্তি দেয়া হবে।’ (আবূ দাঊদ ৫/২০৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ এই পার্থিব জগতে তোমরা কিছুকাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে বটে, কিন্তু এর পরেই তোমাদেরকে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে। ... فَنُنَبِّئُكُم যখন তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের সমস্ত আমল সম্পর্কে অবহিত করব এবং ওগুলির পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। যে ভাল প্রতিদান পাবে সে মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, আর যে শাস্তি পাবে সে নিজের নাফ্সের উপর ভর্ৎসনা করবে।

২৪। বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের অবস্থাতো এরূপ, যেমন আমি আসমান হতে পানি বর্ষণ করলাম, অতঃপর তা দ্বারা উৎপন্ন হয় যমীনের উদ্ভিদগুলি অতিশয় ঘন হয়ে, যা মানুষ ও পশুরা আহার করে; এমন কি, যখন সেই যমীন নিজের সুদৃশ্যতার পূর্ণ রূপ ধারণ করল এবং তা শোভনীয় হয়ে	٢٤. إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَٰمُ

উঠল, আর ওর মালিকরা মনে করল যে, তারা এখন ওর পূর্ণ অধিকারী হয়েছে, তখন দিনে অথবা রাতে ওর উপর আমার পক্ষ হতে কোন আপদ এসে পড়ল। সুতরাং আমি ওকে এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, যেন গতকাল ওর অস্তিত্বই ছিলনা। এরূপেই আয়াতগুলিতে আমি বিশদ রূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে।	حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلۡأَرۡضُ زُخۡرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتۡ وَظَنَّ أَهۡلُهَآ أَنَّهُمۡ قَٰدِرُونَ عَلَيۡهَآ أَتَىٰهَآ أَمۡرُنَا لَيۡلًا أَوۡ نَهَارٗا فَجَعَلۡنَٰهَا حَصِيدٗا كَأَن لَّمۡ تَغۡنَ بِٱلۡأَمۡسِۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ
২৫। আর আল্লাহ তোমাদেরকে শান্তির নিবাসের দিকে আহ্বান করেন; এবং যাকে ইচ্ছা সরল পথে চলার ক্ষমতা দান করেন।	٢٥. وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهۡدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ

দুনিয়াদারী মানুষের তুলনা

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার বাহ্যিক সৌন্দর্য, সজীবতা এবং এরপর ওর সত্বরই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন ঐ লতাপাতা ও উদ্ভিদের সাথে যাকে তিনি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে যমীন থেকে বের করেন। যেমন খাদ্যশস্য এবং বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল। এগুলি শুধু মানুষেরই খাদ্য নয়, বরং চতুস্পদ জন্তুগুলোও ঘাস, লতা-পাতা ও খড়-কুটা খেয়ে থাকে। যখন যমীনের এই ধ্বংসশীল সৌন্দর্য বসন্তকালে দেখা দেয় এবং বিভিন্ন রূপের ও বর্ণের সবজিগুলি

পূর্ণ সজীবতা লাভ করে তখন কৃষক ধারণা করে যে, সে ফসল কাটবে এবং ফল সংগ্রহ করবে। এমতাবস্থায় অকস্মাৎ ওর উপর বজ্রপাত অথবা ঘূর্ণিঝড় এসে গাছের সমস্ত পাতা জ্বালিয়ে গেল এবং ফুল-ফল যা কিছু ছিল সমস্তই ধ্বংস হয়ে গেল অথবা ওর সজীবতা ও শ্যামলতার পরিবর্তে ওটা শুষ্ক কাঠের স্তূপে পরিণত হল। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন ঃ মনে হবে যেন ওটা কখনও সজীব ও সবুজ-শ্যামল ছিলনা এবং কৃষককে এরূপ নি'আমাত কখনও দেয়াই হয়নি। এ জন্যই হাদীসে এসেছে ঃ এক লোক যাকে দুনিয়ায় প্রচুর নি'আমাত দান করা হয়েছিল তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি কি (দুনিয়ায়) কখনও সুখ/শান্তি লাভ করেছিলে? সে উত্তরে বলবে ঃ না, কখনই না। এরপর অন্য একটি লোক যে, সে দুনিয়ায় খুবই অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেছিল। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে ঃ তুমি কি কখনও কোন কষ্ট ভোগ করেছিলে? সে জবাবে বলবে ঃ না, কখনই না। (মুসলিম ৪/২১৬২) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকদের সম্পর্কে বলেন ঃ

فَأَصۡبَحُواْ فِي دِيَـٰرِهِمۡ .جَـٰثِمِينَ كَأَن لَّمۡ يَغۡنَوۡاْ فِيهَآ

তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। যেন তারা সেই গৃহগুলিতে কখনও বসবাস করেনি। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬৭-৬৮) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ ... এভাবেই আমি নির্দেশসমূহকে বিশদরূপে বর্ণনা করি এমন লোকদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে এবং এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, দুনিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ধ্বংস হয়ে যাবে। দুনিয়ার উপর ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া তার সাথে প্রতারণা করে যাচ্ছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে অগ্রসর হয়, দুনিয়া তার থেকে পলায়ন করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়ার দিক থেকে পলায়ন করে, দুনিয়া তার পায়ের উপর এসে পতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার দৃষ্টান্ত উদ্ভিদের সাথে কুরআনুল হাকীমের অন্য জায়গায়ও দিয়েছেন। সূরা কাহফে তিনি বলেন ঃ

وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمًا تَذۡرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٍ مُّقۡتَدِرًا

তাদের কাছে পেশ কর পার্থিব জীবনের উপমা। এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, অতঃপর তা বিশুস্ক হয়ে এমন চূর্ণ বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৫) অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা সূরা যুমার ও সূরা হাদীদে পার্থিব দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ওরই সাথে প্রদান করেছেন।

নিঃশেষহীন দান করার প্রতি আহ্বান

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নশ্বরতা ও জান্নাতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের বর্ণনার পর এখন জান্নাতের দিকে আহ্বান করছেন এবং ওটাকে 'দারুস সালাম' বলে আখ্যায়িত করছেন। অর্থাৎ জান্নাত হচ্ছে সমস্ত বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতি থেকে আশ্রয় লাভের স্থান।

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বেরিয়ে এলেন এবং বললেন ঃ 'আমি স্বপ্নে দেখি যে, জিবরাঈল (আঃ) আমার মাথার কাছে রয়েছেন এবং মীকাঈল (আঃ) রয়েছেন আমার পায়ের কাছে। তাঁদের একজন অন্য জনকে বলছেন ঃ 'এই (ঘুমন্ত) ব্যক্তির একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।' তখন তিনি বললেন ঃ '(হে ঘুমন্ত ব্যক্তি!) আপনি শুনুন! আপনার কান শুনছে, আপনার অন্তর (জেগে জেগে) অনুধাবন করছে। আপনার দৃষ্টান্ত ও আপনার উম্মাতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে একজন বাদশাহ্র দৃষ্টান্তের মত, যিনি তার যমীনে একটি ঘর বানিয়েছেন এবং তাতে একটি বড় কক্ষ তৈরী করেছেন। তারপর ওখানে খাদ্য খাওয়ার জন্য লোকজনকে ডেকে আনতে একজন দূতকে পাঠান। সুতরাং কেহ কেহ ঐ দূতের আহ্বানে সাড়া দিল এবং কেহ কেহ সাড়া দিলনা। বাদশাহ হচ্ছেন আল্লাহ, যমীন হচ্ছে ইসলাম, ঘর হচ্ছে জান্নাত এবং হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি হচ্ছেন দূত। অতএব যে ব্যক্তি আপনার আহ্বানে সাড়া দিল সে ইসলামে প্রবেশ করল। আর যে ইসলামে প্রবেশ করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল এবং যে জান্নাতে প্রবেশ করল সে ওর থেকে (খাদ্য) আহার করল।' (তাবারী ১৫//৬১)

আবূ দারদা (রাঃ) হতে মারফূ' রূপে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন সূর্য উদিত হয় তখনই দু'জন

Contents

মালাক/ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হন এবং তারা উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়ে থাকেন, যে ডাক দানব ও মানব ছাড়া সবাই শুনতে পায়। তাঁরা ডাক দিয়ে বলেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের রবের দিকে ধাবিত হও। কম কিংবা বেশি ভাল, যা’ই হোক না কেন তা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে উত্তম। (তাবারী ১৫/৬০, আহমাদ ৫/১৯৭)

২৬। যারা সৎ কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম বস্তু (জান্নাত) রয়েছে; এবং অতিরিক্ত প্রদানও বটে; আর না তাদের মুখমন্ডলকে মলিনতা আচ্ছন্ন করবে, আর না অপমান; তারাই হচ্ছে জান্নাতের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।	٢٦. لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞۖ وَلَا يَرۡهَقُ وُجُوهَهُمۡ قَتَرٞ وَلَا ذِلَّةٌۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَنَّةِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ

উত্তম আমলের প্রতিদান

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তি ঈমান আনার সাথে সাথে ভাল কাজ করল সে পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে। কেননা

هَلۡ جَزَآءُ ٱلۡإِحۡسَٰنِ إِلَّا ٱلۡإِحۡسَٰنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ৬০) বরং আরও কিছু বেশি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কমপক্ষে দশগুণ এমন কি সাতশ’ গুণ পর্যন্ত প্রাপ্ত হবে, বরং এর চেয়েও কিছু বেশী। যেমন জান্নাতে সে পাবে হুর ও প্রাসাদ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর এমন মনোমুগ্ধকর চোখ জুড়ানো জিনিস যা এ পর্যন্ত গোপন রাখা হয়েছে। কিন্তু সর্বোপরি নি‘আমাত হচ্ছে মহান আল্লাহর দর্শন লাভ। এটা হবে সমস্ত করুণার মধ্যে বড় করুণা। কেননা সে তার আমলের কারণে এর যোগ্য হবেনা, বরং এটা হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার সীমাহীন দয়ার কারণে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার পবিত্র চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাত করার ব্যাপারে আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ), হুযাইফা ইব্ন ইয়ামান (রাঃ), আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস

(রাঃ), সাঈদ ইব্ন মুসাইয়াব (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন আবী লাইলা (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন সাবিত (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), আমির ইব্ন সাদ (রহঃ), ‘আতা (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) এবং সালাফগণের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অনেকের হতে বর্ণিত হয়েছে। (তাবারী ১৫/৬৩-৬৮) এই মতের সমর্থনে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বহু হাদীসও বর্ণিত আছে।

সুহাইব (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ এই আয়াতটি পাঠ করে বলেন ঃ যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসী জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন ঃ হে জান্নাতবাসীরা! আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছিলেন তা তিনি পূরণ করতে চান। তখন জান্নাতবাসীরা বলবে ঃ সেই ওয়াদা কি? দাঁড়িপাল্লায় আমাদের (সাওয়াবের) ওযন ভারী হয়েছে, আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করা হয়েছে, আমরা জান্নাতে প্রবেশ করেছি এবং জাহান্নাম হতে মুক্তি পেয়েছি। (সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার ওয়াদা পূরণ হতে আর বাকী থাকল কি?) তখন আল্লাহ তা‘আলা পর্দা সরিয়ে ফেলবেন এবং তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। আল্লাহর শপথ! জান্নাতীদের জন্য এর চেয়ে বড় দান আর কিছুই হবেনা। এটাই হবে সবচেয়ে বেশি চক্ষু ঠান্ডাকারী ও মনে শান্তিদায়ক। (আহমাদ ৪/৩৩৩, মুসলিম ১/১৬৩, তিরমিযী ৮/৫২২, নাসাঈ ৬/৩৬১, ইব্ন মাজাহ ১/৬৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ হাশরের মাইদানে জান্নাতবাসীদের মুখমণ্ডল মলিন ও কালিমাময় হবেনা। পক্ষান্তরে কাফিরদের চেহারা হবে ধূলিমলিন ও কালিমাযুক্ত। জান্নাতীরা কোনক্রমেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবেনা, প্রকাশ্যেও না, অপ্রকাশ্যেও না। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এই জান্নাতীদের সম্পর্কেই বলেন ঃ

فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিনের অনিষ্টতা হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। (সূরা ইনসান, ৭৬ ঃ ১১) আল্লাহ দয়া করে আমাদেরকে এই লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

২৭। পক্ষান্তরে যারা মন্দ কাজ করেছে তারা তাদের মন্দ কাজের শাস্তি পাবে ওর অনুরূপ, এবং অপমান তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নিবে; তাদেরকে আল্লাহ (এর শাস্তি) হতে কেহই রক্ষা করতে পারবেনা, যেন তাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছাদিত করে দেয়া হয়েছে রাতের অন্ধকার স্তরসমূহ দ্বারা। এরা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, তারা ওর মধ্যে অনন্তকাল থাকবে।	٢٧. وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّـَٔاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةِۭ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۖ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۖ كَأَنَّمَآ أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

খারাপ আমলকারী/দুস্কৃতকারীদের প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা এর পূর্বে সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে খবর দিলেন যে, তাদের সাওয়াবের বিনিময় বহুগুণ দেয়া হয়। এবার তিনি হতভাগা, পাপী ও মুশরিকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের প্রতিও ন্যায় বিচার করা হবে। আর তা হল এই যে, তাদের পাপ ও অপরাধের শাস্তি দ্বিগুণ, চারগুণ দেয়া হবেনা, বরং সমান সমান দেয়া হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَـٰشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ

তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে (জাহান্নামের সামনে) উপস্থিত করা হচ্ছে লাঞ্ছিত ও অপমানিত অবস্থায়। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ৪৫)

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَـٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ. ٱلْأَبْصَـٰرُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ

তুমি কখনও মনে করনা যে, যালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। তবে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু ভীতি বিহ্বল চিত্তে (আকাশের দিকে চেয়ে) ছুটাছুটি করবে। নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি

ফিরবেনা এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ ঃ ৪২-৪৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

مَّا لَهُم مِّنَ اللّٰه مِنْ عَاصِمٍ তাদের রক্ষা করার কেহই থাকবেনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُّ. كَلَّا لَا وَزَرَ. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ

সেদিন মানুষ বলবে ঃ আজ পালানোর স্থান কোথায়? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সেদিন ঠাঁই হবে তোমার রবের নিকট। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১০-১২) এরপর বলা হয়েছে ঃ

كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ পরকালে তাদের মুখমন্ডল হবে কালিমাময় যেন তাদের চেহারার উপর রাতের অন্ধকারের চাদর চড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এটি নিম্ন আয়াতের অনুরূপ ঃ

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ

সেই দিন কতগুলি মুখমন্ডল হবে শ্বেতবর্ণ এবং কতগুলি মুখমন্ডল হবে কৃষ্ণবর্ণ; অতঃপর যাদের মুখমন্ডল কৃষ্ণবর্ণ হবে, (তাদেরকে বলা হবে) তাহলে কি তোমরা বিশ্বাস স্থাপনের পর অবিশ্বাসী হয়েছ? অতএব তোমরা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ কর, যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে। আর যাদের মুখমন্ডল শুভ্র হবে, তারা আল্লাহর করুণার অন্তর্ভুক্ত, তারা তন্মধ্যে সদা অবস্থান করবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ ঃ ১০৬-১০৭)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ. ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

সেই দিন বহু মুখমন্ডল হবে দীপ্তিমান, সহাস্য ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমন্ডল হবে সেদিন ধূলি ধূসরিত। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ৩৮-৪০)

২৮। আর সেই দিনটিও উল্লেখযোগ্য যেদিন আমি	٢٨. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ

মুশরিকদেরকে একত্রিত করব, অতঃপর বলব ঃ তোমরা ও তোমাদের নিরূপিত শরীকরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান কর, অতঃপর আমি তাদের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিব এবং তাদের সেই শরীকরা বলবে ঃ তোমরাতো আমাদের ইবাদাত করতেনা।	نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۖ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ
২৯। বস্তুতঃ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহই হচ্ছেন যথোপযুক্ত সাক্ষী যে, আমরা তোমাদের ইবাদাত সম্বন্ধে অবগত ছিলামনা।	٢٩. فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۢا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَـٰفِلِينَ
৩০। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় পূর্ব কৃতকর্মগুলি পরীক্ষা করে নিবে, এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে, যিনি তাদের প্রকৃত মালিক। আর যে সব মিথ্যা মা'বূদ তারা বানিয়ে নিয়েছিল তারা সবাই তাদের থেকে দূরে সরে যাবে।	٣٠. هُنَالِكَ تَبْلُوا۟ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ ۖ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ

মূর্তি পূজকদের দেব-দেবীরা তাদের উপাসকদের অস্বীকার করবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ দানব ও মানব এবং ভাল ও মন্দ সকলকেই আমি কিয়ামাতের দিন হাযির করব। কেহকে বাদ দেয়া হবেনা। বলা হচ্ছে ঃ

وَحَشَرْنَـٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করব এবং তাদের কেহকেও অব্যাহতি দিবনা। (সূরা কাহফ, ১৮ ঃ ৪৮)

ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ মুশরিকদেরকে বলা হবে, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর এবং মু'মিনদের হতে পৃথক থাক। যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেই দিন এই দু'শ্রেণীর মানুষ পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান করবে। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেন ঃ

وَٱمْتَٰزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ

আর হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৫৯) অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ১৪)

يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

সেদিন মানুষ বিভক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৪৩) এটা ঐ সময় হবে যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বিচারের ফাইসালা করার ইচ্ছা করবেন। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করবে ঃ হে আল্লাহ! তাড়াতাড়ি ফাইসালা করুন এবং আমাদেরকে এই স্থান হতে মুক্তি দিন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'কিয়ামাতের দিন আমরা অন্যান্য লোকদের চেয়ে উঁচু জায়গায় থাকব যেখানের লোকদেরকে সবাই দেখতে পাবে। (আহমাদ ৩/৩৪৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা এই খবর দিচ্ছেন ঃ

مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ঐ দিন তিনি বলবেন, হে মুশরিকদের দল! তোমরা এবং তোমাদের শরীকরা পৃথক পৃথকভাবে অবস্থান কর। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিবেন এবং তাদের শরীকরা তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে। মহান আল্লাহ তাই বলছেন ঃ

كَلَّا ۚ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮২) এই মুশরিকরা যাদের অনুসরণ করত তারা ঐ দিন এদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। এক জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

إِذۡ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ

যাদের অনুসরণ করা হয়েছে তারা যখন অনুসারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করবে। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৬৬)

وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمۡ أَعۡدَآءً

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৫-৬) তারা বলবে ঃ তোমরা যে আমাদের ইবাদাত করতে তা আমাদের জানা নেই। তোমরা আমাদের উপাসনা এমনভাবে করতে যে, আমরা নিজেরা তা মোটেই অবগত নই! স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষী রয়েছেন যে, আমরা কখনও তোমাদেরকে আমাদের ইবাদাত করার জন্য ডাকিনি, তোমাদেরকে নির্দেশও দেইনি এবং এ ব্যাপারে আমরা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্টও নই। এভাবে মুশরিকদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছে যারা শুনেওনা, দেখেওনা, তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা, তাদেরকে এর নির্দেশও দেয়নি এবং এতে তাদের সম্মতিও ছিলনা। বরং তারা ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তারা এমন রবের ইবাদাত পরিত্যাগ করেছে যিনি চিরঞ্জীব ও চির বিরাজমান। যিনি সবকিছু শ্রবণকারী, সবকিছু দর্শনকারী এবং যিনি সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ তোমাদের কৃতকর্মের স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তোমরা কে কি করেছ তা তিনি পূর্ণ অবগত আছেন। **هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ** পার্থিব জীবনে তোমরা কে কি করেছ তার হিসাব জানতে পারবে। কিয়ামাতের দিন হিসাবের জন্য দাঁড়ানোর স্থানে প্রত্যেকের

পরীক্ষা হয়ে যাবে। ভাল ও মন্দ যা কিছু আমল করেছ তা সামনে হাযির করা হবে। ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ

يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ

যেদিন গোপন বিষয়সমূহ পরীক্ষা করা হবে। (সূরা তারিক, ৮৬ ঃ ৯) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يُنَبَّؤُاْ ٱلۡإِنسَٰنُ يَوۡمَئِذِۭ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

সেই দিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্রে পাঠিয়েছে এবং কি পশ্চাতে রেখে গেছে। (সূরা কিয়ামাহ, ৭৫ ঃ ১৩) আল্লাহ তা'আলা অন্য এক জায়গায় বলেন ঃ

وَنُخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ كِتَٰبًا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا. ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبًا

এবং কিয়ামাত দিবসে আমি তার জন্য বের করব এক কিতাব, যা সে পাবে উন্মুক্ত। (আমি বলব) তুমি তোমার কিতাব পাঠ কর; আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৩-১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

وَرُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ তারা আল্লাহরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। শুধু তারা কেন, বরং সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর তিনি ফাইসালা করে জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিবেন। আর পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের পক্ষ হতে যেসব কপোলকল্পিত মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছিল তারা সব বাতাসে মিলিয়ে যাবে।

٣١. قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ	**৩১। তুমি বল ঃ তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিয্ক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি**

জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে ঃ আল্লাহ। অতএব তুমি বল ঃ তাহলে কেন তোমরা (শির্ক হতে) নিবৃত্ত থাকছনা?	ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
৩২। সুতরাং তিনিই হচ্ছেন আল্লাহ, যিনি তোমাদের প্রকৃত রাব্ব, অতএব সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কি রইল? তাহলে তোমরা (সত্যকে ছেড়ে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?	٣٢. فَذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ
৩৩। এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা ঈমান আনবেনা।	٣٣. كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا۟ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

মূর্তি পূজকরাও আল্লাহর একাত্মবাদ স্বীকার করে

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের উপর যুক্তি পেশ করছেন যে, তাদেরকে তাঁর প্রভুত্ব ও একাত্মবাদ স্বীকার করতেই হবে। قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ (হে নাবী)! মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশ হতে যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন তিনি কে?

أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ

আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৬২) কে নিজ ক্ষমতা বলে যমীনের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করছেন?

فَأَنۢبَتۡنَا فِيهَا حَبًّا. وَعِنَبًا وَقَضۡبًا. وَزَيۡتُونًا وَنَخۡلاً. وَحَدَآئِقَ غُلۡبًا. وَفَـٰكِهَةً وَأَبًّا

এবং ওতে আমি উৎপন্ন করি শস্য; দ্রাক্ষা, শাক-সবজি, যাইতুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। (সূরা আবাসা, ৮০ ঃ ২৭-৩১) উত্তরে فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ তাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে, আল্লাহ!

أَمَّنۡ هَـٰذَا ٱلَّذِى يَرۡزُقُكُمۡ إِنۡ أَمۡسَكَ رِزۡقَهُۥ

এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে? (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২১)

এগুলি শুধুমাত্র আল্লাহরই কাজ। তিনি যদি রিয্‌ক বন্ধ করে দেন, তাহলে কে এমন আছে যে তা খুলতে পারে? أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ যিনি এই শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি দান করেছেন এবং ইচ্ছা করলে যিনি এগুলি ছিনিয়ে নিতে পারেন, তিনি কে? আল্লাহই এর উত্তর জানিয়ে দিচ্ছেন ঃ

قُلۡ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُمۡ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَـٰرَ

বল ঃ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি। (সূরা মুল্‌ক, ৬৭ ঃ ২৩)

قُلۡ أَرَءَيۡتُمۡ إِنۡ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمۡعَكُمۡ وَأَبۡصَـٰرَكُمۡ

তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন! (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৪৬) অতঃপর তিনি বলেন ঃ

وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ যিনি স্বীয় বিরাট ক্ষমতাবলে জীবন্তকে প্রাণহীন থেকে বের করেন এবং প্রাণহীনকে বের করেন জীবন্ত হতে, তিনি কে? এরূপ প্রশ্ন করলে তারা অবশ্যই জবাব দিতে বাধ্য হবে যে, এগুলি করার ক্ষমতা রয়েছে একমাত্র আল্লাহর। তিনিই এসব কাজ করেন।

وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলারই দায়িত্বে রয়েছে। যা কিছু হচ্ছে সকলই তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী হচ্ছে। তিনিই সকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেহ কেহকেও আশ্রয় দিতে পারেনা। সবারই উপর তিনি হাকিম। তাঁর হুকুমের পর কারও হুকুমের কোনই মূল্য নেই। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রশ্ন করেন, কিন্তু তাঁকে কেহই কোন প্রশ্ন করতে পারেনা।

يَسْـَٔلُهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সবাই তাঁর নিকট প্রার্থী, প্রতিনিয়ত তিনি অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ ঃ ২৯) মালাইকা, দানব ও মানব তাঁরই মুখাপেক্ষী এবং তাঁরই দাস এবং এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রণ একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার কাছেই রয়েছে। কাফির ও মুশরিকরাও এটা জানে এবং স্বীকারও করে। সুতরাং হে নাবী! (তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর) আচ্ছা! তাহলে তোমরা মহান আল্লাহকে ভয় করছ না কেন? কেন অজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁকে ছেড়ে অন্যের ইবাদাত করছ? প্রকৃত মা’বূদতো সেই আল্লাহ যাঁকে তোমরাও স্বীকার করছ। অতএব, একমাত্র তিনিইতো ইবাদাতের হকদার। সত্য ও সঠিক কথা বুঝে নেয়ার পরেও এরূপ ভ্রষ্টতার অর্থ কি? তিনি ছাড়া সমস্ত মা’বূদই মিথ্যা ও বাতিল। প্রকৃত মা’বূদের ইবাদাত ছেড়ে কোন দিকে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ফিরছ? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوٓاْ এভাবে সমস্ত অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে তোমার রবের এই কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল। অর্থাৎ যেভাবে এই মুশরিকরা কুফরী করেছে এবং কুফরীর উপরই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তেমনভাবে তারা এ কথাও স্বীকার করে নিয়েছে যে, আল্লাহই হচ্ছেন মহান ও পবিত্র রাব্ব, তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা ও রিয্কদাতা, সারা বিশ্বের ব্যবস্থাপক তিনি একাই এবং তিনি রাসূলদেরকে তাওহীদসহ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং এই অবাধ্য লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহর কথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা জাহান্নামী। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

قَالُواْ بَلَىٰ وَلَـٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ

তারা বলবে ঃ অবশ্যই এসেছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৭১)

৩৪। (হে নাবী) তুমি বল ঃ তোমাদের (নিরূপিত) শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে প্রথমবারও সৃষ্টি করে এবং পুনরাবর্তন করতে পারে? তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহই প্রথমবারও সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনিই পুর্নবারও সৃষ্টি করবেন, অতএব তোমরা (সত্য হতে) কোথায় ফিরে যাচ্ছ?	٣٤. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ
৩৫। তুমি বল ঃ তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেহ আছে কি যে সত্য বিষয়ের সন্ধান দেয়? তুমি বলে দাও, আল্লাহই সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন; তাহলে কি যিনি সত্য বিষয়ের পথ প্রদর্শন করেন তিনি অনুসরণ করার সর্বাধিক যোগ্য, নাকি ঐ ব্যক্তি যে অন্যের পথ প্রদর্শন করা ছাড়া নিজেই পথ প্রাপ্ত হয়না? তাহলে তোমাদের কি হল? তোমরা কিরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছ?	٣٥. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ۗ أَفَمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ ۖ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّآ أَن يُهْدَىٰ ۖ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
৩৬। আর তাদের অধিকাংশ লোক শুধু অলীক কল্পনার পিছনে চলছে; নিশ্চয়ই অলীক কল্পনা বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসু নয়; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবই জানেন, যা কিছু তারা	٣٦. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ

করছে।	بِمَا يَفْعَلُونَ

মুশরিকরা যে আল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহকে মিলিয়ে নিয়েছে এবং মুর্তি পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে, এটা যে বাতিল পন্থা, এ কথাই এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি স্বীয় নাবীকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ হে নাবী! তুমি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর ঃ 'হে মুশরিকদের দল! বলত, তোমাদের নিরূপিত শরীকদের মধ্যে এমন কি কেহ আছে, যে আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছে? অতঃপর এতে যে মাখলূকাত রয়েছে ওগুলোকে কে অস্তিত্বে এনেছে? আকাশে যা কিছু রয়েছে ওগুলোকেই বা কে অস্তিত্বে এনেছে এবং ওগুলোকে কেহ তাদের স্ব স্ব স্থান থেকে সরাতে পারবে কি? অথবা ওগুলোর কোন পরিবর্তনে সক্ষম হবে কি? অথবা ওগুলোকে ধ্বংস করে পুনরায় নতুন মাখলূক সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে কি? হে নাবী! তুমি তাদেরকে বল যে, এটাতো একমাত্র আল্লাহরই কাজ। এটা জানা সত্ত্বেও কেন তোমরা সঠিক পথ ছেড়ে ভুল পথের দিকে ঝুঁকে পড়ছ? সত্য পথের সন্ধান দেয় এমন কেহ আছে কি? বল, এরূপ পথ প্রদর্শন করতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। এটা তোমরা নিজেরাও জান যে, তোমাদের শরীকরা একজনকেও ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথে আনতে পারেনা। একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই পথভ্রষ্টকে সুপথ প্রদর্শন করতে সক্ষম। তিনি ভ্রান্ত পথ হতে সঠিক পথের দিকে মানুষের মনকে ফিরিয়ে দিতে পারেন।

أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى সত্য পথের পথিকের যে অনুসরণ করে এবং যার অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে সে ভাল, নাকি ঐ ব্যক্তি ভাল যে একটু হিদায়াতও করতে পারেনা, বরং নিজের অন্ধত্বের কারণে তারই মুখাপেক্ষী যেন কেহ তার হাত ধরে নিয়ে চলে? ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًٔا

যখন সে তার পিতাকে বলল ঃ হে আমার পিতা! যে শোনেনা, দেখেনা এবং তোমার কোন কাজে আসেনা তুমি তার ইবাদাত কর কেন? (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৪২) স্বীয় কাওমকেও তিনি লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

তোমরা নিজেরা যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ কর, তোমরা কি তাদেরই পূজা কর? প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ ঃ ৯৫-৯৬) অতঃপর আল্লাহ বলেন ঃ

فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ তোমাদের সিদ্ধান্ত কতই না ভুল সিদ্ধান্ত! তোমাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তোমরা কি করে আল্লাহকে ও তাঁর মাখলূককে সমান করে দিলে? একেও মানছ, তাঁকেও মানছ! অতঃপর আল্লাহ থেকে সরে গিয়ে তোমাদের শরীকদের দিকে তোমরা ঝুঁকে পড়ছ? মহামর্যাদাপূর্ণ রাব্ব আল্লাহকেই কেন তোমরা ইবাদাতের জন্য বিশিষ্ট করে নিচ্ছনা? একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করলেই তোমরা বিভ্রান্ত পথ থেকে ফিরে আসতে পারতে! আর বিশেষ করে আল্লাহর কাছেই কেন প্রার্থনা করছনা?' এ লোকগুলো কোন দলীলকেই কাজে লাগাচ্ছেনা। বিশ্বাস ছাড়া শুধু কল্পনার উপরেই তারা মূর্তি পূজার ভিত্তি স্থাপন করেছে। কিন্তু এতে তাদের কোনই লাভ হবেনা। আল্লাহ তা'আলা তাদের সমস্ত কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। এটা এই কাফিরদের জন্য হুমকি ও কঠিন ভয় প্রদর্শন। কেননা তিনি সংবাদ দিচ্ছেন যে, সত্বরই তারা তাদের এই বোকামির শাস্তি পাবে।

৩৭। আর এই কুরআন কল্পনা প্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, ইহাতো সেই কিতাবের সত্যতা প্রমাণকারী যা এর পূর্বে (নাযিল) হয়েছে, এবং আবশ্যকীয় বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, (এবং) এতে কোন সন্দেহ নেই (ইহা) বিশ্বের রবের পক্ষ হতে (নাযিল) হয়েছে।	٣٧. وَمَا كَانَ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ
৩৮। তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার (নাবীর) স্বরচিত?	٣٨. أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۖ قُلْ

তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।	فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِۦ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ
৩৯। বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, যাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে আনয়ন করেনি, আর এখনো তাদের প্রতি ওর পরিণাম (আযাব) পৌঁছেনি; এরূপভাবে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে। অতএব দেখ সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কি হল?	٣٩. بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِۦ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৪০। আর তাদের মধ্যে এমন কতক লোক আছে, যারা এর প্রতি ঈমান আনবে এবং এমন কতক লোকও আছে যে, তারা এর প্রতি ঈমান আনবেনা, আর তোমার রাব্ব অত্যাচারীদেরকে ভালভাবেই জানেন।	٤٠. وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِۦ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ

আল কুরআন সত্য, অতুলনীয় এবং মু‘জিযাপূর্ণ

এখানে কুরআনুল হাকীমের অলৌকিকতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে যে, এই কুরআনের মত কিতাব পেশ করবে এমন যোগ্যতা কোন মানুষেরই নেই। শুধু তাই নয়, বরং দশটি সূরা আনয়ন করতে, অথবা একটি সূরাও আনয়ন করতে পারবেনা। এটা পবিত্র কুরআনের ভাষার অলংকার ও বাকপটুতার দাবীর ভিত্তিতে

Contents

বলা হয়েছে। কুরআনুল হাকীমের ভাষা সংক্ষিপ্ত, অথচ ভাবার্থ খুবই ব্যাপক এবং শ্রুতিমধুর। ইহা দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য বড়ই উপকারী। অন্য কোন পুস্তক এসব গুণের অধিকারী হতে পারেনা। কেননা ইহা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে আগত গ্রন্থ। ঐ আল্লাহ যিনি স্বীয় সত্তা, গুণাবলী এবং কাজে ও কথায় সম্পূর্ণ একক, তাঁর কালামের সাথে মাখলূকের কালাম কিরূপে সাদৃশ্যযুক্ত হতে পারে? এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ هَـٰذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ এই কুরআন কল্পনাপ্রসূত নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এর সাথে মানুষের কথার একটুও মিল নেই, থাকতে পারেনা। আবার এই কুরআন ঐ কথাই বলে যে কথা এর পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলি বলেছে। পূর্ববর্তী ইলহামী কিতাবগুলির মধ্যে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে তা এই কিতাবের মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে এবং হালাল ও হারামের বিধানগুলি পূর্ণভাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বরাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে এটা অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, থাকতে পারেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ এই কিতাব আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতারিত হওয়ার ব্যাপারে যদি তোমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ হয় এবং তোমাদের মনে যদি এ ধারণা জন্মে যে, মুহাম্মাদ ইহা নিজেই রচনা করেছেন তাহলে তিনিওতো তোমাদের মতই মানুষ। তিনি যদি এরূপ কুরআন রচনা করতে পারেন তাহলে তোমাদের মধ্যকার কোন সুযোগ্য ব্যক্তি এরূপ কিতাব রচনা করতে পারেনা কেন?

অতএব তোমরা তোমাদের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য এই কুরআনের সূরার মত একটি সূরাই আনয়ন কর এবং তোমরা দুনিয়ার সমস্ত মানব ও দানব একত্রিত হয়ে চেষ্টা করে দেখতো। এভাবে মহান আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলেন যে, যদি তারা তাদের এই দাবীতে সত্যবাদী হয় যে, এটা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রচিত তাহলে তারা এই চ্যালেঞ্জ কবূল করুক। শুধু তারা নয়, বরং যাদের খুশি তাদের সবাইকে নিয়ে মিলিত হয়েই করুক। এর পরে আল্লাহ তা'আলা বিরাট দাবী করে বললেন ঃ জেনে রেখ যে, তোমরা কখনই এ কাজ করতে সক্ষম হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا

বল ঃ যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন রচনা করার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন রচনা করতে পারবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮৮) এর পরেও তিনি আরও নীচে নামিয়ে দিয়ে বলেন যে, সম্পূর্ণ কুরআন নয়, বরং এর মত দশটি সূরাই আনয়ন করুক। যেমন মহান আল্লাহ সূরা হুদে বলেন ঃ

أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِعَشۡرِ سُوَرٖ مِّثۡلِهِۦ مُفۡتَرَيَٰتٖ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১৩) আর এই সূরায় আরও কমিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَىٰهُۖ قُلۡ فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّثۡلِهِۦ وَٱدۡعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ

তারা কি এরূপ বলে যে, এটা তার (নাবীর) স্বরচিত? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর এবং গাইরুল্লাহ হতে যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৩৮) মাদীনায় অবতারিত সূরা বাকারায়ও একটি সূরা রচনার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে এবং খবর দেয়া হয়েছে যে, তারা কখনও তা করতে সক্ষম হবেনা। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ وَلَن تَفۡعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ

অতঃপর যদি তোমরা তা করতে না পার এবং তোমরা তা কখনও করতে পারবেনা, তাহলে তোমরা সেই জাহান্নামের ভয় কর। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৪) এখানে একটি বিষয় জানিয়ে দেয়া দরকার যে, বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ছিল আরাবদের প্রকৃতিগত গুণ। তাদের প্রাচীন যুগের যত কবিতার ভাণ্ডার রয়েছে

তাতেও লিখার ছন্দ, বাক্যালংকার এবং অপূর্ব বর্ণনার প্রকাশ এটাই প্রমাণ করে যে, বর্ণনার লালিত্যে তারা কতখানি দক্ষ ও নিপুণ। কিন্তু মহান আল্লাহ যে কুরআন পেশ করলেন, কোন বাক্যালংকার ও বাকপটুতা ওর কাছেই যেতে পারলনা। কুরআনুল হাকীমের বাক্যালংকার, শ্রুতিমধুরতা, সংক্ষেপণ, গভীরতা ও পূর্ণতা দেখে যারা ঈমান আনার তারা ঈমান আনল। তাঁরা নিঃসংকোচে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, এটা আল্লাহ ছাড়া আর কারও কালাম হতে পারেনা।

মূসার (আঃ) যুগের যাদুকররা, যারা ছিল সেই যুগের সেরা যাদুকর, তারা মূসার (আঃ) ক্রিয়াকলাপ দেখে সমস্বরে বলে উঠেছিল যে, মূসার (আঃ) লাঠির সাথে যাদুর কোনই সম্পর্ক নেই। এটা একমাত্র আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমেই সম্ভব। সুতরাং মূসা (আঃ) যে আল্লাহর নাবী তাতে কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে ঈসা (আঃ) এমন যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যে যুগে চিকিৎসা বিদ্যা উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। এরূপ সময়ে ঈসার (আঃ) জন্মান্ধ ও শ্বেতকুষ্ঠ রোগীকে ভাল করে দেয়া, এমন কি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মৃতকেও জীবিত করে তোলা এমনই এক চিকিৎসা ছিল, যার সামনে অন্যান্য চিকিৎসা ও ওষুধ ছিল মূল্যহীন। সুতরাং বুদ্ধিমানরা বুঝে নিলেন যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ 'প্রত্যেক নাবীকেই কোন না কোন মু'জিযা দেয়া হয়েছিল যা দেখে মানুষ ঈমান আনত। আর আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে অহী (কুরআন), যে অহী আল্লাহ আমার নিকট পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, এর মাধ্যমে আমার অনুসারী তাঁদের অপেক্ষা বেশি হবে।' (ফাতহুল বারী ৮/৬১৯) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ বরং তাদের মধ্যে কতকগুলো লোক, যারা কুরআনুল কারীম সম্পর্কে কোন জ্ঞানই রাখেনা, ওকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে শুরু করে। কিন্তু তারা কোন দলীল আনতে পারেনি। এটা হচ্ছে তাঁদের মূর্খতা ও বোকামির কারণ। পূর্ববর্তী নাবীগণের উম্মাতেরাও এভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। অতএব হে নাবী, তুমি লক্ষ্য কর! সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কি হল! তারা শুধুমাত্র বিরুদ্ধাচরণের মনোভাব নিয়ে এবং একগুঁয়েমীর বশবর্তী হয়েই মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। সুতরাং হে অস্বীকারকারী কুরাইশরা! তোমরা এখন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণাম চিন্তা করে সাবধান হও যে, তোমাদের উপরও ঐ আযাব আপতিত হতে পারে। সেই যুগেও কিছু লোক ঈমান এনেছিল এবং কুরআনুল কারীম দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। অতএব তোমাকে

যাদের মাঝে পাঠানো হয়েছে তাদেরও কেহ কেহ ঈমান আনবে। পক্ষান্তরে কতক লোক ঈমান আনবেনা এবং তারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ হে নাবী! কে হিদায়াত লাভের যোগ্য এবং কে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তা তোমার রাব্ব ভালরূপেই অবগত আছেন। সুতরাং যে হিদায়াত লাভের যোগ্য তাকে তিনি হিদায়াত দান করবেন, আর যে পথভ্রষ্ট হওয়ার যোগ্য তাকে তিনি পথভ্রষ্ট করবেন। এই কাজে তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ। তিনি মোটেই অত্যাচারী নন।

৪১। আর (এতদসত্ত্বেও) যদি তারা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতে থাকে তাহলে তুমি বলে দাও ঃ আমার কর্মফল আমি পাব, আর তোমাদের কর্মফল তোমরা পাবে। তোমরা আমার কৃতকর্মের জন্য দায়ী নও, আর আমিও তোমাদের কর্মের জন্য দায়ী নই।	٤١. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓـُٔونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا۠ بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ
৪২। আর তাদের কতক এমন আছে যারা তোমার (কথার) প্রতি কান পেতে রাখে। কিন্তু তুমি বধিরদেরকে কি শোনাবে, যদি তাদের বোধশক্তি না থাকে?	٤٢. وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا۟ لَا يَعْقِلُونَ
৪৩। আর তাদের কতক এমনও আছে যারা তোমাকে দেখছে; তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাতে পারবে, যদি তাদের অর্ন্তদৃষ্টি না থাকে?	٤٣. وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَلَوْ

كَانُوا۟ لَا يُبْصِرُونَ	
٤٤. إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْـًٔا وَلَـٰكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ	**৪৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুল্‌ম করেননা, বরং মানুষ নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে।**

মূর্তি পূজা থেকে মুক্ত থাকার নির্দেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবীকে বলেন ঃ যদি এই মুশরিকরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তাহলে তুমিও তাদের থেকে নিজকে মুক্ত রাখ এবং স্পষ্টভাবে বলে দাও ঃ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ আমার আমল আমার জন্য এবং তোমাদের আমল তোমাদের জন্য। আমি তোমাদের মা'বূদগুলোকে কখনই স্বীকার করবনা। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ. لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

বল ঃ হে কাফিরেরা! আমি তার ইবাদাত করিনা যার ইবাদাত তোমরা কর। (সূরা কাফিরূন, ১০৯ ঃ ১-২)

إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। (সূরা মুমতাহানা, ৬০ ঃ ৪) মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন ঃ

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ কুরাইশদের মধ্যেই কতক লোক এমনও রয়েছে যে, তারা তোমার উত্তম কথা ও পবিত্র কুরআন পাঠ শুনে থাকে এবং তা তাদের হৃদয়গ্রাহী হয়। এটাই ছিল তাদের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এর পরেও তারা সঠিক পথে আসেনা। তুমিতো বধিরদেরকে শোনাতে সক্ষম নও যে পর্যন্ত না আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করার ইচ্ছা করেন। আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা গভীর দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাতে থাকে। তোমার নির্মল নিষ্কলুষ চরিত্র, সুন্দর অবয়ব এবং নাবুওয়াতের প্রমাণাদী (যার মাধ্যমে চক্ষুষ্মান লোকেরা

উপকৃত হতে পারে) স্বচক্ষে অবলোকন করে। কিন্তু এর পরেও কুরআনের হিদায়াত দ্বারা তারা মোটেই উপকৃত হয়না। কিন্তু মু'মিন লোকেরা যখন তোমার দিকে তাকায় তখন তারা অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে তাকায়। পক্ষান্তরে কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا

তারা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র রূপে গণ্য করে। (সূরা ফুরকান, ২৫ ঃ ৪১)

আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তিনি কারও প্রতি যুল্ম করেননা। তিনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করেন, অন্ধকে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন, বধিরকে শুনিয়ে দেন, হৃদয় থেকে কলুষতা দূর করেন। অন্য দিকে যাকে চান তার থেকে ঈমান সরিয়ে দিয়ে ধ্বংসের দিকে চালিত করেন।

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَـكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

এতদসত্ত্বেও তিনি ন্যায়বান, কারও প্রতি যুল্ম করেননা। কিন্তু বান্দা নিজেই নিজের উপর যুল্ম করে থাকে। তিনি সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী এবং ন্যায় পরায়ণ। তাঁর রাজত্বে তিনি রাজাধিরাজ, কেহ তাঁর কাজে বাধা দেয়ার নেই। আবূ যার (রাঃ) হতে হাদীসে কুদুসীতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ 'হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুল্ম করাকে হারাম করেছি এবং তোমাদের উপরও এটা হারাম করে দিলাম। সুতরাং তোমরা একে অপরের উপর যুল্ম করবেনা। তোমাদের কার্যাবলী আমি দেখে যাচ্ছি। আমি তোমাদের প্রতিটি কাজের পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করব। যে ভাল প্রতিদান প্রাপ্ত হবে সে যেন আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যে ব্যক্তি শাস্তি প্রাপ্ত হবে সে যেন নিজেকেই ভর্ৎসনা করে।' (মুসলিম ৪/১৯৯৪)

৪৫। আর (ঐ দিনটি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দাও) যে দিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে এইরূপ অবস্থায় একত্রিত করবেন যেন তারা পূর্ণ দিনের মুহুর্তকাল মাত্র অবস্থান করেছিল, এবং তারা পরস্পর পরস্পরকে চিনবে। বাস্ত

٤٥. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ

-বিকই ক্ষতিগ্রস্ত হল ঐ সব লোক যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলনা।	ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ

দুনিয়ার ভোগ-বিলাস বনাম আখিরাতের জীবন

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন ঃ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ যে দিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং লোকেরা নিজ নিজ কাবর থেকে উঠে হাশরের মাঠে একত্রিত হবে, সেটা হবে খুবই ভয়াবহ দিন। সেই দিন মানুষ মনে করবে যে, দুনিয়ায় তারা এক দিনের কিছু অংশ মাত্র অবস্থান করেছিল। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ

যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, তারা যেন দিনের এক দন্ডের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। (সূরা আহকাফ, ৪৬ ঃ ৩৫) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا

যেদিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা পৃথিবীতে এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাতের অধিক অবস্থান করেনি। (সূরা নাযি‘আত, ৭৯ ঃ ৪৬)

يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ۚ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا. يَتَخَٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا. نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا

যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন আমি অপরাধীদেরকে দৃষ্টিহীন অবস্থায় সমবেত করব। তারা নিজেদের মধ্যে চুপি চুপি বলাবলি করবে ঃ তোমরা মাত্র দশ দিন অবস্থান করেছিলে। তারা কি বলবে তা আমি ভাল জানি। তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে ঃ তোমরা এক দিনের বেশি অবস্থান করনি। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ১০২-১৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقۡسِمُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيۡرَ سَاعَةٖ

যেদিন কিয়ামাত হবে সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা এক ঘন্টার বেশি (দুনিয়ায়) অবস্থান করেনি। (সূরা রূম, ৩০ ঃ ৫৫) এতে এ কথাই প্রমাণ করে যে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন কতই না ঘৃণ্য ও তুচ্ছ! আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

قَٰلَ كَمۡ لَبِثۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ عَدَدَ سِنِينَ. قَالُواْ لَبِثۡنَا يَوۡمًا أَوۡ بَعۡضَ يَوۡمٖ فَسۡـَٔلِ ٱلۡعَآدِّينَ. قَٰلَ إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلٗاۖ لَّوۡ أَنَّكُمۡ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ

তিনি বলবেন ঃ তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে ঃ আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে! (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ১১২-১১৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ তারা পরস্পর একে অপরকে চিনবে। মাতা-পিতা ছেলেকে চিনবে এবং ছেলে মাতা-পিতাকে চিনবে, আত্মীয়-স্বজন নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনকে চিনতে পারবে যেমন তারা পৃথিবীতে অবস্থানকালে চিনত। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيۡنَهُمۡ

অতঃপর যে দিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা। (সূরা মু’মিনূন, ২৩ ঃ ১০১)

وَلَا يَسۡـَٔلُ حَمِيمٌ حَمِيمٗا

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মা‘আরিজ, ৭০ ঃ ১০)

আল্লাহ তা‘আলার قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاء اللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ *বাস্তবিকই ক্ষতিগ্রস্ত হল ঐ সব লোক যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং তারা হিদায়াত প্রাপ্ত ছিলনা।* এ উক্তিটি নিম্নের উক্তিটির মতই ঃ

وَيۡلٞ يَوۡمَئِذٖ لِّلۡمُكَذِّبِينَ

Contents

সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ ঃ ১৫) কেননা তারা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এর চেয়ে বড় সর্বনাশ ও ক্ষতি আর কি হতে পারে যে, তারা কিয়ামাতের দিন নিজেদের সঙ্গী সাথীদের সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হবে এবং তাদের থেকে পৃথক থাকবে?

৪৬। আর আমি তাদের সাথে যে শাস্তির অঙ্গীকার করছি, যদি ওর সামান্য অংশও তোমাকে দেখিয়ে দিই, অথবা তোমাকে মৃত্যু দান করি, সর্বাবস্থায় তাদেরকে আমারই পানে আসতে হবে, আর আল্লাহ তাদের সকল কৃতকর্মেরই খবর রাখেন।	٤٦. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعۡضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمۡ أَوۡ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ
৪৭। প্রত্যেক উম্মাতের জন্য রাসূল রয়েছে, যখন তাদের সেই রাসূল (বিচার দিবসে) এসে পড়বে, (তখন) তাদের মীমাংসা করা হবে ন্যায়ভাবে, আর তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা।	٤٧. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمۡ قُضِيَ بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ

দুনিয়ায় এবং আখিরাতে অবাধ্যরা শাস্তিপ্রাপ্ত হবেই

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন ঃ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ হে রাসূল! তোমার মনে শান্তি আনার জন্য যদি তোমার জীবদ্দশায়ই তাদের (কাফিরদের) উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করি, অথবা তোমার মৃত্যু ঘটিয়ে দেই, তাহলে জেনে রেখ যে, সর্বাবস্থায়ই তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই কাছে। যদি তুমি দুনিয়ায় বেঁচে না'ও থাক, তবুও তোমার পরে তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী আমি নিজেই হব। আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

لِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ প্রত্যেক উম্মাতের জন্য এক একজন রাসূল রয়েছে, যখন তাদের কাছে তাদের রাসূল আসেন তখন ন্যায়ভাবে তাদের মীমাংসা করা হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কিয়ামাতের দিনকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৫/৯৯) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا

যমীন ওর রবের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে। (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৬৯) প্রত্যেক উম্মাতকে তাদের নাবীর বিদ্যমান অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। তাদের সাথে থাকবে তাদের ভাল বা মন্দ কাজের আমলনামা। এটা তাদের সাক্ষীরূপে কাজ করবে। মালাইকাও সাক্ষী হবেন যাদেরকে তাদের উপর রক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। একের পর এক প্রত্যেক উম্মাতকে পেশ করা হবে। এই উম্মাত আখেরী উম্মাত হলেও কিয়ামাতের দিন এরাই প্রথম উম্মাত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম এদের ফাইসালা করবেন। যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'যদিও আমরা সকলের শেষে এসেছি, কিন্তু কিয়ামাতের দিন আমরা হব সর্বপ্রথম। সমস্ত মাখলূকের পূর্বে আমাদেরই হিসাব নেয়া হবে।' (ফাতহুল বারী ৬/৫৯৫, মুসলিম ২/৫৮৫) এই উম্মাত এই মর্যাদা লাভ করেছে একমাত্র তাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারাকাতে। সুতরাং কিয়ামাত পর্যন্ত তাঁর উপর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক!

৪৮। আর তারা বলে ঃ (আমাদের) এই অঙ্গীকার কখন (সংঘটিত) হবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও?	٤٨. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
৪৯। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত আমি আমার নিজের জন্যও কোন উপকার বা ক্ষতির অধিকারী নই, প্রত্যেক উম্মাতের (আযাবের) জন্য একটি নির্দিষ্ট	٤٩. قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ

সময় আছে; যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট সময় এসে পৌঁছে তখন তারা মুহূর্তকাল না পশ্চাদপদ হতে পারবে, আর না অগ্রসর হতে পারবে।	ٱللَّهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَـْٔخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
৫০। তুমি বলে দাও ঃ বল তো, যদি তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব রাতে অথবা দিনে আসে তাহলে আযাবের মধ্যে এমন কোন্ জিনিস রয়েছে যা অপরাধীরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছে?	٥٠. قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُۥ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ
৫১। তাহলে কি ওটা যখন এসেই পড়বে, তখন ওটা বিশ্বাস করবে? (বলা হবে) হ্যাঁ, এখন মেনে নিলে। অথচ তোমরা ওর জন্য তাড়াহুড়া করছিলে।	٥١. أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِۦٓ ۚ ءَآلْـَٔـٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ
৫২। অতঃপর যালিমদেরকে বলা হবে ঃ চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে থাক, তোমরাতো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল পাচ্ছ।	٥٢. ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

অস্বীকারকারীরা কিয়ামাত দিবসকে ত্বরান্বিত করতে বলে

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন, এই মুশরিকরা শাস্তির জন্য তাড়াহুড়া করছে এবং সময় আসার পূর্বেই যাচঞা করছে। এতে তাদের জন্য কোনই মঙ্গল নেই। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন ঃ

يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ

যারা এটা বিশ্বাস করেনা তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা ওকে ভয় করে এবং জানে যে, ওটা সত্য। (সূরা শুরা, ৪২ ঃ ১৮) এ জন্যই মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শিখিয়ে দিচ্ছেন ঃ

قُل لَّآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

তুমি বল ঃ আমার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৮৮) আমি শুধু ঐটুকু বলি যেটুকু আমাকে বলে দেয়া হয়েছে। যদি আমি কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করি, তাহলে আমি ওর উপর সক্ষম নই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাকে তা প্রদান করেন। আমিতো শুধু তাঁর একজন বান্দা এবং তোমাদের কাছে প্রেরিত একজন দূত। আমি তোমাদেরকে সংবাদ প্রদান করছি যে, কিয়ামাত অবশ্যই সংঘটিত হবে। কিন্তু এর সময় আমার জানা নেই। কারণ এটা আমাকে জানানো হয়নি। لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ প্রত্যেক কাওমের জন্য একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে। فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ যখন ঐ সময় এসে যাবে তখন আর মুহুর্তকালও তারা পিছনে সরতে পারবেনা এবং সামনেও অগ্রসর হতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا

কিন্তু নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, আল্লাহ তখন কেহকেও অবকাশ দিবেননা। (সূরা মুনাফিকূন, ৬৩ ঃ ১১) কাফিরদের উপর আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ এসে যাবে। মহান আল্লাহ এ সম্পর্কেই তাদেরকে বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ.

أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُم بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ যদি রাতে বা

দিবাভাগে কোন এক সময় আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর শাস্তি এসে পড়ে, তখন কি করবে? কাজেই তাড়াহুড়া করছ কেন? যদি শাস্তি এসেই পড়ে তাহলে কি তখন ঈমান আনবে? তখন আর ঈমান আনয়নের সময় কোথায়? ঐ সময় তাদেরকে বলা হবে- যে শাস্তির জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছিলে, এখন এই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। ঐ সময় তারা বলবে ঃ

رَبَّنَآ أَبۡصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا

হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ ঃ ১২) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, শাস্তি এসে পড়লেই তারা বলবে ঃ

فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ. فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ فِي عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلۡكَٰفِرُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫) এ যালিমদেরকে বলা হবে ঃ

ذُوقُواْ عَذَابَ الْخُلْد এখন তোমরা চিরস্থায়ী শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। কিয়ামাত দিবসে এভাবে তাদেরকে খুব ধমক দিয়ে এ কথা বলা হবে। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন ঃ

يَوۡمَ يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا. هَٰذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحۡرٌ هَٰذَآ أَمۡ أَنتُمۡ لَا تُبۡصِرُونَ. ٱصۡلَوۡهَا فَٱصۡبِرُوٓاْ أَوۡ لَا تَصۡبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡكُمۡ ۖ إِنَّمَا تُجۡزَوۡنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অগ্নির দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি

তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ করা অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তূর, ৫২ ঃ ১৩-১৬)

৫৩। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে ঃ ওটা (শাস্তি) কি যথার্থ বিষয়? তুমি বলে দাও ঃ হ্যাঁ, আমার রবের শপথ! ওটা নিশ্চিত সত্য; আর তোমরা কিছুতেই আল্লাহকে অপারগ করতে পারবেনা।	٥٣. وَيَسْتَنۢبِـُٔونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِى وَرَبِّىٓ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ ۖ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
৫৪। আর যদি প্রত্যেক মুশরিকের কাছে এই পরিমাণ (মাল) থাকে যে, তা সমগ্র পৃথিবীর সম পরিমাণ হয় তাহলে সে তা দান করেও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে চাবে; এবং যখন তারা আযাব দেখতে পাবে তখন (নিজেদের) অনুশোচনা প্রকাশ করতে সক্ষম হবেনা, আর তাদের ফাইসালা করা হবে ন্যায়ভাবে এবং তাদের প্রতি অবিচার করা হবেনা।	٥٤. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِى ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ۚ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

প্রতিফল দিবস সত্য

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ 'লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে যে, দেহ মাটিতে পরিণত হওয়ার পর কিয়ামাতের দিন পুনরুত্থান কি সত্য? قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ তুমি তাদেরকে বলে দাও, হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ! এটা সত্য। তোমাদের

মাটি হয়ে যাওয়া এবং এরপর তোমাদেরকে পুনরায় পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা আমার রবের কাছে খুবই সহজ কাজ। তিনিতো তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন অস্তিত্বহীন থেকে।

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ

তাঁর ব্যাপারতো শুধু এই যে, যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন বলেন ‘হও’, ফলে তা হয়ে যায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৮২) এইরূপ শপথযুক্ত আয়াত কুরআনুল হাকীমের মধ্যে আর মাত্র দুই জায়গায় রয়েছে। এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুকুম করছেন যে, পুনরুত্থান ও পুনর্জীবনকে যারা অস্বীকার করে, তাদের কাছে তিনি যেন শপথ করে বর্ণনা করেন। সূরা সাবায় রয়েছে ঃ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ

কাফিরেরা বলে ঃ আমাদের উপর কিয়ামাত আসবেনা। বল ঃ আসবেই, শপথ আমার রবের! নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট ওটা আসবে। (সূরা সাবা, ৩৪ ঃ ৩) সূরা তাগাবুনে রয়েছে ঃ

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

কাফিরেরা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবেনা। বল ঃ নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে তোমাদের সেই সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (সূরা তাগাবুন, ৬৪ ঃ ৭) এরপর আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, যখন কিয়ামাত সংঘটিত হবে তখন কাফিরেরা কামনা করবে যে, যমীন ভর্তি সোনার বিনিময়ে হলেও তারা যদি আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে পারত!

وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ আর যখন তারা শাস্তি দেখতে পাবে তখন নিজেদের মনস্তাপকে গোপন রাখবে। তবে তাদের সাথে যে ব্যবহার করা হবে তা ইনসাফের সাথেই করা হবে। তাদের প্রতি মোটেই কোন অবিচার করা হবেনা।

৫৫। সাবধান! আসমানসমূহে এবং যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর; সাবধান! আল্লাহর অঙ্গীকার সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই বিশ্বাস করেনা।	٥٥. أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৫৬। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান, আর তোমরা সবাই তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।	٥٦. هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই আকাশসমূহের ও পৃথিবীর মালিক। তাঁর অঙ্গীকার সত্য এবং অবশ্য অবশ্যই তা পূর্ণ হবে। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তাঁরই কাছে সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তিনি এর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি সকল সৃষ্টি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সমুদ্রে, প্রান্তরে এবং বিশ্বের সর্বত্র যে কোন জায়গার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ কি রূপ পরিবর্তন লাভ করে তিনি তা জানেন।

৫৭। (হে মানব জাতি!) তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ হতে এমন বিষয় সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নাসীহাত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মু'মিনদের জন্য ওটা পথ প্রদর্শক ও রাহমাত।	٥٧. يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
৫৮। তুমি বলে দাও ঃ আল্লাহর এই দান ও রাহমাতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; তা ওটা (পার্থিব সম্পদ)	٥٨. قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ

فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ	**হতে বহু গুণে উত্তম যা তারা সঞ্চয় করছে।**

কুরআন হচ্ছে উপদেশ, আরোগ্যকারী এবং সুসংবাদদাতা

বান্দার উপর স্বীয় ইহসানের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ হে লোকসকল! তোমাদেরকে যে পবিত্র গ্রন্থটি (কুরআনুল কারীম) দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে নাসীহাতের একটি ভান্ডার যা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ এটা তোমাদের অন্তরের সমস্ত রোগের আরোগ্য দানকারী। وَهُدًى وَرَحْمَةٌ এটা তোমাদের অন্তরের সন্দেহ, সংশয়, কালিমা ও অপবিত্রতা দূরকারী। আরও দূরকারী অন্তরের কালিমা ও শির্ক। এর মাধ্যমে তোমরা মহান আল্লাহর হিদায়াত ও রাহমাত লাভ করতে পারবে। কিন্তু এটা লাভ করবে একমাত্র তারাই যারা এর উপর এবং এতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার উপর বিশ্বাস রাখে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّـٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য সুচিকিৎসা ও দয়া, কিন্তু তা সীমা লংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ৮২)

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدًى وَشِفَآءٌ

বল ঃ মু'মিনদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ ও ব্যাধির প্রতিকার। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৪৪)

قُلْ بِفَضْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ সুতরাং এটা নিয়ে তোমরা খুশি হয়ে যাও। هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ আর দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যেসব ভোগ্য

বস্তু তোমরা লাভ করেছ সেগুলো অপেক্ষা কুরআনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম ও উৎকৃষ্টতম বস্তু।

৫৯। তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিয্ক পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ?	٥٩. قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَـٰلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ
৬০। আর যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের কিয়ামাতের দিন সম্বন্ধে কি ধারণা? বাস্তবিক, মানুষের উপর আল্লাহর খুবই অনুগ্রহ রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।	٦٠. وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

আল্লাহ তা'আলা এবং তিনি যাকে মনোনীত করেন সে ছাড়া আর কারও কোন কিছু অনুমোদনের অধিকার নেই

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) প্রমুখ মনীষীগণ বলেন যে, মুশরিকরা কতকগুলো জন্তুকে 'বাহিরাহ' 'সাইবাহ' এবং 'ওয়াসিলাহ' নামে নামকরণ করে কোনটাকে নিজেদের উপর হালাল এবং কোনটাকে হারাম করে

নিত, এখানে এটাকেই খণ্ডন করা হয়েছে। (তাবারী ১৫/১১২, ১১৩) যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَٰمِ نَصِيبًا

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে থাকে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১৩৬)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) মালিক ইব্ন নাযলাহ (রাঃ) কৃত একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করি। ঐ সময় আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ভাল ছিলনা। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'তোমার কি কোন ধন-সম্পদ নেই?' আমি উত্তরে বললাম ঃ হ্যাঁ আছে। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন ঃ 'কি সম্পদ আছে?' আমি জবাব দিলাম ঃ সর্বপ্রকারের সম্পদ রয়েছে। যেমন উট, দাসদাসী, ঘোড়া এবং বকরী। তখন তিনি বললেন ঃ 'যখন তিনি তোমাকে মালধন দান করেছেন তখন তিনি তার নিদর্শন তোমার উপর দেখতে চান।' অতঃপর তিনি বললেন ঃ 'তোমাদের উষ্ট্রীর বাচ্চা হয়। ওর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাল ও নিখুঁত হয়। অতঃপর তোমরাই চাকু দিয়ে ওর কান কেটে দাও। আর এটাকে বল 'বাহায়ির'। আর তোমরা ওর চামড়া চিরে দাও এবং ওকে বলে থাক 'সারম'। তোমরা এগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নাও এবং পরিবারবর্গের জন্যও, এটা সত্য নয় কি?' আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, সত্য। এরপর তিনি বললেন ঃ 'জেনে রেখ যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তা সব সময়ের জন্য হালাল। কখনও তা হারাম হতে পারেনা। আল্লাহর হাত তোমাদের হাত অপেক্ষা অনেক বেশি শক্তিশালী। আল্লাহর চাকু তোমাদের চাকু অপেক্ষা বহুগুণে তীক্ষ্ণ।' (আহমাদ ৩/৪৭৩, ৪/১৩৬)

আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদের প্রতি নিজের কঠিন অসন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করছেন, যারা তাঁর হালালকে নিজেদের উপর হারাম করে এবং তাঁর হারামকে নিজেদের জন্য হালাল বানায়। আর এটা শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত মত ও প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করেই করে থাকে, যার কোন দলীল নেই।

এরপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কিয়ামাত দিবসের শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শন করে বলছেন ঃ

وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামাতের দিন আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব এ সম্পর্কে তাদের ধারণা কি?

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ নিশ্চয়ই আল্লাহ লোকদের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল। কারণ তিনি তাদের পাপের কারণে দুনিয়ায় শাস্তি প্রদান স্থগিত রেখে সংশোধনের সুযোগ দিচ্ছেন। (তাবারী ১৫/১১৩) আমি (ইব্‌ন কাসীর) বলি, এটাও উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা লোকদের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল। কেননা তিনি দুনিয়ায় তাদের জন্য এমন বহু জিনিস হালাল করেছেন, যেগুলি পেয়ে তারা আনন্দিত হয় এবং তাদের জন্য সেগুলি উপকারী। পক্ষান্তরে তিনি মানুষের জন্য এমন জিনিস হারাম করেছেন, যেগুলো তাদের জন্য সরাসরি ক্ষতিকর ছিল। এটা হয় দীনের দিক দিয়েই হোক, না হয় দুনিয়ার দিক দিয়েই হোক। কিন্তু অধিকাংশ লোকই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা। তারা আল্লাহর দেয়া নি'আমাতগুলি নিজেদের উপর হারাম করে নিচ্ছে এবং নাফসের উপর সংকীর্ণতা আনয়ন করছে। এটা এ রূপে যে, নিজেদের পক্ষ থেকে কোন জিনিস হালাল করছে এবং কোন জিনিস হারাম করছে। মুশরিকরা এটাকে নিজেদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেছে এবং একরূপ পন্থাই বানিয়ে নিয়েছে। যদিও আহলে কিতাবের মধ্যে এটা ছিলনা, কিন্তু এখন তারাও এই বিদ'আত চালু করে দিয়েছে।

٦١. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا
تَتْلُوا۟ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا
تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا
عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ج
وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ

৬১। আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুরই খবর থাকে, যখন তোমরা সেই কাজ করতে শুরু কর; কণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার রবের (জ্ঞানের) অগোচর নয় - না যমীনে, না আসমানে, আর তা হতে

ক্ষুদ্রতর, কিংবা বৃহত্তর, সমস্তই সুস্পষ্ট কিতাবে (কুরআনে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।	ذَرَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصۡغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرَ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٍ

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও আল্লাহর জ্ঞানগোচরে রয়েছে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিচ্ছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমার উম্মাত এবং সমস্ত মাখলূকের সমুদয় অবস্থা সম্পর্কে প্রতি মুহূর্তে অবহিত রয়েছেন। যমীন ও আসমানের অণু পরিমাণ জিনিসও, তা যতই নগণ্য হোক না কেন, কিতাবে মুবীন অর্থাৎ ইলমে ইলাহীতে বিদ্যমান রয়েছে।

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ

অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেহই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়েনা এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয়না, এমনিভাবে কোন সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয়না; সমস্ত বস্তুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৫৯) বৃক্ষ, জড় পদার্থ এবং প্রাণীসমূহের গতির খবর তিনিই রাখেন।

وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا طَٰٓئِرٖ يَطِيرُ بِجَنَاحَيۡهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمۡثَالُكُم

ভূ-পৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রতিটি জীব এবং বায়ুমন্ডলে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত প্রতিটি পাখীই তোমাদের ন্যায় এক একটি জাতি। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৩৮) সমুদয় বস্তুর গতিরও জ্ঞান যখন তাঁর রয়েছে, তখন যে মানুষ ইবাদাতের জন্য

Contents

আদিষ্ট, তাদের গতি ও আমলের জ্ঞান তাঁর কেন থাকবেনা? তিনিই প্রতিটি প্রাণীর জীবিকার জামিন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا

আর ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যাদের রিয্ক আল্লাহর যিম্মায় না রয়েছে। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৬) তাহলে বুঝা গেল যে, পৃথিবীতে বিচরণকারী সমুদয় প্রাণীরই খবর যখন তিনি রাখেন তখন তাঁর ইবাদাতের জন্য আদিষ্ট মানুষের খবর যে তিনি রাখবেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই? যেমন তিনি বলেন ঃ

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ. ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ

তুমি নির্ভর কর পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি দন্ডায়মান হও (সালাতের জন্য) এবং দেখেন সাজদাহকারীদের সাথে তোমার উঠা বসা। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ২১৭-২১৯) এ জন্যই মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ যে অবস্থায়ই তোমরা থাক, কুরআন পাঠ কর কিংবা অন্য যে কোন কাজ কর, আমি তোমাদেরকে দেখছি এবং সবকিছুই শুনছি। এ কারণেই যখন জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহ্সান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি বলেন ঃ ‘(ইহ্সানের অর্থ এই যে) এমনভাবে তুমি আল্লাহ তা‘আলার ইবাদাত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যেহেতু তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছনা, কিন্তু তোমার মনে রাখতে হবে যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন (এরূপ বিশ্বাস রাখবে)।’ (মুসলিম ১/৩৭)

৬২। মনে রেখ, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে, আর না তারা বিষন্ন হবে।	٦٢. أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

৬৩। তারা হচ্ছে সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং (পাপ হতে) পরহেয করে থাকে।	٦٣. ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ
৬৪। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও। আল্লাহর বাক্যসমূহে কোন পরিবর্তন হয়না; এটা হচ্ছে বিরাট সফলতা।	٦٤. لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَـٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

কারা আল্লাহর আউলিয়া

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তাঁর বন্ধু হচ্ছে ঐ লোকগুলি যারা ঈমান আনার পর পরহেযগারীও অবলম্বন করে। সুতরাং যারা পরহেযগার ও আল্লাহভীরু তারাই আল্লাহর বন্ধু। যখন তারা পারলৌকিক অবস্থার সম্মুখীন হবে তখন তারা মোটেই ভয় পাবেনা। আর দুনিয়ায়ও তারা কোন দুঃখ ও চিন্তায় পরিবেষ্টিত হবেনা।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যারা নাবীও নয় এবং শহীদও নয়। কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে নাবী ও শহীদগণ ঐ লোকদেরকে ভাগ্যবান মনে করবেন।’ জিজ্ঞেস করা হল ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তারা কারা, যাদেরকে আমরাও ভালবাসতে পারি?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা শুধু আল্লাহর মহব্বতে একে অপরকে মহব্বত করেছে (ভালবেসেছে)। তাদের মধ্যে নেই কোন মালের সম্পর্ক এবং নেই কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাদের মুখমন্ডল হবে নূরানী (উজ্জ্বল) এবং তারা নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। সেদিন যখন মানুষ ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে তখন তাদের কোন ভয় থাকবেনা এবং মানুষ যখন দুঃখে থাকবে তখনও তাদের কোন দুঃখ-

Contents

চিন্তা থাকবেনা।’ অতঃপর তিনি পাঠ করলেন ঃ أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর অলীদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। (আবূ দাঊদ ৩৫২৭, তাবারী ১৫/১২০)

সত্য খবর সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে জানানো হয়

উবাদাহ ইব্ন সামিত (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ এই আয়াতে আখিরাতের সুসংবাদতো হচ্ছে জান্নাত, কিন্তু দুনিয়ার সুসংবাদ দ্বারা উদ্দেশ্য কি?’ উত্তরে তিনি বললেন ঃ ‘সত্য স্বপ্ন, যে স্বপ্ন কেহ দেখে বা তার সম্পর্কে কেহকে স্বপ্ন দেখানো হয়। আর এই সত্য স্বপ্নও হচ্ছে নাবুওয়াতের সত্তর বা চুয়াল্লিশটি অংশের একটি অংশ।’ (তাবারী ১৫/১৩২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, আবূ যার (রাঃ) বলেছেন ঃ ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! মানুষ ভাল কাজ করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে তার ব্যাপারে বলবেন কী?।’ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এটিতো মুসলিমদের জন্য শুভ সংবাদ যা আগেই জানিয়ে দেয়া হচ্ছে। (আহমাদ ৫/১৫৬, মুসলিম ৪/২০৩৪) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এটাতো তাদের জন্য বর্তমান দুনিয়ায়ই একটি শুভ সংবাদ। অতঃপর তিনি বলেন ঃ শুভ স্বপ্নের মাধ্যমে মু’মিনরা যে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয় তা নাবুওয়াতের উনপঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। সুতরাং যে ব্যক্তি ভাল স্বপ্ন দেখবে সে যেন অন্যদের কাছে তা বর্ণনা করে। আর যে খারাপ স্বপ্ন দেখবে যা সে পছন্দ করেনা, ওটা তাকে দুঃখ দেয়ার জন্য শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তখন ঐ ব্যক্তির উচিত, সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে ও তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করে এবং জনগণের কাছে তা প্রকাশ না করে।’ (আহমাদ ৫/২১৯)

কথিত আছে যে, উত্তম স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত শুভ সংবাদ। মু’মিনের মৃত্যুর সময় মালাইকা তাকে জান্নাত ও মাগফিরাতের শুভ সংবাদ দিয়ে থাকেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى

ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

যারা বলে ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ! অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাইকা (ফেরেশতা) এবং বলে ঃ তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু - দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েস কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ণ। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ ঃ ৩০-৩২)

বারা'র (রাঃ) হাদীসে রয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন উজ্জ্বল চেহারা ও সাদা পোশাক বিশিষ্ট মালাক/ফেরেশতা তার কাছে আগমন করেন এবং বলেন ঃ 'হে পবিত্র আত্মা! শান্তি ও সুখময় খাদ্যের দিকে বেরিয়ে এসো এবং তোমার রবের কাছে চল যিনি তোমার প্রতি রাগান্বিত নন। তখন তার মুখ দিয়ে এমনভাবে আত্মা বেরিয়ে আসে যেমনভাবে মশকের মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে আসে।' (আহমাদ ৪/২৮৭) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى
كُنتُمْ تُوعَدُونَ

মহাভীতি তাদেরকে বিষাদ ক্লিষ্ট করবেনা এবং মালাইকা তাদেরকে অভ্যর্থনা করবে এই বলে ঃ এই তোমাদের সেই দিন যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। (সূরা আম্বিয়া, ২১ ঃ ১০৩) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم
بُشْرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

Contents

সেদিন তুমি দেখবে মু'মিন নর-নারীদেরকে তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডান পাশে তাদের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হবে। আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে, এটাই মহাসাফল্য। (সূরা হাদীদ, ৫৭ ঃ ১২)

৬৫। আর তোমাকে যেন তাদের উক্তিগুলি বিষণ্ন না করে। সকল ক্ষমতা এবং ইয্যাত আল্লাহরই জন্য; তিনি শোনেন, জানেন।	٦٥. وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۚ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ
৬৬। মনে রেখ, যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে, এই সমস্তই আল্লাহর। আর যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্য শরীকদের ইবাদাত করে তারা কোন্ বস্তুর অনুসরণ করছে? তারা শুধু অবাস্তব খেয়ালের তাবেদারী করে চলছে এবং শুধু অনুমান প্রসূত কথা বলছে।	٦٦. أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
৬৭। তিনি এমন যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন, যেন তোমরা তাতে স্বস্তি লাভ কর। আর দিনকেও এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তা হচ্ছে	٦٧. هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ

দেখাশোনার উপকরণ। ওতে (তাওহীদের) প্রমাণসমূহ রয়েছে তাদের জন্য যারা শোনে।	لِّقَوۡمٖ يَسۡمَعُونَ

সর্বময় ক্ষমতা এবং সম্মান একমাত্র আল্লাহর, তাঁরই হাতে বিশ্বজগতের নিয়ন্ত্রণ

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, وَلَا يَحْزُنكَ মুশরিকদের বিভিন্ন মন্তব্য যেন তোমাকে দুঃখিত না করে। তাদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাঁরই উপর নির্ভরশীল হও। إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا সর্বপ্রকারের সম্মান ও বিজয় আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের জন্য। মহান আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের কথা শোনেন এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। আকাশসমূহ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। মুশরিকরা যে মূর্তিগুলোর পূজা করছে সেগুলো তাদের ক্ষতি ও লাভ কিছুই করতে সক্ষম নয়। আর তাদের পূজা করার যুক্তিসম্মত কোন দলীলও নেই। এই মুশরিকরাতো শুধু মিথ্যা, অযৌক্তিক ও অনুমান প্রসূত মতেরই অনুসরণ করছে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যেন তারা সারা দিনের শ্রান্তি ও ক্লান্তির পর আরাম ও শান্তি লাভ করতে পারে। আর তিনি দিনকে জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশে উজ্জ্বল করেছেন। তারা দিনে সফর করে থাকে এবং আলোকের মধ্যে তাদের জন্য আরও অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ যারা উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করে তাদের জন্য এই আয়াতগুলির মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে। এগুলি সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে।

৬৮। তারা বলে ঃ আল্লাহর সন্তান আছে, সুবহানাল্লাহ!	٦٨. قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدٗاۗ

তিনিতো কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁরই অধীনে রয়েছে যা কিছু আসমানসমূহে আছে এবং যা কিছু যমীনে আছে। তোমাদের কাছে এর (উক্ত দাবীর) কোন প্রমাণও নেই; আল্লাহ সম্বন্ধে কি তোমরা এমন কথা আরোপ করছ যা তোমাদের জানা নেই?	سُبۡحَـٰنَهُۥ ۖ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ۖ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ ۚ إِنۡ عِندَكُم مِّن سُلۡطَـٰنِۭ بِهَـٰذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ
৬৯। তুমি বলে দাও ঃ যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করে তারা সফলকাম হবেনা।	٦٩. قُلۡ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ
৭০। এটা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ মাত্র। অতঃপর আমারই দিকে তাদের ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর বিনিময়ে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব।	٧٠. مَتَـٰعٌ فِي ٱلدُّنۡيَا ثُمَّ إِلَيۡنَا مَرۡجِعُهُمۡ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلۡعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكۡفُرُونَ

স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি হতে আল্লাহ মুক্ত

وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ এখানে আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকদেরকে তিরস্কার করছেন যারা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে (নাঊযুবিল্লাহি মিন যালিক)। তিনি এসব থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। বরং তিনি সমস্ত জিনিস থেকেই অমুখাপেক্ষী। দুনিয়ায় যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে,

সবকিছুই তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ার কাঙ্গাল ও একমাত্র তাঁরই মুখাপেক্ষী। যমীন, আসমান ও এ দু'য়ের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর অধিকারভুক্ত। তাহলে তিনি নিজেরই বান্দা বা দাসকে কিরূপে সন্তান বানাতে পারেন? কাফির ও মুশরিকদের কাছে এই মিথ্যা ও অপবাদমূলক কথার কোনই প্রমাণ নেই। এটা মুশরিকদের জন্য কঠিন সতর্কতামূলক উক্তি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ

وَقَالُوا۟ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا. لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْـًٔا إِدًّا. تَكَادُ ٱلسَّمَـٰوَٰتُ
يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا. أَن دَعَوْا۟ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا. وَمَا
يَنۢبَغِى لِلرَّحْمَـٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِن كُلُّ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّآ
ءَاتِى ٱلرَّحْمَـٰنِ عَبْدًا. لَّقَدْ أَحْصَىٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ
ٱلْقِيَـٰمَةِ فَرْدًا

তারা বলে ঃ দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরাতো এক বীভৎস কথার অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশসমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, যেহেতু তারা দয়াময়ের উপর সন্তান আরোপ করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভন নয়। আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেহ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবেনা বান্দা রূপে। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন। এবং কিয়ামাত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়। (সূরা মারইয়াম, ১৯ ঃ ৮৮-৯৫) এরপর মহান আল্লাহ এই অপবাদ প্রদানকারী কাফিরদেরকে ধমকের সুরে বলছেন যে, তারা দীন ও দুনিয়া কোথাও মুক্তি পাবেনা। কিন্তু দুনিয়ায় যে তাদেরকে কিছু ভোগ্য বস্তু প্রদান করা হচ্ছে তা এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঢিল দিয়ে রেখেছেন, যেন তারা দুনিয়ার নগণ্য ভোগ্য বস্তু দ্বারা কিছুটা উপকার লাভ করে।

ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ অতঃপর তাদেরকে ভীষণ শাস্তির শিকারে পরিণত করা হবে। এই দুনিয়াতো তাদের জন্য অল্প কয়েক দিনের সুখের জায়গা। এরপর তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

ثُمَّ نَضۡطَرُّهُمۡ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ ঃ ২৪) এটা হবে তাদের মিথ্যা অপবাদ এবং কুফরীর কারণে।

৭১। আর তুমি তাদেরকে নূহের ইতিবৃত্ত পড়ে শোনাও, যখন সে নিজের কাওমকে বলল ঃ হে আমার কাওম! যদি তোমাদের কাছে দুর্বহ মনে হয় আমার অবস্থান এবং আল্লাহর আদেশাবলীর নাসীহাত করা, তাহলে আমারতো আল্লাহরই উপর ভরসা। সুতরাং তোমরা তোমাদের (কল্পিত) শরীকদেরকে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের তাদবীর মযবূত করে নাও, অতঃপর তোমাদের সেই তাদবীর (গোপন ষড়যন্ত্র) যেন তোমাদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয়, তারপর আমার সাথে (যা করতে চাও) করে ফেল, আর আমাকে মোটেই অবকাশ দিওনা।	٧١. وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ نُوحٍ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكُم مَّقَامِي وَتَذۡكِيرِي بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡتُ فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَشُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُنۡ أَمۡرُكُمۡ عَلَيۡكُمۡ غُمَّةً ثُمَّ ٱقۡضُوٓاْ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ
৭২। অতঃপর যদি তোমরা পরোমুখই থাক তাহলে আমিতো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পারিশ্রমিকতো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে। আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে, আমি যেন অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত থাকি।	٧٢. فَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَمَا سَأَلۡتُكُم مِّنۡ أَجۡرٍۖ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِۖ وَأُمِرۡتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ

Contents

٧٣. فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَٰهُ وَمَن مَّعَهُۥ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَٰهُمْ خَلَٰٓئِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا ۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ

৭৩। অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে থাকে; অতএব আমি তাকে এবং যারা তার সাথে নৌকায় ছিল তাদেরকে নাজাত দিলাম ও তাদেরকে আবাদ করলাম, আর যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল তাদেরকে নিমজ্জিত করলাম। সুতরাং দেখ কি পরিণাম হয়েছিল তাদের যাদেরকে সাবধান করা হয়েছিল।

নূহ (আঃ) এবং তাঁর সম্প্রদায়ের ঘটনা

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন ঃ হে নাবী! মাক্কার কাফিরদেরকে, যারা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং তোমার বিরোধিতা করছে তাদেরকে নূহ এবং তার কাওমের ঘটনা শুনিয়ে দাও। তারা তাদের নাবীকে অবিশ্বাস করেছিল, ফলে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছিলেন এবং তাদের সকলকে কিভাবে পানিতে ডুবিয়ে দেন! যাতে পূর্ববর্তীদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে এ লোকগুলো সতর্ক হয়ে যায় যে, না জানি তাদেরকেও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়। ঘটনা এই যে, নূহ (আঃ) যখন তাঁর কাওমকে বললেন ঃ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَّلْتُ যদি তোমাদের কাছে আমার বসবাস করা এবং সঠিক পথে আনার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দান তোমাদের নিকট ভারী বোধ হয় তাহলে জেনে রেখ যে, আমি একে মোটেই গ্রাহ্য করিনা। আমি শুধু আল্লাহর উপর নির্ভর করছি। তোমাদের কাছে কঠিন বোধ হোক বা না’ই হোক, আমি আমার প্রচার কাজ করা থেকে বিরত থাকতে পারবনা। তোমরা এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে শরীক বানিয়ে নিয়েছ, অর্থাৎ তোমাদের উপাস্য মূর্তি/প্রতিমাগুলো,

Contents

সবাই এক হয়ে যাও এবং নিজেদের চেষ্টার কোনই ত্রুটি না করে সবদিক দিয়ে নিজেদেরকে দৃঢ় করে নাও।

... فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً

অতঃপর তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকে যে, তোমরাই হক পথে রয়েছ তাহলে আমার ব্যাপারে তোমাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করে ফেল এবং আমাকে এক ঘন্টাও অবকাশ দিওনা। সাধ্যমত তোমরা সবকিছুই করতে পার। তথাপি জেনে রেখ যে, তোমাদেরকে আমি পরওয়া করিনা এবং ভীতও নই। কেননা আমি জানি যে, তোমাদের অনুমানের ভিত্তি কোন কিছুরই উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।' হুদ (আঃ) স্বীয় কাওমকে এরূপই বলেছিলেন ঃ

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعۡتَرَىٰكَ بَعۡضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٖۗ قَالَ إِنِّيٓ أُشۡهِدُ ٱللَّهَ وَٱشۡهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٞ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ. مِن دُونِهِۦۖ فَكِيدُونِي جَمِيعٗا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ. إِنِّي تَوَكَّلۡتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم

আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থেক, আমি তা থেকে মুক্ত, তোমরা যে ইবাদাতে তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক সাব্যস্ত করছ। সুতরাং তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাক, অতঃপর আমাকে সামান্য অবকাশ দিওনা। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি, যিনি আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ৫৪-৫৬)

সমস্ত নাবী-রাসূলগণের একই দীন/ধর্ম 'ইসলাম'

নূহ (আঃ) তাঁর কাওমকে বলেছিলেন ঃ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ যদি তোমরা আমাকে অবিশ্বাস করে আমার দিক থেকে সরে পড় তাহলে এমনতো নয় যে, তোমাদের কাছে আমার কিছু পাওয়ার আশা ছিল, যা নষ্ট হওয়ার কারণে আমার দুঃখ হবে। আমি যে তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি তার কোন বিনিময় তোমাদের কাছে চাচ্ছিনা। আমাকে বিনিময় প্রদান করবেন আল্লাহ। আমার প্রতি এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন সর্বপ্রথম ঈমান আনি। আর আমার জন্য এটা অবশ্য কর্তব্য যে, আমি যেন ইসলামের আহকাম কার্যকর করি। কেননা

প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত নাবীর দীন ইসলামই বটে। আইন ও পন্থা পৃথক হলেও তাওহীদের শিক্ষাতো একই।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার উক্তি ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

তোমাদের প্রত্যেকের (সম্প্রদায়) জন্য আমি নির্দিষ্ট শারীয়াত এবং নির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করেছিলাম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৮) এই নূহ (আঃ) বলেন ঃ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ আমাকে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হই। ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِذْ قَالَ لَهُۥ رَبُّهُۥٓ أَسْلِمْ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ. وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَٰهِـۧمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَـٰبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

যখন তার রাব্ব তাকে বলেছিলেন ঃ তুমি আনুগত্য স্বীকার কর; সে বলেছিল ঃ আমি বিশ্বজগতের রবের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। আর ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় সন্তানদেরকে সদুপদেশ প্রদান করেছিল ঃ হে আমার বংশধরগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই ধর্ম মনোনীত করেছেন, অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করনা। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ১৩১-১৩২) নাবী ইউসুফও (আঃ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّـٰلِحِينَ

হে আমার রাব্ব! আপনি আমাকে রাজ্য দান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! আপনিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক, আপনি আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎ কর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করুন! (সূরা ইউসুফ, ১২ ঃ ১০১) মূসা (আঃ) বলেছিলেন ঃ

يَٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ

হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৪) মূসার (আঃ) যুগের যাদুকরগণ বলেছিল ঃ

رَبَّنَآ أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং মুসলিম রূপে আমাদের মৃত্যু দান করুন! (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১২৬) বিলকিস বলেছিল ঃ

رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

হে আমার রাব্ব! আমিতো নিজের প্রতি যুল্ম করেছিলাম, আমি সুলাইমানের সাথে জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করছি। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ৪৪) ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟

আমি তাওরাত নাযিল করেছিলাম, যাতে হিদায়াত ছিল এবং (আনুষ্ঠানিক বিধানাবলীর) আলো ছিল, আল্লাহর অনুগত নাবীগণ তদনুযায়ী ইয়াহুদীদেরকে আদেশ করত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ৪৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّۦنَ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ

আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে আদেশ করলাম ঃ আমার প্রতি এবং আমার রাসূলের প্রতি ঈমান আন, তখন তারা বলল ঃ আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা পূর্ণ মুসলিম। (সূরা মায়িদাহ, ৫ ঃ ১১১) সর্বশেষ নাবী, মানব নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ

আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১৬২-১৬৩) তিনি বলেন ঃ ‘আমরা নাবীগণের দল যেন বৈমাত্রেয় ভাই। আমাদের সবারই পিতা একজন এবং মাতা পৃথক পৃথক। আমাদের সবারই দীন একই। (ফাতহুল বারী ৬/৫৫০) অর্থাৎ তা হচ্ছে এক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁর সাথে অন্য কেহকে শরীক না করা।

শাইতানী কাজ এবং উহার পরিণাম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُۥ আমি নূহকে এবং তার অনুসারীদেরকে নৌকায় তুলে মুক্তি দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে যমীনের উপর প্রতিনিধি বানিয়েছিলাম। পক্ষান্তরে যারা তাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম। দেখ, হতভাগাদের পরিণাম কি হয়েছিল! হে মুহাম্মাদ! দেখ, আমি মু’মিনদেরকে কিরূপে মুক্তি দিয়েছি এবং নাফরমানদেরকে কিভাবে ধ্বংস করেছি!’

৭৪। আবার আমি তার পরে অপর রাসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করলাম। তারা তাদের নিকট মু’জিযা’সমূহ নিয়ে এলো। এতদসত্ত্বেও তারা পূর্বে যা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল পরে তা মেনে নেয়ার ছিলনা; এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেন।	٧٤. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِۦ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوا۟ بِمَا كَذَّبُوا۟ بِهِۦ مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ

আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি নূহের পর অন্যান্য রাসূলদেরকেও তাদের কাওমের নিকট দলীল প্রমাণাদী ও মু’জিযাসহ পাঠিয়েছিলাম। فَمَا كَانُوا۟

لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ কিন্তু তারা পূর্বে যেভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, ওর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকল। তারা পূর্ববর্তী রাসূলদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে পাপীতো হয়েছিলই, তদুপরি এই রাসূলদের উপরও ঈমান আনলনা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ

এর ফলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে দিব। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ১১০) আল্লাহ তা'আলার উক্তি ঃ

كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلوبِ الْمُعْتَدِينَ এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্ত রসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দেন। অর্থাৎ যেমন পূর্ববর্তী উম্মাতেরা তাদের নাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছিলাম, অনুরূপভাবে ঐ পথভ্রষ্টদের পরবর্তী অনুসরণকারীদের অন্ত রসমূহের উপরও আমি মোহর লাগিয়ে দিব। এটা নূহের (আঃ) পরবর্তী লোকদের বর্ণনা। যে জাতিই তাদের রাসূলকে অস্বীকার করেছে তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা ধ্বংস করেছেন এবং ঈমান আনয়নকারীদেরকে আল্লাহ রক্ষা করেছেন। আসলে আদমের (আঃ) পরের যুগের লোকেরা ইসলামের উপরই কায়েম ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট নূহকে (আঃ) প্রেরণ করেন। এ কারণেই কিয়ামাতের দিন মু'মিনরা নূহকে (আঃ) বলবে ঃ 'আপনি হচ্ছেন দুনিয়ায় প্রেরিত প্রথম নাবী।'

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আদম (আঃ) ও নূহের (আঃ) মাঝে দশটি প্রজন্ম অতিবাহিত হয়েছিল। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/১০১) তারা সবাই ইসলাম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنۢ بَعْدِ نُوحٍ

নূহের পর আমি কত মানবগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি! (সূরা ইসরা, ১৭ ঃ ১৭) উপরোল্লিখিত আয়াত দ্বারা আরাবের সেই মুশরিকদের ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে, যারা সর্বশেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছিল। পূর্ববর্তী নাবীদেরকে অবিশ্বাসকারীদের শাস্তির কথা যখন আল্লাহ তা'আলা এভাবে উল্লেখ করলেন, তখন কুরাইশরা যে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

অবিশ্বাস করছে, এ ব্যাপারে তাদের চিন্তা করা উচিত যে, তারাতো আরও বেশি পাপে জড়িয়ে পড়ছে। কারণ তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নাবী! তাঁর পরে না আর কোন নাবী আসবেন যে, তারা হিদায়াত লাভের আরও কোন সুযোগ পাবে।

৭৫। অতঃপর আমি তাদের পর মূসা ও হারুণকে আমার মু'জিযা সহকারে ফির'আউন ও তার প্রধানদের নিকট পাঠালাম, অতঃপর তারা অহংকার করল, আর সেই লোকগুলি ছিল পাপাচারী পরায়ণ।	٧٥. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنۢ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بِـَٔايَٰتِنَا فَٱسْتَكْبَرُوا۟ وَكَانُوا۟ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ
৭৬। অতঃপর যখন তাদের প্রতি আমার সন্নিধান হতে প্রমাণ পৌঁছল তখন তারা বলতে লাগল, নিশ্চয়ই এটা সুস্পষ্ট যাদু।	٧٦. فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا۟ إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ
৭৭। মূসা বলল ঃ তোমরা কি এই যথার্থ প্রমাণ সম্পর্কে এমন কথা বলছ, যখন ওটা তোমাদের নিকট পৌঁছল? এটা কি যাদু? অথচ যাদুকররাতো সফলকাম হয়না!	٧٧. قَالَ مُوسَىٰٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّٰحِرُونَ
৭৮। তারা বলতে লাগল ঃ তুমি কি আমাদের নিকট এ জন্য এসেছ যে, আমাদেরকে সরিয়ে দাও সেই তরীকা হতে, যাতে	٧٨. قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ

আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি, আর পৃথিবীতে তোমাদের দু'জনের আধিপত্য স্থাপিত হয়ে যায়? আমরা তোমাদের দু'জনকে কখনও মানবইনা।	**لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ**

মূসা (আঃ) এবং অভিশপ্ত ফির'আউনের ঘটনা

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ **ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِه بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ** এই রাসূলদের পরে আমি ফির'আউন ও তার দলবলের কাছে মূসা ও হারুণকে পাঠালাম এবং তাদের সাথে আমার নিদর্শনাবলী, দলীল প্রমাণাদী ও মু'জিযাসমূহও ছিল। কিন্তু ঐ পাপিষ্ঠ কাওম সত্যের অনুসরণ ও আনুগত্য অস্বীকার করে বসে। যখন তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে সত্য বিষয়গুলি পৌঁছে গেল তখন তারা কোন চিন্তা না করেই বলতে লাগল ঃ

هَـــذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ এটাতো সুস্পষ্ট যাদু। তারা যেন নিজেদের অবাধ্যতার উপর শপথই করে বসেছিল। অথচ তাদের নিজেদেরই বিশ্বাস ছিল যে, তারা যা কিছু বলছে প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা ও অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলি প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের অন্তর ঐগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। (সূরা নামল, ২৭ ঃ ১৪) মূসা (আঃ) তাদের দাবী খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন ঃ

أَتقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءكُمْ أَسِحْرٌ هَـــذَا وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ. قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا সত্য যখন তোমাদের কাছে এসে গেছে তখন তোমরা বলছ যে, এটা যাদু ছাড়া কিছুই নয়। অথচ যাদুকররাতো কখনও কল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখাতে পারেনা।

Contents

ঐ অবাধ্যরা মূসাকে (আঃ) বলল ঃ হে মূসা! আপনিতো আমাদের কাছে এ জন্যই এসেছেন যে, আমাদেরকে আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম থেকে ফিরিয়ে দিবেন, অতঃপর শ্রেষ্ঠত্ব, রাজত্ব এবং বিজয় গৌরব সবই হয়ে যাবে আপনার ও আপনার ভাই হারুণের (আঃ) জন্য।

৭৯। এবং ফির‘আউন বলল ঃ আমার কাছে সমস্ত সুদক্ষ যাদুকরদের উপস্থিত কর।	٧٩. وَقَالَ فِرۡعَوۡنُ ٱئۡتُونِي بِكُلِّ سَٰحِرٍ عَلِيمٖ
৮০। অতঃপর যখন যাদুকররা এলো, তখন মূসা তাদেরকে বলল ঃ নিক্ষেপ কর যা কিছু তোমরা নিক্ষেপ করতে চাও।	٨٠. فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلۡقُواْ مَآ أَنتُم مُّلۡقُونَ
৮১। অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল ঃ যাদু এটাই, নিশ্চয়ই আল্লাহ এখনই এটাকে বানচাল করে দিবেন; (কেননা) আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কাজ সার্থক করেননা।	٨١. فَلَمَّآ أَلۡقَوۡاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئۡتُم بِهِ ٱلسِّحۡرُۖ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبۡطِلُهُۥٓۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصۡلِحُ عَمَلَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ
৮২। আর আল্লাহ তাঁর বাণী অনুযায়ী সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও পাপাচারীরা তা অপ্রীতিকর মনে করে।	٨٢. وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُجۡرِمُونَ

মূসা (আঃ) এবং যাদুকরদের ঘটনা

মহান আল্লাহ যাদুকর ও মূসার (আঃ) কাহিনী সূরা আ’রাফে বর্ণনা করেছেন এবং সেখানে এর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর এই সূরায় এবং সূরা তাহা ও সূরা শুআরায়ও এটা বর্ণিত হয়েছে। অভিশপ্ত ফির‘আউন তার যাদুকরদের বাজে কথন এবং প্রতারণামূলক কলাকৌশলের মাধ্যমে মূসার (আঃ) সুস্পষ্ট সত্যের মুকাবিলা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে উল্টা। অভিশপ্ত ফির‘আউন বিফল মনোরথ হয় এবং সাধারণ সমাবেশে আল্লাহ তা‘আলার দলীল প্রমাণাদী ও মু‘জিযাসমূহ জয়যুক্ত হয়।

وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَٰجِدِينَ. قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ. رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

যাদুকরেরা তখন সাজদাবনত হল। তারা বলল ঃ আমরা বিশ্বের রবের প্রতি ঈমান আনলাম, মূসা ও হারুণের রবের প্রতি। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১২০-১২২) ফির‘আউনের বিশ্বাস ছিল যে, সে যাদুকরদের সাহায্যে আল্লাহর রাসূলের উপর বিজয় লাভ করবে। কিন্তু সে অকৃতকার্য হয় এবং তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে যায়।

ফির‘আউন নির্দেশ দিয়েছিল ঃ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে যেন যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হয়। ঐ যাদুকররা মূসাকে (আঃ) বলে ঃ ‘আপনি যে কাজ করতে চান তা করে ফেলেন।’ তাদের এ কথা বলার কারণ ছিল এই যে, ফির‘আউন তাদের সাথে অঙ্গীকার করেছিল ঃ তোমরা যদি বিজয় লাভ করতে পার তাহলে আমার নৈকট্য লাভ করবে এবং তোমাদেরকে বড় ধরনের পুরস্কার দেয়া হবে।

قَالُواْ يَٰمُوسَىٰٓ إِمَّآ أَن تُلْقِيَ وَإِمَّآ أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ. قَالَ بَلْ أَلْقُواْ

তারা বলল ঃ হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর অথবা প্রথমে আমরাই নিক্ষেপ করি। মূসা বলল ঃ বরং তোমরাই নিক্ষেপ কর। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৫-৬৬) মূসা (আঃ) চেয়েছিলেন যে, যাদুকরেরা আগে তাদের যাদু প্রকাশ করুক। এরপর তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মু‘জিযা প্রকাশ করবেন যাতে উপস্থিত জনতার কাছে সত্য প্রকাশ পায় এবং সবাই যাদুকরদের ভেল্কিবাজী বুঝতে পারে। তাই মূসা (আঃ)

বললেন ঃ তোমরাই প্রথমে তোমাদের কলাকৌশল প্রদর্শন কর। যাদুকরেরা তাদের যাদুর দড়িগুলো নিক্ষেপ করল এবং জনগণের চোখে যাদু লাগিয়ে দিল। তাদের দড়িগুলো সাপ হয়ে গেল, ফলে জনগণ ভয় পেয়ে গেল। তারা মনে করল যে, যাদুকরেরা বড় রকমের যাদু পেশ করেছে। মূসাও (আঃ) ভয় পেয়ে গেলেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা তখন মূসাকে (আঃ) বললেন ঃ

لَا تَخَفۡ إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡأَعۡلَىٰ. وَأَلۡقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓاْۖ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سَٰحِرٖۖ وَلَا يُفۡلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيۡثُ أَتَىٰ

ভয় করনা, তুমি প্রবল। তোমার ডান হাতে যা আছে তা নিক্ষেপ কর, এটা তারা যা করেছে তা গ্রাস করে ফেলবে, তারা যা করেছে তাতো শুধু যাদুকরের কৌশল; যাদুকর যেখানেই আসুক সফল হবেনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৬৭-৬৯) এ অবস্থায় মূসা (আঃ) তাদেরকে বললেন ঃ

مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ.

وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ এটাতো তোমাদের যাদুর খেলা। আল্লাহ তা‘আলা অবশ্যই তোমাদের এ কাজকে মিথ্যা প্রমাণিত করবেন।

---

٨٣. فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٞ مِّن قَوۡمِهِۦ عَلَىٰ خَوۡفٖ مِّن فِرۡعَوۡنَ وَمَلَإِيْهِمۡ أَن يَفۡتِنَهُمۡۚ وَإِنَّ فِرۡعَوۡنَ لَعَالٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

৮৩। বস্তুতঃ মূসার প্রতি তার স্বগোত্রীয় লোকদের মধ্যে (প্রথমে) শুধু অল্প সংখ্যক লোকই ঈমান আনল, তাও ফির‘আউন ও তার প্রধানবর্গের এই ভয়ে যে, তারা তাদেরকে নির্যাতন করে; আর বাস্তবিক পক্ষে ফির‘আউন সেই দেশে (রাজ্য) ক্ষমতা রাখত, আর এটাও ছিল যে, সে (ন্যায়ের) সীমাতিক্রম করে ফেলতো।

ফির‘আউনের সম্প্রদায়ের মাত্র কয়েকজন যুবক মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন ঃ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ মূসা (আঃ) যখন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী পেশ করলেন, তখন ফির‘আউনের কাওমের লোকদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক লোকই তাঁর উপর ঈমান আনলো। ঈমান আনয়নকারী নবযুবকদের এই ভয় ছিল যে, ফির‘আউন জোরপূর্বক তাদেরকে পুনরায় কুফরীর দিকে ফিরিয়ে নিবে। কেননা ফির‘আউন ছিল বড়ই দাম্ভিক, ধূর্ত ও উদ্ধত। তার কাওম তাকে অত্যধিক ভয় করত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, বানী ইসরাঈল ছাড়া অন্যান্যদের মধ্য থেকে শুধু ফির‘আউনের স্ত্রী, তার কোষাধ্যক্ষ এবং তার স্ত্রী, এই অল্প সংখ্যক লোক ঈমান এনেছিল। (তাবারী ১৫/১৬৪)

বানী ইসরাঈলের সবাই মূসার (আঃ) উপর ঈমান এনেছিল এবং তাদেরকে সুসংবাদও দেয়া হয়েছিল। তারা মূসার (আঃ) গুণাবলী সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ছিল। পবিত্র গ্রন্থাবলী হতে তারা এই সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ফির‘আউনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিবেন এবং তার উপর তাদেরকে করবেন জয়যুক্ত। আর এ কারণেই ফির‘আউন যখন এ খবর জানতে পারল তখন থেকে সে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে লাগল। মূসা (আঃ) যখন তার কাছে প্রচারক হয়ে এলেন তখন সে বানী ইসরাঈলের উপর যুল্ম করতে শুরু করে।

قَالُوٓا۟ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنۢ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا ۚ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

তারা বলল ঃ আপনি আমাদের নিকট (নাবী রূপে) আগমনের পূর্বেও আমরা (ফির‘আউন কর্তৃক) নির্যাতিত হয়েছি এবং আপনার আগমনের পরও নির্যাতিত হচ্ছি। সে (মূসা) বলল ঃ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তোমাদের রাব্ব তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করবেন এবং তোমাদেরকে তাদের রাজ্যে স্থলাভিষিক্ত করবেন, অতঃপর তোমরা কিরূপ কাজ কর তা তিনি লক্ষ্য করবেন। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১২৯) পরবর্তী বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, বানী ইসরাঈলের সবাই মু’মিন ছিল।

৮৪। আর মূসা বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রাখ তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা মুসলিম হও।	٨٤. وَقَالَ مُوسَىٰ يَـٰقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا۟ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ
৮৫। তারা বলল ঃ আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা,	٨٥. فَقَالُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ
৮৬। আর আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহে এই কাফিরদের (কবল) হতে মুক্তি দিন।	٨٦. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ

মূসা (আঃ) তার লোকদেরকে আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে বললেন ঃ قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান এনেই থাক তাহলে একমাত্র তাঁরই উপর ভরসা কর। আল্লাহ তা‘আলা ভরসাকারীদের যিম্মাদার হয়ে যান।

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ

আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? (সূরা যুমার, ৩৯ ঃ ৩৬)

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ

যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (সূরা তালাক, ৬৫ ঃ ৩) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ তা'আলা ইবাদাত ও তাওয়াক্কুলকে এক জায়গায় মিলিয়ে বলেছেন। যেমন বলেন ঃ

فَٱعۡبُدۡهُ وَتَوَكَّلۡ عَلَيۡهِ

সুতরাং তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর উপর নির্ভর কর। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১২৩) অন্যত্র বলেন ঃ

قُلۡ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ءَامَنَّا بِهِۦ وَعَلَيۡهِ تَوَكَّلۡنَا

বল ঃ তিনি দয়াময়, আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি। (সূরা মুল্ক, ৬৭ ঃ ২৯)

رَّبُّ ٱلۡمَشۡرِقِ وَٱلۡمَغۡرِبِ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذۡهُ وَكِيلًا

তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; অতএব তাঁকেই কর্ম-বিধায়ক রূপে গ্রহণ কর। (সূরা মুয্যামমিল, ৭৩ ঃ ৯) আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন প্রতিটি সালাতে কয়েক বার বলে ঃ

إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ

আমরা আপনারই ইবাদাত করছি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাচ্ছি। (সূরা ফাতিহা, ১ ঃ ৫) বানী ইসরাঈল মূসার (আঃ) কথা মেনে নেয় এবং বলে ঃ

عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম, হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই যালিমদের লক্ষ্যস্থল বানাবেননা। অর্থাৎ আমাদের উপর তাদেরকে সফলতা দান করবেননা। তা না হলে তারা ধারণা করবে যে, তারাই সঠিক পথে রয়েছে এবং বানী ইসরাঈল বাতিল পথে রয়েছে। ফলে তারা আমাদের উপর আরও বেশি যুল্ম করবে। হে আমাদের রাব্ব! ফির'আউনের লোকদের হাতে আমাদের শাস্তি দিবেননা এবং নিজের শাস্তিতেও আমাদেরকে জড়িত করবেননা। নতুবা ফির'আউনের কাওম বলবে যে, যদি লোকগুলো সত্যের উপরই থাকত তাহলে কখনও আযাবে জড়িত হতনা এবং আমরা (ফির'আউনের কাওম) তাদের উপর জয়যুক্ত হতামনা।

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ হে আল্লাহ! আপনার রাহমাত ও ইহসানের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কাফির কাওম হতে মুক্তি দিন। এরা হল কাফির, আর আমরা হলাম মু'মিন। আমরা আপনারই উপর ভরসা রাখি।

٨٧. وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

৮৭। আর আমি মূসা ও তার ভাইয়ের প্রতি অহী পাঠালাম ঃ তোমরা উভয়ে তোমাদের এই লোকদের জন্য মিসরে বাসস্থান বহাল রাখ, আর (সালাতের সময়) তোমরা সবাই নিজেদের সেই গৃহগুলিকে সালাত আদায় করার স্থান রূপে গণ্য কর এবং সালাত কায়েম কর, আর মু'মিনদেরকে শুভ সংবাদ জানিয়ে দাও।

বানী ইসরাঈলকে গৃহে বসে ইবাদাত করতে বলা হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলকে ফির'আউন হতে মুক্তি দেয়ার কারণ বর্ণনায় বলেন ঃ মূসা ও হারুনকে আমি হুকুম করলাম, তোমরা তোমাদের কাওমকে মিসরে অবস্থান করতে বল এবং সেখানেই বসতি স্থাপন কর।

وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً এর ব্যাপারে মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। বানী ইসরাঈলের লোকেরা এই আশংকা করছিল যে, তারা যদি তাদের ইবাদাতখানায় একত্রে ইবাদাত করে তাহলে ফির'আউন তাদেরকে হত্যা করবে। তাদেরকে বলা হল যে, তারা যেন তাদের বাসগৃহে অবস্থান করেই ইবাদাত করে। তাদের ঘরগুলি থাকবে কিবলাহর দিকে মুখ করা এবং তারা ইবাদাত করবে সংগোপনে। কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/১৭৩-১৭৪) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, বানী ইসরাঈল এই ভয় করত যে, যদি তারা মাসজিদে সালাত আদায় করে তাহলে ফির'আউন তাদেরকে হত্যা করবে। এ জন্যই তাদের বাড়িগুলি কিবলাহমুখী করে তৈরী করার আদেশ দেন এবং তাদেরকে গোপনে বাড়ীতে সালাত আদায় করার

অনুমতি দেয়া হয়। কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/১৭৩) সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রহঃ) বলেন ঃ وَٱجْعَلُوا۟ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً এর অর্থ হচ্ছে, যেন একটি অপরটির সামনে থাকে।

৮৮. وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ زِينَةً وَأَمْوَٰلًا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا۟ عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ	৮৮। আর মূসা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির‘আউন ও তার প্রধানবর্গকে দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করছে, হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে।
৮৯. قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ	৮৯। তিনি (আল্লাহ) বললেন ঃ তোমাদের উভয়ের দু‘আ কবূল করা হল। অতএব তোমরা দৃঢ়তার সাথে তাদের পথ অনুসরণ করনা যাদের জ্ঞান নেই।

মূসা (আঃ) ফির‘আউন এবং তার গোত্র-প্রধানদের বিরুদ্ধে বদ দু‘আ করেন

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, ফির‘আউন ও তার দলবল যখন সত্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং নিজেদের ভ্রান্তি ও কুফরীর উপরই কায়েম থাকল এবং যুল্‌ম ও ঔদ্ধত্যপনা অবলম্বন করল, তখন মূসা (আঃ) আল্লাহকে বললেন ঃ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِينَةً হে আমাদের রাব্ব! আপনি ফির‘আউন ও তার লোকদেরকে দুনিয়ার শান-শওকত এবং প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন। এর ফলে তারা আরও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। لِيَضِلُّواْ অর্থাৎ ی-কে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে- হে আল্লাহ! আপনি ফির‘আউনকে এই নি‘আমাতগুলি দিয়ে রেখেছেন অথচ আপনি জানেন যে, সে ঈমান আনবেনা। সুতরাং সে নিজেই পথভ্রষ্ট হবে। আর لِيُضِلُّواْ অর্থাৎ ی-কে পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে, হে আল্লাহ! আপনার ফির‘আউনকে দেয়া নি‘আমাতগুলি দেখে লোকেরা ধারণা করবে যে, আপনি তাকে ভালবাসেন। আপনি যখন তাকে সুখে শান্তিতে রেখেছেন, তখন ফল যেন এটাই দাঁড়াবে যে, লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। সুতরাং হে আল্লাহ! তাদের ধন-সম্পদকে ধ্বংস করে দিন। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল যেন আল্লাহ ফির‘আউনীদের সম্পদ ধ্বংস করেন। (তাবারী ১৫/১৮১) যাহহাক (রহঃ), আবুল আলীয়া (রহঃ) এবং রাবীয়া ইব্‌ন আনাস (রহঃ) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তাদের ধন সম্পদকে খোদাই করা পাথরে রূপান্তরিত করেন। (তাবারী ১৫/১৮০) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ এটা মহান আল্লাহ মূসার (আঃ) ভাষায় উক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন ঃ হে আল্লাহ! আপনি তাদের অন্তরসমূহে মোহর লাগিয়ে দেন। فَلاَ يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ যেন তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে। মূসা (আঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে ফির‘আউন ও তার কাওমের বিরুদ্ধে এই দু‘আ করেছিলেন। এ ব্যাপারে মূসার (আঃ) দৃঢ় বিশ্বাস

জন্মেছিল যে, তাদের মধ্যে সংশোধনের কোন যোগ্যতাই নেই। কাজেই তাদের নিকট থেকে কল্যাণের কোন আশাই করা যায়না। যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন ঃ

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ دَيَّارًا. إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا۟ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓا۟ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

নূহ আরও বলেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা। তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুস্কৃতিকারী ও কাফির। (সূরা নূহ, ৭১ ঃ ২৬-২৭) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা মূসার (আঃ) প্রার্থনা কবূল করেন এবং তাঁর ভাই হারুণ (আঃ) তাতে আমীন বলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমাদের দু'জনের প্রার্থনা কবূল করা হল এবং ফির'আউনীদের ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। মহান আল্লাহর উক্তি ঃ

قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا হে মূসা ও হারুন! তোমাদের প্রার্থনা কবূল করা হল। قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا তোমরাও আমার হুকুমের উপর সোজা ও দৃঢ় থাক এবং তা কার্যকর কর।

৯০। আর আমি বানী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম, অতঃপর ফির'আউন তার সৈন্যদলসহ তাদের পশ্চাদানুসরণ করল যুল্‌ম ও নির্যাতনের উদ্দেশে; এমনকি যখন সে নিমজ্জিত হতে লাগল তখন বলতে লাগল ঃ আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা'বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি।	٩٠. وَجَـٰوَزْنَا بِبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدْوًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱلَّذِىٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓا۟ إِسْرَٰٓءِيلَ

وَأَنَا۠ مِنَ سۡلِمِينَ	
٩١. ءَآلۡـَٔـٰنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ	**৯১। এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্ব (মুহূর্ত) পর্যন্ত তুমি নাফরমানী করছিলে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।**
٩٢. فَٱلۡيَوۡمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنۡ خَلۡفَكَ ءَايَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنۡ ءَايَـٰتِنَا لَغَـٰفِلُونَ	**৯২। অতএব আমি আজ তোমার লাশকে উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক; আর প্রকৃত পক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে।**

বানী ইসরাঈলের মুক্তি এবং ফির‘আউনদের সলীল সমাধি

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউন ও তার সৈন্যদের নদীতে নিমজ্জিত হওয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন। বানী ইসরাঈল যখন মূসার (আঃ) সাথে মিসর হতে যাত্রা শুরু করে তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ। বানী ইসরাঈল ফির‘আউনের কাওম কিবতীদের নিকট থেকে বহু অলংকার ঋণ স্বরূপ নিয়েছিল এবং সেগুলো নিয়েই তারা মিসর হতে বেরিয়ে পড়ে। ফলে ফির‘আউনের ক্রোধ খুবই বেড়ে যায়। তাই সে তার কর্মচারীদেরকে তার দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এই নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করে যে, তারা যেন একটি বিরাট বাহিনী গঠন করে। সুতরাং তার আদেশ মোতাবেক এক বিরাট বাহিনী গঠিত হয় এবং তা নিয়ে সে বানী ইসরাঈলের পশ্চাদ্ধাবন করে। আল্লাহ তা‘আলার উদ্দেশ্য ছিল এটাই যাতে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়। অতএব ফির‘আউনের রাজ্যে যতগুলো ধনাঢ্য ও সম্পদশালী লোক ছিল কেহই তার সেনাবাহিনীতে যোগদান থেকে বাদ রইলনা। তারা সবাই ফির‘আউনের সাথে বেরিয়ে পড়ল। সকালেই তারা বানী ইসরাঈলের নাগাল পেয়ে গেল।

Contents

فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

অতঃপর যখন দু' দল পরস্পরকে দেখল তখন মূসার সঙ্গীরা বলল ঃ আমরাতো ধরা পড়ে যাচ্ছি! (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬১) এটা ছিল ঐ সময়ের ঘটনা যখন বানী ইসরাঈল নদীর তীরে পৌঁছে গিয়েছিল এবং ফির'আউন ও তার বাহিনী তাদের পিছনেই ছিল। উভয় দল প্রায় মুখোমুখি পর্যায়ে পৌঁছল। মূসার (আঃ) লোকেরা তাঁকে বারবার বলতে লাগল ঃ 'এখন উপায় কি হবে? মূসা (আঃ) বললেন ঃ

قَالَ كَلَّآ ۖ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ

(মূসা) বলল ঃ কক্ষণই নয়। আমার সঙ্গে আছেন আমার রাব্ব; সত্ত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৬২) আমাকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন নদীতে রাস্তা করে দিই। আমরা কখনও ধরা পড়বনা। আমার রাব্বই আমার পরিচালক। যখন নৈরাশ্য শেষ সীমায় পৌঁছে গেল তখন মহান আল্লাহ নৈরাশ্যকে আশায় পরিবর্তিত করলেন। মূসাকে (আঃ) তিনি হুকুম করলেন ঃ 'তোমার লাঠি দ্বারা নদীর পানিতে আঘাত কর।' মূসা (আঃ) তাই করলেন। তখন নদীর পানি বারোটি ভাগ হয়ে গেল। পানির প্রতিটি ভাগ এক একটি উঁচু পাহাড়ের রূপ ধারণ করল। নদীতে বারোটি রাস্তা হয়ে গেল। বানী ইসরাঈলের প্রত্যেক দলের জন্য হয়ে গেল একটি করে রাস্তা। নদীর মধ্যভাগের সিক্ত মাটিকে শুষ্ক করার জন্য বাতাসকে আদেশ করলেন এবং হাওয়া তৎক্ষণাৎ মাটি শুকিয়ে দিল। ফলে রাস্তা চলাচলের যোগ্য হয়ে গেল।

فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুস্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। (সূরা তা-হা, ২০ ঃ ৭৭)

নদীর পানির প্রাচীরের মধ্যে জানালা হয়ে গিয়েছিল, যাতে প্রতিটি পথের লোক অন্য লোককে দেখতে পায় এবং নিশ্চিত হতে পারে যে, অন্যেরা ধ্বংস হয়ে যায়নি। এভাবে বানী ইসরাঈল নদী পার হয়ে গেল। তাদের শেষ লোকটিও যখন নদী পার হয়ে গেল তখন ফির'আউনের লোক লস্কর নদীর এপারে পৌঁছে গেল। ফির'আউনের সেনাবাহিনীতে শুধু এক লাখ কালো ঘোড়ার আরোহী ছিল। অন্যান্য রংয়ের অশ্বারোহীতো ছিলই। এর দ্বারা ফির'আউনের সৈন্য সংখ্যার আধিক্যের কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। ফির'আউন এই ভয়াবহ অবস্থা

দেখে ভীষণ আতংকিত হয়ে উঠল এবং ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তখন আর মুক্তি লাভের সুযোগ ছিলনা। তার ভাগ্যে যা ঘটার ছিল তা ঘটে যাওয়ার সময় এসেই পড়েছিল। মূসার (আঃ) দু‘আ কবূল হয়ে গিয়েছিল।

জিবরাঈল (আঃ) একটি ঘোটকীর উপর সাওয়ার ছিলেন। তিনি ফির‘আউনের ঘোটকের পাশ দিয়ে গমন করলেন। তার ঘোটকীকে দেখে ফির‘আউনের ঘোড়াটি চিঁহি চিঁহি শব্দ করে উঠল। জিবরাঈল (আঃ) তার ঘোটকীকে নদীতে নামিয়ে দিলেন এবং তা দেখে ফির‘আউনের ঘোড়াটিও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফির‘আউন ওকে থামিয়ে রাখতে পারলনা। বাধ্য হয়ে তাকে নদীতে নামতেই হল। সে তখন তার বীরত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশে তার সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে বলল ঃ ‘বানী ইসরাঈল আমাদের চেয়ে নদীর বেশি হকদার নয়। সুতরাং তোমরা সবাই নদীতে নেমে যাও। রাস্তাতো বানানোই রয়েছে।’ তার এই উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ শুনে তার সেনাবাহিনী নদীতে নেমে পড়ল। মিকাঈল (আঃ) তাদের সবার পিছনে ছিলেন এবং তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সবাই যখন নদীর মধ্যে প্রবেশ করল এবং তাদের অগ্রবর্তী দল নদীর অপর পাড়ে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা‘আলা নদীকে পরস্পর মিলিয়ে দিলেন। তরঙ্গ উঁচু-নীচু হচ্ছিল এবং সেখানে মহাপ্রলয় শুরু হল। ফির‘আউনের উপরও মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেল। ঐ সময় সে বলে উঠল ঃ

آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلـــهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

আমি ঈমান এনেছি বানী ইসরাঈল যাঁর উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া অন্য মা’বূদ নেই এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। কিন্তু বড়ই আফসোস যে, সে এমন সময় ঈমান আনল, যখন ঈমান আনায় কোনই উপকার ছিলনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ. فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَـٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا ۖ سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدۡ خَلَتۡ فِي عِبَادِهِۦ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلۡكَـٰفِرُونَ

অতঃপর যখন তারা আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন বলল ঃ আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল তখন

তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে এলোনা। আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তার বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিরেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সূরা গাফির, ৪০ ঃ ৮৪-৮৫) তাই ফির‘আউনের এ কথার উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ তুমি এখন ঈমান আনছ? অথচ পূর্বমুহুর্ত পর্যন্ত তুমি নাফরমানীই করছিলে এবং ফাসাদকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। সে লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করছিল। আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন ঃ

وَجَعَلْنَـٰهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا يُنصَرُونَ

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম। তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করত; কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে সাহায্য করা হবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৪১)

আল্লাহ তা‘আলা ফির‘আউনের اَمَنْتُ بِرَبِّ مُوْسَى এ কথাটি স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করেন। এটা ছিল ঐ গাইবের কথাগুলির অন্তর্ভুক্ত যার খবর তিনি একমাত্র তাঁকেই দিয়েছিলেন। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন ফির‘আউন ঈমানের কালেমাটি মুখে উচ্চারণ করে তখনকার কথা জিবরাঈল (আঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেন ঃ ‘হে আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি নদীর কাদামাটি ফির‘আউনের মুখের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম এই ভয়ে যে, হয়তবা আল্লাহর রাহমাত তাঁর গযবের উপর জয়লাভ করবে।’ (মুসনাদ আত তায়ালেসী ৩৪১, তিরমিযী ৮/৫২৬, তাবারী ১৫/১৯০-১৯১) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান গারীব সহীহ বলেছেন। আল্লাহ তা‘আলার উক্তি ঃ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً অতএব আজ আমি তোমার মৃতদেহকে উদ্ধার করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তী লোকদের জন্য উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হয়ে থাক। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের কিছু লোক ফির‘আউনের মৃত্যুর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছিল। তখন আল্লাহ তা‘আলা নদীকে আদেশ করলেন যে, সে যেন ফির‘আউনের পোশাক পরিহিত আত্মাহীন দেহকে যমীনের কোন উচু স্থানে নিক্ষেপ করে, যাতে জনগণের কাছে ফির‘আউনের মৃত্যুর সত্যতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ তারা যেন বুঝতে পারে যে, ওটা হচ্ছে ফির‘আউনের আত্মাবিহীন দেহ। এ

ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা হলেন অসীম ক্ষমতাশালী, সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই আয়ত্বাধীন। তাঁর ক্রোধের শাস্তি সহ্য করার শক্তি কারও নেই। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ প্রকৃতপক্ষে অনেক লোক আমার উপদেশাবলী হতে উদাসীন রয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ লোক আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনাবলী থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করেনা। কথিত আছে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা অভিশপ্ত ফির‘আউন ও তার লোকদেরকে ধ্বংস করেছিলেন আশুরার দিন (১০ মুহাররাম)। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরাত করে মাদীনায় আগমন করেন তখন তিনি দেখলেন যে, ইয়াহুদীরা ঐ দিন সিয়াম পালন করে থাকে। তিনি তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলে ঃ ‘এই দিনে মূসা (আঃ) ফির‘আউনের উপর জয়যুক্ত হয়েছিলেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে বললেন ঃ ‘হে লোকসকল! তোমরা ইয়াহুদীদের চেয়ে এই সিয়াম পালন করার বেশি হকদার। সুতরাং তোমরা আশুরার দিবসে সিয়াম পালন করবে।’ (ফাতহুল বারী ৮/১৯৮)

৯৩। আর আমি বানী ইসরাঈলকে থাকার জন্য অতি উত্তম বাসস্থান প্রদান করলাম, আর আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করলাম। তাদের নিকট (আহকামের) জ্ঞান না পৌঁছা পর্যন্ত তারা মতভেদ করেনি। নিঃসন্দেহে তোমার রাব্ব কিয়ামাত দিনে তাদের মধ্যে সেই সব বিষয়ের মীমাংসা করবেন, যাতে তারা মতভেদ করছিল।	٩٣. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا۟ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فِيمَا كَانُوا۟ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Contents

বানী ইসরাঈলের প্রতিষ্ঠা এবং উত্তম খাদ্য লাভ

আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নি'আমাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন ঃ আমি তাদেরকে বসবাসের জন্য উত্তম জায়গা দান করেছি। অর্থাৎ মিসর ও সিরিয়া, যা বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটেই অবস্থিত। আল্লাহ তা'আলা যখন ফির'আউন ও তার দলবলকে ধ্বংস করেন তখন তিনি মিসরের উপর মূসার (আঃ) শাসন পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَٰرِقَ ٱلْأَرْضِ
وَمَغَٰرِبَهَا ٱلَّتِى بَٰرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِىٓ
إِسْرَٰٓءِيلَ بِمَا صَبَرُوا۟ ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُۥ وَمَا
كَانُوا۟ يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ ঃ ১৩৭) অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

فَأَخْرَجْنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَٰهَا
بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ

পরিণামে আমি ফির'আউন গোষ্ঠিকে বহিস্কৃত করলাম তাদের উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণ হতে। এবং ধন ভান্ডার ও সুরম্য সৌধমালা হতে। এরূপই ঘটেছিল এবং বানী ইসরাঈলকে আমি করেছিলাম এ সমুদয়ের অধিকারী। (সূরা শু'আরা, ২৬ ঃ ৫৭-৫৯) মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟
فِيهَا فَٰكِهِينَ

Contents

তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। (সূরা দুখান, ৪৪ ঃ ২৫-২৭)

বানী ইসরাঈল মূসার (আঃ) কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস শহরের জন্য আবেদন জানায়, যা ইবরাহীম খলীলের (আঃ) বাসভূমি ছিল। ঐ সময় বাইতুল মুকাদ্দাস 'আমালিকা' সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। বানী ইসরাঈলকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে বলা হলে তারা অস্বীকার করে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন তাদেরকে 'তীহ' মাইদানে পথ হারিয়ে দেন। চল্লিশ বছর ধরে তারা সেখানে উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এর মধ্যে হারুণ (আঃ) ইন্তিকাল করেন এবং পরে মূসাও (আঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপর বানী ইসরাঈল ইউশা ইব্‌ন নূনের (আঃ) সাথে তীহের মাইদান হতে বেরিয়ে পড়েন এবং তাঁর হাতে আল্লাহ তা'আলা বাইতুল মুকাদ্দাস বিজিত করেন। কিছুকাল এটা তাঁর অধিকারে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ আমি তাদেরকে আহার করার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তুসমূহ দান করেছি। **فَمَا اخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءهُمُ الْعِلْمُ** কিন্তু দীন সম্পর্কে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা ঐ ব্যাপারে মতভেদ করতে থাকে। অথচ দীন সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি করার কোন কারণই ছিলনা। আল্লাহ তা'আলাতো সমস্ত কথাই অতি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছিলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'ইয়াহূদীরা একাত্তরটি দল বানিয়ে নিয়েছিল, আর খৃষ্টানরা বানিয়ে নিয়েছিল বাহাত্তরটি দল। আমার উম্মাত তেহাত্তরটি দল বানিয়ে নিবে। ওগুলির মধ্যে শুধু একটি দল মুক্তিপ্রাপ্ত হবে এবং বাকী সবগুলোই হবে জাহান্নামী। জিজ্ঞেস করা হল ঃ 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ একটি দল কোনটি?' তিনি উত্তরে বললেন ঃ 'যার উপর আমি ও আমার সাহাবীবর্গ রয়েছি।' (হাকিম ১/১২৯) আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ নিশ্চয়ই আমি কিয়ামাতের দিন ঐ সব বিষয়ের উপর মীমাংসা করব, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছিল।

৯৪। অতঃপর (হে নাবী) যদি তুমি এ (কিতাব) সম্পর্কে সন্দিহান হও, যা আমি তোমার নিকট পাঠিয়েছি, তাহলে তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ, যারা তোমার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে। নিঃসন্দেহে তোমার নিকট এসেছে তোমার রবের পক্ষ হতে সত্য কিতাব, সুতরাং তুমি কখনই সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	٩٤. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ فَسۡـَٔلِ ٱلَّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكَۚ لَقَدۡ جَآءَكَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ
৯৫। আর অন্তর্ভুক্ত হয়োনা ঐ সব লোকেরও যারা আল্লাহর আয়াতগুলিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, যেন তুমি ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত না হও।	٩٥. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ
৯৬। নিঃসন্দেহে, যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা,	٩٦. إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتۡ عَلَيۡهِمۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤۡمِنُونَ
৯৭। যদিও তাদের নিকট সমস্ত প্রমাণ পৌঁছে যায়, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।	٩٧. وَلَوۡ جَآءَتۡهُمۡ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ

পবিত্র কুরআনে পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত রয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ

যারা সেই নিরক্ষর রাসূলের অনুসরণ করে চলে যার কথা তারা তাদের নিকট রক্ষিত তাওরাত ও ইঞ্জীল কিতাবে লিখিত পায়। (সূরা আ‘রাফ, ৭ ঃ ১৫৭) কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোক তাঁর উপর ঈমান আনেনা, অথচ তারা তাঁর সত্যবাদিতা ও সততাকে এমনভাবে জানে ও চিনে, যেমনভাবে চিনে নিজেদের সন্তানদেরকে। এ জন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন ঃ

نَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِيمَ সত্যের প্রমাণাদী কায়েম হয়ে গেছে, কিন্তু যতই প্রমাণ তাদের কাছে উপস্থিত করা হোক না কেন তারা ঐ পর্যন্ত ঈমান আনবেনা, যে পর্যন্ত না আল্লাহর আযাব অবলোকন করে। কিন্তু ঐ সময় তাদের ঈমান আনায় কোনই লাভ হবেনা। কাওমের এই পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার পরই মূসা (আঃ) তাদের উপর বদ দু‘আ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٰٓ أَمْوَٰلِهِمْ وَٱشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا۟ حَتَّىٰ يَرَوُا۟ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তর-সমূহকে কঠিন করুন, যাতে তারা ঈমান না আনতে পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে দেখে নেয়। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৮৮) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি রয়েছে ঃ

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ

আমি যদি তাদের কাছে মালাকও অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরাও যদি তাদের সাথে কথাবার্তা বলত এবং দুনিয়ার সমস্তই যদি আমি তাদের চোখের সামনে সমবেত করতাম, তবুও তারা ঈমান আনতনা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ১১১)

৯৮। সুতরাং এমন কোন জনপদই ঈমান আনেনি যে, তাদের ঈমান আনা উপকারী হয়েছে, ইউনুসের কাওম ছাড়া। যখন তারা ঈমান আনলো, তখন আমি তাদের থেকে পার্থিব জীবনের অপমানজনক শাস্তি বিদূরিত করলাম এবং তাদেরকে সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকতে দিলাম এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত।	٩٨. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰنُهَآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا۟ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْىِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَـٰهُمْ إِلَىٰ حِينٍ

ইউনুসের (আঃ) সম্প্রদায় ছাড়া আর কারও জন্য শেষ মুহুর্তের ঈমান কোন ফায়দা দিবেনা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنفَعَهَا إِيمَانُهَا ... পূর্ববর্তী উম্মাতদের কোন উম্মাতেরই সমস্ত লোক ঈমান আনেনি, যাদের কাছে আমি নাবী পাঠিয়েছিলাম। হে মুহাম্মাদ! তোমার পূর্বে যত নাবী এসেছিল, সকলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার উক্তি ঃ

يَـٰحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ

পরিতাপ বান্দাদের জন্য! তাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে তখনই তারা তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ ঃ ৩০) আল্লাহ তা‘আলা অন্যত্র বলেন ঃ

كَذَٰلِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে ঃ তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! (সূরা যারিয়াত, ৫১ ঃ ৫২) অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

وَكَذَٰلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّقْتَدُونَ

এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ ঃ ২৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'নাবীদেরকে আমার সামনে পেশ করা হয়। কোন নাবীর সাথে ছিল বড় বড় উম্মাতের দল। আবার কোন নাবীর সাথে ছিল একটিমাত্র লোক, কোন নাবীর সাথে ছিল দু'টি লোক এবং কোন নাবীর সাথে একটি লোকও ছিলনা।' (ফাতহুল বারী ১০/২২৪) অতঃপর তিনি মূসার (আঃ) উম্মাতের আধিক্যের বর্ণনা দেন। তারপর তিনি নিজের উম্মাতের আধিক্যের বর্ণনা দেন, যারা পূর্ব ও পশ্চিমকে ঢেকে নিয়েছিল। মোট কথা, ইউনুসের (আঃ) কাওম ছাড়া কোন নাবীরই কাওমের সমস্ত লোক ঈমান আনেনি। ইউনুসের (আঃ) কাওম ছিল নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী। আল্লাহর আযাব প্রত্যক্ষ করার পর ভয়ে তারা ঈমান এনেছিল। আল্লাহ তা'আলার আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করে নাবী ইউনুস (আঃ) নিজেও কাওমের মধ্য হতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ঐ লোকগুলো আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করল এবং অত্যন্ত কান্নাকাটি করল। নিজেদের শিশু ও গৃহপালিত পশুগুলোকে নিয়ে মাঠের দিকে চলে গেল এবং মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করল। ঐ সময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি সদয় হন এবং যে আযাব সামনে এসে গিয়েছিল তা সরিয়ে নেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ইউনুসের কাওম যখন ঈমান আনল তখন পার্থিব জীবনে আগত আযাব আমি তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের জীবনকাল পর্যন্ত ঐ আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম।

কাতাদাহ (রহঃ) এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন যে, আযাব এসে যাওয়ার পর কোন কাওম ঈমান আনলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়না। কিন্তু ইউনুস (আঃ) যখন নিজের কাওমকে ছেড়ে চলে গেলেন এবং লোকেরা বুঝতে পারল যে, এখন আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবেনা তখন তাদের অন্তরে তাওবাহর অনুভূতি জেগে উঠল। তারা উলের কাপড় পরিধান করল। অতঃপর তারা প্রতিটি পশু থেকে ওদের বাচ্চাগুলোকে পৃথক করল। চল্লিশ দিন পর্যন্ত তারা কান্নাকাটি করল। আল্লাহ তা'আলা তাদের আন্তরিকতাপূর্ণ নিয়াত এবং তাওবাহর বিশুদ্ধতা দেখে তাদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ ইউনুসের (আঃ) কাওম মুসিল অঞ্চলের নিনওয়া গ্রামের অধিবাসী ছিল। (তাবারী ১৫/২০৭) ইব্ন মাস'উদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) এবং অন্যান্যরা এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ১৫/২০৮-২১০)

৯৯। আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। তাহলে তুমি কি মানুষের উপর যবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনেই?	٩٩. وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ
১০০। অথচ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারও ঈমান আনা সম্ভব নয়; আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন।	١٠٠. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

ঈমান আনার ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন জোর যবরদস্তি নেই

আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ হে মুহাম্মাদ! যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে দুনিয়ার সমস্ত মানুষই ঈমান আনত। কিন্তু তিনি যা কিছু করেন তাতে নিপুণতা রয়েছে। আল্লাহর ইচ্ছা হলে সবাই এক মতাবলম্বীই হত। কিন্তু এ বিষয়ে আল্লাহর হিকমাত রয়েছে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَ ٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَ ٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ ঃ ১১৮-১১৯)

أَفَلَمْ يَاْيْـَٔسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

তাহলে কি যারা ঈমান এনেছে তাদের প্রত্যয় হয়নি যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয়ই সকলকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন? (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৩১) তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ

أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ হে নাবী! তুমি কি জোর করে তাদেরকে মু’মিন বানাতে চাও? না, এটা তোমার জন্য শোভনীয় নয় এবং ওয়াজিবও নয়।

يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮)

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَٰتٍ

Contents

অতএব তুমি তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার প্রাণকে ধ্বংস করনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ ঃ ৮) এই মনে করে যে, তারা ঈমান আনছেনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এক জায়গায় বলেন ঃ

لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ ঃ ২৭২) অন্য জায়গায় তিনি বলেন ঃ

لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا۟ مُؤْمِنِينَ

তারা মু’মিন হচ্ছেনা বলে তুমি হয়তো মনঃকষ্টে আত্মবিনাসী হয়ে পড়বে। (সূরা শু‘আরা, ২৬ ঃ ৩) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ ঃ ৫৬)

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَٰغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ

তোমার কর্তব্যতো শুধু প্রচার করা; আর হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার। (সূরা রা‘দ, ১৩ ঃ ৪০)

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ. لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক, তুমিতো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নও। (সূরা গাশিয়াহ, ৮৮ ঃ ২১-২২) এ ছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে, আল্লাহ তা‘আলা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তিনি আরও বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কেহই ঈমান আনতে পারেনা। জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা যে কাজ করেনা তাকে পথভ্রষ্ট করে দেয়া হয়। হিদায়াত করা ও না করার ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা ন্যায়পরায়ণ।

১০১। বলে দাও ঃ তোমরা লক্ষ্য কর, যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে ও যমীনে; আর যারা ঈমান আনেনা, প্রমাণাদী ও ভয় প্রদর্শন তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারেনা।	١٠١. قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَمَا تُغۡنِي ٱلۡأٓيَٰتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوۡمٖ لَّا يُؤۡمِنُونَ
১০২। অতএব তারা শুধু ঐ লোকদের অনুরূপ ঘটনাবলীর প্রতীক্ষা করছে যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে। তুমি বলে দাও ঃ আচ্ছা তাহলে তোমরা ওর প্রতীক্ষায় থাক, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষারতদের মধ্যে রইলাম।	١٠٢. فَهَلۡ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثۡلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِهِمۡۚ قُلۡ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلۡمُنتَظِرِينَ
১০৩। শেষ পর্যন্ত আমি স্বীয় রাসূলদেরকে এবং মু'মিনদেরকে নাজাত দিলাম, এ রূপেই আমি মু'মিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।	١٠٣. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْۚ كَذَٰلِكَ حَقًّا عَلَيۡنَا نُنجِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করার উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন ঃ সারা বিশ্বে আমার যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, যেমন আকাশের তারকারাজি, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র, রাত, দিন ইত্যাদি, এগুলির প্রতি তোমরা তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ যে, কিভাবে রাতের মধ্যে দিনকে এবং দিনের মধ্যে রাতকে প্রবেশ করানো হচ্ছে! কখনও দিন বড় হচ্ছে, আবার

কখনও রাত বড় হচ্ছে। আর আকাশের উচ্চতা ও প্রশস্ততা, তারকারাজি দ্বারা তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ, যমীন শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর পুনরায় তাকে সঞ্জীবিত ও সবুজ-শ্যামল করা, উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজিতে ফল, ফুল ও পাঁপড়ি সৃষ্টি করা, বিভিন্ন প্রকারের তরুলতা উৎপন্ন করা, বিভিন্ন প্রকারের জীব-জন্তু সৃষ্টি করা, এগুলির আকৃতি, রং, উপকারিতা ও অপকারিতা পৃথক হওয়া, পাহাড়, মরুভূমি, বন-জঙ্গল, বাগবাগিচা, আবাদী ও পতিত ভূমি, সমুদ্র, তার তলদেশের বিস্ময়কর বস্তুরাজি, তরঙ্গমালা, জোয়ার-ভাটা, এতদসত্ত্বেও ভ্রমণকারীদের ওর উপর দিয়ে নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি যোগে ভ্রমণ করা, এ সবগুলি হচ্ছে মহাশক্তিশালী আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহ, যিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই।

وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এসব নিদর্শন কাফিরদের চিন্তা-গবেষণার কোনই কারণ হচ্ছেনা। আল্লাহর দলীল সাব্যস্ত হয়ে গেছে, এরা ঈমান আনছেনা এবং আনবেওনা। এ লোকগুলোতো ঐ শাস্তির দিনের অপেক্ষা করছে, যার সম্মুখীন হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তী কাওমগুলি।

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

নিঃসন্দেহে যাদের সম্বন্ধে তোমার রবের বাক্য সাব্যস্ত হয়ে গেছে তারা কখনও ঈমান আনবেনা। (সূরা ইউনুস, ১০ ঃ ৯৬) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ فَانتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ

হে নাবী! তাদেরকে বলে দাও, তোমরা সময়ের জন্য অপেক্ষা কর। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষা করছি। كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ অবশেষে যখন অপেক্ষার সময় শেষ হয়ে শাস্তি এসেই পড়বে তখন আমি রাসূলদেরকে এবং তাদের উম্মাতদেরকে বাঁচিয়ে নিব। আর যারা রাসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিব। মু'মিনদেরকে রক্ষা করার যিম্মা মহান আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ

كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ

Contents

তোমাদের রাব্ব দয়া ও অনুগ্রহ করার নীতি নিজের উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন। (সূরা আন‘আম, ৬ ঃ ৫৪)

১০৪। বলে দাও ঃ হে লোকসকল! যদি তোমরা আমার দীন সম্বন্ধে সন্দিহান হও তাহলে আমি সেই মা’বূদদের ইবাদাত করিনা, আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদাত কর; কিন্তু আমি সেই আল্লাহর ইবাদাত করি যিনি তোমাদের জান কবজ করেন, আর আমাকে এই আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন ঈমান আনয়নকারীদের দলভুক্ত থাকি।	١٠٤. قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
১০৫। আর এটাও যে, নিজকে নিজে এই ধর্মের প্রতি এভাবে নিবিষ্ট করে রাখবে যে, অন্যান্য সকল তরীকা হতে পৃথক হয়ে যাও, আর কখনও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।	١٠٥. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
১০৬। আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুর ইবাদাত করনা যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, আর না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এরূপ কর তাহলে তুমি এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।	١٠٦. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ

١٠٧. وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ ۖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ ۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ	**১০৭। আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন তাহলে তিনি ছাড়া কেহ তা মোচনকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কোন কল্যাণ ও শান্তি পৌঁছাতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহের কোন অপসারণকারী নেই; তিনি স্বীয় অনুগ্রহ নিজের বান্দাদের মধ্য হতে যাকে চান দান করেন; এবং তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।**

একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে শরীকবিহীনভাবে

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا তুমি বলে দাও, হে লোকসকল! আমি যে দীনে হানীফ (একনিষ্ঠ ধর্ম) নিয়ে এসেছি, যার অহী আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যদি এর সঠিকতা ও সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের সন্দেহ হয়ে থাকে তাহলে জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের উপাস্যদের কখনও উপাসনা করবনা। আমি এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই বান্দা, যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং যিনি তোমাদের জীবন দান করেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের সকলকেই তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, তোমাদের মা’বূদ সত্য তাহলে তাদেরকে আমার কোন ক্ষতি করতে বলতো? জেনে রেখ যে, তাদের কারও লাভ বা ক্ষতি করার কোনই ক্ষমতা নেই। লাভ ও ক্ষতি করার ইখতিয়ারতো শরীকবিহীন আল্লাহর। হে নাবী! তুমি কাফিরদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হও। শির্কের দিকে একটুও ঝুঁকে পড়না। লাভ ও ক্ষতি, কল্যাণ ও অকল্যাণ তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। অতএব শরীকমুক্ত ইবাদাত পাবার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

Contents

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তোমাদের যত বড় পাপই হোক না কেন, যদি তাওবাহ কর তাহলে তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন। এমন কি শির্ক করেও যদি তাওবাহ কর তাহলে তাও তিনি ক্ষমা করবেন।

১০৮। বল ঃ হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ হতে সত্য (ধর্ম) এসেছে, অতএব যে ব্যক্তি সঠিক পথে আসবে, বস্তুতঃ সে নিজের জন্যই পথে আসবে; আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্ট থাকবে তার পথভ্রষ্টতা তারই উপরে বর্তাবে, আর আমাকে (রাসূলকে) তোমাদের উপর দায়িত্বশীল করা হয়নি।	١٠٨. قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ
১০৯। আর তুমি তোমার প্রতি প্রেরিত অহীর অনুসরণ কর, আর ধৈর্য ধারণ কর এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ মীমাংসা করে দেন, এবং তিনিই উত্তম মীমাংসাকারী।	١٠٩. وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَٰكِمِينَ.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ হে নাবী! তুমি লোকদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে যেসব অহী এসেছে তা সত্য। তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে ব্যক্তি হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাঁর অনুসরণ করেছে, তার উপকার সে নিজেই লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করেনি, তার কুফল তাকেই ভোগ করতে হবে। وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ আমি আল্লাহর অভিভাবক নই যে,

তোমাদেরকে জোরপূর্বক মু'মিন বানিয়ে দিব। আমিতো শুধু তোমাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে ভয় প্রদর্শনকারী। হিদায়াত দান করার কাজ একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ হে নাবী! তুমি নিজেও অহীর অনুসরণ কর এবং তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধর। যারা তোমার বিরোধিতা করছে ওর উপর ধৈর্যধারণ কর, যে পর্যন্ত না আল্লাহর ফাইসালা চলে আসে। তিনি উত্তম ফাইসালাকারী। অর্থাৎ স্বীয় ইনসাফ ও হিকমাতের মাধ্যমে তিনি উত্তম মীমাংসাকারী।

সূরা ইউনুস এর তাফসীর সমাপ্ত।